সটীক

ফৌজদারী কার্য্যবিধি

(১৮৮২ সালের ১০ আইন)

কলিকাতা মান্দ্রাজ, বোম্বাই ও এলাহাবাদ হাইকোর্টের বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত আবশ্যকীয় সমস্ত নিষ্পত্তির সারাংশ, বাঙ্গাল গবর্ণমেণ্ট ও পুলীস বিভাগের প্রয়োজনীয় সরকিউলর; সিলেক্ট কমিটীর রিপোর্ট; নূতন ও পুরাতন আইনের ধারা সমূহের কম্প্যারেটিভ্ টেবিল

ও

সুবিস্তীর্ণ নির্ঘণ্ট

সহ

শ্রীতারানাথ চক্রবর্ত্তী এম, এ, বি, এল,
জেলা ফরিদপুরের গবর্ণমেণ্ট প্লীডার
এবং
শ্রীহরবিলাস মুখোপাধ্যায় এম, এ, বি, এল,
ফরিদপুরের জজ আদালতের উকীল
কর্ত্তৃক সঙ্কলিত

ও
কলিকাতা ৫৫নং কলেজ ষ্ট্রীট, এস, এম, মজুমদার এণ্ড কোং
দ্বারা প্রকাশিত

কলিকাতা।

নিমতোলা, ৩৪নং বেনিয়াটোলা লেন,
নববিভাকর যন্ত্রে,
শ্রীগোপালচন্দ্র নিয়োগী দ্বারা
মুদ্রিত

১২৯০।

Out of Print.

ভূমিকা।

সটীক ফৌজদারী কার্য্যবিধি অর্থাৎ ১৮৮২ সালের ১০ আইন প্রচারিত হইল এই পুস্তকের উপকারিতা বৃদ্ধি করিবার জন্য অল্প সময় মধ্যে যত দূর চেষ্টা করা যাইতে পারে তাহার ত্রুটি করি নাই যাহাতে সর্ব্বসাধারণের এবং কেবল বঙ্গালাভাষাজ্ঞ ব্যবহারাজীবী ব্যক্তিগণের এই কার্য্যবিধির বিধানগুলি সহজে উপলব্ধি হয়, তাহার চেষ্টা বিশেষরূপে করিয়াছি প্রায় সমস্ত আইন, নজীর এবং কার্য্যপ্রণালীর নিয়মাবলী ইংরেজী ভাষায় প্রচারিত হওয়ায়, তাঁহাদের কার্য্যের অনেক অসুবিধা ঘটে। আমরা সেই অভাব, এই পুস্তকে নিবারণ জন্য সাধ্যমত চেষ্টা করিতে ত্রুটি করি নাই

নূতন কার্য্যবিধির মূলের যে বাঙ্গালা অনুবাদ গবর্ণমেণ্ট গেজেটে প্রকাশিত হয়, তাহাই এই গ্রন্থে অবিকল সন্নিবেশিত হইয়াছে তাহার কারণ এই যে গেজেটে প্রকাশিত অনুবাদ ব্যতীত, অন্য কোন ব্যক্তি কর্ত্তৃক অনুবাদ, আদালতে গ্রাহ্য হয় না। সংহিতাকারে আইন প্রকাশিত হইলে, তাহার ভাষা কখনই প্রাঞ্জল হইতে পারে না ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভার সমস্ত আইনই এই প্রণালীতে প্রণীত হইয়া প্রচার হয় সুতরাং অনেক স্থলে তাহার মর্ম্মার্থ দুর্ব্বোধ্য হইয়া পড়ে তাহা বিশদরূপে সাধারণের বোধগম্য করিবার মানসে ভারতবর্ষস্থিত হাইকোর্টের নিষ্পত্তির সারাংশ সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। আমরা কোন সটীক ইংরেজী গ্রন্থের অনুবাদ করি নাই ১৮৬২ সাল হইতে এপর্য্যন্ত কলিকাতার এবং ১৮৭৬ সাল হইতে এপর্য্যন্ত আলাহাবাদ, বোম্বে ও মান্দ্রাজ হাইকোর্টের যে সমস্ত নিষ্পত্তি ল রিপোর্টে প্রকাশিত হইয়াছে তাহা হইতে সমস্ত আবশ্যকীয় নিষ্পত্তির সার সংগ্রহ করিয়া যথাস্থানে সন্নিবেশিত করিয়াছি

পোলীস কর্ম্মচারীর মধ্যে, বোধ হয়, অনেকের ইংরেজী ভাষায় তাদৃশ ব্যুৎপত্তি নাই,। হয়ত অনেকে ইংরেজী ভাষা আদৌ জানেন না কিন্তু

পোলীসের কার্য্যপ্রণালী নিয়মবদ্ধ করিবার জন্য সময়ে সময়ে পোলীস বিভাগ হইতে সার্কিউলার পত্র প্রচারিত হইয়া থাকে। ঐ সমস্ত সাধারণতঃ ইংরাজী ভাষায় রচিত হওয়ায় উঁহাদের বিশেষ অসুবিধা হয়। সেই অভাব দূর জন্য, কতক বিশেষ প্রয়োজনীয় সার্কিউলার সংগ্রহ করিয় এবং অনুবাদ করিয়া সন্নিবিষ্ট করিলাম। ইহাতে কোন পোলীস কর্ম্মচারীর কোন রূপ কোনও মাত্রেই উপকার দর্শিতে পারিবে।

১৮৭২ সালের ১০ আইনের বিধানের স্থানে স্থানে পরিবর্ত্তন হইয়াছে এবং এই নূতন কার্য্যবিধিতে কতকগুলি নূতন বিধান সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। এই সকল পরিবৃত্তি ও নূতন বিধান প্রদর্শিত করিবার নিমিত্ত বিশেষ প্রয়াস করা হইয়াছে। এই বিষয়টী সম্বন্ধে এবং পরিষ্কাররূপে পাঠকবর্গের হৃদয়ঙ্গম করিবার উদ্দেশে বহু পরিশ্রম সহকারে, সিলেক্ট কমিটীর রিপোর্ট অর্থাৎ উক্ত নূতন আইনের পাণ্ডুলিপি বিচার হেতু সংগঠিত সভার সভ্যগণের বিজ্ঞাপনীর অনুবাদ দিয়াছি। এই বিজ্ঞাপনী পাঠে বিশেষ উপকার হইবে ভরসা করি। ইহাতে পরিবর্দ্ধিতাংশ কি নূতন বিধানের কেবল উল্লেখ করা হইয়াছে এমত নহে। কোন্ বিধানের এবং কোন্ পরিবৃত্তির কি উদ্দেশ্য তাহা বিশদরূপে বর্ণন হইয়াছে। বিধিসংক্রান্ত প্রকৃত ভাবার্থ পরিজ্ঞান হেতু এই তথ্যগুলি যাবৎ রাজকর্ম্মচারী মাত্রেরই বিশেষ প্রয়োজনীয়। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ কোন সটীক ইংরাজী গ্রন্থে ইহা সন্নিবিষ্ট হয় নাই। এই নূতন কার্য্যবিধির পাণ্ডুলিপি আইনে পরিণত হইলে পর পুরাতন কার্য্যপ্রণালীর পরিবৃত্তি উল্লেখ করিয়া বেঙ্গল গবর্ণমেণ্ট যে ১৮৮২ সালের ডিসেম্বর মাসে ৫৮ নং সার্কিউলার পত্র প্রচার করেন তাহাও অনুবাদ দিলাম। ইহাতেও পরিবর্ত্তন উপলব্ধি বিষয়ে অনেক সাহায্য করিবে।

পূর্ব্বাগত কার্য্যবিধির সহিত নূতন আইনের তুলনা করিলে পাঠকগণ দেখিতে পাইবেন উভয় গ্রন্থের ধারার ক্রম সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। পুরাতন আইনের কোন্ ধারা নূতন বিধির কোন্ ধারায় পরিণত হইয়াছে সহজে নির্ব্বাচন করা যায় না। ইহা নির্ব্বাচনের সুবিধা জন্য আমরা একটী সূচিপত্র অর্থাৎ কম্পারেটিভ্ টেবিল সংযোজিত করিলাম। এই সূচিপত্রের এক ঘরে পর্য্যায়ক্রমে পুরাতন আইনের ধারার সংখ্যা সন্নিবিষ্ট হইয়া তাহার সংলগ্ন ঘরে এই সকল ধারার প্রতিরূপ নূতন আইনের ধারার

সংখ্যা লেখা গেল। এই সূচিপত্রের আরও একটী উদ্দেশ্য আছে এই সূচিপত্র অনুসারে উভয় গ্রন্থের ধারাগুলি মিলাইয়া দেখিলে অনায়াসে বুঝিতে পারিবেন, ধারা বিশেষে উভয় গ্রন্থের মধ্যে কি পরিবর্ত্তন হইয়াছে পরিশিষ্টে একটী সুবিস্তীর্ণ নির্ঘণ্ট সংযোজিত হইল গেজেটে পাণ্ডুলিপির সহিত যে নির্ঘণ্ট প্রকাশিত হয়, তাহা হইতে সাধারণতঃ ইহা সঙ্কলিত হইয়াছে ইহা এরূপ ভাবে প্রণীত হইয়াছে যে এই নির্ঘণ্ট বিশেষ রূপে পাঠ করিলে সমস্ত গ্রন্থের সার মর্ম্ম অতি সহজে ও সংক্ষেপে উপলব্ধি হইবে বিশেষতঃ যাঁহারা নানা কার্য্যে ব্যাপৃত থাকা হেতু পুস্তকের আদ্যোপান্ত সম্যক রূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে অসমর্থ তাঁহাদের পক্ষে এটী সমধিক উপকারী হইবে কোন বিষয়বিশেষের বিধান গ্রন্থের নানা স্থানে সন্নিবিষ্ট আছে কিন্তু নির্ঘণ্টের মধ্যে তাহার সমস্ত তথ্য একত্রীভূত করা হইয়াছে নির্ঘণ্ট এরূপ বিস্তৃতভাবে কোন বাঙ্গালা আইনে সংশ্লিষ্ট দেখা যায় না

কার্য্যবিধি আইনখানি সর্ব্বাঙ্গীন করিবার অভিপ্রায়ে সমস্ত চেষ্টা করিতে কোন ত্রুটি হয় নাই এক্ষণে ইহা সকলের নিকট সাদরে গৃহীত হইলে সকল শ্রম সফল জ্ঞান করিব উপসংহারকালে বক্তব্য এই যে শ্রীযুক্ত বাবু রজনীনাথ বসু এম, এ, বি, এল, উকীল, আমাদিগকে সাহায্য করিয়াছেন এবং তজ্জন্য আমরা তাঁহাকে ধন্যবাদ প্রদান করি।

ফরিদপুর
১লা মে ১৮৮৩

শ্রীতারানাথ চক্রবর্ত্তী
শ্রীহরবিলাস মুখোপাধ্যায়

নজীরাদি সম্বন্ধে সংক্ষেপ কথার বিবরণ।

---

২০ উঃ রিঃ ২—২০ বালম ইংরেজী উইক্লী রিপোর্ট পৃষ্ঠা ২ ফৌজদারী বিভাগ।

স্পেশ নং উঃ রি ২—১৮৬৪ সালের ইংরেজী উইক্লী রিপোর্ট পৃষ্ঠা ২ ফৌজদারী বিভাগ।

২ বাঃ লঃ রি ৩—২ বালম বাঙ্গালা ল-রিপোর্ট, পৃষ্ঠা ৩

২ বাঃ লঃ রিঃ ৩ আপ—২ বালম বাঙ্গালা ল রিপোর্ট আপেনডিক্স, পৃষ্ঠা ৩।

২ কঃ লঃ রিঃ ৩—২ বালম কলিকাতা ল রিপোর্ট, পৃষ্ঠা ৩

ইঃ লঃ রিঃ ২ কলি ৩—ইংরেজী ইণ্ডিয়ান ল-রিপোর্ট ২ বালম কলিকাতা বিভাগ, পৃষ্ঠা ৩।

ইঃ লঃ রিঃ ২ আলা ৩—ইংরেজী ইণ্ডিয়ান ল রিপোর্ট ২ বালম আলাহাবাদ বিভাগ, পৃষ্ঠা ৩।

ইঃ লঃ রিঃ ২ বোম্বে ৩—ইংরেজী ইণ্ডিয়ান ল-রিপোর্ট ২ বালম বোম্বে বিভাগ, পৃষ্ঠা ৩।

ইঃ লঃ রিঃ ২ মান্দ্রাজ ৩—ইংরেজী ইণ্ডিয়ান ল-রিপোর্ট ২ বালম মান্দ্রাজ বিভাগ পৃষ্ঠা ৩

পোঃ সঃ—পোলীস সরকিউলর

সিলেক্টকমিটীর মেম্বরগণের রিপোর্ট।

ফৌজদারী কার্য্যবিধি সম্বন্ধে আমরা তিনটী গুরুতর পরিবর্ত্তন করিয়াছি।

১। আমরা বিবেচনা করি যে অভিযুক্ত ব্যক্তির পরীক্ষা গ্রহণ করা সম্বন্ধে বর্ত্তমান আদালত সমূহকে অসীম ক্ষমতা প্রদান করা হইয়াছে। সাক্ষ্যে অভিযুক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে যে সমস্ত অবস্থা দৃষ্ট হয় তৎসম্বন্ধে সে কি ব্যাখ্যা করিতে পারে তাহা নিরাকরণ করা এবং স্থল বিশেষে তাহার পক্ষে কোন উকীল না থাকিলে ঐরূপ পরীক্ষা দ্বারা আদালত সহজে তাহার পক্ষের সাক্ষীর জবানবন্দি গ্রহণ করিতে সুবিধা পাইতে পারিবেন ইহাই এই পরীক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য। অভিযুক্ত ব্যক্তিকে দণ্ড দিবার অভিপ্রায়ে তাহার পরীক্ষা গ্রহণ করা যে কখন আইন কর্ত্তাদের উদ্দেশ্য এরূপ বিবেচনা হয় না। অতএব ৩৪২ ধারায় নিম্নলিখিত শব্দসমূহ যোগ করিয়া আমরা এই অসীম ক্ষমতা সীমাবদ্ধ করিয়াছি। "সাক্ষ্যে অভিযুক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে যে কোন বিষয় দেখা যায় সে যাহাতে তাহার ব্যাখ্যা করিতে পারে" আমাদের বিবেচনা মতে অভিযুক্ত ব্যক্তির সর্ব্বদাই এইরূপ ক্ষমতা থাকা উচিত এবং তাহার প্রতিবাদের পূর্ব্বে ঐ উদ্দেশ্যে তাহাকে সাধারণতঃ জিজ্ঞাসাবাদ করিতে হইবে এরূপ বিধান করিয়াছি।

২। আমরা কশাঘাত সম্বন্ধে আইন সংশোধন করিয়াছি। ৩২ ধারায় আমরা এই বিধান করিয়াছি যে দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট হইতে বিশেষ ক্ষমতা প্রাপ্ত না হইলে কশাঘাত দণ্ডাজ্ঞা প্রদান করিতে পারিবেন না। ৩৯২ ধারায় এই বিধান করিয়াছি যে অন্যূন অর্দ্ধ ইঞ্চি মোটা পাতলা বেত দ্বারা কশাঘাত দণ্ডাজ্ঞা সাধন হইবেক এবং ৯ গাছ কোড়া দ্বারা কশাঘাত করা আমরা রহিত করিয়াছি। ১৮৬৪ সালের ৬ আইনের ৭ ধারায় যে বিধান আছে তাহাও এই আইনে যোগ করিয়াছি এবং আদালত কোন ব্যক্তির বয়স ৪৫ বৎসরের অধিক হইয়াছে এরূপ বিবেচনা করিলে তৎপ্রতি কশাঘাতের আদেশ প্রদান করিবেন না এরূপ বিধানও করিয়াছি।

৩। দণ্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তি আপীল করিলে তাহার প্রতি দণ্ডাজ্ঞা বৃদ্ধি হইতে পারে এরূপ বিধান করা অন্যায় এবং এই জন্য এই বিধান আমরা এই আইনে ভুক্ত করি নাই।

১ম অধ্যায়। উপক্রমণিকা।

কোন মাজিষ্ট্রেটের নিকট বাচনিক কিম্বা লিখিত কোন কথা বর্ণনা হইলে "নালিশ" শব্দ দ্বারা তাহা বুঝাইবে এরূপ পরিবর্ত্তন আমরা করিয়াছি।

এই পাণ্ডুলিপির ৫ ধারায় আমরা এরূপ বিধান করিয়াছি যে দণ্ডবিধি ব্যতীত অন্য কোন আইনের অপরাধ হেতু বিচার এই আইনের বিধানানুসারে হইবে কিন্তু সেই অপরাধের তদন্ত বা বিচারের প্রণালী বা স্থান নিয়ামক কোন স্বতন্ত্র ব্যবস্থা থাকিলে তাহা মানিতে হইবে এরূপ বিধান করিয়াছি।

২য় অধ্যায়। ফৌজদারী আদালত ও কার্য্যালয়ের সংস্থাপন ও ক্ষমতার বিধি।

মাজিষ্ট্রেটদের ও বেঞ্চ সমূহের জেলার মাজিষ্ট্রেট সাহেবের অধীন থাকার ও তৎকর্তৃক তাঁহাদের কার্য্য বিভাগের বিধান করা ১৭ ধারার প্রথম অংশে আমরা যোগ করিয়াছি এবং সেশন জজগণ অ্যাসিষ্টান্ট সেশন জজগণের কার্য্য বিভাগ সম্বন্ধে ঐরূপ নিয়ম করিতে পারিবেন তাহা ঐ ধারার ৩ দফায় বিধান করিয়াছি।

৩য় অধ্যায়। আদালতের ক্ষমতা বিষয়ক বিধি।

অ্যাসিষ্টান্ট সেশন জজ সাত বৎসরের দ্বীপান্তর দণ্ডাদেশ করিতে পারিবেন এরূপ বিধান ৩১ ধারায় করিয়াছি। বর্ত্তমান আইনানুসারে তাঁহারা দ্বীপান্তর প্রেরণদণ্ড করিতে পারেন না ঐ আইনানুসারে তাঁহারা ৭ বৎসর কারাদণ্ডাজ্ঞা প্রদান করিতে পারেন এবং দণ্ডবিধির ৫৯ ধারানুসারে ঐ আজ্ঞা দ্বীপান্তর প্রেরণ দণ্ডাজ্ঞায় পরিবর্ত্তিত হইতে পারে এমত স্থলে ঐরূপ ক্ষমতা না দেওয়া কেবলমাত্র ভ্রম। কেবল গবর্ণমেণ্টের অনুরোধ মতে ৩৮ ধারা উঠাইয়া দেওয়া হইয়াছে এবং মাজিষ্ট্রেটগণকে পোলীসের ক্ষমতা দেওয়া হয় নাই এই আইনানুসারে যে কোন ক্ষমতা দেওয়া হয়

তাহা স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট রহিত করিতে পারিবেন এরূপ বিধান ৪১ ধারায় করা হইয়াছে। একবার ক্ষমতা প্রদান করা হইলে তাহা সামান্য কারণে রহিত করা অনুচিত এই জন্য কোন ম্যাজিষ্ট্রেট তাঁহার অধীন ম্যাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা রহিত করিতে পারিবেন না।

৪র্থ অধ্যায়। ম্যাজিষ্ট্রেটদিগকে ও পোলীসকে ও ধৃতকরণ কার্য্যে নিযুক্ত ব্যক্তিদিগকে সাহায্য ও সংবাদ দিবার বিধি

কোন ম্যাজিষ্ট্রেট কি পোলীস কার্য্যকারক কোন ব্যক্তির সাহায্য চাহিলে ঐ ব্যক্তি তাঁহাকে সাহায্য করিতে বাধ্য হইবে এই রূপে ৪২ ধারায় কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন করিয়াছি। টেলীগ্রাম লাইন হানির চেষ্টা করা অপরাধ সর্ব্বসাধারণ নিবারণ করিতে বাধ্য হইবে এইরূপ বিধান ঐ ধারার খ প্রকরণে যোগ করিয়াছি। এতদ্দেশীয় যে সকল কার্য্যকারক স্বত্ব কি গবর্ণমেণ্ট কি কোর্ট অব ওয়ার্ডস পক্ষে খাজানা তহসীল করিতে নিযুক্ত থাকেন তাহারা কোনং বিষয় ম্যাজিষ্ট্রেট কি পোলীসকে জানাইতে বাধ্য কিন্তু আমাদের বিবেচনা মতে এইরূপ সংবাদ দিতে সকল দেশীয় লোকই বাধ্য থাকা উচিত অতএব আমরা এ দেশীয় শব্দটী পরিত্যাগ করিয়াছি।

৫ম অধ্যায়। ধৃতকরণ পলায়ন ও পুনর্ধৃতকরণ বিষয়ক বিধি।

৪৬ ধারার শেষ দফায় আমরা এই বিধান করিয়াছি,— "যে অপরাধে প্রাণদণ্ড হয় না সেই অপরাধে অভিযুক্ত কোন ব্যক্তি হইলে এই ধারার কোন কথায় তাহার প্রাণহানি করিবার অধিকার জন্মে না"।

৫২ ধারায় এই বিধান করিয়াছি যে কোন স্ত্রীলোকের গাত্র তালাশী করার আবশ্যক হইলে লজ্জাশীলতার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া অন্য এক জন স্ত্রীলোক দ্বারা ঐ কার্য্য করিতে হইবে।

"গৃহ ভাঙ্গিয়া প্রবেশ করিবার কোন সজ্জ আইন সিদ্ধ কারণ বিনা কোন ব্যক্তির নিকট থাকিলে" তাহাকে পোলীস ওয়ারেণ্ট ব্যতীত ধৃত করিতে পারিবে এরূপ বিধান ৫৪ ধারায় যোগ করিয়াছি। কোন ব্যক্তি অপরাধী বলিয়া ঘোষিত হইলে, সামান্য কোন ব্যক্তি তাহাকে ধৃত করিতে পারিবে, মান্দ্রাজ গবর্ণমেণ্টের অনুরোধে এই বিধান ৫৯ ধারায় করিয়াছি। পোলীস

কর্তৃক যে সকল ব্যক্তি নাম ধাম প্রকাশ না করা হেতু ধৃত হয় তাহাদের বিষয় মাজিষ্ট্রেটের নিকট রিপোর্ট হইবে এরূপ বিধান ৬৫ ধারায় রহিয়াছে। কোন ব্যক্তি আইনমত হেফাজত হইতে পালাইলে ৬৬ ধারানুসারে যে ব্যক্তি তাহাকে ধৃত করে তৎপক্ষে ৬৯ ধারার লিখিত দ্বার সকল ভাঙ্গিয়া খুলিতে পারিবার নিয়ম বর্ত্তিবে এরূপ বিধান ৬১ ধারায় করিয়াছি।

৬ষ্ঠ অধ্যায়। উপস্থিত করাইবার পরওয়ানা বিষয়ক বিধি।

৭৮ ধারার লিখিত সমনের পাঠ ও তাহা জারীকারক সম্বন্ধে বিধি রাজধানী নগরে বর্ত্তিবে। রাজধানী নগরে যে ব্যক্তির প্রতি সমন জারী করিতে হইবে তাহাকে না পাওয়া গেলে তাহার যে বাসস্থান তাহার মধ্যে [illegible] তাহার নিকট এক কেতা রাখিয়া দিয়া জারী করা যাইতে পারে এরূপ বিধান ৮০ ধারায় করিয়াছি। ওয়ারেন্ট প্রচারকারী আদালতের মোহর ওয়ারেন্টে থাকিবে। ইহাতে আদালতের অনাবশ্যক কষ্ট নিবারণ হইবে। যে আদালত ওয়ারেন্ট প্রচার করেন তাহার এলাকার বহির্ভূত কোন স্থানে তাহা জারী করিবার জন্য পোলীসের নিকট দেওয়ার বিধান ৮৫ ধারায় করিয়াছি এবং ঐ বিধান বোম্বাই ও কলিকাতার পোলীস প্রতিও বর্ত্তিবে।

৭ম অধ্যায়। দলীল ইত্যাদি বলপূর্ব্বক উপস্থিত করাইবার বিধি।

৯৪ ধারার শেষ দফায় এইরূপ বিধান করিয়াছি যে উক্ত ধারা প্রমাণ সম্বন্ধক আইনের ১২৩ ও ১২৪ ধারার নিষেধের কোন ব্যতিক্রম হইবে বলিয়া গণ্য হইবে না। ঐ দুই ধারায় রাজকীয় ব্যাপার বিষয়ে সাক্ষ্য দেওয়া এবং রাজকীয় কার্য্যক্রমে কাহার নিকট কোন কথা বলিলে [illegible] দেওয়ার বিধান আছে। ১০৩ ধারা মতে সাক্ষীগণ সমক্ষে তালাশ করিতে হইবে। যে স্থলে যে মাল পাওয়া যাইবে তাহার এক ফর্দ লিখিতে হইবে এবং সাক্ষীদের স্বাক্ষরিত সেই ফর্দের নকল ঐ স্থানবাসী বা ব্যক্তির প্রার্থনা মতে তাহাকে দিতে হইবে।

৮ম অধ্যায়। শান্তিভঙ্গ না করিবার ও সদাচরণের জামিন বিষয়ক বিধি।

যে সকল ব্যক্তি দণ্ডপ্রাপ্ত না হয় তাহাদের নিকট হইতে ও বদমায়েসের জন্য শান্তিরক্ষার জামিন্ লওয়ার বিধান প্রতি আপত্তি উত্থাপন হইয়াছে।

বর্ত্তমান আইনে যে এক বৎসরের বিধান আছে আমাদের মতে তাহাই যথেষ্ট অতএব সেই বিধানই বলবৎ রাখিয়াছি। উত্তর পশ্চিম প্রদেশীয় গবর্ণমেণ্ট সহিত ঐক্যতায় আমরা বিবেচনা করি যে স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক বিশেষ ক্ষমতা প্রদত্ত না হইলে প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটগণের ১১০ ধারা নির্দ্দিষ্ট সদাচরণ হেতু জামিন লওন ক্ষমতা থাকা অনুচিত অতএব ঐ ধারা ঐরূপ পরিবর্ত্তন করিয়াছি। যে সকল ব্যক্তি নিয়মিত বলপূর্ব্বক অপহরণ করে কিম্বা অপহরণার্থ নিরন্তর লোকদিগকে হানির ভয় দেখায় বা দেখাইবার চেষ্টা করে তাহাদের নিকট হইতে সদাচরণের জামিন লওয়া যাইতে পারে এরূপ বিধান ১১০ ধারায় করিয়াছি। উত্তর পশ্চিম প্রদেশে এরূপ বদমাইস লোক আছে যাহারা নিরন্তর অন্যের দিগকে প্রহার করে কিম্বা [illegible] হইতে [illegible] বংশকে রক্ষা করিবার জন্য ঐ গবর্ণমেণ্টের অনুরোধে ঐ বিধান করিয়াছি।

মাজিষ্ট্রেট যে সংবাদ মূলে কার্য্য করেন তাহার সত্যতার অনুসন্ধান ব্যতীত তিনি আবশ্যক বিবেচনা করিলে অন্য প্রমাণ লইতে পারিবেন এরূপ বিধান ১১১ ধারায় করিয়াছি। জামিন দিতে অপারগ হেতু কোন ব্যক্তি কারাগারে আবদ্ধ থাকিলে জেলের অধ্যক্ষতাভারপ্রাপ্ত কার্য্যকারকের নিকট অথবা যে আদালত জামিন দেওয়ার আদেশ করিয়াছেন তাহার নিকট যে কোন সময়ে জামিন দিতে পারিবে এরূপ বিধান ১২৩ ধারায় করিয়াছি। মাজিষ্ট্রেটের বিচারাধীন মকদ্দমা মধ্যে নিষেধ বিধি দ্বারা তিনি রহিত করিতে পারেন এরূপ বিধান ১৩৬ ধারায় করিয়াছি।

১০ম অধ্যায়। সাধারণের অনিষ্টজনক বিষয়ের বিধি।

কোন সম্প্রদায়ের ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় অমর্য্যাদার কার্য্য এই শব্দ গুলি এই ধারা হইতে বর্জ্জিত হইয়াছে।

১২শ অধ্যায় স্থাবর সম্পত্তি সম্বন্ধীয় বিবাদ বিষয়ক বিধি।

১৪৫ ধারার শেষ ভাগে আমরা এই যোগ করিয়াছি যে কোন বিবাদ নাই কি ছিল না তাহা পক্ষগণ উপস্থিত হইয়া [illegible] মাজিষ্ট্রেট স্বীয় আজ্ঞা রহিত করিয়া তৎসংক্রান্ত কার্য্যানুষ্ঠান রহিত করিতে পারিবেন। মাজিষ্ট্রেট ১২ অধ্যায়ের কার্য্যোপলক্ষে খরচ দেওয়ার আদেশ করিতে পারিবেন এরূপ বিধান ১৪৮ ধারায় যোগ করিয়াছি।

১৪ চতুর্দ্দশ অধ্যায়। পোলীসে সংবাদ দেওয়ার ও তাঁহাদের অনুসন্ধান করিবার ক্ষমতা

১৬২ ধারার বিধানে প্রমাণ বিষয়ক আইনের ২৭ ধারার কোন বিঘ্ন হওয়া গণ্য হইবে না। ১৬৭ ধারার দ্বিতীয় দফা দ্বারা কোন পোলীসষ্টেশনের ভারপ্রাপ্ত কার্য্যকারক তালাশী পরওয়ানা প্রচার জন্য অন্য পোলীস কার্য্যকারককে লিখিতে পারেন তালাশী দ্রব্য ভিন্ন জেলায় প্রাপ্ত হওয়া সম্বন্ধে কোন বিশেষ নিয়ম অনবশ্যক বিধায় তাহা পরিত্যাগ করিয়াছি। ১৬৭ ধারার শেষভাগ পরিত্যাগ করিয়াছি উহাতে এই বিধান ছিল যে উচিত বোধ করিলে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে মাজিষ্ট্রেট নিকট না পাঠাইয়া পোলীস কার্য্যকারক আপন নিকট রাখিতে পারেন। কিন্তু সকলেই বিবেচনা করেন যে এতদ্দ্বারা পোলীসকে অতিরিক্ত ক্ষমতা দেওয়া হয় ■ সচরাচর এই ক্ষমতা তাহারা অসৎ ভাবে ব্যবহার করিবে আমরাও সেইরূপ বিবেচনা করিয়া ঐ বিধান পরিত্যাগ করিয়াছি।

১৫শ অধ্যায়। তদন্তে ও বিচারকার্য্যে ফৌজদারী আদালতের বিচারাধিপত্যের বিধি

কোন প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট মোকদ্দমা গ্রাহ্য করিলে জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেব তাঁহাকে ঐ মোকদ্দমা ঐ জিলার অন্য কোন বিশেষ মাজিষ্ট্রেটের নিকট বিচার বা অর্পণার্থে প্রেরণ করিতে ক্ষমতা প্রদান করিতে পারিবেন এরূপ বিধান ১৬২ ধারায় যোগ করিয়াছি। ১৯৫ ধারার লিখিত কোন অপরাধ হেতু কোন আদালত অনুমতি না দিলে তাঁহার উচ্চতর আদালত ঐ অনুমতি প্রদান করিতে পারিবেন।

১৬শ অধ্যায়। মাজিষ্ট্রেট নিকট নালিশ করিবার কথা।

কোন মাজিষ্ট্রেট অভিযুক্ত ব্যক্তিকে উপস্থিত হইবার পরওয়ানা দিতে বিলম্ব করিয়া এবং নালিশের সত্যতা অবিশ্বাস করিয়া স্থানীয় তদন্তের আদেশ করিলে তাঁহাকে তাহার কারণ লিখিতে হইবে এরূপ বিধান ২০২ ধারায় করিয়াছি। এইরূপ স্থানীয় তদন্ত মাজিষ্ট্রেট নিজে করিতে কিম্বা পোলীস কার্য্যকারক ভিন্ন অন্য ব্যক্তি দ্বারা লইতে পারেন।

১৭শ অধ্যায়। মাজিষ্ট্রেট সম্মুখে কার্য্যারম্ভ করিবার বিধি।

পাণ্ডুলিপির ২০৫ (আইনের ২০৪) ধারায় এই বিধি ছিল যে ওয়ারেণ্টের মোকদ্দমায় প্রথমতঃ ওয়ারেণ্ট দিতে মাজিষ্ট্রেট বাধ্য হইবেন কিন্তু এক্ষণে তৎপরিবর্ত্তে এই বিধান করিয়াছি যে, ঐরূপ মোকদ্দমায় উচিত বিবেচনা করিলে সমনও দিতে পারিবেন। ২০৫ ধারার দ্বিতীয় দফায় এরূপ বিধান করিয়াছি যে, যে তদন্তকারী বা বিচারকারী মাজিষ্ট্রেট সমন না দিয়া অভিযুক্ত ব্যক্তিকে হাজির আনাইতে পারিবেন।

১৯শ অধ্যায়। অভিযোগপত্র সম্বন্ধে বিধান।

একই প্রকারের অপরাধ শব্দের অর্থ ২৩৪ ধারায় যোগ করিয়াছি। ২৩৫ ধারার ৩ প্রকরণের ভাষা আমরা (আইনে যেরূপ আছে) ঐরূপ করিয়াছি।

২১শ অধ্যায়। মাজিষ্ট্রেট কর্ত্তৃক ওয়ারেণ্টের মোকদ্দমা বিচার করিবার বিধান।

২৫৭ ধারায় আমরা এই বিধান করিয়াছি যে কষ্ট দিবার কি বিলম্ব ঘটাইবার কিম্বা সুবিচারের উদ্দেশ্য বিফল করিবার জন্য অভিযুক্ত ব্যক্তি তাহার সাক্ষী উপস্থিত হেতু পরওয়ানার প্রার্থনা করিয়াছে এরূপ মাজিষ্ট্রেটের অনুবোধ হইলে ঐ প্রার্থনা অগ্রাহ্য করিতে পারেন কিন্তু অগ্রাহ্যের কারণ লিপিবদ্ধ করিতে হইবে।

২২শ অধ্যায়। সরাসরী বিচারের কথা।

প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতাপন্ন কোন বেঞ্চ অথবা স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক বিশেষ ক্ষমতাপন্ন বেঞ্চ ২৬০ ধারামতে সরাসরী বিচার করিতে পারেন। সরাসরী বিচারে ৩ মাসের অধিক কাল কারাদণ্ড হইবে না এরূপ বিধান ২৬২ ধারায় যোগ করিয়াছি।

২৩শ অধ্যায়। হাইকোর্টে এবং সেশন আদালতে বিচার বিষয়ক বিধি।

পাণ্ডুলিপির ২৭৪ ধারানুসারে জজ অভিযোগের প্রতিপোষক প্রমাণাভাবে আনুষ্ঠানিক কার্য্য স্থগিত করিতে পারেন এরূপ বিধান ছিল। এইক্ষণে এই ক্ষমতা কেবল হাইকোর্টের আছে এবং এরূপ ক্ষমতা সকল অধ-

গণকে প্রদান করিলে সেশন জজ অর্পণ আজ্ঞা রহিত করার ক্ষমতা প্রাপ্ত হন বলিয়া আপত্তি হওয়ায় ঐ ক্ষমতার কথা আমরা পরিবর্ত্তন করিয়াছি (২৭৩ ধারা দেখ) যে ভাষায় সাক্ষীর জবানবন্দি হয় তাহা জুরি না বুঝিতে পারিলে যে কার্য্যপ্রণালী অবলম্বন করা হইবে তাহা আমরা ২৮২ ধারায় যোগ করিয়াছি যদি অভিযুক্ত ব্যক্তি সাক্ষ্য উপস্থিত করিতে চাহি বলে এবং আদালত তাহার বিরুদ্ধে প্রমাণ না থাকা বিবেচনা করেন তবে তাহাকে মুক্ত দিবার বিধান আমরা ২৮৯ ধারায় যোগ করিয়াছি অভিযুক্ত ব্যক্তি পরবর্ত্তী অপরাধে অপরাধী বলিয়া সাব্যস্ত না হইলে অভিযোগপত্রের যে অংশে পূর্ব্ব অপরাধ নির্ণয়ের কথা লেখা থাকে তাহা আদালতে পাঠ হইবে না এই বিধি ৩১০ ধারায় যোগ হইয়াছে ৩২৬ ধারা পরিবর্ত্তন করিয়াছি

আডবোকেট জেনেরল সাহেব অভিযোগ না চালাইলে জজ অভিযুক্ত ব্যক্তিকে নির্দ্দোষ করিবেন এরূপ বিধান ৩৩৩ ধারায় যোগ করিয়াছি

২৪শ অধ্যায় তদন্ত ও বিচার সম্বন্ধে সাধারণ বিধি।

৩৩৭ ধারার ওয়ারন্টের মোকদ্দমায় ক্ষমা করিবার বিধান প্রভৃতি অনেক আপত্তি উত্থাপন হইয়াছে স্থূল আমাদের বোধহয় এসম্বন্ধে বর্ত্তমান আইন পরিবর্ত্তন করা অনাবশ্যক কোনব্যক্তি ক্ষমার প্রস্তাব গ্রাহ্য করতঃ প্রথম স্থলীয় তদন্তে সাক্ষ্য প্রদান করিয়া তৎপর তদ্বিপরীত অন্য বিচারে সাক্ষ্য প্রদান করিতে পারে। জজ কি মাজিষ্ট্রেট এই উভয়ের এক জনের নিকট মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া হেতু তদ্বিরুদ্ধে অভিযোগ হইবে এরূপ ভয় প্রদর্শন করিয়া তাহার পূর্ব্ব কথার বিরুদ্ধে তাহাকে জবানবন্দি প্রদান করিতে না দেওয়া আমাদের বিবেচনা মতে অন্যায় ইহা অতি সহজে ঘটিতে পারে যে অন্যায় উপায় অবলম্বন দ্বারা সে মাজিষ্ট্রেট নিকট সাক্ষ্য দিতে বাধ্য হইয়াছিল অতএব ৩৩৯ ধারায় আমরা এই বিধান করিয়াছি যে হাইকোর্টের অনুমতি ব্যতীত ক্ষমাপ্রাপ্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়ার মোকদ্দমা উপস্থিত হইবে না দণ্ডবিধির ৩৩৭ ও ৩৩৮ ধারার অপরাধ ৩৪৫ ধারার দফার উপযুক্ত অপরাধে টেবিল ভুক্ত করি নাই ঐ অপরাধ আদালতের অনুমতিক্রমে রফা হইতে পারে এরূপ ধারার দ্বিতীয় দফায় বিধান করিয়াছি দণ্ডবিধির ২৯৮ ও ৩৫৫ ধারার অপরাধ রফা হইতে পারিবে।

দণ্ডবিধির ৪১৭ ধারার অপরাধ রফা হইতে পারিবে না।

২৫শ অধ্যায়। তদন্তে ও বিচার কার্য্যে যে প্রকারে সাক্ষ্য লইতে ও লিপিবদ্ধ করিতে হইবে তদ্বিষয়ক বিধি।

৩৫৭ ধারার বিধানানুযায়ী ১২ অধ্যায়ের মোকদ্দমার প্রমাণ গ্রহণ করিতে হইবে অভিযুক্ত ব্যক্তির পরীক্ষা যে ভাষায় লিপিবদ্ধ হয় তাহা সে বুঝিতে অক্ষম হইলে তাহার স্বীয় ভাষায় উহা তাহাকে বুঝাইয়া দিতে হইবে।

২৬শ অধ্যায়। নিষ্পত্তি বিষয়ক বিধি।

আসল নিষ্পত্তি আদালতের প্রচলিত ভাষায় লিখিত না হইলে তাহার তরজমা নথীতে রাখা অনাবশ্যক কিন্তু অভিযুক্ত ব্যক্তি প্রার্থনা করিলে আদালতের ভাষায় তাহার অনুবাদ নথীতে রাখিতে হইবে এরূপ বিধান ৩৭২ ধারায় করিয়াছি সেশন জজের নিষ্পত্তিপত্রের প্রতিলিপি জিলার মাজিষ্ট্রেট নিকট পাঠাইতে কষ্ট বিবেচনায় কেবল মাত্র নিষ্পত্তি ও দণ্ডাজ্ঞার প্রতিলিপি পাঠাইলেই যথেষ্ট হইবে একপ বিধান ৩৭৩ ধারায় করিয়াছি।

২৭শ অধ্যায়। দৃঢ়করণার্থে দণ্ডাজ্ঞা অর্পণ বিষয়ক বিধি।

যে সকল মোকদ্দমায় প্রাণদণ্ডাজ্ঞা দৃঢ় করণার্থে হাইকোর্টে পাঠান যায় তাহাতে হাইকোর্ট অধিক প্রমাণ লইতে পারেন কিম্বা অধস্তন বিচারালয়ের প্রতি আজ্ঞা করিতে পারেন এরূপ বিধান ৩৭৫ ধারায় করিয়াছি।

২৮শ অধ্যায়। আজ্ঞা সাধন বিষয়ক বিধি।

কোন অপরাধীর প্রতি কেবল অর্থদণ্ডের আজ্ঞা হইলে ও অর্থদণ্ড হইলে আদালত কারাদণ্ডাজ্ঞা স্থগিত করিয়া ঐ ব্যক্তির নিকট হইতে জামিন গ্রহণ করিয়া তাহাকে মুক্তি দিবার বিধান ৩৮৮ ধারায় করিয়াছি এবং অর্থ দণ্ড আদায় না হইলে ঐ ব্যক্তিকে কারাগারে পাঠাইবার হুকুম দিতে পারিবেন এরূপ বিধানও যোগ করিয়াছি। কশাঘাত দণ্ডাজ্ঞা সাধন হওয়ার বাধা হইলে আদালত তৎপরিবর্ত্তে ১২ মাসের অনধিক সময় কারাদণ্ডের আজ্ঞা করিতে পারিবেন না এরূপ বিধান ৩৯৫ ধারায় করিয়াছি। অভিযুক্ত আইনমতে যত কালের কারাদণ্ডের যোগ্য কিম্বা কোন আদালত যত দণ্ডের আজ্ঞা করিতে সক্ষম তদতিরিক্ত কোন দণ্ডাজ্ঞা আদালত করিতে পারিবেন না।

২৯শ অধ্যায় দণ্ড স্থগিত রাখিবার ও ক্ষমা করিবার ও পরিবর্ত্তন করিবার বিধি।

বিচারে যে ২ বৃত্তান্ত প্রমাণ হয় তাহার বর্ণনা করিতে এবং দণ্ড স্থগিত রাখিবার কিম্বা পরিবর্ত্তন করিবার প্রার্থনা গ্রাহ্য করা কি না তৎসম্বন্ধে কোন বৃত্তান্ত ঘটিত বিষয়ে জজের নিকট জিজ্ঞাসা করা নিষ্প্রয়োজন। আমরা বিবেচনা করি যে জজের মত ও ঐ মতের যে ২ কারণ থাকে তাহা বর্ণনা করিতে লিখিয়া পাঠাইবার আদেশ করিলেই যথেষ্ট হইবে এবং ঐরূপ বিধান ৪০১ ধারায় করিয়াছি সন্দেহ ভঞ্জনার্থে ৪০২ ধারায় "ঐ ব্যক্তির যত কারাদণ্ড হইতে পারিত তাহার অনধিক কালের" এবং "ঐরূপ কালের জন্য" শব্দসমূহ যোগ করিয়াছি বর্ত্তমান আইনের ৩২২ ধারানুসারে কেহ ২ বিবেচনা করেন যে কোন দ্বীপান্তর প্রেরণ দণ্ডাজ্ঞার পরিবর্ত্তে স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট ঐ ব্যক্তি যে অপরাধ জন্য দণ্ডপ্রাপ্ত হইয়াছে সেই অপরাধ হেতু তাহার যে কারাদণ্ড হইতে পারে তদতিরিক্ত কারা দণ্ডাজ্ঞা করিতে পারেন। আমরা যে সকল শব্দ যোগ করিয়াছি তাহাতে এইরূপ সন্দেহ থাকিবে না। কারাদণ্ডের পরিবর্ত্তে অর্থদণ্ডের আদেশ হইতে পারিবে এরূপ বিধান আমরা যোগ করিয়াছি।

৩১শ অধ্যায়। আপীল বিষয়ক বিধি।

জজ সাহেবের উপদেশের দোষে কিম্বা তিনি যে ব্যবস্থা নির্দ্দেশ করেন জুরি তাহা বুঝিতে না পারায় মীমাংসা করিতে ভুল করিয়াছেন আপীল আদালতের এরূপ বিবেচনা হইলে ঐ জুরির মীমাংসা আপীল আদালত রহিত করিতে পারিবেন তাহার বিধান ৪২৩ ধারায় করিয়াছি আপীল আদালত অন্য প্রকার আজ্ঞা না করিলে অভিযুক্ত ব্যক্তি নিষ্পত্তি প্রচার করিবার সময় উপস্থিত হইবে না এরূপ বিধান ৪২৪ ধারায় যোগ করিয়াছি। কোন দণ্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তির আপীল উপস্থিত থাকার সময় হাইকোর্ট তাঁহার নিকট হইতে হাজির জামিন লইয়া তাহাকে মুক্তি দিতে পারিবেন এরূপ বিধান ৪২৬ ধারায় করিয়াছি ১৯৫ ধারানুসারে আপীল আদালতের যে ক্ষমতা আছে (অনুমতি দেওয়া বা অস্বীকার করিবার ক্ষমতা) ও ৩৩৭ ধারানুসারে আদালতের যে ক্ষমতা আছে (অপরাধীকে ক্ষমা করিবার কথা) তাহা ৪৩৯

ধারায় হাইকোর্টের প্রতি অর্পিত হইয়াছে। কোন মোকদ্দমা রুজু করিবার ক্ষমতাও হাইকোর্টের প্রতি ঐ ধারায় অর্পিত হইয়াছে। ২৭৪ ধারায় যাহা কিছু লেখা হইয়াছে তৎপ্রতি ৪৩৫ ধারার কোন কথা খাটিবে না। ঐ ধারানুসারে নির্দোষিতা নির্ণয় পরিবর্তন করিয়া দোষ সাব্যস্তের হুকুম হইতে পারিবে না এরূপ বিধানও করিয়াছি।

৩৫শ অধ্যায়। বিচারকার্য্য সম্বন্ধীয় কোন ২ অপরাধের মোকদ্দমায় আনুষ্ঠানিক কার্য্য বিষয়ক বিধি।

কোন আদালত এই সম্বন্ধীয় মোকদ্দমা জেলার মাজিষ্ট্রেট নিকট না পাঠাইয়া নিকটবর্ত্তী প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট নিকট পাঠাইতে পারিবেন এরূপ বিধান ৪৭৬ ধারায় যোগ করিয়াছি। আপীল সম্বন্ধীয় ৩১ অধ্যায়ের বিধান আদালতের আজ্ঞা মোকদ্দমার আপীল সম্বন্ধে যতদূর খাটিতে পারে খাটিবে এরূপ বিধান ৪৮৬ ধারায় যোগ করিয়াছি।

৩৬শ অধ্যায়। স্ত্রী ও সন্তানাদির ভরণপোষণের বিধি।

৪৮৮ ধারার লিখিত ভরণপোষণ দেওয়ার আজ্ঞা পালন হেতু ফৌজদারী পরওয়ানা জারী হওয়ার পর যদি ঐ টাকা আদায় না হয় তাহা হইলে কারাবাসের আজ্ঞা হইতে পারে। যদি স্ত্রী উপপতির সহিত বাস করে কিম্বা অমূলক কারণে আপন স্বামীর সঙ্গে বাস করিতে অস্বীকার করে কিম্বা উভয়ের সম্মতিক্রমে স্বতন্ত্র বাস করে তবে ভরণপোষণ দেওয়ার আজ্ঞা রহিত হইবে এরূপ বিধান ৪৮৮ ধারায় করিয়াছি। এই অধ্যায়ের মোকদ্দমায় স্বামীর বা পক্ষ বিশেষের সম্মুখে প্রমাণ গ্রহণ করিতে হইবে এবং সমনের মোকদ্দমায় যে প্রণালী মতে সাক্ষ্য বাক্য লিপিবদ্ধ করিতে হইবে সেইরূপে ইহাতে প্রমাণ লিপিবদ্ধ হইবে এরূপ বিধান করিয়াছি।

৩৭শ অধ্যায়। রাজকীয় বন্দি সম্বন্ধে বিধি।

শ্রীযুক্ত সেক্রেটারী অব ষ্টেট বাহাদুরের অভিপ্রায় অনুসারে এই অধ্যায় পাণ্ডুলিপি হইতে পরিত্যাগ করা হইয়াছে। এই অধ্যায়ে যে যে আইনের উল্লেখ ছিল তাহা রহিত বিধির সিডিউল হইতে পরিত্যাগ করা হইয়াছে। পাণ্ডুলিপির ৪৯১ ধারার ওয়ারেন্টের বিধান ৫ নং সিডিউল হইতেও পরিত্যক্ত হইয়াছে।

৪১শ অধ্যায়। সাক্ষ্য বিষয়ক বিশেষ বিধি।

পাণ্ডুলিপির ৫২১ ধারায় যে সাধারণভাব সিদ্ধান্ত করিবার বিধান ছিল তাহা আমরা পরিত্যাগ করিয়াছি কারণ উহা সাক্ষ্য বিষয়ক আইনের ১০৫ ধারার বিধানের সহিত অনৈক্য।

৪৩শ অধ্যায়। দ্রব্য লইয়া কার্য্য হইবার বিধি।

হাইকোর্ট কিম্বা সেশন আদালত সমর্পণকারী মাজিষ্ট্রেটকে ৫১৭ ধারার লিখিত কোন হুকুম না দিয়া জিলার মাজিষ্ট্রেট প্রতি ঐ হুকুম দিবার বিধান ঐ ধারায় যোগ করিয়াছি। এইরূপ করিবার কারণ এই যে ঐ হুকুম দিবার সময় অর্পণকারী মাজিষ্ট্রেট স্থানান্তর হইতে পারেন আপীল হইবার সময় গত না হইলে কিম্বা আপীল হইলে তাহা ডিসমিস না হইলে ঐ ধারানুসারে আশুক্ষয়শীল সম্পত্তি সম্বন্ধে কোন কার্য্য হইবে না এরূপ বিধান ঐ ধারার তৃতীয় দফায় করিয়াছি। কোন ব্যক্তি কোন২ অপরাধ হেতু দণ্ড প্রাপ্ত হইলে যে দ্রব্য সম্বন্ধে তাহার অপরাধ নির্ণয় হয় তাহার যত খণ্ড তাহার অধীনে কিম্বা ক্ষমতায় থাকে তাহা বিনষ্ট করিতে আদালত হুকুম দিতে সক্ষম। আদালতের হেফাজতে কোন দ্রব্য থাকিলে তৎসম্বন্ধেও এই বিধান খাটিবে এরূপ যোগ করিয়াছি।

৪৫শ অধ্যায়। অনিয়মিত আনুষ্ঠানিক কার্য্য বিষয়ক বিধি।

৫৩০ ধারার (অনিয়মিত কার্য্য হেতু আনুষ্ঠানিক কার্য্য রহিত হইবার বিধি) (ঘ) প্রকরণে আমরা এরূপ বিধান করিয়াছি যে ক্ষমতা বিহীন কোন মাজিষ্ট্রেট কর্তৃক ঐ হুকুম প্রদান হইলে তাহা রহিত হইবে। অভিযুক্ত ব্যক্তির পরীক্ষা কি স্বীকারবাক্য লিপি করিতে যদি কোন ভ্রম হয় এবং যদি তদ্দারা প্রতিবাদ সম্বন্ধে তাহার ভ্রান্তি না জন্মে তবে ঐ বাক্য প্রমাণ রূপ ব্যবহার হইবে এরূপ বিধান পাণ্ডুলিপির ৫৪৪ ধারায় ছিল। এই বিধানের পরিবর্ত্তে (৫৩৩ ধারা) আমরা এই শব্দ সমূহ যোগ করিয়াছি যাহার অনুবাদ এই ;—ভারতবর্ষীয় সাক্ষ্য বিষয়ক আইনের ৯১ ধারায় প্রকারান্তরের কথা থাকিলেও যদি সেই ভ্রম দ্বারা মোকদ্দমার গুণাগুণ সম্বন্ধে প্রতিবাদকালে অভিযুক্ত ব্যক্তির হানি না হইয়া থাকে তবে তাহার ঐ উক্তি প্রমাণ বলিয়া গ্রাহ্য হইবে। কোন ওয়ারেন্টে বা তদন্তে কি বিচারে কি এই আইনের অন্য কোন আনুষ্ঠানিক কার্য্যে কোন ভ্রম কি ত্রুটি হইলে

তজ্জন্য উপযুক্ত ক্ষমতাপন্ন আদালতের নিষেধ কি স্থগিতাজ্ঞা কি আজ্ঞা অন্যথা কি পরিবর্ত্তন হইবে না এরূপ বিধান ৫৩৭ ধারায় যোগ করিয়াছি। ঐ ধারায় জুরির কি আসেসরদের কোন রূপ সংশোধন করিতে ত্রুটি হইলে ঐরূপ হুকুম অন্যথা হইবে না এরূপ বিধানও আমরা যোগ করিয়াছি।

৪৬শ অধ্যায়। বিবিধ বিধি।

হাইকোর্ট দ্বারা নিয়মাবলী প্রস্তুত সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন করিয়াছি। রাজকীয় সনন্দবলে যে সমস্ত হাইকোর্ট সংস্থাপিত হয় নাই তাহার ও তাহার অধীনস্থ আদালত সমূহের কার্য্যপ্রণালী সম্বন্ধে নিয়মাবলী স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের অনুমতি লইয়া প্রস্তুত করিতে হইবে। এই আইনানুসারে অর্থদণ্ড আদায় জন্য যে ওয়ারেণ্ট দেওয়া যায় তাহা যে প্রকারে জারী করিতে হইবে তাহার বিধানও ঐরূপ অনুমতি গ্রহণ করিয়া করিতে হইবে। কোন জজ বা মাজিষ্ট্রেট কোন মোকদ্দমার এক পক্ষ হইলে কিম্বা আপনি তাহাতে স্বার্থযুক্ত থাকিলে তাঁহার আদালত হইতে যে আদালতে আপীল হয় সেই আদালতের অনুমতি গ্রহণ করিয়া ঐ মোকদ্দমা বিচার করিতে পারিবেন এরূপ বিধান ৫৫৫ ধারায় যোগ করিয়াছি।

সিডিউল নং ১।

১৮৬১ সালের [illegible] আইনের ২৪ ধারার শেষ নয়টী শব্দ রহিত করিতে অনুরোধ করি।

সিডিউল নং ২.

বোম্বাই গবর্ণমেণ্টের অনুরোধে অস্ত্রশস্ত্র বিষয়ক আইনের ১৬ ধারার অপরাধ হেতু জামিন লওয়া যাইতে পারে এরূপ বিধান করিয়াছি।

সিডিউল নং ৩।

তৃতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের সাধারণ ক্ষমতা ব্যতীত ৯০ ধারার ক্ষমতা দিয়াছি।

প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের সাধারণ ক্ষমতা ব্যতীত তাঁহাকে ১০১ [illegible] ২৫০ ধারার ক্ষমতা দিয়াছি। সবডিবিশনাল মাজিষ্ট্রেটকে ৭৮ ধারার ক্ষমতা দিয়াছি এবং জেলার মাজিষ্ট্রেটকে ১২৩ ধারার ক্ষমতা দিয়াছি।

সিডিউল নং ৪।

এই সিডিউলের অনেক স্থান আমরা পরিবর্ত্তন করিয়াছি এবং জেলা জজের ও ম্যাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা সম্বন্ধে এক নূতন বিভাগ করিয়াছি।

সিডিউল নং ৫।

অনেক কলম কমাইয়াছি এবং অনেক পরিত্যাগ করিয়াছি পূর্ব্ব অপরাধ নির্ণয় পাইলে যে দণ্ড চার্য্য হইবে তাহার এক কলম দিয়াছি।

১৮ ই জানুয়ারি ১৮৮২ } কোর্টনী ইলবার্ট; হুইটলী ষ্টোক্স; রিভার্স টমসন; জে গিব্স; এচ্. জে. রেনল্ডস্; যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর; সৈয়দ আহমদ; জি. এচ্. পী. ইভান্স।

১৮৮২ সালের ৩০ ডিসেম্বর তারিখের

বাঙ্গাল গবর্ণমেণ্টের নং ৫৬ জে সরকুলের।

সমস্ত সেসন জজগণ বরাবর।

নূতন ফৌজদারী কার্য্যবিধি অর্থাৎ ১৮৮২ সালের ১০ আইন আগামী মাসের প্রথম দিবস হইতে প্রচলিত হইবে। বর্ত্তমান কার্য্যবিধি অর্থাৎ ১৮৭২ সালের ১০ আইনের বিধান হইতে যে ২ স্থলে ঐ আইনে পৃথক বিধান হইয়াছে ও অন্যান্য আবশ্যকীয় বিষয় আপনাদিগকে দর্শাইয়া দেওয়ার জন্য আমার প্রতি আদেশ হইয়াছে।

"পোলীস থানার অধ্যক্ষ" অনুপস্থিত থাকিলে তৎপরবর্ত্তী নিম্নপদের যে কর্ম্মচারী কনেষ্টবলের ঊর্দ্ধতন পদস্থ হইয়া পোলীস থানায় উপস্থিত থাকেন "পোলীস থানার অধ্যক্ষ" শব্দে কেবল তাঁহাকে বুঝাইবে এরূপ নহে অন্য যে পোলীস কর্ম্মচারী তদ্রূপে উপস্থিত থাকেন ঐ শব্দে তাঁহাকেও বুঝাইবে এইরূপ আদেশ করার ক্ষমতা ৪ ধারার (প) প্রকরণে স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের প্রতি দেওয়া হইয়াছে এইটী আইনের একটী গুরুতর পরিবর্ত্তন। কারণ এরূপ বিশ্বাস আছে যে, যে সমস্ত জেলায় ফৌজদারী মোকদ্দমার সংখ্যা অধিক তথায় তদন্তকারী পোলীস কার্য্যকারকের সংখ্যা কম থাকায় অনেক সময়ে সমস্ত অনুসন্ধানকারী কার্য্যকারক একত্রে ষ্টেসন হইতে অনুপ-

খ্যিত হইয়াছেন এবং তজ্জন্য আইনানুসারে নালিশ হইতে পারে নাই। অনেক সময়ে বিশেষ অসুবিধা জন্মিয়াছে

৩০ ধারা নূতন কিন্তু এই ধারা এই প্রদেশের অল্পসংখ্যক জেলায় খাটিবে। ৩৪ ধারা এই ধারার সহিত একত্রে পাঠ করিতে হইবে ৩২ ধারায় এই বিধান হইয়াছে যে স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক বিশেষ ক্ষমতা প্রাপ্ত না হইলে কোন দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট কশাঘাত দণ্ডাজ্ঞা করিতে পারিবেন না।

১০৮ ধারা নূতন ইহাতে দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটগণ (যাহাদের প্রতি সবডিবিসনের ভার নাই) যে স্থলে অচিরাৎ শান্তিভঙ্গের সম্ভাবনা থাকে তথায় কিরূপ কার্য্যপ্রণালী অবলম্বন করিবেন তাহা লিখিত হইয়াছে।

১০৯ ধারা ১৮৭২ সালের আইনে এতৎসম্বন্ধে যে বিধান ছিল তাহার সহিত এই ধারার অল্প বিভিন্নতা হইয়াছে। এই ধারানুসারে জেলাখণ্ডের ভারপ্রাপ্ত মাজিষ্ট্রেটগণ প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতাপন্ন না হইলেও সদাচরণের সম্বন্ধীয় আবশ্যকীয় তদন্ত করিয়া এবং জেলার মাজিষ্ট্রেট নিকট না লিখিয়া স্বয়ং আদেশ প্রচার করিতে পারেন। পূর্ব্ব আইনানুসারে তাহা পারিতেন না।

১১১ ধারা এই ধারা দ্বারা ৫১৭ ধারার কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন করা হইয়াছে। ইহাদ্বারা ইউরোপীয়গণ সম্বন্ধে অষ্টম অধ্যায়ের বিধান সমূহ প্রয়োগ করা একেবারে নিষেধ করা হয় নাই। কেবল ইউরোপীয় প্রজাগণ সম্বন্ধীয় আইনানুসারে যে স্থলে কার্য্য হইতে পারে সেই স্থলে উহার প্রয়োগ নিষিদ্ধ হইয়াছে। এই অধ্যায়ের বাকী অংশ অতি সাবধানতার সহিত পড়িতে হইবে কারণ ইহাতে অনেক নূতন বিধান হইয়াছে।

১৩৩ ধারা। এক্ষণে স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক বিশেষ ক্ষমতা প্রদত্ত না হইলে প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটগণ অনিষ্টজনক বিষয় নিবারণ করিতে হুকুম দিতে পারিবেন না। ১৮৭২ সালের ১০ আইন মতে জেলার মাজিষ্ট্রেট এই ক্ষমতা প্রদান করিতে পারিতেন। এই অধ্যায়ে অধিক নূতন বিধান নাই কিন্তু এতদুল্লিখিত বিষয়গুলির স্থান সন্নিবেশ সম্বন্ধে অনেক পরিবর্ত্তন করা হইয়াছে

১৬৬ ধারা ইহা নূতন।

১৭১ ধারা। এই ধারা এই মাত্র নূতন যে মাজিষ্ট্রেটের কাছারীতে বাদীর কি সাক্ষীদের যাইবার সময়ে পোলীসের কোন কণ্মকারকের সঙ্গে য ইতে আদেশ হইবে না।

১৭৬ ধারা। পোলীসের হেফ জতে কোন ব্যক্তির মৃত্যু হইলে এই ধারানুসারে সর্ব্বাপেক্ষা নিকটবর্ত্তী অপমৃত্যু তদন্ত করিবার ক্ষমতাপন্ন মাজিষ্ট্রেট পোলীস অনুসন্ধান ব্যতীত বা ঐ অনুসন্ধানের অতিরিক্ত এ মৃত্যুর কারণ অনুসন্ধান করিতে বাধ্য ১৮৭২ সালের আইনের বিধান মতে কোন অবস্থায়ই মাজিষ্ট্রেট কর্ত্তৃক তদন্ত বাধ্যকর ছিল না মৃত্যুর কারণ নিরূপণ জন্য মৃতদেহ মৃত্তিকার নীচ হইতে উঠাইবার আবশ্যক হইলে তদ্রূপ উত্তোলন করিবার ক্ষমত স্পষ্টাক্ষরে মাজিষ্ট্রেটকে দেওয়া হইয়াছে।

পঞ্চদশ অধ্যায় বিশেষ মনোযোগের সহিত পাঠ করা আবশ্যক

১৮১ ধারা ধারা পূর্ব্ব আইনের ১৮০ধারার বিজ্ঞপ্তি,সাধন করা হইয়াছে এবং মহারাজ্ঞীর সহিত সন্ধি আছে তদ্রূপ দেশ কি রাজার অধিকার মধ্যে ইউরোপীয় ব্রিটিশ প্রজা অথবা ভারতবর্ষবাসী দেশীয় কোন প্রজা অপরাধ করিয়া থাকিলে ব্রিটিশ অধিকৃত ভারতবর্ষ মধ্যে তাহাদের বিচার হওয়া সম্বন্ধে ১৮৭২ সালের ১১ আইনের কোন কোন বিধান ইহাতে সন্নিবেশিত হইয়াছে

কোন প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট কোন মোকদ্দমা গ্রহণ করিয়া থাকিলে জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেব তাঁহাকে এই আইনমত অভিযুক্ত ব্যক্তির বিচার করিবার কি বিচারার্থে সমর্পণ করিবার ক্ষমতাপন্ন ঐ জিলার অন্য কোন মাজিষ্ট্রেটের নিকট তদন্ত বা বিচার হইবার নিমিত্ত উহা প্রেরণ করিবার ক্ষমতা দিতে পারিবেন এই বিধান ১৯২ ধারায় করা হইয়াছে। যদিও এতদ্দ্বারা ১৮৭২ সালের আইনের কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন হইয়াছে কিন্তু এতদ্দ্বারা মাজিষ্ট্রেট কোন নূতন ক্ষমতা প্রাপ্ত হন নাই কারণ জেলার মাজিষ্ট্রেটের অধীন কোন মাজিষ্ট্রেট নিকট হইতে কোন মোকদ্দমা উঠাইয়া লইয়া স্বয়ং বিচার করিবার কিম্বা বিচারার্থ সমর্পণ করিবার আজ্ঞা তিনি পূর্ব্বেও করিতে পারিতেন

ষোড়শ অধ্যায়ে কিছু ২ পরিবর্ত্তন করা হইয়াছে কিন্তু তাহা বাস্তবিক মূল সম্বন্ধে কোন পরিবর্ত্তন বলিয়া গণ্য হইতে পারে না। অষ্টাদশ ও

দ্বাবিংশ অধ্যায়ে অধিক কোন কথা বলিবার নাই ২৪৪ ধারানুসারে বাদীর অথবা আসামীর সাক্ষীগণের ন্যায্য খরচ আদালতে দাখিল না হইলে তাহাদিগকে উপস্থিত হইবার পরওয়ানা দিতে মাজিষ্ট্রেট অস্বীকার করিতে পারেন ২৫৭ ধারানুসারে আসামীর সাক্ষীর ন্যায্য খরচ দাখিল না হইলে তাহাকে সমন করিতে আদালত অস্বীকার করিতে পারেন।

২৬০ ধারা চোরামাল গোপন কিম্বা হস্তান্তর করিবার সাহায্য করার অপরাধ অর্থাৎ দণ্ডবিধির ৪১৪ ধারার অপরাধ সরাসরী বিচার হইতে পারে এই বিধান নূতন। ২২ অধ্যায়ের লিখিত অপরাধ হেতু ৩ মাসের অধিক কারাবাসের আজ্ঞা হইতে পারিবে না।

৩৫৭ ধারায় গুরুতর পরিবর্ত্তন হইয়াছে বাঙ্গালী ডেপুটী মাজিষ্ট্রেটগণের ইংরেজী ভাষায় ব্যুৎপত্তি যত অধিক হউক না কেন তাহারা ইংরেজী ভাষায় সাক্ষ্য লিপিবদ্ধ করিতে সক্ষম ছিলেন না এইটী অসুবিধ জনক ও দৃষ্টি কটু ইহা অসুবিধাজনক কারণ বঙ্গ ভাষায় দ্রুত লেখা সম্ভবপর হইতে পারে না। দৃষ্টি কটু কারণ মুসলমান ডেপুটী মাজিষ্ট্রেটগণের মাতৃভাষা উর্দ্দু হওয়ায় তাহারা ইংরেজী ভাষায় সাক্ষ্য লিপিবদ্ধ করিতে সক্ষম। ইহার ফল এই যে কোন ২ কার্য্যকারকগণ ইংরেজী ভাষায় সাক্ষ্য লিপিবদ্ধ করেন অথচ ইংরেজী ভাষায় তাহাদের হইতে অধিক পারদর্শী কার্য্যকারকগণ সাক্ষ্য বঙ্গভাষায় লিপিবদ্ধ করেন। এই অসুবিধা এক্ষণ দূরীকরণ হইয়াছে এবং যে সকল হিন্দু ডেপুটী মাজিষ্ট্রেটগণ ইংরেজী ভাষায় সাক্ষ্য লিপিবদ্ধ করিতে সক্ষম তাহাদের ফর্দ্দ কমিশ্যনরগণ হইতে তলপ হইয়াছে

৩৯২ ধারায় বিধান হইয়াছে যে অপরাধী ষোল বৎসরের অধিক বা কম বয়স্ক হউক লঘু বেত দ্বারা তৎপ্রতি কশাঘাত দণ্ডাজ্ঞা সাধন হইবে। যদিও বঙ্গদেশে পূর্ব্বাপর সকল স্থলে বেতই ব্যবহার হইয়া আসিয়াছে কিন্তু ১৮৭২ সালের আইনে এই বিধান ছিল যে অপরাধী ষোল বৎসরের অধিক বয়স্ক হইলে তৎপ্রতি যে যন্ত্র দ্বারা কশাঘাত দণ্ডাজ্ঞা সাধন হইবে তাহা স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট নির্ব্বাচন করিবেন

৩৯৩ ধারা। এই ধারা আংশিক রূপে নূতন অর্থাৎ ইহার যে অংশে বিধান হইয়াছে যে পঁয়তাল্লিশ বৎসরের অধিক বয়স্ক পুরুষের প্রতি কশাঘাত দণ্ডাজ্ঞা হইবে না তাহা পূর্ব্ব আইনে ছিল না। অবশিষ্ট অংশে কেবল

১৮৬৪ সালের ৬ আইনের ৭ ধারা রহিত হইয়া তাহার বিধান পরিবিষ্ট হইয়াছে

৪২৩ ধারায় আইনের একটী গুরুতর পরিবর্ত্তন হইয়াছে ১৮৭২ সালের আইনানুসারে আপীল আদালত দণ্ডাজ্ঞা বৃদ্ধি করিতে পারিতেন। কিন্তু সেই ক্ষমতা এক্ষণে রহিত করা হইয়াছে। এই সাধারণ বিধানের কেবল এই মাত্র ব্যতিবিধি আছে যে হাইকোর্ট ৪৩৯ ধারামতে দণ্ডাজ্ঞা বৃদ্ধি করিতে পারিবেন।

চত্বারিংশ অধ্যায়ে অনুপস্থিত সাক্ষীর জবানবন্দি হেতু কমিশ্যন নিযুক্ত করিবার কার্য্য প্রণালী সম্বন্ধে কোন ২ পরিবর্ত্তন করা হইয়াছে। ১৮৭২ সালের কার্য্যবিধি অনুসারে কেবল হাইকোর্ট অথবা সেশন আদালত কমিশ্যন দেওয়ার আজ্ঞা করিতে পারিতেন এক্ষণ ৫০৩ ধারায় এই ক্ষমতা জেলার মাজিষ্ট্রেটের প্রতি অর্পণ করা হইয়াছে এবং ৫০৬ ধারা অনুসারে অধীন মাজিষ্ট্রেটগণ কমিশ্যন দেওয়া উচিত বিবেচনা করিলে তাহার হেতুবাদ লিখিয়া জেলার মাজিষ্ট্রেট সমীপে পাঠাইতে পারিবেন এবং জেলার মাজিষ্ট্রেট কমিশ্যন দেওয়া কি না দেওয়া সম্বন্ধে আদেশ করিতে পারিবেন

৫১৯, ৫২১ ও ৫২২ ধারা নূতন

ষট্চত্বারিংশ অধ্যায়ে কোন ২ বিষয়ে গুরুতর পরিবর্ত্তন করা হইয়াছে তৎপ্রতি মনোনিবেশ করা কর্ত্তব্য

নূতন ফৌজদারী কার্য্যবিধিতে যত প্রকার পরিবর্ত্তন হইয়াছে তাহা সমস্তই উপরে লিপিবদ্ধ হইল এরূপ বিবেচনা করিতে হইবে না। কিন্তু বিশ্বাস এই যে জেলার ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারীগণের জ্ঞাতব্য আবশ্যকীয় গুরুতর কোন বিষয় পরিত্যাগ করা হয় নাই নূতন আইনে বহুতর পরিবর্ত্তন করা হইয়াছে এবং ১৮৭২ সালের কার্য্যবিধি হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন রূপে এই কার্য্যবিধির ধারা সমস্ত সন্নিবেশিত হইয়াছে এই কারণে যে সমস্ত কর্ম্মচারীগণ এই আইনানুসারে কার্য্য করিবেন তাঁহারা সকলেই ইহা সাবধান পূর্ব্বক পাঠ করিবেন তাহা দর্শাইয়া দেওয়াই এই সরকিউলার প্রচার করার প্রধান উদ্দেশ্য এবং শ্রীযুক্ত লেপ্টনেন্ট গবর্ণর বাহাদুর ভরসা করেন যে সকলেই তদনুরূপ কার্য্য করিবেন।

এফ, বি, পিকক
এ সেক্রেটরী

কম্প্যারাটিভ টেবেল।

১৮৭২ সালের ১০ আইন				১৮৮২ সালের ১০ আইন			
ধারা	দফা	প্রকরণ	উপবিধি ব্যাখ্যা উদাহরণ	ধারা	দফা	প্রকরণ	উপবিধি ব্যাখ্যা উদাহরণ
১	১			১	১		
	২				২		
	৩				১		
২	১			২	১		
	২			১	২		
	৩			৩	১		
	৪				২		
	[illegible]	১		৪	১	খ	
	৬	২		২০৪	১		
		৩		৪	১	খ	
		৪		২৮			
	৬						
	৭			২	২		
৩				৫০৮	১		
৪	১			৪	১		
		১					
		২					
[illegible]	[illegible]	৩		৪	১	খ	
		৪		[illegible]		গ	
		৫					
		৬					
৬		৭		৪	১	ঘ	
		৮		[illegible]		ঙ	
		[illegible]					
		১০		৪	১	ছ	
		১১		৪		[illegible]	
		১২		৪		ঝ	
		১৩					
		১৪					
	৬	১৫		[illegible]	১	খ	

১৮৭২ সালের ১০ আইন				১৮৮২ সালের ১০ আইন			
ধারা	দফা	প্রকরণ	[illegible] ব্যাখ্যা [illegible]	ধারা	দফা	প্রকরণ	[illegible]
		১৩		[illegible]		ণ	
		১[illegible]		৪		ঘ	
		১৮		[illegible]		ধ	
		১৯		[illegible]		ম	
	১	২০		[illegible]	১	দ	
	২	১		[illegible]	২	১	
৫				৬			
৬				[illegible]			
[illegible]				[illegible]			
৮	১			৪			
	২			২৯		১	
	২			২৯		[illegible]	
[illegible]				২৬			
১০				২	২		
১১				[illegible]			
১২				৭	১	১	
১৩					২		
১৪					৩		
১৫	১			৯	[illegible]		
	২			৩১	২		
১৬				৯	[illegible]		
				৯	২		
১৭				৩১	২		
				১৯৩	২		
				৯	২		
১৮	১			৩১	৩		
				১৯৩	৩		
	২			৩১	[illegible]		
				৩৮০	১		
১৯				৬			
২০	[illegible]			৩২	[illegible]		
	২				১		
	৩				২		
			ব্যাখ্যা	৩৩	১	১	
					২		

১৮৭২ সালের ১০ আইন				১৮৮২ সালের ১০ আইন।			
ধারা	দফা	প্রকরণ	[illegible]	ধারা	দফা	প্রকরণ	[illegible]
২১				৩০, ৬	১		
২২				৩৫			
২৩				৩০, ১৯১	২		
২৪				৩৬			
২৫				৩৭, ১৯১	২, ১		
২৬				৩৮			
২৭				৩৭, ১৯১	২, ১		
২৮				৩৯			
২৯				৩৭			
[illegible]				৩৬			
৩১							
৩২				৫২৯			
৩৩				৫০২			
৩৪				৫০০			
		ক		৫২৯		গ	
৩৫				১০			
৩৬				৩০, ৩৪, ৩৮০	১		
৩৭	১			১২	১		
	২			১৭	[illegible], [illegible]	১	
	৩						
৩৮				৭	২		
৩৯				[illegible]	১, ৩, ৪	২	
৪০	১			১৩	[illegible]		
	২				২		
	৩				[illegible]		

১৮৭২ সালের ১০ আইন।				১৮৮২ সালের ১০ আইন			
ধারা	দফা	প্রকরণ	[illegible]	ধারা	দফা	প্রকরণ	[illegible]
৪১				৩৭	১	২	
৪২	১ ২ ৩			৩৪	১ ২ ৩		
[illegible]	১ ২ ৩ ৪			১৭২ ২০০ ৫২৮	১ ১		উপ ৫, ৭
৪৫	১ ২ ৩ ৪			৬৪৬	১ ২		
৪৬	১২ ৩			৩৪১ ৩৪৭			
৪৭	১ ২		উপ	৫২৮ ৪০৭	১ ২		
৪৮				৫২৮	২		
৪৯				১২	১		
৫০			উপ	১৫	১		
৫১					২		
৫২				১৬			
৫৩				১১			
৫৪				৪১			
৫৫				১১			
৫৬				৪০			
৫৭				{ ৪ { ৪৯২	 ১	৬	
৫৮				৪৯২	১		
৫৯				৪৯৫			
৬০				৪৯৩			

১৮৭২ সালের ১০ আইন				১৮৮২ সালের ১০ আইন			
ধারা	দফা	প্রকরণ	[illegible]	ধারা	দফা	প্রকরণ	[illegible]
৬১				১৭৪			
৬২				৪৭২		১	
৬৩	১ ২		উপ বাদ	১৭ ১৮	 ১		উপ
৬৪			উপ	৫২৬	১০		
৬৪ক				৫২৭			
৬৫				১১৪			
৬৬			উপ [illegible]	১৮০			উপ, [illegible]
৬৭			উপ, [illegible]	১০২ ১৬৩ ১৬১	 ১ ২ ৩ ১		
৬৮							
৬৯				১৬৫			
৭০				৫১১			
৭১				৪		৭	
৭২	১ ২ ৩			{ ৪৪৩ { ৪৪৪ ৪৪১			
৭৩				৪৪৫			
৭৪	১ ২			৪৪৭ ৪৪৮			

১৮৭২ সালের ১০ আইন						১৮৮২ সালের ১০ আইন					
ধারা	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	ধারা	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
৭৫	১ ২ ৩					৪৫৮ ৪৪৮	১ ২				
৭৬	[illegible]					৪৪৪ ৪৪০					
	২					৪৪৯					
৭৭						৪৫০					
৭৮	১ ২					৪৫১					
৭৯						৪০৮			উপ, ক		
৮০						৪১০					
৮১	১ ১ ২	১ ২				৪৫১ ৪৫৭ ৪৫৮					
৮২						২ ৪৯১	১				
৮৩						৪৫৩	১৩				
৮৪						৪৫৪					
৮৫						৪৫৫ ৫৩৪					
৮৬						২	১				
৮৭						৪৬৩					
৮৮						৫৯১					
৮৯						৪৪					
৯০						৪৩					
৯১						৪২					
৯২		১ প্রথম দ্বিতীয় তৃতীয় চতুর্থ পঞ্চম ষষ্ঠ সপ্তম				৫৪		১ প্রথম ঐ তৃতীয় চতুর্থ পঞ্চম ষষ্ঠ			

১৮৭২ সালের ১০ আইন ।						১৮৮২ সালের ১০ আইন					
ধারা	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	ধারা	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]						৫১					
[illegible]		১২ ৩				৫৫					
৯৫						১১০					
৯৬						১৫০					
৯						১৫১					
৯৮	১ ২					১৫২					
৯৯						৪৭					
১০০						৪৮	১	১			
১০১						৬০					
১০২	১ ২					৫৯					
১০৩						৫৮					
১০৪						৭৫১					
১০৫						৫০	১	১			
১০৬											
১০৭						৫০					
১০৮						৬৫					
১০৯						১৫৬	১				
১১০						১৫৫	১ ১				
১১১						১	২				
১১২						১৫৪					
১১৩						১৫৫	১				
১১৪	১					১৫৭	১				
	২ ৩					১৫৯	১ ২				

১৮৭২ সালের ১০ আইন						১৮৮২ সালের ১০ আইন।					
ধারা	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	ধারা	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
১১৫						১৫০					
১১৬						১৫৭	১		১গ, ক		
১১৭	১ ২					১৭৭ ১৫৮	১		৩গ, ক		
১১৮						{ ১৬১ ১৬০					
১১৯	১ ২ ৩					১৬১ ১৬২					
১২০						১৬৩					
১২১						{ ১৬১ ১৬২					
১২২						১৬৪					
১২৩	১ ২					১৭০ ১৬৮	১ ২				
১২৪	১ ২ ৩ ৪					৬১ ১৬৭	১ ৩ ৪				
১২৫						{ ১৬৬ ১ ৯	২				
১২৬						১৭২					
১২৭	১ ২ ৩					{ ১ ৩ ১৭০ ১৭৯	১ ২ ১				
১২৮	১ ২					৪৯৭ ৪৯৮	১				
১২৯						৪৯৮					
১৩০	১ ২ ৩ ৪ ৫					১৭০	২ ১ ৪ ৫				
						১৭২		১			
১৩১	১ ২							২	উপ		

১৮৭২ সালের ১০ আইন						১৮৮২ সালের ১০ আইন।					
ধারা	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	ধারা	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
১৩২	১					৬২					
	২					৬৩					
১৩৩	১					১৪	১				
	২						২				
	৩						৩				
	৪						৪				
১৩৪						১৫					
১৩৫						১৭	১				
১৩৬						৪	১	ক			
১৩৭						৫৫০					
১৩৮											
১৩৯											
১৪০		ক				১৯১	১	ক			
		খ						খ			
		গ						গ			
		ঘ						ঘ			
১৪১	১					১৯১	১	ঘ খ			
	২					১৯২					
	৩										
১৪২	১					১৯৯	১	খ			
	২					{ ১৯৮ ১৯৫					
১৪৩						২০৩	১				
১৪৪	১					২০০	১ ২				
১৪৫						২০১					

১৮৭২ সালের ১০ আইন						১৮৮২ সালের ১০ আইন					
ধারা	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	ধারা	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
১৪৬						২০২					
১৪৭	[illegible]					২০৩					
	২					৪০৩			খা		
	[illegible]					২০৪	১				
১৪৮	১					২০৪					
	২					৯০					
১৪৯						২০৪					
১৫০						৯০ ২০৪	২				
১৫১						২০৫					
১৫২						৬৮	১				
১৫৩							২				
১৫৪						৬৯ ৭০					
১৫৫						৭১					
১৫৬						৭০					
১৫৭						১৮৩	১				
১৫৮						৯৩					
			উপা			৭২					
১৫৯	১					৭৫	১				
	২						২				
১৬০	১					[illegible]	১ ২				
	২						৩				
১৬১						৭৭	[illegible]				
১৬২						৭৮					
১৬৩						৪৩					
১৬৪						৭৭	২				

১৮৭২ সালের ১০ আইন।						১৮৮২ সালের ১০ আইন।					
ধারা	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	ধারা	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
১৬৫						১৯					
১৬৬	১										
	২					[illegible]					
১৬৭						৮২					
১৬৮	১					৮৩ ৮৪	[illegible] ১				
	২					৮৩	১				
	৩					৮৪	১				
১৬৯						৮৫					
১৭০	১					৮৩ ৫৫ ৮১	[illegible] [illegible]				
	[illegible]					৮১					
	৩										
১৭১	১					৮৭	১				
	২						২				
	৩						[illegible]	গ			
	৪						৩				
১৭২	১					৮৮	১				
	২						[illegible]				
	৩						৪	খ,গ চ,ছ			
	৪						[illegible]				
১৭৩						৮৯					
১৭৪						১৮৩					
১৭৫						১৮৭					
১৭৬						৮০					
১৭৭	[illegible]					৪৩	[illegible]				

১৮৭২ সালের ১০ আইন				১৮৮২ সালের ১০ আইন			
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
১৭৮					২		
১৭৯					২		
১৮০				৪৬	[illegible]	[illegible]	
১৮১							ঐপ
১৮২				৫০			
১৮৩				৫১			
১৮৪				১৮১			
১৮৫				৮৩			
১৮৬	১			৩১০			
	২						
	৩			৩৪১			
১৮৭				৩৪২			
১৮৮	১			৩৪৪	২		
	২				[illegible]		
১৮৯				২০৭			
১৯০				{ ২১৮	[illegible]		
				{ ২৫২	১		
১৯১	১			৩৫৩			
	২						
১৯২				৪৪০			
১৯৩	[illegible]			৩৪২	১		
	২				২		
					৩		
১৯৪	১		বা	৩৪৪	১২		
	২			৪৭৬			

১৮৭২ সালের ১০ আইন।				১৮৮২ সালের ১০ আইন			
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
১৯৫			বা	৩			বা
				২০৯	১		
			বা	{ ২০৯ ২১০ ৪০৩	২		বা
১৯৬				২১০	১		
১৯৭				২১			
			বা	২১৫			
১৯৮	১			{ ২১০ ২১১	১		
	২ ৩			২১৮	১	২	
	৪			২১৮	{ ১ ২	২	
১৯৯				২১০	২		
২০০	১			২১১	১		
	২			{ ২১২ ২১১			
	৩			২১১	২		
২০১				৪৪৮			
২০২	১			২১৮		১	
	২			৪৯২	২		
২০৩	১			২৪১			
	২	১		২৪২			
		২		২৪৬			
	৩			৪৩৭			
২০৪	১			৪৯৬			
	২						
২০৫	[illegible]			২৪৭	[illegible]		

১৮৭২ সালের ১০ আইন।				১৮৮২ সালের ১০ আইন।			
ধারা	প্রকরণ	[illegible]	[illegible]	ধারা	প্রকরণ	[illegible]	[illegible]
২০৬	[illegible]			২৪২			
	২			২৪৩			
২০৭				২৪৪	১		
২০৮	১			২৪৫	১		
	২			৯২			
	৩			২৪৭			
২০৯	১২			২৫০	১		
	[illegible]				২		
২১০				২৪৮			
২১১	১২			২৪৭			
	৩			৩১৬			
২১২				২৪৭			
২১৩				২৫১			
২১৪				২৫২ ২৫৬ ৩৪২ ৩৪৪ ৩৫৩ ৪৯৬ ৪৯৭ ৫৪০			
২১৫				২৫৩	[illegible]		
			ব্যা১	২৫৯			
			২	৪০৩			ব্যা
			৩	২৫৩	২		
২১৬				২৫৪			
			ব্যা ১	৫৩৫	১		
			২		২		
			[illegible]	২৫৫			

১৮৭২ সালের ১০ [illegible] ইন।				১৮৮২ সালের ১০ আইন			
ধারা	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
২১৭				২০৫	১		
২১৮				২৫৬			
২১৯				৩৪৪	[illegible]		
২২০				২৫৮			
			যা।				
২২১				৩৪৭			
২২২				২৬০			
		১				ক	
		২				খ	
		৩				গ	
		৪।৫ ৬				ঘ	
		৭				[illegible]	
		৮				চ	
		[illegible]				ছ	
		১০				[illegible]	
		১১				ঝ, ঞ	
২২৩				২৬০			
২২৪				২৬০			
২২৫				২৬১		ট, ঠ	
২২৬				২৬২			
২২৭				২৬৩			
২২৮				২৬৪			
২২৯				২৬	১		
২৩০					২		
২৩১				১৯৩	১		
					২		

১৮৭২ সালের ১০ আইন।				১৮৮২ সালের ১০ আইন			
ধারা	দফা	প্রকরণ	[illegible]	ধারা	দফা	প্রকরণ	[illegible]
২৩২				২০৮			
২৩৩	১২			২০৯	১		
			ঐ	৫০১			
২৩৪	১	১					
		২		৪০			
	২						
২৩৫				২৭০			
২৩৬				২৭১	২		
২৩৭	১২			২৭১			
	২			২৫৫	২		
২৩৮				২৭২	১		
২৩৯				২৮৪			
২৪০				২৭৩			
২৪১				২৭৫			
২৪২				৪৩১			
২৪৩	১২			২৭৭	১২		
	[illegible]			২৭৯	১		
	[illegible]			৩৩১, ২৭৯	২		পঙ্‌ক্তি ২
২৪৪	১			২৭৮, ২৩০	১		
		১					
		২					
		৩					
		৪					
		[illegible]					

১৮৭২ সালের ১০ আইন।				১৮৮২ সালের ১০ আইন।			
ধারা	দফা	প্রকরণ	[illegible]	ধারা	দফা	প্রকরণ	[illegible]
২৪৫				২১		ক	
২৪৬						খ	
[illegible]				[illegible]			
২৪৭				[illegible]			
২৪৮				[illegible]			
২৪৯				[illegible]			
২৫০				[illegible]	১		
২৫১	১			[illegible]			
২৫১	১			[illegible]			
২৫২				[illegible]			
২৫৩				[illegible]			
২৫৪				[illegible]			
২৫৫	১			[illegible]			
	২			[illegible]			ঐপ
২৫৬				[illegible]			
২৫৭				[illegible]			
২৫৮				[illegible]			
২৫৯				[illegible]			
২৬০				[illegible]			
২৬১				[illegible]			
২৬২				[illegible]			
২৬৩	১			[illegible]			
	২			[illegible]			

১৮৭২ সালের ১০ আইন				১৮৮২ সালের ১০ আইন			
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
২৬১	৩			৩০৩			
	৪			৭০			
	৫			৩৩১	১২		
	৬				৩		
২৬৪				৩৪৩	১		
২৬৫				৩২২			উপ
২৬৬				৪০১	১		
২৬৭				৪০৬			
২৬৮	১			৪০৬	১২		
	২				১		
২৬৯	১			৪০৬	১		
	২			৪২২			
২৭০	১			৬০০			উপ, ক
	২						
	৩			{ ৪০৬ ৪১০			উপ, ক
২৭১	১			৪১০			
	২			{ ৪১৮ ৪১১		খ	
২৭১ এ	১			৩৭১	১		
	২						
২৭১ বি				৩৭০ ৪১৯			
২৭২	১			৪১৭			
	২	১		৪১৭			
	৭	২					

১৮৭২ সালের ১০ আইন				১৮৮২ সালের ১০ আইন			
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
২৭২	৩			৪২১			
২৭৩	১			৪১৭			
	২			৪১১			ব্যা
	৩			৪১২			
২৭৪	১			৪১৪			
	২			৪১৫			
	৩			৪১৬			
			বা	৪১৫			ব্যা
২৭৫				৪১৯			
২৭৬				৫৪৮			
২৭৭				৪২০			
২৭৮	১			৪২১	১		
	২				২		
	৩						
২৭৯		১		৪২২		১	
		২				২	
২৮০				৪২৩			
			উপ				
২৮১				৪২৬			
২৮২	১			৪২৮	১		
	২			৪০৪			
	৩			৪২৮	২		
	৪			৪২৮	৩		
	৫						
২৮৩	১২			৫৩১			

১৮৭২ সালের ১০ আইন।				১৮৮২ সালের ১০ আইন।			
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
২৬৩	৩			৩০৭			
	[illegible]			৩০			
	[illegible]			৩০	১২		
	৬				৩		
২৬৪				৩৪৪	১		
২৬৫				২৭২			উপ
২৬৬				৪০৭	১		
২৬৭				৪০৬			
২৬৮	১			৪৮৬	১১		
	২				১		
২৬৯	১			৪০৮	১		
	২			৪২২		১	
২৭০	১			৪০			উপ, ক
	২				১		
[illegible]	[illegible]			{ ৪০৮			উপ, ক
				৪১০ }			
২৭১	১			৪১০			
	২			{ ৪১৮			
				৪১৩ }		ঘ	
২৭১ এ	১			৩৭১	[illegible]		
	২						
২৭১ বি				৩৭৮।৪১৯			
২৭২	১			৪১৭			
	২	১		৪১৭			
	৭	২					

১৮৭২ সালের ১০ আইন				১৮৮২ সালের ১০ আইন			
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
২৭২	৩			৪২৭			
২৭৩	১			৪১৪			
	[illegible]			৪১৭			সা।
	৩			৪১২			
২৭৪	১			৪১৪			
	২			৪১৫			
	৩			৪১১			
			পা।	৪১৫			সা।
২৭৫				১৯			
২৭৬				৫১৮			
২৭৭				৪৭০			
২৭৮	১			৪২১	১		
	২				২		
	৩						
২৭৯		১		৪২২		১	
		১				১	
২৮০				৪২৩			
			উপ				
২৮১				৪২৬			
২৮২	১			৪২৮	১		
	২			৪০৪			
	৩			৪২৮	২		
	৪			৪২৮	৩		
	৫						
*২৮৩	১*			৫১			

১৮৭২ সালের ১০ আইন				১৮৮২ সালের ১০ আইন।			
ধারা	দফা	প্রকরণ	উপধারা, ব্যাখ্যা, উদাহরণ	ধারা	দফা	প্রকরণ	উপধারা, ব্যাখ্যা, উদাহরণ
২৮৩	২			৫৩১			
	৩						
২৮৪				৪১১		ঘ	
২৮৫				৫৩০			
২৮৬				৪০১			
			উপ				
২৮৭	১			৩৭৪			
	২			৩৭৭			
২৮৮				৩৭৬			
২৮৯		১		{ ৩৭৫	১		
				{ ৪২৮	১		
		২		{ ৩৭৫	২		
				{ ৪২৮	৩		
		৩		{ ৩৭৫	৩		
				{ ৪২৮	[illegible]		
২৯০				৩৭৭			
২৯১							
২৯২				৫৫৩			
২৯৩				৫৫৩			
২৯৪				৪৬৫	১		
২৯৫	১			৪৬৪	১		
	২						
২৯৬	১			৪৬৮			
	২			৪৬৬			
			উপ	৪৬১			উপ, ঘ

১৮৭২ সালের ১০ আইন।				১৮৮২ সালের ১০ আইন			
ধারা	দফা	প্রকরণ	উপধারা, ব্যাখ্যা, উদাহরণ	ধারা	দফা	প্রকরণ	উপধারা, ব্যাখ্যা, উদাহরণ
২৯৭				৪৩৯			
	৮			৪২৬			
	১০			৪০			
২৯৮				৫৩৭			
২৯৯	১			{ ৪২৫			
				{ ৪৪২			
	২			{ ৪২৫	২		
				{ ৪৪২			
	৩			৪২১		ঘ	
৩০০				৫৩৭			
৩০১	১			৩৭৭			
	২			[illegible]			
৩০২	১			৩৭৩			
	২						
	৩						
৩০২এ	১			৩৮১			
	২			৩৯০			
৩০৩				৩৮৪			
৩০৪	১			৩৮০			
	২						
৩০৫				৪০০			
৩০৬				৩৮২			
৩০৭	১			৩৮৬			
	২			৩৮৭			

(ক)

১৮৭২ সালের ১০ আইন						১৮৮২ সালের ১০ আইন					
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
৩০৭	৩										
	৪					১৮৯					
৩০৮	১২১					৪৪৪					
	৪					৪৪					
৩০৯	১										
	১		উপ			৩১	১		উপ ২		
	২					৩১	১		উপ ১		
৩১০						৩১১	১				
৩১১	১					৩৯২					
	২					৩৭২	২				
	৩					৩৮১	২				
৩১২	১২					৩৯৪					
	৩					৩৯৩					
৩১৩						৩৭৪					
৩১৪	১					৩৫	১				
	২					৩৫	২				
	২		উপ ১			৩৫	২		উপ ১		
[illegible]	২		পাউ ২			৩৫			উপ ২		
৩১৫						৩৩৮					
৩১৬						৩৬৬					
৩১৭						৩৯৭					
			উপ			৩৯৮					
৩১৮						৩৯৭					
৩১৯						৩৯৮	২				
২০											

(খ)

১৮৮২ সালের ১০ আইন।						১৮৮২ সালের ১০ আইন					
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
২২১						৩৮					
৩২২	১					৪০১	১				
	২					৪০১	৩				
	৩					৪০২					
	৪	১				৪০১	৪				
		২									
৩২৩						৫০১					
৩২৪						২৫৪	৭				
৩২৫	১					৫১০					
	২										
৩২৬						৫১১					
৩২৭						৫১২					
৩২৮						৩৫০	১				
৩২৯						৩৫০	১				
৩৩০	১					৪০১	১				
	২					৫০১	১১				
	৩					৫০৪	১				
	৪					৫০৫					
	৫					৫০৬					
	৬					৫০৭					
৩৩১											
৩৩২						৩৫৪					
৩৩৩						১৫৫					
[illegible]	১					১৫৬	১				
	২১					৩৫৬	২				

(ঙ)

১৮৭২ সালের ১০ আইন						১৮৮২ সালের ১০ আইন					
ধারা	দফা	অনুচ্ছেদ	[illegible]	[illegible]	[illegible]	ধারা	দফা	অনুচ্ছেদ	[illegible]	[illegible]	[illegible]
৩৩৪	৪					৩৫৬	৩				
	৫					২৫৬	৪				
৩৩৫						{ ২৫৭					
						{ ৩৬২	১				
৩৩৬						১৫৮					
৩৩৭						৫৫৫					
						{ ৩৫৯					
৩৩৮						{ ৩৬১	১				
৩৩৯						৩৬০					
৩৪০						৩৬১					
৩৪১						৬১৯					
৩৪২						১৬২	১				
৩৪৩						ঐ	২				
৩৪৪						২৬১					
৩৪৫						৩৪২	৪				
৩৪৬	১					৩৬৪	১				
	২					ঐ	২				
	৩						৩				
	৪						২				
	৫					৫১১					
৩৪৭						৩৩১					
৩৪৮						৩৯০					
৩৪৯						৩৩৯					
৩৫০											
৩৫১						৫৪০					

(গ)

১৮৭২ সালের ১০ আইন						১৮৮২ সালের ১০ আইন					
ধারা	দফা	অনুচ্ছেদ	[illegible]	[illegible]	[illegible]	ধারা	দফা	অনুচ্ছেদ	[illegible]	[illegible]	[illegible]
৩৫২						৮০					
৩৫৩	১					৮	১৭	ব			
	২					৮৮	১				
	৩					ঐ	২				
৩৫৪						৮৯					
৩৫৫						৯০					
৩৫৬						৪৮৫					
৩৫৭	১					২০৮	২				
	২					২১১					
৩৫৮						২১৬	১				
৩৫৯						ঐ			উপ ২		
৩৬০						২৫১					
৩৬১						২৫৪	২ ১				
৩৬২	১					{ ২০৮	২				
						{ ২৫৭	২				
	২					{ ২০৮	২				
						{ ২৫৭	১				
৩৬৩						২৯১					
৩৬৪						৪৮৫					
৩৬৫						৯৪	১				
৩৬৬						৯৬					
৩৬৭						১০৪					
৩৬৮	১					৯৫					
	২					৯৭					
৩৬৯						৯৬	২				

১৮১২ সালের ১০ আইন						১৮১২ সালের ১০ আইন					
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
৩৬৯		১				১৪					
৩৭০						১০১					
৩৭১						১০১					
৩৭২						১০২					
৩৭৩	১					১০১					
	২					[illegible]					
	৩										
৩৭৪						৯১					
৩৭৫						১০১					
৩৭৬	১					১ ১					
	২					১০১					
	৩					১০১					
	৪					১০১					
৩৭৭						৯৮		[illegible]			
৩৭৮	১										
	২					১০					
৩৭৯						১৬৫					
৩৮০						১৬৬					
৩৮১						১৫৭					
৩৮২						১০২	১				
৩৮৩							২				
৩৮৪							২				
৩৮৫						১০৩					
৩৮৬						৫২					
৩৮৭	১					৫১	১				

১৮১৩ সালের ১০ আইন						১৮১২ সালের ১০ আইন					
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
৩৮৭	২					৫২৭	১				
৩৮৮						৪১১					
৩৮৯	১					৪৯৭	১				
	২						১				
৩৯০						৪৯৮					
৩৯১						৪৯৯					
৩৯২						৫০১					
৩৯৩						[illegible]					
৩৯৪						৫০০					
৩৯৫						৫০২					
৩৯৬						৫১৪	১ ২ ৩				
৩৯৭	১					ঐ	১				
	২					ঐ	২ ৩				
	৩						৪				
৩৯৮	১					[illegible]	[illegible]				
	১		ঐ প			ঐ	৪				
	৭					৫১৫					
	৯					৫১৮					
৩৯৯						৫১৭					
৪০০	১					৫ ১	১				
	২						১				
৪০১	১					৩৯২					
	২					৩৯৩					
৪০২						৩০৪	১২ ১৪				
৪০৩	১					৩২৫	১				

(ঘ)

১৮৭২ সালের ১০ আশ্বিন						১৮৮২ সালের ১০ আশ্বিন					
৪০৪											
						১১৫					
৪০৫	১					২৭৮					
						৩২০					
	২					২৮					
	৩							ঘ			
	৪							ঙ			
								চ			
	৫					২৭৮					
						৩২০					
	৬										
৪০৬	১	১				২৮		ঘ			
						৩২০					
		২						১			
		৩						ক			
		৪				৩২০		খ			
		৫						গ			
		৬						ঘ			
								ঙ			
		৭				৩৭৮					
						৩২০					
		৮				৩২০					
		৯						ছ			
		১০						জ			
		১১						ঝ			
		১২						ঢ			
৪০৭								ঞ			
	২					২৭৮					
						৩২০					
	৩	[illegible]				২৭৮					
						৩২০	ক				

(ঙ)

১৮৭২ সালের ১০ আশ্বিন।						১৮৮২ সালের ১০ আশ্বিন					
৪০৬	৪					১৭২				৬৭	
৪০৭						৩২০					
৪০৮	১					৪৭২	১				
	২						২				
	৩						৩				
	৪										
৪০৯	১					৩২০					
	২					৩৭।।খ,৭					
	৩					ঐ					
৪১০						৩২৭					
৪১১						৩১৭					
৪১২						৩১০					
৪১৩						৩৩১					
৪১৪						৩১২					
৪১৫	১					৫২৩	১				
	২					৫২৫					
৪১৬						৫২১	২				
৪১৭	১					৫২৪	১				
	২						২				
৪১৮						৫১৭	১				
৪১৮				ঘা।		৫১৭			ঘা		
৪১৯						৫২০					
৪২০						৫১৮					
৪২১						৫৪৪					
৪২২		৭				৫৫৩	৭				

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
৪১৯				৪৭৫			
৪২৪	১			৪০১			
	২			৪ ১			
	৩			৪০৪			
৪২৫	১			৪০৫			
	২				২		
৪২৬				৪ ৬			
৪২৭				৪০৭			
৪২৮				৪ ৮			
৪২৯				৪৭০			
৪৩০				৪ ১			
৪৩১				৪৭২			
৪৩২				৪৭৩			
৪৩৩				৪৭৪			
৪৩৪				৪৭৫			
৪৩৫	১			৪৮০			
	২ ১			৪৮১			
৪৩৬	১			৪৮১	১		
	২						
	৩			৩৮৭			
৪৩৭				৪৮৯			
৪৩৮	১			৪৪৫			
	২			৪৪৭	১		
৪৩৯				২২১			
৪৪০				২২২			

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
৪৪১				১ ১			
৪৪২				৯৯			
৪৪৩				২০৪			
৪৪৪				২২৭			
৪৪৫				২২৭			
৪৪৬				৬			
৪৪৭				৩০৮			
৪৪৮				২০১			
৪৪৯				২০১			
৪৫০				২০৩			
৪৫১				২০১			
৪৫২				২০১			
৪৫৩				২১৪			
৪৫৪	২ ৩			২১৫			
৪৫৫			ঙ ও খ	২১৫			উপ,খ
			প				গ,উপ
			প				ঙ,উপ
			গ				চ,উপ
			৫				
			ঢ	২১৫			ঝ,উপ
			ঌ				ঞ উপ
			অ				
			প				
			ণ	২১৫			উপ,খ
			ট				

১৮৭২ সালের ১০ আইন				১৮৮২ সালের ১০ আইন			
ধারা	[illegible]	[illegible]	[illegible]	ধারা	[illegible]	[illegible]	[illegible]
৪৫৪			১	২১৫			১ম,ক
			ক				১ম,খ
			খ				১ম,গ
			গ				২,০
			ঙ				১ম,চ
৪৫৫				২১			
৪৫৬				২১৭			
৪৫৭				২১৮	১		
৪৫৭			উপ,ক	২১৮			২ম,চ
			উপ,খ				
৪৫৮				২১৯			
৪৫৯				২২০			
৪৬০	১			৪০১	১		
	২				২		
	৩				৩		
	৪				৪		
৪৬০			উপ,ক	৪০৩			উপ,ক
			উপ,খ				উপ,খ
			উপ,গ				উপ,গ
			উপ,ঘ				
			উপ,ঙ	৪০৩			উপ,ঘ
			উপ,চ				উপ,ঙ
			উপ,ছ				উপ,চ
			উপ,জ				উপ,ছ
৪৬১	১			৩৬৭	২		

১৮৭২ সালের ১০ আইন।				১৮৮২ সালের ১০ আইন।			
ধারা	[illegible]	[illegible]	[illegible]	ধারা	[illegible]	[illegible]	[illegible]
৪৬১		২		৭১	১		
৪৬২				৭১,২			
৪৬৩				৩৬৭	১		
				১৬৭	১২		
৪৬৪	১			৩৬৯			
	২			৩১১	১		
	৩			৪৭১			
	৪			৩৭১	৪		উপ
	৫						
	৬			৪৪১			
	৭			৪৩৭			
৪৬৫				১৯৬			
৪৬৬	১১৩			১৯৭	৪		
	৪				২		
	৫			৪	১০ম দফা		
৪৬৭				১৯১	১	ক	
৪৬৮						খ	
৪৬৯						গ	
৪৭০	১			১৯৩	৩		
	২				৭		
	৩ক						
৪৭১	১২			৪৭	১		
	৩				২		
৪৭২	১			৪৭৭	১		
	২				৭		

১৮৭২ সালের ১০ আইন।						১৮৮২ সালের ১০ আইন।					
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
৪৭২	১					৪৭	২				
৪৭৩						৪৮৭	১				
৪৭৪	১২					৪৭৮					
	৩										
৪৭৫						৪ ৯					
৪৭৬						৪৭৮	২				
৪৭৭						৪১১					
৪৭৮						১৯১					
৪৭৯						১১৯					
৪৮০						১৯					
৪৮১						১২৮					
৪৮২						১২৯					
৪৮৩						১৩২		ক			
৪৮৪						১৩০					
৪৮৫						১৩২		গ			
৪৮৬								ঘ			
৪৮৭						{ ১৩১					
						{ ১৩২		খ			
৪৮৮						১৩২		১			
৪৮৯	১					{ ১০৬	১				
						{ ১২১	১২১				
	২					১২০	১				
	৩										
	৪										
৪৯০						{ ১০৬	১				
						{ ১২৩	১২৩	ক			

১৮৭২ সালের ১০ আইন।						১৮৮২ সালের ১০ আইন।					
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
৯১						১০১					
				বা		{ ১০					
						{ ১১৭					
৪৯২						১১২					
				বা		১১৩					
৪৯৩	১	১				৪০৪					
		২				{ ১০	১	(৮			
						{ ১১৮				উপ ২	
	৩										
৪৯৪						১০					
				উপ		{ ১০৮				উপ	
						{ ১১৪					
৪৯৫						১১১					
৪৯৬						১১৯					
৪৯						{ ১১৮	১				
						{ ১০৭	১				
						{ ১০৭					
৪৯৮	১					{ ১২১					
	২					১২৩					
৪৯৯	১										
	২										
	৩					১২৩	১৪				
				বা							
৫০০						{ ১২৪	১				
						{ ১২৫					

১৮৭২ সালের ১০ আইন।						১৮৮২ সালের ১০ আইন					
ধারা	দফা	প্রকরণ	[illegible]	[illegible]	[illegible]	ধারা	দফা	প্রকরণ	[illegible]	[illegible]	[illegible]
৫০১						১২৬					
৫০২	■					৫১৪	১				
	২						২				
	৩						৩				
	৪						৪				
	৫						১				
	৬					১২১					
	■					{ ১০৭					
						{ ৫১৪					
৫০৩	১					৫১৪	১				
	২						২ ৩				
	■						৪				
৫০৪	১					১০৯					
	২					১২০	১				
	৩										
	৪					১০৭					
৫০৫						১১০					
৫০৬						১১০					
৫০৭	১					১১১	২				
	২						৩				
৫০৮						১২১	১				
৫০৯	১					১১২					
	২					৫৫৪					
৫১০	১					১২১	১				
	২						৫				

১৮৭২ সালের ১০ আইন						১৮৮২ সালের ১০ আইন					
ধারা	দফা	প্রকরণ	[illegible]	[illegible]	[illegible]	ধারা	দফা	প্রকরণ	[illegible]	[illegible]	[illegible]
৫১১					••	১২	১				
৫১২							৩				
৫১৩						১২৬					
৫১৪	১					৫১	১				
	২						২				
	৩						৪				
৫১৫	১					{ ১১২					
						{ ১১৪					
	২					১৭৯					
	৩					১১	৩				
	৪					৫১১					
৫১৬						১২২					
৫১৭						১১১					
৫১৮			ধা,১			১৮৪	১				
৫১৮			ধা,২ ও ৪				২।৩				
৫১৯						১৪৭					
৫২০						৪৩৫	৩				
৫২১						১৩৩					
৫২২						১৩৪					
৫২৩	১					১৩৫					
	২					১৩৮		ক			
	৩					১৩৯					
	৪					১৪১					
	৫					{ ১৩৮		গ			
						{ ১৩৭					

১৮৭২ সালের ১০ আইন				১৮৭২ সালের ১০ আইন			
ধারা	[illegible]	[illegible]	[illegible]	ধারা	[illegible]	[illegible]	[illegible]
৫২৪	১			১৬৮		৭	
	২						
৫২৫	১			১৬১ ১৬৭ ১৪০	 ১ ১		
	২			১৫০	৩		
৫২৬	১			১৬৩ ১৪০	১ ১		
	২			[illegible]	২		
৫২৭				১৬৭	২		
৫২৮				১৪২			
৫২৯				১	২		
৫৩০				১৪৫			
৫৩১				১৪৬			
৫৩২				১৪			
৫৩৩				১৪৮	১		
৫৩৪				৫২৭			
৫৩৫				১	৩		
৫৩৬				৪৮৮			
৫৩৭				৪৮৯			
৫৩৮				৪৯০			
৫৩৯				৫৫৮	১		
৫৪০				১	২		
৫৪১				১	[illegible]		

১৮৭৪ সালের ১১ ই আইন				১৮৮২ সালের ১০ আইন			
ধারা	[illegible]	[illegible]	[illegible]	ধারা	[illegible]	[illegible]	[illegible]
১				[illegible]	[illegible]	[illegible]	
২				৪	২	১	
[illegible]				১৮০	১		
[illegible]					[illegible]	২	
					৬		
৫				১৫	৩		
৬				১১৪ ৫১৮	১ ১		
৭							
৮				১১৫			
৯				১১৮			উপ
১০							
১১				৫১			
১২				[illegible]	২		
১৩				৩১০			
১৪				২০১			
১৫				[illegible]		[illegible]	
১৬				[illegible]			
১৭				[illegible]		৭	
১৮				[illegible]	১		
১৯				[illegible]			
২০				[illegible]			
২১				[illegible]	১		
২২		১		[illegible]			
		২		[illegible]		[illegible]	
		৩		[illegible]	৩		
		[illegible]					
		৫		[illegible]			
২৩							
২৪		১			[illegible]		

১৮৭২ সালের ১০ আইন						১৮৬১ সালের ১০ আইন					
ধারা	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	ধারা	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
২৪		২				৪১৫				বা	
২৫						৫৪৮					
২৬											
২৭						৪২২		২			
২৮						৪২৬					
২৯		১				৪১		১			
		২								উপা ধা	
৩০						৭১৭					
৩১						৪৩৭					
৩২						৩৬৩ ৩৯০					
৩৩						৩১১ ৩১৪	২				
৩৪		১				৪০১	১				
		২					৪				
		৩									
৩৫						৫০৪ ৫০৫ ৫০	১				
৩৬						১০৫	৪				
৩৭						৫১৪	৫				
৩৮						৫১৭	১			ধা	
৩৯						৪৬৫	২				
৪০						৩১২				উপ	
৪১						৩৭১ ৫৪৮	১				
৪২						৪	৮ম দফা				
৪৩						নবম অধ্যায়					
৪৪						৫১৪	৪				
৪৫		৩				১৩৭	২	৩			

১৮৮২ সালের ১০ আইন।

ফৌজদারী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালীবিষয়ক ১৮৮২ সালের আইন

সূচীপত্র।

ধারা।

৩ তৃতীয় অধ্যায়

আদালতের ক্ষমতা বিষয়ক বিধি

তৃতীয় খণ্ড।

সাধারণ বিধান।

চতুর্থ অধ্যায়।

মাজিষ্ট্রেটদিগকে ও পোলীসকে ও যুক্ত ব্যবহারার্থে নিযুক্ত ব্যক্তিদিগকে সাহায্য ও সংবাদ দিবার বিধি।

৯ নবম অধ্যায়।

বেআইনীমত জনতাবিষয়ক বিধি।

১০ দশম অধ্যায়।

সাধারণের অনিষ্টজনক বিষয়ের বিধি

১১ একাদশ অধ্যায়।

আবশ্যক স্থলে নিয়মকালীন আজ্ঞা বিষয়ক বিধি

১২ দ্বাদশ অধ্যায়।

স্থাবর সম্পত্তি সম্বন্ধীয় বিবাদ বিষয়ক বিধি।

১৩ ত্রয়োদশ অধ্যায়।

পোলীসের নিবারণাত্মক কার্য্যবিষয়ক বিধি।

পঞ্চম খণ্ড।

পোলীসে সংবাদ দিবার ও উহাদের অনুসন্ধান করিবার ক্ষমতার বিধি।

১৪ চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

৬ ষষ্ঠ খণ্ড।

মোকদ্দমা চালাইবার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক বিধি।

১৫ পঞ্চদশ অধ্যায়।

তদন্ত ও বিচারকার্য্যে ফৌজদারী আদালতের বিচারাধিকারের বিধি

ক — তদন্ত লইবার ও বিচার করিবার স্থান বিষয়ক বিধি

১৭ সপ্তদশ অধ্যায়।

মাজিষ্ট্রেটদের সম্মুখে কার্য্যারম্ভ করিবার বিধি।

১৮ অষ্টাদশ অধ্যায়

সেশন আদালতের কি হাইকোর্টের বিচার্য্য মোকদ্দমার তদন্ত বিষয়ক বিধি

১৯ ঊনবিংশ অধ্যায়।

অভিযোগের বিধি।

২৫ পঞ্চবিংশ অধ্যায়।

তদন্তে ও বিচারকার্য্যে যে প্রকারে সাক্ষ্য লইতে ও লিপিবদ্ধ করিতে হইবে, তদ্বিষয়ক বিধি

২৬ ষড়্‌বিংশ অধ্যায়।

নিষ্পত্তি বিষয়ক বিধি।

২৭ সপ্তবিংশ অধ্যায়।

দৃঢ়ীকরণার্থ দণ্ডাজ্ঞা অর্পণ বিষয়ক বিধি

২৮ অষ্টাবিংশ অধ্যায়।

আজ্ঞাসাধন বিষয়ক বিধি।

২৯ ঊনত্রিংশ অধ্যায়।

দণ্ড স্থগিত রাখিবার ও ক্ষমা করিবার ও পরিবর্ত্তন করিবার বিধি

৩০ ত্রিংশ অধ্যায়।

পূর্ব্ব অপরাধ নির্ণয় কি নির্দ্দোষ নিরূপণ বিষয়ক বিধি।

সপ্তম খণ্ড।

আপীল ও অর্পণ ও সংশোধন করণের বিধি।

৩১ একত্রিংশ অধ্যায়।

আপীলের বিধি।

অষ্টম খণ্ড।

বিশেষ আনুষ্ঠানিক কার্য্যের বিধি

৩৩ ত্রয়স্ত্রিংশ অধ্যায়।

ইউরোপ ও আমেরিকা দেশীয়দিগের বিরুদ্ধে ফৌজদারী আনুষ্ঠানিক কার্য্যসম্বন্ধক বিধি

---

৩৪ চতুস্ত্রিংশ অধ্যায়।

ক্ষিপ্তমনা ব্যক্তিদের সম্বন্ধীয় বিধি।

ধারা।

৩৫ পঞ্চত্রিংশ অধ্যায়।

বিচার কার্য্য সম্বন্ধীয় কোন২ অপরাধের মোকদ্দমার আনুষ্ঠানিক কার্য্য বিষয়ক বিধি।

৪০ চত্বারিংশ অধ্যায়।

সাক্ষীদের পরীক্ষার্থ কমিশ্যান বিষয়ক বিধি।

৪১ একচত্বারিংশ অধ্যায়।

সাক্ষ্য বিষয়ক বিশেষ বিধি।

৪২ দ্বাচত্বারিংশ অধ্যায়।

নিবন্ধপত্র বিষয়ক বিধি।

৪৩ ত্রয়চত্বারিংশ অধ্যায়।

দ্রব্য লইয়া কার্য্য হইবার বিধি।

৪৪ চতুশ্চত্বারিংশ অধ্যায়।

ফৌজদারী মোকদ্দমা হস্তান্তর করণ বিষয়ক বিধি

৪৫ পঞ্চচত্বারিংশ অধ্যায়।

অনিয়মিত আনুষ্ঠানিক কার্য্য বিষয়ক বিধি।

৪৬ ষট্‌চত্বারিংশ অধ্যায়।

বিবিধ বিধি

ফৌজদারী মোকদ্দমার

কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক আইন সংগ্রহ।

১৮৮২ সালের ১০ আইন।

(১৮৮২ সালের ২ই মার্চ তারিখে মহিমান্বিত শ্রীযুত গবর্ণর জেনারল সাহেব অনুমোদন করিয়াছেন)

হেতুবাদ।

ফৌজদারী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক আইন সংগ্রহ ও সংশোধন করা বিহিত, এই হেতু নিম্নলিখিত বিধান করা গেল

প্রথম খণ্ড।

উপক্রমণিকা

প্রথম অধ্যায়।

সংক্ষেপ নামের কথা আরম্ভের কথা।

১ ধারা এই আইন "ফৌজদারী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক ১৮৮২ সালের আইন" নামে খ্যাত হইতে পারিবে এবং ১৮৮৩ সালের জানুয়ারি মাসের প্রথম দিবস অবধি প্রবল হইবে।

যত দূর ব্যাপ্ত হইবে তাহার কথা।

এই আইন ব্রিটিশ ভারতবর্ষের অন্তর্গত সমস্ত দেশে ব্যাপ্ত হইবে, কিন্তু বিপরীত ভাবের বিশেষ বিধান না থাকিলে এই আইনের কোন কথায় এক্ষণে যে বিশেষ কি স্থানীয় আইন প্রচলিত আছে তাহার কিম্বা অন্য প্রচলিত আইনের বলে যে বিশেষ বিচারাধিপত্য কি ক্ষমতা প্রদত্ত কিম্বা যে বিশেষ প্রকারের কার্য্য-প্রণালী নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তাহার কোন বিঘ্ন হইবে না, কিম্বা ইহার কোন কথা

(ক) কলিকাতা মান্দ্রাজ ও বোম্বাই নগরের পোলীসের কমিশনর সাহেবের প্রতি কিম্বা কলিকাতা ও বোম্বাই নগরের পোলীসের প্রতি; কি

(খ) মাস্রাজ ও বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর অন্তর্গত যে২ কাণ্টনমেণ্টে ও ষ্টেশনে সৈন্য থাকে তথাকার সৈনিক বাজারের সামান্য অপরাধের বিচার করিবার নিয়মিত ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন কার্য্যকারকের প্রতি ; কি

(গ) মাস্রাজ প্রেসিডেন্সীর গ্রামপতিদের প্রতি ; কি

(ঘ) বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর গ্রাম্য পোলীস কর্মচারিদের প্রতি বর্ত্তিবে না

(ঙ) আর ১৭৪ ১৭৫ ■ ১৭৬ ধারার কোন কথা মাস্রাজ নগরের পোলীসের প্রতি বর্ত্তিবে না

যে২ বিধান রহিত হইল তাহার কথা

২ ধারা। এই আইনের প্রথম তফসীলে যে২ আইনের উল্লেখ হইয়াছে সেই তফসীলের তৃতীয় ঘরে যত দূর নির্দিষ্ট হইল ১৮৮৩ সালের জানুয়ারি মাসের প্রথম দিবস অবধি সেই২ আইন ততদূর রহিত করা যাইবে, কিন্তু তৎকালে যে বিচারাধিপত্য কি যে প্রকারের কার্য্যপ্রণালী না থাকে কি না অবলম্বিত হয়, এই রাহিত্য বলে তাহা পুনর্জ্জীবিত হইবে না, কিম্বা তৎকালে যে কারাদণ্ড বৈধ থাকে এই রাহিত্যক্রমে তাহা অবৈধ হইবে না।

রহিত করা আইনক্রমে বিজ্ঞাপনাদির কথা

এতৎক্রমে রহিত করা, কি এতদ্দ্বারা রহিত করা আইন ক্রমে রহিত করা কোন আইন ক্রমে যে সকল বিজ্ঞাপন প্রকাশিত, ঘোষণাপত্র প্রচারিত, ক্ষমতা প্রদত্ত, পাঠ নিরূপিত, স্থানীয় সীমা নির্দ্দিষ্ট, দণ্ডাজ্ঞা দত্ত ■ আজ্ঞা ■ বিধি ■ নিয়োগ কৃত হইয়া ১৮৮৩ সালের জানুয়ারি মাসের প্রথম দিবসের অব্যবহিত পুর্ব্বে প্রচলিত থাকে, তৎসমুদয় এই আইনের তত্তৎবিষয়ক ধারাক্রমে প্রকাশিত, প্রচারিত, প্রদত্ত, নিরূপিত, নির্দ্দিষ্ট, দত্ত ■ কৃত বলিয়া জ্ঞান করা যাইবে

ফৌজদারী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক আইনের ■ অন্য রহিত করা আইনের উল্লেখ হইলে তাহার কথা।

৩ ধারা। এই আইন প্রচলিত হইবার পুর্ব্বে প্রণীত কোন আইনে ফৌজদারী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালীবিষয়ক ১৮৬১ সালের ২৫ আইনের কিম্বা ১৮৭২ সালের ১০ আইনের কি তাহার কোন অধ্যায়ের কি ধারার কিম্বা এই আইনক্রমে রহিত করা অন্য আইনের উল্লেখ হইয়া থাকিলে, এই আইনের, কিম্বা তত্তৎবিষয়ক এই আইনের অধ্যায়ের কি ধারার উল্লেখ হইয়াছে যথাসাধ্য এমত জ্ঞান করিতে হইবে

পূর্ব্ব আইনে উল্লেখ হইবার কথা

এই আইন প্রচলিত হইবার পূর্ব্বে প্রণীত কোন আইনে "মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা কি পূর্ণ ক্ষমতামতে কর্ম্মকারী কার্য্যকারক" "অধঃস্থ প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট" ও "অধঃস্থ দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট" এইং কথা থাকিলে, তদ্দ্বারা যথাক্রমে এই আইনের নির্দ্দিষ্ট "প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট" "দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট' ও "তৃতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট' বুঝিতে হইবে; "জিলার খণ্ডের মাজিষ্ট্রেট" শব্দে "মহকুমার মাজিষ্ট্রেট" বুঝাইবে; "জিলার মাজিষ্ট্রেট" শব্দে "জিলার মাজিষ্ট্রেট", এবং "পোলীসের মাজিষ্ট্রেট" শব্দে "প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট' বুঝাইবে।

অর্থ করণের ধারা।

৪ ধারা। এই ধারায় এই আইনগত নিম্নলিখিত কথার ও শব্দের যে অর্থ করা যাইতেছে, বিষয়ের কিম্বা পূর্ব্বাপর কথার দ্বারা ভাবান্তর প্রকাশ না হইলে সেই কথার শব্দের সেই অর্থ ধরিতে হইবে।

"নালিশ।"

(ক) জ্ঞাত কি অজ্ঞাত কোন ব্যক্তি অপরাধ করিয়াছেন, এই আইনমত আনুষ্ঠানিক কার্য্য উপস্থিত করিবার উদ্দেশে কোন মাজিষ্ট্রেটের নিকট বাচনিক বা লিখিত এরূপ বর্ণনা করা গেলে, "নালিশ" শব্দে তাহা বুঝাইবে। কিন্তু কোন পোলীস কর্ম্মচারীর রিপোর্ট ইহার অন্তর্গত নয়।

'অনুসন্ধান।"

(খ) এই আইনমতে প্রমাণ সংগ্রহ করিবার জন্য পোলীসের দ্বারা কিম্বা এতৎপক্ষে মাজিষ্ট্রেটের নিকট ক্ষমতাপ্রাপ্ত (মাজিষ্ট্রেট বা পোলীস কর্ম্মচারী ছাড়া) কোন ব্যক্তিদ্বারা যে সকল কার্য্যের অনুষ্ঠান হইবার অনুমতি আছে "অনুসন্ধান" শব্দে তাহাও বাচ্য

"তদন্ত।"

(গ) এই আইনমতে মাজিষ্ট্রেট বা আদালত কর্ত্তৃক তদন্ত করিবার যে কার্য্য করা যায় "তদন্ত" শব্দে তাহাও বাচ্য।

'বিচার ঘটিত কার্য্য।"

(ঘ) যে কার্য্যের অনুষ্ঠানকালে আইনমতে সাক্ষ্য লওয়া যায় বা লওয়া যাইতে পারে "বিচারঘটিত কার্য্য" শব্দে সেই কার্য্য বুঝাইবে।

"লেখা ও "লিখিত "

(ঙ) "লেখা" ও "লিখিত" শব্দে ছাপা লিথগ্রাফ ও ফটগ্রাফ কর খোদিত ও অন্য যে কোন প্রকারের শব্দ বা অঙ্ক কাগজের বা কোন দ্রব্যের উপর ব্যক্ত করা যাইতে পারে তাহাও বুঝাইবে।

'উপবিভাগ '

(চ) "উপবিভাগ" শব্দে এই আইনমতে কৃত জিলার উপবিভাগ বুঝাইবে

"প্রদেশ "

(ছ) যে দেশ যৎকালে কোন স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের শাসনাধীন থাকে "প্রদেশ" শব্দে তাহা বুঝাইবে

"রাজধানী।"

(জ) কলিকাতার কি মান্দ্রাজের কি বোম্বাইয়ের হাইকোর্টের দেওয়ানী মোকদ্দমা আদৌ গ্রাহ্য করিবার সাধারণ ক্ষমতা যে সীমা পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত হয় "রাজধানী" শব্দে সেই সীমান্তর্গত স্থান বুঝাইবে

"হাই কোর্ট"

(ঝ) ইউরোপীয় ব্রিটিস প্রজাদের নামে কিম্বা ইউরোপীয় ব্রিটিষ প্রজাদের সহিত অন্য ব্যক্তিদের নামে অভিযোগ হইলে যে কার্য্যানুষ্ঠান হয় তৎসম্পর্কে "হাইকোর্ট" শব্দে কলিকাতা ও মান্দ্রাজের ও বোম্বাইয়ের হাইকোর্ট ও উত্তর পশ্চিম প্রদেশের হাইকোর্ট ও পঞ্জাবের চীফকোর্ট ও রাঙ্গুণের রিকর্ডারের কোর্ট বুঝাইবে।

অন্যস্থলে "হাইকোর্ট" শব্দে কোন স্থানীয় চক্রের মধ্যে ফৌজদারী মোকদ্দমার আপীল গ্রাহ্য কিম্বা সেই মোকদ্দমার পুনর্দৃষ্টি করণার্থ উচ্চতম আদালত বুঝাইবে;

কিম্বা প্রচলিত আইনক্রমে তদ্রূপ কোন আদালত সংস্থাপন করা না গেলে, মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুক্ত গবর্ণর জেনরল সাহেব সময়েং তদর্থে যে কার্য্যকারককে নিযুক্ত করেন, "হাইকোর্ট" শব্দে তাহাকেও বুঝাইবে।

"চীফ-জষ্টিস।"

(ঞ) "চীফ-জষ্টিস" শব্দে চীফ-কোর্টের পদজ্যেষ্ঠ জজ সাহেবও বাচ্য।

"আডবোকেট জেনরল "

(ট) "আডবোকেট জেনরল" এই শব্দে গবর্ণমেণ্ট আডবোকেটকে, অথবা যেথানে আডবোকেট জেনরল কি গবর্ণমেণ্ট আডবোকেট নাই তৎকার্য্যপক্ষে স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট সময়েং যে কার্য্যকারককে নিযুক্ত করেন তাঁহাকেও বুঝাইবে।

(ঠ) এই আইনের দ্বারা ক্লার্ক-অফ-দি-ক্রৌণের কর্ত্তব্য বলিয়া যে কর্ম্ম নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে চীফ-জষ্টিস সাহেব সেই কর্ম্ম নির্ব্বাহার্থে যে কার্য্যকারককে বিশেষমতে নিযুক্ত করেন, "ক্লার্ক অফ দি ক্রৌণ" শব্দে তাঁহাকেও বুঝাইবে

'ক্লার্ক অফ দি ক্রৌণ'

(ড) "রাজকীয় অভিযোক্তা" শব্দে ৪৯২ ধারামতে নিযুক্ত কোন ব্যক্তিকে [redacted] রাজকীয় অভিযোক্তার আদেশক্রমে কার্য্যকারী কোন ব্যক্তিকে ও কোন হাই-কোর্টের আদৌ ফৌজদারী বিচারাধিপত্যক্রমে কার্য্যকালে শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর পক্ষে যে ব্যক্তি অভিযোগ চালান সেই ব্যক্তিকেও বুঝাইবে।

"রাজকীয় অভিযোক্তা

(ঢ) কোন আদালতের কার্য্যানুষ্ঠান সম্বন্ধে উকীল শব্দ ব্যবহৃত হইলে প্রচলিত আইনক্রমে উক্ত আদালতে কর্ম্ম করিতে ক্ষমতাপন্ন উকীল বুঝায় এবং (১) তদ্রূপ ক্ষমতাপন্ন হাই কোর্টের আডবোকেট ও উকীল ও আটর্ণি ও (২) আদালতের অনুমতিক্রমে তৎকার্য্যানুষ্ঠানে কর্ম্ম করিতে নিযুক্ত মোক্তার বা অন্য কোন ব্যক্তিও উক্ত শব্দে বাচ্য

'উকীল '

(ণ) যে স্থান এই আইনের কার্য্যপক্ষে স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট সাধারণমতে বা বিশেষমতে পোলীস থানা বলিয়া প্রকাশ করেন "পোলীস থানা" শব্দে সেই স্থান বুঝাইবে, [redacted] স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট এতদর্থে যে স্থানীয় চক্র নির্দ্দেশ করেন তাহাও বুঝাইবে; এবং পোলীস থানার অধ্যক্ষ অনুপস্থিত থাকিলে, কিম্বা পীড়া বশতঃ আপন কর্ম্ম করিতে অশক্ত হইলে তৎপরবর্ত্তী নিম্নপদের যে কর্ম্মচারী কনষ্টেবলের উর্দ্ধতন পদস্থ হইয়া পোলীস থানায় উপস্থিত থাকেন, "পোলীস থানার অধ্যক্ষ" শব্দে তাঁহাকেও বুঝাইবে, কিম্বা স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট আদেশ করিলে, অন্য যে পোলীস কর্ম্মচারী তদ্রূপে উপস্থিত থাকেন তাঁহাকেও বুঝাইবে।

"পোলীস থানা।'
'পোলীস থানার অধ্যক্ষ।'

(ত) যৎকালে যে কোন আইন প্রচলিত থাকে তৎক্রমে যে কোন কার্য্য বা ত্রুটি দণ্ডনীয় [redacted] তাহাই "অপরাধ" শব্দে বাচ্য।

"অপরাধ।"

ধর্তব্য অপরাধ ও ধর্তব্য মোকদ্দমা।"

(থ) এই আইনের দ্বিতীয় তফসীল অনুসারে কিম্বা যৎকালে যে কোন আইন প্রচলিত থাকে তদনুসারে পোলীসের কর্ম্মকারক রাজধানী নগরের ভিতরেই হউক আর বাহিরেই হউক যে অপরাধের নিমিত্ত ও যে মোকদ্দমায় ওয়ারণ্ট বিনা ধৃত করিতে পারেন, "ধর্তব্য অপরাধ ও ধর্তব্য মোকদ্দমা" শব্দে সেই অপরাধ ও মোকদ্দমা বুঝাইবে।

"অধর্তব্য অপরাধ ও অধর্তব্য মোকদ্দমা"

যে অপরাধ হইলে ও যে মোকদ্দমায় পোলীসের কর্ম্মকারক ওয়ারণ্ট বিনা ধৃত করিতে না পারেন, "অধর্তব্য অপরাধ ও অধর্তব্য মোকদ্দমা" শব্দে সেই অপরাধ ও মোকদ্দমা বুঝাইবে

"জামিন লইবার উপযুক্ত অপরাধ।"
"জামিন লইবার অনুপযুক্ত অপরাধ।"

(দ) দ্বিতীয় তফসীলমতে কিম্বা যৎকালে অন্য যে আইন প্রচলিত থাকে তদনুসারে কোন অপরাধের নিমিত্ত হাজিরজামিন লওয়া যাইতে পারিলে "জামিন লইবার উপযুক্ত অপরাধ" শব্দে সেই অপরাধ বুঝাইবে। "জামিন লইবার অনুপযুক্ত অপরাধ" শব্দে অন্যান্য অপরাধ বুঝাইবে।

"ওয়ারণ্টের মোকদ্দমা"

(ধ) মৃত্যু কি দ্বীপান্তর প্রেরণ কি ছয় মাসের অধিক কালের কারাবাস যে অপরাধের দণ্ড "ওয়ারণ্টের মোকদ্দমা" শব্দে সেই অপরাধ সংক্রান্ত মোকদ্দমা বুঝাইবে।

"সমনের মোকদ্দমা।"

(ন) যে অপরাধে উক্তরূপ দণ্ড হয় না "সমনের মোকদ্দমা" শব্দে সেই অপরাধ সংক্রান্ত মোকদ্দমা বুঝাইবে

"ইউরোপীয় ব্রিটিষ প্রজা"

(প) "ইউরোপীয় ব্রিটিষ প্রজা" শব্দে ইহাদিগকে বুঝাইবে—

(১) শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর যে কোন প্রজা গ্রেট ব্রিটন ও আইরলণ্ড সংযুক্ত রাজ্যে কিম্বা শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর কোন ইউরোপীয় কি আমেরিক দেশীয় কি অষ্ট্রেলীয় উপনিবেশে কি অধিকৃত দেশে কি নবজীলণ্ড উপনিবেশে কি উত্তমাশা অন্তরীপ কি নেটাল উপনিবেশে জন্মগ্রহণ করেন কি প্রজাধিকার প্রাপ্ত হন কি চিরবাসী হন, তিনি ও

(২) তাঁহার ঔরস পুত্র কন্যা কি পৌত্র পৌত্রী কি দৌহিত্র দৌহিত্রী।

"অধ্যায়।"
"তফসীল।"

(ক) "অধ্যায়" শব্দে এই আইনের অধ্যায় বুঝাইবে ও "তফসীল" শব্দে তৎসংযুক্ত তফসীল বুঝাইবে

'স্থান।'

(খ) "স্থান" শব্দে বাটী ও ইমারত ও তাম্বু ও নৌকাও বুঝাইবে

যেং কথায় কার্য্যের উল্লেখ আছে তাহার কথা।

যেং কথায় কৃত কার্য্যের উল্লেখ আছে, তৎসমুদয় অবৈধ ত্রুটির প্রতিও বর্তিবে।

ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধিতে কোন শব্দের যে অর্থ আছে, সেই অর্থ থাকিবার কথা।

এই আইনে যেং শব্দ ও পদ ব্যবহৃত হইয়াছে ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধি আইনে তাহার অর্থ করা হইয়া থাকিলে ও ইহাতে ইতিপূর্ব্বে না হইয়া থাকিলে ঐ দণ্ড-বিধি আইনে সেইং শব্দের ও পদের যেং অর্থ আছে সেইং অর্থে ব্যবহার হইয়াছে জ্ঞান করিতে হইবে।

দণ্ডবিধিমত অপরাধের বিচারের কথা।
অন্য আইনমতে অন্য অপরাধের বিচারের কথা।

৫ ধারা। ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধি আইনগত সমুদয় অপরাধের তদন্ত ও বিচার ইহার পর প্রদত্ত বিধান অনুসারে হইবে; এবং অন্য আইনমত অপরাধের তদন্ত ও বিচার ঐ বিধান অনুসারেই হইবে, কিন্তু সেই অপরাধের তদন্ত বা বিচারের প্রণালী বা স্থান নিয়ামক কোন ব্যবস্থা থাকিলে তাহা মানিতে হইবে

দ্বিতীয় খণ্ড।

ফৌজদারী আদালত ও কার্য্যালয়ের সংস্থাপন ও ক্ষমতার বিধি।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

ফৌজদারী আদালতের ও কার্য্যালয়ের সংস্থাপনের বিধি।

ক।—ফৌজদারী আদালতের নানা শ্রেণী বিষয়ক বিধি।

ফৌজদারী আদালতের নানা শ্রেণীর কথা।

৬ ধারা। ব্রিটিশ ভারতবর্ষে হাইকোর্ট ভিন্ন এবং এই আইন ব্যতীত অন্য যে আইন যৎকালে প্রচলিত থাকে তৎক্রমে সংস্থাপিত আদালত ভিন্ন পাঁচ শ্রেণীর ফৌজদারী আদালত থাকিবে; যথা,

১। সেশন আদালত।

২ প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেটের আদালত

৩ প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের আদালত।

৪। দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের আদালত

৫ তৃতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের আদালত

খ —দৈশিক বিভাগের বিধি

৭ ধারা। রাজধানী ব্যতিরিক্ত প্রত্যেক প্রদেশ একটি সেশন খণ্ড হইবে কিম্বা নানা সেশন খণ্ডের সমষ্টি হইবে।

সেশন খণ্ডের কথা।

এই আইনের অভিপ্রায়ানুসারে প্রত্যেক সেশন খণ্ড একটী জিলা কি নানা জিলার সমষ্টি হইবে।

জিলার কথা

স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট সময়ে২ ঐ ঐ খণ্ডের ও জিলার সীমা কিম্বা, মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুক্ত গবর্ণর জেনরল সাহেবের অনুমতি গ্রহণপূর্ব্বক, সংখ্যা পরিবর্ত্তন করিতে পারিবেন

খণ্ড ও জিলা পরিবর্ত্তন করিবার ক্ষমতার কথা।

এই আইন প্রচলিত হইবার সময়ে যে২ সেশন খণ্ড ও জিলা থাকে, পূর্ব্বোক্তমতে পরিবর্ত্তন করা না গেলে যত কাল পরিবর্ত্তন করা না যায় তত্তকাল তৎসমুদয় সেশন খণ্ড ও জিলা থাকিবে।

যাবৎ পরিবর্ত্তন না হয় বর্ত্তমান সেশন খণ্ড ও জিলা থাকিবার কথা

এই আইনের অভিপ্রায়ানুসারে প্রত্যেক রাজধানী এক একটী জিলা বলিয়া গণ্য হইবে।

রাজধানীগুলি জিলা বলিয়া গণ্য হইবার কথা

৮ ধারা। স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট রাজধানীর বহিঃস্থ কোন জিলা উপবিভাগে বিভক্ত কিম্বা উক্ত জিলার কোন অংশ উপবিভাগে পরিণত করিতে পারিবেন ও সেই২ উপবিভাগের সীমা পরিবর্ত্তন করিতে পারিবেন।

জিলা উপবিভাগে বিভক্ত করিবার কথা।

জিলার বর্ত্তমান যে সকল উপবিভাগ সচরাচর মাজিষ্ট্রেটের আজ্ঞাধীন রাখা গিয়া থাকে তৎসমুদয় এই আইনক্রমে কৃত বলিয়া জ্ঞান করা যাইবে

এইক্ষণকার উপবিভাগ থাকিবার কথা।

গ।—রাজধানীর বহিঃস্থ আদালতের ও আদালতের বিধি

৯ ধারা। স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট প্রত্যেক সেশন খণ্ডে এক একটী সেশন আদালত সংস্থাপন করিবেন, এবং তদ্রূপ আদালতে এক এক জন জজ নিযুক্ত করিবেন।

সেশন আদালতের কথা।

তদ্রূপ এক কি একাধিক আদালতে বিচারাধিপত্য প্রাপ্ত হইয়া কার্য্য করিবার নিমিত্তে স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট আডিশ্যনাল সেশন জজ ও জাইণ্ট সেশন জজ ও আসিষ্টাণ্ট সেশন জজ নিযুক্ত করিতে পারিবেন

এই আইন প্রচলিত হইবার সময়ে যে সকল সেশন আদালত [illegible]কে, তৎসমুদয় এই আইনমতে সংস্থাপিত বলিয়া জ্ঞান করা যাইবে

১০ ধারা। রাজধানীর বহিঃস্থ প্রত্যেক জিলায় স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট এক এক জন প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট নিযুক্ত করিবেন, তিনি জিলার মাজিষ্ট্রেট নামে খ্যাত হইবেন।

জিলার মাজিষ্ট্রেটের কথা।

১১ ধারা। জিলার মাজিষ্ট্রেটের পদ শূন্য হওয়া প্রযুক্ত যে কর্ম্মকারক কিয়ৎকালের নিমিত্ত ঐ জিলার ফৌজদারী ব্যাপার সম্পর্কীয় কার্য্য নির্ব্বাহ করণের প্রধান পদ প্রাপ্ত হন, তিনি স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের আজ্ঞা পাইবার অপেক্ষায় এই আইনক্রমে জিলার মাজিষ্ট্রেটের যে সকল ক্ষমতা ও কর্ত্তব্য নির্দ্দিষ্ট হইল, সেই সকল ক্ষমতামতে কার্য্য করিবেন ও সেই সকল কর্ত্তব্য কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিবেন।

জিলার মাজিষ্ট্রেটের পদ শূন্য হইলে যে ব্যক্তি কিয়ৎ কালের নিমিত্ত সেই পদে থাকেন তাঁহার কথা

১২ ধারা। স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট জিলার মাজিষ্ট্রেট ভিন্ন অন্য যত ব্যক্তিকে নিযুক্ত করা বিহিত বোধ করেন তাঁহাদিগকে রাজধানীর বহিঃস্থ জিলায় প্রথম কি দ্বিতীয় কি তৃতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটস্বরূপ নিযুক্ত করিতে পারিবেন; এবং উক্ত মাজিষ্ট্রেটেরা যে যে স্থানীয় চক্রের মধ্যে এই আইনক্রমে প্রাপ্ত সমুদয় বা কোন ক্ষমতানুসারে কার্য্য করিতে পারিবেন, স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট কিম্বা স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের কর্ত্তৃত্বাধীনে জিলার মাজিষ্ট্রেট সময়ে২ তাহা নির্ণয় করিয়া দিতে পারিবেন।

অধঃস্থ মাজিষ্ট্রেটদের কথা।

তাঁহাদের বিচারাধীন স্থানের সীমার কথা

তদ্রূপে নির্ণয় করিয়া না দিলে তাঁহারা উক্ত জিলার সর্ব্বস্থলে উক্ত বিচার বিপত্ত্য ও অমতামতে কার্য্য করিতে পারিবেন

১৩ ধারা স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট ১ম কি দ্বিতীয় শ্রেণীর কোন মাজিস্ট্রেটকে জিলার কোন উপবিভাগের অধ্যক্ষতাভার দিতে পারিবেন এবং প্রয়োজনমতে ঐ অধ্যক্ষতাভার হইতে তাঁহাকে মুক্ত করিতে পারিবেন

মাজিষ্ট্রেটের প্রতি উপবিভাগের অধ্যক্ষতাভার দিবার ক্ষমতার কথ

সেই মাজিষ্ট্রেট মহকুমার মাজিষ্ট্রেট নামে খ্যাত হইবেন

স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট আপনার এই ধারামত ক্ষমতা জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেবের প্রতি অর্পণ করিতে পারিবেন

জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেবের প্রতি ক্ষমতার্পণের কথ

১৪ ধারা স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট রাজধানীর বহিঃস্থ কোন স্থানীয় চক্রে বিশেষ মোকদ্দমাসম্পর্কে কিম্বা বিশেষ এক প্রকারের কিম্বা বিশেষ২ নানা প্রকারের মোকদ্দমা সম্পর্কে কি সাধারণতঃ সকল মোকদ্দমা সম্পর্কে কোন ব্যক্তির প্রতি এই আইনক্রমে দত্ত কি দেয় প্রথম কি দ্বিতীয় কি তৃতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের সকল কি অন্যতম ক্ষমতা প্রদান করিতে পারিবেন

বিশেষ মাজিষ্ট্রেটদের কথা

সেই২ মাজিষ্ট্রেট বিশেষ মাজিষ্ট্রেট নামে খ্যাত হইবেন।

মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুক্ত গবর্ণর জেনরল সাহেবের অনুমতি গ্রহণ পূর্ব্বক স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট যদ্রূপ নিয়ম বিহিত বোধ করেন, তদ্রূপ নিয়মে স্বীয় কর্ত্তৃত্বাধীন কোন কর্ম্মচারীর প্রতি এই ধারার প্রথম পদক্রমে প্রদত্ত ক্ষমতা অর্পণ করিতে পারিবেন।

আসিষ্টাণ্ট ডিষ্ট্রিক্ট সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের নিম্ন শ্রেণীস্থ কোন পোলীস কর্ম্মচারীর প্রতি এই ধারামতে কোন ক্ষমতা দেওয়া যাইবে না, এবং শান্তি রক্ষার্থ ও অপরাধ নিবারণার্থ ও অপরাধীদিগকে মাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে আনিবার জন্য তাহাদের অপরাধ আবিষ্কারপূর্ব্বক তাহাদিগকে ধৃত করণার্থ ও আটক করিয়া রাখিবার নিমিত্ত এবং প্রচলিত আইনক্রমে ঐ কর্ম্মচারীর যে কর্ম্ম করিতে হয় সেই কর্ম্ম সম্পাদনার্থ আবশ্যক না হইলে ঐরূপ কোন ক্ষমতা দেওয়া যাইবে না।

১৫ ধারা। স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট কোন দুই কি ততধিক জন ম্যাজিষ্ট্রেটকে রাজধানীর বহিঃস্থ কোন স্থানে বিচারকার্য্যে বেঞ্চ স্বরূপ বসিতে আদেশ করিতে পারিবেন ও সেই বেঞ্চের প্রতি এই আইনক্রমে দত্ত কি দেয় প্রথম কি দ্বিতীয় কি তৃতীয় শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেটদের ক্ষমতা প্রদান করিতে পারিবেন, ও স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট যে সীমার মধ্যগত স্থানে তাঁহাদের দ্বারা যেং মোকদ্দমার বা যে প্রকারের মোকদ্দমার বিচার হওয়া উচিত জ্ঞান করেন তাঁহাদিগকে সেই সীমার মধ্যে ঐ ক্ষমতাক্রমে সেইং মোকদ্দমার বিচার করিবার আজ্ঞা দিতে পারিবেন।

ম্যাজিষ্ট্রেটদের বেঞ্চের কথা।

এই ধারামত আজ্ঞায় অন্যরূপ বিধান না থাকিলে, যে ম্যাজিষ্ট্রেটেরা অধিবিষ্ট হইয়া কার্য্যে প্রবৃত্ত হন তাঁহাদের অন্যতর ব্যক্তি উচ্চতম যে শ্রেণীভুক্ত হন ঐ বেঞ্চ এই আইনক্রমে প্রদত্ত সেই শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইবেন এবং এই আইনের অভিপ্রায়ানুসারে যত দূর সম্ভব সেই শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেট বলিয়া গণ্য হইবেন।

বিশেষ আদেশ না থাকিলে বেঞ্চ যে ক্ষমতামতে কার্য্য করিতে পারিবেন তাহার কথা।

১৬ ধারা। স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট কিম্বা জিলার ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের কর্ত্তৃত্বাধীনে কোন জিলার মধ্যে ম্যাজিষ্ট্রেটদের বেঞ্চের কার্য্য পদ্ধতির বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবেন। সেই বিধি এই আইন সঙ্গত হইবে, তন্মধ্যে এই ২ বিষয়ের বিধান থাকিবে

বেঞ্চের কার্য্যপদ্ধতি দর্শাইবার বিধি প্রণয়ন করিবার ক্ষমতার কথা।

(ক) যে প্রকারের মোকদ্দমার বিচার হইবে।

(খ) অধিবেশনের সময় ■ স্থান।

(গ) বিচার কার্য্য চালাইবার জন্যে কেং অধিবিষ্ট হইবেন।

(ঘ) অধিবিষ্ট ম্যাজিষ্ট্রেটদের মতের অনৈক্য হইলে যেরূপে তাঁহাদের বিবাদ নিষ্পত্তি করা যাইবে

১৭ ধারা। ১২ ও ১৩ ও ১৪ ধারামতে নিযুক্ত সমুদয় ম্যাজিষ্ট্রেট ও ১৫ ধারামতে সংস্থাপিত সমুদয় বেঞ্চ জিলার ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের অধীন হইবেন, ও তিনি উক্ত ম্যাজিষ্ট্রেটদের ও বেঞ্চের মধ্যে কর্ম্ম বিভাগ করিয়া দিবার সম্বন্ধে সময়েং এই আইনের সঙ্গত বিধি করিতে পারিবেন; এবং

ম্যাজিষ্ট্রেটদের ■ বেঞ্চের জিলার ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের অধীন থাকিবার কথা।

মহকুমার মাজিষ্ট্রেট ভিন্ন জিলার উপবিভাগের মধ্যে যত মাজিষ্ট্রেট ও বেঞ্চ ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়া তৎক্রমে কার্য্য করেন, তাঁহারা সেই মহকুমার মাজিষ্ট্রেটের অধীন হইবেন কিন্তু এই বিষয়ে জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেবের সাধারণ কর্ত্তৃত্ব থাকিবে।

মহকুমার মাজিষ্ট্রেটের অধীন থাকিবার কথা।

যে সেশন জজের আদালতে তাঁহারা বিচারাধিপত্য ক্রমে কার্য্য করেন, আসিষ্টাণ্ট সেশন জজেরা তাঁহার অধীন হইবেন ও তিনি উক্ত আসিষ্টাণ্ট সেশন জজদের মধ্যে কর্ম্ম বিভাগ করিয়া দিবার সম্বন্ধে সময়েং এই আইনের সঙ্গত বিধি করিতে পারিবেন

আসিষ্টাণ্ট সেশন জজদের সেশন জজের অধীন থাকিবার কথা

জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেব কিম্বা ১২ ও ১৩ [illegible] ১৪ ও ১৫ ধারামতে নিযুক্ত কি সংস্থাপিত মাজিষ্ট্রেট কি বেঞ্চ ইহার পর স্পষ্টতঃ যত দূর ও যদ্রূপ বিধান হইয়াছে তদ্ভিন্ন স্থলে সেশন [illegible] সাহেবের অধীন হইবেন না।

খ —প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেটের আদালত বিষয়ক বিধি

১৮ ধারা। প্রত্যেক রাজধানীর মাজিষ্ট্রেট হইবার নিমিত্ত যত ব্যক্তির প্রয়োজন, স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট সময়েং তাঁহাদিগকে নিযুক্ত করিবেন তাঁহারা ইহার পর প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট নামে অভিহিত হইবেন, এবং প্রত্যেক রাজধানীতে তন্মধ্যে এক জন প্রধান মাজিষ্ট্রেটের পদে নিযুক্ত হইবেন

প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট নিযুক্ত করিবার কথা

নিয়মিতক্রমে প্রাপ্ত ক্ষমতাক্রমে প্রধান মাজিষ্ট্রেট যে বিধি প্রণয়ন করেন পূর্ব্বোক্ত দুই কি তদধিক ব্যক্তি সেই বিধি মানিয়া বেঞ্চ স্বরূপ একত্র বসিতে পারিবেন

১৯ ধারা প্রত্যেক প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট রাজধানীর সীমার অন্তর্গত সকল স্থানে, এবং বন্দর ও বন্দরীর মাশুল বিষয়ক যে আইন যৎকালে প্রবল থাকে তদনুসারে ঐ ঐ নগরের বন্দরের [illegible] নৌকাগম্য কোন নদীর কিম্বা বন্দরে পঁহুছিবার জল পথের যে সীমা নির্দ্দিষ্ট থাকে, সেই সীমার মধ্যে বিচারাধিপত্যক্রমে কার্য্য করিবেন

তাঁহাদের বিচারাধীন স্থানের সীমার কথা

২০ ধারা। ১৮৭৭ সালের আপ্রিল মাসের ১ তারিখের অব্যবহিত পূর্ব্বে প্রচলিত কোন আইনমতে পেটি সেশন আদালতের যেং বিচারাধিপত্য ছিল, বোম্বাই নগরে প্রত্যেক প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট সেই সমুদয় বিচারাধিপত্য ক্রমে কার্য্য করিবেন

বোম্বাইয়ের পেটি সেশন আদালতের কথ

কিন্তু বোম্বাই মিউনিসিপালিটী সম্বন্ধে যৎকালে যে আইন প্রচলিত থাকে তৎক্রমে আপীল কেবল প্রধান মাজিষ্ট্রেটের নিকট হইবে

২১ ধারা। এই আইনমতে কিম্বা এই আইন প্রচলিত হইবার অব্যবহিত পূর্ব্বে বলবৎ যে কোন আইন কি বিধি মতে কোন আইন কি বিধিমতে কোন পোলিসের বা প্রধান মাজিষ্ট্রেটের দ্বারা যে সকল ক্ষমতাক্রমে কার্য্য করিবার আদেশ থাকে প্রধান মাজিষ্ট্রেট স্বীয় বিচারাধীন স্থানের মধ্যে সেই সকল ক্ষমতাক্রমে কার্য্য করিবেন এবং নিম্নলিখিত বিষয়ের যে বিধি এই আইনের বিধান সঙ্গত হয় স্থানীয় গবর্ণমেন্টের অনুমতি গ্রহণ পূর্ব্বক সময়েং এমত বিধি করিতে পারিবেন, যথা;

প্রধান মাজিষ্ট্রেটের কথ।

(ক) নগরের অন্তর্গত মাজিষ্ট্রেটদের নানা আদালতে কার্য্য নির্ব্বাহ বিলি করিবার ও রীতি নির্দ্দেশ করিবার বিধি।

(খ) মাজিষ্ট্রেটদের বেঞ্চ যেং সময়ে ও স্থানে অধিবিষ্ট হইবেন তাহার বিধি।

(গ) যাঁহাদিগকে লইয়া ঐ বেঞ্চ হইবে তদ্বিষয়ের বিধি।

(ঘ) অধিবিষ্ট মাজিষ্ট্রেটদের মতের অনৈক্য হইলে তাহা যেরূপে নিষ্পত্তি করা যাইবে তাহার বিধি।

৫ —শান্তিরক্ষার্থ জষ্টিসদিগের বিষয়ে বিধি।

২২ ধারা। মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত ভারতবর্ষের শ্রীযুক্ত গবর্ণর জেনরল সাহেব রাজধানী ভিন্ন ব্রিটিশ ভারতবর্ষের সমুদয় কি কোন স্থান সম্পর্কে,

মফস্বলে শান্তিরক্ষার্থ জষ্টিসদের কথা

এবং প্রত্যেক স্থানীয় গবর্ণমেন্ট পূর্ব্বোক্ত রাজধানী ভিন্ন স্বীয় শাসনাধীন দেশ সম্পর্কে,

রাজকীয় গেজেটে আপন পত্র প্রকাশ করণপূর্ব্বক যে ইউরোপীয় ব্রিটিশ

প্রজাদিগকে আপন পত্রলিখিত স্থান মধ্যে শান্তি রক্ষার্থ জষ্টিসের কর্ম্ম করিবার যোগ্য জ্ঞান করেন, তাঁহাদিগকে ঐ কর্ম্মে নিযুক্ত করিতে পারিবেন।

২৩ ধারা। কলিকাতা রাজধানী সম্পর্কে মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল সাহেব কিম্বা স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট

রাজধানীর শান্তিরক্ষার্থ জষ্টিসদের কথা

এবং মান্দ্রাজ বোম্বাই নগর সম্পর্কে স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট,

রাজকীয় গেজেটে আপন পত্র প্রকাশ করণ পূর্ব্বক, ভিক্টোরিয়াদেশের প্রজাভিন্ন ব্রিটিস ভারতবর্ষের মধ্যবাসী যে কোন ব্যক্তিদিগকে শান্তিরক্ষার্থ জষ্টিসের কর্ম্ম করিবার যোগ্য জ্ঞান করেন, তাঁহাদিগকে ঐ আজ্ঞাপত্রের লিখিত নগরের মধ্যে ঐ কর্ম্মে নিযুক্ত করিতে পারিবেন।

২৪ ধারা। যে প্রত্যেক ব্যক্তি কোন হাইকোর্টের প্রচারিত কোন কমিসন প্রাপ্ত হইয়া এইক্ষণে উক্ত রাজধানী ভিন্ন ব্রিটিস ভারতবর্ষের কোন স্থানের মধ্যে ও অন্যে তদন্তে শান্তিরক্ষার্থ জষ্টিসের কর্ম্ম করিতেছেন,

বর্ত্তমান শান্তিরক্ষার্থ জষ্টিসদের কথা

তিনি ২২ ধারামতে মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল সাহেব কর্ত্তৃক ব্রিটিস ভারতবর্ষের সমস্ত দেশের শান্তিরক্ষার্থ জষ্টিসদের কর্ম্ম করিতে নিযুক্ত হইয়াছেন এমত জ্ঞান করিতে হইবে

যে প্রত্যেক ব্যক্তি তদ্রূপ কোন কমিশন প্রাপ্ত হইয়া এইক্ষণে উক্ত কোন নগরের সীমার মধ্যে শান্তিরক্ষার্থ জষ্টিসের কর্ম্ম করেন, তিনি ২৩ ধারামতে স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক নিযুক্ত হইয়াছেন এমত জ্ঞান করিতে হইবে।

২৫ ধারা। স্বস্ব পদের বলে শ্রীযুক্ত গবর্ণর জেনরল সাহেব শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল সাহেবের মন্ত্রিসভার নিয়মিত সভ্যগণ ও হাইকোর্টের সমুদয় জজ ও রাজস্বের রিকার্ডর সাহেব ব্রিটিস ভারতবর্ষের অন্তর্গত সমস্ত

পদোপলক্ষে শান্তিরক্ষার্থ জষ্টিসদের কথা

স্থানের শান্তিরক্ষার্থ জষ্টিস হইয়া থাকেন এবং প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেটেরা যে রাজধানী নগরের মাজিষ্ট্রেট হন সেই নগরের মধ্যে তথাকার শান্তিরক্ষার্থ জষ্টিসও হইয়া থাকেন।

চ—স্থগিত ও অবসৃত হইবার বিধি।

২৬ ধারা। রাজকীয় সনন্দক্রমে সংস্থাপিত হাইকোর্ট ভিন্ন ফৌজদারী আদালতের সকল জজ ও সকল মাজিষ্ট্রেট স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক কর্ম্ম হইতে স্থগিত কি অবসৃত হইতে পারিবেন

জজদের ও মাজিষ্ট্রেটদের স্থগিত ও অবসৃত হইবার কথা।

কিন্তু এই যে মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল সাহেব কেবল যে জজ ও মাজিষ্ট্রেটদিগকে কর্ম্ম হইতে স্থগিত কি অবসৃত করিতে পারেন অন্য কোন কর্ত্তৃপক্ষ তাঁহাদিগকে স্থগিত কি অবসৃত করিবেন না।

২৭ ধারা। মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল সাহেব শান্তিরক্ষার্থ যে কোন জষ্টিসকে নিযুক্ত করেন তাঁহাকে তিনি স্থগিত রাখিতে কি পদচ্যুত করিতে এবং স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট শান্তিরক্ষার্থ যে কোন জষ্টিসকে নিযুক্ত করেন তাঁহাকে সেই গবর্ণমেণ্ট স্থগিত রাখিতে কি পদচ্যুত করিতে পারিবেন।

শান্তিরক্ষার্থ জষ্টিসদের স্থগিত ও অবসৃত হইবার কথা।

---

৩ তৃতীয় অধ্যায়।

আদালতের ক্ষমতা বিষয়ক বিধি

ক—প্রত্যেক আদালতের বিচার্য্য অপরাধের বর্ণনা।

২৮ ধারা। এই আইনের অন্যান্য বিধানের নিয়মাধীনে ভারতবর্ষীয় দণ্ড বিধির আইনমত কোন অপরাধ হাইকোর্টের কি সেশন আদালতের কি অন্য যে আদালতের বিচার্য্য বলিয়া দ্বিতীয় তফসীলের অষ্টম ঘরে দেখা যায় সেই আদালত উক্ত অপরাধের বিচার করিতে পারিবেন

দণ্ডবিধিমত অপরাধের কথা।

২৯ ধারা। অন্য আইনমত অপরাধ হইলে, যদি ঐ আইনে কোন আদালতের উল্লেখ থাকে, তবে উক্ত আদালত ঐ অপরাধের বিচার করিবেন।

অন্য আইনমত অপরাধের কথা।

যদি কোন আদালতের উল্লেখ না থাকে, তবে হাইকোর্ট কি এই আইনমতে সংস্থাপিত কোন আদালত তাহার বিচার করিবেন।

কিন্তু (ক) যে অপরাধে সাত বৎসরের অধিক কাল পর্য্যন্ত কারাদণ্ড হইতে পারে প্রথম শ্রেণীর কে ন মাজিষ্ট্রেট সেই অপরাধের বিচার করিবেন না,

(খ) যে অপরাধে তিন বৎসর পর্য্যন্ত কারাদণ্ড হইতে পারে দ্বিতীয় শ্রেণীর কোন মাজিষ্ট্রেট সেই অপরাধের বিচার করিবেন না; এবং

(গ) যে অপরাধে এক বৎসর পর্য্যন্ত কারাদণ্ড হইতে পারে তৃতীয় শ্রেণীর কোন মাজিষ্ট্রেট সেই অপরাধের বিচার করিবেন ন

প্রাণদণ্ডের অপরাধ ভিন্ন অপরাধের কথা

৩০ ধারা পঞ্জাবের শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের শাসিত দেশে এবং অযোধ্যার ও মধ্য প্রদেশের ও ব্রিটিষ ব্রহ্মদেশের [redacted] কুর্গের [redacted] আসামের প্রধান কমিশনর সাহেবদের শাসিত দেশে এবং অন্য২ প্রদেশের যেং স্থানে ডেপুটী কমিশ্যনরেরা কি আসিষ্টাণ্ট কমিশনরেরা থাকেন সেইং স্থানে স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট ২৯ ধারায় ভা ক্লরের কথা থাকিলেও জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেবকে মাজিষ্ট্রেট স্বরূপ প্রাণদণ্ডের অপরাধ ভিন্ন সমুদয় অপরাধের বিচার করিবার ক্ষমতা প্রদান করিতে পারিবেন

খ।—নানা শ্রেণীর আদালত যেং দণ্ডাজ্ঞা দিতে পারিবেন তদ্বিষয়ক বিধি।

৩১ ধারা। হাইকোর্ট আইনমত যে কোন দণ্ডের আজ্ঞা দিতে পারিবেন,

হাইকোর্ট ও সেশন জজ সাহেব যে যে দণ্ডের আজ্ঞা করিতে পারিবেন তাহার কথা।

সেশন জজ কি আডিসনাল সেশন জজ কি আসিষ্টাণ্ট সেশন জজ সাহেব আইনমত যে কোন দণ্ডের আজ্ঞা দিতে পারিবেন; কিন্তু তদ্রূপ কোন জজ প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা দিলে তাহা হাইকোর্টের অনুমোদন সাপেক্ষ থাকিবে

আসিষ্টাণ্ট সেশন জজ প্রাণদণ্ড ও সাত বৎসরের অধিক মিয়াদের দ্বীপান্তর প্রেরণ দণ্ড [redacted] সাত বৎসরের অধিক কালের কারাদণ্ড ভিন্ন আইনমত যে কোন দণ্ডের আজ্ঞা করিতে প রিবেন কিন্তু আ সিষ্টাণ্ট সেশন [redacted] তিন বৎসরের অধিক কালের কারাদণ্ডের আজ্ঞা করিলে, তাহা সেশন [redacted] সাহেবের অনুমোদন সাপেক্ষ থাকিবে

মাজিষ্ট্রেটের যেং দণ্ডের আজ্ঞা করিতে পারিবেন তাহার কথা।

৩২ ধারা মাজিষ্ট্রেটদের আদালত নিম্নলিখিত দণ্ডের আজ্ঞা করিতে পারিবেন, যথা,

(ক) প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেটদের ও প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটদের আদালত	আইনমত নির্জ্জন কারাদণ্ড সমেত দুই বৎসরের অনধিক কালের কারাদণ্ড; এক হাজার টাকার অনধিক অর্থদণ্ড; কশাঘাত দণ্ড
(খ) দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটদের আদালত	আইনমত নির্জ্জন কারাদণ্ড সমেত ছয় মাসের অনধিক কালের কারাদণ্ড; দুই শত টাকার অনধিক অর্থদণ্ড; কশাঘাত দণ্ড
(গ) তৃতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটদের আদালত।	এক মাসের অনধিক কালের কারাদণ্ড; পঞ্চাশ টাকার অনধিক অর্থদণ্ড

কোন মাজিষ্ট্রেটের আদালত আইনমত যেং দণ্ডের আজ্ঞা করিতে পারেন তন্মধ্যে একাধিক যে কোন দণ্ড একত্র করিয়া সংযুক্ত দণ্ডের আজ্ঞা করিতে পারিবেন

দ্বিতীয় শ্রেণীর কোন মাজিষ্ট্রেট এতদর্থে স্থানীয় গবর্ণমেন্টের স্থানে বিশেষ ক্ষমতা না পাইলে, তাঁহার আদালত কশাঘাত দণ্ডের আজ্ঞা করিবেন না

৩৩ ধারা অর্থদণ্ডে টাকা না দেওয়াতে আইনমতে যত কালের কারাদণ্ড হইতে পারে মাজিষ্ট্রেটের আদালত এরূপ ত্রুটি ঘটিলে তত কালের কারাদণ্ড দিতে পারিবেন; কিন্তু ততকালের কারাদণ্ড যেন এই আইনমত মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতার অতিরিক্ত না হয়।

অর্থদণ্ডের টাকা না দেওয়াতে মাজিষ্ট্রেটদের কারাদণ্ডের আজ্ঞা করিবার ক্ষমতার কথা।

কিন্তু মাজিষ্ট্রেটদের দ্বারা মোকদ্দমার নিষ্পত্তি হইলে যদি মূলদণ্ডের একাংশ বলিয়া কারাদণ্ডের আজ্ঞা হইয়া থাকে, তবে অর্থদণ্ডের টাকা না দেওয়াতে যে কারাদণ্ড হয় তদ্ভিন্ন তিনি ঐ অপরাধের দণ্ডস্বরূপে যত কালের নিমিত্ত কারাদণ্ডের

কোনং স্থল সম্বন্ধে উপবিধি

আজ্ঞা করিতে ক্ষমতাপন্ন হন, অর্থ দণ্ড না দেওয়া প্রযুক্ত তাহার চতুর্থাংশের অধিক কারাদণ্ডের আজ্ঞা দিবেন না

৩২ ধারা মতে মাজিষ্ট্রেট অত্যধিক যত কালের মূল কারাদণ্ডের আজ্ঞা করিতে পারেন, এই ধারামত কারাদণ্ড তদতিরিক্ত হইতে পারিবে।

কোনং জিলার মাজিষ্ট্রেট-দের উচ্চতর ক্ষমতার কথা

৩৪ ধারা ৩০ ধারামতে বিশেষ ক্ষমতাপ্রাপ্ত জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেবেরা আদালত আইনে নির্জনে এককারণ রূপ দণ্ডের অনুমতি থাকিলে তৎসহিত সাত বৎসরের অনধিক কাল কারাদণ্ডের কিম্বা অর্থদণ্ডের কিম্বা কশাঘাতের আজ্ঞা করিতে ও আইনে উক্ত কোন দুই দণ্ড সংযোগ করিবার অনুমতি থাকিলে তাহার আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

পরন্তু উক্ত রূপ কোন আদালত তিন বৎসরের অধিক কালের কারাদণ্ডের আজ্ঞা করিলে সেশন জজের দ্বারা ঐ দণ্ডের আজ্ঞা দৃঢ় হওয়া আবশ্যক

একই বিচারে অনেক অপরাধের প্রমাণ হইলে তাহার দণ্ডাজ্ঞার কথা।

৩৫ ধারা * একই মোকদ্দমায় কোন ব্যক্তির দুই কি তদধিক স্বতন্ত্র অপরাধের প্রমাণ হইলে তাহার সেং অপরাধের প্রমাণ হয় ঐ আদালত সেইং অপরাধের যে যে দণ্ড করিতে সক্ষম হন সেইং দণ্ডের আজ্ঞা করিতে পারিবেন। কারাদণ্ডের কি দ্বীপান্তর প্রেরণ দণ্ডের আজ্ঞা হইলে আদালত যে ক্রমের আদেশ করেন সেইক্রমে এক দণ্ড ভোগ হইলে পর অন্য দণ্ডের আরম্ভ হইবে

ঐ আদালত একই অপরাধের নিমিত্তে যত দূর দণ্ড করিতে ক্ষমতাপন্ন হন, ঐ সমুদয় অপরাধের দণ্ডসমষ্টি তদতিরিক্ত বলিয়া অপরাধীকে উপরিস্থ আদালতে বিচার হইবার নিমিত্তে প্রেরণ করা আবশ্যক হইবে না।

অত্যধিক যত কাল দণ্ড হইবে তাহার কথা

কিন্তু (ক) কোন স্থলে সেই ব্যক্তির চৌদ্দ বৎসরের অধিক কারাদণ্ডের আজ্ঞা হইবে না।

---

* এক সময়ে দুই ব্যক্তির সম্পত্তি চুরী করিলে ভিন্ন ভিন্ন দণ্ডাজ্ঞা হইবে না। ১১ উঃ রিঃ ৩৮ উক্ত নজিরের বিরুদ্ধে ৯ উঃ রিঃ ৩০ কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের অপরাধ করিলে ভিন্ন ভিন্নরূপে দণ্ড হইবে ১৩ উঃ রিঃ ৭৫ ১৪ উঃ রিঃ ১৯। একাধিক অভিযোগের মূল একই হইলে একাধিক দণ্ড হওয়া অনুচিত ৯ উঃ রিঃ ১২; ৩৩ ১২ উঃ রিঃ ২। ভিন্ন ভিন্ন বাধা হইলে পৃথকরূপে দণ্ডনীয়। ১৩ উঃ রিঃ ১৬

(খ) আরো ৩৪ ধারামতে কর্ম্মকারী মাজিষ্ট্রেট ভিন্ন অন্য মাজিষ্ট্রেটের দ্বারা সেই মোকদ্দমার বিচার হইলে, তিনি স্বীয় নিয়মিত ক্ষমতাক্রমে যৎ-পরিমাণে দণ্ড করিতে পারেন, পূর্ব্বোক্ত দণ্ড সমুদয় তাহার দ্বিগুণের অধিক না হয়

একই বিচারে অনেক অপরাধের প্রমাণ হইলে, এই ধারামত সংযুক্ত দণ্ডাজ্ঞা দৃঢ় করণের কি আপীলের সময়ে একই আজ্ঞা বলিয়া গণ্য হইবে

গ —নিয়মিত ও অতিরিক্ত ক্ষমতা বিষয়ক বিধি

মাজিষ্ট্রেটদের নিয়মিত ক্ষমতার কথা।

৩৬ ধারা জিলার মাজিষ্ট্রেট ও সহকুমার মাজিষ্ট্রেট ও প্রথম ও দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটদের প্রতি নিম্নে যথাক্রমে যে যে ক্ষমতা প্রদত্ত হইয়া তৃতীয় তফসীলে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তাঁহারা সেই২ ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়াছেন এই ক্ষমতাকে তাঁহাদের " নিয়মিত ক্ষমতা " বলে।

মাজিষ্ট্রেটদের প্রতি অতি-রিক্ত ক্ষমতা দিবার কথা।

৩৭ ধারা। স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট কি জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেব যে শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটকে যে ক্ষমতা দিতে পারেন বলিয়া চতুর্থ তফসীলে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, সহকুমার মাজি-ষ্ট্রেটকে কিম্বা প্রথম কি দ্বিতীয় কি তৃতীয় শ্রেণীর কোন মাজিষ্ট্রেটকে তাঁহার নিয়মিত ক্ষমতার অতিরিক্ত স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট কি স্থল বিশেষে, জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেব সেই ক্ষমতা দিতে পারিবেন।

জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেব যে ক্ষমতা দিতে পারেন, তা-হার নিয়মের কথা।

৩৮ ধারা ৩৭ ধারামতে জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেবের প্রতি যে ক্ষমতা অর্পিত হইল, স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের কর্ত্তৃত্বাধীনে তদনুসারে কার্য্য করিতে হইবে

ঘ।—ক্ষমতার প্রদান, স্থিতি ও বিলোপ বিষয়ক বিধি।

ক্ষমতা প্রদান করিবার নিয়মের কথা।

৩৯ ধারা। এই আইনমতে ক্ষমতা প্রদান করিতে হইলে স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট আজ্ঞাক্রমে বিশেষ ব্যক্তিদের নাম করিয়া বা পদোপলক্ষে তাঁহাদিগকে কিম্বা সকল শ্রেণীর কর্ম্মকারকদের পদসংক্রান্ত খ্যাতি ধরিয়া সেই কর্ম্মকারকদিগকে ঐ ঐ ক্ষমতা প্রদান করিতে পারিবেন।

উক্তরূপ প্রত্যেক আজ্ঞা যে তারিখে ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে জ্ঞাত করা যায়, সেই তারিখ অবধি ফলবৎ হইবে।

কর্ম্মকারকেরা স্থানান্তরে প্রেরিত হইলে তাঁহাদের ক্ষমতা প্রবল থাকিবার কথা।

৪০ ধারা। কোন ব্যক্তি গবর্ণমেণ্টের কর্ম্ম সংক্রান্ত কোন পদ পাইয়া কোন স্থানীয় চক্রের মধ্যে এই আইনক্রমে কোন ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলে যদি একই স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের অধীন তদ্রূপ স্থানীয় চক্রে তত্তুল্য প্রকারের সমান কি উচ্চতর পদে নিযুক্ত হন, তবে স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট প্রকারান্তরের আজ্ঞা না করিলে কি না করিয়া থাকিলে তিনি যে স্থানীয় চক্রে প্রেরিত হইয়াছেন সেই স্থানীয় চক্রে সেই ক্ষমতাক্রমে কার্য্য করিতে থাকিবেন।

ক্ষমতা রহিত হইতে পারিবার কথা।

৪১ ধারা। এই আইনক্রমে স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট বা তদধীন কোন কার্য্যকারক কোন ব্যক্তির প্রতি যে কোন ক্ষমতা প্রদান করেন, উক্ত গবর্ণমেণ্ট তাহা রহিত করিতে পারিবেন।

তৃতীয় খণ্ড।

সাধারণ বিধান।

---

* চতুর্থ অধ্যায়।

মাজিষ্ট্রেটদিগকে ও পোলীসকে ও ধৃতকরণকার্য্যে নিযুক্ত ব্যক্তিদিগকে সাহায্য ও সংবাদ দিবার বিধি।

কোন২ স্থলে সকল লোকের মাজিষ্ট্রেটের ও পোলীসের সাহায্য করিতে হইবার কথা।

৪২ ধারা। (ক) মাজিষ্ট্রেট বা পোলীসের কর্ম্মকারক যাহাকে ধরিতে সক্ষম হন, এমত কোন ব্যক্তিকে ধরিবার জন্যে,

(খ) কিম্বা শান্তিভঙ্গ নিবারণার্থে, কি রেলওয়ে কি খাল কি টেলিগ্রাফ কি রাজকীয় সম্পত্তির হানির চেষ্টা নিবারণার্থে, কিম্বা

---

* '১৫ দিবস মধ্যে চুরী মোকদ্দমার অনুসন্ধান করিয়া দিতে হইবেক' মাজিষ্ট্রেট কর্ত্তৃক জমীদারের প্রতি এই আদেশ অবৈধ ইং লঃ রিঃ ৩ আপ্লা ২০১।

(গ) দাঙ্গা কি হাঙ্গামা দমন করণার্থে, মাজিষ্ট্রেট কি পোলীসের কর্ম্ম-কারক যে কোন ব্যক্তির যুক্তিমত সাহায্য চাহেন, রাজধানীর ভিতরেই হউক কি বাহিরেই হউক তাঁহার সাহায্য করিতেই হইবে

৪৩ ধারা। পোলীস কর্ম্মচারী ভিন্ন অন্য কোন ব্যক্তির নামে ওয়ারণ্ট লিখিয়া দেওয়া গেলে যে ব্যক্তির নামে লিখিয়া দেওয়া যায় সেই ব্যক্তি যদি নিকটে থাকিয়া ওয়ারণ্ট সাধন করিতে প্রবৃত্ত হন, তবে অন্য কোন ব্যক্তি ঐ ওয়ারণ্ট সাধন কার্য্যে তাঁহাকে সাহায্য করিতে পারিবেন

পোলীস কর্ম্মচারীভিন্ন ওয়ারণ্ট সাধনকারী ব্যক্তিকে সাহায্য করিবার কথা।

[redacted] ধারা। কোন ব্যক্তি রাজধানীর ভিতরেই হউক কি বাহিরেই হউক ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধি আইনের ১২১, ১২১ক, ১২২, ১২৩, ১২৪, ১২৪ ক, ১২৫, ১২৬, ১৩০, ৩০২, ৩০৩, ৩০৪, ৩৮২, ৩৯২, ৩৯৩, ৩৯৪, ৩৯৫, ৩৯৬, ৩৯৭, ৩৯৮, ৩৯৯ ৪০২, ৪৩৫, ৪৩৬, ৪৪৯, ৪৫০, ৪৫৬, ৪৫৭, ৪৫৮, ৪৫৯, ও ৪৬০ ধারামতে দণ্ডনীয় কোন অপরাধ করণের বা অন্য কোন ব্যক্তির করিবার কল্পনার কথা জানিতে পাইলে, যে মাজিষ্ট্রেট কি পোলীসের যে কর্ম্মকারক নিকটে থাকেন তাঁহাকে অগৌণে জানাইবেন। যদি না জানাইবার যুক্তিসিদ্ধ কারণ থাকে, তবে সেই কারণের প্রমাণ করিবার ভার তাঁহার প্রতি বর্ত্তিবে

কোনং অপরাধের সন্ধান সকল লোকের দিতে হইবার কথা।

৪৫ ধারা। * প্রত্যেক গ্রামের মণ্ডল কি গ্রামের চৌকীদার কি গ্রাম্য পোলীস কর্ম্মচারী কি ভূমির অধিকারী কি দখলিকার ও সেই অধিকারীর কি দখিলকারের গোমস্তা এবং গবর্ণমেণ্টের কি কোর্ট অফওয়ার্ড্‌সের পক্ষে যে প্রত্যেক আমলা ভূমির রাজস্ব কি খাজনা আদায় করিবার কার্য্যে নিযুক্ত থাকেন তিনি নিম্নলিখিত কোন বিষয়ের

গ্রামের মণ্ডল [redacted] ভূম্যধিকারী প্রভৃতির কোনং বিষয়ের রিপোর্ট করিতে হইবার কথা।

---

* ভূম্যধিকারীর অনুপস্থিতিতে তাহার কর্ম্মচারীর প্রতি এই ধারা ব্যবহৃত হইতে পারে। ২৩ উঃ রিঃ ৬০ ইঃ লঃ রিঃ [redacted] কলী ৬০৩ অন্য প্রকারে পোলীস সংবাদ প্রাপ্ত হইলে গোমস্তার প্রতি এই ধারা খাটিবে না। ইঃ [redacted] রিঃ ৪ কলী ৬২৩ কিন্তু অপরাধ ঘটনা হওয়ার বিবরণ জ্ঞাত থাকিয়া ইচ্ছা পূর্ব্বক সংবাদ না দিলে দায়ী ২২ উঃ রিঃ ৪২। এক গ্রামের অপরাধ ঘটনা হওয়ার সংবাদ দেওয়ায় [redacted] অন্য গ্রামের [redacted] দায়ী নহে ২৩ উঃ রিঃ ৬০।

কোন সন্ধান জানিতে পাইলে যে মাজিষ্ট্রেট কিম্বা যে পোলীস থানার অধ্যক্ষ নিকটে থাকেন তাঁহাকে অগৌণে তাঁহার সেই সন্ধান জানাইতে হইবে।

(ক) তিনি যে গ্রামের মণ্ডল কি চৌকীদার কি পোলীস কর্ম্মচারী হন, কিম্বা যে গ্রামের মধ্যে ভূমির অধিকারী কি দখলিকার হন, কিম্বা গোমস্তা থাকেন কিম্বা যে গ্রামের রাজস্ব কি খাজানা আদায় করেন, সেই গ্রামের মধ্যে চোরা দ্রব্য গ্রাহক কি বিক্রেতা বলিয়া প্রসিদ্ধ কোন ব্যক্তির নিয়ত বা কিয়ৎকালীন বাস করিবার কথা

(খ) যে ব্যক্তিকে ঠগ কি দস্যু কি পলায়িত কয়েদি কি ঘোষিত অপরাধী বলিয়া তাঁহার জানা আছে কিম্বা যাহার বিষয়ে যুক্তিমতে তাঁহার এমত সংশয় থাকে সেই ব্যক্তির নিত্য সেই গ্রামের সীমার অন্তর্গত কোন স্থানে আসিবার বা তাহার মধ্য দিয়া যাইবার কথা

(গ) যে অপরাধের নিমিত্ত হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারে না উক্ত গ্রামে কি তাহার নিকটে সেই অপরাধ করণের কি করণাভিপ্রায়ের কথা।

(ঘ) সেই গ্রামস্থ কোন ব্যক্তির অকস্মাৎ বা অপঘাত মৃত্যুর কিম্বা সন্দেহজনক অবস্থায় মৃত্যুর কথা

ব্যাখ্যা।—এই ধারায় "গ্রাম" শব্দে গ্রামের অন্তর্গত ভূমিও গণ্য।

---

৫ পঞ্চম অধ্যায়।

ধৃতকরণ, পলায়ন ও পুনর্ধৃতকরণ বিষয়ক বিধি।

ক।—সাধারণতঃ ধৃতকরণ বিষয়ক বিধি।

যেরূপে ধৃত করিতে হইবে তাহার কথা

৪৬ ধারা। * ধৃত করণ সময়ে পোলীসের কর্ম্মকারক কিম্বা অন্য যে ব্যক্তি ধৃত করেন তিনি যাহাকে ধরিবেন তাহার গাত্র স্পর্শ করিবেন কিম্বা তাহাকে আটক করিয়া রাখিবেন। কিন্তু যদি সেই ব্যক্তি কথা কি কর্ম্ম

---

* সাক্ষীকে পোলীস ধৃত করিলে তাহাকে অভিযুক্ত ব্যক্তির ন্যায় ব্যবহার করা অনুচিত। গুরুতর অপরাধে দণ্ডনীয় অভিযুক্ত ব্যক্তি ব্যতীত সামান্য অপরাধে দণ্ডনীয় অভিযুক্ত ব্যক্তিকে পোলীস ধৃত করিয়া তাহার শরীর পরীক্ষা করিতে পারে না। সামান্য অপরাধে দণ্ডনীয় অভিযুক্ত ব্যক্তি বল প্রকাশ করিলে পোলীস তাহার হস্ত বন্ধন করিতে পারে।। পোঃ সাঃ সং ২ ১৮৭০

দ্বারা আটক থাকিবার সম্মতি দেখায় তবে তাহাকে স্পর্শাদি করিবার প্রয়োজন নাই

ধরিবার উদ্যোগের বাধা দিবার কথা

তাহাকে ধরিবার উদ্যোগ হইলে যদি সেই ব্যক্তি বলক্রমে বাধা দেয় কিম্বা ধৃত হওয়া এড়াইতে চেষ্টা করে, তবে পোলীসের ঐ কর্ম্মকারক কি অন্য ব্যক্তি ঐ ব্যক্তিকে ধরিবার জন্যে যাহা আবশ্যক তাহাই করিবেন।

যে অপরাধের ঐ প্রাণদণ্ড বা যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ড হয় না সেই অপরাধে অভিযুক্ত কোন ব্যক্তি হইলে এই ধারার কোন কথায় তাহার প্রাণহানি করিবার অধিকার জন্মে না।

যাহাকে ধরিবার চেষ্টা হয় সে কোন স্থানে প্রবেশ করিলে সেই স্থান অন্বেষণ করিবার কথা।

৪৭ ধারা। যাহাকে ধৃত করিতে হইবে সেই ব্যক্তি কোন স্থানে প্রবেশ করিয়াছে কি আছে, ধৃত করিবার ওয়ারণ্টক্রমে কার্য্যকারী কোন ব্যক্তির কিম্বা ধৃত করিবার ক্ষমতাপন্ন কোন পোলীসের কর্ম্মকারকের এমত বিশ্বাস করিবার হেতু থাকিলে, তিনি ঐ স্থান-বাসীর কি রক্ষকের অনুমতি চাহিলে, তাঁহার কর্ত্তব্য যে পূর্ব্বোক্তমতে কার্য্যকারী ঐ অন্য ব্যক্তিকে কি পোলীসের সেই কর্ম্মকারককে অবাধে প্রবেশ করিতে দেন ও সেই স্থানে অন্বেষণ করিতে সর্ব্বপ্রকারে যুক্তিমত সাহায্য করেন।

প্রবেশ করিতে না পাইলে কার্য্যপ্রণালীর কথা।

৪৮ ধারা। যদি ৪৭ ধারামতে উক্ত স্থানে প্রবেশ করিতে না পারা যায়, ওয়ারাণ্টক্রমে কার্য্যকারী ব্যক্তি যে কোন স্থলে এবং যে ব্যক্তিকে ধৃত করিতে হইবে তাহাকে পলাইবার সুযোগ না দিয়া যে স্থলে ওয়ারাণ্ট প্রাপ্ত হওয়া যায় না, সেই স্থলে পোলীসের কর্ম্মকারক সেই স্থানে প্রবেশ করিয়া অন্বেষণ করিতে পারিবেন। আপনার ক্ষমতা ও অভিপ্রায় জ্ঞাত করিয়া উপযুক্তমতে প্রবেশ করিবার অনুমতি চাহিলে পর, যদি অন্য কোন প্রকারে প্রবেশ করিতে না পারেন, তবে তথায় প্রবেশ করিবার জন্যে যে ব্যক্তিকে ধরিতে হইবে সেই ব্যক্তির কি অন্য যাহার হউক ঘরের কি স্থানের সদর কি খিড়কী দ্বার কি জানালা ভাঙ্গিয়া খুলিয়া প্রবেশ করিতে পারিবেন

কিন্তু যদি উক্ত স্থান যে ব্যক্তিকে ধৃত করিতে হইবে তদ্ভিন্ন স্ত্রীলোকের অধিকৃত অন্তঃপুর হয় ও সেই স্ত্রীলোক যদি স্ব-জাতীয় আচারমতে প্রকাশ্য স্থানে না যায়, উক্ত ব্যক্তি কি পোলীসের কর্ম্মকারক তাহাকে স্থানান্তরে যাইবার অনুমতি জানাইয়া ও সর্ব্বপ্রকারে তাহার স্থানান্তরে যাইবার যুক্তিমতে সাহায্য করিয়া ঐ অন্তঃপুরের দ্বারাদি ভাঙ্গিয়া তথায় প্রবেশ করিতে পারিবেন।

অন্তঃপুরের দ্বারাদি ভাঙ্গিয়া খুলিবার কথা।

৪৯ ধারা। ধৃত করিবার ক্ষমতাপন্ন কোন পোলীসের কর্ম্মকারক কি অন্য ব্যক্তি আইনমতে ধৃত করিবার নিমিত্ত কোন গৃহে বা স্থানে প্রবেশ করিয়া তথায় আবদ্ধ হইলে আপনাকে কি অন্য ব্যক্তিকে মুক্ত করিবার নিমিত্ত সেই গৃহের সদর কি খিড়কী দ্বার কি জানালা ভাঙ্গিয়া খুলিতে পারিবেন

মুক্তির উদ্দেশে দ্বার ও জানালা ভাঙ্গিয়া খুলিতে পারিবার কথা।

৫০ ধারা। ধৃত ব্যক্তির পলায়ন নিবারণের জন্য যতদূর আবশ্যক হয়, তাহাকে তদধিক কষ্ট দিয়া আটক করিয়া রাখিতে হইবে না।

অনাবশ্যক মতে বদ্ধ না করিবার কথা।

৫১ ধারা। যে ওয়ারণ্টে হাজির জামিন লইবার বিধান না থাকে পোলীসের কোন কর্ম্মকারক এমত ওয়ারণ্টক্রমে কোন ব্যক্তিকে ধৃত করিলে কিম্বা ওয়ারণ্টে হাজির জামিন লইবার বিধান থাকিতেও ধৃত ব্যক্তি তাহা দিতে না পারিলে,

ধৃত ব্যক্তির গা তল্লাসের কথা।

এবং কোন ব্যক্তিকে ওয়ারণ্ট বিনা ধৃত করা গেলে কিম্বা ওয়ারণ্টক্রমে সামান্য কোন ব্যক্তি কর্ত্তৃক ধৃত করা গেলে যদি আইনমতে তাহার হাজির জামিন লইতে না পারা গেলে কিম্বা সে দিতে না পারিলে,

যে কর্ম্মকারক তাঁহাকে ধৃত করিলেন কিম্বা তাঁহাকে কোন সামান্য ব্যক্তি ধৃত করিলে উক্ত সামান্য ব্যক্তি সেই ধৃত ব্যক্তিকে পোলীসের যে কার্য্যকারকের হস্তে সমর্পণ করেন, তাঁহার কর্ত্তব্য এই যে ঐ ব্যক্তির গা তল্লাশী করিয়া তাহার প্রয়োজনীয় পরিধেয় বস্ত্রাদি ভিন্ন তাহার নিকট অন্য যত দ্রব্য পান তাহা লইয়া নির্ব্বিঘ্নে রাখেন

৫২ ধারা। কোন স্ত্রীলোকের গা তল্লাশী করা আবশ্যক হইলে, লজ্জাশীলতার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিয়া অন্য একজন স্ত্রীলোকের দ্বারা ঐ কার্য্য করিতে হইবে

যে প্রকারে স্ত্রীলোকের গা তল্লাশী করিতে হইবে তাহার কথা।

৫৩ ধারা। যে কর্ম্মকারক কি অন্য ব্যক্তি এই আইনমতে কাহাকে ধৃত করেন ধৃত ব্যক্তির সঙ্গে কোন সাংঘাতিক অস্ত্র থাকিলে তিনি তাহা লইতে পারিবেন এবং তদ্রূপে যে যে অস্ত্র লন, এই আইনের আদেশমতে ধৃত ব্যক্তিকে যে আদালতের কি কার্য্যকারকের সম্মুখে উপস্থিত করিতে হইবে সেই আদালতের কি কার্য্যকারকের নিকট সেইং অস্ত্র সমর্পণ করিবেন

সাংঘাতিক অস্ত্র লইবার ক্ষমতার কথা

খ —ওয়ারেণ্ট বিনা ধৃত করিবার বিধি

৫৪ ধারা। * পোলীসের কর্ম্মকারক পশ্চাল্লিখিত কোন স্থলে মাজিষ্ট্রেটের আজ্ঞা এবং ওয়ারেণ্ট না পাইয়াও এইং ব্যক্তিকে ধরিতে পারিবেন অর্থাৎ,

যে স্থলে পোলীস ওয়ারেণ্ট বিনা ধৃত করিতে পারেন তাহার কথা।

প্রথম। যে কোন ব্যক্তি ধর্ত্তব্য কোন অপরাধে লিপ্ত হইয়াছে বা যুক্তিসিদ্ধমতে যাহার নামে তদ্রূপ কোন অপরাধে লিপ্ত থাকার নালিশ করা যায়, কিম্বা যাহার প্রতি যুক্তিমতে তদ্রূপ অপরাধে লিপ্ত থাকার বিশ্বাস যোগ্য সম্বাদ পাওয়া যায় বা যুক্তিমত সংশয় হয় তাহাকে।

দ্বিতীয় — গৃহ ভঙ্গ করিবার কোন অস্ত্র আইনসিদ্ধ কারণ বিনা কোন ব্যক্তির নিকট থাকিলে তাহাকে। আইনসিদ্ধ কারণ থাকিবার প্রমাণের ভার ঐ ব্যক্তির উপর বর্ত্তিবে।

তৃতীয়।—এই আইনানুসারে কিম্বা স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের আজ্ঞাক্রমে অপরাধী বলিয়া যাহার নাম ঘোষণা হয় তাহাকে

চতুর্থ।—চোরা দ্রব্য বলিয়া যুক্তিমতে যে দ্রব্যের বিষয়ে সংশয় থাকিতে পারে কোন ব্যক্তির নিকটে এমত দ্রব্য পাওয়া গেলে এবং ঐ দ্রব্য সম্বন্ধে সে কোন অপরাধ করিয়াছে এরূপ যুক্তিসিদ্ধ সন্দেহ থাকিলে তাহাকে।

* অপরাধী বলিয়া যাহার নাম ঘোষণা করা হয় এরূপ ব্যক্তি না হইলে এক গ্রামের চৌকীদার অন্য গ্রামস্থ [illegible] ব্যক্তিকে ধৃত করিতে বাধ্য নহে ইং লঃ রিঃ ৩ আলা ৬০।

পঞ্চম —কোন ব্যক্তি পোলীসের কর্ম্মকারকের কর্ত্তব্য কর্ম্ম করণ সময়ে তাহার বাধা জন্মাইলে কিম্বা আইনমত হেফাজত হইতে পলাইলে কি পলাইবার উদ্যোগ করিলে তাহাকে।

ষষ্ঠ —শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর পল্টন হইতে কিম্বা যুদ্ধ জাহাজ হইতে পলাতক বলিয়া যে ব্যক্তির বিষয়ে যুক্তিমত সংশয় থাকে ও তাকে

এই ধারা কলিকাতা ও বোম্বাই নগরের পোলীসের প্রতি বর্ত্তে।

ভ্রমণকারী ব্যক্তি ও রীতিমত দস্যু প্রভৃতিরে ধৃত করিবার কথা

৫৫ ধারা পোলীস থানার অধ্যক্ষ ঐরূপে এইং ব্যক্তিদিগকে ধরিতে কি ধরাইতে পারিবেন।

(ক) যদি উক্ত থানার সীমার মধ্যে কোন ব্যক্তিকে এরূপ অবস্থায় আত্ম গোপন করিবার যত্ন করিতে দেখা যায় যাহাতে বিশ্বাস করিবার কারণ থাকে যে সে ধর্ত্তব্য অপরাধ করিবার অভিপ্রায়েই তদ্রূপ যত্ন করিতেছে, কিম্বা

(খ) উক্ত থানার সীমার মধ্যে যে ব্যক্তির দিনপাতের স্পষ্ট সঙ্গতি না থাকে কিম্বা যে ব্যক্তি সন্তোষমতে আপনার বৃত্তান্ত জানাইতে না পারে, কিম্বা

(গ) যে ব্যক্তি প্রসিদ্ধ রীতিমত দস্যু কি দোষভাবে পরগৃহ প্রবেশকারী কি চোর হয়, কিম্বা চোরা দ্রব্য চোরা জানিয়া গ্রহণ করা যে ব্যক্তির অভ্যাস আছে, কিম্বা যে ব্যক্তি নিয়ত বলপূর্ব্বক অপহরণ করে কিম্বা অপহরণ করণার্থ নিয়ত হানির ভয় দেখায় বা দেখাইবার চেষ্টা করে বলিয়া প্রসিদ্ধ।

পোলীসের কর্ম্মকারক ওয়ারেণ্ট বিনা ধৃত করিবার নিমিত্ত আপন অধীন কর্ম্মকারককে প্রেরণ করিলে ইতিকর্ত্তব্যতার কথা।

৫৬ ধারা * আইনমতে যে ব্যক্তিকে ওয়ারেণ্ট বিনা ধৃত করা যাইতে পারে, পোলীস থানার অধ্যক্ষ আপনার অনুপস্থানে সেই ব্যক্তিকে ওয়ারেণ্ট বিনা ধরিবার জন্যে আপনার অধীন কোন কর্ম্মকারককে আজ্ঞা করিলে, তাঁহাকে আজ্ঞাপত্র দিবেন যে অপরাধের নিমিত্তে যে ব্যক্তিকে ধরিতে হইবে আজ্ঞাপত্রে এইং কথা নির্দ্দিষ্ট থাকিবে।

---

* অধীন পোলীস কর্ম্মচারী তাহার উপরিস্থ কর্ম্মকারকের মৌখিক আদেশানুসারে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে ধৃত করিতে পারে ১১ উ রিঃ ২০।

নাম ধাম জানাইতে অস্বীকার করিলে তাহার কথা।

৫৭ ধারা। যে অপরাধ অধর্ত্তব্য কোন ব্যক্তি এমত অপরাধ পোলীস কর্ম্মকারকের সম্মুখে করিলে কি করিয়াছে বলিয়া অভিযোগ হইলে ও সেই ব্যক্তি পোলীস কর্ম্মকারকের আদেশমতে আপনার নাম ও বাসস্থান জানাইতে স্বীকার না করিলে, কিম্বা যে নাম ও বাসস্থান বলায় তাহা মিথ্যা বলিয়া বিশ্বাস করিবার কারণ থাকিলে, পোলীসের ঐ কর্ম্মকারক সেই ব্যক্তির নাম ও বাসস্থান নিশ্চিতমতে জানিবার নিমিত্ত তাহাকে আটক করিয়া রাখিতে পারিবেন ও চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে তাহার প্রকৃত নাম ও বাসস্থান নিশ্চয়মতে জানা না গেলে তাহাকে নিকটস্থ মাজিষ্ট্রেটের নিকট পাঠাইবেন। নাম ও বাসস্থান জানা গেলে যদি সে আদেশ হইলেই কোন মাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে উপস্থিত হইবার নিবন্ধ জা লিখিয়া দেয়, তাহাকে ছাড়িয়া দেওয়া যাইবে।

অপরাধীকে ধরিবার জন্য অন্য এলাকায় যাইবার কথা।

৫৮ ধারা। এই অধ্যায়মতে ধৃত করিবার ক্ষমতাপন্ন হইয়া কোন ব্যক্তিকে ওয়ারন্ট বিনা ধরিবার নিমিত্ত পোলীসের কর্ম্মকারক সেই ব্যক্তির পশ্চাৎ২ ব্রিটিস ভারতবর্ষের যে কোন স্থানে যাইতে পারিবেন।

সামান্য ব্যক্তিদের দ্বারা ধৃত হওয়ার কথা।

৫৯ ধারা। অধর্ত্তব্য যে অপরাধের নিমিত্ত হাজিরজামিন লওয়া যাইতে পারে না কোন সামান্য ব্যক্তি আপনার দৃষ্টিগোচরে কোন ব্যক্তিকে তদ্রূপ অপরাধ করিতে দেখিলে তাহাকে কিম্বা অপরাধী বলিয়া যাহার নাম যে সং হইয়াছে তাহাকে ধরিতে পারিবেন;

ধৃত ব্যক্তিকে লইয়া যাহা করিতে হইবে তাহার কথা।

এবং অনাবশ্যক বিলম্ব না করিয়া তদ্রূপ ধৃত ব্যক্তিকে পোলীসের কর্ম্মকারকের হাতে সমর্পণ করিবেন। পোলীসের কর্ম্মকারক না থাকিলে তাহাকে নিকটস্থ পোলীস থানায় লইয়া যাইবেন।

ঐ ব্যক্তি ৫৪ ধারামত বিধানের মধ্যে আইসে এরূপ বিশ্বাস করিবার কারণ থাকিলে, পোলীস কর্ম্মকারক তাহাকে পুনর্ব্বার ধরিবেন।

ঐ ব্যক্তি অধর্ত্তব্য অপরাধ করিয়াছে এরূপ বিশ্বাস করিবার কারণ থাকিলে, এবং পোলীস কর্ম্মকারকের আদেশমতে সে নাম ও ধাম জানাইতে

অঙ্গীকার করিলে কিম্বা যে নাম ধাম জানায় উক্ত কর্ম্মকারক তাহা মিথ্যা বলিয়া বিশ্বাস করিবার কারণ দেখিলে, ৫৭ ধারার বিধানমতে তাহাকে লইয়া কার্য্য করিতে পারিবেন সে কোন অপরাধ করে নাই এরূপ বিশ্বাস করিবার কারণ থাকিলে, তাহাকে অগৌণে মুক্ত করিতে হইবে

৬০ ধারা। পোলীসের কর্ম্মকারক ওয়ারণ্ট বিনা কোন ব্যক্তিকে ধৃত করিলে ঐ মোকদ্দমায় যে মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা থাকে অনাবশ্যক বিলম্ব না করিয়া এবং জামিন বিষয়ে এই আইনের বিধান মানিয়া তাঁহার নিকটে কিম্বা পোলীস থানার অধ্যক্ষের নিকটে ঐ ধৃত ব্যক্তিকে লইয়া যাইবেন কি পাঠাইবেন

ধৃত ব্যক্তিকে মাজিষ্ট্রেটের কিম্বা পোলীস থানার অধ্যক্ষের নিকটে উপস্থিত করিবার কথা

৬১ ধারা মোকদ্দমার তাবদ্ব্যাপার বিবেচনায় ওয়ারণ্ট বিনা ধৃত ব্যক্তিকে যুক্তিমতে যত কাল আটক করিয়া রাখা উচিত পোলীসের কোন কর্ম্মকারক তাহাকে তদধিক কাল আটক করিয়া রাখিবেন না; এবং ১৬৭ ধারামতে কোন মাজিষ্ট্রেটের বিশেষ আজ্ঞা না থাকিলে তাহাকে চব্বিশ ঘণ্টার অধিক কাল রাখিবেন না; তাহাকে যে স্থানে গ্রেপ্তার করা গেল সেই স্থান হইতে মাজিষ্ট্রেটের আদালতে পহুঁছিতে যত সময় লাগে ঐ চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে সেই সময় ধরিতে হইবে না।

ধৃত ব্যক্তিকে ২৪ ঘণ্টার অধিক আটক করিয়া না রাখিবার কথা

৬২ ধারা। পোলীস থানার কোন অধ্যক্ষের ক্ষমতাধীন স্থানে কোন ব্যক্তিকে ওয়ারণ্ট বিনা ধরা গেলে ও তাহার হাজিরজামিন দিবার অনুমতি হইলে কি না হইলেও ঐ কর্ম্মকারক জিলার মাজিষ্ট্রেটের নিকটে কিম্বা তাঁহার আদেশমতে সবডিবিজনের মাজিষ্ট্রেটের নিকটে ঐ কথার রিপোর্ট করিবেন।

ধৃতকরণ বিষয়ে পোলীসের রিপোর্ট করিবার কথা

৬৩ ধারা পোলীসের কর্ম্মকারক কর্ত্তৃক যে ব্যক্তি ধৃত হইয়াছে নিজে মুচলকা কি জামিন না দিলে কিম্বা মাজিষ্ট্রেটের বিশেষ আজ্ঞা না হইলে তাহাকে ছাড়িয়া দেওয়া যাইবে না

ধৃত ব্যক্তিকে ছাড়িয়া দিবার কথা

মাজিষ্ট্রেটের দৃষ্টিগোচরে যে অপরাধ করা যায় তাহার কথা।

৬৪ ধারা। মাজিষ্ট্রেটের দৃষ্টিগোচরে তাঁহার বিচারাধীন স্থানের মধ্যে কোন অপরাধ করা গেলে তিনি আপনি অপরাধীকে ধরিতে কিম্বা কোন ব্যক্তির প্রতি অপরাধীকে ধরিবার আজ্ঞা দিতে, এবং জামিন সম্বন্ধে এই আইনের বিধান মানিয়া তাহাকে প্রহরীর জিম্মায় সমর্পণ করিতে পারিবেন

মাজিষ্ট্রেটের দ্বারা বা সাক্ষাতে ধরিবার কথা।

৬৫ ধারা। কোন মাজিষ্ট্রেট যৎকালে যে অবস্থায় যে ব্যক্তিকে ধরিবার ওয়ারণ্ট দিতে ক্ষমতাপন্ন হন, কোন সময়ে তিনি আপনার সাক্ষাতে আপন বিচারাধীন স্থানের মধ্যে সেই ব্যক্তিকে ধরিতে বা ধরিবার আজ্ঞা দিতে পারিবেন

পলাইলে পশ্চাৎ২ যাইয়া পুনর্ব্বার ধরিতে পারিবার কথা

৬৬ ধারা। আইনমত হেফাজত হইতে কোন ব্যক্তি পলাইলে কি তাহাকে ছাড়াইয়া দেওয়া গেলে যে ব্যক্তির হেফাজত হইতে সে পলায় কি তাহাকে ছাড়াইয়া দেওয়া যায় সেই ব্যক্তি তৎক্ষণাৎ তাহার পশ্চাৎ২ যাইয়া ব্রিটিষ ভারতবর্ষের যে কোন স্থানে তাহাকে পুনর্ব্বার ধরিতে পারিবেন

৬৬ ধারামত পুনর্ধরণের প্রতি ৪৭ ও ৪৮ ও ৪৯ ধারার বিধান বর্ত্তিবার কথা।

৬৭ ধারা। যে ব্যক্তি ৬৬ ধারামতে ধৃত করেন তিনি ওয়ারণ্টক্রমে কার্য্য না করিলেও ধৃত করিবার ক্ষমতাপন্ন পোলীস কর্ম্মচারী না হইলেও, ঐ ধৃতকরণ কার্য্যের প্রতি ৪৭ ও ৪৮ ও ৪৯ ধারার বিধান বর্ত্তিবে

ষষ্ঠ অধ্যায়।

উপস্থিত করাইবার পরওয়ানা বিষয়ক বিধি

ক।—সমনের বিধি।

সমনের পাঠের কথা।

৬৮ ধারা। এই আইনমতে কোন আদালত যে সমন দেন তাহা দুই কেতা করিয়া লিখিয়া দেওয়া যাইবে ও, তাহাতে উক্ত আদালতের আধিপত্যকারী কর্ত্তৃপক্ষের কিম্বা

হাইকোর্ট সময়ে২ বিধিক্রমে যদ্রূপ আদেশ করেন তদ্রূপ অন্য কার্য্যকারকের স্বাক্ষর ও মোহর থাকিবে

পোলীসের কর্ম্মকারক দ্বারা সমন জারী হইবে, কিম্বা স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট

সমন যে জারী করিবে তাহার কথা

এতদর্থে এই আইনের সঙ্গত যে বিধি প্রণয়ন করেন সেই বিধির নিয়মাধীনে, যে আদালত সমন দেন সেই আদালতের কর্ম্মচারী দ্বারা সমন জারী করা যাইবে

এই ধারা কলিকাতা ও বোম্বাই নগরের পোলীসের প্রতি বর্ত্তিবে

৬৯ ধারা যে ব্যক্তির নামে সমন দেওয়া যায় সাধ্য হইলে ঐ সমনের

সমন কিরূপে জারী করা যাইবে তাহার কথা

এক কেতা নিজে তাঁহাকে দিয়া কি দিতে চাহিয়া তাঁহার উপর জারী করা যাইবে

যে প্রত্যেক ব্যক্তির উপর তদ্রূপে সমন জারী করা যায়, জারীকারক

সমনের রসীদে স্বাক্ষর করিবার কথা।

কর্ম্মচারী আদেশ করিলে, তিনি তাহার রসীদ অন্য কেতার পৃষ্ঠে স্বাক্ষর করিয়া দিবেন

৭০ ধারা যাঁহার নামে সমন দেওয়া যায় যথাযোগ্য যত্ন করিয়াও

সমন যাঁহার নামে দেওয়া যায় তাঁহাকে না পাওয়া গেলে জারী করিবার কথা

তাঁহাকে পাওয়া না গেলে, তাঁহার পরিবারের মধ্যে বয়ঃপ্রাপ্ত যে পুরুষ কিম্বা রাজধানী নগর হইলে যে চাকর তাঁহার সঙ্গে বাস করে তাহার নিকট ঐ সমনের এক কেতা রাখিয়া দিয়া তাহা জারী করা যাইতে পারিবে; এবং তদ্রূপ যে ব্যক্তির নিকটে ঐ সমন রাখিয়া দেওয়া যায় জারীকারক কর্ম্মচারী আদেশ করিলে, সেই ব্যক্তি অন্য কেতার পৃষ্ঠে উহার রসীদ স্বাক্ষর করিয়া দিবেন।

৭১ ধারা। যথাযোগ্য যত্ন করিয়াও ৬৯ ও ৭০ ধারার উল্লিখিত ব্যক্তিকে

রসিদ না পাওয়া গেলে জারীর প্রণালীর কথা।

পাওয়া না গেলে, যাঁহার নামে সমন দেওয়া যায় তিনি সচরাচর যে গৃহে বা বাটীতে বাস করেন সেই গৃহের বা বাটীর কোন প্রকাশ্য স্থানে জারীকারক কর্ম্মচারী সমনের এক কেতা লাগাইয়া দিবেন; এবং তাহা করিলে, ঐ সমন যথাযোগ্যরূপে জারী করা হইয়াছে বলিয়া জ্ঞান করা যাইবে।

গবর্ণমেণ্টের কিম্বা রেলওয়ে কোম্পানির কর্ম্মকারকের উপর সমন জারী করিবার কথা

৭২ ধারা। যে ব্যক্তিকে সমন করা যায় তিনি যদি গবর্ণমেণ্টের কিম্বা কোন রেলওয়ে কোম্পানির চলিত কর্ম্মে নিযুক্ত থাকেন, তবে যে আদালতে সমন করেন, ঐ সমন সেই আদালত সাধারণতঃ সেই কার্য্যালয়ের প্রধান কর্ম্মকারকের নিকট ঐ সমনের দুইকেতা পাঠাইবেন। তাহা হইলে যাঁহার নামে সমন হইয়াছে ঐ প্রধান কর্ম্মকারক তাঁহার উপর তাহা ৬৯ ধারার বিহিত প্রকারে জারী করাইবেন এবং ঐ ধারার আদেশমত দস্তখতি সহিত তাহা আদালতে ফিরাইয়া দিবেন

স্থানীয় সীমার বহির্ভূত স্থানে সমন জারী করিবার কথা

৭৩ ধারা। কোন আদালত যে সমন দেন তাহা তাঁহার বিচারাধীন স্থানের বহির্ভূত কোন স্থানে জারী করিতে অভিপ্রায় হইলে, যে ব্যক্তির নামে সমন দেওয়া যায় সেই ব্যক্তি যে স্থানে বাস করে কিম্বা থাকে আদালত অথবা তাহার উপর জারী করিবার নিমিত্ত সাধারণতঃ ঐ স্থানের মাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকট ঐ সমনের দোকর লিপি পাঠাইবেন

তদ্রূপ স্থলেও যে ব্যক্তি সমন জারী করেন তিনি উপস্থিত না থাকিলে সমন জারী হইবার প্রমাণের কথা

৭৪ ধারা। কোন আদালত যে সমন দেন তাহা সেই আদালতের বিচারাধীন স্থানের বহির্ভূত স্থানে জারী করা গেলে ও যে ব্যক্তি ঐ সমন জারী করেন তিনি নালীশ শুনিবার সময়ে উপস্থিত না হইলে, এমত স্থলে, ঐ সমন জারী হইয়াছে এই মর্ম্মের আফিডেবিট কোন মাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে করা গিয়াছে বলিয়া দৃষ্ট হইলে তাহা এবং যে ব্যক্তিকে সমন দেওয়া কি দিতে চাহা যায়, কিম্বা যাহার নিকট তাহা রাখিয়া আসা যায় ৬৯ বা ৭০ ধারার বিধানমতে তাহার পৃষ্ঠলিপি সংযুক্ত বলিয়া ঐ সমনের দোকর লিপি প্রমাণ মধ্যে গৃহীত হইতে পারিবে; এবং যাবৎ বিপরীত প্রমাণ না পাওয়া যায় তাবৎ তাহাতে যাহা লিখিত থাকে যথার্থ বলিয়া জ্ঞান করা যাইবে

এই প্রকরণের উল্লিখিত আফিডেবিট ঐ সমন পত্রের দোকর লিপি সংযুক্ত করিয়া আদালতের নিকট ফিরিয়া পাঠান যাইতে পারিবে

খ।—ধৃত করিবার ওয়ারণ্ট বিষয়ক।

ধৃত করিবার ওয়ারণ্ট লিখিবার প্রকারের কথা

৭৫ ধারা। * এই আইনমতে কোন আদালত যে ওয়ারণ্ট দেন তাহা লিখিয়া দেওয়া যাইবে ও তাহাতে ঐ আদালতের আধিপত্যকারী কর্তৃপক্ষ কিম্বা মাজিষ্ট্রেটদের বেঞ্চ হইলে ঐ বেঞ্চের কোন মেম্বর দস্তখত করিবেন এবং তাহাতে আদালতের মোহর দেওয়া যাইবে।

ওয়ারণ্ট প্রবল থাকিবার কথা

তদ্রূপ যে ওয়ারণ্ট বাহির হয় তাহা যে আদালত দেন সেই আদালত যতদিন রহিত না করেন, কিম্বা তদনুসারে যত দিন কার্য্যসাধন না হয় ততদিন তাহা প্রবল থাকিবে

আদালত যে স্থলে জামিন জামিন লইবার আজ্ঞা করিতে পারেন তাহার কথা

৭৬ ধারা † কোন আদালত কোন ব্যক্তিকে ধরিবার ওয়ারণ্ট দিলে, যে কার্য্যকারককে ওয়ারণ্ট দেওয়া যায় ঐ ওয়ারণ্টের পৃষ্ঠে লিখিয়া তাহার প্রতি স্বীয় বিবেচনামতে এই আদেশ করিতে পারিবেন, যে উক্ত ব্যক্তি নির্দ্দিষ্ট সময়ে ও তৎপরে আদালতের ভিন্নরূপ আজ্ঞা না পাওয়া পর্য্যন্ত ঐ আদালতের সম্মুখে উপস্থিত হইবার উপযুক্ত জামিন সহ নিয়মপত্র লিখিয়া দিলে সেই জামিন লইয়া ঐ ব্যক্তিকে হেফাজত হইতে ছাড়িয়া দিবেন।

(ক) যত জন জামিন দিতে হইবে, (খ) তাহারা ও যাহাকে ধরিবার জন্য ওয়ারণ্ট দেওয়া যায় সেই ব্যক্তি যত টাকাতে বদ্ধ হইবেন ■ (গ) আদালতের সম্মুখে যে সময়ে উপস্থিত হইতে হইবে, এই সকল কথা ঐ পৃষ্ঠলিপিতে লেখা যাইবে

■ অপরাধ ঘটনা হওয়ার প্রমাণ না থাকিলে ওয়ারণ্ট দেওয়া অবৈধ ৮ বাঃ লাঃ রিঃ ১২৯ আপ

† যে ওয়ারণ্টে জামিন লওয়ার আদেশ থাকে তাহাতে ধৃত ব্যক্তির জামিন গ্রহণ সম্বন্ধে গোল না হয় ■ তাহার জামিন লওয়ার জন্য তাহাকে পোলীস ষ্টেশনে আনয়ন করিতে না হয় এজন্য লিখিতে পড়িতে পারগ অথবা সুচতুর পোলীস কার্য্য কারক দ্বারা ঐ ওয়ারণ্ট জারীর কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে হইবে। পোলীস কার্য্য কারকের অনুপযুক্ত হেতু জামিন লওয়ার জন্য ধৃত ব্যক্তি ষ্টেশনে আনীত হইলে তাহার কারণ ষ্টেশন ডায়রিতে লিখিতে হইবে পোঃ সাঃ নং ২ ১৮৭০।

এই ধারামতে জামিন লওয়া গেলে যে কর্মকারককে ওয়ারেণ্ট দেওয়া যায় তিনি উক্ত আদালতের নিকট ঐ নিবন্ধপত্র পাঠাইয়া দিবেন।

নিবন্ধপত্র পাঠাইবার কথা

৭৭ ধারা। * ওয়ারেণ্ট সচরাচর এক কি একাধিক পোলীসের কর্মকারকের নামে লিখিয়া দেওয়া যাইবে এবং প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট ওয়ারেণ্ট বাহির করিলে, তাহা সর্ব্বদাই ঐরূপে দেওয়া যাইবে। কিন্তু তাহা জারী করা আবশ্যক হইলে ও তৎকালে পোলীসের কর্মকারককে পাওয়া যাইতে না পারিলে অন্য যে আদালত তাহা প্রচার করেন সেই আদালত অন্য কোন ব্যক্তির কি ব্যক্তিগণের নামে তাহা লিখিয়া দিতে পারিবেন, এবং উক্ত ব্যক্তি কি ব্যক্তিগণ তাহা সাধন করিবেন।

যাহাদের নামে ওয়ারেণ্ট দিতে হইবে তাহার কথা

ওয়ারেণ্ট অনেক কর্মকারকের কি ব্যক্তির নামে লিখিয়া দেওয়া গেলে, তাঁহাদের সকলের কি তাঁহাদের কোন এক কি অধিক জনের দ্বারা ঐ ওয়ারেণ্ট জারী হইতে পারিবে

অনেক লোককে ওয়ারেণ্ট দিবার কথা

৭৮ ধারা। কোন পলাতক বন্দীকে কিম্বা যে অপরাধীর বিষয়ে ঘোষণা-পত্র প্রচার হইয়াছে তাহাকে কিম্বা যে অপরাধের নিমিত্ত হাজিরজামিন লওয়া যাইতে পারে না কোন ব্যক্তির নামে এমত অপরাধের অভিযোগ হইলে তাহাকে ধরিবার নানা উদ্যোগ হইলেও ধরা যাইতে না পারিলে জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেব কিম্বা মহকুমার মাজিষ্ট্রেট আপন জিলার বা মহকুমার অন্তর্গত কোন ভূম্যধিকারীর কি ভূমির ইজারদারের কি কার্য্যাধ্যক্ষের নামে তাহাকে ধরিবার ওয়ারেণ্ট লিখিয়া দিতে পারিবেন।

ভূম্যধিকারী প্রভৃতির নামে ওয়ারেণ্ট লিখিয়া দিবার কথা।

* কোর্টের প্রধান পোলীস কর্মকারকের প্রতি ওয়ারেণ্ট দিতে হইবে এবং সে উহা আত্মীয় অন্য পোলীস ষ্টেশনের ভারপ্রাপ্ত কার্য্যকারকের নাম লিখিয়া ষ্টেশনে পাঠাইবে। উক্ত ভারপ্রাপ্ত কার্য্যকারক অন্য পোলীস কার্য্যকারকের নিকট এ ওয়ারেণ্ট জারীর কার্য্য সম্পাদন করিতে দিতে পারে কিন্তু যে ব্যক্তি দ্বারা জারী হয় তাহার নাম ঐ ওয়ারেণ্টের পৃষ্ঠে লেখা থাকিবে। পোঃ সঃ নং ২। ১৮৭০

ঐ ভূম্যধিকারী কি ইজারদার কি কার্য্যাধ্যক্ষ সেই ওয়ারণ্ট পাইবার রসীদ লিখিয়া দিবেন ও যে ব্যক্তিকে ধরিবার নিমিত্ত তাহা বাহির হয় সেই ব্যক্তি তাঁহার মহালে কি ইজারায় কি তাঁহার অধীন ভূমিতে থাকিলে কি আইলে সেই ওয়ারণ্ট জারী করিবেন

ঐ ওয়ারণ্ট যে ব্যক্তির নামে বাহির হয় তাহাকে ধরা গেলে ওয়ারণ্ট সহিত তাহাকে পোলীসের নিকটস্থ কর্ম্মকারকের হস্তে সমর্পণ করা যাইবে আর ৭৬ ধারামতে হাজিরজামিন লওয়া না গেলে পোলীসের সেই কর্ম্মকারক মোকদ্দমার বিচার করিবার ক্ষমতাপন্ন মাজিষ্ট্রেটের নিকট ঐ ব্যক্তিকে চালান করিবেন

পোলীসের কর্ম্মকারকদে যে ওয়ারণ্ট দেওয়া যায় তাহার কথা।

৭৯ ধারা। পোলীসের কোন কর্ম্মকারকের নামে ওয়ারণ্ট লিখিয়া দেওয়া গেলে কিম্বা পৃষ্ঠলিপিক্রমে তাহাকে দেওয়া গেলে সেই কর্ম্মকারক ঐ ওয়ারণ্টের পৃষ্ঠে পোলীসের অন্য কর্ম্মকারকের নাম লিখিয়া দিলে তাঁহার দ্বারা ঐ ওয়ারণ্ট জারী করা যাইতে পারিবে।

ওয়ারণ্টের মর্ম্ম জ্ঞাত করিবার কথা।

৮০ ধারা * পোলীসের যে কর্ম্মকারক কি অন্য যে ব্যক্তি ধৃত করিবার ওয়ারণ্ট জারী করেন, যাহাকে ধরিতে হইবে তাহার নিকটে তিনি ঐ ওয়ারণ্টের মর্ম্ম জানাইবেন, ও সে ঐ ওয়ারণ্ট দেখাইতে বলিলে দেখাইবেন।

ধৃত ব্যক্তিকে অবিলম্বে আদালতের সম্মুখে আনিবার কথা

৮১ ধারা পোলীসের যে কর্ম্মকারক কিম্বা অন্য যে ব্যক্তি ওয়ারণ্ট জারী করেন আইনের আদেশমতে ঐ অভিযুক্ত ব্যক্তিকে যে আদালতের সম্মুখে তাঁহার উপস্থিত করাইতে হইবে জামিন সম্বন্ধে ৭৬ ধারার বিধান মানিয়া অনাবশ্যক বিলম্ব না করিয়া তিনি তাহাকে সেই আদালতের সম্মুখে আনিবেন।

---

* ওয়ারণ্ট দ্বারা ধৃত করিতে নিম্নলিখিত কার্য্য আবশ্যক।

১। ওয়ারণ্টের বিষয় যাহাকে ধৃত করিতে হইবে তাহাকে জ্ঞাত করান।

২ আবশ্যক হইলে তাহাকে উহা দেখান

৩। আবশ্যক হইলে তাহাকে আটক করণ

১ ও ২ প্রকার কার্য্য করিতে ত্রুটী করিলে ঐ ব্যক্তি দণ্ডবিধির ৯৯ ধারা অনুসারে আত্মরক্ষার ক্ষমতা পাইতে পারে। যাহাকে ধৃত করিতে হইবে সে বল প্রকাশ করিলে উপযুক্ত বলপ্রকাশ দ্বারা তাহাকে ধৃত করিতে হইবে পোঃ সঃ নং ২ ১৮৭০

ওয়ারণ্ট যে স্থানে জারী হইতে পারিবে তাহার কথা।

৮২। ধৃত করিবার ওয়ারণ্ট ব্রিটিশ ভারতবর্ষের মধ্যে যে কোন স্থানে জারী করা যাইতে পারিবে।

বিচারাধীন স্থানের বহির্ভূত স্থানে জারী করণার্থে মাজিষ্ট্রেটের নিকট ওয়ারণ্ট পাঠাইবার কথা।

৮৩ ধারা। যে আদালত ওয়ারণ্ট দেন সেই আদালতের বিচারাধীন স্থানের বহির্ভূত স্থানে তাহা জারী করিতে হইলে, উক্ত আদালত ঐ ওয়ারণ্ট পোলীসের কোন কর্ম্মকারককে না দিয়া যে মাজিষ্ট্রেটের কি পোলীসের কমিশ্যনর সাহেবের বিচারাধীন স্থানে তাহা জারী করিতে হইবে তাঁহার নিকটে ডাকযোগে কি অন্যরূপে তাহা পাঠাইয়া দিবেন।

যে মাজিষ্ট্রেট কি কমিশ্যনর সাহেবের নিকট উক্ত ওয়ারণ্ট তদ্রূপে পাঠান যায়, তিনি তাহার পৃষ্ঠে আপন নাম লিখিয়া দিয়া সাধ্য হইলে আপন বিচারাধীন স্থানের মধ্যে তাহা জারী করাইবেন

এলাকার বহির্ভূত স্থানে জারী করণার্থ পোলীসের কর্ম্মকারককে ওয়ারণ্ট দিবার কথা।

৮৪ ধারা যে আদালত ওয়ারণ্ট দেন সেই আদালতের বিচারাধীন স্থানের বহির্ভূত স্থানে জারী করিবার নিমিত্ত পোলীসের কোন কর্ম্মকারককে তাহা দেওয়া গেলে, যাঁহার বিচারাধীন স্থানের মধ্যে জারী করিতে হইবে, উক্ত কর্ম্মকারক সামান্যতঃ সেই মাজিষ্ট্রেটের নিকট কিম্বা থানার অধ্যক্ষতা ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মকারকের অনুমপদস্থ পোলীসের কোন কর্ম্মকারকের নিকট তাহা লইয়া যাইবেন।

ঐ মাজিষ্ট্রেট কিম্বা পোলীসের ঐ কর্ম্মকারক ওয়ারন্টের পৃষ্ঠে আপন নাম লিখিবেন, তাহা হইলে পোলীসের যে কর্ম্মকারককে ঐ ওয়ারণ্ট দেওয়া যায় তাঁহার পক্ষে ঐ পৃষ্ঠলিপিই সেই সীমার মধ্যে ঐ ওয়ারণ্টজারী করিবার প্রভুত ক্ষমতা হইবে, আদিষ্ট হইলে ঐ ওয়ারণ্টজারীকরণকার্য্যে তৎস্থানের পোলীস ঐ কর্ম্মকারকের সহকারিতা করিতে বদ্ধ হইবেন

ওয়ারণ্ট যে মাজিষ্ট্রেটের কিম্বা পোলীসের যে কর্ম্মকারকের বিচারাধীন স্থানের মধ্যে জারী করিতে হইবে তাঁহার পৃষ্ঠলিপি করাইতে হইলে বিলম্ব সম্ভাবনা হেতুক ঐ ওয়ারণ্ট জারী করিতে পারা যাইবে না, এমত বিশ্বাস করিবার কারণ থাকিলে, পোলীসের যে কর্ম্মকারককে ওয়ারণ্ট দেওয়া যায়

তিনি উক্ত প্রকারের পূর্ব্বলিপি ব্যতীত যে আদালত ওয়ারণ্ট দিলেন সেই আদালতের বিচারাধীন স্থানের বহির্ভূত কোন স্থানে তাহা জারী করিতে পারিবেন

এই ধারা কলিকাতা ও বোম্বাই নগরের পোলীসের প্রতি নহে

৮৫ ধারা ধরিবার ওয়ারণ্ট যে জিলায় জারি হয় সেই জিলার বহির্ভূত স্থানে জারী করা গেলে, যে আদালত ওয়ারণ্ট দিলেন সেই আদালত ধরিবার স্থানের দশ মাইলের মধ্যে না থাকিলে কিম্বা যাঁহার বিচারাধীন স্থানে ধৃত করা গেল সেই মাজিষ্ট্রেট কি পোলীসের কমিশ্যনর সাহেব অপেক্ষা নিকটে না থাকিলে কিম্বা ৭৬ ধারামতে হাজির জামিন না লওয়া গেলে, উক্ত মাজিষ্ট্রেট কি কমিশ্যনর সাহেবের নিকট ধৃত ব্যক্তিকে আনিতে হইবে।

যাহার নামে ওয়ারণ্ট জারি হয় তাহাকে ধরা গেলে পর যাহা করিতে হইবে তাহার কথা

৮৬ ধারা * যে আদালত ওয়ারণ্ট দেন ঐ ধৃত ব্যক্তি সেই আদালতের লক্ষিত বোধ হইলে পূর্ব্বোক্ত মাজিষ্ট্রেট কি কমিশ্যনর সাহেব তাহাকে পোলীসের জিম্মায় দিয়া উক্ত আদালতে পাঠাইবার আদেশ করিবেন। কিন্তু ঐ অপরাধের নিমিত্ত হাজিরজামিন লওয়া যাইতে পারিলে ও ধৃত ব্যক্তি উক্ত মাজিষ্ট্রেট বা কমিশ্যনর সাহেবের সন্তোষ মতে জামিন দিতে চাহিলে ও প্রস্তুত থাকিলে, কিম্বা ৭৬ ধারামতে ওয়ারণ্টের পৃষ্ঠে আদেশ লেখা গেলে ও ঐ ব্যক্তি উক্ত আদেশমতে প্রতিভূ দিতে চাহিলে ও প্রস্তুত থাকিলে, উক্ত মাজিষ্ট্রেট কি কমিশ্যনর সাহেব জামিন বা স্থলবিশেষে প্রতিভূ লইয়া সেই জামিনী বা প্রতিভূপত্র যে আদালত ওয়ারণ্ট দিয়াছেন সেই আদালতে পাঠাইয়া দিবেন

ধৃত ব্যক্তিকে যে মাজিষ্ট্রেটের নিকট আনা যায় ইহার কর্ত্তব্যের কথা।

পোলীসের কোন কর্ম্মকারক ৭৬ ধারামতে যে প্রতিভূ লইতে পারেন, এই ধারার কোন কথাক্রমে তাহার কোন বাধা হইল বলিয়া জ্ঞান করিতে হইবে না

ধৃত ব্যক্তিকে উপস্থিত পোলীস কর্ম্মকারকের নিকট না পাঠাইয়া পোলীস ষ্টেশন হইতে তাহার বিচারসক্ষম নিকটস্থ মাজিষ্ট্রেটের নিকট উপস্থিত করিতে হইবে পোঃ নং ২ ১৮৭০

খ।—ঘোষণাপত্র * ক্রোককরণ বিষয়ক বিধি।

৮৭ ধারা। সাক্ষ্য লইয়াই হউক বা না লইয়াই হউক, যে ব্যক্তির নামে কোন আদালত ওয়ারেণ্ট বাহির করিয়াছেন, তাহার উপর ওয়ারেণ্ট জারী না হয় এই নিমিত্ত সে পলায়ন করিয়াছে কি গোপনে আছে উক্ত আদালত এইরূপ বিশ্বাস করিবার কারণ দেখিলে যে ঘোষণাপত্র প্রচার করিবেন তন্মধ্যে সেই ব্যক্তির প্রতি নির্দিষ্ট স্থানে ও ঘোষণাপত্র প্রচারের তারিখ অবধি ত্রিশ দিনের অন্যূন নিরূপিত কোন দিনে উপস্থিত হইবার আদেশ থাকিবে

পলাতক ব্যক্তির নিমিত্ত ঘোষণার কথা

ঐ ঘোষণাপত্র নিম্নলিখিতমতে প্রচার করা যাইবে।

(ক) উক্ত ব্যক্তি সচরাচর যে নগরে কি গ্রামে বাস করিয়া থাকে ঐ ঘোষণাপত্র সেই নগরের কি গ্রামের কোন প্রকাশ্য স্থানে প্রকাশ্যরূপে পাঠ করা যাইবে,

(খ) সে ব্যক্তি সচরাচর যে গৃহে বা বসতবাটীতে থাকে তাহার কিম্বা ঐ নগরের কি গ্রামের কোন প্রকাশ্য স্থানে ঐ পত্র লাগাইয়া দেওয়া যাইবে, ও

(গ) সেই ঘোষণাপত্রের প্রতিলিপি আদালত ঘরের কোন প্রকাশ্য স্থানে লাগাইয়া দেওয়া যাইবে।

নির্দিষ্ট দিনে নিয়মিতরূপে ঘোষণা করা গিয়াছে ঘোষণাপত্রপ্রচারকারী আদালতের এই মর্ম্মের উক্তি এই ধারার আদেশ পালন হইবার ও নির্দিষ্ট দিনে ঘোষণাপত্র প্রচারিত হইবার নিশ্চয় প্রমাণ হইবে।

৮৮ ধারা * আদালত ৮৭ ধারামতে যে ঘোষণাপত্র প্রচার করিবার পর উক্ত ঘোষিত ব্যক্তির স্থাবর কি অস্থাবর কি উভয় প্রকারের কোন সম্পত্তি ক্রোক করিবার আজ্ঞা দিতে পারিবেন

পলাতক ব্যক্তির সম্পত্তি ক্রোক করিবার কথা

---

* কোন অভিযুক্ত ব্যক্তি পলায়ন করিয়াছে এবং সন্তোষজনক রূপে সাব্যস্ত হইলে তাহার উপস্থিত অন্য সময় ধার্য্য পূর্ব্বক ঘোষণাপত্র প্রচার হইতে পারে কিন্তু উক্ত প্রকার ঘোষণাপত্র প্রচার না করিয়া তাহার সম্পত্তি গবর্ণমেণ্টের স্বেচ্ছাধীন করা যাইতে পারে না ৬ উঃ রিঃ ৭৩। ১০ বাঃ লঃ রিঃ ১৪ আপ গবর্ণমেণ্ট ব্যতীত হাইকোর্ট ঐ সম্পত্তি খালাস

যে জিলায় উক্ত আজ্ঞা করা যায় সেই জিলার মধ্যে উক্ত ব্যক্তির যে সম্পত্তি থাকে ঐ আজ্ঞাক্রমে সেই সম্পত্তি ক্রোক করিবার অনুমতি হইবে; এবং ঐ জিলার বহির্ভূত যে জিলায় ঐ সম্পত্তি থাকে সেই জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেব ঐ আজ্ঞাপত্রে পৃষ্ঠলিপি লিখিয়া দিলে তাঁহার জিলার মধ্যে উক্ত ব্যক্তির যে সম্পত্তি থাকে ঐ আজ্ঞাক্রমে সেই সম্পত্তি ক্রোক করিবার অনুমতি হইবে।

যদি ঋণ বা অন্য অস্থাবর সম্পত্তি ক্রোক করিবার আজ্ঞা হয়, তবে আদালত যেমন উচিত বোধ করেন,

(ক) আটক করণ দ্বারা, কিম্বা

(খ) গ্রাহক নিযুক্ত করণ দ্বারা, কিম্বা

(গ) ঘোষিত ব্যক্তিকে বা তাঁহার পক্ষে কোন ব্যক্তিকে উক্ত সম্পত্তি সমর্পণ নিষেধসূচক লিখিত আজ্ঞা দ্বারা, কিম্বা

(ঘ) উপরিলিখিত সমুদয় বা কোন দুইটী উপায় দ্বারা,

এই ধারামতে ক্রোক করা যাইবে।

যদি স্থাবর সম্পত্তি ক্রোক করিবার আজ্ঞা হয় তাহা গবর্ণমেণ্টের মালগুজারী ভূমি হইলে যে জিলায় ভূমি থাকে সেই জিলার কালেক্টর সাহেবের দ্বারা এই ধারামতে ক্রোক করা যাইবে, অন্য স্থলে আদালত যেমন উচিত বোধ করেন,

(ঙ) দখল করণ দ্বারা, কিম্বা

(চ) গ্রাহক নিযুক্ত করণ দ্বারা, কিম্বা

(ছ) ঘোষিত ব্যক্তিকে কিম্বা তাঁহার পক্ষীয় কোন ব্যক্তিকে খাজানা দেওয়া বা সম্পত্তি সমর্পণ করা সম্বন্ধে নিষেধসূচক লিখিত আজ্ঞা দ্বারা, কিম্বা

দিতে পারেন না। ১৮ উঃ রিঃ ৩৩ অভিযুক্ত ব্যক্তি ধৃত হইয়া বিচারাধীন থাকার পর তাহার সম্পত্তি খালাস হওয়ার আদেশ হইতে পারে না। ৫ উঃ রিঃ ৮ ক্রোক বিরুদ্ধে দাবীদারী দেওয়ার কোন বিধান নাহি কিন্তু তৃতীয় ব্যক্তি গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে দেওয়ানী নালিশ করিবার সক্ষম ৭ উঃ রিঃ ৩৫ ১৭ উঃ রিঃ ১০

অভিযুক্ত ব্যক্তি কিম্বা সাক্ষী ওয়ারেণ্ট জারী এড়াইবার জন্য কোন্ সময় হইতে গোপনভাবে থাকে কিম্বা পলায়ন করে তাহা পোলীস কর্ম্মচারী রিপোর্ট করিতে বাধ্য পোঃ সঃ নং ২। ১৮৭০।

(অ) এই এই উপায়ের মধ্যে সমুদয় কি কোন দুইটী দ্বারা, ঐ সম্পত্তি ক্রোক করা যাইবে।

এই ধারামতে যে গ্রাহক নিযুক্ত হন, তাঁহার ক্ষমতা, কর্ত্তব্য ও দায় দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালীসম্বন্ধীয় আইনের ৩৬ অধ্যায়মতে নিযুক্ত গ্রাহকের ক্ষমতাদির তুল্য হইবে

যে ব্যক্তির নামে ঘোষণাপত্র হয় সেই ব্যক্তি ঘোষণাপত্রের নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে উপস্থিত না হইলে, ঐ ক্রোক করা সম্পত্তি গবর্ণমেণ্টের স্বেচ্ছাধীন থাকিবে কিন্তু ক্রোক করিবার তারিখ অবধি ৬ মাস না গেলে বিক্রয় করা যাইবে না পরন্তু ঐ সম্পত্তি স্বভাবতঃ আশু ক্ষয়শীল হইলে কিম্বা বিক্রয় করা গেলে স্বামীর লাভ হইবার সম্ভাবনা আদালতের এমত বিবেচনা হইলে যখন উচিত বোধ করেন তখনই বিক্রয় করাইতে পারিবেন।

৮৯ ধারা। * ৮৮ ধারার শেষ পদমতে যে ব্যক্তির সম্পত্তি গবর্ণমেণ্টের স্বেচ্ছাধীনে আইসে সেই ব্যক্তি ঐ সম্পত্তি ক্রোক হইবার পর দুই বৎসরের মধ্যে স্বেচ্ছাপূর্ব্বক উপস্থিত হইলে কিম্বা যে আদালতের আজ্ঞাক্রমে সম্পত্তি ক্রোক করা গিয়াছিল ধৃত হইয়া সেই আদালতের সম্মুখে আনীত হইলে, ওয়ারেণ্ট জারী এড়াইবার জন্যে সে পলায়ন করে নাই ও গোপনে থাকে নাই এবং ঘোষণাপত্রের নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে উপস্থিত হইতে পারে ঐ ঘোষণাপত্র প্রচারের এরূপ নোটিস পায় নাই সেই আদালতের সন্তোষমতে এই কথার প্রমাণ করিলে, ঐ সম্পত্তি কিম্বা যদি পূর্ব্বে বিক্রয় হইয়া থাকে তবে বিক্রয়োৎপন্ন নিট টাকা কিম্বা সম্পত্তির অংশমাত্র বিক্রয় হইয়া থাকিলে, বিক্রয়োৎপন্ন নিট টাকা ও অবশিষ্ট সম্পত্তি ক্রোকজনিত সমুদয় খরচ তাহা হইতে পরিশোধ করিয়া লইবার পর তাহাকে দেওয়া যাইবে।

ক্রোককৃত সম্পত্তি ফিরিয়া দিবার কথা।

* অভিযুক্ত ব্যক্তি অনুপস্থিত থাকিবার কারণ [illegible] না করিয়া তাহার সম্পত্তি গবর্ণমেণ্টের স্বেচ্ছাধীন করা যাইতে পারে না। ৩ উঃ রিঃ ৬৩ [illegible] রিঃ ৭৩ আইনানুসারে ক্রোক না হইলে তাহার সম্পত্তি গবর্ণমেণ্টের স্বেচ্ছাধীন হইতে পারে না। ১৭ উঃ রিঃ ১০

গ —পরওয়ানাসংক্রান্ত অন্যান্য বিধি।

৯০ ধারা। * কোন আদালত জুরর বা আসেসর ভিন্ন কোন ব্যক্তিকে উপস্থিত করাইবার নিমিত্ত এই আইনক্রমে সমন দিবার ক্ষমতাপন্ন হইলে নিম্নলিখিত স্থলে হেতু লিপিবদ্ধ করিয়া তাহাকে ধরিবার নিমিত্ত ওয়ারণ্ট দিতে পারিবেন,

সমনের পরিবর্ত্তে কি তদতিরিক্ত ওয়ারণ্ট দিবার কথা।

(ক) যদি সমন দিবার পূর্ব্বে কিম্বা সমন দিবার পর কিন্তু উক্ত ব্যক্তির উপস্থিত হইবার নির্দ্দিষ্ট সময়ের পূর্ব্বে, আদালত এরূপ বিশ্বাস করিবার কারণ দেখেন যে সে পলায়ন করিয়াছে কিম্বা সমন মান্য করিবে না; কিম্বা

(খ) যদি উক্ত নির্দ্দিষ্ট সময়ে সে উপস্থিত না হয় এবং ইহা প্রমাণ করা যায় যে, সমন যে সময় নিয়মিতরূপে জারী করা হয় তাহাতে সে উপস্থিত হইতে পারিত ও তাহার উপস্থিত না হইবার যুক্তিসিদ্ধ কারণ দর্শান না যায়।

৯১ ধারা। কোন আদালতের আধিপত্যকারী কর্ত্তৃপক্ষ যে ব্যক্তিকে উপস্থিত করিবার কি ধরিবার নিমিত্ত সমন কি ওয়ারণ্ট দিতে ক্ষমতাপন্ন হন, সেই ব্যক্তি উক্ত আদালতে উপস্থিত থাকিলে, উক্ত কর্ত্তৃপক্ষ তাহাকে জামিনসহ কি জামিন বিনা উক্ত আদালতে উপস্থিত হইবার নিবন্ধপত্র লিখিয়া দিবার আদেশ করিতে পারিবেন।

উপস্থিত হইবার নিবন্ধপত্র লইবার ক্ষমতার কথা।

৯২ ধারা। কোন ব্যক্তি এই আইনমত নিবন্ধপত্রক্রমে কোন আদালতে উপস্থিত হইতে বদ্ধ হইয়া তৎক্রমে উপস্থিত না হইলে, উক্ত আদালতের আধিপত্যকারী কর্ত্তৃপক্ষ উক্ত ব্যক্তিকে ধরিয়া আপনার সম্মুখে উপস্থিত করিবার আদেশ দিয়া ওয়ারণ্ট বাহির করিতে পারিবেন।

উপস্থিত হইবার নিবন্ধপত্রের নিয়মভঙ্গ হইলে, ধৃত করণের কথা।

---

* সমন জারীর প্রমাণ না হইলে [illegible] ওয়ারণ্ট প্রচার হইতে পারে না ৭ উঃ রিঃ ৩৭ ১৪ উঃ রিঃ ২০

এই অধ্যায়ের বিধানগুলি সাধারণতঃ সমনের প্রতি ও ধরিবার ওয়ারেণ্টের প্রতি বর্ত্তিবার কথা।

৯৩ ধারা এই অধ্যায়ে সমন ও ওয়ারেণ্ট ও সমনের ও ওয়ারেণ্টের বাহির করণ ও জারীকরণ ও সাধন সম্বন্ধে যেং বিধান আছে তৎসমুদয়, যত দূর সম্ভব, এই আইনমত প্রত্যেক সমনের ও প্রত্যেক ধৃত করিবার ওয়ারেণ্টের প্রতি বর্ত্তিবে।

---

৭ সপ্তম অধ্যায়।

দলীল ও অন্য অস্থাবর সম্পত্তি বল পূর্ব্বক উপস্থিত করাইবার এবং অন্যায়মতে অবরুদ্ধ ব্যক্তির সন্ধান দিবার পরওয়ানা বিষয়ক বিধি।

ক —উপস্থিত করাইবার সমন বিষয়ক বিধি।

দলীল কি অন্য দ্রব্য উপস্থিত করাইবার সমনের কথা।

৯৪ ধারা কোন আদালত কিম্বা কলিকাতা ও বোম্বাই নগরের সীমার বহিঃস্থ কোন স্থানে পোলীস থানার অধ্যক্ষ তদ্দ্বারা কি তৎসম্মুখে এই আইনমত অনুসন্ধান কি তদন্ত কি বিচার কি অন্য কার্য্যের অনুষ্ঠান হইবার নিমিত্তে কোন দলীল কি অন্য দ্রব্য উপস্থিত করা আবশ্যক কি বাঞ্ছনীয় বোধ করিলে, ঐ দলীল কি দ্রব্য যে ব্যক্তির অধিকারে কি ক্ষমতায় থাকা বিশ্বাস হয় ঐ আদালত তাহার নামে সমন দিয়া কিম্বা ঐ কর্ম্মকারক লিখিত আজ্ঞা দিয়া তাহাকে ঐ সমনের বা আজ্ঞার লিখিত সময়ে ও স্থানে উপস্থিত হইয়া বা না হইয়া ঐ দলীল কি দ্রব্য উপস্থিত করিতে আজ্ঞা করিবেন

এই ধারামতে যে ব্যক্তির প্রতি কেবল দলীল বা অন্য দ্রব্য উপস্থিত করিবার আজ্ঞা হয়, তিনি তাহা উপস্থিত করিবার নিমিত্ত স্বয়ং উপস্থিত না হইয়া ঐ দলীল বা দ্রব্য উপস্থিত করাইলেই আদেশ পালন করিয়াছেন বলিয়া জ্ঞান করা যাইবে

এই ধারার কোন কথাক্রমে ভারতবর্ষীয় সাক্ষ্য বিষয়ক ১৮৭২ সালের আইনের ১২৩ ও ১২৪ ধারার কোন ব্যতিক্রম হইল বলিয়া, কিম্বা ডাক কি টেলিগ্রাফ বিভাগের হস্তে যে পত্র কি পোষ্টকার্ড কি তাড়িত বার্ত্তা কি অন্য

দলীল থাকে, তৎপ্রতি এই ধারার কোন কথা বর্জ্জিত বলিয়া জ্ঞান করিতে হইবে না।

পত্র ও তাড়িত বার্ত্তা সম্বন্ধে কার্য্যপ্রণালীর কথা

৯৫ ধারা ডাক কি টেলিগ্রাফ বিভাগের হস্তে যে দলীল থাকে, জিলার মাজিষ্ট্রেট কি প্রধান প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কি হাইকোর্ট কি সেশন আদালতের মতে এই আইনমত কোন অনুসন্ধান কিম্বা তদন্ত কি বিচার কি অন্য কার্য্যের অনুষ্ঠান নিমিত্ত তাহার প্রয়োজন হইলে, উক্ত মাজিষ্ট্রেট কি আদালত উক্ত দলীল ঐ মাজিষ্ট্রেট কি আদালতের আদেশমত ব্যক্তিকে দিবার জন্য উক্ত বিভাগের প্রতি আজ্ঞা করিতে পারিবেন

তদ্রূপ কোন কার্য্যের জন্যে তদ্রূপ কোন দলীলের প্রয়োজন আছে অন্য কোন মাজিষ্ট্রেট কিম্বা কোন পোলীসের কমিশ্যনর কিম্বা পোলীসের ডিষ্ট্রিক্ট সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের এরূপ মত হইলে, তিনি ডাক বা স্থল বিশেষে, টেলিগ্রাফ বিভাগের প্রতি উক্ত জিলার মাজিষ্ট্রেট কি প্রধান প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট সাহেবের কি আদালতের আজ্ঞা পাইবার অপেক্ষায় ঐ দলীলের সন্ধান লইয়া তাহা আটক করিয়া রাখিবার আদেশ দিতে পারিবেন

* তল্লাসী পরওয়ানা বিষয়ক বিধি।

তল্লাসী পরওয়ানা যে স্থলে বাহির হইতে পারে তাহার কথা।

৯৬ ধারা * যে ব্যক্তির প্রতি ৯৪ ধারামতে সমন কি আজ্ঞাপত্র কি ৯৫ ধারার প্রথম প্রকরণমতে আদেশ দেওয়া গিয়াছে কি দেওয়া যাইতে পারিত সে ঐ সমন প্রভৃতির আদেশমতে দলীল কি অন্য দ্রব্য আনিয়া দেখাইবে না কি দেখাইত না কোন আদালতের এমত বিশ্বাস করিবার কারণ থাকিলে,

---

* পোলীস কার্য্যকারক ওয়ারেণ্ট ভিন্ন নিম্নলিখিত স্থান দৃষ্টি করিতে পারে।

(ক) বেআইনী [illegible] স্থান ১৮৭৪ সনের [illegible] আইনের ২৩ ধারা।

(খ) মদের দোকান, জুয়াখেলার আড্ডা; ও মন্দ [illegible] লোকের গমনাগমনের স্থান ১৮৬১ সনের [illegible] আইনের ২৩ ধারা।

ওয়ারেণ্টে যে যে কথা লিখা থাকে তদতিরিক্ত কোন কর্ম্ম করিতে পোলীস কার্য্যকারক সক্ষম নহে। যদি ওয়ারেণ্টে লিখিত ব্যতীত কোন অন্য কেহ আগমন করে তবে সে ক্ষতিপূরণের দায়ী হইবে

কিম্বা উক্ত দলীল কি অন্য দ্রব্য কাহার অধিকারে আছে, ঐ আদালতের জানা না থাকিলে,

কিম্বা সাধারণমতে অন্বেষণ করিলে কিম্বা দেখিলে এই আইনমত অনুসন্ধানের কি বিচারের কি অন্য কার্য্যানুষ্ঠানের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে, ঐ আদালত এরূপ বিবেচনা করিলে,

তলাশী পরওয়ানা দিতে পারিবেন, এবং যে ব্যক্তির প্রতি ঐ পরওয়ানামতে কর্ম্ম করিবার ভার অর্পিত হয় তিনি তদনুসারে ও পশ্চাৎ লিখিত বিধান অনুসারে অন্বেষণ করিতে বা দেখিয়া লইতে পারিবেন

যে দলীল ডাকঘরের কি টেলিগ্রাফের কর্ত্তৃপক্ষের জিম্মায় থাকে, জিলার মাজিষ্ট্রেট কিম্বা প্রধান প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট ভিন্ন কোন মাজিষ্ট্রেট এই ধারার কোন কথার বলে সেই দলীলের তলাশী পরওয়ানা দিতে ক্ষমতাপন্ন হইবেন না

পরওয়ানায় স্থান নির্দ্দেশ করিতে পারিবার কথা।

৯৭ ধারা। * যে স্থান কিম্বা তাহার যে অংশ ভিন্ন অন্য স্থানে খুঁজিয়া কি দেখিয়া লইতে হইবে না, আদালত বিহিত বোধ করিলে সেই পরওয়ানায় সেই স্থানটি নির্দ্দিষ্ট করিতে পারিবেন। তাহা হইলে যে কর্ম্মকারকের প্রতি ঐ পরওয়ানামতে কার্য্য করিবার ভার অর্পিত হয়, তিনি তদ্রূপ নির্দ্দিষ্ট স্থান কি তদংশ ভিন্ন অন্য স্থানে খুঁজিবেন কি দেখিবেন না.

যে গৃহাদিতে চোরা দ্রব্য কি কৃত্রিম দলীলাদি থাকার অনুমান হয় তাহাতে অন্বেষণ করিবার কথা।

৯৮ ধারা। † কোন স্থান চোরা দ্রব্য রাখিবার কি বিক্রয় করিবার স্থান কিম্বা জাল করা দলীল, কিম্বা কৃত্রিম মোহর, কিম্বা কৃত্রিম ইষ্টাম্প বা মুদ্রা, কিম্বা মুদ্রা বা ইষ্টাম্প কৃত্রিম করিবার কি জাল করিবার যন্ত্র কি সরঞ্জাম রাখিবার কি বিক্রয় কি প্রস্তুত করিবার স্থানস্বরূপ ব্যবহার হইয়া থাকে,

---

* ১০৩ ধারানুসারে ২ বা ততোধিক মধ্যস্থ ব্যক্তির সম্মুখে তালাশ করিতে হইবে। মাজিষ্ট্রেট ওয়ারেণ্টে যে স্থান নির্দ্দেশ করেন তদ্ব্যতীত অন্য স্থানে তালাশ হইতে পারে না। যদি কোন স্থান নির্দ্দেশ না থাকে তবে সকল স্থানই তালাশ হইতে পারে সে। সা সং ২। ১৮৭০।

† রাত্রে তালাশ করা আইন বিরুদ্ধ নহে কিন্তু তালাশী দ্রব্য স্থানান্তর করার আশঙ্কা না থাকিলে দিবসে তালাশী করাই শ্রেষ্ঠ রাত্রে তালাশ করিলে তদ্বিবরণ ডিষ্ট্রিক্ট সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের যোগে মাজিষ্ট্রেটকে জ্ঞাত করাইতে হইবে। পোঃ সাঃ সং ২। ১৮৭০।

কিম্বা কোন জাল করা দলীল কি কৃত্রিম মোহর কিম্বা কৃত্রিম ইষ্টাম্প কি কৃত্রিম মুদ্রা, কিম্বা মুদ্রা কি ইষ্টাম্প কৃত্রিম করিবার কি জাল করিবার যন্ত্র কি সরঞ্জাম, কোন স্থানে রাখা গিয়া কি সঞ্চিত হইয়া থাকে,

জিলার মাজিষ্ট্রেট কি সবডিবিজনাল মাজিষ্ট্রেট কি প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কি প্রথম শ্রেণীর কোন মাজিষ্ট্রেট সন্ধান পাইয়া ও যে অনুসন্ধান লওয়া আবশ্যক বোধ করেন তাহা লইয়া ইহ বিশ্বাস করিবার কারণ দেখিলে,

তিনি পোলীসের কনষ্টাবলের উচ্চ শ্রেণীর কোন কর্মকারককে পরওয়ানা দিয়া,

(ক) তাহাকে প্রয়োজনমত সহকারী লোক লইয়া উক্ত কোন স্থানে প্রবেশ করিবার, এবং

(খ) পরওয়ানার নির্দ্দিষ্টমতে তন্মধ্যে অন্বেষণ করিবার,

(গ) যে দ্রব্য কি দলীল কি মোহর কি ইষ্টাম্প কি মুদ্রা পাওয়া যায়, যুক্তিসিদ্ধমতে তাহা চোরা কি অন্যায়মতে প্রাপ্ত কি জাল কি কৃত্রিম কি কূট জ্ঞান করিলে তাহা, এবং পূর্ব্বোক্ত যন্ত্র ও সরঞ্জাম স্বীয় অধিকারে লইবার,

(ঘ) ঐ দ্রব্য কি দলীল কি মোহর কি ইষ্টাম্প কি মুদ্রা কি যন্ত্রাদি কি সরঞ্জাম কোন মাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে চালান করিবার কিম্বা অপরাধীকে যতকাল কোন মাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে আনা না যায় ততকাল ঐ স্থানে ঐ দ্রব্যাদির উপর চৌকী রাখিবার কিম্বা তাহা লইয়া কোন নির্দ্দিষ্ট স্থানে রাখিবার, এবং

(ঙ) ঐ দ্রব্য চোরা কি অন্য প্রকারে অন্যায়মতে পাওয়া গিয়াছে, কিম্বা উক্ত দলীল কি মোহর কি ইষ্টাম্প কি মুদ্রা কি যন্ত্র কি সরঞ্জাম জাল করা কি কূট করা কি কৃত্রিম, কিম্বা মুদ্রা কি ইষ্টাম্প কৃত্রিম করিবার কি জাল করিবার জন্যে ঐ যন্ত্রের কি দ্রব্যের ব্যবহার হইয়াছে বা ব্যবহার করিবার কল্পনা আছে, যে ব্যক্তি ইহা জানে কিম্বা যাহার এমত জানিবার যুক্তিসঙ্গত কারণ থাকে, ও যাহাকে উক্ত কোন দ্রব্য কি দলীল কি মোহর কি ইষ্টাম্প কি মুদ্রা কি যন্ত্র কি সরঞ্জাম সঞ্চিত করিয়া রাখিবার কি বিক্রয় করিবার কি গড়াইবার কি রাখিবার সহভাগী বলিয়া বোধ হয়, এমত যেং ব্যক্তিকে সেই স্থানে পান সেই প্রত্যেক ব্যক্তিকে ধরিয়া রাখিবার মাজিষ্ট্রেটের নিকট চালান করিবার ক্ষমতা দিতে পারিবেন

এলাকার বাহিরে তলাশক্রমে কোন দ্রব্য পাওয়া গেলে তাহা লইয়া কার্য্য করিবার কথা।

৯৯ ধারা। যে আদালত তলাশী পরওয়ানা দেন সেই আদালতের এলাকার বহির্ভূত স্থলে তাহা জারী করিবার সময়ে, যেং দ্রব্যের অন্বেষণ হয় তন্মধ্যে কোন দ্রব্য পাওয়া গেলে, ঐ সকল দ্রব্য ও পশ্চাল্লিখিত বিধানমতে প্রস্তুত ঐ সকল দ্রব্যের ফর্দ্দ ওয়ারেণ্ট-দাতা আদালতের নিকটে অগৌণে লইয়া যাইতে হইবে; কিন্তু উক্ত আদালত অপেক্ষা ঐ স্থান যে মাজিষ্ট্রেটের বিচারাধীন তিনি নিকটে থাকিলে, ঐ দ্রব্য ও ফর্দ্দ তাঁহার কাছে অগৌণে লইয়া যাইতে হইবে, ও বিপরীত আজ্ঞা করিবার বিশিষ্ট কারণ না থাকিলে তিনি উক্ত আদালতের নিকটে ঐ দ্রব্যাদি লইয়া যাইতে আজ্ঞা করিবেন

গ —অন্যায়মতে অবরুদ্ধ ব্যক্তিদিগকে প্রকাশ করণের বিধি

অন্যায়মতে অবরুদ্ধ ব্যক্তিদিগকে তলাশ করিবার কথা।

১০০ ধারা। যদি কোন প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট বা প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট বা মহকুমার মাজিষ্ট্রেট এরূপ বিশ্বাস করিবার কারণ দেখেন যে যাহাতে অপরাধ হয় এমত অবস্থায় কোন ব্যক্তিকে অবরুদ্ধ করিয়া রাখা হইয়াছে, তবে তিনি তলাশী পরওয়ানা দিতে পারিবেন এবং যাহার নামে ঐ পরওয়ানা দেওয়া যায় তিনি ঐ অবরুদ্ধ ব্যক্তিকে অন্বেষণ করিতে পারিবেন এবং ঐ পরওয়ানা অনুসারে অন্বেষণ করা যাইবে, ও ঐ ব্যক্তিকে পাওয়া গেলে অগৌণে কোন মাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে লইয়া যাইতে হইবে এবং তিনি অবস্থা বিবেচনায় যেরূপ আজ্ঞা করা উচিত বোধ করেন করিবেন

ঘ —তলাশসংক্রান্ত সাধারণ বিধি

তলাশী পরওয়ানা যাহার নামে দিতে হইবে তৎপ্রভৃতির কথা।

১০১ ধারা। ৯৭ ও ৯৮ ও ১০০ ধারামতে যত তলাশী পরওয়ানা দেওয়া যায়, তৎপ্রতি যত দূর সম্ভব ৪৩ ও ৭৫ ও ৭৭ ও ৭৯ [illegible] ৮২ ও ৮৩ ও ৮৪ ধারার বিধান বর্ত্তিবে

বদ্ধস্থান যে ব্যক্তির জিম্মায় থাকে তাহার তলাশ করিবার অনুমতি দিতে হইবার কথা।

১০২ ধারা। এই অধ্যায়মতে যে স্থান তলাশ করিবার কি দেখিয়া লইবার যোগ্য তাহা বদ্ধ থাকিলে, যে কার্য্যকারক কি অন্য যে ব্যক্তি ঐ পরওয়ানামতে কার্য্য করিবেন তাঁহার দাওয়া হইলে, [illegible] ওয়ারেণ্ট দেখান

গেলে ঐ স্থানবাসী ব্যক্তি কিম্বা তাহা যে ব্যক্তির জিম্মায় থাকে তিনি ঐ কার্য্যকারককে কি অন্য ব্যক্তিকে অবাধে সেই স্থানে প্রবেশ করিতে দিবেন, ও তথায় তলাশ করিবার যুক্তিসঙ্গত সর্ব্ব প্রকার সুবিধ করাইয়া দিবেন।

যদি সেই স্থানে তদ্রূপে প্রবেশ করিতে না পাওয়া যায় যে কার্য্যকারক কি অন্য ব্যক্তি ওয়ারেন্ট অর্থাৎ পরওয়ানা জারী করিতেছেন তিনি ৪৮ ধারার বিধানমতে কার্য্য করিতে পারিবেন।

১০৩ ধারা। যে কার্য্যকারক কিম্বা অন্য ব্যক্তি তলাশ করিবেন তিনি এই অধ্যায়মতে তলাশ করিবার পূর্ব্বে ঐ স্থানবাসী দুই কি তদধিক অন্য সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিকে উপস্থিত হইয়া ঐ তলাশী কার্য্যের সাক্ষী হইবার নিমিত্তে আহ্বান করিবেন

সাক্ষীদের সম্মুখে তলাশ করিতে হইবার কথা।

তাঁহাদের সম্মুখে তলাশ করা যাইবে এবং তলাশ কালে যে সকল দ্রব্য ধৃত হয় ও যে স্থানে যে দ্রব্য পাওয়া যায় ঐ কার্য্যকারক বা অন্য ব্যক্তি তাহার ফর্দ্দ প্রস্তুত করিবেন এবং ঐ সাক্ষীরা তাহাতে স্বাক্ষর করিবেন, কিন্তু যাঁহারা এই ধারামত তলাশের সাক্ষী থাকেন আদালত তাঁহাদের নামে বিশেষমতে সমন না দিলে, আদালতে তাঁহাদের সাক্ষিস্বরূপ উপস্থিত হইবার প্রয়োজন নাই।

যে স্থানের তলাশ হয়, তথায় তলাশ করিবার সময়ে সেই স্থানবাসীর কিম্বা তৎপক্ষে কোন ব্যক্তির সর্ব্বস্থলেই উপস্থিত থাকিবার অনুমতি হইবে; এবং এই ধারামতে যে ফর্দ্দ প্রস্তুত করা যায়, উক্ত সাক্ষীদের স্বাক্ষরিত সেই ফর্দ্দের নকল ঐ স্থানবাসীর বা ব্যক্তির প্রার্থনামতে তাঁহাকে দেওয়া যাইবে

যে স্থানের তলাশ হয় সেই স্থানবাসীর উপস্থিত হইতে পারিবার কথা।

■ —বিবিধ বিধি

১০৪ ধারা। কোন আদালতের সম্মুখে এই আইনমতে কোন দলীল কি অন্য দ্রব্য আনিয়া দেখান গেলে, ঐ আদালত বিহিত বোধ করিলে তাহা আটক করিয়া রাখিতে পারিবেন

দলীলাদি উপস্থিত করা গেলে তাহা আটক করিয়া রাখিবার ক্ষমতার কথা

১০৫ ধারা। কোন মাজিষ্ট্রেট যে স্থানে অন্বেষণ করিবার পরওয়ানা দিতে ক্ষমতাপন্ন হন এমত কোন স্থানে আপনার সাক্ষাতে অন্বেষণ করিবার আজ্ঞা দিতে পারিবেন।

মাজিষ্ট্রেটের সাক্ষাতে অন্বেষণ হইবার আজ্ঞা কথন।

চতুর্থ খণ্ড।

অপরাধ নিবারণ বিষয়ক বিধি।

৮ অষ্টম অধ্যায়।

শান্তিভঙ্গ না করিবার ও সদাচরণের জামিন বিষয়ক বিধি।

ক।—অপরাধ নির্ণয় হইলে শান্তিরক্ষার্থে জামিন।

জামিনের বিধি।

১০৬ ধারা।* হাঙ্গামা, কি আক্রমণ করণ কি অন্য প্রকারে শান্তিভঙ্গন, কিম্বা তাহাতে সহায়তা করণ কিম্বা তাহা করিবার স্পষ্ট অভিপ্রায়ে অস্ত্রধারী লোক সংগ্রহ কি বে-আইনী অন্য কার্য্য করণাপরাধে যে ব্যক্তির নামে অভিযোগ হয়, কিম্বা কোন ব্যক্তির কি সম্পত্তির হানি করিবে অপরাধজনক-রূপে এইরূপ ভয় দেখাইয়াছে বলিয়া যে ব্যক্তির নামে অভিযোগ হয়, হাইকোর্টের কি সেশন আদালতের কি প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেটের আদালতের কি জিলার মাজিষ্ট্রেটের কি সবডিবিজনের মাজিষ্ট্রেটের কিম্বা প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে সেই ব্যক্তির অপরাধ নির্ণয় হইলে,

অপরাধ নির্ণয় হইলে শান্তি-[illegible] না করিবার মুচলকার কথা।

* কোন মাজিষ্ট্রেট এই ধারার লিখিত হুকুম দিতে অক্ষম। ২১ উঃ রিঃ ১২। অনধিকার প্রবেশের অপরাধে অভিযুক্ত ব্যক্তির দণ্ড হইলে এই ধারার লিখিত আদেশ তৎপ্রতি হইতে পারে। ৭ উঃ রিঃ ১৪। ২০ উঃ রিঃ ৩১। ভবিষ্যতে শান্তিভঙ্গের কার্য্য হইতে পারে এরূপ আশঙ্কাতে মুচলকা দেওয়ার আদেশ হইতে পারে [illegible]। ২০ উঃ রিঃ ৫৭ ২২ [illegible] রিঃ ১০। মোকদ্দমার বিচার সময় ভিন্ন তৎপর এই ধারানুসারে মুচলকা দেওয়ার আদেশ হইতে পারে না। ১৪ উঃ রিঃ ৫৬ বিচার দ্বারা দোষ সাব্যস্ত না হইলে নিষেধ-পত্র গ্রহণের আদেশ হইতে পারে না। ১১ উঃ রিঃ ৫০। ১২ উঃ রিঃ ১৯। ৩ কঃ লঃ রিঃ ৭২

ও উক্ত আদালত সেই ব্যক্তির স্থানে শান্তিভঙ্গ না করিবার নিবন্ধপত্র লিখাইয়া লওয়া আবশ্যক বোধ করিলে,

ঐ আদালত উক্ত ব্যক্তির উপর দণ্ডাজ্ঞা করিবার সময়ে তাহার সঙ্গতি অনুসারে অর্থদণ্ডের নিয়মে তিন বৎসরের অনধিক যত কাল উচিত বোধ করেন ততকালের নিমিত্ত তাহাকে শান্তিভঙ্গ না করিবার জামিনসহ কি জামিন বিনা নিবন্ধপত্র লিখিয়া দিতে আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

আপীলে বা প্রকারান্তরে ঐ অপরাধ নির্ণয় অসিদ্ধ হইলে, ঐরূপে যে নিবন্ধপত্র লিখিত হয় তাহা ব্যর্থ হইবে।

খ —অন্যস্থলে শান্তিভঙ্গ না করিবার ও সদাচরণের জামিন বিষয়ক বিধি

অন্যস্থলে শান্তিভঙ্গ না করিবার জামিন দিবার কথা

১০৭ ধারা * কোন ব্যক্তির দ্বারা শান্তিভঙ্গ হইবার কিম্বা যাহাতে শান্তিভঙ্গ হইতে পারে স্বীয় এলাকার মধ্যে এমত কোন অন্যায় কার্য্য করা যাইবার সম্ভাবনা, কিম্বা উক্ত এলাকার মধ্যে এমন কোন ব্যক্তি আছে যৎকর্ত্তৃক ঐ এলাকার বাহিরে শান্তিভঙ্গ হইবার কিম্বা পূর্ব্বোক্তরূপ অন্যায় কার্য্য হইবার সম্ভাবনা, কোন প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট কি জিলার ম্যাজিষ্ট্রেট কি মহকুমার ম্যাজিষ্ট্রেট কিম্বা প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেট এই মর্ম্মের সম্বাদ পাইলেই উক্ত ম্যাজিষ্ট্রেট এক বৎসরের অনধিক যত কাল উচিত বোধ করেন

* পোলীস রিপোর্ট এই ধারার লিখিত সম্বাদ গণ্য হইতে পারে। ১০ উঃ রিঃ ৬১। কিন্তু তাহা প্রমাণ গণ্য হইবে না ৬ বাঃ ল রিঃ ১৪৮ আপ এই ধারানুসারে হুকুম দেওয়ার পূর্ব্বে পোলীস রিপোর্টের পোষকতায় প্রমাণ অনাবশ্যক ১১ উঃ রিঃ ৬। হলপান অথবা দস্তখত ব্যতীত অভিযোক্তার দরখাস্ত সম্বাদ গণ্য হইতে পারে না ৮ উঃ রিঃ ১৯; ৮৫ সম্বাদ প্রাপ্ত হওয়ার বিবরণ এই ধারানুসারে কারণ দর্শাইবার জন্য যে আদেশ প্রচার হয় তাহাতে প্রকাশ থাকা উচিত [illegible] উঃ রিঃ ৯৩ সম্বাদের বিবরণ সমনে লিখিত হইবে ১৫ উঃ রিঃ ৪৩। এই ধারানুসারে দোষী সাব্যস্ত করিতে হইলে সমনের লিখিত বিবরণানুসারে কার্য্য করিতে হইবে ৯ বা লঃ রিঃ ৪৪ আপ কি প্রকারের জামিন ও কি পরিমাণ ও কত সময়ের জন্য তাহা ঐ সমনে পরিষ্কার রূপে লিখিত হইবে ২০ উঃ রিঃ ৩৬ শান্তিভঙ্গ ঘটনা হওয়ার কোন সম্ভাবনা থাকার অভিযোগ ও তৎসম্বন্ধে কোন প্রমাণ গ্রহণ ব্যতীত এই ধারানুসারে আদেশ করা অবৈধ ১৭ উঃ রিঃ ৩৫ অভিযুক্ত ব্যক্তি দ্বারা শান্তি ভঙ্গ হওয়ার সম্ভব প্রমাণ সাব্যস্ত না হইলে নিবন্ধ পত্র গ্রহণ করা যাইতে পারে না ৩ কঃ লঃ রিঃ ২৮০

উক্ত কালের নিমিত্তে শান্তিভঙ্গ না করিবার জামিনসহ কি জামিন বিনা নিবন্ধ-পত্র লিখিয়া দিবার আজ্ঞা তৎপ্রতি কেন হইবে না ইহার কারণ দর্শাইবার জন্য পশ্চাল্লিখিত নিয়মমতে সেই ব্যক্তির প্রতি আদেশ দিতে পারিবেন।

১০৭ ধারামতে কার্য্য করিতে ক্ষমতাপন্ন নহেন মাজিষ্ট্রেট প্রভৃতির কার্য্য-প্রণালীর কথা।

১০৮ ধারা যে কোন মাজিষ্ট্রেট ১০৭ ধারামতে কার্য্য করিতে ক্ষমতাপন্ন নহেন তিনি কিম্বা সেশন আদালত কিম্বা হাইকোর্ট, যদি এরূপ বিশ্বাস করিবার কারণ দেখেন যে কোন ব্যক্তি কর্ত্তৃক শান্তিভঙ্গ হইবার অথবা যাহাতে শান্তিভঙ্গ হইতে পারে এমন কোন অন্যায় কার্য্য করা যাইবার সম্ভাবনা ও উক্ত ব্যক্তিকে ধরিয়া হাজতে না রাখিলে অন্য কোনরূপে শান্তিভঙ্গ নিবারণ করা যায় না, তবে তাহাকে ধরিয়া হাজতে না রাখা গিয়া থাকিলে কিম্বা সে আদালতের সম্মুখে না থাকিলে উক্ত মাজিষ্ট্রেট কি আদালত তাহাকে ধরিবার ওয়ারেন্ট দিতে এবং ১০৭ ধারামতে কার্য্য করিবার ক্ষমতাপন্ন মাজিষ্ট্রেটের নিকটে পাঠাইতে পারিবেন।

যে মাজিষ্ট্রেটের নিকটে এই ধারাক্রমে কোন ব্যক্তিকে পাঠান যায়, তিনি যাবৎ পশ্চান্নির্দ্দিষ্ট অনুসন্ধান শেষ না হয় উক্ত ব্যক্তিকে স্বীয় বিবেচনামতে হাজতে রাখিতে পারিবেন।

ভ্রমণকারী ও সন্দেহযুক্ত ব্যক্তিদের স্থানে সদাচরণের জামিন লইবার কথা।

১০৯।* যখন কোন প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কি জিলার মাজিষ্ট্রেট কি মহকুমার মাজিষ্ট্রেট কি প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট সংবাদ পান যে,

(ক) তাঁহার এলাকার মধ্যে কোন ব্যক্তি আত্মগোপন করিবার যত্ন করিতেছে [illegible] কোন অপরাধ করিবার অভিপ্রায়ে যে তদ্রূপ যত্ন করিতেছে ইহা বিশ্বাস করিবার কারণ আছে, কিম্বা

(খ) যাহার দিনপাতের কোন প্রকাশ্য উপায় নাই কিম্বা যে আপনার সন্তোষজনক বিবরণ জানাইতে পারে না উক্ত এলাকার মধ্যে তদ্রূপ কোন ব্যক্তি আছে,

উক্ত মাজিষ্ট্রেট পশ্চাল্লিখিত প্রকারে ছয় মাসের অনধিক কাল যত ধার্য্য

---

* মাজিষ্ট্রেট ব্যতীত সেশন জজ এই ধারানুসারে হুকুম প্রদান করিতে অক্ষম। ২৪ উঃ রিঃ ১০।

করা উচিত বোধ করেন তত্কালের নিমিত্ত সদাচরণের জামিনসহ নিবন্ধপত্র লিখিয়া দিবার আজ্ঞা তৎপ্রতি কেন হইবে না ইহার কারণ দর্শাইবার জন্য সেই ব্যক্তির প্রতি আদেশ করিতে পারিবেন

পাকা বদ্‌মাইসদের স্থানে সদাচরণের জামিন লইবার কথা।

১১০ ধারা।* যখন কোন প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট বা জিলার মাজিষ্ট্রেট বা সবডিবিজনের মাজিষ্ট্রেট কিম্বা স্থানীয় গবর্ণমেন্টের স্থানে তজ্জন্যে বিশেষ ক্ষমতাপ্রাপ্ত প্রথম শ্রেণীর কোন মাজিষ্ট্রেট সংবাদ পান যে তাঁহার এলাকার মধ্যে কোন ব্যক্তি রীতিমত দস্যু কি দোষভাবে পরগৃহে প্রবেশকারী কি চোর, কি চোরা দ্রব্য চোরা জানিয়া রীতিমত গ্রহণকারী, কিম্বা সে নিয়ত বলপূর্ব্বক অপহরণ করে, কিম্বা অপহরণ করণার্থ নিয়ত লোকদিগকে হানির ভয় দেখায় বা দেখাইবার চেষ্টা করে,

উক্ত মাজিষ্ট্রেট, পশ্চাল্লিখিত প্রকারে, তিন বৎসরের অনধিক যতকাল কার্য্য করা উচিত বোধ করেন তত্কালের নিমিত্ত সদাচরণের জামিনসহ নিবন্ধপত্র লিখিয়া দিবার আজ্ঞা তৎপ্রতি কেন হইবে না ইহার কারণ দর্শাইবার জন্যে সেই ব্যক্তির প্রতি আদেশ করিতে পারিবেন

ইউরোপীয় প্রেজাদের সম্বন্ধীয় উক্ত বিধির কথা।

১১১ ধারা। ইউরোপীয় ব্রিটিষ প্রজাদের প্রতি ইউরোপীয় প্রজাদের বিষয়ক ১৮৭৪ সালের আইনমতে কার্য্য হইতে পারিলে, তাহাদের প্রতি ১০৯ ও ১১০ ধারার বিধান খাটে না।

যে আজ্ঞা করিতে হইবে তাহার কথা।

১১২ ধারা।† কোন মাজিষ্ট্রেট ১০৭ কি ১০৯ কি ১১০ ধারামতে কার্য্য করিয়া কোন ব্যক্তিকে সেই ধারাক্রমে কারণ দর্শাইবার আদেশ করা আবশ্যক জ্ঞান করিলে, তিনি লিখিয়া আজ্ঞা দিবেন তাহাতে যে সং-

---

* অভিযুক্ত ব্যক্তির অবস্থানুসারে জামিনের পরিমাণ ধার্য্য করিতে হইবে। ১৯ উঃ রিঃ ১ ইঃ লঃ রিঃ ২ কলী ৩৮৪। জামিনের পরিমাণ অতিরিক্ত ও অযুক্তিযুক্ত হইলে হাইকোর্ট হস্তক্ষেপ করিতে পারেন। ইঃ লঃ রিঃ ২ কলী ৩৮৪ আসামীর আদেশ না করিয়া নগদ টাকা জামিন স্বরূপ দেওয়ার আদেশ অবৈধ। ইঃ লঃ রিঃ ৬ কলী ১০ অভিযুক্ত ব্যক্তির আত্মীয় ও তাহার খানদানের এক পাইকের মধ্যে কোন ব্যক্তি জামিন হইতে পারিবেক না এরূপ আদেশ অবৈধ। ২২ উঃ রিঃ ৩১

† মুচলকা দেওয়ার কারণ দর্শাইবার আদেশ হইলে বিচারান্তে জামিন দেওয়ার হুকুম হইতে পারে না ২৫ উঃ রিঃ ৫০। ১০৯ ধারা দেখ

বাদ পাওয়া গিয়াছে তাহার মর্ম্ম, যে নিবন্ধপত্র লিখিয়া দিতে হইবে তাহার টাকার পরিমাণ, যত কাল তাহা বলবৎ থাকিবে সেই কাল, ও জামিন দিবার আদেশ হইলে জামিনের সংখ্যা, প্রকৃতি ■ শ্রেণী এই২ কথা লেখা থাকিবে।

১১৩ ধারা যে ব্যক্তির সম্বন্ধে তদ্রূপ আজ্ঞা করা যায় সেই ব্যক্তি আদালতে উপস্থিত থাকিলে, উক্ত আজ্ঞা তাহাকে পড়িয়া শুনান যাইবে কিম্বা তাহার ইচ্ছাক্রমে ঐ আজ্ঞার মর্ম্ম তাহাকে বুঝাইয়া দেওয়া যাইবে

যে ব্যক্তি আদালতে উপস্থিত থাকেন তৎসম্বন্ধে কার্য্য-প্রণালীর কথা।

১১৪ ধারা উক্ত ব্যক্তি আদালতে উপস্থিত না থাকিলে মাজিষ্ট্রেট তাহাকে উপস্থিত হইবার আদেশ করিয়া সমন দিবেন, কিম্বা উক্ত ব্যক্তি হাজতে থাকিলে, যে কার্য্যকারকের জিম্মায় থাকে, সেই কার্য্যকারকের প্রতি ওয়ারণ্ট দিয়া তাহাকে আদালতের সম্মুখে আনিতে আজ্ঞা করিবেন।

তদ্রূপে কোন ব্যক্তি উপস্থিত না থাকিলে সমন কি ওয়ারণ্ট দিবার কথা

কিন্তু শান্তিভঙ্গ হইবে এমত আশঙ্কা থাকার কারণ আছে, ও তৎকালেই উক্ত ব্যক্তিকে ধরিয়া না রাখা গেলে তাহার নিবারণ হইতে পারিবে না, ঐ মাজিষ্ট্রেট পোলীসের কোন কর্ম্মকারকের রিপোর্ট কি অন্য সম্বাদক্রমে ইহা জানিতে পারিলে, যে সময়ে হউক ঐ ব্যক্তিকে ধরিবার ওয়ারণ্ট দিতে পারিবেন উক্ত রিপোর্টের বা সংবাদের মর্ম্ম মাজিষ্ট্রেট লিখিয়া রাখিবেন

১১৫ ধারা। ১১২ ধারামতে যে আজ্ঞা করা যায়, তাহার এক কেতা নকল ১১৪ ধারামত সমন কি ওয়ারণ্টের সঙ্গে দিতে হইবে, এবং যে কার্য্যকারক সমন জারী করেন কি ওয়ারণ্ট সাধন করেন, তিনি যে ব্যক্তির উপর সমন জারী করেন কিম্বা যাহাকে ওয়ারণ্টক্রমে ধরেন তাহাকে ঐ নকল দিবেন

১১২ ধারামত আজ্ঞার নকল সমনের কি ওয়ারণ্টের সঙ্গে দিতে হইবার কথা

১১৬ ধারা। শান্তিভঙ্গ না করিবার নিবন্ধপত্র লিখিয়া দিবার আজ্ঞা তৎপ্রতি কেন হইবে না ইহার কারণ দর্শাইবার নিমিত্ত যে ব্যক্তির প্রতি আদেশ হয়, মাজিষ্ট্রেট উপযুক্ত হেতু দেখিলে সেই ব্যক্তির স্বয়ং অনুপস্থিত থাকিবার ■ উকীল দ্বারা উপস্থিত হইবার অনুমতি দিতে পারিবেন।

স্বয়ং অনুপস্থিত থাকিবার অনুমতি দিবার ক্ষমতার কথা

১১৭ ধারা। * ১১২ ধারামত আজ্ঞা ১১৩ ধারামতে আদালতে উপস্থিত কোন ব্যক্তিকে শুনান গেলে কি বুঝাইয়া দেওয়া গেলে, কিম্বা ১১৪ ধারামত সমন কি ওয়ারেন্ট অনুক্রমে কোন ব্যক্তি মাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে উপস্থিত কি আনীত হইলে মাজিষ্ট্রেট যে সম্বাদ অনুসারে কার্য্য করিয়াছেন তাহার সত্যাসত্য অনুসন্ধান এবং আর যে প্রমাণ লওয়া আবশ্যক বোধ হয় তাহা লইতে প্রবৃত্ত হইবেন।

সম্বাদের সত্যতা অনুসন্ধানের কথা।

ইহার পর সমনের মোকদ্দমার বিচার করিবার যে প্রণালী নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, শান্তিভঙ্গ না করিবার জামিন দিবার আজ্ঞা হইলে উক্ত অনুসন্ধান, যতদূর সম্ভব, সেই প্রণালীমতে লইতে হইবে, এবং ইহার পর ওয়ারেন্টের মোকদ্দমার বিচার করিবার যে প্রণালী নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে সদাচরণের জামিন দিবার আজ্ঞা হইলে, উক্ত অনুসন্ধান, যতদূর সম্ভব, সেই প্রণালীমতে লইতে হইবে, বিভেদ এই যে অভিযোগপত্র প্রস্তুত করিবার প্রয়োজন নাই।

এই ধারার কার্য্য পক্ষে কোন ব্যক্তি যে পাকা বদমাস ইহা সাধারণ প্রসিদ্ধির সাক্ষ্যদ্বারা বা প্রকারান্তরে প্রমাণ করা যাইতে পারিবে।

১১৮ ধারা। † যদি তদ্রূপ অনুসন্ধান লইয়া প্রমাণ হয় যে শান্তিভঙ্গ না হইবার কিম্বা স্থলবিশেষে, সদাচরণ রক্ষা হইবার জন্য যে ব্যক্তির সম্পর্কে অনুসন্ধান লওয়া যায় তাহার জামিনসহ কি জামিন বিনা নিবন্ধপত্র লিখিয়া দেওয়া আবশ্যক তবে মাজিষ্ট্রেট তদ্রূপ আজ্ঞা করিবেন।

জামিন দিবার আজ্ঞা। সথ

* গৃহীত প্রমাণের দোষ গুণ বিবেচনা ব্যতীত আপীলে মুচলেকা লওয়ার আদেশ রদ করা যাইতে পারে না। ১১ উঃ রিঃ ৫০। ১২ উঃ রিঃ ১০। ২০ উঃ রিঃ ১৮। ২১ উঃ রিঃ ৭৬। ২০ উঃ রিঃ ৭৯। উভয় পক্ষের প্রার্থনায় উপস্থিত সাক্ষ্য মাজিষ্ট্রেট লইতে বাধ্য। ২২ উঃ রিঃ ৭০। বাদীর সাক্ষিগণকে অভিযুক্ত ব্যক্তি জেরা করিবার অধিকারী। ১৮ উঃ রিঃ ২। অভিযুক্ত ব্যক্তিকে কারণ দর্শাইবার এবং সাক্ষী উপস্থিত করিতে যথেষ্ট সময় প্রদত্ত হইলে তাহার সাক্ষী উপস্থিত জন্য বিচারস্থগিত থাকিতে পারে না। এরূপ স্থলে আদালতের সাহায্যে সাক্ষী উপস্থিত করিতে হইলে তজ্জন্য ধার্য্য দিবসের পূর্ব্বে প্রার্থনা করা উচিত। ২৩ উঃ রিঃ ৯। প্রমাণ উপস্থিত জন্য নোটিসে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে আবশ্যকীয় সময় দেওয়া উচিত। ২০ উঃ রিঃ ১৮। যাহার অভিযোগানুসারে সমন জারি হয় তাহার প্রতি প্রমাণের ভার। ১২ উঃ রিঃ

† এক ব্যক্তিকে শান্তি ভঙ্গের কার্য্য হইতে নিরস্ত করিবার জন্য অন্য ব্যক্তি হইতে জামিন লওয়ার আদেশ করা অন্যায়। ১১ উঃ রিঃ ৫৫। এক মুচলেকার দ্বারা অতীত

কিন্তু প্রথমতঃ—১১২ ধারামত আদেশে যাহা নির্দ্দিষ্ট থাকে, তদ্ভিন্ন প্রকারের, কি তাহা অপেক্ষা অধিক টাকার, কি তাহা অপেক্ষা অধিক কালের, জামিন দিতে কোন ব্যক্তির প্রতি আজ্ঞা হইবে না।

দ্বিতীয়তঃ—যে নিবন্ধপত্র লিখাইয়া লওয়া যায় মোকদ্দমার অবস্থা বুঝিয়া সেই নিবন্ধপত্রের টাকার পরিমাণ ধার্য্য করিতে হইবে। উহা অত্যধিক হইবে না।

তৃতীয়তঃ—যে ব্যক্তির সম্বন্ধে অনুসন্ধান লওয়া যায় সেই ব্যক্তি নাবালগ হইলে, কেবল তাঁহার জামিনেরা নিবন্ধপত্র লিখিয়া দিবেন

অভিযুক্ত ব্যক্তিকে ছাড়িয়া দিবার কথা।

১১৯ ধারা। ১১৭ ধারামত অনুসন্ধান লইয়া যে ব্যক্তির সম্বন্ধে উক্ত অনুসন্ধান লওয়া যায় সেই ব্যক্তিকে শান্তিভঙ্গ না করিবার কিম্বা স্থলবিশেষে সদাচরণ করিবার প্রতিজ্ঞাপত্র করা প্রয়োজন এরূপ প্রমাণ না হইলে ম্যাজিষ্ট্রেট নথীতে এই মর্ম্মের কথা লিখিবেন, এবং কেবল এই অনুসন্ধানের নিমিত্ত উক্ত ব্যক্তিকে ধরিয়া হাজতে রাখা গিয়া থাকিলে, তাহাকে ছাড়িয়া দিবেন অথবা ঐ ব্যক্তি হাজতে না থাকিলে তাহাকে অভিযোগ হইতে মুক্ত করিবেন।

গ—জামিন দিবার আজ্ঞার পর সম্বন্ধ কার্য্যানুষ্ঠানের বিধি।

যে সময়ের নিমিত্ত জামিন দিবার আদেশ হয় তাহার আরম্ভের কথা।

১২০ ধারা। যে ব্যক্তি সম্পর্কে ১০৬ ধারা কি ১১৮ ধারামতে জামিন দিবার আজ্ঞা করা যায়, সেই ব্যক্তি ঐ আজ্ঞা করিবার সময়ে কারাদণ্ডের আজ্ঞা পাইলে কিম্বা কারাদণ্ডাধীন থাকিলে, উক্ত দণ্ডাজ্ঞার মিয়াদ ফুরাইলে উক্ত জামিন দিবার সময়ের আরম্ভ হইবে।

স্থলান্তরে ঐ আজ্ঞার তারিখ অবধি উক্ত সময়ের আরম্ভ হইবে।

নিবন্ধপত্রে যাহা যাহা থাকিবে তাহার কথা।

১২১ ধারা। * উক্ত ব্যক্তির যে নিবন্ধপত্র লিখিয়া দিতে হইবে, তাহাতে শান্তিভঙ্গ না করিবার কিম্বা সদাচরণ করিবার প্রতিজ্ঞা থাকিবে। এবং শেষোক্ত স্থলে যে কোন স্থানে যে অপরাধ হউক না কেন, করা গেলে কি করিবার উদ্যোগ হইলে কি সহায়তা হইলে, ঐ নিবন্ধ ভঙ্গ করা হয়।

হওয়ার পূর্ব্বে দ্বিতীয় মুচলকা লওয়া অন্যায় ১৮ উঃ রিঃ ৩৫ ১১০ ধারার টীকা দেখ।

* শান্তিভঙ্গের কার্য্য না করা সম্বন্ধে নিবন্ধপত্র দেওয়ার পর শান্তিভঙ্গের কোন কার্য্য

জামিন অগ্রাহ্য করিবার কথা।

১২২ ধারা। এই অধ্যায়মতে যে ব্যক্তিকে জামিন দিবার প্রস্তাব হয় মাজিষ্ট্রেট তাহাকে অনুপযুক্ত বলিয়া গ্রাহ্য করিতে অস্বীকার করিতে পারিবেন অনুপযুক্ত বলিবার হেতু মাজিষ্ট্রেট লিপিবদ্ধ করিবেন।

জামিন না দিলে কারাদণ্ডের কথা।

১২৩ ধারা। কোন ব্যক্তি ১০৭ কি ১১৮ ধারামতে জামিন দিতে আদিষ্ট হইলে উক্ত জামিন দিবার সময়ারম্ভ হইবার তারিখে কি তৎপূর্ব্বে জামিন না দিলে, পশ্চাল্লিখিত স্থল ভিন্ন তাহাকে কারাগারে পাঠান যাইবে, কিম্বা সে কারাগারে থাকিলে যাবৎ উক্ত সময় গত না হয় কিম্বা যে আদালত বা মাজিষ্ট্রেট জামিন দিবার আজ্ঞা করেন সেই আদালতের বা মাজিষ্ট্রেটের নিকট কিম্বা আজ্ঞাপ্রাপ্ত ব্যক্তি যে জেলে থাকে সেই জেলের অধ্যক্ষতাভারপ্রাপ্ত কার্য্যকারকের নিকট ঐ সময় মধ্যে সে জামিন না দেয়, তাবৎ তাহাকে কারাগারে রাখা যাইবে।

কার্য্যানুষ্ঠানের কাগজপত্র কোন্ হাইকোর্টে কি সেশন আদালতে অর্পণ করিতে হইবে তাহার কথা

মাজিষ্ট্রেট উক্ত ব্যক্তিকে এক বৎসরের অধিক কালের নিমিত্ত জামিন দিবার আজ্ঞা করিলে, যদি ঐ ব্যক্তি পূর্ব্বোক্তরূপ জামিন না দেয়, তবে উক্ত মাজিষ্ট্রেট সেশন আদালতের আজ্ঞার অপেক্ষায় এবং উক্ত মাজিষ্ট্রেট প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট হইলে, হাইকোর্টের আজ্ঞার অপেক্ষায় ঐ ব্যক্তিকে কারাগারে রাখিবার ওয়ারেণ্ট দিবেন, এবং তদ্বিষয়ের কাগজপত্র সুবিধামতে ত্বরায় উক্ত আদালতের কি কোর্টের সম্মুখে অর্পিত হইবে

ঐ আদালত কি কোর্ট তদ্দৃষ্টি করিলে ও অধিক যে সন্ধান কি প্রমাণ আবশ্যক বোধ করেন তাহা গ্রহণ করিলে পর যদ্রূপ উচিত বোধ করেন সেই মোকদ্দমায় তদ্রূপ আজ্ঞা করিতে পারিবেন কিন্তু ঐ ব্যক্তি জামিন না দিলে যত (যদি কোন) কালের নিমিত্ত তাহার কারাদণ্ড হয়, তাহা তিন বৎসরের অধিক হইবে না।

করা হেতু দণ্ড প্রাপ্ত হইলেই যে নিবন্ধপত্রের লিখিত টাকা আদায় হইবে এমত নহে নিবন্ধপত্রের সর্ত্ত ভঙ্গ জন্য টাকা আদায় করিতে হইলে পুনঃ সাক্ষ্য প্রমাণাদি গ্রহণ করিয়া বিচার করিতে হইবে। ১৪ উ, রি, ৮৭

যে প্রকারের কারাদণ্ড হইবে তাহার কথা।

শান্তিভঙ্গ না করিবার জামিন না দিলে যে কারাদণ্ড হয় তাহা সামান্য কারাদণ্ড হইবে।

সদাচরণ করিবার জামিন না দিলে যে কারাদণ্ড হয়, তাহা আদালতের কি মাজিষ্ট্রেটের আজ্ঞা ক্রমে কঠোর কি সামান্য কারাদণ্ড হইতে পারিবে

জামিন না দেওয়া প্রযুক্ত যাহারা কারাবদ্ধ হয় তাহাদিগকে ছাড়িয়া দিতে পারিবার কথা

১২৪ ধারা। জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেবের কিম্বা তাঁহার পূর্ব্বপদধারী কিম্বা তাঁহার অধীন কোন মাজিষ্ট্রেটের আজ্ঞাক্রমে এই অধ্যায়মত সদাচরণের জামিন না দেওয়া প্রযুক্ত যে ব্যক্তিকে কারাবদ্ধ করা যায় সেই ব্যক্তি মুক্ত হইলেও সাধারণ লোকেদের কিম্বা অন্য কোন ব্যক্তির কোন আপদ সম্ভাবনা নাই, জিলার মাজিষ্ট্রেট কিম্বা কোন প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট এমত বোধ করিলে, ঐ ব্যক্তিকে ছাড়িয়া দিবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন

এই অধ্যায়মত জামিন না দেওয়া প্রযুক্ত কোন ব্যক্তিকে সেশন আদালতের কি হাইকোর্টের আজ্ঞাক্রমে কারাবদ্ধ করা গেলে এবং সেই ব্যক্তির স্থানে উক্তরূপ জামিন না লইয়াও তাহাকে নির্ব্বিঘ্নে মুক্ত করা যাইতে পারে জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেব কি কোন প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট এমত বোধ করিলে, ঐ সেশন আদালতের কিম্বা স্থলবিশেষে হাইকোর্টের আজ্ঞা পাইবার জন্যে অবিলম্বে সেই বিষয়ের রিপোর্ট করিবেন; এবং উক্ত আদালত বা কোর্ট উচিত বোধ করিলে ঐ ব্যক্তিকে ছাড়িয়া দিবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

শান্তিভঙ্গ না করিবার কোন নিবন্ধপত্র জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেবের অকর্ম্মণ্য করিতে পারিবার কথা।

১২৫ ধারা। জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেব যে কোন সময়ে উপযুক্ত কারণ দেখিলে তাহা লিখিয়া আপন আদালতের উচ্চতর নহে জিলার এরূপ কোন আদালতের আজ্ঞাক্রমে এই অধ্যায়মতে শান্তিভঙ্গ না করিবার যে কোন নিবন্ধপত্র লিখিয়া দেওয়া যায়, তাহা অকর্ম্মণ্য করিতে পারিবেন

জামিনকে ছাড়িয়া দিবার কথা।

১২৬ ধারা। কোন ব্যক্তির শান্ত থাকার কি সদাচরণের জামিন কোন সময়েই কোন প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেটের কি জিলার মাজিষ্ট্রেটের কি মহকুমার মাজিষ্ট্রেটের কি প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের নিকটে তাঁহার বিচারাধীন

স্থানের মধ্যে এই অধ্যায়মতে সম্পাদিত কোন নিবন্ধপত্র রহিত হইবার প্রার্থনা করিতে পারিবেন।

করিলে যে ব্যক্তির নিমিত্ত ঐ জামিন প্রতিজ্ঞাবদ্ধ আছেন ঐ মাজিষ্ট্রেট আপন বিবেচনামতে তাহার উপস্থিত হইবার কিম্বা তাহাকে আপনার নিকট আনাইবার আজ্ঞাসূচক সমন কি ওয়ারণ্ট দিবেন।

সেই ব্যক্তি ঐ মাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে উপস্থিত হইলে কিম্বা তাহাকে আনা গেলে, ঐ মাজিষ্ট্রেট ঐ নিবন্ধপত্র রহিত করিয়া সেই ব্যক্তিকে নিবন্ধপত্রের অবশিষ্ট কালের নিমিত্ত মূল জামিন সদৃশ অন্য জামিন দিতে আজ্ঞা করিবেন। তদ্রূপ প্রত্যেক আজ্ঞা ১২১ ও ১২২ ও ১২৩ ও ১২৪ ধারার কার্য্য পক্ষে ১০৬ ধারামত কিম্বা স্থলবিশেষে ১১৮ ধারামত আজ্ঞা বলিয়া গণ্য হইবে।

---

৯ নবম অধ্যায়।

বেআইনীমত জনতাবিষয়ক বিধি।

১২৭ ধারা। বেআইনীমত জনতা হইলে কিম্বা পাঁচ কি তদধিক ব্যক্তি যোট হওয়াতে সাধারণের শান্তিভঙ্গ হইবার সম্ভাবনা থাকিলে, কোন মাজিষ্ট্রেট কিম্বা পোলীস থানার অধ্যক্ষ সেই জনতা ভঙ্গ করিয়া পৃথক হইবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন। তদনুসারে ঐ জনতার লোকেদের পৃথক হইয়া যাওয়া কর্ত্তব্য।

মাজিষ্ট্রেটের কিম্বা পোলীসের কর্ম্মকারকের আজ্ঞাক্রমে জনতাভঙ্গ হইবার কথা।

এই ধারা কলিকাতা ও বোম্বাই নগরের পোলীসের প্রতি বর্ত্তে।

১২৮ ধারা। উক্ত প্রকারের জনতা তদ্রূপ আজ্ঞা পাইলে যদি ভঙ্গ হইয়া না যায় কিম্বা তদ্রূপ আজ্ঞা না পাইলেও এরূপে কার্য্য করে যে ভঙ্গ হইয়া যাইবে না এ প্রকার লক্ষণ দেখায়, তবে কোন মাজিষ্ট্রেট কিম্বা থানার অধ্যক্ষ রাজধানীর মধ্যেই হউক আর বাহিরেই হউক বলপূর্ব্বক ঐ জনতা ভঙ্গ করিয়া পৃথক করিতে প্রবৃত্ত হইবেন। তদর্থে এবং আবশ্যক হইলে, জনতা ভঙ্গ করিবার কি তাহাদিগকে আইনমতে দণ্ড দিবার নিমিত্ত

জনতা ভঙ্গ করিবার জন্যে সামান্য বলপ্রয়োগের কথা।

জনতার অন্তর্গত লোকদিগকে ধরিয়া রাখিবার জন্যে তিনি শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর সৈন্যদলের অধ্যক্ষ কি সৈনিক কিম্বা ভারতবর্ষীয় বলণ্টিয়র বিষয়ক ১৮৬৯ সালের আইনমতে নাম লিখান বলণ্টিয়র ভিন্ন কোন পুরুষকে সাহায্য করিবার আজ্ঞা দিতে পারিবেন।

সৈন্যদলের ব্যবহারের কথা

১২৯ ধারা। উক্তরূপ জনতা ভঙ্গ করিয়া তদন্তর্গত লোকদিগকে অন্য প্রকারে পৃথক্ করা যাইতে না পারিলে ও সাধারণের নিরাপদের জন্যে ঐ জনতা ভঙ্গ করা আবশ্যক হইলে, সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ শ্রেণীর যে মাজিষ্ট্রেট উপস্থিত থাকেন তিনি সৈন্যদলের দ্বারা ঐ জনতা ভঙ্গ করাইতে পারিবেন।

জনতা ভঙ্গ করিবার নিমিত্ত মাজিষ্ট্রেটের আজ্ঞা হইলে সেনাপতির কর্ত্তব্য কর্ম্মের কথা

১৩০ ধারা। কোন মাজিষ্ট্রেট সৈন্যদল দ্বারা জনতা ভঙ্গ করিতে স্থির করিলে তিনি শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর সৈন্যদলের কমিশনপ্রাপ্ত বা নন্‌কমিশনপ্রাপ্ত কোন অধ্যক্ষকে কিম্বা ভারতবর্ষীয় বলণ্টিয়র বিষয়ক ১৮৬৯ সালের আইনমতে নামলিখান বলণ্টিয়র দলের কোন অধ্যক্ষকে সেই জনতা সৈন্যদল দ্বারা ভঙ্গ করিয়া দিতে আদেশ করিতে পারিবেন, কিম্বা তদন্তর্গত যে সকল ব্যক্তিকে মাজিষ্ট্রেট ধরিয়া আটক করিয়া রাখিতে আজ্ঞা দেন কিম্বা জনতা ভঙ্গ করিবার [illegible] কি তাহাদিগকে আইনমত দণ্ড দিবার জন্য যাহাদিগকে ধরিয়া আটক করিয়া রাখা আবশ্যক হয়, তাহাদিগকে ধরিয়া আটক করিয়া রাখিতে আদেশ করিতে পারিবেন।

সেনাপতির কর্ত্তব্য যে আপন বিবেচনামতে যেরূপে করা উচিত তদ্রূপে উক্ত প্রত্যেক আদেশ পালন করেন; কিন্তু জনতা ভঙ্গ করিবার এবং উক্ত ব্যক্তিদিগকে ধরিয়া আটক করিয়া রাখিবার জন্যে যত অল্পবল প্রয়োগ [illegible] ব্যক্তির কি সম্পত্তির যত অল্প হানি করা সম্ভব হয় তদধিক করিবেন না।

জনতা ভঙ্গ করণার্থে শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর কমিশনপ্রাপ্ত সেনাপতিদের কর্ত্তব্য কর্ম্মের কথা।

১৩১ ধারা। উক্তরূপ কোন জনতা দ্বারা স্পষ্টই সাধারণের নিরাপদের বিঘ্নাশঙ্কা হইলে ও কোন মাজিষ্ট্রেটের সঙ্গে লিখন-পঠনাদি হইতে না পারিলে, শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর সৈন্যদলের কমিশনপ্রাপ্ত কোন সেনাপতি সাহেব সৈন্যদের দ্বারায় তদ্রূপ কোন জনতা ভঙ্গ করিয়া দিতে পারিবেন; কিম্বা জনতা ভঙ্গ করিবার জন্য অথবা তাহাদিগকে

আইনমত দণ্ড দিবার জন্য তদন্তর্গত যে কোন ব্যক্তিদিগকে ধরিয়া আটক করিয়া রাখিতে পারিবেন কিন্তু এই ধারামতে কর্ম্ম করিবার সময়ে তিনি কোন মাজিষ্ট্রেটের সঙ্গে লিখনপঠনাদি করিতে পারিলে করিবেন ; এবং উক্ত কর্ম্ম করিতে থাকিবেন কি না এবিষয়ে তদবধি ঐ মাজিষ্ট্রেটের আদেশ পালন করিবেন।

এই অধ্যায়মতে কর্ম্ম হইলে অভিযোগ না হইবার কথা

১৩২ ধারা। কোন মাজিষ্ট্রেট কি সেনাপতি কি পোলীসের কর্ম্মকারক কি সিপাহী কি বলণ্টিয়র এই অধ্যায়মতে যে কার্য্য করেন তদ্ধেতুক মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল সাহেবের অনুমতি বিনা তাঁহাদের নামে কোন ফৌজদারী আদালতে অভিযোগ উপস্থিত করা যাইতে পারিবে না ; এবং

(ক) কোন মাজিষ্ট্রেট কি পোলীসের কর্ম্মকারক এই অধ্যায়মতে সরলমনে কার্য্য করিলে,

(খ) কোন কর্ম্মকারক ১৩১ ধারামতে সরলমনে কার্য্য করিলে, ও

(গ) কোন ব্যক্তি ১২৮ কি ১৩০ ধারামত আদেশ পালন করিতে গিয়া সরলমনে কোন কার্য্য করিলে ও

(ঘ) কোন অধস্তন কর্ম্মচারী কি সামান্য সৈনিক কি বলণ্টিয়র সৈন্য সংক্রান্ত আইন অনুসারে যে আজ্ঞা পালন করিতে বাধ্য সেই আজ্ঞা পালন করিতে গিয়া কোন কার্য্য করিলে,

তাহাতে যে তাঁহার কোন অপরাধ করা হইল এরূপ জ্ঞান করা যাইবে না।

---

১০ দশম অধ্যায়।

সাধারণের অনিষ্টজনক বিষয়ের বিধি

অনিষ্টজনক বিষয় স্থানান্তর করিতে নিয়মাধীন আজ্ঞা করিবার কথা।

১৩৩ ধারা। * সাধারণে যাহা আইনমতে ব্যবহার করিতে পারে এমন কোন পথ কি নদী কি খাল হইতে কিম্বা সাধারণের কোন স্থান হইতে অবৈধ বাধা কি অনিষ্টজনক কোন বিষয় স্থানান্তর করা, কিম্বা কোন

* এই ধারার লিখিত কার্য্য বিচার ঘটিত কার্য্য সুতরাং হাইকোর্ট দ্বারা সংশোধন হইতে পারে। ১৮ উঃ রিঃ ৪১। কোন বেশ্যার স্বীয় ব্যবসা করা হেতু তাহাকে তাহার বাসস্থান

ব্যবসায় কি কর্ম্ম কিম্বা কোন মাল কি বাণিজ্য দ্রব্য রাখা সাধারণের স্বাস্থ্যের কি শারীরিক স্বচ্ছন্দতার বিঘ্নজনক হওয়াপ্রযুক্ত রহিত কি স্থানান্তর কি নিষেধ করা,

কিম্বা কোন গৃহ নির্ম্মাণ কিম্বা কোন দ্রব্য লইয়া যেরূপ কার্য্য করা যায় তদ্দারা গৃহাদির দাহ কি শব্দ করিয়া জ্বলিয়া উঠা সম্ভাবনা প্রযুক্ত তাহা নিবারণ কি বন্ধ করা উচিত ;

কিম্বা কোন গৃহাদির জীর্ণাবস্থা প্রযুক্ত পড়িয়া যাওয়ার সম্ভাবনা ও তাহাতে নিকটে যাহারা বাস করে বা কর্ম্ম করে তাহাদের বা নিকট গমনশীল লোকদের হানি হইবার সম্ভাবনা প্রযুক্ত তাহা স্থানান্তর বা মেরামত বা সংরক্ষণ করা আবশ্যক,

কিম্বা পূর্ব্বোক্তপথের কি সাধারণের স্থানের নিকটস্থ পুষ্করিণী কি কূপ কি গর্ত্ত দ্বারা সাধারণের সঙ্কট নিবারণার্থে তাহা উপযুক্তমতে ঘেরিয়া রাখা উচিত, জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেব কিম্বা সবডিবিজনের মাজিষ্ট্রেট কিম্বা তৎপক্ষে স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট হইতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত প্রথম শ্রেণীর কোন মাজিষ্ট্রেট রিপোর্ট কি অন্য সম্বাদ পাইয়া ও যদ্রূপ (যদি কোন)সাক্ষ্য লওয়া উচিত বোধ করেন তদ্রূপ সাক্ষ্য লইয়া এমত বোধ করিলে,

যে ব্যক্তির দ্বারা ঐ বাধা কি অনিষ্টজনক বিষয় হয়, কিম্বা যে ব্যক্তি ঐ ব্যবসায় কি কর্ম্ম করে কিম্বা ঐ মাল কি বাণিজ্যদ্রব্য রাখে, কিম্বা ঐ ঘর

ভূমিতে বহিষ্কৃত করা যাইতে পারে না। ২৪ উঃ রিঃ ৬৮ সাধারণের পথ না হইলে মাজিষ্ট্রেট হস্তক্ষেপণ করিতে পারেন না ২২ উঃ রিঃ ১৯। ১৪ উঃ রিঃ ৬৭ ঐঃ সং রিঃ ■ কলী ৮৭০ সাধারণের চলাচলের পথ কিম্বা স্থানে অনিষ্টজনক বাধা না হইলে এই ধারা ব্যবহার হইতে পারে না ২৩ উঃ রিঃ ১২। অনিষ্টজনক কার্য্য নিবারণের আদেশ করা ব্যতীত পুষ্করিণী পুনঃ খনন করার আদেশ করা যাইতে পারে না ১০ উঃ রিঃ ৫১। অপর পক্ষের আপত্তি শ্রবণ না করিয়া এই ধারার আদেশ করা অবৈধ ১৫ উঃ রিঃ ২৭। কোন কার্য্য প্রথমতঃ অনিষ্টজনক না হইলেও পরে হইতে পারে সুতরাং বহুকাল যাবৎ তাহা চলিয়াছে বলিয়া তাহা রহিতের বাধ হইতে পারে না। ১৬ উঃ রিঃ ৬।

অনিষ্টজনক কোন কার্য্য নিবারণার্থে মাজিষ্ট্রেট নিষেধ আজ্ঞা প্রচার করার পর কেহ ঐ কার্য্য করিলে পোলীস ওয়ারেণ্ট ব্যতীত তাহাকে ধৃত করিতে পারে পোঃ সঃ [illegible]

কি দ্রব্য কি পুষ্করিণী কি কূপ কি গর্ত্ত যে ব্যক্তির হয় কি যাহার অধিকারে কি কর্তৃত্বে থাকে, তাহার নামে তিনি নিয়মাধীন আজ্ঞা লিখিয়া সেই আজ্ঞাতে সময় নির্দিষ্ট করিয়া তাহাকে সেই সময়ের মধ্যে

ঐ বাধা কি অনিষ্টজনক বিষয় স্থানান্তর করিতে,

কিম্বা স্থল বিশেষে ঐ ব্যবসায় কি কর্ম্ম রহিত কিম্বা স্থানান্তর করিতে,

কিম্বা ঐ মাল কি বাণিজ্যদ্রব্য স্থানান্তর করিতে,

কিম্বা ঐ গৃহাদি নির্ম্মাণ নিবারণ কি বন্ধ করিতে,

কি তাহা স্থানান্তর কি মেরামত কি সংশোধন করিতে,

কি দ্রব্যের নিয়মান্তর করিতে,

কি ঐ পুষ্করিণী কি কূপ কি গর্ত্ত বেড়িয়া দিতে,

অথবা ঐ আজ্ঞার নির্দিষ্ট সময়ে ও স্থানে আপনার কিম্বা প্রথম কি দ্বিতীয় শ্রেণীর অন্য ম্যাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া ঐ আজ্ঞা পশ্চাল্লিখিত প্রকারে রহিত কি পরিবর্ত্তিত করিবার প্রার্থনা করিতে হইবার আদেশ দিতে পারিবেন।

এই ধারামতে কোন ম্যাজিষ্ট্রেট কর্ত্তৃক নিয়মিতরূপে যে আজ্ঞা করা যায় তাহা কোন দেওয়ানী আদালত অগ্রাহ্য করিতে পারিবেন না।

ব্যাখ্যা।—'সাধারণের স্থান' এই শব্দে রাজকীয় সম্পত্তি কিম্বা ছাউনী করিবার জমী ও স্বাস্থ্যের কিম্বা আমোদের জন্যে যে ভূমি খালি রাখা যায় এমত ভূমিও বুঝাইবে।

আজ্ঞা কি তাহার জ্ঞাপন পত্র দিবার কথা।

১৩৪ ধারা। উল্লিখিত আজ্ঞাপত্র যে ব্যক্তির নামে দেওয়া যায় যে প্রকারে এই আইনে সমন জারী করিবার বিধান আছে সেই প্রকারে তাহাকেই দেওয়া যাইতে পারিলে দেওয়া যাইবে।

উক্ত আজ্ঞা তদ্রূপে জারী করা অসাধ্য দেখা গেলে ঘোষণা করিয়া সেই আজ্ঞার নোটিস দেওয়া যাইবে। স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট আজ্ঞাক্রমে যে প্রকারের আদেশ করেন সেই প্রকারে ঘোষণাপত্র প্রচার করা যাইবে, ও সেই ব্যক্তির ঐ আজ্ঞার কথা জানিতে পাইবার যাহাতে সুবিধা হয় এই কোন এক কি অধিক স্থানে ঐ ঘোষণাপত্রের নকল লাগাইয়া দেওয়া যাইবেক।

১৩৫ ধারা। * যে ব্যক্তির নামে ঐ আজ্ঞা দেওয়া যায় (ক) ঐ আজ্ঞার নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে তাহার সেই আজ্ঞামত কার্য্য করিতে হইবে,

যাহাকে আজ্ঞা করা যায় তাহার সেই কর্ম্ম করিবার কিম্বা কারণ দর্শাইবার কিম্বা পঞ্চায়ৎ নিযুক্ত হইবার প্রার্থনার কথা

(খ) অথবা ঐ আজ্ঞামতে উপস্থিত হইয়া তদ্বিষয়ে কারণ দর্শাইতে হইবে অথবা সেই আজ্ঞা যুক্তিমত ও উপযুক্ত কি না এই কথার বিচার করণার্থে জুরি (অর্থাৎ পঞ্চায়ৎ) নিযুক্ত হইবার আজ্ঞা হয় ঐ ব্যক্তি উক্ত মাজিষ্ট্রেটের নিকটে সেই মর্ম্মে প্রার্থনা করিতে পারিবে।

১৩৬ ধারা। উক্ত ব্যক্তি ১৩৫ ধারার আদেশমত ঐ কার্য্য না করিলে কিম্বা উপস্থিত হইয়া কারণ না দর্শাইলে অথবা পঞ্চায়ৎ নিযুক্ত হইবার প্রার্থনা না করিলে, ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইনের ১৮৮ ধারায় তদ্বিষয়ের যে দণ্ড নির্দ্দিষ্ট আছে ঐ ব্যক্তি সেই দণ্ডের যোগ্য হইবে; এবং ঐ আজ্ঞা চূড়ান্ত * হইবে।

উল্লঙ্ঘন করিবার ফলের কথা

১৩৭ ধারা। ঐ ব্যক্তি উপস্থিত হইয়া ঐ আজ্ঞার বিরুদ্ধে কারণ দর্শাইলে মাজিষ্ট্রেট তদ্বিষয়ের সাক্ষ্য লইবেন।

কারণ দর্শাইতে উপস্থিত হইলে কার্য্যপ্রণালীর কথা।

ঐ আজ্ঞা যুক্তিমত ও উপযুক্ত হতে মাজিষ্ট্রেট সাহেবের এমত বোধ জন্মিলে, তদ্বিষয়ের আর কোন কার্য্য গ্রহণ করা যাইবে না।

মাজিষ্ট্রেট সাহেবের তদ্রূপ বোধ না জন্মিলে ঐ আজ্ঞা চূড়ান্ত করা যাইবে।

---

* পঞ্চায়ৎ নিযুক্ত করণের প্রার্থনা করিয়াও তৎপরে ঐ জমির জন্য দেওয়ানী নালিশ করিবার সত্ত্বাধিকার। ইঃ ৭২ নিঃ ৮ ক্রীঃ ২৯১

† মিয়াদাতীতে আপত্তি দাখিল করিলে মাজিষ্ট্রেট তাহা শ্রবণ করিতে ও তৎসম্বন্ধে প্রমাণ গ্রহণ করিতে বাধ্য। ১৩ উঃ নিঃ ২৭। কোন ব্যক্তি কারণ দর্শাইবার জন্য উপস্থিত হইলে মাজিষ্ট্রেট তাহার প্রমাণ * হণ করিতে বাধ্য * বঃ লঃ রিঃ ৬৩১

১৩৮ ধারা। * মাজিষ্ট্রেট ১৩৭ ধারামতে পঞ্চায়ত নিয়োগের প্রার্থনা পাইলে,

পঞ্চায়ত নিযুক্ত করা গেলে কার্য্যপ্রণালীর কথা

(ক) অচিরাৎ পঞ্চায়ত নিযুক্ত করিবেন সেই পঞ্চায়তে পাঁচের অন্যূন বিষম-সংখ্যক ব্যক্তি থাকিবে। মাজিষ্ট্রেট ঐ পঞ্চায়তের প্রধান ব্যক্তিকে ও অবশিষ্ট লোকের অর্দ্ধাংশ মনোনীত করিবেন, অন্য অর্দ্ধাংশ প্রার্থক মনোনীত করিবেন।

(খ) যে স্থানে ও যে সময়ে উচিত বোধ করেন মাজিষ্ট্রেট উক্ত প্রধান ব্যক্তিকে ও পঞ্চায়তের মেম্বরদিগকে সেই স্থানে ও সেই সময়ে উপস্থিত হইবার নিমিত্ত সমন করিবেন, ও

(গ) যে সময় মধ্যে তাঁহাদের মত প্রকাশ করিতে হইবে সেই সময় ধার্য্য করিবেন

১৩৯ ধারা। পঞ্চায়ত কিম্বা তাহার অধিকাংশ মেম্বর যদি মাজিষ্ট্রেটের প্রস্তাবিত আজ্ঞা যুক্তিসিদ্ধ ও উপযুক্ত বিবেচনা করেন কিম্বা তাহা পরিবর্ত্তিত হওয়া উচিত বোধ করিলে যদি মাজিষ্ট্রেট সেই মত গ্রাহ্য করেন তবে মাজিষ্ট্রেট কোনরূপ পরিবর্ত্তন করা গেলে তাহা মানিয়া ঐ আজ্ঞা চূড়ান্ত করিবেন

পঞ্চায়ত মাজিষ্ট্রেটের আজ্ঞা যুক্তিযুক্ত নির্ণয় করিলে যাহা কর্ত্তব্য তাহার কথা।

স্থলান্তরে, আর কোন কার্য্যানুষ্ঠান করা যাইবে না।

* নোটিস দেওয়ার পর পঞ্চায়ত নিযুক্ত না করিয়া অন্য প্রকারে মোকদ্দমা নিষ্পত্তি করা যাইতে পারে না। * ক্রঃ রুঃ রিঃ ৫০৯। এক জন পঞ্চায়ৎ অনুপস্থিত থাকিলে প্রধান ব্যক্তি অন্যকে তৎপরিবর্ত্তে নিযুক্ত করিতে অপারগ। ১০ ক্রঃ রুঃ রিঃ ১৯৩ পঞ্চায়ৎ এই মাত্র বিচার করিবে যে মাজিষ্ট্রেটের হুকুম উপযুক্ত কি না ও দাবীকৃত স্থানে রাস্তার স্বত্ব আছে কি না। ২১ উঃ রিঃ ৬৪ মাজিষ্ট্রেট তাহার স্বীয় বিবেচনানুসারে পঞ্চায়ৎ নিযুক্ত করিবেন কোন পক্ষের অনুরোধানুসারে করিলে তাহা অবৈধ ২১ উঃ রিঃ ৪১ পক্ষগণ * তাহাদের সাক্ষিগণকে পঞ্চায়ৎ নিযুক্ত করা অবৈধ। ২২ উঃ রিঃ ৪ পঞ্চায়ৎ নিয়মিত সময় মধ্যে রিপোর্ট না দেওয়া বলিয়া নূতন পঞ্চায়ৎ নিযুক্ত হইতে পারে না। ২১ উঃ রিঃ ৫৪। বিশেষ কারণ থাকিলে মাজিষ্ট্রেট, পঞ্চায়তের অভিমত রহিত করিতে পারেন। ২৩ উঃ রিঃ ১৫ পঞ্চায়তের স্বীয় জ্ঞান ও বুদ্ধি অনুসারে কার্য্য না করিলে তাহা রহিত হইবে। ২৫উঃ রিঃ ৫ পঞ্চায়তের অভিমত অপরিষ্কার থাকিলে মাজিষ্ট্রেট তাহা পরিষ্কার করিয়া লইতে পারেন। ১২ উঃ রিঃ ২৮

১৪০ ধারা। ১৩৬ কি ১৩৭ কি ১৩৮ ধারামতে কোন আজ্ঞা চূড়ান্ত করা গেলে, যাহার বিরুদ্ধে আজ্ঞা করা গিয়াছিল মাজিষ্ট্রেট সেই ব্যক্তিকে ইহার নোটিস দিবেন এবং নোটিসের নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে তাহাকে ঐ আজ্ঞামত কার্য্য করিতে আদেশ দিবেন ও তাহাকে জানাইবেন যে আজ্ঞা অমান্য করা গেলে ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির ১৮৮ ধারার বিধানমতে তাহার দণ্ড হইতে পারিবে।

আজ্ঞা চূড়ান্ত করা গেলে কার্য্যপ্রণালীর কথা।

নির্দিষ্ট সময় মধ্যে উক্ত কার্য্য করা না গেলে মাজিষ্ট্রেট ঐ কার্য্য করাইতে পারিবেন ও তাঁহার আজ্ঞাক্রমে যে ঘর কি মাল কি অন্য সম্পত্তি স্থানান্তর করা যায় তাহা বিক্রয় করিয়া কিম্বা পূর্ব্বোক্ত ব্যক্তির অস্থাবর যে সম্পত্তি তাঁহার বিচারাধীন স্থানের মধ্যে কি বাহিরে থাকে তাহা ক্রোক ও বিক্রয় করিয়া ঐ কার্য্য করিবার খরচের টাকা আদায় করিতে পারিবেন ঐ সম্পত্তি তাঁহার বিচারাধীন স্থানের বাহিরে থাকিলে, যে মাজিষ্ট্রেটের বিচারাধীন স্থানে ঐ দ্রব্য ক্রোক করা যাইবে তিনি ঐ আজ্ঞাপত্রের পৃষ্ঠে লিখিয়া দিলে তাহা ক্রোক ও নীলাম হইবে ঐ আজ্ঞাপত্রে এই মর্ম্মের অনুমতি থাকিবে।

আজ্ঞা অমান্য করা গেলে ফলের কথা।

এই ধারাবলে সরলমনে যে কোন ক্রিয়া করা যায় তৎসম্বন্ধে কোন মোকদ্দমা হইতে পারিবে না।

১৪১ ধারা। প্রার্থক যদি অভিপ্রায় করিয়া কি প্রকারান্তরে পঞ্চায়তের নিযুক্ত হওয়া নিবারণ করে, কিম্বা যে পঞ্চায়ত নিযুক্ত হন তাঁহারা যদি কোন কারণে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কিম্বা মাজিষ্ট্রেট স্বীয় বিবেচনামতে আর যে সময় দেন তন্মধ্যে আপনাদের মীমাংসা না দেন, তবে মাজিষ্ট্রেট যে আজ্ঞা উচিত বোধ করেন করিতে পারিবেন। সেই আজ্ঞা ১৪০ ধারার বিধানমতে প্রবল করা যাইবে।

পঞ্চায়ৎ নিযুক্ত না করা গেলে কি তাহারা মত প্রকাশ না করিলে, কার্য্যপ্রণালীর কথা।

১৪২ ধারা। সাধারণ লোকের আসন্ন সঙ্কট [illegible] গুরুতর হানি নিবারণের জন্যে অগৌণে কোন কার্য্য করা আবশ্যক, যে মাজিষ্ট্রেট ১৩৬ ধারামতে আজ্ঞা করেন তাঁহার

অনুসন্ধান কার্য্য চলন কালে আজ্ঞার কথা।

এইরূপ বিবেচনা হইলে চৌকীদার নিযুক্ত করিতে হইলে বা নিযুক্ত করা গেলে বা না গেলেও ঐ মকদ্দমা কি হানি না হইবার জন্যে কি তন্নি-বারণার্থে নিষেধসূচক স্থায়ী আজ্ঞা করা যাইবার যোগ্য যে ব্যক্তিকে আজ্ঞা দেওয়া গেল তাহাকে মাজিষ্ট্রেট নিষেধসূচক স্থায়ী আজ্ঞা দিতে পারিবেন

সেই আজ্ঞাক্রমে যে ব্যক্তির কার্য্য করা আবশ্যক যদি উক্ত ব্যক্তি তৎ-কালেই তাহা না করে, তবে ঐ মকদ্দমা না হইবার নিমিত্তে কিম্বা ঐ হানি নিবারণার্থে যে কার্য্য আবশ্যক হয় মাজিষ্ট্রেট আপনি তাহা করিবেন কি করাইবেন

এই ধারাক্রমে মাজিষ্ট্রেট সরল মনে যে কোন কার্য্য করেন তৎসম্বন্ধে কোন মোকদ্দমা হইতে পারিবে না

সাধারণের অনিষ্টজনক কার্য্য পুনর্ব্বার না হইবার ও না চলিবার আজ্ঞা করিতে মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতার কথা।

১৪৩ ধারা ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধিতে কিম্বা কোন বিশেষ কি স্থানীয় আইনে সাধারণের অনিষ্টজনক বলিয়া যে বিষয় নির্দ্দিষ্ট থাকে কোন ব্যক্তি অনিষ্টজনক সেই কার্য্য পুনশ্চ না করে বা করিতে না থাকে জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেব কিম্বা মহকুমার মাজিষ্ট্রেট সাহেব কিম্বা স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট কি জিলার মাজিষ্ট্রেট হইতে বিশেষমতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন মাজিষ্ট্রেট তাহাকে এমত নিষেধ করিতে পারিবেন

১১ একাদশ অধ্যায়।

আবশ্যক স্থলে কিয়ৎকালীন আজ্ঞা বিষয়ক বিধি।

অনিষ্টজনক বিষয়ঘটিত আবশ্যক স্থলে একবারে চূড়ান্ত আজ্ঞা করিবার ক্ষমতার কথা।

১৪৪ ধারা * জিলার মাজিষ্ট্রেটের কি মহকুমার মাজিষ্ট্রেটের কি স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট কি জিলার মাজিষ্ট্রেট হইতে এই ধারাক্রমে কর্ম্ম করিতে বিশেষ ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য কোন মাজিষ্ট্রেটের মতে যে স্থলে আপ-দের অবিলম্বে নিবারণ বা ত্বরায় প্রতিবিধান করা প্রয়োজন,

---

* হাঙ্গামা নিবারণার্থে কোন নির্দ্দিষ্ট স্থানে নির্দ্দিষ্ট দিবসে হাট না করা সম্বন্ধে মাজিষ্ট্রেট আদেশ করিতে পারেন। ১৮ উঃ রিঃ ৪১। হাটের স্থান পরিবর্ত্তন করার হুকুম দেওয়া

উক্ত ম্যাজিষ্ট্রেট যদি বিবেচনা করেন যে তিনি আজ্ঞা করিলে বৈধমতে কর্ম্মকারী কোন ব্যক্তির বাধা কি ক্লেশ বা অপকার বা তাহা হইবার আশঙ্কা বা মনুষ্যের প্রাণের বা স্বাস্থ্যের বা নিরাপদের বিঘ্ন বা দাঙ্গা বা হাঙ্গামা নিবারণ হইবার সম্ভাবনা কিম্বা নিবারণের প্রবৃত্তি জন্মিতে পারে, তাহা হইলে তিনি তদ্বিষয়ের প্রয়োজনীয় বৃত্তান্তগুলি বর্ণনা করিয়া লিখিতে আজ্ঞা দিবেন ■ তাহা ১৩৪ ধারার বিধানমতে জারী করাইয়া কোন

অবৈধ ই০ ঘাঃ রিঃ ■ ক০ী। উপযুক্ত কারণ সত্ত্বে ম্যাজিষ্ট্রেট হাট বন্ধ করিলে হাইকোর্ট তৎপ্রতি হস্তক্ষেপ করেন না। ৭০ উঃ রিঃ ৫২। কেবল মাত্র পোলীস রিপোর্টের প্রতি নির্ভর করিয়া হাট বন্ধ করা অবৈধ। ২১ উঃ রিঃ ২৬। এই ধারানুসারে ব্যক্তি বিশেষের প্রতি আদেশ হইতে পারে কিন্তু কোন ব্যক্তির নাম উল্লেখ না করিয়া সাধারণের প্রতি আদেশ হইতে পারে না। ১২ ডঃ রিঃ ৩। খাজানা আদায় করা সম্বন্ধে বিরোধ আছে বলিয়া কোন ম্যাজিষ্ট্রেট এরূপ আদেশ দিতে পারেন না যে উপযুক্ত আদালত কর্ত্তৃক স্বত্ব মীমাংসা না হওয়া পর্য্যন্ত কেহই খাজানা আদায় করিতে ■ দিবেন ৮ কঃ লঃ রিঃ ২৩১। এই ধারার কার্য্য বিচার-ঘটিত কার্য্য নহে কিন্তু আদেশ প্রতিপালন না করা হেতু দণ্ড হইলে ঐ আদেশ আইন সঙ্গত কি না তাহা উচ্চতর আদালত দৃষ্টি করিতে পারেন। ইঃ লঃ রিঃ ৬ কলী ৮৮। আইনানুসারে এই ধারার প্রদত্ত ক্ষমতার প্রতি হাইকোর্ট হস্তক্ষেপণ করিতে পারেন না কারণ ইহা বিচার-ঘটিত কার্য্য নহে ইঃ লঃ রিঃ ২ কলী ২৮৩। সাধারণের রাস্তায় বাধা দেওয়া হেতু কোন ব্যক্তির ক্ষতি হইলে সে ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট এই ধারানুসারে মোকদ্দমা উপস্থিত না করিয়া দেওয়ানী আদালতে নালিশ করিতে সক্ষম ইঃ লঃ রিঃ ৩ কলী ২০। লোকের স্বাস্থ্যের হানি বা প্রাণনষ্ট বা হাঙ্গামা হওয়ার আশঙ্কা না হইলে এই ধারানুসারে হুকুম হইতে পারে না ২৭ উঃ রিঃ ৭৪। এই ধারানুসারে নিষেধ-আজ্ঞা প্রচার করার পূর্ব্বে ঐ আজ্ঞা প্রচার না করিলে শান্তিভঙ্গ হওয়ার সম্ভব কি না তাহা ম্যাজিষ্ট্রেটের দেখিতে হইবে। ২৪ উঃ রিঃ ৭০। যে বাধা দ্বারা শান্তিভঙ্গের সম্ভাবনা হয় ঐ বাধা কোন ব্যক্তির আইনতঃ স্বত্ব পালন করিতে ঘটনা হইয়াছে কি না তাহার এবং এই আবেদনের অন্য বিধানানুসারে উক্ত শান্তিভঙ্গ নিবারণের আদেশ করিবার বিচার জন্য যে সময় আবশ্যক হয় সেই পর্য্যন্ত এই ধারানুসারে নিষেধ আজ্ঞা ম্যাজিষ্ট্রেট প্রচার করিতে পারেন। ইঃ লঃ রিঃ ৫ কলী ১৩৬। বিশেষ ক্ষতি প্রমাণ না করিতে পারিলে সাধারণ চলাচলের পথ বন্ধ হেতু দেওয়ানী আদালতে নালিশ হইতে পারে না। ইঃ লঃ রিঃ ১ আলা ২৪৯।

কোন হাট হইতে খাজানা আদায় না করা সম্বন্ধে এই ধারানুসারে হুকুম হইতে পারে না ২৩ উঃ রিঃ ৫১।

ব্যক্তিকে কোন কর্ম্ম না করিতে অথবা তাহার অধিকারগত কি কর্তৃত্বাধীন কোন দ্রব্যাদি কোন নিয়মমতে রাখিতে আজ্ঞা দিতে পারিবেন।

অত্যাবশ্যক স্থলে যে স্থলের ভাবগতিক বিবেচনায় যাহার বিরুদ্ধে আজ্ঞা করা যায় তাহাকে নোটিস দিবার অবকাশ না হয় এমত স্থলে কেবল এক পক্ষের কথা শুনিয়া আজ্ঞা করা যাইতে পারিবে।

এই ধারামতে বিশেষ ব্যক্তির নামে আজ্ঞা লিখিয়া দেওয়া যাইতে পারিবে কিম্বা সাধারণ লোকে কোন বিশেষ স্থানে নিয়ত গমনাগমন করিলে তাহাদের নামে সাধারণ আজ্ঞা দেওয়া যাইতে পারিবে।

কোন ম্যাজিষ্ট্রেট কিম্বা তাহার অধীন কোন ম্যাজিষ্ট্রেট বা তাঁহার পূর্ব্বে সেই পদধারী এই ধারামতে যে আজ্ঞা করেন তিনি তাহা রহিত কি পরিবর্ত্তিত করিতে পারিবেন।

লোকের প্রাণের, স্বাস্থ্যের বা স্বচ্ছন্দতার হানি হইবার আশঙ্কা কিম্বা দাঙ্গা কি হাঙ্গামা হইবার সম্ভাবনা হওয়াতে স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট রাজকীয় গেজেটে জ্ঞাপনপত্র প্রকাশ করিয়া প্রকারান্তরের আজ্ঞা না দিলে, এই ধারামতে যে কোন আজ্ঞা করা যায় তাহা আজ্ঞার তারিখ অবধি দুই মাসের অধিককাল বলবৎ থাকিবে না।

---

১২ দ্বাদশ অধ্যায়।

স্থাবর সম্পত্তি সম্বন্ধীয় বিবাদ বিষয়ক বিধি

ভূম্যাদিবিষয়ক কোন বিবাদে শান্তিভঙ্গের সম্ভাবনা হইলে কার্য্য প্রণালী।

১৪৫ ধারা।* জিলার ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব কিম্বা মহকুমার ম্যাজিষ্ট্রেট কি প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেট আপন বিচারাধীন স্থানের অন্তর্গত কোন ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য স্থাবর সম্পত্তি কি তাহার সীমা লইয়া বিবাদ হইতেছে তৎপ্রযুক্ত শান্তিভঙ্গ হইবার সম্ভাবনা পোলীসের রিপোর্ট কি অন্য সংবাদ পাইয়া ইহা স্ববোধমতে জানিলে, আপন স্ববোধমতে

---

* বিরোধকারী পক্ষগণকে উপস্থিত হইবার জন্য কেবল ভিন্ন স্থানবাসী জমীদারের স্থানীয় কার্য্যকারকের প্রতি জারী করিলে যথেষ্ট হইবে না ১৭ উঃ রিঃ ৮। বিবাদীয় সম্পত্তির সকল শরীককে* নোটিস দেওয়া অনাবশ্যক। যাহারা বিবাদে লিপ্ত থাকে তাহাদিগকে দিতে হইবে। ১৮ উঃ রিঃ ৫৪। সাধারণ এস্তাহার না দিয়া লোকের নাম উল্লেখ করিয়া

তদ্রূপ জ্ঞান থাকার হেতুক স্বত্বকারী লিখিয়া ঐ বিবাদে যাহারা লিপ্ত থাকে সেই সকল ব্যক্তিকে আপনার আদালতে নিরূপিত সময়ের মধ্যে স্বয়ং কি উকীলের দ্বারা উপস্থিত হইয়া ঐ বিবাদীয় ভূম্যাদির প্রকৃত দখল বিষয়ে আপনং দাওয়ার বৃত্তান্ত লিখিয়া অর্পণ করিতে আজ্ঞা করিবেন।

নোটিস দিতে হইবে। ইঃ ল রিঃ ■ কলি ৬৫০। প্রমাণ ব্যতীত স্থানীয় তদন্ত ■ পক্ষগণের বর্ণনার প্রতি নির্ভর করিয়া দখল মীমাংসা করা অবৈধ ১৬ উঃ রিঃ ১৩ ৩ বং লং রিঃ ১৩৪ যে প্রমাণ গ্রহণ করা হয় তৎপ্রতি নির্ভর করিয়া দখল সাব্যস্ত করিতে হইবে ৩ বং লং রিঃ ১৩৪ স্থানীয় তদন্ত দ্বারা কেবল মাত্র বিবাদীয় ভূমির অবস্থা দৃষ্ট হইতে পারে। ৩ বং লং রিঃ ১৩৪। শান্তিভঙ্গের সম্ভাবনা থাকার সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া যে প্রণালীতে আদেশ লিখিতে হইবে তাহার বিধান। ১১ উঃ রিঃ ১০ শান্তিভঙ্গের সম্ভাবনা থাকা সম্বন্ধে স্বত্বধারী লিপিবদ্ধ না করিয়া দখলের বিচার করা অবৈধ। ৯ উঃ রিঃ ৭৪। ৩ বং লং রিঃ ৭৬। শান্তিভঙ্গের সম্ভাবনা থাকিলে এই ধারানুসারে কার্য্য হইতে পারে। ২৪ উঃ রিঃ ৩৭। ইঃ লং রিঃ ■ কলি ৬৫০ ■ বং লং রিঃ ৪৮৩ ইঃ লং রিঃ ৬ কলি ৮৩৫

১৮৭৬ সালের । আইনানুসারে দখলের হুকুম এই ধারানুসারে রহিত হইতে পারে না। ইঃ লং রিঃ ৬ কলি ৮৩৫। বর্ত্তমান সময়ে শান্তিভঙ্গের সম্ভাবনা না থাকিলে ভবিষ্যতে কোন সময়ে শান্তিভঙ্গ ঘটনা হইতে পারে বলিয়া এই ধারানুসারে কার্য্য হইবে না ১ বং লং রিঃ ৩৫২ ইঃ লং রিঃ ৭ কলি ৩৮৫ এজমালী সম্পত্তি সম্বন্ধে অংশীদারগণের মধ্যে বিরোধ থাকিলে এই ধারানুসারে কার্য্য চলিতে পারে না। ১৭ উঃ রিঃ ৩৩ ১৮ উঃ রিঃ ৩৬, ২৫ উঃ রিঃ ২। ইঃ লং রিঃ ৩ কলি ৫১৩ কিন্তু পক্ষগণ এজমালী সম্পত্তি স্বীকার না করিলে এই ধারানুসারে কার্য্য চলিতে পারে। ২৫ উঃ রিঃ ১৬। বিরোধ আরম্ভের সময় বিবাদীয় ভূমি কোন্ ব্যক্তির দখলে ছিল তাহাই মাত্র এই ধারানুসারে বিচার্য্য। মাজিষ্ট্রেটের চূড়ান্ত হুকুমের সময় কাহার দখল তাহা দেখা অনাবশ্যক। ২০ উঃ রিঃ ৫১ ২১ উঃ রিঃ ২। ২৫ উঃ রিঃ ১৩ ১ বং লং রিঃ ১৩৩ বিরোধের পূর্ব্বে কোন্ পক্ষের দখল ছিল তাহা দৃষ্টি করিতে হইবে ইঃ লং রিঃ ■ কলি ৫১৭। "প্রকৃত দখল" এই শব্দ দ্বারা কর্ম্মচারী দ্বারা দখল ও ভূমির আবাদকারী প্রজাগণ হইতে খাজানা প্রাপ্তে দখল থাকা বুঝিতে হইবে ১৮ উঃ রিঃ ১১। ২১ উঃ রিঃ ৫৫। ২৫ উঃ রিঃ ১৮ ৫ বং লং রিঃ ২৮৭। বিস্তীর্ণভূমি খণ্ড সম্বন্ধে মোকদ্দমা হইলে তাহার পৃথক ২ অংশে কোন্ পক্ষের দখল তাহা সাব্যস্ত করিতে হইবে। ২১ উঃ রিঃ ৫৫ ক ও খ নামক দুই গ্রামের লোক মধ্যে ১০৯ বঙ্গ জমী সম্বন্ধে এই ধারানুসারে মোকদ্দমা হয়। মাজিষ্ট্রেট তন্মধ্যে ১২ বঙ্গ জমী সম্বন্ধে প্রমাণ গ্রহণ করিয়া ১০৯ বঙ্গই খ গ্রামবাসীদের দখলে থাকার আদেশ করেন ১০৯ বঙ্গ জমীর এবম্প্রকার অবস্থা থাকায় ঐ হুকুম বৈধ। ১০ বং লং রিঃ ৫২৩। মধ্যবর্ত্তী প্রজা হইতে খাজানা প্রাপ্ত হওয়া সম্বন্ধে

উক্ত মাজিষ্ট্রেট দখল করিবার স্বত্ব বিষয়ে কোন ব্যক্তির দাওয়ার দোষ গুণের প্রতি দৃষ্টি না করিয়া উভয়ের অর্পিত বৃত্তান্ত পড়িয়া দেখিবেন, উভয় পক্ষের কথা শুনিবেন, তাঁহারা যে সাক্ষ্য উপস্থিত করেন তাহা গ্রহণ করিবেন, ঐ সাক্ষ্যের বলাবল বিবেচনা করিবেন আর সাক্ষ্য লওয়া আবশ্যক বোধ হইলে তাহা লইবেন ও তদনন্তর বিবাদীয় বিষয় কোন পক্ষের দখলে আছে কি না ও থাকিলে কাহার দখলে আছে এই কথার নিষ্পত্তি করিবেন।

দখলে থাকিবার অনুসন্ধান করণ।

বিবাদীয় সম্পত্তি এক পক্ষের দখলে আছে ঐ মাজিষ্ট্রেট এরূপ নিষ্পত্তি করিলে, আইনের নিয়মিত ধারামতে সেই ব্যক্তিকে যতকাল বেদখল না করা যায়, ততকাল ঐ বিষয় তাহার দখলে থাকিবে ও ততকাল তাহার দখলের কোন ব্যাঘাত না হয় এমত আজ্ঞা করিবেন।

যে পক্ষের দখলে থাকে যাবৎ আইনমতে বেদখল না হয় তাহার দখলে থাকিবার কথা।

যে কোন পক্ষের প্রতি উক্তরূপে উপস্থিত হইবার আজ্ঞা হয়, এই ধারায় কোন কথায় তাঁহার পূর্ব্বোক্ত বিবাদ নাই বা ছিল না ইহা দেখাইবার বাধা হইবে না; এবং এরূপ স্থলে মাজিষ্ট্রেট উক্ত আজ্ঞা রহিত করিয়া তৎসংক্রান্ত অন্যান্য সমুদয় কার্য্যানুষ্ঠান স্থগিত করিবেন

দুই জমীদারের মধ্যে বিরোধ থাকিলে এই ধারানুসারে বিচার চলিবে না। উঃ দঃ রিঃ ৩ কলি ৩২০। যাটওয়ার কার্য্যে প্রিভিকে অধীন যে দখল দেয় তাহা এই ধারায় লিখিত দখল গণ্য নহে। উঃ দঃ রিঃ ৫ কলি ৩১৮ এক পক্ষের দখল স্বীকার করিয়া অপর পক্ষকে ভূমি আবাদ করিবার অনুমতি দেওয়া অবৈধ। ১ কঃ দঃ রিঃ ১৩৯। ১৮ উঃ রিঃ ২৭। ১৮৬০ সালের ২৭ আইনানুসারে সার্টিফিকেট অনুযায়ী মৃত ব্যক্তির ষ্টেটের দেনা ও পাওনা আদায় হইতে পারে কিন্তু এই ধারার মোকদ্দমায় তাহা দখলের প্রমাণ গণ্য হইবে না। ১৮ উঃ রিঃ ৩৫। এই ধারার মোকদ্দমায় দখল সম্বন্ধে বিচার করিতে হইবে। স্বত্বের বিচার করা অনাবশ্যক। উঃ দঃ রিঃ ৭ কলি ৪৬। বিবাদীয় ভূমি সম্বন্ধে দেওয়ানী আদালতের ডিক্রি থাকিলে ঐ ডিক্রির পক্ষগণ মধ্যে এই ধারানুসারে মোকদ্দমা স্থাপন হইতে পারে না। ১৬ উঃ রিঃ ২৫। ২৪ উঃ রিঃ ১১। [illegible] কঃ দঃ রিঃ ২০০। ৬ কঃ দঃ রিঃ ২০৬ [illegible] কঃ দঃ রিঃ ৫১৬

১৪৬ ধারা।* বিবাদীয় বিষয় তৎকালে উক্ত ব্যক্তিদের মধ্যে কাহারও দখলে নাই ঐ মাজিষ্ট্রেট ইহা নির্দ্ধার্য্য করিলে কিম্বা কাহার দখলে আছে সেই কথা সন্তোষমতে নিশ্চয় করিতে না পারিলে, ঐ ব্যক্তিদের অধিকার কিম্বা ঐ বিষয় কাহার দখলে থাকা উচিত এই কথা যতকাল উপযুক্ত ক্ষমতাপন্ন দেওয়ানী আদালতে নিষ্পত্তি না করা যায় ততকাল তিনি ঐ বিষয় ক্রোক করিয়া রাখিতে পারিবেন।

বিবাদীয় বিষয় ক্রোক করিবার ক্ষমতার কথা

১৪৭ ধারা।† কোন ইমারৎ গাছ স্থাবর সম্পত্তির মধ্যে কি উপরে কোন কার্য্য করিবার কি তাহা ব্যবহার করিবার স্বত্ব লইয়া স্বীয় বিচারাধীন স্থানে বিবাদ আছে ও তাহাতে শান্তিভঙ্গ হইবার সম্ভাবনা, ঐরূপ কোন মাজিষ্ট্রেট সন্তোষমতে এই কথা জানিলে, ইহার অনুসন্ধান লইতে পারিবেন। যে ব্যক্তি সেই কার্য্যে আপত্তি করে অথবা তাহা করিবার দাওয়া করে, সে সেই কার্য্য নিবারণ করিতে কি, স্থল বিশেষে, তাহা করিতে স্বত্ববান উপযুক্ত ক্ষমতাপন্ন দেওয়ানী আদালতের এইরূপ নিষ্পত্তি যতকাল না হয় ততকাল ঐ স্বত্ব কাহারও আছে বলিয়া মাজিষ্ট্রেট সাহেবের বোধ হইলে ঐ মাজিষ্ট্রেট উক্ত কার্য্য করিতে অনুমতি দিতে কিম্বা স্থলবিশেষে তাহা না করিবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন

স্বত্ব ভোগস্বত্ব প্রভৃতি বিষয়ের বিবাদের কথা।

* ক্রোক করিবার পূর্ব্বে পক্ষগণের সাক্ষ্য লইয়া দখল সম্বন্ধে প্রমাণ লওয়া আবশ্যক। ১৮ উঃ রিঃ ৪। বিবাদকারিদের মধ্যে বিবাদীয় ভূমি কোন্ পক্ষের দখলে তাহা নির্ণয় করিতে অক্ষম হইলে যদি তৃতীয় ব্যক্তি দখলের দাবী করে ও তাহা সাব্যস্ত হয় তবে ক্রোক করা অবৈধ। ২৪ উঃ রিঃ ৯০। কোন সম্পত্তি সম্বন্ধে একবার ক্রোক রহিত হইলে পুনরায় নূতন মোকদ্দমা স্থাপন না করিয়া তাহা ক্রোক হইতে পারে না। ২৩ উ. রিঃ ৬৮। প্রমাণ গ্রহণান্তে বিবাদীয় সম্পত্তি কোন্ পক্ষের দখলে তাহা মাজিষ্ট্রেট নির্ণয় করিতে অক্ষম হইলে এই ধারানুসারে ক্রোক হইতে পারে কিন্তু প্রমাণ গ্রহণ না করিয়া ঐ হুকুম দেওয়া অবৈধ। ১ কঃ লঃ রিঃ ৮৬। পক্ষগণের দাখিলি প্রমাণের দোষগুণ বিবেচনা না করিয়া মাজিষ্ট্রেটের সন্দেহ মূলে ক্রোক হইতে পারে না। ১ কঃ ল. রি° ২৩।

† সাধারণের চলাচলের রাস্তা কি না তাহা এই ধারানুসারে বিচার করিতে হইবে। ইঃ লঃ রিঃ [illegible] কলি ৮৭৫। সাধারণের চলাচলের রাস্তা না হইলে তাহা মুক্ত হইবার হুকুম হইতে পারে না। ইঃ লঃ রিঃ ৫ কলি ১৯২।

কিন্তু যদি তদ্রূপ কার্য্য করিবার অধিকারমতে বার মাসই কার্য্য হইতে পারে, তবে সেই অনুসন্ধানের অনুষ্ঠান হইবার তারিখের পূর্ব্বে তিন মাসের মধ্যে ঐ অধিকারক্রমে কার্য্য না হইয়া থাকিলে অথবা যদি বৎসরের কাল-বিশেষে অধিকারমতে কার্য্য হইয়া থাকে তবে নালিশ হইবার পূর্ব্বে সেই কালে ঐ অধিকারক্রমে কার্য্য না হইলে, মাজিষ্ট্রেট এই ধারামত কোন কার্য্য করিবার অনুমতিসূচক কোন আজ্ঞা করিবেন না।

স্থানীয় তদন্ত লইবার কথা।

১৪৮ ধারা।* এই অধ্যায়ের কার্য্য পক্ষে স্থানীয় তদন্ত লওয়া আবশ্যক হইলে, কোন জিলার কি মহকুমার মাজিষ্ট্রেট আপনার অধীন কোন মাজিষ্ট্রেটকে ঐ তদন্ত লইবার জন্যে পাঠাইতে পারিবেন, ও তাঁহার কার্য্যপদ্ধতি দর্শাইবার জন্যে তৎকালীন প্রচলিত যে আইনমতে যে উপদেশ সঙ্গত হয় তাঁহাকে সেই উপদেশ লিখিয়া দিতে পারিবেন ও সেই তদন্ত লইবার সমস্ত খরচ কিম্বা তাহার কোন অংশ কাহার দিতে হইবে ইহা নির্ণয় করিতে পারিবেন

যে ব্যক্তিকে ঐরূপে পাঠান যায়, তাঁহার রিপোর্ট মোকদ্দমায় সাক্ষ্য-স্বরূপ পঠিত হইতে পারিবে

খরচা বিষয়ে আজ্ঞার কথা।

এই অধ্যায়মত কার্য্যানুষ্ঠানের কোন পক্ষ সাক্ষীর বা উকীলের ফী বা ঐ উভয় বলিয়া কোন খরচ করিলে, যে মাজিষ্ট্রেট ১৪৫, ১৪৬ বা ১৪৭ ধারামতে নিষ্পত্তি করেন, তিনি কে ঐ খরচ দিবে, উক্ত কার্য্যানুষ্ঠানের ঐ পক্ষ বা অন্য কোন পক্ষ, এবং সমস্ত বা কি অংশ বা পরিমাণ দিবে, এই বিষয়ে আজ্ঞা করিতে পারিবেন। ঐরূপে যে খরচ দিবার আজ্ঞা হয়, তাহা অর্থদণ্ডের ন্যায় আদায় করা যাইতে পারিবে।

---

* স্থানীয় তদন্ত মাজিষ্ট্রেট ব্যতীত কানুনগু দ্বারা হইতে পারে না। ৭ বং লঃ রিঃ ৩৫২

এই অধ্যায়ের কার্য্য পক্ষে স্থানীয় তদন্তের ফল পক্ষগণ জ্ঞাত ও তদ্বিরুদ্ধে প্রমাণ দিতে সক্ষম। ২১ উঃ রিঃ ২৫।

১৩ ত্রয়োদশ অধ্যায়।

পোলীসের নিবারণাত্মক কার্য্য বিষয়ক বিধি।

ধর্ত্তব্য অপরাধ পোলীসের নিবারণ করিতে হইবার কথা।

১৪৯ ধারা।* পোলীসের প্রত্যেক কর্ম্মকারক ধর্ত্তব্য অপরাধ নিবারণ করণার্থে হস্তক্ষেপ করিতে পারিবেন এবং যথাসাধ্য তাহা নিবারণ করিবেন

ঐ অপরাধ করিবার কল্পনার সম্বাদ পাইলে তাহা কথন

১৫০ ধারা। পোলীসের কোন কর্ম্মকারক ধর্ত্তব্য কোন অপরাধ করিবার কল্পনার কথা অবগত হইলে, তিনি পোলীসের যে কর্ম্মকারকের অধীন থাকেন তাঁহাকেও অন্য যে কর্ম্মকারকের তদ্রূপ অপরাধ নিবারণ কিম্বা তাহার অনুসন্ধান করা কর্ত্তব্য তাঁহাকে সেই কথা জ্ঞাত করিবেন।

ঐ অপরাধ নিবারণার্থে ধৃত করিবার কথা।

১৫১ ধারা। পোলীসের কোন কর্ম্মকারক ধর্ত্তব্য কোন অপরাধের কল্পনার কথা অবগত হইলে যদি সেই কল্পনাকারী ব্যক্তিকে ধৃত না করিলে ঐ অপরাধ নিবারণ হইতে পারে না বলিয়া তাঁহার বোধ হয়, তবে ঐ কর্ম্মকারক মাজিষ্ট্রেটের আজ্ঞা ও ওয়ারণ্ট বিনা ঐ কল্পনাকারী ব্যক্তিকে ধৃত করিতে পারিবেন।

রাজকীয় সম্পত্তির হানি নিবারণের কথা।

১৫২ ধারা। পোলীসের কর্ম্মকারকের দৃষ্টি গোচরে রাজকীয় কোন স্থাবর কি অস্থাবর সম্পত্তির কোন হানি করিবার উদ্যোগ করা গেলে, ঐ কর্ম্মকারক তাহা নিবারণার্থে, কিম্বা রাজকীয় কোন ভূমির চিহ্ন কি বয়া কি নৌকাদির পথ দর্শাইবার অন্য চিহ্ন স্থানান্তর করা কি তাহার হানি করা নিবারণার্থে, স্বীয় ক্ষমতাক্রমে প্রতিবন্ধক হইতে পারিবেন।

---

*১৮৭৮ সালের ৭ আইন অর্থাৎ আবকারী সম্বন্ধীয় আইনের ৫৩, ৫৫, ৫৭, ৫৮, ৬০, ৬১, ও ৬৪ ধারার লিখিত অপরাধ ধর্ত্তব্য এবং ঐ আইনের ৫৪, ৫৬, ৫৯, ৬৫, ৬৭, ৬৮, ৬৯, ৭০ ও ৭১ ধারার লিখিত অপরাধ অধর্ত্তব্য কিন্তু কালেক্টর সাহেবের নিকট অধর্ত্তব্য অপরাধ ঘটনা হওয়ার সংবাদ পোলীস দিতে বাধ্য। ১৮৮০ সালের মেমো নং ৩৩৬২। ১৮৭৮ সালের ১১ আইন অর্থাৎ অস্ত্রাদি সম্বন্ধীয় আইনের ১১ ধারার লিখিত অপরাধ ধর্ত্তব্য। ১৮৮১ সালের ২৫ ফেব্রুয়ারির পোলীস গেজেট দেখ। ১৮৬৭ সালের ৩ আইন অর্থাৎ জুয়াখেলা সম্বন্ধীয় আইনের ১১ ধারার লিখিত অপরাধ ধর্ত্তব্য।

১৫৩ ধারা। কোন স্থানে অপপ্রযুক্ত কোন বাটখারা কি মাপিবার গজ কাঠা পালি প্রভৃতি আছে পোলীস থানার অধ্যক্ষের ইহা জানিবার কারণ থাকিলে, তিনি বিনা ওয়ারান্টে আপন থানার এলাকার অন্তর্গত ঐ স্থানে ব্যবহৃত কি রক্ষিত সেই বাটখারা কি মাপিবার গজ কাঠা পালি প্রভৃতি দৃষ্টি করিবার কিম্বা অন্বেষণ করিবার জন্যে ঐ স্থানে প্রবেশ করিতে পারিবেন।

বাটখারা ও মাপিবার দ্রব্যাদি দৃষ্টি করিবার ক্ষমতা।

সেই স্থানে অপপ্রযুক্ত কোন বাটখারা কি মাপিবার গজ কাঠা পালি প্রভৃতি পাইলে তিনি তাহা লইয়া যে মাজিষ্ট্রেটের বিচারাধিপত্য থাকে তাঁহাকে অগৌণে আপনার ঐ দ্রব্য ধরিবার সম্বাদ দিবেন।

পঞ্চম খণ্ড।

পোলীসে সংবাদ দিবার ও তাহাদের অনুসন্ধান করিবার ক্ষমতার বিধি

---

১৪ চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

১৫৪ ধারা। * পোলীস থানার অধ্যক্ষের নিকট ধর্ত্তব্য অপরাধ হইবার যে সংবাদ বাচনিক দেওয়া যায় তাহা তৎকর্ত্তৃক বা তাঁহার আদেশমতে লিখিয়া লওয়া যাইবে ও সংবাদদাতাকে পড়িয়া শুনান যাইবে; ও ঐ সংবাদ লিখিয়াই দেওয়া হউক বা পূর্ব্বোক্তমতে লিখিয়াই লওয়া হউক যে ব্যক্তি সংবাদ দেন তিনি তাহাতে স্বাক্ষর করিবেন। পোলীসের ঐ কার্য্যকারকের নিকট এক খান বহী থাকিবে, তন্মধ্যে স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট যে পাঠ নির্দ্দিষ্ট করেন সেই পাঠে ঐ সংবাদের মর্ম্ম লেখা যাইবে।

ধর্ত্তব্য মোকদ্দমায় সংবাদ দিবার কথা

---

* সম্পত্তি চুরী গিয়াছে বলিয়া পোলীস থানায় রিপোর্ট করা গেলে অপহৃত সম্পত্তির তালিকায় নালিশকারীর নাম সহী করাইয়া প্রথম সংবাদ রিপোর্টের সহিত তাহা আদালতের কার্য্যকারকের নিকট পাঠাইতে হইবে। যদি পোলীস থানায় ঐ তালিকা দিতে নালিশ কারীরা অক্ষম হয় তবে তদন্তকারী কার্য্যকারকের তদন্ত করিবার স্থানে পঁহুছিলে পর

১৫৫ ধারা। যে অপরাধ পোলীসের গ্রাহ্য নয় পোলীস থানার অধ্যক্ষের কর্ত্তৃত্বাধীন স্থানের মধ্যে এমত অপরাধ করা গিয়াছে বলিয়া তাঁহার নিকট সংবাদ দেওয়া গেলে তিনি পূর্ব্বোক্তমতে যে বহী রাখা যায় তাহাতে সংবাদের মর্ম্ম লিখিবেন ও সংবাদদাতাকে মাজিষ্ট্রেটের নিকট যাইতে বলিবেন।

অগ্রাহ্য পোঃ অপরাধের সংবাদ দিবার কথা

সাধারণ প্রমাণ ঐ তারিখে পঞ্চ করিয়া তাহাতে নালিশকারী সহী করাইয়া ঐ রূপ ভাবে পাঠাইতে হইবে। পোঃ সং সং ডি

সংবাদদাতার কথিত বিবরণ যতদূর সম্ভবপর হইতে পারে তাহা সংবাদদাতার অবিকল কথায় স্পষ্ট ও সহজ ভাষায় পোলীস লিখিয়া লইবে এবং সন্দেহযুক্ত কথার সন্দেহভঞ্জনার্থ আবশ্যকীয় কথা জিজ্ঞাসাবাদ দ্বারা পরিষ্কার করিয়া লইবে। যদি কোন বিশেষ ব্যক্তি অভিযুক্ত না হইয়া থাকে তবে যে সকল সূত্র অবলম্বনপূর্ব্বক তাহার উপর অভিযোগ করা হইয়াছে তাহা সমুদায় স্পষ্ট করিয়া লিখিতে হইবে যদি সংবাদদাতা কহে যে কোন ব্যক্তিকে চেনা গিয়াছিল তাহা হইলে তাহাদের নাম স্পষ্ট করিয়া লিখিতে হইবে অথবা যদি সে ব্যক্তি না বলিতে পারে যে কোন ব্যক্তি চেনা গিয়াছিল তবে তাহা সবিশেষ করিয়া লিখিতে হইবে। কোন অপরাধ ঘটনার সংবাদ জানিতে বিলম্ব হইলে তদ্বিষয় সর্ব্বদাই কৈফিয়ৎ তলব করিতে হইবে এজাহারে সংবাদদাতার স্বাক্ষর করিতে হইবে।

প্রথম সংবাদ রিপোর্ট অবিলম্বে থানা হইতে পাঠাইতে হইবে। বিশেষ নিম্ন লিখিত অপরাধ ঘটনের সংবাদ প্রাপ্ত হইলে তাহা নিয়মিত ডাক যে সময়ে যাতায়াত হয় তাহার অপেক্ষা না করিয়া অতিশীঘ্র যে উপায়ে পঁহুছান যাইতে পারে তাহা করিতে হইবে।

১। ভয়ানক খুন।
২। ডাকাইতী বা রাজপথে দস্যুতা
৩। দাঙ্গা বা ঝগড়া যাহাতে গুরুতর হাঙ্গামা হইবার সম্ভাবনা।
৪। চৌর্য্য বা সিঁদ চুরী প্রভৃতি দ্বারা ৫০০ শত কি ততোধিক টাকা চুরী হইলে তাহা।
৫। যে স্থানে পোলীস কার্য্যকারকগণ প্রতি গুরুতর অপরাধের অভিযোগ হয়
৬। যে স্থানে উচ্চপদস্থ কোন ব্যক্তির প্রতি গুরুতর অপরাধের অভিযোগ হয়।
৭। গবর্ণমেণ্টের ইষ্টাম্প কিম্বা মুদ্রা কৃত্রিম করণ

অপরাধ করা গিয়াছে এইরূপ অনিশ্চিত জনশ্রুতি হইলে তাহা প্রথমতঃ প্রথম সংবাদের কাগজভুক্ত না করিয়া থানার রোজনামচায় লিখিতে হইবে এবং অনুসন্ধান দ্বারা ঐ জনশ্রুতি সত্য প্রমাণ হইলে এই ফরম ব্যবহার হইবে

সবইনস্পেক্টর ও হেড কনেষ্টবল অনুপস্থিত থাকিলে রাইটর কনেষ্টবল প্রথম সংবাদ গ্রহণ করিতে পারে না পোঃ সং সং এন্‌। ৫৫ ধারা দেখ।

অধর্ত্তব্য মোকদ্দমায় পোলীসের কর্ম্মকারক উক্ত মোকদ্দমার বিচার করিবার কি তাহা বিচারার্থে সমর্পণ করিবার ক্ষমতাপন্ন প্রথম কি দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের কিম্বা প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেটের আজ্ঞা না পাইয়া ঐ মোকদ্দমার অনুসন্ধান লইবেন না।

অধর্ত্তব্য মোকদ্দমার অনুসন্ধান ১৫৫ ধারা

পোলীস থানার অধ্যক্ষ ধর্ত্তব্য মোকদ্দমায় অনুসন্ধান লইবার যে২ ক্ষমতামতে কার্য্য করিতে পারিবেন তদ্রূপ আজ্ঞা পাইলে ওয়ারেণ্ট বিনা ধৃত করিবার ক্ষমতা ভিন্ন পোলীসের কর্ম্মকারকেরা অনুসন্ধান লইবার সেই২ ক্ষমতা পাইবে

১৫৬ ধারা। পোলীস থানার অধ্যক্ষ মাজিষ্ট্রেটের আজ্ঞা না পাইয়াও পোলীসের ধর্ত্তব্য এমন কোন মোকদ্দমার অনুসন্ধান লইতে পারিবেন যৎসম্পর্কে উক্ত থানার এলাকার উপর বিচারাধিকারপ্রাপ্ত কোন আদালত ১৫ অধ্যায়ের তদন্তের কি বিচারের স্থান বিষয়ক বিধানমতে তদন্ত লইতে কি বিচার করিতে পারিবেন।

ধর্ত্তব্য মোকদ্দমার অনুসন্ধান লইবার বি°

তাঁহার উক্ত প্রকারের কার্য্যানুষ্ঠানের কোন সময়ে উক্ত কর্ম্মকারক এই ধারামতে ঐ মোকদ্দমার অনুসন্ধান করিতে পারেন না বলিয়া সেই কার্য্যের বিষয়ে আপত্তি করা যাইতে পারিবে না।

১৫৭ ধারা। * পোলীস থানার অধ্যক্ষ ১৫৬ ধারামতে যে অপরাধের অনুসন্ধান লইতে পারেন কোন সংবাদ পাইয়া কি প্রকারান্তরে তাঁহার এমত অপরাধ সংঘটনের সন্দেহ হইলে, তিনি পোলীস রিপোর্টক্রমে উক্ত অপরাধের বিচার করিবার ক্ষমতাপন্ন মাজিষ্ট্রেটের

ধর্ত্তব্য অপরাধ সংঘটনের সন্দেহ হইলে কার্য্য প্রণালীর কথা।

---

* গুরুতর অপরাধের নালিশ না হইলে ও অভিযুক্ত ব্যক্তির বিপক্ষে নালিশ করা গেলে অনুসন্ধান করিবার আবশ্যক নাই এমত স্থলে পোলীস কর্ম্মচারিরা সাক্ষিগণকে থানায় আসিবার সমন দিবে ও তথায় অনুসন্ধান করিতে পারেন কিন্তু কদাচিৎ এই ধারার সুযোগ অবলম্বন করিয়া কার্য্য করা যাইবে। অধিক বিবাদ হইলে এবং সাক্ষী অনেক থাকিলে কখনই উক্ত প্রকারে কার্য্য করা যাইবে না কেবল সামান্য প্রকারের অতি সহজ মোকদ্দমায় উক্ত প্রকারের কার্য্য করা যাইবে। পোঃ সাঃ নং এন্‌

নিকট ঐ অপরাধের সংবাদ অবিলম্বে পাঠাইয়া সেই বিষয়ের বৃত্তান্তের পূর্ব্বাপর ঘটনার অনুসন্ধান লইবার নিমিত্ত এবং অপরাধীর সন্ধান লইবার ও তাহাকে ধরিবার জন্য যাহা আবশ্যক হয় তাহা করিবার নিমিত্ত আপনি সরেজমীনে যাইবেন কিম্বা আপনার অধীন কোন কর্ম্মকারককে পাঠাইবেন

স্থানীয় অনুসন্ধান না লইবার সুযোগ কথা।

পরন্তু (ক) কোন ব্যক্তির নামে অপরাধ করিবার সম্বাদ দেওয়া গেলে যদি গুরুতর ভাবের অপরাধ না হইয়া থাকে, তবে অনুসন্ধান লইবার জন্যে পোলীস থানার অধ্যক্ষের স্বয়ং সেই স্থানে যাইবার কিম্বা অধীন কর্ম্মকারককে পাঠাইবার প্রয়োজন নাই

পোলীস থানার অধ্যক্ষ অনুসন্ধান লইবার বিশিষ্ট হেতু না দেখিলে তাহার কথা।

(খ) অনুসন্ধান লইবার বিশিষ্ট হেতু নাই পোলীস থানার অধ্যক্ষ এমত বোধ করিলে তিনি অনুসন্ধান লইবেন না।

(ক) ও (খ) প্রকরণের উল্লিখিত এইরূপ প্রত্যেক স্থলে পোলীস থানার অধ্যক্ষ এই ধারার প্রথম পদের আদেশগুলি সম্পূর্ণরূপে পালন না করিবার হেতু আপনার ঐ রিপোর্টে লিখিবেন।

১৫৭ ধারামত রিপোর্ট কিরূপে পাঠাইতে হইবে তাহার কথা।

১৫৮ ধারা। স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট সাধারণ কি বিশেষ আজ্ঞা করিয়া এই কার্য্যের নিমিত্ত পোলীসের উচ্চপদস্থ যে কর্ম্মকারককে নিযুক্ত করেন স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট আদেশ করিলে, ১৫৭ ধারামতে যে প্রত্যেক রিপোর্ট মাজিষ্ট্রেটের নিকট পাঠান যায় তাহাই ■ রা পাঠাইতে হইবে।

উক্ত উচ্চপদস্থ কর্ম্মকারক পোলীস থানার অধ্যক্ষকে যে আদেশ করা উপযুক্ত জ্ঞান করেন তাহা করিয়া ঐ রিপোর্টের উপর সেই আদেশ লিখিয়া অবিলম্বে মাজিষ্ট্রেটের নিকটে পাঠাইবেন।

তদন্ত বা প্রথম স্থলীয় অনুসন্ধানের ক্ষমতার কথা।

১৫৯ ধারা। উক্ত মাজিষ্ট্রেট তদ্রূপ সম্বাদ পাইলে আপনার উচিত বোধ হইলে, অগৌণে তাহার তদন্ত বা প্রথম স্থলীয় অনুসন্ধান লইবার জন্যে কিম্বা ঐ বিষয় লইয়া অন্য যে কর্ম্ম করা উচিত এই আইনের

নির্দ্দিষ্টমতে [illegible] হা করিব[illegible] জন্য আপনি যাইতে পারিবেন, কিম্বা আপনার অধীন কোন মাজিষ্ট্রেটকে পাঠাইতে পারিবেন।

সাক্ষীদিগকে উপস্থিত করাইতে পোলীসের কর্ম্মকারকের ক্ষমতার কথা।

১৬০ ধারা। * পোলীসের যে কর্ম্মকারক এই অধ্যায়মতে অনুসন্ধান লন তিনি যে ব্যাপারের অনুসন্ধান লইতেছেন আপন এলাকার কিম্বা তাহার লাগাও অন্য এলাকার সীমার মধ্যবর্ত্তী কোন ব্যক্তি সেই ব্যাপারের পূর্ব্বাপর ঘটনা অবগত আছে, প্রাপ্ত সংবাদক্রমে কি প্রকারান্তরে এমত বোধ করিলে, তিনি অনুজ্ঞাপত্র লিখিয়া সেই ব্যক্তিকে আপনার সম্মুখে উপস্থিত হইবার আজ্ঞা দিতে পারিবেন; ও সেই ব্যক্তির সেই আজ্ঞামতে উপস্থিত হইতে হইবে

পোলীসের দ্বারা সাক্ষীদের সাক্ষ্য গ্রহণের কথা।

১৬১ ধারা। † পোলীসের কোন কর্ম্মকারক যে মোকদ্দমায় এই অধ্যায়মতে অনুসন্ধান লইতেছেন, কোন ব্যক্তি সেই মোকদ্দমার বৃত্তান্ত ও পূর্ব্বাপর ঘটনা জ্ঞাত আছে এমত অনুমান হইলে তিনি সেই ব্যক্তির বাচনিক সাক্ষ্য গ্রহণ করিতে পারিবেন, সেইরূপে যাহার সাক্ষ্য লওয়া যায় তাহার উক্তি লিখিয়া লইতে পারিবেন।

---

* এই ধারানুসারে সমন পাঠাইলে তাহা রোজনামচায় লিখিতে হইবে। পেঃ সঃ সং এম,।

† আদালতে দোষ প্রাপ্তে জবানবন্দি গ্রহণ হয় এই ধারানুসারে সেইরূপ রীতিমত জবানবন্দি লিখিত হয়ে না।

সাক্ষিগণের সম্পূর্ণ এজাহার সচরাচর ডিষ্ট্রীক্ট সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের আবশ্যক হয় নিধায় তিনি তদন্তকারী পোলীস কার্য্যকারককে উহা পূর্ণরূপে লিখিতে আদেশ করিতে পারেন কিন্তু ঐ এজাহার ১৭২ ধারানুসারে যে দৈনিক লিখিত হয় তাহা হইতে পৃথক রাখিয়া তৎসহ প্রেরণ করিতে হইবে এই এজাহার কোন আদালতে প্রমাণ স্বরূপ ব্যবহার হইবে না এবং ডিষ্ট্রীক্ট সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট এবং পোলীসের অধ্যক্ষ সদর ষ্টেসনের মাজিষ্ট্রেট ব্যতীত অন্য কেহ তাহা দৃষ্টি করিতে পারিবেন না ১৮৭১ সালের মার্চ্চ তারিখের এম, সরকুলারের টীকা।

প্রমাণ সম্বন্ধে। ১৮৭২ সালের ১ম আইনের ১৭২ ধারানুসারে আবশ্যক বিবেচনা করিলে কোন আদালত ঐ এজাহার তলপ করাইয়া আনাইতে পারেন

এই ধারানুসারে পোলীস কার্য্যকারকের নিকট মিথ্যা কথা বলিলে মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া হেতু কোন ব্যক্তি দণ্ডনীয় হইতে পারে। পূর্ব্ব আইনানুসারে এরূপ হইতে পারিত না।

এই ধারানুসারে পোলীস কার্য্যকারকগণ যে জবানবন্দি লিখেন তাহা যদ্যপি বিশুদ্ধ হইলে ঐ জবানবন্দি দৃষ্টে স্মরণশক্তির সাহায্য করিয়া সাক্ষ্য দিতে অভিযুক্ত ব্যক্তি তাহাকে বাধা করিতে পারে না। ইঃ লঃ রিঃ ৮ বলি ১৪৪।

যে প্রশ্নের উত্তর দিলে সেই ব্যক্তির নামে ফৌজদারী অভিযোগ হইতে পারে কি তাহার অর্থদণ্ড কি সম্পত্তিদণ্ড হইতে পারে তদ্ভিন্ন উক্ত কার্য্যকারক সেই ব্যাপার বিষয়ে যত প্রশ্ন করেন তাহার সেই প্রশ্নের যথার্থ উত্তর দিতেই হইবে।

পোলীসের নিকটে যে উক্তি করা যায় তাহাতে স্বাক্ষর করিতে হইবে না ও তাহা সাক্ষ্যস্বরূপ গ্রাহ্য হইবে না

১৬২ ধারা। * এই অধ্যায়মত অনুসন্ধানকালে কোন ব্যক্তি মৃত্যুকালীন উক্তি ছাড়া যে উক্তি করে যদি তাহা লিখিয়া লওয়া যায় তাহাতে সেই উক্তিকারকের স্বাক্ষর করিতে হইবে না কিম্বা অভিযুক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে সাক্ষ্যস্বরূপ তাহার ব্যবহার হইবে না

এই ধারার কোন কথাক্রমে ভারতবর্ষীয় সাক্ষ্যবিষয়ক ১৮৭২ সালের ১ আইনের ২৭ ধারার বিধানের কোন বিঘ্ন হইল এরূপ জ্ঞান করিতে হইবে না।

---

* সাক্ষ্যবিষয়ক ১৮৭২ সালের ১ আইনের ২৭ ধারা এই —

পরন্তু কোন অপরাধী অভিযুক্ত ব্যক্তি পোলীসের কর্মকারকের হস্তে থাকিতে তাহার স্থানে সন্ধান পাওয়া প্রযুক্ত কোন বৃত্তান্ত জানা গেল বলিয়া সেই বৃত্তান্তের সাক্ষ্য দেওয়া গেলে সেই সন্ধান অপরাধ স্বীকার করার তুল্য হইলেও না হইলেও তদ্দ্বারা প্রকাশিত বৃত্তান্তের সহিত ঐ সন্ধানের যতদূর স্পষ্ট সম্বন্ধ থাকে ততদূর সেই সন্ধানের প্রমাণ করা যাইতে পারিবে।

মৃত ব্যক্তির উক্তি যে সময়ে প্রামাণিক হয় তৎসম্বন্ধে ঐ আইনের ৩২ ধারার প্রথম প্রকরণ এই,—

মোকদ্দমায় কোন ব্যক্তির মৃত্যুর কারণ বিষয়ে প্রশ্ন হইলে সেই ব্যক্তি আপন মৃত্যুর যে কারণ দর্শাইয়াছিল কিম্বা যে ব্যাপারের ফলস্বরূপ তাহার মৃত্যু হয় সেই ব্যাপারের আকার প্রকারের বিষয়ে যে কথা কহিল তাহা প্রামাণিক হইবে।

ঐ আইনানুসারে মৃত ব্যক্তির এজাহার তাহার মৃত্যুর কারণ অনুসন্ধান স্থলে প্রামাণ্য গ্রাহ্য ঐ এজাহার দেওয়ার সময় ঐ ব্যক্তির মৃত্যু হইবে এরূপ ভাব তাহার মনে উদয় হইয়াছিল কি না তাহা দেখা অনাবশ্যক।

অভিযুক্ত ব্যক্তির অসাক্ষাতে কোন মুমূর্ষুক্তি গ্রহণ করিলে তাহা সাক্ষ্য দ্বারা প্রমাণ করাইতে হইবে। ইঃ লঃ রিঃ ৮ কলি ২১১।

প্রবৃত্তি না দিবার বিষয়।

১৬৩ ধারা। * অভিযুক্ত ব্যক্তিকে পোলীসের কোন কর্ম্মকারক কি ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য ব্যক্তি আপনি বা অন্য কাহার দ্বারা ভারতবর্ষীয় সাক্ষ্যবিষয়ক ১৮৭২ সালের ১ আইনের ২৪ ধারার উল্লিখিত কোন প্রবৃত্তি দিবেন না কি ভয় দেখাইবেন না কি অঙ্গীকার করিবেন না

---

* প্রবৃত্তি দেওয়া সম্বন্ধে সাক্ষ্য বিষয়ক ১৮৭২ সালের ১ আইনের ধারা এই, —

২৪। ফৌজদারী মোকদ্দমায় অভিযুক্ত ব্যক্তি অপরাধ স্বীকার করে, কিন্তু তাহার নামে যে অভিযোগ হয়, সে আদালতের বিবেচনায় কোন ব্যক্তি তাহাকে ভয়প্রদর্শন প্রবৃত্তি দেওয়াতে কিম্বা ভয় দেখাইতে কিম্বা কোন অঙ্গীকার করাতে সে ঐ অপরাধ স্বীকার করে এবং যদি অপরাধ স্বীকার করি, তবে উল্লিখিত মোকদ্দমার সম্পর্কে আমার কোন লাভ হইতে পারিবে কিম্বা আমি কোন পার্থিব অনিষ্ট এড়াইতে পারিব, অভিযুক্ত ব্যক্তি ক্ষমতাপন্ন লোক হওয়া প্রযুক্ত অভিযুক্ত ব্যক্তির মনে এমন অনুমান করিবার যুক্তিসিদ্ধ কারণ আছে, আদালতের এইরূপ বিবেচনা হইলে সেই অপরাধ স্বীকার অপ্রাসঙ্গিক হয়

২৫। পোলীসের কর্ম্মকারকের নিকট অপরাধ স্বীকার করা গেলে ঐ স্বীকার দ্বারা অভিযুক্ত ব্যক্তির বিপক্ষে প্রমাণ করা যাইতে পারিবে না।

২৬। কোন ব্যক্তি পোলীসের হাজতে থাকিতে অপরাধ স্বীকার করিলে যদি তিনি মাজিষ্ট্রেট সাক্ষাতেই স্বীকার না করেন তবে তাহার বিপক্ষে সেই কথার প্রমাণ দেওয়া যাইতে পারিবে না।

২৭। এই ধারা ১৬২ ধারার নিম্নে উদ্ধৃত হইয়াছে তাহা দেখ।

২৮। উক্ত প্রকারের প্রবৃত্তি দেওন কি ভয় দর্শন কিম্বা অঙ্গীকার এবং দ্বারা মনের যে সংস্কার জন্মে তাহার সম্পূর্ণ নিরাকরণ হওনের পর ২৪ ধারার উল্লিখিত স্বীকার বাক্য কহা গেল, আদালতের এমত বিবেচনা হইলে সেই বাক্য প্রাসঙ্গিক

২৯। অপরাধ স্বীকার বাক্য অন্য প্রকারে প্রাসঙ্গিক হইলে যদি কাহাকেও না কহিবার প্রতিজ্ঞা ক্রমে স্বীকার করা যায় কিম্বা অভিযুক্ত ব্যক্তির সেই অপরাধ স্বীকার করাইবার ছলনা হওয়াতে তাহার পক্ষে প্রত্যাখ্যান বার্থ্য কিম্বা সে মত্ত হইয়া স্বীকার করে কিম্বা যে প্রশ্নের উত্তর দেওয়া আবশ্যক ছিল না, এমত প্রশ্নে যে কোন প্রকারের বাক্য প্রয়োগ করা যাউক, ঐ প্রশ্নের উত্তর দেওন কালে কিম্বা সে অপরাধ স্বীকার করিতে আবদ্ধ নয় ও ঐ কথার সাক্ষ্য তাহার বিপক্ষে দেওয়া যাইতে পারিবে, কেহ তাহাকে এইমতে সতর্ক না করাতে যদি সে অপরাধ স্বীকার করিয়া থাকে, তবে কেবল এই এই কারণে সেই বাক্য অপ্রাসঙ্গিক হয় না।

কিন্তু এই অধ্যায়মত অনুসন্ধানকালে অভিযুক্ত ব্যক্তি ইচ্ছা করিয়া কোন কথা প্রকাশ করিতে চাহিলে পোলীসের কর্ম্মকারক কি অন্য ব্যক্তি তাহাকে সতর্ক করিয়া কিম্বা অন্য কোন প্রকারে সেই কথা প্রকাশ করিতে বারণ করিবেন না।

উক্তি ও স্বীকার বাক্য লিপিবদ্ধ করিবার ক্ষমতার কথা।

১৬৪ ধারা। এই অধ্যায়মত অনুসন্ধান কালে কিম্বা তদন্ত বা বিচার আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে কোন সময়ে কোন ম্যাজিষ্ট্রেট পোলীসের কর্ম্মকারক না হইলে কোন উক্তি বা স্বীকারবাক্য লিপিবদ্ধ করিতে পারেন;

অভিযুক্ত ব্যক্তি পোলীসের হস্তে বন্দী হইবার পূর্ব্বে পোলীস-কর্ম্মকারকের নিকট যাহা বলে তাহা প্রমাণস্বরূপ গ্রাহ্য হইতে পারে। ১০ বেঃ লঃ রিঃ ২ আপ। ইঃ লঃ রিঃ ৬ কলি ৫১০। প্রয়োজন হইলে অভিযুক্ত ব্যক্তির স্বীকারানুসারে যে সমস্ত বৃত্তান্ত প্রকাশ হয় তাহা প্রমাণস্বরূপ গ্রাহ্য নহে। ৮ উঃ রিঃ ১৭। ৯ উঃ রিঃ ১। ১ বেঃ লঃ রিঃ ১৪ আপিল বিভাগ। পোলীস কর্ম্মকারকের দ্বারা হাজতে থাকার অবস্থায় অভিযুক্ত ব্যক্তি কোন অপরাধ স্বীকার করিলে তাহা প্রমাণ নহে। ইঃ লঃ রিঃ ১ বোম্বে ২০১।

* এই ধারানুসারে যে অনুসন্ধান সংক্রান্ত অভিযুক্ত ব্যক্তির স্বীকার বাক্য লিপিবদ্ধ হইতে পারে।

পোলীস-কার্য্যাধ্যক্ষের ম্যাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা থাকিলেও তৎকর্তৃক যে কোন অভিযোগে কোন স্বীকারবাক্য লিপিবদ্ধ হইলে তাহা অভিযুক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে প্রমাণস্বরূপ গ্রাহ্য হইতে পারে না। ইঃ লঃ রিঃ ১ কলি ২০৭। পোলীস অনুসন্ধান সংক্রান্ত ম্যাজিষ্ট্রেট কর্ত্তৃক অভিযুক্ত ব্যক্তির স্বীকারবাক্য লিপিবদ্ধ করা সম্বন্ধে এই ধারা খাটিবে। অন্যস্থানের ম্যাজিষ্ট্রেট কর্ত্তৃক স্বীকারবাক্য লিপিবদ্ধ হইলে এই ধারার সার্টিফিকেট দেওয়া আবশ্যক। ইঃ লঃ রিঃ ৫ কলি ৯৫৪ ২৩ উঃ রিঃ ১৬। এই ধারার সার্টিফিকেট স্বীকারবাক্যের নিম্নে না থাকিলে যে ম্যাজিষ্ট্রেট কর্ত্তৃক উহা লিখিত হয় তাঁহার জবানবন্দি এ সম্বন্ধে গৃহীত হইতে পারে। ইঃ লঃ রিঃ ৫ কলি ৯৫৮। ইহার বিরুদ্ধে ইঃ লঃ রিঃ [illegible] কলি ৬৯ পৃষ্ঠার নজির দেখ।

অভিযুক্ত ব্যক্তি তাহার ভাষায় অপরাধ স্বীকার করিলে ঠিক তাহার তরজমা না করিয়া স্বীয় ভাষায় উহা লিখিতে পারেন। ইঃ লঃ রিঃ [illegible] কলি ৮২৬। যে স্থলে ম্যাজিষ্ট্রেট স্বীকারবাক্য লিপিবদ্ধ করেন তৎসময়ে কিম্বা সেই দিবসে তাহার নিম্নে সার্টিফিকেট না লিখিলে তাহা প্রমাণস্বরূপ গ্রাহ্য নহে। ইঃ লঃ রিঃ ৬ বোম্বাই ২৮৮। উক্ত নজিরের বিরুদ্ধে এলাহাবাদ হাইকোর্ট এই মীমাংসা করিয়াছেন যে স্বীকারবাক্যের নিম্নে আইন মতে সার্টিফিকেট না থাকিলেও তাহা অগ্রাহ্য হইবে না। ইঃ [illegible] রিঃ ১ এলা ৩৩৮

সাক্ষ্য লিপিবদ্ধ করিবার যেই প্রকারের বিধান পশ্চাৎ নির্দিষ্ট হইল ঐ উক্তি মোকদ্দমার সাক্ষ্য বলিয়া অথবা যাহা তাঁহার মতে সর্ব্বোৎকৃষ্ট বোধ হয় সেই প্রকারে লিপিবদ্ধ করা যাইবে। তদ্রূপ স্বীকারবাক্য ৩৬৪ ধারার নির্দিষ্টমতে লিপিবদ্ধ ও স্বাক্ষরিত হইবে ও যে মাজিষ্ট্রেট ঐ মোকদ্দমার তদন্ত লইবেন কি বিচার করিবেন তাঁহার নিকট পাঠান যাইবে

স্বেচ্ছাক্রমে স্বীকার করা হয় মাজিষ্ট্রেট তদন্ত লইয়া এমত জানিবার কারণ না পাইলে ■ লিপিবদ্ধ করিবেন না, ■ তিনি কোন স্বীকারবাক্য লিপিবদ্ধ করিলে ঐ লিপির নিম্নভাগে এই মর্ম্মের কথা লিখিবেন —

"এই স্বীকারবাক্য স্বেচ্ছাক্রমে করা গিয়াছে আমার এই বিশ্বাস। ইহা আমার সাক্ষাতে ও শ্রুতিগোচরে গৃহীত হইয়াছে ও যে ব্যক্তি স্বীকার করে, তাহাকে ইহা পড়াইয়া শুনান যায় এবং সে উহা ঠিক বলিয়া গ্রাহ্য করে এবং সেই ব্যক্তি যে উক্তি করে ইহাতে তাহার সম্পূর্ণ ও প্রকৃত বিবরণ আছে।

(স্বাক্ষর) শ্রীঅমুক,
মাজিষ্ট্রেট"

পোলীস কর্ম্মকারকের খানা তল্লাসের কথা।

১৬৫ ধারা * পোলীস থানার অধ্যক্ষ কিম্বা পোলীসের যে কর্ম্মকারক অনুসন্ধান লইতেছেন তিনি যে অপরাধের অনুসন্ধান লইতে ক্ষমতাপন্ন হন তাহার অনুসন্ধানার্থে কোন দলীল বা অন্য দ্রব্য উপস্থিত করা আবশ্যক বোধ করিলে, এবং ৯৪ ধারামতে যে ব্যক্তির নামে সমন বা আজ্ঞাপত্র দেওয়া গিয়াছে বা দেওয়া যাইতে পারে সেই ব্যক্তি সমনের বা আজ্ঞাপত্রের আদেশমতে ঐ দলীল বা অন্য দ্রব্য উপস্থিত করিবে না এরূপ বিশ্বাস করিবার কারণ থাকিলে, কিম্বা ঐ দলীল বা অন্য দ্রব্য কোন ব্যক্তির অধিকারে আছে বলিয়া জানা না থাকিলে, তিনি যে থানার অধ্যক্ষতাভার প্রাপ্ত হন কি যে থানায় নিযুক্ত থাকেন ঐ থানার এলাকার অন্তর্গত কোন স্থানে সেই দ্রব্যের অন্বেষণ করিতে কি করাইতে পারিবেন।

■ ৯৬ এবং ৯৮ ধারার নোট দেখ।

উক্ত কর্ম্মকারক পারিলে আপনি ঐ দ্রব্য অন্বেষণের কার্য্য নির্ব্বাহ করিবেন।

আপনি তাহা করিতে না পারিলে ও তৎকালে সেই অন্বেষণ করিবার ক্ষমতাপন্ন অন্য ব্যক্তি উপস্থিত না থাকিলে তিনি আপনার অধীন কোন কর্ম্মকারকের প্রতি দ্রব্য অন্বেষণ করিবার আজ্ঞা দিতে পারিবেন, ও সেই কর্ম্মকারককে আজ্ঞাপত্র দিয়া যে স্থানে যে দলীল বা অন্য দ্রব্যের অন্বেষণ করিতে হইবে ইহা নির্দ্দেশ করিয়া লিখিবেন; ঐ অধীন কর্ম্মকারক তাহা হইলে ঐ স্থানে ঐ দ্রব্যের অন্বেষণ করিতে পারিবেন।

এই আইনে তলাশী পরওয়ানা সম্বন্ধে যে২ বিধান আছে তাহা এই ধারামত অন্বেষণের কার্য্যের প্রতি, যতদূর সম্ভব, বর্ত্তিবে

> যে স্থলে পোলীস থানার এক অধ্যক্ষ অন্য অধ্যক্ষকে তলাশী পরওয়ানা দিবার আদেশ করিতে পারিবেন তাহার কথা

১৬৬ ধারা কোন পোলীস থানার অধ্যক্ষ যে স্থলে আপন থানার এলাকার মধ্যে অন্বেষণ করাইতে ক্ষমতাপন্ন হন সেই স্থলে আপন কি অন্য জিলার অন্য পোলীস থানার অধ্যক্ষকে কোন স্থানে কোন দ্রব্যের অন্বেষণ করাইবার আদেশ করিতে পারিবেন

উক্ত কর্ম্মকারক তদ্রূপ আজ্ঞা পাইলে ১৬৫ ধারার বিধানমতে কার্য্য করিবেন। ঐ দ্রব্য পাইলে যে কার্য্যকারকের আদেশমতে তলাশ করিলেন তাঁহার নিকট পাঠাইবেন

> চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে অনুসন্ধান সমাপ্ত হইতে না পারিলে কার্য্যপ্রণালীর কথা।

১৬৭ ধারা * ৬১ ধারার নির্দ্দিষ্ট চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে এই অধ্যায়মত অনুসন্ধানের কার্য্য সমাপ্ত হইতে পারিবে না দৃষ্ট হইলে এবং অভিযোগ সমূলক জ্ঞান করিবার হেতু থাকিলে, পোলীস থানার অধ্যক্ষ নিকটস্থ মাজিষ্ট্রেটের নিকটে পশ্চাল্লিখিত বিধানমত মোকদ্দমাসংক্রান্ত রোজনামার লিখিত কথার নকল অবিলম্বে পাঠাইবেন এবং তৎকালেই অভিযুক্ত ব্যক্তিকে ঐ মাজিষ্ট্রেটের নিকট পাঠাইবেন।

---

*পোলীসকার্য্য কারক অন্যায়ে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে ২৪ ঘণ্টার অধিক না রাখিলে অপরাধী হইবে না ১ উঃ রিঃ ৪ মাজিষ্ট্রেটের আদেশ ব্যতীত কোন কারণ বশতই পোলীস অভিযুক্ত ব্যক্তিকে ২৪ ঘণ্টার অতিরিক্ত সময় রাখিতে সক্ষম নহে। ১৯ উঃ রিঃ ৩৬

৮৬ ধারার নোট দেখ

যে মাজিষ্ট্রেটের নিকট অভিযুক্ত ব্যক্তিকে এই ধারামতে পাঠান যায়, তাঁহার উক্ত মোকদ্দমায় বিচার করিবার ক্ষমতা থাকুক বা না থাকুক তিনি সময়েং যেরূপ হেফাজতে উচিত বোধ করেন সেইরূপে হেফাজতে মোটে পনর দিনের অনধিক কাল অভিযুক্ত ব্যক্তিকে আটক করিয়া রাখিবার অনুমতি দিতে পারিবেন যদি তাঁহার বিচার করিবার কি বিচারার্থে সমর্পণ করিবার ক্ষমতা না থাকে, এবং তিনি আর আটক করিয়া রাখা অনাবশ্যক বিবেচনা করেন, তবে তিনি উক্তরূপ ক্ষমতাপন্ন মাজিষ্ট্রেটের নিকটে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে পাঠাইয়া দিবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

কোন মাজিষ্ট্রেট এই ধারামতে পোলীসের হেফাজতে আটক করিয়া রাখিবার অনুমতি দিলে যেং কারণে সেই অনুমতি দেন তাহা লিপিবদ্ধ করিবেন

জিলার মাজিষ্ট্রেট কিম্বা মহকুমার মাজিষ্ট্রেট ভিন্ন অন্য কোন মাজিষ্ট্রেট সেই আজ্ঞা করিলে তিনি যে মাজিষ্ট্রেটের অব্যবহিত অধীন তাঁহার নিকট সেই আজ্ঞা করিবার হেতুপত্রসহিত সেই আজ্ঞার প্রতিলিপি প্রেরণ করিবেন

১৬৮ ধারা পোলীসের অধঃস্থ কোন কর্ম্মকারক এই অধ্যায়মতে অনুসন্ধান লইলে পোলীস থানার অধ্যক্ষের নিকট ঐ অনুসন্ধানের ফল বিষয়ক রিপোর্ট দিবেন

অধীনস্থ পোলীস কর্ম্মকারক কর্ত্তৃক অনুসন্ধানের রিপোর্টের কথা।

১৬৯ ধারা যে প্রমাণ কি যদ্রূপ সংশয় থাকিলে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে মাজিষ্ট্রেটের নিকটে পাঠান যাইতে পারে এমত উপযুক্ত প্রমাণ নাই কি সংশয় করিবার যুক্তিমত হেতু নাই পোলীস থানার অধ্যক্ষ এই অধ্যায়মত অনুসন্ধান লইয়া এরূপ বোধ করিলে যদি উক্ত ব্যক্তি হাজতে থাকে তাহার নিকট জামিনসহ কি জামিন বিনা যদ্রূপ আদেশ করেন তদ্রূপ এই মর্ম্মের নিবন্ধপত্র লিখাইয়া লইয়া তাহাকে ছাড়িয়া দিবেন যে যদিও যখন আদেশ হয়, পোলীসের রিপোর্টক্রমে উক্ত অপরাধ গ্রাহ্য করিয়া অভিযুক্ত ব্যক্তির

প্রমাণের ন্যূনতা হইলে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে মুক্ত করিবার কথা

বিচার করিবার বা তাহাকে বিচারার্থে সমর্পণ করিবার ক্ষমতাপন্ন মাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে উপস্থিত হইবে।

উপযুক্ত প্রমাণ থাকিলে মোকদ্দমা মাজিষ্ট্রেটের নিকটে পাঠ হইবা। যথা।

১৭০ ধারা। এই অধ্যায়মত অনুসন্ধান লইয়া পোলীস থানার অধ্যক্ষের যদি এরূপ বোধ হয়, যে পূর্ব্বোক্তরূপ উপযুক্ত প্রমাণ কি যুক্তিসঙ্গত হেতু আছে, পোলীস থানার অধ্যক্ষ ঐ ব্যক্তিকে প্রহরীর জিম্মায় দিয়া পোলীসের রিপোর্টক্রমে উক্ত অপরাধ গ্রাহ্য করিয়া অভিযুক্ত ব্যক্তির বিচার করিবার কিম্বা তাহাকে বিচারার্থে সমর্পণ করিবার ক্ষমতাপন্ন মাজিষ্ট্রেটের নিকটে পাঠাইবেন, অথবা যে অপরাধের অভিযোগ হয় তাহার নিমিত্ত জামিন লওয়া যাইতে পারিলে ও অভিযুক্ত ব্যক্তি জামিন দিতে সক্ষম হইলে নিরূপিত দিনে সেই মাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে উপস্থিত হইবার ও যতকাল প্রকারান্তরের আজ্ঞা না হয় ততকাল দিন দিন উপস্থিত থাকিবার জামিন তাহার নিকট হইতে লইবেন

যখন পোলীস থানার অধ্যক্ষ এই ধারামতে কোন অভিযুক্ত ব্যক্তিকে মাজিষ্ট্রেটের নিকটে পাঠান কিম্বা তাহার স্থানে উক্ত মাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে উপস্থিত হইবার জামিন লন, তিনি যে অস্ত্র কি অন্য দ্রব্য উক্ত মাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে উপস্থিত করা আবশ্যক বোধ করেন তাহাও তৎকালে পাঠাইবেন, এবং বাদী থাকিলে সে ও যাহারা সেই ব্যাপারের পূর্ব্বাপর ঘটনা জানে বলিয়া বোধ হয় তাহাদের মধ্যে যত ব্যক্তির উপস্থিত হওয়া আবশ্যক জ্ঞান করেন তাহারা ঐ মাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া অভিযুক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে অভিযোগ বিষয়ে নালিশ চালাইবে কি, স্থলবিশেষে, সাক্ষ্য দিবে তাহাদের স্থানে এই মর্ম্মের নিবন্ধপত্র লিখাইয়া লইবেন।

নিবন্ধপত্রে জিলার মাজিষ্ট্রেটের কিম্বা মহকুমার মাজিষ্ট্রেটের আদালতের উল্লেখ থাকিলে ঐ মাজিষ্ট্রেট অন্য যে আদালতের দ্বারা তদন্ত লইবার কি বিচার হইবার নিমিত্ত মোকদ্দমা প্রেরণ করেন উল্লিখিত আদালতের মধ্যে সেই আদালতও গণ্য হইবে, কিন্তু ঐ বাদিকে কি ব্যক্তিদিগকে তদ্রূপ প্রেরণের নোটিস দিতে হইবে।

অভিযুক্ত ব্যক্তির স্থানে হাজির জামিন লওয়া গেলে তাহার যে দিনে উপস্থিত হইতে হইবে সেই দিন কিম্বা প্রহরীর জিম্মায় তাহাকে চালান

করিতে হইলে মাজিষ্ট্রেটের কাছারীতে তাহার যে দিনে পঁহুছিবার সম্ভাবনা সেই দিন এই ধারামতে নিরূপিত দিন হইবে।

ঐ নিবন্ধপত্র যে কর্ম্মকারকের সম্মুখে লেখা যায় তিনি তৎসম্পাদনকারী এক জনকে তাহার নকল দিবেন, ■ পরে মাজিষ্ট্রেটের নিকট আপন রিপোর্টের সঙ্গে মূলপত্র পাঠাইবেন।

বাদীর কি সাক্ষীদের পোলীসের কর্ম্মকারকের সঙ্গে না যাইতে হইবার কথা।

১৭১ ধারা। মাজিষ্ট্রেটের কাছারীতে বাদীর কি সাক্ষীদের যাইবার সময়ে, পোলীসের কোন কর্ম্মকারকের সঙ্গে যাইতে আদেশ হইবে না।

বাদীদিগকে ■ সাক্ষী-দিগকে আটক করিয়া না রাখিবার কথা।

কিম্বা কোন বাদীকে কি সাক্ষীকে অনাবশ্যক আটক করিয়া রাখা কি ক্লেশ দেওয়া যাইবে না ও নিজ প্রতিজ্ঞামত নিবন্ধ ভিন্ন তাহাদের উপস্থিত হইবার জন্য জামিন দিতে আদেশ হইবে না।

বাদী বা সাক্ষী স্বীকার না করিলে প্রহরীর জিম্মায় প্রেরিত হইবার কথা।

কিন্তু কোন বাদী কি সাক্ষী উপস্থিত হইতে কিম্বা ১৭০ ধারার নির্দ্দিষ্ট নিবন্ধপত্র লিখিয়া দিতে স্বীকার না করিলে পোলীস থানার অধ্যক্ষ তাহাকে প্রহরীর জিম্মায় দিয়া মাজিষ্ট্রেটের নিকটে পাঠাইতে পারিবেন। তাহা হইলে সে যত কাল ঐ নিবন্ধপত্র লিখিয়া না দেয়, কিম্বা সেই মোকদ্দমার শ্রবণকার্য্য যতকাল সমাপ্ত না হয় মাজিষ্ট্রেট ততকাল ঐ বাদীকে কি সাক্ষীকে আটক করিয়া রাখিতে পারিবেন।

অনুসন্ধান কার্য্যের রোজ-নামচার কথা।

১৭২ ধারা। ■ পোলীসের যে কর্ম্মকারক এই অধ্যায়মতে অনুসন্ধান লন, তিনি তৎসম্পর্কে দিন২ যে কার্য্য করেন তাহার বৃত্তান্ত রোজনামচায় লিখিবেন, অর্থাৎ অপরাধের সম্বাদ যে সময়ে তাঁহার নিকটে পঁহুছে ও তিনি অনুসন্ধানের কার্য্য যে সময়ে আরম্ভ ও যে সময়ে সমাপ্ত করেন ■ যে স্থানে কি যে২ স্থানে যান, ■ অনুসন্ধান দ্বারা যে সকল বৃত্তান্ত অবগত হন, তাহার বিবরণ লিখিবেন।

---

* প্রত্যেক মোকদ্দমার অনুসন্ধানকারী পোলীসকার্য্যকারকের সমুদায় কার্য্যের পৃথক দৈনিক রিকর্ড হইবে। পোলীসের যে কার্য্যকারক এই রোজনামচা লেখেন তল্লিখিত

ফৌজদারী কোন আদালতে যে কান্ডের [illegible] গঠন কি বিচার করণ সময়ে ঐ আদালত পোলীসের সেই মোকদ্দমা বিষয়ক রোজনামচা আনাইয়া আপনার তদন্ত লইবার কি বিচার করিবার সাহায্যার্থে ঐ রোজনামচার ব্যবহার করিতে পারিবেন, সাক্ষ্যস্বরূপ নহে অভিযুক্ত ব্যক্তির কিম্বা তাহার পক্ষ মোখতারদের তাহা আনাইবার অধিকার নাই ; এবং আদালত ঐ রোজনামচার ব্যবহার করিয়াছেন এই মাত্র কারণে তাহার কি তাহাদের সেই রোজনামচা দেখিবার অধিকার থাকিবে না। কিন্তু পোলীসের যে কর্ম্মকারক তাহা লিখিলেন তিনি যদি স্মরণ শক্তির উপকারার্থে তাহা ব্যবহার করিয়া থাকেন কিম্বা আদালত যদি পোলীসের ঐ কর্ম্মকারকের কথা খণ্ডাইবার জন্য তাহার ব্যবহার করিয়া থাকেন, তবে ভারতবর্ষীয় সাক্ষ্য বিষয়ক ১৮৭২ সালের আইনের ১৬১ ধারার বা স্থলবিশেষ ১৪৫ ধারার বিধান তৎপ্রতি বর্ত্তিবে।

বিবরণ উক্ত কার্য্যকারকের নিজের ভিন্ন যদিও অন্য লোকের পক্ষে তাহা নয় তথাপি তাহা রীতিমত রাখা গেলে সাক্ষীদের সত্যতা ও দিন নির্ণয় বিষয় ও জেরা পরীক্ষার মূলস্বরূপ মাজিষ্ট্রেটের পক্ষে পরীক্ষা করণার্থে অত্যন্ত প্রয়োজন হইবে। যেং অনুসন্ধানের কার্য্য অনেক দিন ব্যাপিয়া করা হইয়াছে এবং কোন সাক্ষীর বিশ্বস্ততার প্রতি সন্দেহ হইয়াছে এমত স্থলে দেখা গিয়াছে যে উক্ত রোজনামচা সাবধান সহ পাঠ করা মাজিষ্ট্রেটের পক্ষে আবশ্যকীয় হয়। নির্দ্দিষ্টরূপে প্রতিদিনের রোজনামচা প্রস্তুত ও নিরূপিত সময়ে প্রেরণ করণে শৈথিল্য হইলে মোকদ্দমার পক্ষে অত্যন্ত হানিজনক হইবে। রোজনামচার লিখিত বিষয় যে পূর্ব্বকার তারিখ দিয়া লিখা হয় নাই ইহা প্রমাণার্থে রোজনামচা প্রতি দিবসে প্রেরণ করাই একমাত্র উপায়। অনুসন্ধানের কার্য্য যেমন হইতে থাকিবে তেমনই তাহা বিশেষ দৈনিকে লিখিতে হইবে। দিনাবসান সময়ে একবারে লিখা যাইবে না। বামদিকের সর্ব্বশেষে যে ঘর থাকে তাহাতে প্রত্যেক লিখনের ঘণ্টা দিতে হইবে প্রতিদিন অবসান সময় তাহার একখানি স্পষ্ট নকল করিয়া একেবারে মাজিষ্ট্রেটের পোলীস কার্য্যকারকের নিকট পাঠাইতে হইবে তাহার খসড়া খানি পোলীস থানায় গাঁথিয়া রাখিতে হইবে দুই কি ততোধিক দৈনিক বর্ণন এক খণ্ড কাগজে লেখা কিম্বা এক সঙ্গে পাঠান যাইবে না, দুই কি ততোধিক মোকদ্দমার এক দৈনিকে রিপোর্ট করা যাইবে না। প্রত্যেক মোকদ্দমার একখানি স্বতন্ত্র দৈনিক পাঠাইতে হইবে। পোঃ স নং ডি। দৈনিকের লিখিত বিবরণ পোলীস সাক্ষীর স্পষ্ট স্মরণ না থাকিলে তাহা দেখিয়া তাহার স্মরণশক্তির সাহায্য করিতে আসামীর উকীল তাহাকে বাধা করিতে পারে না ইঃ লঃ রিঃ ৮ কলি ১৪৩

পোলীসের কর্ম্মচারীর রিপোর্টের কথা।

১৭৩ ধারা। * অনাবশ্যক বিলম্ব না করিয়া এই অধ্যায়গত অনুসন্ধানের কার্য্য সমাপ্ত করিতে হইবে সমাপ্ত হইলে পোলীস থানার অধ্যক্ষতাভারপ্রাপ্ত যে কার্য্যকারক ঐ অনুসন্ধান করেন তিনি স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের নির্দ্দিষ্ট পাঠে রিপোর্ট লিখিয়া পোলীসের রিপোর্টের যে উক্ত অপরাধের বিচার করিবার ক্ষমতাপন্ন মাজিষ্ট্রেটের নিকটে পাঠাইবেন। উভয় পক্ষের নাম ও যে সংবাদ পান তাহার ভাব ও যাহারা সেই ব্যাপারের পূর্ব্বাপর ঘটনা জানে বলিয়া বোধ হয় তাহাদের নাম ঐ রিপোর্টে লেখা থাকিবে ও তাহাতে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে প্রহরীর জিম্মায় পাঠান গিয়াছে, কিম্বা তাহার স্থানে জামিনসহ কি জামিন বিনা নিবন্ধপত্র লেখাইয়া লইয়া তাহাকে ছাড়িয়া দেওয়া গিয়াছে এই কথাও লিখিতে হইবে

১৫৮ ধারামতে উচ্চপদস্থ পোলীসের কোন কর্ম্মকারক নিযুক্ত হইলে, ঐ রিপোর্ট তাঁহার হস্ত দিয়া পাঠাইতে হইবে এবং তিনি মাজিষ্ট্রেটের আজ্ঞার অপেক্ষায় আরো অনুসন্ধানের নিমিত্ত পোলীস থানার অধ্যক্ষের প্রতি আদেশ দিতে পারিবেন

---

* অনুসন্ধানান্তে পোলীস কর্ম্মচারী নিম্নলিখিত পাঠের কোন একটী পাঠে রিপোর্ট করিবে।

১। "এ" পাঠে অভিযোগ প্রমাণ হইলে ও অভিযুক্ত ব্যক্তি বিচারার্থে প্রেরণ হইলে এই পাঠ ব্যবহার হইবে

২। "বি" পাঠে অভিযুক্ত ব্যক্তি ধৃত হয় কিন্তু অভিযোগ যথেষ্টরূপে সপ্রমাণ না হওয়ায় বিচারার্থে তাহাকে না পাঠান হইলে এই পাঠ ব্যবহার হইবে।

৩। "সি" পাঠে অভিযুক্ত ব্যক্তি ধৃত না হইলে কিম্বা তাহাকে ধৃত করণের উপযুক্ত সন্ধান না পাইলে এই পাঠ ব্যবহার হইবে

মিথ্যা মোকদ্দমার রিপোর্টও এই পাঠে দিতে হইবে

"বি" ও "সি" পাঠে মোকদ্দমার শেষ রিপোর্ট পাঠান গেলে পর পোলীসকার্য্যাধ্যক্ষেরা যদি অপরাধের কি অপরাধীর সন্ধান কিম্বা এমত উপযুক্ত প্রমাণ পান যে পুনরায় অনুসন্ধান করা ন্যায়যুক্ত হয় তবে তাহাদের পুনরায় নূতন অনুসন্ধানার্থে অবিলম্বে গমনের বাধক হইবে না পোলীস কোন মোকদ্দমার কথা রিপোর্ট করিলে মাজিষ্ট্রেট সাহেব যদি তাহা মিথ্যা বিবেচনা করেন তাহা হইলে তিনি সেই মর্ম্মের আজ্ঞা প্রচার করিবেন। ফৌজদারী মোকদ্দমায় পোলীস কার্য্যের নিয়মাবলী

এই ধারামতে যে রিপোর্ট পাঠান যায় তাহা হইতে যদি দৃষ্ট হয় যে অভিযুক্ত ব্যক্তি আপনি নিবন্ধপত্র লিখিয়া দিয়া মুক্ত হইয়াছে, তবে মাজিষ্ট্রেট ঐ নিবন্ধপত্র রহিত করিবার বা প্রকারান্তরের যে আজ্ঞা করা বিহিত বোধ করেন করিবেন।

১৭৪ ধারা।* পোলীস থানার অধ্যক্ষ,

(ক) কোন ব্যক্তি আত্মহত্যা করিয়াছে, কিম্বা

---

*বিষপান এবং অপঘাত মৃত্যুর অনুসন্ধান সম্বন্ধে ইন্স্পেক্টর জেনেরল সাহেব নিম্নলিখিত নিয়মাবলী প্রচার করিয়াছেন

ক বিষ খাওয়ানের সন্দেহ মোকদ্দমায়

১ যদি মৃতদেহের নিকট অথবা মৃতদেহ যে বাটীতে থাকে, তাহাতে কোন রূপ পানীয় দ্রব্য, তামাক কি কোন প্রকার উদ্ভিজ্জ, কি কোন খাদ্যদ্রব্য বিশেষতঃ আটা কিম্বা মিষ্টান্ন পাওয়া যায়, তাহা শীল মোহর করিয়া আনিতে হইবে।

২ যদি বমন হইয়া দেহের উপর বা শয্যায় কোন দাগ উদ্গারিত দ্রব্য পাওয়া যায়, তাহা এক খণ্ড পরিষ্কৃত নেকড়ায় পুঁছিয়া লইয়া, ঐ নেকড়া পুলিন্দা বদ্ধ করতঃ শীল মোহর করিয়া পাঠাইবে

৩ যদি কোন কাপড় বা শণ বা কাষ্ঠ বা মৃত্তিকাতে ঐ উদ্গারিত দ্রব্য প্রবেশ করিয়া থাকে তাহা হইলে উহা রক্ষিতাবস্থায় মোহর করিয়া আনিতে হইবে।

৪ উদ্গারিত দ্রব্য যদি কোন পাত্রে থাকে তাহা হইলে সাবধান পূর্ব্বক ঐ দ্রব্য বোতলে পুরিয়া মোহর করিয়া আনিতে হইবে।

৫। যে সময়ে আহার বা পান করা বা ঔষধ সেবন করা হয় ও যে সময়ে পীড়িত বা বিষাক্ত হওয়ার লক্ষণ দৃষ্টিগোচর হয় এবং যে সময়ে মৃত্যু ঘটনা হয় তাহা বিশেষরূপে নির্ণয় করিতে হইবে।

খ উদ্বন্ধন বা কণ্ঠরোধ দ্বারা মৃত্যুর মোকদ্দমায়

১। মুখ বিশেষতঃ ওষ্ঠ ও চক্ষুর পাতা বিবর্ণ ও চক্ষু বাহির হইয়াছে কি না এবং জিহ্বার অবস্থা অর্থাৎ ফুলিয়া ও বাহির হইয়াছে কি না কিম্বা ওষ্ঠের মধ্যে চাপা রহিয়াছে ও মুখ ও নাসিকা হইতে কোন তরল পদার্থ বহির্গত হইয়াছে কি না ও কোন্ দিকে বহির্গত হইয়াছে এই সমুদয় বিবরণ মৃতদেহ নাবাইবার পূর্ব্বে 'কপ' বা দ্রব্য দ্বারা কণ্ঠরোধ করা হইয়া থাকে তাহা স্থানান্তর করিবার পূর্ব্বে দৃষ্টি করিয়া লিখিতে হইবেক

২ মৃতদেহ নাবাইয়া অথবা যে দ্রব্য দ্বারা কণ্ঠরোধ করা হইয়া থাকে তাহা স্থানান্তর করার পর গলার অবস্থা বিশেষরূপে দেখিতে হইবে যে তাহাতে কোন রূপ দাগ আছে কি না

(খ) কোন ব্যক্তিকে অন্য কেহ মারিয়া ফেলিয়াছে কিম্বা [illegible] দ্বারা বা জলে পড়িয়া বা অপঘাতে তাহার মৃত্যু হইয়াছে, কি

(গ) কোন ব্যক্তির এরূপ অবস্থায় মৃত্যু হইয়াছে যে অন্য কোন ব্যক্তি অপরাধ করিয়াছে বলিয়া যুক্তিসিদ্ধ সন্দেহ হয় এই সম্বাদ পাইলে

অপঘাত [illegible] অকস্মাৎ মৃত্যু র অনুসন্ধান করিয়া পোলীসের রিপোর্ট করিবার বিধি

---

৩ গলায় দাগ থাকিলে উহা গোলাকার বা তির্য্যগ বস্থায় কিনা তাহা লিখিতে হইবে।

[illegible] অঙ্গুলির অগ্রভাগ হাতের পাতার উপর থাকে কি না তাহা লিখিতে হইবে

[illegible] যে দ্রব্য দ্বারা উদ্বন্ধন হওয়া বিষয় সন্দেহ হইয়াছে তাহা সম্ভবপর হইলে আনিতে হইবে।

গ পুষ্করিণীর অথবা কূপের মধ্যে মৃতদেহ প্রাপ্ত হওয়ায় মোকদ্দমায়।

১। কূপের কিম্বা পুষ্করিণীর মুখে বা পাড়ে কোন রক্তের দাগ আছে কি না তাহা লিখিতে হইবে।

২। মৃতদেহ তুলিয়া সতর্কতার সহিত পরীক্ষা করিয়া দেখিতে হইবে যে তাহাতে ও বিশেষতঃ তাহার মস্তকে ও গলদেশে অস্ত্রাঘাতের কোন চিহ্ন আছে কি না

৩। গাত্র চর্ম্মের অবস্থা অর্থাৎ তাহা মসৃণ কিম্বা কর্কশ তাহা লিখিতে হইবে।

[illegible] হস্ত পরীক্ষা করিয়া দেখিতে হইবে [illegible] তন্মধ্যে কোন দ্রব্য যদি মুষ্টাবস্থায় থাকিলে তাহা যত্নপূর্ব্বক স্থানান্তর করিতে হইবে

ঘ মৃতদেহ মাঠে প্রাপ্ত হওয়ায় মোকদ্দমায়।

১। শরীরে যতটী আঘাত থাকে তাহার সংখ্যা, অবস্থা, [illegible] বিবরণ দৃশ্য তাহা লিখিতে হইবে

২ যদি কোন অস্ত্র প্রাপ্ত হওয়া যায় [illegible] তাহাতে কোন রক্ত চিহ্ন থাকে তবে উহ কাগজ দ্বারা মুড়িয়া মোহর করিতে হইবে। ও তাহাতে চুল লাগা থাকিলে তাহা যত্নপূর্ব্বক আনিতে হইবে

৩ কোন শিশু সন্তানের দেহ যখনাবস্থায় মাঠে প্রাপ্ত হইলে যে অবস্থায় যখন থাকে তাহা এবং আঘাতের কোন চিহ্ন দৃষ্টিগোচর হইলে তাহা লিখিতে হইবে।

ঙ। নরহত্যার সন্দেহজনক দেহ মৃত্তিকায় পোতা থাকনাবস্থায় প্রাপ্ত হইলে।

১। কোন আঘাতের চিহ্ন বিশেষ মস্তকের খুলির হাড়ে ঐ চিহ্ন বর্ত্তমান আছে কি না তদ্বিষয় পরীক্ষা করিয়া লিখিতে হইবে।

২। পুরুষ কি স্ত্রী তাহার কোন নিদর্শন আছে কি না তাহা লিখিতে হইবেক চোয়াল্লার ও পেলভিস, (polvis) অর্থাৎ কোমরের হাড় এক এক খানা আনিতে হইবে।

তৎক্ষণাৎ অপমৃত্যুর তদন্ত লইবার ক্ষমতাপন্ন অতি নিকটস্থ মাজিষ্ট্রেটকে সেই কথা জ্ঞাত করিবেন, এবং স্থানীয় গভর্ণমেণ্টের প্রণীত বিধিক্রমে অথবা জিলার বা মহকুমার মাজিষ্ট্রেটের সামান্য বা বিশেষ আজ্ঞাক্রমে প্রকারান্তরের আদেশ প্রাপ্ত না হইলে ঐ মৃত ব্যক্তির দেহ যে স্থানে থাকে সেই স্থানে গিয়া প্রতিবাসী দুই কি ততোধিক সম্ভ্রান্ত লোকের গোচরে অনুসন্ধান লইয়া ঐ মৃত্যুর দৃষ্ট কারণের রিপোর্ট করিবেন ও শরীরে যে ক্ষত কি অস্থিভঙ্গ কি আঘাত কি অন্য হানির চিহ্ন দৃষ্ট হয় তাহার বর্ণনা ও যে প্রকারে কিম্বা যে অস্ত্র কি যন্ত্র দ্বারা সেই চিহ্ন হইয়া থাকিবে তাহাও লিখিবেন।

পোলীসের ঐ কর্ম্মকারক ও অন্য ব্যক্তিরা কিম্বা তাঁহাদের যত জন ঐ রিপোর্টের কথায় সম্মত হন তাঁহারা তাহাতে স্বাক্ষর করিবেন ও সেই রিপোর্ট

ক যদি বিষ খাওয়ানের সন্দেহ থাকে তাহা হইলে পাকস্থলী যে স্থানে পড়া সম্ভব ঐ স্থানের মৃত্তিকা পুঁটুলী বাঁধিয়া মোহর করিয়া আনিতে হইবে

খ খুন করা হইয়াছে এরূপ সন্দিগ্ধ দেহ দাহন করা হইয়া থাকিলে ভস্ম মধ্যে যে সমস্ত হাড়ের টুকরা পাওয়া যায় তাহা সংগ্রহ করিয়া আনিতে হইবে

গ বলাৎকার বা অস্বাভাবিক গমনের মোকদ্দমা।

১। যে সময় আক্রমণ করা হইয়াছিল তৎসময় আক্রান্ত ব্যক্তির পরিধেয় নিম্নভাগের বস্ত্র আনিতে হইবে

মৃতদেহ পরীক্ষার্থে ডাক্তার খানায় পাঠানের সময় উহার সঙ্গে একখানি চালান দিতে হইবে ঐ চালানে মৃত্যুর কারণ এবং মৃতদেহের সন্নিবেশ বর্ণন ও যেহ অবস্থা হেতু অপঘাত মৃত্যু হওয়া সন্দেহ হয় তাহার সমস্ত বিবরণ দিতে হইবে।

টীকা

উদ্বন্ধন হেতু মৃত্যু ঘটনা হইলে শরীর সর্ব্বাঙ্গ শূন্যে ঝোলান অবস্থায় থাকে কিন্তু কোনহ ঘটনায় বসা ভাবেও থাকিতে পারে। কণ্ঠরোধ দ্বারা মৃত্যু ঘটনা হইলে সর্ব্বদাই শরীর মৃত্তিকার উপর থাকিবে। উদ্বন্ধনে গলদেশে যেরূপ পরিষ্কার রজ্জু চিহ্ন হয় কণ্ঠরোধে সেইরূপ হয় না উদ্বন্ধন এবং কণ্ঠরোধ এই উভয়ই আত্মকৃত এবং অপর দ্বারা ঘটনা হইতে পারে কণ্ঠরোধ হেতু মৃত্যু দৈব বশতঃ হইতে পারে উদ্বন্ধন, কণ্ঠরোধ ও জলমগ্ন ব্যতীত অন্য কারণে শ্বাস রোধ হেতু মৃত্যু ঘটন হইতে পারে

জলমগ্ন অবস্থায় মৃতদেহ প্রাপ্ত হইলে মৃত ব্যক্তির শ্বাসযন্ত্রের মধ্যে কোন মৃত্তিকা কিম্বা ঘাস বা অন্য কোন দ্রব্যাদি আছে কি না তাহা বিশেষ পরীক্ষা দ্বারা দেখা উচিত। কারণ মৃত ব্যক্তি জীবিত থাকায় জলমগ্ন হইলে জীবনোদ্ধারের চেষ্টা জনিত জলস্থিত দ্রব্যাদি ও জলতলস্থিত মৃত্তিকাদি ধরায় সম্ভব

অযোগে জিলার মাজিষ্ট্রেটের কিম্বা সবডিবিজনের মাজিষ্ট্রেটের নিকট পাঠান যাইবে

মৃত্যুর কারণ বিষয়ে সন্দেহ থাকিলে কিম্বা অন্য কোন কারণে পোলীসের কর্ম্মকারক আবশ্যক বিবেচনা করিলে কাল ও স্থানের দূরত্ব বিবেচনায় ঐ শব পথে পচিয়া যাইয়া পরীক্ষা নিষ্ফল হইবার আশঙ্কা বিনা নিকটস্থ সিবিল চিকিৎসক সাহেবের নিকটে কিম্বা স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট অন্য যে চিকিৎসককে তৎকর্ম্মে নিযুক্ত করেন তাঁহার নিকটে পাঠান যাইতে পারিলে, পোলীসের কর্ম্মকারক এতদর্থে স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের প্রণীত বিধির নিয়মাধীনে ঐ দেহ পরীক্ষা করিয়া দেখিবার জন্য প্রেরণ করিবেন।

মান্দ্রাজ ও বোম্বাই প্রেসিডেন্সীতে গ্রামের মণ্ডল এই ধারামতে অনুসন্ধান লইয়া অপমৃত্যুর তদন্ত লইবার ক্ষমতাপন্ন নিকটস্থ মাজিষ্ট্রেটের নিকটে রিপোর্ট করিতে পারিবেন

এইং মাজিষ্ট্রেটেরা অপমৃত্যুর তদন্ত লইবার ক্ষমতাপন্ন, যথা, কোন জিলার মাজিষ্ট্রেট কি সবডিবিজনের মাজিষ্ট্রেট, ও এতদর্থে স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের কি জিলার মাজিষ্ট্রেটের স্থানে বিশেষ ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন মাজিষ্ট্রেট।

১৭৫ ধারা। পোলীস থানার অধ্যক্ষ উক্ত অনুসন্ধান কার্য্যের জন্যে স্বস্বাক্ষরে লিখিয়া পূর্ব্বোক্তমতে দুই কি তদধিক ব্যক্তিকে এবং যাহারা ঐ ব্যাপারের বৃত্তান্ত জানে বলিয়া বোধ হয় এমত অন্য ব্যক্তিকে সমন করিতে পারিবেন কোন ব্যক্তিকে তদ্রূপে সমন করা গেলে তাহার উপস্থিত হইতে হইবে, এবং যে প্রশ্নের উত্তর দিলে তাহার নামে ফৌজদারী অভিযোগ হইতে পারে, কিম্বা তাহার অর্থদণ্ড কি সম্পত্তিদণ্ড হইতে পারে তদ্ভিন্ন তাহার সকল প্রশ্নের যথার্থ উত্তর দিতেই হইবে।

ব্যক্তিদিগকে সমন করিবার ক্ষমতার কথা।

ধর্ত্তব্য যে অপরাধের প্রতি ১৭০ ধারা খাটে বৃত্তান্ত দৃষ্টে যদি তদ্রূপ অপরাধ প্রকাশ না হয়, তবে পোলীসের কর্ম্মকারক সেই ব্যক্তিদিগকে মাজিষ্ট্রেটের আদালতে উপস্থিত হইবার আজ্ঞা দিবেন না।

১৭৬ ধারা পোলীসের হেফাজতে কোন ব্যক্তির মৃত্যু হইলে পোলীসের কর্ম্মকারকের অনুসন্ধান লওয়ার পরিবর্ত্তে কিম্বা তাহার পরেও অতি নিকট মাজিষ্ট্রেট অপ-

মাজিষ্ট্রেটের দ্বারা মৃত্যুর কারণের তদন্ত লইবার কথা।

মৃত্যুর তদন্ত লইবার ক্ষমতাপন্ন হইলে উক্ত মৃত্যুর কারণের তদন্ত লইবেন ; এবং ১৭৪ ধারার (ক), (খ) ও (গ) প্রকরণের লিখিত অন্য কোনস্থলে উক্তরূপ ক্ষমতাপন্ন কোন মাজিষ্ট্রেট ঐরূপ তদন্ত লইতে পারিবেন, এবং লইলে, কোন অপরাধের তদন্ত লইতে হইলে তাঁহার যেং ক্ষমতা থাকিত সেইং ক্ষমতানুসারে কার্য্য চালাইবেন। মাজিষ্ট্রেট উক্তরূপ তদন্ত লইলে তৎসম্পর্কে যে সাক্ষ্য লন ব্যাপারের ভাবগতিক বিবেচনায় পশ্চাৎ নির্দিষ্ট অন্যতর প্রকারে সেই সাক্ষ্য লিপিবদ্ধ করিবেন।

কোন ব্যক্তির মৃতদেহ প্রোথিত করা গেলে পর উক্ত মাজিষ্ট্রেট মৃত্যুর কারণ জানিবার জন্য সেই দেহ পরীক্ষা করা আবশ্যক বিবেচনা করিলে, মাজিষ্ট্রেট ঐ দেহ উঠাইয়া পরীক্ষা করাইতে পারিবেন

প্রোথিত দেহ উঠাইতে পারিবার কথা

ষষ্ঠ খণ্ড।

মোকদ্দমা চালাইবার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক বিধি।

১৫ পঞ্চদশ অধ্যায়।

তদন্ত [illegible] বিচার কার্য্যে ফৌজদারী আদালতের বিচারাধিকারের বিধি

ক —তদন্ত লইবার ও বিচার করিবার স্থান বিষয়ক বিধি

১৭৭ ধারা অপরাধ যে আদালতের বিচারাধীন স্থানের মধ্যে করা যায়, সাধারণতঃ সেই আদালত দ্বারা তাহার তদন্ত লওয়া যাইবে ও তাহার বিচার হইবে

সাধারণতঃ তদন্ত লইবার [illegible] বিচার করিবার স্থানের কথা।

১৭৮ ধারা। ১৭৭ ধারায় প্রকারান্তরের কথা থাকিলেও, কোন মোকদ্দমা কিম্বা বিশেষ প্রকারের কোন মোকদ্দমা যে কোন জিলায় বিচারার্থে সমর্পণ করা যাউক স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট সেশনের কোন খণ্ডে তাহার বিচার হইবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন

ভিন্ন সেশন খণ্ডে মোকদ্দমার বিচার হইবার আজ্ঞা দিতে পারিবার কথা।

কিন্তু এরূপ স্থলে আবশ্যক যে উক্ত আজ্ঞা শ্রীশ্রীমতী মহারাণী বিক্টো-

রিয়ার ২৪ ও ২৫ বৎসরের ১০৪ অধ্যায়ের আইনের ১৫ ধারামতে কিম্বা এই আইনের ৫২৬ ধারামতে পুর্ব্বপ্রমত্ত কোন আজ্ঞার বিরুদ্ধ না হয়।

১৭৯ ধারা কোন কার্য্য করণ প্রযুক্ত ও তাহার যে ফল হইল তৎপ্রযুক্ত কোন অপরাধ হইয়াছে বলিয়া কোন ব্যক্তির নামে অভিযোগ হইলে যে যে আদালতের বিচারাধীন স্থানের মধ্যে উক্ত কার্য্য করা যায় বা তাহার ফল প্রকাশ হয় ইহার অন্যতর আদালত দ্বারা ঐ অপরাধের তদন্ত লওয়া যাইবে ও বিচার হইতে পারিবে।

যে জিলায় ক্রিয়া করা যায় কি যে জিলায় ক্রিয়ার ফল প্রকাশ হয় ইহার একতর জিলায় অভিযুক্ত ব্যক্তির বিচার হইতে পারিবার কথা

উদাহরণ

(ক) ক আদালতের বিচারাধীন স্থানে আনন্দের আঘাত হইলে গ আদালতের বিচারাধীন স্থানে তাহার মৃত্যু হয়। আনন্দের অপরাধঘটিত হত্যাকরণ অপরাধের তদন্ত ও বিচার কিম্বা গ আদালতে হইতে পারিবে।

(খ) আনন্দ ক আদালতের বিচারাধীন স্থানে আহত হইয়া দশদিন খ আদালতে বিচারাধীন স্থানে ও আর দশ দিন গ আদালতের বিচারাধীন স্থানে থাকেন, ও আপনার সাংসারিক কর্ম্ম চালাইতে পারেন না। আনন্দকে গুরুতর পীড়া দেওনাপরাধের তদন্ত ও বিচার ক, খ বা গ আদালতে হইতে পারিবে।

(গ) কোনব্যক্তি ক আদালতের বিচারাধীন স্থানে আনন্দের হানি করিবার ভয় দর্শাইলে খ আদালতের বিচারাধীন স্থানে সেই ব্যক্তিকে তাঁহার সম্পত্তি দিবার প্রবৃত্তি হইল। আনন্দকে ভয় দর্শাইয়া তাঁহার দ্রব্য গ্রহণাপরাধের তদন্ত ও বিচার ক কিম্বা খ আদালতে হইতে পারিবে।

১৮০ ধারা * অপরাধ সূচক অন্য ক্রিয়ার সহিত অথবা কর্ম্ম অপরাধ করিতে সক্ষম হইলে যাহা অপরাধ হইত এরূপ অন্য ক্রিয়ার সহিত সম্বন্ধ থাকা প্রযুক্ত কোন ক্রিয়া অপরাধ হইলে, যে আদালতের বিচারাধীন স্থানের মধ্যে তদুভয়ের একতর ক্রিয়া করা যায় সেই আদালত দ্বারা শেষোক্ত অভিযোগের তদন্ত ও বিচার হইতে পারিবে

অন্য অপরাধের সহিত সম্বন্ধ থাকা প্রযুক্ত কোন ক্রিয়া অপরাধ হইলে বিচার করিবার স্থানের কথা

---

* কোন ব্যক্তি ব্রিটিস রাজ্যের বাহিরের কোন স্থান হইতে চুরী করিয়া ব্রিটিস রাজ্যে

উদাহরণ।

(ক) সহায়তাকরণের অভিযোগ হইলে যে আদালতের বিচারাধীন স্থানে সহায়তা করা গেল সেই আদালতে কিম্বা যে অপরাধের সহায়তা করা যায় তাহা যে আদালতের বিচারাধীন স্থানে করা গেল সেই আদালতে, ঐ অভিযোগের তদন্ত ও বিচার হইতে পারিবে

(খ) চোরা দ্রব্য গ্রহণ করিবার কি রাখিবার অভিযোগ হইলে যে আদালতের বিচারাধীন স্থানে দ্রব্য চুরি করা গেল কিম্বা উক্ত দ্রব্যের মধ্যে কোন দ্রব্য কোন সময়ে যে আদালতের বিচারাধীন স্থানে কুটিল ভাবে গ্রহণ করা কি রাখা গেল সেই আদালতে ঐ অভিযোগের তদন্ত ও বিচার হইতে পারিবে।

(গ) মনুষ্য চুরি হইয়াছে জানা গেলে সেই মনুষ্যকে অন্যায়মতে লুকাইয়া রাখিবার অভিযোগ হইলে যে আদালতের বিচারাধীন স্থানে তাহাকে অন্যায়মতে লুকাইয়া রাখা গেল কিম্বা যে আদালতের বিচারাধীন স্থানে চুরি করা গেল ইহার মধ্যে কোন আদালতে সেই অভিযোগের তদন্ত ও বিচার হইতে পারিবে

ঠগ হইবার কি ডাকাইত দলের লোক হইবার কি হেফাজত হইতে পলাইবার ইত্যাদির কথা

১৮১ ধারা। কোন ব্যক্তির নামে ঠগ হইবার কি ঠগ হইয়া হত্যা করিবার কি ডাকাইতী করিবার কিম্বা হত্যা সহিত ডাকাইতী করিবার কিম্বা ডাকাইতদলের লোক হইবার কিম্বা হেফাজত হইতে পলাইবার অভিযোগ হইলে অভিযুক্ত ব্যক্তি যে আদালতের বিচারাধীন স্থানের মধ্যে থাকে সেই আদালত দ্বারা তাহার সেই অপরাধের তদন্ত লওয়া যাইতে [illegible] বিচার হইতে পারিবে

অপরাধভাবে অবিহিত ব্যবহার ও অপরাধভাবে বিশ্বাসঘাতকতা করণের কথা

অপরাধ ভাবে দ্রব্য লইয়া অবিহিত ব্যবহার করণের কিম্বা অপরাধভাবে বিশ্বাসঘাতকতা করণের অভিযোগ হইলে, যে আদালতের বিচারাধীন স্থানের মধ্যে অপরাধ বিষয়ক দ্রব্যের কোন অংশ অভিযুক্ত ব্যক্তি প্রাপ্ত

আসিলে ঐ রাজ্যে চুরী অপরাধ জন্য তাহার বিচার হইতে পারে না ইঃ [illegible] রিঃ [illegible] মান্দ্রাজ ১১১ কিন্তু চৌর্য্য মাল রাখা অভিযোগে তাহার বিচার ব্রিটিশ রাজ্যে হইতে পারে ইঃ [illegible] রিঃ [illegible] কলি ৩০৭ ইঃ লঃ রিঃ ১ বোম্বে ৫০

হয় কি অপরাধ করা যায়, সেই আদালত দ্বারা ঐ অপরাধের তদন্ত লওয়া যাইতে ও বিচার হইতে পারিবে

চুরী করণের কথা

যে আদালতের বিচারাধীন স্থানের মধ্যে কোন দ্রব্য চুরী করা যায় কিম্বা চোরের অধিকারে থাকে কিম্বা তাহা চোরা জানিয়াও কি বিশ্বাস করিবার কারণ পাইয়াও কোন ব্যক্তি লয় কি রাখে, সেই আদালত দ্বারা উক্ত দ্রব্য চুরীকরণের অপরাধের তদন্ত লওয়া যাইতে ও বিচার হইতে পারিবে

তদন্ত ও বিচার করিবার স্থানের কথা। অপরাধ যে স্থানে করা গেল তাহা নিশ্চয় না হইলে,
কিম্বা কোন এক স্থানে না করা গেলে,
কিম্বা অপরাধ নিরন্তর করা গেলে, কিম্বা অনেক কার্য্য লইয়া অপরাধ হইলে

১৮২ ধারা। অনেক স্থানের মধ্যে কোন্ স্থানে অপরাধ করা গেল ইহা নিশ্চয় না হইলে,

কিম্বা অপরাধের এক অংশ এক স্থানে, অন্য অংশ অন্য স্থানে করা গেলে,

কিম্বা অপরাধ ক্রমিক হইলে ও দুই কি অধিক স্থানে করা গিয়া থাকিলে,

কিম্বা ভিন্ন২ স্থানে কৃত নানা অপরাধ লইয়া অপরাধ হইলে, যে আদালতের উক্তরূপ কোন স্থানের উপর বিচারাধিপত্য আছে সেই আদালত দ্বারা ঐ অপরাধের তদন্ত লওয়া যাইতে ও বিচার হইতে পারিবে।

যাত্রাক্রমে পথে অপরাধ করিলে তাহার কথা।

১৮৩ ধারা। স্থলপথে কি জলপথে যাত্রাক্রমে কোন অপরাধ করা গেলে যে আদালতের বিচারাধীন স্থানের মধ্য দিয়া অপরাধী যায় কিম্বা যে ব্যক্তির বিরুদ্ধে কি যে দ্রব্যের সম্বন্ধে ঐ অপরাধ করা যায় সেই ব্যক্তি কি সেই দ্রব্য উক্ত যাত্রাক্রমে যায়, সেই আদালত দ্বারা ঐ অপরাধের তদন্ত লওয়া যাইতে ও বিচার হইতে পারিবে।

রেলওয়ে ও টেলিগ্রাফ ও ডাকঘর ও অস্ত্রবিষয়ক আইনের বিরুদ্ধে অপরাধের কথা।

১৮৪ ধারা। রেলওয়ে কি টেলিগ্রাফ কি ডাকঘর কি অস্ত্র ও বারুদাদি-বিষয়ক যে আইন যৎকালে প্রচলিত থাকে তাহার বিধানের বিরুদ্ধে যে সকল অপরাধ করা যায় তাহা রাজধানী নগরের মধ্যে করা গিয়াছে বলিয়া উক্ত হউক কি না হউক, তথায় তাহার অনুসন্ধান লওয়া যাইতে ও বিচার হইতে পারিবে কিন্তু এরূপ স্থলে

আবশ্যক যে অপরাধীকে ও মোকদ্দমার আবশ্যক সমস্ত সাক্ষীদিগকে উক্ত নগর মধ্যে পাওয়া যায়

কোন্ জিলায় তদন্ত লওয়া যাইবে বা বিচার হইবে এ বিষয়ে সন্দেহ হইলে হাইকোর্টের দ্বারা ইহা নির্ণয় হইবার কথা।

১৮৫ ধারা। এই অধ্যায়ের অন্তর্গত পূর্ব্ববর্ত্তী বিধানক্রমে কোন্ আদালত দ্বারা অপরাধের তদন্ত লওয় যাইবে কি বিচার হইবে এ বিষয়ে সন্দেহ হইলে যে হাইকোর্টের ফৌজদারী আপীলী বিচারাধিপত্যের সীমান্তর্গত স্থলে অপরাধী প্রবৃত্ত পক্ষে থাকে কোন্ আদালত দ্বারা উক্ত অপরাধের তদন্ত লওয়া যাইবে কি বিচার হইবে সেই হাইকোর্ট নির্ণয় করিবেন।

ব্রিটিস ব্রহ্মদেশে, অপরাধী ইউরোপীয় ব্রিটিস প্রজা হইলে, রাঙ্গুনের রিকার্ডর সাহেব ও অন্যান্যস্থলে জুডিশ্যাল কমিশ্যনর সাহেব এই ধারার কার্য্যপক্ষে হাইকোর্ট বলিয়া গণ্য হইবেন।

বিচারাধীন স্থানের বাহিরে অপরাধ করা গেলে সমন কি ওয়ারেণ্ট দিবার ক্ষমতার কথা।

১৮৬ ধারা। যখন কোন প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কি জিলার মাজিষ্ট্রেট কি সবডিবিজনের মাজিষ্ট্রেট, কিম্বা স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট হইতে এতৎপক্ষে বিশেষ ক্ষমতাপ্রাপ্ত হইলে, কোন প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট এরূপ বিশ্বাস করিবার কারণ দেখেন যে তাঁহার বিচারাধীন স্থানের মধ্যস্থ কোন ব্যক্তি ঐ স্থানের বাহিরে (ব্রিটিস ভারতবর্ষের ভিতরেই হউক অথবা বাহিরেই হউক) কোন অপরাধ করিয়াছে ও ১৭৭ ধারা অবধি ১৮৪ ধারা পর্য্যন্ত কোন ধারার বিধানক্রমে কি অন্য যে আইন তৎকালে প্রচলিত থাকে তৎক্রমে ঐ স্থানের মধ্যে সেই অপরাধের তদন্ত লওয়া কি বিচার করা যাইতে পারে না, কিন্তু প্রচলিত কোন আইনবলে ব্রিটিস ভারতবর্ষ মধ্যে তাহার বিচার হইতে পারে, তবে স্বীয় বিচারাধীন স্থান মধ্যে ঐ অপরাধ করা গেলে তিনি যেমন তদন্ত লইতে পারিতেন তদ্রূপ তদন্ত লইতে ও ইতিপূর্ব্বে যেরূপ বিধান করা গিয়াছে তৎক্রমে তাহাকে বলপূর্ব্বক আপন সম্মুখে উপস্থিত করাইতে পারিবেন, এবং উক্ত অপরাধের তদন্ত লইবার কি বিচার করিবার ক্ষমতা যে মাজিষ্ট্রেটের থাকে তাহার নিকটে তাহাকে পাঠাইতে পারিবেন অথবা উক্ত অপরাধ জামিন লইবার যোগ্য

ধরিলে পর মাজিষ্ট্রেটের কার্য্যপ্রণালীর কথা।

হইলে, উক্ত মাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে তাহার উপস্থিত হইবার নিমিত্ত, জামিন সহিত বা জামিন ব্যতীত নিঃখরচায় লইতে পারিবেন।

উক্তরূপ অবস্থায় একাধিক মাজিষ্ট্রেট থাকিলে এবং যাঁহার নিকটে কি সম্মুখে উক্ত ব্যক্তিকে পাঠাইতে কি উপস্থিত হইবার নিমিত্ত আবদ্ধ করিতে হইবে, এই ধারাক্রমে কার্য্যকারী মাজিষ্ট্রেট তাহা মনে স্থির করিতে না পারিলে, হাইকোর্টের আজ্ঞা জন্য মোকদ্দমা নিবেদন করিবেন।

অধীন মাজিষ্ট্রেটের ওয়ারেণ্ট হইলে কর্ত্তব্য বিধি

১৮৭ ধারা। প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কি জিলার মাজিষ্ট্রেট ভিন্ন কোন মাজিষ্ট্রেট ১৮৬ ধারামতে যে ওয়ারেণ্ট দেন তদনুক্রমে কোন ব্যক্তিকে ধৃত করা গেলে, ঐ মাজিষ্ট্রেট যাঁহার অধীন হন ঐ ধৃত ব্যক্তিকে সেই জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকট পাঠাইবেন। কিন্তু যে মাজিষ্ট্রেটের ঐ অপরাধের তদন্ত লইবার কি বিচার করিবার ক্ষমতা থাকে তিনি ঐ ব্যক্তিকে ধরিবার ওয়ারেণ্ট দিলে, যে লোকের যে কর্ম্মকারক ঐ ওয়ারেণ্ট জারী করেন, তাঁহার নিকটে ঐ ধৃত ব্যক্তিকে অর্পণ করা যাইবে, কিম্বা যে মাজিষ্ট্রেট ওয়ারেণ্ট দিলেন তাঁহার নিকটে তাহাকে পাঠান যাইবে।

যে অপরাধে অপরাধী বলিয়া ধৃত ব্যক্তির নামে নালিশ হয় কি তাহার প্রতি সংশয় থাকে যদি ১৮৬ ধারামতে কার্য্যকারী মাজিষ্ট্রেটের আদালত ছাড়া সেই জিলার অন্য কোন ফৌজদারী আদালতের দ্বারা তাহার তদন্ত বিচার হইতে পারে, তবে ঐ মাজিষ্ট্রেট উক্ত আদালতে ঐ ব্যক্তিকে পাঠাইবেন।

ব্রিটিশ প্রজারা ব্রিটিশ ভারতবর্ষের বাহিরে অপরাধ করিলে তাহাদের বিষয়ে কথা।

১৮৮ ধারা। যদি কোন ইউরোপীয় ব্রিটিশ প্রজা শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর সহিত সন্ধিবদ্ধ ভারতবর্ষীয় কোন রাজার কি রাজ্যের অধিকারে অপরাধ করে; কিম্বা

যদি শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর ভারতবর্ষীয় কোন দেশীয় প্রজা ব্রিটিশ ভারতবর্ষের বহির্ভূত কোন স্থানে অপরাধ করে;

তবে ব্রিটিশ ভারতবর্ষের অন্তর্গত যে কোন স্থানে তাহাকে পাওয়া যায় সেই স্থানেই অপরাধ করার ন্যায় ব্রিটিশ ভারতবর্ষে তাহার সেই অপরাধ হেতুক বিচারাদি হইতে পারিবে।

পরন্তু যে দেশে সেই অপরাধ করা গিয়াছে বলিয়া প্রকাশ হয় সেই দেশের পলিটিকাল এজেন্ট না হেন থাকিলে তিনি ব্রিটিশ ভারতবর্ষে সেই অভিযোগের তদন্ত লওয়া উচিত বলিয়া আপন অভিমতের সার্টিফিকেট না দিলে ব্রিটিশ ভারতবর্ষে উক্ত কোন অপরাধ বিষয়ক অভিযোগের তদন্ত লওয়া যাইবে না

অভিযোগের তদন্ত লওয়া উচিত এই বিষয়ে পলিটিকাল এজেন্টের সার্টিফিকেট দিবার কথা

আরো এই ধারামতে কোন ব্যক্তির বিপক্ষে কোন কার্য্যানুষ্ঠান হইলে পর, ব্রিটিশ ভারতবর্ষে সেই অপরাধ করা গেলে যদি সেই অপরাধের নিমিত্ত পশ্চাৎ সেই ব্যক্তির বিপক্ষে আর কার্য্যানুষ্ঠান হইতে না পারে, তবে এই ধারামতে ব্রিটিশ ভারতবর্ষের বহির্ভূত কোন স্থানে সেই অপরাধের উপলক্ষে তাহার বিপক্ষে ভিন্ন দেশের বিচারাধিপত্যবিষয়ক ও অপরাধিদিগকে স্বং দেশে প্রেরণ বিষয়ক ১৮৭৯ সালের আইনমতে আর কার্য্যানুষ্ঠান হইতে পারিবে না

১৮৯ ধারা। ১৮৮ ধারায় যে প্রকারের অপরাধের উল্লেখ হইয়াছে তাহার তদন্ত লওয়া যাইতেছে কি বিচার হইতেছে এমত সময়ে যে স্থানে অপরাধ করা গিয়াছে বলিয়া কথিত হয় তথায় পলিটিকাল এজেন্ট সাহেবের কিম্বা বিচারপতির সম্মুখে যে জবানবন্দি লওয়া কি যে দলীল উপস্থিত করা গেল তদন্তকারী কি বিচারকারী আদালত যে কোন মোকদ্দমায় সেই জবানবন্দির কি দলীলের লিখিত বিষয়ের সাক্ষ্য লইবার জন্যে কমিশন দিতে পারিতেন সেই মোকদ্দমায় সেই আদালত ঐ জবানবন্দি ও দলীলের প্রতিলিপি প্রমাণস্বরূপ গ্রহণ করিবেন, স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট বিহিত বোধ করিলে এমন আজ্ঞা করিতে পারিবেন

সাক্ষ্যের ও দলীলের প্রতিলিপি প্রমাণস্বরূপ গ্রহণ করিতে আজ্ঞা দিবার ক্ষমতার কথা।

১৯০ ধারা। ১৮৮ ও ১৮৯ ধারায় "পলিটিকাল এজেন্ট" শব্দে নিম্ন লিখিত ব্যক্তি দিগকে বুঝাইবে ■ তাঁহারা ঐ শব্দে গণ্য হইবেন,—

"পলিটিকাল এজেন্ট" শব্দের অর্থ।

(ক) ব্রিটিশ ভারতবর্ষের সীমার বহির্ভূত কোন দেশে প্রধান যে কর্ত্তৃপক্ষ ব্রিটিশ ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের স্থলাভিষিক্ত স্বরূপ হন তিনি।

(ঘ) মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল সাহেব কিম্বা মান্দ্রাজ কি বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্ণর সাহেব ভিন্ন দেশের বিচারাধিপত্য বিষয়ক এবং অপরাধিদিগকে স্বর দেশে প্রেরণ বিষয়ক ১৮৭৯ সালের আইনমতে ব্রিটিশ ভারতবর্ষের একাংশ ভিন্ন কোন দেশের পলিটিকাল এজেন্টের সকল কি কোন ক্ষমতাক্রমে কর্ম করণার্থে ব্রিটিশ ভারতবর্ষস্থ যে কর্ম্মকারককে নিযুক্ত করেন তিনি

খ।—কার্য্যারম্ভের আবশ্যক নিয়ম বিষয়ক বিধি।

মাজিষ্ট্রেটেরা যে অপরাধ গ্রাহ্য করিতে পারিবেন তাহার কথা

১৯১ ধারা। * পশ্চাল্লিখিত বিধানের স্থলভিন্ন কোন প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট ও জিলার মাজিষ্ট্রেট ও মহকুমার মাজিষ্ট্রেট ও তৎপক্ষে বিশেষ ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য কোন মাজিষ্ট্রেট,

(ক) কোন অপরাধাত্মক ঘটনার অভিযোগ প্রাপ্ত হইলে, কিম্বা

(খ) উক্ত ঘটনা সম্বন্ধে পোলীসের রিপোর্ট পাইলে, কিম্বা

(গ) পোলীস কর্ম্মকারক ভিন্ন অন্য ব্যক্তির নিকট সংবাদ পাইলে, অথবা উক্ত অপরাধ যে করা গিয়াছে এতদ্বিষয়ে তাঁহার স্বীয় জ্ঞান কি সন্দেহ, থাকিলে ঐ অপরাধ গ্রাহ্য করিতে পারিবেন

---

* ১৮৬১ সালের [illegible] আইনের ৩৪ ধারানুসারে পোলীস কার্য্যকারক কোন অভিযোগের নালিশ উপস্থিত করিয়া মোকদ্দমা চালাইতে পারেন।

কোন অপরাধ ঘটন ২৩। মধ্যে কোন মাজিষ্ট্রেটের স্বীয় জ্ঞান থাকিলে ঐ অপরাধ গ্রাহ্য করিতে পারেন কিন্তু সংবাদ শুনে অবগত বিষয় স্বীয় জ্ঞান বলিয়া গণ্য হইবে না যে স্থলে মাজিষ্ট্রেট অপরাধ গ্রাহ্য করেন তাহার বিবরণ তাঁহার প্রকাশ করিতে হইবে ১৩ উঃ রিঃ ১

অধীন মাজিষ্ট্রেট কোন অভিযুক্ত ব্যক্তিকে ছাড়িয়া দিলে হাইকোর্টের আদেশ ব্যতীত ঐ ব্যক্তির বিরুদ্ধে পুনরায় ঐ মোকদ্দমা স্থাপন হইতে পারে না ২৫ উঃ রিঃ ৩০ ইঃ লঃ রিঃ ১ কলি ২৮২ ইঃ লঃ রিঃ ২ বোম্বে ৫৩৪ এই সম্বন্ধে এই আইনে যে গুরুতর পরিবর্ত্তন হইয়াছে তাহা ৪৩৭ ধারায় দেখ

দণ্ডবিধি আইনের ২১১ ধারানুসারে মোকদ্দমা উপস্থিত করণ জন্য কোন মাজিষ্ট্রেট কোন ব্যক্তিকে অনুমতি প্রদান করিলে যদি ঐ ব্যক্তি মোকদ্দমা না চালায় তবে জেলার মাজিষ্ট্রেট অভিযোগ ব্যতীত উহা চালাইতে পারেন। ইঃ [illegible] রিঃ [illegible] কলি ১১২।

কোন মাজিষ্ট্রেট যে অপরাধের বিচার বা তাহা বিচারার্থে সমর্পণ করিতে পারেন, স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট কি স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের সামান্য কি বিশেষ আজ্ঞা-ক্রমে জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেব (ক) ও (খ) প্রকরণমতে সেই অপরাধ গ্রাহ্য করিবার ক্ষমতা সেই মাজিষ্ট্রেটকে দিতে পারিবেন।

কোন মাজিষ্ট্রেট যে অপরাধের বিচার বা তাহা বিচারার্থে সমর্পণ করিতে পারেন, স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট (গ) প্রকরণমতে সেই অপরাধ গ্রাহ্য করিবার ক্ষমতা প্রথম কি দ্বিতীয় শ্রেণীর সেই মাজিষ্ট্রেটকে দিতে পারিবেন

১৯২ ধারা। কোন জিলার মাজিষ্ট্রেট কি মহকুমার মাজিষ্ট্রেট যে মোক-দ্দমা গ্রাহ্য করেন তাহার তদন্ত লইবার কি বিচার করিবার নিমিত্ত তিনি তাহা তাঁহার অধীন কোন মাজিষ্ট্রেটের নিকট প্রেরণ করিতে পারিবেন

মাজিষ্ট্রেটদের মোকদ্দমা হস্তান্তর করিবার কথা

কোন প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট মোকদ্দমা গ্রাহ্য করিয়া থাকিলে, জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেব তাঁহাকে এই আইনমতে অভিযুক্ত ব্যক্তির বিচার করিবার বা তাহাকে বিচারার্থে সমর্পণ করিবার ক্ষমতাপন্ন ঐ জিলার অন্য কোন বিশেষ মাজিষ্ট্রেটের নিকট তদন্ত বা বিচার হইবার নিমিত্ত উহা প্রেরণ করিবার ক্ষমতা দিতে পারিবেন; এবং ঐ মাজিষ্ট্রেট তদনুসারে মোক-দ্দমার নিষ্পত্তি করিতে পারিবেন

---

* কোন মোকদ্দমা সম্বন্ধে কোন বিচারকের স্বার্থ না থাকিলে তিনি সরকারী কার্য্যকারকস্বরূপ ঐ মোকদ্দমা উপস্থিত করিয়া এবং নিজে সাক্ষ্য দিয়া তাহা বিচার করিতে পারেন। বে. লা. রি. ফৌজদারী আপীল বিভাগ ১৫ কোন মাজিষ্ট্রেট সপ কৌন্সিলস্বরূপ কোন মোকদ্দমা রুজু করিয়া তাহা বিচার করিতে পারেন। কিন্তু সুবিধা হইলে ঐ মোকদ্দমা অন্য মাজিষ্ট্রেটের নিকট বিচারার্থে প্রদান করা শ্রেষ্ঠ ১৭ উঃ রিঃ ৩৯। অথবা ৮ বাং লঃ রিঃ ৪২২ পূর্ণাধিবেশন উক্ত নজির পর্য্যালোচনা করিয়া কলিকাতা হাইকোর্ট এই মীমাংসা করিয়াছেন যে কোন মাজিষ্ট্রেটের কোন স্বার্থ থাকিলে অথবা কোন মাজিষ্ট্রেট নিজে মোকদ্দমা রুজু করিয়া স্বয়ং আসামীর বিরুদ্ধে প্রধান সাক্ষী হইলে ঐ মোকদ্দমা তাহার বিচার করা অনুচিত ইং লঃ রিঃ ২ কলি ২৩ কোন ব্যক্তি কোন আদালতে মিথ্যা সাক্ষ্য দিলে ঐ মিথ্যা সাক্ষ্য প্রদান জন্য ঐ আদালত কর্ত্তৃক তাহার বিচার হইতে পারে না ইং লঃ রিঃ ৪ বোম্বে ২১৪। কোন ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট স্বয়ং যত্নপূর্ব্বক বেআইনি জনতার লোক ধৃত করিলে তৎকর্ত্তৃক তাহাদের বিচার হওয়া অনুচিত ২০ উঃ রিঃ ৭৬ কোন মাজিষ্ট্রেট অভিযুক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধ মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে বিশেষ যত্নবান হইলে ঐ মোকদ্দমার আপীল তাঁহার নিষ্পত্তি করা অবৈধ। ২২ উঃ রিঃ ৭৫ জেলার মাজিষ্ট্রেট কলেক্টর কলেক্টরস্বরূপ মোকদ্দমা উপস্থিত করিয়া মাজিষ্ট্রেটস্বরূপ তাহা বিচার করা অন্যায় ২৪ উঃ রিঃ ১

১৯৩ ধারা। এই আইনে কিম্বা সংকালে অন্য যে আইন প্রচলিত থাকে তাহাতে প্রকারান্তরে স্পষ্ট বিধান না থাকিলে, উপর্যুক্ত নিয়মমতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন মাজিষ্ট্রেট কর্তৃক অভিযুক্ত ব্যক্তি সমর্পিত না হইলে কোন সেশন আদালত প্রথমস্থলীয় বিচারাধিপত্য নিমিত্ত তাহাতে সংলগ্ন কোন অপরাধ গ্রাহ্য করিবেন না।

সেশন আদালতে যে অপরাধের বিচার হইবে তাহার কথা।

স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট সময় সময় বিশেষ আজ্ঞাদ্বারা তাহাদিগকে যে সকল মোকদ্দমার বিচার করিতে আদেশ দেন কিম্বা সেই খণ্ডের সেশন জজ সাহেব যে সকল মোকদ্দমা তাহাদিগের নিকট বিচারার্থে অর্পণ করেন, অতিরিক্ত সেশন জজ কি জাইণ্ট সেশন জজ কেবল সেই সকল মোকদ্দমার বিচার করিবেন।

অতিরিক্ত ও জইণ্ট সেশন জজ।

খণ্ডের সেশন জজ সামান্য কি বিশেষ আজ্ঞাদ্বারা আসিষ্টাণ্ট সেশন জজদের হস্তে যে সকল মোকদ্দমা অর্পণ করেন তাঁহারা কেবল সেই সকল মোকদ্দমার বিচার করিবেন।

আসিষ্টাণ্ট সেশন জজদের দ্বারা মোকদ্দমা বিচার হইবার কথা।

১৯৪ ধারা। পশ্চাল্লিখিত বিধানমতে কোন অপরাধ হাইকোর্টে সমর্পণ করা গেলে হাইকোর্ট তাহা গ্রাহ্য করিতে পারিবেন।

হাইকোর্ট যে অপরাধ গ্রাহ্য করিবেন তাহার কথা।

শ্রীশ্রীমতী মহারাণী বিক্টোরিয়ার ২৪ ও ২৫ সংবৎসরের আইনের ১০৪ অধ্যায়মতে যে পেটেণ্ট পত্র প্রদত্ত হয়, এই ধারার কোন কথায় তাহার বিধানের কোন বিঘ্ন যে হইবে এমত জ্ঞান করিতে হইবে না।

১৯৫ ধারা। * (ক) ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধি আইনের ১৭২ অবধি ১৮৮ পর্য্যন্ত ধারামতে যে অপরাধের দণ্ড হইতে পারে সেই অপরাধ রাজকীয় যে কার্য্যকারকের সম্বন্ধে হইয়া থাকে তাঁহার কিম্বা তিনি যাঁহার অধীনে সেই রাজকীয় কার্য্যকারকের অনুমতি কি অভিযোগ না হইলে,

রাজকীয় কার্য্যকারকদের আইনসিদ্ধ ক্ষমতা অবজ্ঞা করণ হেতুক অভিযোগের কথা।

* দণ্ডবিধি আইনের ২১১ ধারার মোকদ্দমা স্থাপন করার পূর্ব্বে মূল মোকদ্দমার বিচার

(খ) উক্ত আইনের ১৯৩, ১৯৪, ১৯৫, ১৯৬, ১৯৯, ২০০, ২০৫, ২০৬, ২০৭, ২০৮, ২০৯, ২১০, ২১১ কি ২২৮ ধারামতে যেই অপরাধ দণ্ডনীয় তাহা কোন আদালতের আনুষ্ঠানিক কার্য্যে বা তৎসম্বন্ধে করা গেলে ঐ আদালতের কিম্বা সেই আদালত অন্য যে আদালতের অধীন থাকেন তদীয় অনুমতি কি অভিযোগ না হইলে.

সাধারণের ন্যায় বিচার বিরুদ্ধে কোনং অপরাধ হেতুক অভিযোগ করণ

(গ) উক্ত আইনের ৪৬৩ ধারায় যে কোন অপরাধের বর্ণনা আছে কিম্বা ৪৭১, ৪৭৫, কি ৪৭৬ ধারামতে সেই অপরাধের দণ্ড হইতে পারে কোন আদালতের আনুষ্ঠানিক কোন কার্য্যে প্রমাণস্বরূপ যে দলীল উপস্থিত করা যায় তৎসম্বন্ধে কোন পক্ষ সেই অপরাধ করিলে, ঐ

দলীল প্রমাণস্বরূপে উপস্থিত করা গেলে তৎসম্পর্কীয় অপরাধের অভিযোগের কথা

করা উচিত। ১৬ উঃ রিঃ ৪৪ ° ৭৭। ঐ মোকদ্দমা স্থগিত করার পূর্ব্বে মূল মোকদ্দমার বাদীকে তাহার অভিযোগ মাজিষ্ট্রেট সমক্ষে সপ্রমাণ করিতে সুবিধা দেওয়া উচিত। ইঃ লঃ রিঃ ১ কলি ৮৭। ইঃ লঃ রিঃ ৬ কলি ৪৯৬। অনুমতি প্রাপ্ত ব্যক্তি মোকদ্দমা না চালাইলে জেলার মাজিষ্ট্রেট নালিশ ব্যতীত মোকদ্দমা চালাইতে পারেন। ইঃ লঃ রিঃ ৪ কলি ১১২। কোন মাজিষ্ট্রেট বাদীর এজাহার গ্রহণ করিয়া কিন্তু তাহার সাক্ষীর জবানবন্দি গ্রহণ না করিয়া তাহার বিরুদ্ধে দণ্ডবিধির ২১১ ধারার মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে অনুমতি দিতে পারেন। ইঃ লঃ রিঃ ৭ কলি ২০৮। একজনার ২৫ উঃ রিঃ ১০ পৃষ্ঠায় মাঝিরের বিরুদ্ধে নিষ্পত্তি হইল যে পুলীস ষ্টেশনে অভিযোগ করা কোন দেওয়ানী কি ফৌজদারী আদালতের সমক্ষে অভিযোগ নহে। সুতরাং ঐ অভিযোগ মিথ্যা হেতু মোকদ্দমা করিতে হইলে অনুমতি আবশ্যক। ২৪ উঃ রিঃ ৬৯। ৫ বঃ লঃ রিঃ ৫ ক্রিঃ ২৬। ১০ বঃ লঃ রিঃ ৪৬। ইঃ লঃ রিঃ ১ আলা ৪৪৭। ইঃ লঃ রিঃ ৬ কলি ৫৮২। উপরিস্থ আদালত কর্ত্তৃক অনুমতি প্রদত্ত হইলে অধঃস্থ আদালত তৎপ্রতি আপত্ত করিতে অক্ষম। ইঃ লঃ রিঃ [illegible] কলি ৮৬৯। কোন আদালতে বা মোকদ্দমা তদন্ত করণের কি বিচারার্থে পাঠানের ক্ষমতাপন্ন কার্য্যকারক নিকট মিথ্যা অভিযোগ না করিলে দণ্ডবিধির ২১১ ধারানুসারে বাদী দণ্ডনীয় হইতে পারে না। ইঃ লঃ রিঃ ৬ কলি ৬২০। দেওয়ানী মোকদ্দমায় দাখিলি জালদলীলের সাক্ষীগণের বিরুদ্ধে জালিয়াতের মোকদ্দমা চালাইবার জন্য অনুমতি অনাবশ্যক। ইঃ লঃ রিঃ [illegible] মান্দ্রাজ ৪০০। সেসন জজের নিষ্পত্তি পত্রে কোন ব্যক্তি মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া হেতু তাহার বিরুদ্ধে মোকদ্দমা চালাইবার জন্য মাজিষ্ট্রেটের প্রতি অনুরোধ থাকিলে তাহা অনুমতি বলিয়া গণ্য হইবে না। অনুমতির জন্য পৃথক দরখাস্ত করা আবশ্যক। ইঃ লঃ রিঃ ৩ আলা ৬২

আদালত কিম্বা ঐ আদালত যে আদালতের অধীন থাকেন তদীয় অনুমতি কি অভিযোগ না হইলে কোন আদালত অভিযোগ গ্রাহ্য করিবেন না।

যে প্রকারে অনুমতি পাওয়া আবশ্যক তাহার কথা

এই ধারায় যে অনুমতির উল্লেখ হইয়াছে তাহা সাধারণ কথায় ব্যক্ত হইতে পারিবে, অভিযুক্ত ব্যক্তির নাম লিখিবার প্রয়োজন নাই কিন্তু যে আদালতে কি অন্য স্থানে ও যে সূত্রে অপরাধ করা যায় যথাসাধ্য তাহার নির্দেশ করিতে হইবে

এই ধারার উল্লিখিত কোন অপরাধ সম্পর্কে অনুমতি প্রদত্ত হইলে বৃত্ত ও দৃষ্টে অন্যতর অপরাধ কৃত হইয়াছে বলিয়া যদি প্রকাশ হয় তবে যে আদালত মোকদ্দমা গ্রাহ্য করেন উল্লিখিত অন্য অপরাধ ধরিয়া অভিযোগপত্র প্রস্তুত করণার্থে সেই আদালতের ক্ষমতা থাকিবে

এই ধারামতে যে অনুমতি দেওয়া যায় বা অস্বীকার করা যায় অনুমতিদাতা বা অস্বীকারকারী কর্তৃপক্ষ যে কর্তৃপক্ষের অধীন সেই কর্তৃপক্ষ তাহা রহিত করিতে পারিবেন। সেই অনুমতি দিবার তারিখ অবধি ছয় মাসের অধিক কাল বলবৎ থাকিবে না।

ছোট আদালত ভিন্ন প্রত্যেক আদালত হইতে সাধারণতঃ যে আদালতে আপীল হয়, এই ধারার তাৎপর্য্যে প্রথমোক্ত আদালত সেই আদালতের অধীন বলিয়া গণ্য হইবে

রাজধানী নগরের ছোট আদালত হাইকোর্টের অধীন বলিয়া গণ্য হইবে, এবং প্রত্যেক ছোট আদালত যে সেশন খণ্ডের মধ্যে থাকে সেই খণ্ডের সেশন আদালতের অধীন বলিয়া গণ্য হইবে

রাজবিরুদ্ধ অপরাধের অভিযোগের কথা।

১৯৬ ধারা ভারতবর্ষের দণ্ডবিধি আইনের ১২১ ধারা ভিন্ন ৬ অধ্যায়মতে দণ্ডনীয় কিম্বা উক্ত আইনের ২৯৪ক ধারামতে দণ্ডনীয় অপরাধের নালিশ হইলে মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত ভারতবর্ষের শ্রীযুক্ত গবর্ণর জেনরল সাহেবের কিম্বা স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের আজ্ঞা কিম্বা দত্ত ক্ষমতাক্রমে কিম্বা এতৎপক্ষে মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুক্ত গবর্ণর জেনরল সাহেবের স্থানে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কার্য্যকারকের আজ্ঞা কিম্বা তাঁহার দত্ত ক্ষমতাক্রমে ঐ নালিশ উপস্থিত করা না গেলে কোন আদালতে তদ্রূপ অপরাধের অভিযোগ গ্রাহ্য হইবে না।

বিচারকর্ত্তাদের ও রাজকীয় কার্য্যকারকদের নামে অভিযোগের কথা।

১৯৭ ধারা। * বিচারকর্ত্তাস্বরূপ কোন বিচারকর্ত্তার নামে কিম্বা রাজকীয় অন্য যে কার্য্যকারক ভারতবর্ষীয় কি স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের অনুমতি বিনা অপসৃত হইতে না পারেন এমত কার্য্যকারকস্বরূপ তাঁহার নামে কোন অপরাধের অভিযোগ হইলে যে গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে অপসৃত করিবার আজ্ঞা দিতে পারেন সেই গবর্ণমেণ্ট কিম্বা উক্ত গবর্ণমেণ্ট হইতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য কার্য্যকারকের অনুমতি ভিন্ন অথবা ঐ বিচারকর্ত্তা কিম্বা রাজকীয় কার্য্যকারক যে আদালতের কিম্বা অন্য কর্ত্তৃপক্ষের অধীন থাকেন উক্ত গবর্ণমেণ্ট তাঁহার উক্তরূপ অভিযোগ করিবার অনুমতি দিবার ক্ষমতা খর্ব্ব করিয়া না থাকিলে তাঁহার অনুমতি ভিন্ন ঐ অভিযোগ কোন আদালতে গ্রাহ্য হইবে না।

অভিযোগ সম্বন্ধে গবর্ণমেণ্টের ক্ষমতার কথা।

যে ব্যক্তি কর্ত্তৃক ও যে প্রকারে উক্ত বিচারকর্ত্তা কি রাজকীয় কার্য্যকারক সম্বন্ধীয় অভিযোগ চালাইতে হইবে উক্ত গবর্ণমেণ্ট তাহা স্থির করিতে পারিবেন, এবং যে আদালতের সম্মুখে বিচার হইবে তাহাও নির্দ্দেশ করিতে পারিবেন।

চুক্তিভঙ্গ ও অপবাদ ও বিবাহ সম্পর্কীয় অপরাধের অভিযোগের কথা।

১৯৮ ধারা। ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধি আইনের ১৯ কি ২১ অধ্যায়ের মধ্যে কি ৪৯৩ অবধি ৪৯৮ পর্য্যন্ত ধারার মধ্যে যেই অপরাধ পড়ে ঐ অপরাধক্রমে ক্ষতিগ্রস্ত কোন ব্যক্তির দ্বারা নালিশ না হইলে কোন আদালতে সেই অপরাধ গ্রাহ্য হইবে না।

পরদার সংক্রান্ত কিম্বা বিবাহিত স্ত্রীলোককে ফুসলাইয়া লওন বিষয়ক অভিযোগের কথা।

১৯৯ ধারা। স্ত্রীলোকের স্বামী কি তার অনুপস্থানে যে সময়ে অপরাধ হয় সেই সময়ে তাঁহার পক্ষে ঐ স্ত্রীলোকের যিনি রক্ষক থাকেন তিনি নালিশ না করিলে কোন আদালতে ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধি আইনের ৪৯৭ কি ৪৯৮ ধারামত অপরাধ গ্রাহ্য হইবে না।

---

* কোন মিউনিসিপাল কর্পোরেশন গবর্ণমেণ্টের অনুমতি ব্যতীত অভিযুক্ত হইতে পারে। ইং লং রিঃ ৩ কলি ১৫৮।

১৬ ষোড়শ অধ্যায়।

মাজিষ্ট্রেটদের নিকটে নালিশ করিবার বিধি।

২০০ ধারা। * নালিশ পাইলে যে মাজিষ্ট্রেট কোন অপরাধ গ্রাহ্য করেন তিনি শপথ করাইয়া বাদীর পরীক্ষা লইবেন, সেই পরীক্ষার মর্ম্ম লিখিয়া রাখা যাইবে ও তাহাতে বাদী এবং মাজিষ্ট্রেট স্বাক্ষর করিবেন

বাদীর পরীক্ষা লইবার কথা

কিন্তু (ক) লিখিয়া নালিশ করা গেলে, ১৯২ ধারামতে মোকদ্দমা হস্তান্তর করিবার পূর্ব্বে মাজিষ্ট্রেটের যে বাদীর পরীক্ষা লইতে হইবে, এই ধারার কোন কথায় এমত অর্থ হইবে না

(খ) উক্ত মাজিষ্ট্রেট প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট হইলে মাজিষ্ট্রেট প্রত্যেক স্থলে যেমন উচিত বোধ করেন তেমনি শপথ না করাইয়া কিম্বা করাইয়া ঐ পরীক্ষা করিতে পারিবেন এবং তাহা লিখিয়া লইবার প্রয়োজন নাই কিন্তু মাজিষ্ট্রেট বিহিত বোধ করিলে নালিশের বিষয় আদালতে উপস্থিত করাইবার পূর্ব্বে তাহা লিখিয়া দিবার আদেশ করিতে পারিবেন

(গ) ১৯২ ধারামতে মোকদ্দমা হস্তান্তর করা গেলে, যে মাজিষ্ট্রেট তাহা হস্তান্তর করেন তিনি বাদীর পরীক্ষা লইয়া থাকিলে, যে মাজিষ্ট্রেটের নিকটে ঐ মোকদ্দমা হস্তান্তর করিয়া দেওয়া যায় তিনি বাদীকে পুনর্ব্বার পরীক্ষা করিতে বাধ্য হইবেন না

২০১ ধারা। লিখিয়া নালিশ করা গিয়া থাকিলে এবং মাজিষ্ট্রেট ঐ নালিশ গ্রাহ্য করিতে ক্ষমতাপন্ন না হইলে উপযুক্ত আদালতে দিবার নিমিত্ত সেই মর্ম্মের পৃষ্ঠলিপি সহিত নালিশ ফিরাইয়া দিবেন

মাজিষ্ট্রেট নালিশ লইতে ক্ষমতাপন্ন না হইলে কার্য্য প্রণালীর কথা

২০২ ধারা। প্রথম প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট এবং স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট অন্য যে কোন প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেটকে এতদর্থে সাধারণ ক্ষমতা দেন তিনি বা প্রথম বা দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট যে নালিশ গ্রাহ্য করিতে

পরওয়ানা দিতে বিলম্ব করণের কথা

---

* বাদীর পরীক্ষাতে পোলীস তদন্তের আদেশ হইয়া নির্দ্দেশ দিবস ধার্য্য হইলে বাদীর অসাক্ষাতে পোলীস রিপোর্ট অনুসারে মোকদ্দমা ডিসমিস হইতে পারে না। ১১ উঃ নিঃ ২

পারেন সেই নালিশের সত্যতা সম্বন্ধে অবিশ্বাস করিবার কারণ দেখিলে বাদীর পরীক্ষা লইবার পর নালিশের সত্যতা সম্বন্ধে অবিশ্বাস করিবার কারণ লিপিবদ্ধ করিয়া যাহার নামে নালিশ হইল তাহাকে উপস্থিত করাইবার পরওয়ানা দিতে বিলম্ব করিয়া নালিশের সত্যাসত্যতা নির্ণয় করিবার জন্য আপনি নালিশের তদন্ত লইতে পারিবেন কিম্বা প্রথমে আপনার *অধীন কোন কর্ম্মচারীর কিম্বা পোলীসের কর্ম্মকারকের দ্বারা কিম্বা মাজিষ্ট্রেট বা পোলীস কর্ম্মকারক ভিন্ন অন্য যে ব্যক্তি দ্বারা বিহিত বোধ করেন সেই ব্যক্তি দ্বারা ঐ নালিশের স্থানীয় অনুসন্ধান লইবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন

মাজিষ্ট্রেট কিম্বা — পোলীসের কর্ম্মকারক ভিন্ন যদি অন্য ব্যক্তির দ্বারা ঐ অনুসন্ধান লওয়া যায়, তবে এই আইনক্রমে থানার অধ্যক্ষের প্রতি যে সকল ক্ষমতা অর্পণ করা গেল ঐ ব্যক্তি সেই সকল ক্ষমতামতে কার্য্য করিতে পারিবেন, কেবল তাঁহার ওয়ারণ্ট বিনা ধৃত করিবার ক্ষমতা থাকিবে না

এই ধারা কলিকাতা ও বোম্বাই নগরের পোলীসের প্রতি বর্ত্তে।

নালিশ ডিসমিস করিবার পথ

২০৩ ধারা — যে মাজিষ্ট্রেটের নিকট নালিশ করা বা উঠাইয়া দেওয়া যায় তিনি বাদীর পরীক্ষা করিলে এবং ২০২ ধারামতে অনুসন্ধান লওয়া গেলে তাহার ফল বিবেচনা করিয়া সেই বিষয়ের আর কোন কার্য্যানুষ্ঠান করিবার বিশিষ্ট কারণ নাই বিবেচনা করিলে ঐ নালিশ ডিসমিস করিতে পারিবেন

* বাদীর পরীক্ষা না করিয়া কেবল মাত্র পোলীস রিপোর্ট প্রবণতে মোকদ্দমা ডিসমিস করা অন্যায় ৮ উঃ রিঃ ৬৭ বাদীর পরীক্ষা না করিয়া তাহার মোকদ্দমা ডিসমিস হইতে পারে না ৩ বেঃ লঃ রিঃ আপীল বিভাগ, ফৌজদারী — অধীন মাজিষ্ট্রেট কোন মোকদ্দমায় অভিযুক্ত ব্যক্তির হাজির হওয়ার জন্য ওয়ারণ্ট জারীর আদেশ করার পর জেলার মাজিষ্ট্রেট উক্ত মোকদ্দমা আপন সেরেস্তায় উঠাইয়া লইয়া উক্ত ওয়ারণ্ট রহিত পূর্ব্বক মোকদ্দমা ডিসমিস করিতে পারেন না ১৯ উঃ রি ২৮ ১৯৫ ধারার টীকা দেখ। বাদীর অনুপস্থিত নিবন্ধন মোকদ্দমা ডিসমিস হইলে সে পুনরায় নালিশ উপস্থিত করিতে পারে ই: লঃ রিঃ ৬ কলি ৫২৩ কিন্তু বাদীর সাক্ষীর জবানবন্দি হইলে মোকদ্দমা পুনরায় উপস্থিত করা যাইতে পারে না ২৪উঃ রিঃ ৭৫

১৭ সপ্তদশ অধ্যায়।

মাজিষ্ট্রেটদের সম্মুখে কার্য্যারম্ভ করিবার বিধি

পরওয়ানা দিবার কথা

২০৪ ধারা। যে মাজিষ্ট্রেট কোন অপরাধ গ্রাহ্য করেন, তাঁহার মতে কার্য্যানুষ্ঠান করিবার বিশিষ্টকারণ থাকিলে দ্বিতীয় তফসীলের চতুর্থ ঘর দেখিয়া যদি প্রথমে সেই মোকদ্দমায় সমন দেওয়া উচিত বোধ হয় তবে অভিযুক্ত ব্যক্তির উপস্থিত হইবার নিমিত্ত সমন দিবেন। উক্ত ঘর দেখিয়া প্রথমে যদি ওয়ারেণ্ট দেওয়া উচিত হয় তবে তিনি আপনার কিম্বা সেই বিষয়ের বিচার করিতে সক্ষম অন্য মাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে নির্দিষ্ট সময়ে আনাইবার বা উপস্থিত করাইবার জন্যে ওয়ারেণ্ট দিতে অথবা উচিত বোধ করিলে সমন দিতে পারিবেন।

এই ধারার কোন কথাক্রমে ৯০ ধারার বিধানের কোন ব্যতিক্রম হইবে এমত জ্ঞান হইবে না।

অভিযুক্ত ব্যক্তির উপস্থিত না হইবার অনুমতি দিতে মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতার কথা

২০৫ ধারা। যখন কোন মাজিষ্ট্রেট সমন দেন, উপযুক্তকারণ জানিলে অভিযুক্ত ব্যক্তির স্বয়ং উপস্থিত না হইয়া আপনার পক্ষে উকীলের দ্বারা উপস্থিত হইবার অনুমতি দিতে পারিবেন।

কিন্তু কার্য্যানুষ্ঠানের কোন সময়ে তদন্তকারী বা বিচারকারী মাজিষ্ট্রেট যখন ইচ্ছা তখন অভিযুক্ত ব্যক্তির স্বয়ং উপস্থিত হইবার আজ্ঞা দিতে পারিবেন এবং আবশ্যক হইলে পূর্ব্ব প্রকার বিধানমতে তাহাকে বলপূর্ব্বক উপস্থিত করাইতে পারিবেন।

---

১৮ অষ্টাদশ অধ্যায়।

সেশন আদালতের কি হাইকোর্টের বিচার্য্য মোকদ্দমায় তদন্তবিষয়ক বিধি

বিচারার্থে সমর্পণ করিবার ক্ষমতার কথা

২০৬ ধারা। কোন প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কিম্বা জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেব কিম্বা মহকুমার কোন মাজিষ্ট্রেট কিম্বা প্রথম শ্রেণীর কোন মাজিষ্ট্রেট কিম্বা এতদর্থে স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট হইতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন

---

* কোন ব্যক্তি একটী বালক ও একটী বালিকাকে কূপে নিক্ষেপ করিয়াছে বলিয়া নালিশ

মাজিষ্ট্রেট সেশন আদালতের কিম্বা হাইকোর্টের বিচার্য্য কোন অপরাধ হেতুক কোন ব্যক্তিকে ঐ আদালতে কি কোর্টে সমর্পণ করিতে পারিবেন।

কিন্তু এই আইনে প্রকারান্তরের বিধান না থাকিলে সেশন আদালতের বিচার্য্য কোন ব্যক্তিকে বিচারার্থে হাইকোর্টে সমর্পণ করা যাইবে না।

সমর্পণার্থে প্রথম তদন্ত লইবার কার্য্য প্রণালীর কথা

২০৭ ধারা। সেশন আদালতের কি হাইকোর্টের বিচার্য্য মোকদ্দমায় কি মাজিষ্ট্রেটের বিবেচনায় হাইকোর্টে কি সেশন আদালতে যে মোকদ্দমার বিচার হওয়া উচিত, সেই মোকদ্দমায় মাজিষ্ট্রেটদের সম্মুখে যে তদন্ত লওয়া যায় তদ্বিষয়ে নিম্নলিখিত প্রণালীমতে কার্য্য করিতে হইবে।

উপস্থিত সাক্ষ্য গ্রহণের কথা।

২০৮ ধারা। অভিযুক্ত ব্যক্তি উপস্থিত হইলে অথবা তাহাকে মাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে উপস্থিত করা গেলে, মাজিষ্ট্রেট কেহ বাদী থাকিলে তাহার বক্তব্য শ্রবণ করিবেন ও অভিযোগ পক্ষে কি অভিযুক্ত ব্যক্তির পক্ষে যে সকল সাক্ষ্য উপস্থিত করা যায় ও যাহা মাজিষ্ট্রেট তলব করেন তাহা পশ্চাল্লিখিত বিধানমতে গ্রহণ করিবেন।

হয়। মাজিষ্ট্রেট ঐ বালকের হত্যা হেতু দণ্ডবিধির ৩০২ ধারার অভিযোগে তাহাকে সেশন আদালতে অর্পণ করেন এবং ঐ আদালতের বিচারে সে নির্দোষী সাব্যস্ত হয়। তৎপর সমর্পণার্থে প্রথম তদন্ত না করিয়া ঐ বালকের ঐ বালিকার প্রাণ নষ্ট করার উদ্যোগ হেতু অভিযোগে পুনরায় অর্পণ করেন। হাইকোর্ট সাব্যস্ত করেন যে এইরূপ প্রথম তদন্ত না করিয়া অর্পণ করা অবৈধ। ১৩ বাঃ লঃ রিঃ ৫৪

সাক্ষীর জবানবন্দি ২৫ অধ্যায়ের বিধান মতে লইতে হইবে।

মাজিষ্ট্রেট যে মোকদ্দমা অর্পণ করেন তাহাতে কোন সাক্ষিগণের জবানবন্দি লিপিবদ্ধ না করিয়া অন্য মোকদ্দমায় তাহাদের প্রদত্ত জবানবন্দি তাহাদিগকে পাঠ করিয়া শুনাইয়া তদনুবলে ঐ মোকদ্দমা সমর্পণ করা অবৈধ। ১ বাঃ রিঃ ফৌজদারী, আপিল বিভাগ ৩১ ৩ বাঃ লঃ রিঃ ফৌজদারী, আপীল বিভাগ ২০

ওয়ারেণ্ট দ্বারা গ্রেপ্তার অন্তে অভিযুক্ত ব্যক্তি মাজিষ্ট্রেট সমক্ষে আনীত হইলে উপযুক্ত কারণ বশতঃ তাহাকে তিনি হাজতে পাঠাইতে পারেন কিন্তু তাহার কারণ লিপিবদ্ধ করিতে হইবে। ২০ উঃ রিঃ ২৩।

সাক্ষী প্রভৃতি উপস্থিত করাইবার পরওয়ানার কথা

কোন সাক্ষীকে কি কোন দলীল কি অন্য বস্তু উপস্থিত করাইবার নিমিত্তে বাদী কিম্বা যে কার্য্যকারক অভিযোগ চালান তিনি কি অভিযুক্ত ব্যক্তি মাজিষ্ট্রেটের নিকটে পরওয়ানা দিবার প্রার্থনা করিলে, মাজিষ্ট্রেট ঐ পরওয়ানা দিবেন কিন্তু তদ্রূপ পরওয়ানা দেওয়া অনাবশ্যক জ্ঞান করিলে, যুক্তি লিপিবদ্ধ করিয়া, পরওয়ানা দিবেন না।

প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট যে আপনার যুক্তি লিপিবদ্ধ করিবেন, এই ধারার কোন কথায় এরূপ জ্ঞান করা যাইবে না।

যে স্থলে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে ছাড়িয়া দেওয়া যাইবে তাহার কথা

২০৯ ধারা। * ২০৮ ধারার প্রথম ও দ্বিতীয় পদের উল্লিখিত সাক্ষ্য লইয়া এবং সাক্ষ্যে অভিযুক্ত ব্যক্তির বিপক্ষে যে কোন ব্যাপার দেখা যায় তাহাকে তাহার ব্যাখ্যা করিতে সমর্থ করিবার নিমিত্ত অভিযুক্ত ব্যক্তির পরীক্ষা করিয়া অভিযুক্ত ব্যক্তিকে বিচারার্থে সমর্পণ করিবার বিশিষ্ট হেতু নাই মাজিষ্ট্রেট এমত বোধ করিলে তাহাকে ছাড়িয়া দিবেন কিন্তু আপনার সম্মুখে কিম্বা অন্য কোন মাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে সেই ব্যক্তির বিচার হওয়া উচিত তাঁহার এরূপ বোধ হইলে তিনি তদনুযায়ী কার্য্য করিবেন

অভিযোগ অমূলক বিবেচনা করিলে, হেতু লিপিবদ্ধ করিয়া, মাজিষ্ট্রেট মোকদ্দমা চলনের এতৎপূর্ব্বে কোন অবস্থায় অভিযুক্ত ব্যক্তিকে যে ছাড়িয়া দিতে পারিবেন না, এই ধারার কোন কথা ক্রমে এরূপ জ্ঞান করা যাইবে না।

---

* অভিযুক্ত ব্যক্তি দোষী কি নির্দোষী তাহা বিশেষ করিয়া দেখা মাজিষ্ট্রেটের কর্ত্তব্য এই উদ্দেশ্যে তাহাকে পরীক্ষা করিবে ও আবশ্যক বিবেচনা কারণে তাহার প্রাগ্রহণ করিয়া তাহাকে সমর্পণ করা বিধেয় ১৪ উঃ রিঃ ১৬

এই ধারানুসারে কোন নালিশ ডিসমিস হইলে কিম্বা অভিযুক্ত ব্যক্তিকে ছাড়িয়া দেওয়া গেলে হাইকোর্ট বা সেশন আদালত ৪৩৭ ধারানুসারে জেলার মাজিষ্ট্রেটকে অধিক তদন্ত করিতে আদেশ করিতে পারেন অভিযুক্ত ব্যক্তির পরীক্ষা সম্বন্ধে ৩৪২ ও ৩৬৪ ধারা দেখ

২১০ ধারা তজ্রূপ সাক্ষ্য লওয়া গেলে পর এবং তজ্রূপ পরীক্ষা যদি করা যায় তাহা করা গেলে পর যদি মাজিষ্ট্রেট স্থির করেন যে, অভিযুক্ত ব্যক্তিকে বিচারার্থে সমর্পণ করিবার বিশিষ্ট হেতু আছে, তবে অভিযুক্ত ব্যক্তির নামে যে অপরাধের অভিযোগ হইল তাহা নির্দেশ করিয়া আপনার স্বাক্ষরযুক্ত অভিযোগপত্র প্রস্তুত করিবেন।

কখন অভিযোগপত্র প্রস্তুত করিতে হইবে। তাহার কথ

অভিযোগপত্র প্রস্তুত হইলে পর অভিযুক্ত ব্যক্তির নিকটে পাঠ করা যাইবে ও তাহাকে বুঝাইয়া দেওয়া যাইবে ও সে চাহিলে তাহার প্রতিলিপি বিনা খরচায় তাহাকে দেওয়া যাইবে।

অভিযুক্ত ব্যক্তিকে অভিযোগ বুঝাইয়া দিবার ও অভিযোগপত্রের প্রতিলিপি দিবার কথ

২১১ ধারা। বিচার কালে অভিযুক্ত ব্যক্তি সাক্ষ্য দিবার জন্য কাহাকে সমন করাইতে চাহিলে যাহাদিগকে সমন করাইতে চাহে, তৎকালেই তাহাদিগের নাম বাচনিক জানাইতে কি লিখিয়া দিতে তাহার প্রতি আজ্ঞা হইবে।

বিচারকালে প্রতিবাদীর সপক্ষ সাক্ষিদের নামনির্দ্দেশের কথা।

মাজিষ্ট্রেট স্বীয় বিবেচনামতে তৎপশ্চাৎ কোন কালেও অভিযুক্ত ব্যক্তিকে সাক্ষিদের নামের আর এক ফর্দ্দ দিবার অনুমতি দিতে পারেন; এবং অভিযুক্ত ব্যক্তিকে বিচারার্থে হাইকোর্টের সম্মুখে সমর্পণ করা গেলে, অভিযুক্ত ব্যক্তি বিচারকালে সাক্ষ্য দিবার জন্য অন্য ব্যক্তিদের নামে সমন দেওয়াইতে বাঞ্ছা করিলে, বিচার হইবার পূর্ব্বে ক্লার্ক অফ দি ক্রৌন সাহেবকে তাহাদের নামের নির্ঘণ্ট দিবার কোন বাধা আছে এই ধারার কোন কথাক্রমে এমত বোধ হইবে না।

অন্য নাম নির্দ্দেশের কথা।

২১২ ধারা। ২১১ ধারামতে মাজিষ্ট্রেটকে যে সাক্ষিদের নামের ফর্দ্দ দেওয়া যায় স্বীয় বিবেচনামতে তিনি তন্মধ্যে কোন সাক্ষীকে সমন দিয়া পরীক্ষা করিতে পারিবেন।

মাজিষ্ট্রেটের তজ্রূপ সাক্ষিদিগকে পরীক্ষা করিবার ক্ষমতার কথা

২১৩ ধারা । ২১১ ধারামতে ফর্দ দিবার আদেশ অভিযুক্ত ব্যক্তির প্রতি হইলেও সে তাহা না দিলে অথবা সে তদ্রূপ ফর্দ দিলেও, মাজিষ্ট্রেট যাহাদের পরীক্ষা লইতে চাহেন তন্মধ্যে এমন সাক্ষী যদি থাকে তাহাদিগকে ২১২ ধারামতে সমন করিয়া পরীক্ষা করা গেলে মাজিষ্ট্রেট হাইকোর্টে কি, স্থলবিশেষে সেশন আদালতে বিচারার্থে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে সমর্পণ করিবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন এবং প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট না হইলে ঐ আজ্ঞাতে তদ্রূপ সমর্পণ করিবার হেতু সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ থাকিবে।

বিচারার্থে সমর্পণ করিবার আজ্ঞার কথা

২১৪ ধারা। অভিযুক্ত ব্যক্তি ইউরোপীয় ব্রিটিশ প্রজা না হইলে যদি তাহার নামে প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট ভিন্ন অন্য মাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে এই অভিযোগ হয়, যে, যে ইউরোপীয় ব্রিটিশ প্রজা একই ব্যাপার মূলক তদ্রূপ অভিযোগে হাইকোর্টে বিচারার্থে সমর্পিত * হইবে কিম্বা হাইকোর্টে যাহার বিচার হইবে তাহার সঙ্গে সংযুক্ত হইয়া সে অপরাধ করিয়াছে, ও সেই অভিযুক্ত ব্যক্তিকে বিচারার্থে সমর্পণ করিবার বিশিষ্ট হেতু আছে মাজিষ্ট্রেট যদি এরূপ বোধ করেন, তবে তিনি সেই অভিযুক্ত ব্যক্তিকে হাইকোর্টে বিচার হইবার নিমিত্তে সমর্পণ করিবেন, সেশন আদালতে নয়।

ইউরোপীয় ব্রিটিশ প্রজার সহিত রাজধানী নগরের বাহিরে একত্র অভিযুক্ত ব্যক্তির কথা

২১৫ ধারা। উপযুক্ত ক্ষমতাপন্ন মাজিষ্ট্রেট ২১৩ কি ২১৪ ধারামতে একবার বিচারার্থে সমর্পণ করিলে কেবল হাইকোর্ট তাহা অসিদ্ধ করিতে পারিবেন, তাহাও কেবল আইনঘটিত বিষয় ধরিয়া করিতে পারিবেন†

২১৩ কি ২১৪ ধারামতে বিচারার্থে সমর্পণ অসিদ্ধ করিবার কথা।

---

* বিচারার্থ সমর্পণ করিবার আজ্ঞাপত্রে প্রত্যেক আসামীর বিরুদ্ধে যে প্রমাণ থাকে তাহা পৃথক রূপে লিখিতে হইবে ৫ উঃ রিঃ ৬।

দুই পক্ষ মিত্র থাক হাজারা মোকদ্দমায় সমর্পণ সম্বন্ধে ২০৯ ধারা দেখ।

† অনিয়মিত রূপে সমর্পণ করা গেলে তাহা সিদ্ধ করা সম্বন্ধে ৫৩২ ধারা দেখ।

২১৬ ধারা * অভিযুক্ত ব্যক্তি ২১১ ধারামতে সাক্ষিদের নামের নির্দ্দিষ্ট-পত্র দিলে ও তাহাকে বিচারার্থে সমর্পণ করা গেলে, ঐ ফর্দ্দের লিখিত যে সাক্ষিদিগকে আপনার সম্মুখে উপস্থিত করান নাই সে আদালতে অভিযুক্ত ব্যক্তি বিচারার্থে সমর্পিত হইয়াছে মাজিষ্ট্রেট তাহাদিগকে সেই আদালতে উপস্থিত হইবার সমন দিবেন।

অভিযুক্ত ব্যক্তিকে সমর্পণ করিতে হইলে সাক্ষীর সাক্ষিদিগকে সমন দিবার বথ

কিন্তু উক্ত ব্যক্তিকে হাইকোর্টে সমর্পণ করা গেলে, মাজিষ্ট্রেট স্বীয় বিবেচনামতে ক্লার্ক অফ দি ক্রৌনের জন্য উক্ত সাক্ষিদিগকে সমন করিবার কার্য্য রাখিয়া দিতে পারিবেন। এবং তদনুসারে উক্ত সাক্ষিদিগকে সমন করা যাইতে পারিবে।

পরন্তু কেবল কষ্ট দিবার কি বিলম্ব করিবার কিম্বা ন্যায়বিচারের উদ্দেশ্য নিষ্ফল করিবার জন্য সাক্ষিদের নামের নির্দ্দিষ্টে কোন ব্যক্তির নাম লেখা গিয়াছে মাজিষ্ট্রেট এমত বোধ করিলে সেই সাক্ষীর সাক্ষ্য যে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় অভিযুক্ত ব্যক্তির প্রতি এমত জ্ঞান জন্মাইবার উপযুক্ত হেতু দর্শাইতে আজ্ঞা করিবেন। মাজিষ্ট্রেট সাহেবের সুবোধ না জন্মাইলে তিনি ঐ সাক্ষিদিগকে সমন করিতে অস্বীকার করিবার হেতু লিখিয়া অস্বীকার করিতে পারিবেন কিম্বা ঐ সাক্ষীকে উপস্থিত করাইবার নিমিত্তে যত খরচ আবশ্যক জ্ঞান করেন তিনি ঐ সাক্ষীকে সমন করিবার পূর্ব্বে তত টাকা আমানত করিবার আদেশ করিতে পারিবেন

অনাবশ্যক সাক্ষীর খরচা আমানৎ না হইলে তাহাকে সমন করিতে অস্বীকার করিবার কথা

২১৭ ধারা সেশন আদালতে কি হাইকোর্টে যে বাদিদের ■ অভিযোগের ও প্রতিবাদের সপক্ষ যে সাক্ষিদের উপস্থিত হওয়া আবশ্যক তাহারা মাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে উপস্থিত থাকিলে, সেশন আদালতে কি হাইকোর্টে মোকদ্দমা চালাইবার কিম্বা স্থানবিশেষে সাক্ষ্য দিবার জন্য ডাকা গেলেই তাহারা উপস্থিত হইবে মাজিষ্ট্রেট সাহেবের সাক্ষাতে এই মর্ম্মের নিবন্ধপত্র লিখিয়া দিবে

বাদিদের ও সাক্ষিদের নিবন্ধপত্রের কথা।

---

* এই ধারায় লিখিত কারণ ব্যতীত আসামীর তরফাই সাক্ষী তলপ করিতে মাজিষ্ট্রেট অস্বীকার হইতে পারেন না ইঃ লঃ রিঃ ৬ কলি ১১৪

উপস্থিত হইতে নিবন্ধপত্র লিখিয়া দিতে অস্বীকার করিলে হেফাজতে রাখিবার কথা

কোন বাদী কি সাক্ষী সেশন আদালতে কি হাইকোর্টে উপস্থিত হইতে লিখা পড়া আদালতে নিবন্ধপত্র লিখিয়া দিতে অস্বীকার করিলে যত কাল ঐ পত্র লিখিয়া না দেয় কিম্বা সেশন আদালতে কি হাইকোর্টে তাহার যতকাল উপস্থিত হওয়া প্রয়োজন না হয় মাজিষ্ট্রেট তাহাকে তত কাল হেফাজতে রাখিতে পারিবেন ঐরূপ প্রয়োজন হইলে মাজিষ্ট্রেট তাহাকে প্রহরির জিম্মায় সেশন আদালতে কি স্থল-বিশেষে হাইকোর্টে পাঠাইবেন

মোকদ্দমা সমর্পণ হইলে জ্ঞাত করিবার কথা।

২১৮ ধারা। অভিযুক্ত ব্যক্তিকে বিচারার্থে সমর্পণ করা গেলে মাজিষ্ট্রেট গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক যে কার্য্যকারক তত্ত্বৎ পক্ষে নিযুক্ত হন তাঁহার নামে আজ্ঞাপত্র দিয়া ঐ সমর্পণ হইবার কথা জানাইয়া অভিযোগপত্রের পাঠানুসারে অপরাধজ্ঞাপক পত্র দিবেন। কিন্তু যদি মাজিষ্ট্রেটের প্রত্যয় জন্মে যে উক্ত কার্য্যকারক সমর্পণ হইবার ও অভিযোগপত্রের পাঠ অবগত আছেন, তবে তাঁহার নামে আজ্ঞাপত্রাদি দিবেন না

অভিযোগপত্র প্রভৃতি হাইকোর্টে বা সেশন আদালতে পাঠাইবার কথা

এবং যে অভিযোগপত্র ও তদন্তের কাগজপত্র ও অস্ত্রশস্ত্র কি অন্য দ্রব্য প্রমাণস্বরূপ উপস্থিত করা আবশ্যক হয় তাহা ঐ মাজিষ্ট্রেট সেশন আদালতে কিম্বা (হাইকোর্টে সমর্পণ হইয়া থাকিলে) ক্লার্ক অফ দি ক্রোন সাহেবের বা তত্ত্বৎপক্ষে হাইকোর্টের নিযুক্ত অন্য কর্ম্মকারকের নিকট প্রেরণ করিবেন।

ইংরাজী অনুবাদ হাইকোর্টে পাঠাইতে হইবার কথা

যখন হাইকোর্টে বিচারার্থে সমর্পণ করা যায়, নথীর অংশবিশেষ যদি ইংরাজী ভাষায় লিখিত না হয়, তবে নথীর সঙ্গে ঐ অংশের ইংরাজী অনুবাদ পাঠাইতে হইবে

অতিরিক্ত সাক্ষিদিগকে সমন করিবার ক্ষমতার কথা

২১৯ ধারা। সমর্পণ হইবার পর ও বিচার কার্য্যের আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে মাজিষ্ট্রেট অতিরিক্ত সাক্ষিদিগকে সমন করিয়া তাহাদের পরীক্ষা লইতে পারিবেন, এবং পূর্ব্ববিহিত প্রকারে তাহাদিগকে উপস্থিত হইয়া সাক্ষ্য দিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করিতে পারিবেন।

হইতে পারিলে অভিযুক্ত ব্যক্তির সাক্ষাতে ঐ পরীক্ষা লওয়া যাইবে। মাজিষ্ট্রেট প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট না হইলে, অভিযুক্ত ব্যক্তি যদি চাহে তাহাকে বিনা খরচে ঐ সাক্ষিদের জবানবন্দির নকল দেওয়া যাইবে।

বিচারের অপেক্ষায় অভিযুক্ত ব্যক্তিকে হাজতে রাখিবার কথা।

২২০ ধারা। বিচারের অপেক্ষায় ও বিচারকালে মাজিষ্ট্রেট হাজির জামিন সম্বন্ধে এই আইনের বিধান প্রবল মানিয়া অভিযুক্ত ব্যক্তিকে ওয়ারেন্ট দ্বারা হেফাজতে সমর্পণ করিবেন।

---

১৯ ঊনবিংশ অধ্যায়।

অভিযোগের বিধি।

অভিযোগ লিপিবার পাঠের বিধি

অভিযোগপত্রে অপরাধ নির্দ্দিষ্ট করিবার কথা।

২২১ ধারা। * অভিযুক্ত ব্যক্তির নামে যে অপরাধের অভিযোগ হয় এই আইনমত অভিযোগপত্রে তাহা ব্যক্ত থাকিবে

অপরাধের বিশেষ নামই বিশিষ্ট বর্ণনা হইবার কথা।

যে আইনে কোন কর্ম্ম অপরাধ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হয় সেই আইনে ঐ অপরাধের বিশেষ নাম থাকিলে অভিযোগপত্রে কেবল সেই নাম উল্লেখ করিয়া অপরাধ নির্দ্দিষ্ট হইতে পারিবে

অপরাধের নাম নিরূপণ না হইলে সেরূপ বর্ণন হইবে তাহার কথা

যে আইনে কোন কর্ম্ম অপরাধ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হয় সেই আইনে ঐ অপরাধের বিশেষ নাম না থাকিলে প্রতিবাদীর নামে যে বিষয়ের অভিযোগ হয় তাহা যেন সে জানিতে পায় এই নিমিত্ত ঐ অপরাধ নির্দ্দেশকরণের যত কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন তাহা উল্লেখ করিতে হইবে

---

* অভিযুক্ত ব্যক্তির দণ্ডবৃদ্ধি করিতে ক্ষমতা থাকিলে তাহার বিরুদ্ধে যদি কোন অপরাধ পূর্ব্বে নির্ণয় হইয়া থাকে তবে তাহা অভিযোগপত্রে উল্লেখ করিতে হইবে। ১৯ উঃ রিঃ ৪১ ২১ উঃ রিঃ ৪০ পূর্ব্ব অপরাধের বিবরণ অভিযোগপত্রে স্পষ্টরূপে উল্লেখ করিতে হইবে। ২২ উঃ রিঃ ৩৯। দণ্ডবিধি সাধারণ কি বিশেষ কোন বর্জ্জিত বিধি অভিযোগপত্রে উল্লেখ করা অনাবশ্যক। অভিযুক্ত ব্যক্তি কোন বর্জ্জিত বিধির ফলাকাঙ্ক্ষী হইলে তাহার প্রমাণের ভার প্রমাণ বিষয়ক আইনের ১০৫ ধারানুসারে তাহার শিরে বর্ত্তে ইঃ লঃ রিঃ ৪ কলি ১২৪। যথাযথ আইনানুসারে কোন ব্যক্তি দণ্ডনীয় হইলে তাহা অভিযোগপত্রে উল্লেখ করা উচিত। ইঃ লঃ রিঃ ৫ মান্দ্রাজ ১৫৮।

যে আইনের এবং আইনের যে ধারার বিরুদ্ধে অপরাধ করা গিয়াছে বলা যায়, অভিযোগপত্রে সেই আইনের সেই ধারার উল্লেখ করিতে হইবে।

অভিযোগ করিলে যে নিয়ম পূর্ণ হইবার তাৎপর্য্য।

কোন স্থলে অপরাধের অভিযোগ হইলে আইন অনুসারে যে নিয়ম না থাকিলে অভিযুক্তের অভিযোগের অপরাধ হয় না, সেই স্থলে ঐ নিয়ম পূর্ণ হইলে ঐ অভিযোগই উহার বর্ণনার তুল্য।

অভিযোগপত্র যে ভাষায় লেখা যাইবে তাহার কথা।

রাজধানী নগর সমূহে অভিযোগপত্র ইংরাজী ভাষায় লিখিত হইবে, অন্যান্য স্থলে অভিযোগপত্র ইংরাজী ভাষায় কিম্বা আদালতের ভাষায় লেখা যাইবে।

পূর্ব্বে অপরাধ নির্ণয় হইলে অভিযোগপত্রে তাহা লিখিবার কথা।

পূর্ব্বে যদি অভিযুক্ত ব্যক্তির কোন অপরাধ নির্ণয় হইয়া থাকে এবং আদালত যে দণ্ডের আজ্ঞা করিবার ক্ষমতাপন্ন হন তাহার বৃদ্ধি কি ভিন্ন প্রকার দণ্ডাভিপ্রায়ে যদি পূর্ব্বনির্ণীত অপরাধ প্রমাণ করিবার কল্প থাকে তবে পূর্ব্বে অপরাধ নির্ণয় হইবার কথা ও যে তারিখে ও স্থানে অপরাধ নির্ণয় হইয়াছে তাহা অভিযোগপত্রে লিখিতে হইবে। প্রথমে যদি না লেখা গিয়া থাকে তবে দণ্ডের আজ্ঞা হইবার পূর্ব্বে কোন সময়ে তাহা আদালত অভিযোগপত্রে সংযোগ করিয়া দিতে পারিবেন।

উদাহরণ

(ক) আনন্দের নামে বলরামকে বধ করার অভিযোগ হয়। ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধির আইনের ২৯৯ ও ৩০০ ধারায় উক্ত অপরাধের যে অর্থ নির্ণয় হইয়াছে সেই অর্থের মধ্যে আনন্দের কর্ম্ম আইসে ও দণ্ডবিধির আইনের সাধারণ বর্জ্জিত কথার মধ্যে আইসে না, ও ৩০০ ধারায় যে পাঁচটি বর্জ্জিত কথা আছে তাহার কোন কথার মধ্যে আইসে না কিম্বা প্রথম বর্জ্জিত কথার মধ্যে যদিও আইসে তথাপি ঐ বর্জ্জিত কথার তিন উপবিধির মধ্যে অন্যতম উপবিধি ঐ অভিযোগের প্রতি খাটে, উক্ত অভিযোগই ঐ সকল কথার বর্ণনার তুল্য।

(খ) আনন্দ গুলি ছুড়িবার যন্ত্র দ্বারা ইচ্ছাপূর্ব্বক বলরামের গুরুতর পীড়া জন্মাইয়াছে বলিয়া ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধির আইনের ৩২৬ ধারামতে তাহার নামে অভিযোগ হয়। এই স্থলে ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধির আইনের

৩৩৫ ধারায় ঐ অপরাধের বিধান হয় নাই সে কারণ বর্জ্জিত কথা ঐ অপরাধের প্রতি বর্ত্তে না, উক্ত অভিযোগই এমত বর্ণনা তুল্য

(গ) আনন্দের নামে বধ বা প্রবঞ্চনা বা চৌর্য্য বা অপহরণ বা পরদার গমন বা অপরাধ ভাবে ভয় দর্শাওন বা দ্রব্যের স্বামিত্বের চিহ্ন মিথ্যারূপে ব্যবহার করণ অপরাধের অভিযোগ হয় ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধির আইনে ঐ ঐ অপরাধের যেং অর্থ নির্ণয় হইয়াছে অভিযোগপত্রে তাহার উল্লেখ না হইয়া আনন্দ বধ করিয়াছে বা প্রবঞ্চনা বা চৌর্য্য অপহরণ বা পরদারগমন করিয়াছে বা অপরাধ ঘটিত ভয় দর্শাইয়াছে বা দ্রব্যের স্বামিত্বের চিহ্ন মিথ্যারূপে ব্যবহার করিয়াছে কেবল এইং বর্ণনা থাকিতে পারে; কিন্তু উক্ত প্রত্যেক স্থলে যে ধারামতে অপরাধের দণ্ড হইতে পারে, অভিযোগপত্রে তাহার উল্লেখ করিতে হইবে।

(ঘ) রাজকীয় কার্য্যকারক আইনসিদ্ধ ক্ষমতামতে কোন দ্রব্য বিক্রয় করিতে উদ্যত হইলে আনন্দ ইচ্ছা পূর্ব্বক বিক্রয়ের বাধা দিয়াছে বলিয়া ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধির আইনের ১৮৪ ধারাক্রমে আনন্দের নামে অভিযোগ হয়। তদ্রূপ কথা অভিযোগপত্রে লিখিতে হইবে

২২২ ধারা। অভিযুক্ত ব্যক্তির নামে কিরূপ অভিযোগ হইল এই কথা তাহার যুক্তিসিদ্ধ রূপ বিশিষ্টমতে জানিবার জন্যে কথিত অপরাধ হইবার সময়ের ও স্থানের ও কোন ব্যক্তির বিপক্ষে হইলে যে ব্যক্তির বিপক্ষে বা কোন দ্রব্য সম্বন্ধে হইলে যে দ্রব্য সম্বন্ধে অপরাধ হইয়াছে তাহার নামাদির বৃত্তান্ত যত দূর লেখা প্রয়োজন অভিযোগপত্রে তাহা লিখিতে হইবে

সময়ের ও স্থানের ও ব্যক্তির বিশেষ বর্ণ

২২৩ ধারা। অভিযুক্ত ব্যক্তির নামে যে অভিযোগ হয় যদি মোকদ্দমার ভাব বিবেচনায় ২২১ ও ২২২ ধারার উল্লিখিত বৃত্তান্ত দ্বারা সেই ব্যক্তি সেই কথা বিশিষ্টমতে জানিতে না পারে, তবে কথিত অপরাধ যে প্রকারে করা গিয়াছিল ইহার বিশেষ যে কথা

অপরাধ কি প্রকারে করা গিয়াছিল এই কথা যে স্থলে ব্যক্ত করিতে হইবে তাহার কথা।

* দণ্ডবিধির ২১৭ ধারা। নালিশে আইনের যে আজ্ঞা যোগে অবজ্ঞা করা হইয়াছে তাহা অভিযোগপত্রে উল্লেখ করা আবশ্যক ইং লঃ রিঃ ২ বোম্বে ১৪২

লিখিলে পূর্ব্বোক্ত অভিপ্রায় সকল হয় তাহাও অভিযোগপত্রে লিখিতে হইবে।

উদাহরণ

(ক) আনন্দের নামে অমুক সময়ে ও স্থানে অমুক দ্রব্য চুরী করিবার অভিযোগ হয়। যে প্রকারে চুরী হইয়াছিল অভিযোগপত্রে এই কথা লিখিবার আবশ্যকতা নাই

(খ) অমুক সময়ে ও স্থানে বলরামকে প্রবঞ্চনা করিয়াছে বলিয়া আনন্দের নামে অভিযোগ হইলে আনন্দ যে প্রকারে বলরামকে প্রবঞ্চনা করিয়াছে অভিযোগপত্রে সেই কথা লিখিতে হইবে।

(গ) আনন্দের নামে অমুক সময়ে ও স্থানে মিথ্যা সাক্ষ্য দেওনাপরাধের অভিযোগ হইলে আনন্দের সাক্ষ্যের যে অংশ মিথ্যা বলিয়া কথিত হইল অভিযোগপত্রে সেই অংশ লিখিতে হইবে

(ঘ) বলরাম নামক রাজকীয় কার্য্যকারক রাজকীয় কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিতেছেন এমন সময়ে আনন্দ অমুক সময়ে ও স্থানে তাঁহাকে বাধা দিয়াছিল বলিয়া আনন্দের নামে অভিযোগ হইলে বলরামের কর্ম্ম নির্ব্বাহ করণ সময়ে আনন্দ কি প্রকারে তাঁহার বাধা দিয়াছিল অভিযোগপত্রে এই কথা লিখিতে হইবে।

(ঙ) আনন্দ অমুক সময়ে ও স্থানে বলরামকে বধ করিয়াছে বলিয়া তাঁহার নামে অভিযোগ হইলে, আনন্দ কি প্রকারে বলরামকে বধ করিয়াছিল অভিযোগপত্রে এই কথা লিখিবার আবশ্যকতা নাই

(চ) বলরামের দণ্ড না হয় এই উদ্দেশে আনন্দ আইনের কোন আদেশ অমান্য করিয়াছে বলিয়া তাহার নামে অভিযোগ হয় যে কার্য্য দ্বারা আজ্ঞার অবমাননা হইয়াছে ও যে আইন লঙ্ঘন হইয়াছে অভিযোগপত্রে সেই কথা লিখিতে হইবে।

যে আইনক্রমে অপরাধের দণ্ড হয় সেই আইনমত অর্থে অভিযোগপত্রের শব্দের অর্থ গৃহীত হইবার কথা

২২৪ ধারা প্রত্যেক অভিযোগপত্রে কোন অপরাধ বর্ণনা করিতে যেং শব্দের ব্যবহার হয় ঐ অপরাধ যে আইনমতে দণ্ডনীয় সেই আইনে সেইং শব্দের যেং অর্থ আছে অভিযোগপত্রে সেইং অর্থে ব্যবহার হইয়াছে, বলিয়া জ্ঞান করা যাইবে।

২২৫ ধারা। * অপরাধ যে প্রকারে লেখা যায় কিম্বা অভিযোগপত্রে যে বৃত্তান্ত লিখিবার আদেশ হইল তাহা লিখিতে কোন ভ্রম হইলে, এবং অপরাধ লিখিতে কিম্বা ঐ বৃত্তান্ত ব্যক্ত করিতে ত্রুটি হইলে, যদি সেই ভ্রম কি ত্রুটি দ্বারা অভিযুক্ত ব্যক্তির বস্তুতঃ ভ্রম না হইয়া থাকে তবে সে কদমান বিচার করণের কোন কালে ঐ ভ্রম কি ত্রুটি গুরুতর বলিয়া জ্ঞান হইবে না

উদাহরণ

(ক) আনন্দের নিকট কৃত্রিম মুদ্রা ছিল * আনন্দ যে সময়ে তাহা পাইয়াছিল সেই সময়ে তাহা কৃত্রিমজানিত বলিয় ভারতবর্ষীয় দণ্ড বিধির আইনের ২৪২ ধারামতে তাহার নামে অভিযোগ হইল কিন্তু অভিযোগপত্রে "প্রতারণাভাবে" কথ লেখা যায় নাই ' সেই শব্দ না লেখাতে আনন্দের বস্তুতঃ ভ্রম হইয়াছে ইহা দৃষ্ট না হইলে ঐ ভ্রম গুরুতর বলিয়া জ্ঞান করিতে হইবে না।

(খ) আনন্দের নামে বলরামকে বঞ্চনা করিবার অভিযোগ হয় কিন্তু কি প্রকারে তাহাকে বঞ্চনা করিয়াছিল এই কথা অভিযোগ পত্রে লেখা যায় নাই কিম্বা অশুদ্ধরূপে লেখা গিয়াছে। আনন্দ প্রতিবাদ করিয়া সাক্ষি-দিগকে ডাকিল * আপনার মনোগত সেই ব্যাপারের বৃত্তান্ত আনাইল আদালত ইহা দেখিয়া সেই বঞ্চনা কার্য্য যে প্রকারে করা গিয়াছিল এই কথা না লেখা গুরুতর নয় বলিয়া অনুমান করিতে পারিবেন।

(গ) আনন্দের নামে বলরামকে বঞ্চনা করিবার অভিযোগ হয়, কিন্তু কি প্রকারে তাহাকে বঞ্চনা করা হইয়াছিল এই কথা ঐ অভিযোগপত্রে লেখা যায় নাই। আনন্দের ও বলরামের মধ্যে অনেক ব্যাপার চলিত; অতএব কোন্ ব্যাপার ধরিয়া ঐ অভিযোগ হইল আনন্দ ইহা নিরূপণ করিতে না পারিয়া প্রতিবাদ করে নাই। এই স্থলে বঞ্চনা কি প্রকারে করা গিয়াছিল, এই কথা না লেখাই গুরুতর ভ্রম, আদালত উক্ত বৃত্তান্ত দৃষ্টে এই অনুমান করিতে পারিবেন

---

* যে সময়ে ও যে স্থানে ও যাহার বিরুদ্ধে অপরাধ করা হয় তদ্বিবরণ অভিযোগপত্রে লিখিত না থাকিলে গুরুতর ভ্রম বলিয়া গণ্য হইবে ২৫ উঃ রিঃ ৪৬। কোন রহিত হওয়া আইন মতে ভ্রম বশতঃ কোন ব্যক্তির প্রতি দণ্ডাজ্ঞা হইলে যদি তাহার উক্ত কার্য্য দণ্ডবিধি অনুসারে অপরাধ হয় এবং উক্ত ভ্রম হেতু তাহার কোন ক্ষতি না হইয়া থাকে তবে সেই বিচার অসিদ্ধ হইবে না ১৩ উঃ রিঃ ৪৯

(ঘ) আনন্দ ১৮৮২ সালের জানুয়ারি মাসের ২১ তারিখে খোদাবক্সকে বধ করিয়াছে বলিয়া তাহার নামে অভিযোগ হয়। হত ব্যক্তির প্রকৃত নাম হায়দরবক্স ও ১৮৮২ সালের জানুয়ারি মাসের ২০ তারিখে তাহাকে বধ করা যায়। কিন্তু আনন্দের নামে কেবল একটী বধ অপরাধ ভিন্ন অন্য অপরাধের অভিযোগ হয় নাই, ও কেবল হায়দরবক্সের বধের বিষয়ে ম্যাজিষ্ট্রেটের সমক্ষে তদন্ত লওয়া গেলে আনন্দ উপস্থিত হইয়া তাহা শুনে। এই বৃত্তান্ত দৃষ্টে আনন্দের ভ্রম হয় নাই ও অভিযোগপত্রে যে ভুল ছিল তাহা গুরুতর নয় আদালত এই অনুমান করিতে পারিবেন।

(ঙ) আনন্দ ১৮৮২ সালের জানুয়ারি মাসের ২০ তারিখে হায়দরবক্সকে বধ করে ও খোদাবক্স তাহাকে ধরিতে গেলে ১৮৮২ সালের জানুয়ারি মাসের ২১ তারিখে তাহাকেও বধ করে, আনন্দের নামে এই অভিযোগ হইল। হায়দরবক্সকে বধ করিবার অভিযোগে খোদাবক্সকে বধ করিবার নিমিত্ত তাহার বিচার হয়। তাহার সপক্ষে যে সাক্ষীরা উপস্থিত ছিল তাহারা হায়দরবক্সের বধের মোকদ্দমার সাক্ষী। ইহাতে আনন্দের ভ্রম হইয়াছে ও গুরুতর ভুল হইয়াছে আদালত এই অনুমান করিতে পারিবেন।

অভিযোগপত্র বিনা বা অসম্পূর্ণ অভিযোগপত্র সহিত সমর্পণ করা গেলে কার্য্যপ্রণালীর নিয়ম।

২২৬ ধারা। অভিযোগপত্র বিনা বা অসম্পূর্ণ বা দোষযুক্ত অভিযোগপত্র সহকারে বিচারার্থে কোন ব্যক্তিকে সমর্পণ করা গেলে আদালত বা হাইকোর্ট উপযুক্ত বোধ করিলে অভিযোগপত্র লিখিবেন, কিম্বা অভিযোগপত্রে যেরূপ উপযুক্ত বোধ হয় তদ্রূপ যোগ করিয়া অভিযোগপত্র প্রস্তুত করিতে বা স্থলবিশেষে তাহা পরিবর্তিত বা প্রকারান্তরে পরিবর্তিত করিতে পারিবেন।

অভিযোগপত্র পরিবর্তন করিতে আদালতের ক্ষমতার কথা।

২২৭ ধারা। কোন আদালতের নিষ্পত্তি প্রচার করিবার পূর্ব্বে কোন সময়ে, কিম্বা সেশন আদালতে কি হাইকোর্টে মোকদ্দমার বিচার হইলে জুরির মতামত জানাইবার কিম্বা আসেসরদের মত ব্যক্ত হইবার পূর্ব্বে কোন সময়ে ঐ আদালত যে কোন অভিযোগপত্র পরিবর্তন করিতে পারিবেন।

পরিবর্তিত কথা অভিযুক্ত ব্যক্তির নিকট পাঠ করা যাইবে ও তাহাকে বুঝাইয়া দেওয়া যাইবে।

যে স্থলে [illegible] হই- সেই [illegible] পারে তাহার কথা।

২২৮ ধারা। ২২৬ বা ২২৭ ধারামতে অভিযোগপত্র যেরূপে প্রস্তুত বা পরিবর্তন করা যায় তাহাতে মোকদ্দমার কার্য্য অগৌণে চলিলে অভিযুক্ত ব্যক্তির প্রতিবাদ করার বা অভিযোক্তার মোকদ্দমা চালাইবার কোন ব্যাঘাত হইবার সম্ভাবনা নাই, যদি আদালতের এমত বিবেচনা হয়, তবে ঐ আদালত [illegible] বিবেচনামতে ঐ অভিযোগপত্র প্রস্তুত বা পরিবর্ত্তিত হইলে পর সেই নূতন বা পরিবর্ত্তিত অভিযোগপত্র প্রথম অভিযোগপত্রের ন্যায় জ্ঞান করিয়া মোকদ্দমার বিচার করিতে থাকিবেন।

যে স্থলে নূতন বিচারের আজ্ঞা [illegible] হইতে পারে তাহার কথা

২২৯ ধারা। যদি নূতন বা পরিবর্ত্তিত অভিযোগপত্র এরূপ হয় যে তাহাতে মোকদ্দমার কার্য্য অগৌণে চলিলে পূর্ব্বোক্তমত অভিযুক্ত ব্যক্তির বা অভিযোক্তার হানি বা ব্যাঘাত হইবার সম্ভাবনা আদালত এমত বিবেচনা করিলে, নূতন বিচার হইবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন, অথবা যত কাল আবশ্যক ততকাল বিচারকার্য্য স্থগিত রাখিতে পারিবেন।

পরিবর্ত্তিত অভিযোগপত্রের লিখিত অপরাধ হেতুক অনুমতির প্রয়োজন হইলে মোকদ্দমার কার্য্য স্থগিত রাখিবার কথা।

২৩০ ধারা। নূতন বা পরিবর্ত্তিত অভিযোগপত্রে যে অপরাধ ব্যক্ত হয় তদ্ধেতুক মোকদ্দমা চালাইবার অনুমতি পাওয়া আবশ্যক হইলে যতকাল ঐ অনুমতি পাওয়া না যায় ততকাল মোকদ্দমার কার্য্য চলিবে না; কিন্তু পরিবর্ত্তিত অভিযোগ যে বৃত্তান্তমূলক হয় সেই বৃত্তান্ত মতে অভিযোগ করিবার অনুমতি পূর্ব্বে পাওয়া গেলে মোকদ্দমা চলিতে পারিবে।

অভিযোগপত্র পরিবর্ত্তিত হইলে সাক্ষিদিগকে পুনশ্চ ডাকিতে পারিবার কথা।

২৩১ ধারা। বিচারারম্ভ হইবার পর অভিযোগপত্রের পরিবর্ত্তন হইলে পূর্ব্বে যে সাক্ষীর সাক্ষ্য লওয়া গিয়াছিল অভিযোক্তা এবং অভিযুক্ত ব্যক্তি তাহাকে পুনশ্চ ডাকাইয়া বা সমন করিয়া সেই পরিবর্ত্তন সম্বন্ধে পরীক্ষা করিবার অনুমতি পাইবেন।

গুরুতর ভ্রম হইলে তাহার ফলের কথা

২৩২ ধারা। কোন ব্যক্তির অপরাধ নির্ণয় হইলে বস্তুতঃ অভিযোগপত্র না থাকাতে বা অভিযোগপত্রে ভ্রম থাকাতে তাহার প্রতিবাদ করণে ভ্রম হইয়াছে আপীল আদালতের

কিম্বা সংশোধন করিবার ক্ষমতানুসারে কিম্বা ২৭ অধ্যায়গত ক্ষমতানুসারে কার্য্য করত হাইকোর্টের এই মত হইলে, ঐ ঐ আদালত সেই অভিযোগপত্র যথার্থে প্রস্তুত করা উচিত বোধ করেন তদ্রূপে প্রস্তুত করাইয়া তদনুসারে নূতন বিচার হইবার আজ্ঞা করিবেন

মোকদ্দমার প্রমাণ দৃষ্টে যে বৃত্তান্তের প্রমাণ হইল তদ্দৃষ্টে অভিযুক্ত ব্যক্তির নামে কোন প্রকৃত অভিযোগ উত্থিত করা যাইতে পারে না ঐ আদালতের এই মত হইলে আদালত ঐ অপরাধ নির্ণয় অসিদ্ধ করিবেন

উদাহরণ

ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধির আইনের ১৯৬ ধারাগতে আনন্দের অপরাধ নির্ণয় হইয়াছে, কিন্তু সে দুষ্টভাবে সত্য কি প্রকৃত বলিয়া যে প্রমাণ ব্যবহার করিয়াছে কি বরিতে চেষ্টা করিয়াছে সেই প্রমাণটী যে মিথ্যা কি কৃত্রিম জানিত ইহা অভিযোগ পত্রে লেখা যায় নাই আনন্দ সেই কথা জানিত কিন্তু অভিযোগপত্রে তাহার সেই জানের কথা লেখা না যাওয়াতে তাহার প্রতিবাদ করণের ভ্রম হইয়াছে আদালত এই অনুভব করিলে সংশোধিত অভিযোগ পত্রানুসারে নূতন বিচার হইবার আজ্ঞা করিবেন; কিন্তু আনুষ্ঠানিক কার্য্য দ্বারা আনন্দের সেই কথা জ্ঞাত না থাকা অনুমান হইলে আদালত ঐ অপরাধ নির্ণয় অসিদ্ধ করিবেন।

অভিযোগ সংযোগ করিবার কথা।

২৩৩ ধারা।* কোন ব্যক্তির নামে যেং স্বতন্ত্র অপরাধের নালিশ হয় তাহার ভিন্ন২ অভিযোগ থাকিবে এবং ২৩৪ ও ২৩৫ ■ ২৩৬ ও ২৩৯ ধারার উল্লিখিত স্থল ভিন্ন উক্ত প্রত্যেক অভিযোগের স্বতন্ত্র বিচার করিতে হইবে।

ভিন্ন২ অপরাধে ভিন্ন২ অভিযোগ হইবার কথা

উদাহরণ।

আনন্দ এক সময়ে চুরি করিয়াছে ও অন্য সময়ে গুরুতর পীড়া জন্মাইয়াছে বলিয়া তাহার নামে নালিশ হয় তাহার নামে চুরি করণের ও গুরুতর পীড়া জন্মাওনের স্বতন্ত্র অভিযোগ করিতে ও তাহার স্বতন্ত্র বিচার করিতে হইবে

---

* দণ্ডবিধি আইনের ৪১১ ধারার ও ৪১৩ ধারার লিখিত অপরাধ ভিন্ন২ অপরাধ বলিয়া গণ্য হইবে ১০ বং লঃ রিঃ ৪৬৩।

এক বৎসরের মধ্যে একই প্রকারের অপরাধ ৩ বার করিবার অভিযোগ একত্র হইতে পারিবার কথা

২৩৪ ধারা । * কোন ব্যক্তি এক বৎসরের মধ্যে প্রথমাবধি শেষপর্য্যন্ত একই প্রকারের একাধিক অপরাধ করিয়াছে বলিয়া অভিযোগ হইলে তিন বারের অনধিক সেই অপরাধের অভিযোগ ও বিচার একই সময়ে হইতে পারিবে

যেং অপরাধে ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধির আইনের কিম্বা কোন বিশেষ বা স্থানীয় আইনের একই ধারামতে একই পরিমাণের দণ্ড হইতে পারে সেইং অপরাধ একই প্রকারের অপরাধ

১ দুই কি ততোধিক অপরাধের বিচারের কথা

২৩৫ ধারা । † ১ প্রকরণ কএক কিম্বা পরস্পর সংযুক্ত হইয়া একই ব্যাপার হইলেও একই ব্যক্তির দ্বারা সেই ক্রিয়াঘটিত দুই কি ততোধিক অপরাধ করা গেলে, সেই ব্যক্তির নামে এককালে উক্ত প্রত্যেক অপরাধের অভিযোগ ও বিচার হইতে পারিবে

২ একই অপরাধ দুই সংজ্ঞার মধ্যে আসিলে তাহার কথা

২ প্রকরণ । তৎকালের প্রচলিত যে আইন মতে অপরাধের অর্থনির্ণয় ও দণ্ড হয় এমন কোন আইনের নির্দিষ্ট স্বতন্ত্র দুই অর্থের মধ্যে একই ক্রিয়া আসিলে অভিযুক্ত ব্যক্তির নামে তদ্রূপ প্রত্যেক অপরাধের অভিযোগ হইয়া একই বিচারকালে বিচার হইতে পারিবে

৩ নানা ক্রিয়ার মধ্যে এক অপরাধ হইলে কিন্তু সমবেত হইয়া অন্য অপরাধ হইলে তাহার কথা।

৩ প্রকরণ । অনেক ক্রিয়ার মধ্যে এক কি কএক ক্রিয়া স্বতই অপরাধ হইলেও সেই ক্রিয়া সমষ্টিতে বিভিন্ন এক অপরাধ হইলে, অভিযুক্ত ব্যক্তির নামে উক্ত ক্রিয়াসমষ্টিতে যে অপরাধ হয় সেই অপরাধের কিম্বা উক্ত

---

* এক সময়ে কিম্বা এক বৎসরের মধ্যে কোন ব্যক্তি পৃথক২ তিনটীর অধিক অপরাধ করিলে তজ্জন্য এক সময়ে সমস্ত অপরাধ হেতু তাহার বিচার হইবার এই ধারানুসারে কোন প্রতিবন্ধক হইতে পারে না ইঃ লঃ রিঃ ৩ বম্বি ৫২০ এক বৎসরের মধ্যে এক ব্যক্তির বিরুদ্ধে কোন ব্যক্তি বহু অপরাধ করিলে তন্মধ্যে কেবল মাত্র তিনটীর একদা বিচার হইবে কিন্তু ভিন্ন২ ব্যক্তির বিরুদ্ধে অপরাধ করিলে এই নিয়ম খাটিবে না ইঃ লঃ রিঃ ৪ আলা ১৪৭ ।

† দণ্ডবিধির ১৪৭, ১৪৮ ও ৩২৪ ধারার অপরাধী ব্যক্তির দণ্ড ঐ সকল ধারার মধ্যে গুরুতর অপরাধে যে দণ্ড হইতে পারে তাহার অধিক হইবে না ইঃ লঃ রিঃ ৬ কলি ৭১৮

এক কি অনেক ক্রিয়ায় যে কোন অপরাধ হয় সেই অপরাধের অভিযোগ হইয়া একই বিচারকালে বিচার হইতে পারিবে।

এই ধারার কোন কথাক্রমে ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধির আইনের ৭১ ধারার কোন ব্যতিক্রম হইবে না

উদাহরণ।

প্রথম প্রকরণের।

(ক) বলরাম আইনমত হেফাজতে ছিল, আনন্দ তাহাকে জোর করিয়া ছাড়াইয়া দিল এবং রামচন্দ্র নামক যে কনেষ্টবলের হেফাজতে ছিল তাহার গুরুতর পীড়া জন্মাইল এমন স্থলে আনন্দের নামে ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধির আইনের ২২৫ ও ৩৩৩ ধারামতে অপরাধের অভিযোগ হইয়া বিচার হইতে পারিবে

(খ) আনন্দ পরদার গমন করিবার উদ্দেশে দিনমানে পরগৃহ প্রবেশ করিয়া সেই গৃহে প্রবিষ্ট হইলে বলরামের স্ত্রীতে উপগত হয় আনন্দের নামে ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধির আইনের ৪৫৪ ও ৪৯৭ ধারামত অপরাধের স্বতন্ত্র অভিযোগ ও তাহার সেই২ অপরাধ নির্ণয় হইতে পারে

(গ) আনন্দ পরদার গমন করিবার উদ্দেশে চন্দ্রের স্ত্রী যাহাকে ফুস-লাইয়া লইয়া তাহাতে উপগত হয়। আনন্দের নামে ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধির আইনের ৪৯৮ ও ৪৯৭ ধারামত অপরাধের স্বতন্ত্র অভিযোগ ও তাহার সেই২ অপরাধ নির্ণয় হইতে পারে।

(ঘ) আনন্দের নিকট অনেক কৃত্রিম মোহর থাকে আনন্দ সেগুলি কৃত্রিম বলিয়া জানে ও ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধির আইনের ৪৬৬ ধারামতে দণ্ডনীয় ভিন্ন২ জাল কার্য্যের নিমিত্ত তাহা ব্যবহার করিতে তাহার ইচ্ছা আছে এই স্থলে আনন্দের নামে ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধির আইনের ৪৭৩ ধারামতে তাহার নিকট থাকা এক২ মোহরের নিমিত্ত তাহার নামে পৃথক২ অভিযোগ ও তাহার পৃথক২ অপরাধ নির্ণয় হইতে পারিবে.

(ঙ) বলরামের নামে মোকদ্দমা করিবার যথার্থ ও ন্যায্য কারণ নাই জানিয়া আনন্দ তাহার হানি করিবার অভিপ্রায়ে তাহার নামে মোকদ্দমা উপস্থিত করে আরো বলরামের নামে মোকদ্দমা করিবার যথার্থ ও ন্যায্য কারণ নাই জানিয়া বলরাম কোন অপরাধ করিয়াছে বলিয়া আনন্দ তাহার

নামে মিথ্যা অভিযোগ করে ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধি আইনের ২১১ ধারামতে আনন্দের নামে পৃথকরূপে দুই অপরাধের অভিযোগ ও দুই অপরাধ নির্ণয় হইতে পারিবে

(চ) বলরামের নামে মোকদ্দমা করিবার যথার্থ ন্যায্য কারণ নাই জানিয়া আনন্দ বলরামের হানি করিবার অভিপ্রায়ে অপরাধ করিয়াছে বলিয়া তাহার নামে মিথ্যা অভিযোগ করে। বিচারকালে আনন্দ বলরামের প্রাণদণ্ডযোগ্য অপরাধ প্রমাণ করিবার মানসে বলরামের বিপক্ষে মিথ্যা সাক্ষ্য দেয় আনন্দের নামে ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধি আইনের ২১১ ও ১৯৪ ধারামতে পৃথক২ অপরাধের অভিযোগ ও সেই২ অপরাধ নির্ণয় হইতে পারিবে।

(ছ) আনন্দ অন্য ছয় জনকে সঙ্গে লইয়া হাঙ্গামা করে ও গুরুতর পীড়া জন্মাইবার অপরাধ এবং রাজকীয় কর্মকারক ঐ হাঙ্গামা নিবৃত্ত করিবার উদ্যোগ করিলে তাঁহার প্রতি আক্রমণ করণাপরাধ করিল আনন্দের নামে ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধি আইনের ১৪৭ ও ৩২৫ ও ১৫২ ধারামত অপরাধের পৃথক অভিযোগ ও তাহার সেই২ অপরাধ নির্ণয় হইতে পারিবে।

(জ) আনন্দ একই সময়ে বলরামকে ও চন্দ্রকে ও দীননাথকে ভীত করিবার নিমিত্ত তাহাদের শারীরিক হানির ভয় দর্শাইল উক্ত তিন ব্যক্তির বিপক্ষে যে তিনটী অপরাধ হইল ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধি আইনের ৫০৬ ধারামতে তাহার নামে তদন্তর্গত প্রত্যেক অপরাধের অভিযোগ প্রত্যেক অপরাধ নির্ণয় হইতে পারিবে।

(ক) অবধি (জ) পর্য্যন্ত উদাহরণে যে স্বতন্ত্র২ অভিযোগের উল্লেখ হইল তাহার এককালে বিচার হইতে পারিবে

দুই প্রকরণের

(ঘ) আনন্দ অন্যায়মতে বলরামকে বেত্রাঘাত করে। আনন্দের নামে ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধি আইনের ৩৫২ ও ৩২৩ ধারামত অপরাধের স্বতন্ত্র অভিযোগ ও তাহার সেই২ অপরাধ নির্ণয় হইতে পারে।

(ঞ) কএক বস্তা শস্য চুরি হইয়া আনন্দকে ও বলরামকে লুকাইয়া রাখিবার নিমিত্ত দেওয়া যায়। তাহারাও সেই শস্য চোরা দ্রব্য জানিয়া মরাইর সকল চাউলের নীচে লুকাইয়া রাখিবার কার্য্যে ইচ্ছাপূর্ব্বক পরস্পর

সাহায্য করিল আনন্দের ও বলরামের নামে ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধির আইনের ৪১১ ও ৪১৪ ধারামত অপরাধের স্বতন্ত্র অভিযোগ ও তাহাদের সেই২ অপরাধ নির্ণয় হইতে পারে

(ট) অমুক তাহার সন্তান ফেলাইয়া যায় ও জানে যে তাহাতে ঐ সন্তানের মৃত্যু হইবার সম্ভাবনা এরূপে ফেলাইয়া যাওয়াতে ঐ সন্তানের মৃত্যু হয়। অমুকের নামে ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধির আইনের ৩১৭ ও ৩০৪ ধারামত অপরাধের স্বতন্ত্র অভিযোগ ও তাহার সেই২ অপরাধ নির্ণয় হইতে পারে

(ঠ) বলরাম নামক বাঙ্গালীর কাছে আনন্দকে ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধির ১৬৭ ধারামত অপরাধ নির্ণয় হয় এই নিমিত্তে আনন্দ দুই ভাবে প্রমাণস্বরূপ জাল করা দলীল উপস্থিত করিল ঐ আইনের ৪৭১ ধারার সহিত ৪৬৬ ধারা পাঠ করিয়া আনন্দের নামে ৪৭১ ও ১৯৭ ধারামত অপরাধের পৃথক২ অভিযোগ ও তাহার পৃথক২ অপরাধ নির্ণয় হইতে পারে

৩ প্রকরণের

(ড) আনন্দ বলরামের দ্রব্য অপহরণ করে ও সেই কার্য্যকরণে ইচ্ছাপূর্ব্বক তাহার পীড়া জন্মায় আনন্দের নামে ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধি আইনের ৩২৩ ও ৩৯২ ও ৩৯৪ ধারামত অপরাধের স্বতন্ত্র অভিযোগ ও সেই২ অপরাধ নির্ণয় হইতে পারে।

কি অপরাধ হইয়াছে এই বিষয়ের সন্দেহ স্থলের কথা

২৩৬ ধারা। * একই ক্রিয়ার কিম্বা ক্রিয়া সংযোগের ভাব দৃষ্টে যেং বৃত্তান্তের প্রমাণ হয় পাইতে পারে তদ্দৃষ্টে অনেক অপরাধের মধ্যে কোন্ অপরাধটি হইল এই বিষয়ে সন্দেহ থাকিলে, অভিযুক্ত ব্যক্তির নামে তাহার সমুদয় কি অন্যতর অপরাধ করিবার অভিযোগ হইতে পারিবে ও সেই২ অভিযোগের মধ্যে একই সময়ে তাহার কোন সংখ্যার বিচার হইতে পারিবে কিম্বা উক্ত সকল অপরাধের মধ্যে অন্যতর অপরাধ করিয়াছে বলিয়া তাহার নামে অভিযোগ হইতে পারিবে।

---

* অভিযুক্ত ব্যক্তি পরস্পর দুইটা বিরুদ্ধ উক্তি করা হেতু দণ্ডবিধির ১৯১ ধারার অভিযোগপত্রে ঐ দুই উক্তি উল্লেখ করিয়া তন্মধ্যে একটী মিথ্যা বলিয়া লিখিতে হইবে। ঐ উভয় উক্তির কোনটী মিথ্যা তাহা নির্ণয় না করিয়া অভিযোগপত্রের লিখিত বিবরণ প্রমাণ হইয়াছে ইহা মীমাংসা করিলেই যথেষ্ট হইবে। ২১ উঃ রিঃ ৭২।

উদাহরণ

যে ক্রিয়া চৌর্য্য হইতে পারে বা চোরা দ্রব্য গ্রহণ বা অপরাধভাবে বিশ্বাসঘাতকতা করণ বা বঞ্চন অপরাধও হইতে পারে আনন্দের নামে এমত ক্রিয়ার অভিযোগ হয় তাহার নামে চৌর্য্য ও চোরা দ্রব্য গ্রহণ ও অপরাধভাবে বিশ্বাসঘাতকতা ও বঞ্চনা এবং অপরাধের অভিযোগ হইতে পারিবে অথবা চৌর্য্য কি চোরা দ্রব্য গ্রহণ কি অপরাধ ভাবে বিশ্বাসঘাতকতা করণ কিম্বা বঞ্চন করণ ইহার মধ্যে কোন এক অপরাধ করিয়াছে বলিয়া অভিযোগ হইতে পারিবে

২৩৭ ধারা। ২৩৬ ধারার লিখিত স্থলে অভিযুক্ত ব্যক্তির নামে এক অপরাধের অভিযোগ হইলে এবং ঐ ধারার বিধানমতে অন্য যে অপরাধের অভিযোগ হইতে পারিত সে ঐ অন্য অপরাধ করিয়াছে প্রমাণ দ্বারা ইহা দৃষ্ট হইলে, তাহার যে অপরাধের প্রমাণ হয় তাহার নামে সেই অপরাধের অভিযোগ না হইলেও তাহার সেই অপরাধ নির্ণয় হইতে পারিবে।

কোন ব্যক্তির নামে এক অপরাধের অভিযোগ হইলে তাহার অন্য অপরাধ যে স্থলে নির্ণয় হইতে পারিবে তাহা। যথা

উদাহরণ

আনন্দের নামে চৌর্য্যের অভিযোগ হয় কিন্তু সে অপরাধভাবে বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছে, কিম্বা চোরা দ্রব্য গ্রহণ করিয়াছে ইহা দৃষ্ট হইলে তাহার নামে ঐ২ অপরাধের অভিযোগ না হইলেও তাহার অপরাধ ভাবে বিশ্বাসঘাতকতা কিম্বা স্থলবিশেষে চোরা দ্রব্যগ্রহণ অপরাধ নির্ণয় হইতে পারিবে

২৩৮ ধারা।* যে কোন ব্যক্তির নামে যে অপরাধ অনেক ক্রিয়ার সমষ্টি সেই অপরাধের অভিযোগ হইলা অভিযোগের এক অংশের প্রমাণ না হইলেও অন্য যে অংশের প্রমাণ হয় তাহাই অন্য ক্ষুদ্রতর অপরাধের তুল্য হইলে, তাহার যে ক্ষুদ্রতর অপরাধ প্রমাণ হইল

যে অপরাধের প্রমাণ হয় তাহ অভিযোগের অপরাধ মধ্যে ধরা গেলে তাহার বধ

* অভিযুক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে হাঙ্গামার অভিযোগ হইলে স্বতন্ত্র অভিযোগপত্র ব্যতীত দণ্ডবিধির ১৬০ ধারানুসারে তাহার শাস্তি হইতে পারে। ১২ উঃ রিঃ ১২ অভিযুক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে অভিযোগপত্রে দণ্ডবিধির ৩৯৫ ও ১৪৮ ধারা। অভিযোগ থাকিলে স্বতন্ত্র

তাহার নামে সেই অপরাধের অভিযোগ না হইলেও তাহার সেই অপরাধ নির্ণয় হইতে পারিবে।

কোন ব্যক্তির নামে কোন অপরাধের অভিযোগ হইলে, যদি তিনি এরূপ বৃত্তান্তের প্রমাণ দিতে পারেন যাহাতে উহা ক্ষুদ্রতর অপরাধে পরিণত হয় তাহার নামে ঐ ক্ষুদ্রতর অপরাধের অভিযোগ না হইলেও তাহার ঐ অপরাধ নির্ণয় হইতে পারিবে

১৬৮ বা ১৬৯ ধারার আদেশমত নালিশ করা না গেলে, উক্ত ধারায় উল্লিখিত কোন অপরাধ নির্ণয় করিবার ক্ষমতা দেওয়া গেল, এই ধারায় কোন কথাক্রমে এরূপ জ্ঞান হইবে না।

উদাহরণ।

(ক) আনন্দ মুটিয়া বলিয়া তাহার প্রতি বিশ্বাস পূর্ব্বক কোন দ্রব্য দেওয়া গেলে সে অপরাধভাবে বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছে ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধি আইনের ৪০৭ ধারামতে এই অভিযোগ হইল। সেই ব্যক্তি ঐ দ্রব্য লইয়া ৪০৬ ধারামতে অপরাধভাবে বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছে কিন্তু মুটিয়া বলিয়া ঐ দ্রব্য বিশ্বাসপূর্ব্বক তাহাকে দেওয়া যায় নাই ইহা দৃষ্ট হইলে ৪০৬ ধারামতে তাহার অপরাধভাবে বিশ্বাসঘাতকতা অপরাধ নির্ণয় হইতে পারিবে

(খ) আনন্দ গুরুতর পীড়া জন্মাইয়াছে বলিয়া তাহার নামে ভারতবর্ষীয় দণ্ড বিধির আইনের ৩২৫ ধারামত অভিযোগ হয় তিনি প্রমাণ করেন যে অকস্মাৎ অত্যন্ত রাগজনক ব্যাপার ঘটাতে তিনি ঐ কার্য্য করেন, দণ্ডবিধি আইনের ৩৩৫ ধারামতে তাঁহার অপরাধ নির্ণয় হইতে পারিবে।

অভিযোগপত্র প্রভৃতি না থাকিলেও উক্ত আইনের ৪৫৩ ধারানুসারে তাহার শাস্তি হইতে পারে না কারণ শেষোক্ত অপরাধ পূর্ব্বের অপরাধের কোন অংশ নয়। অস্পষ্ট। ২৩ উঃ রিঃ ৮৯। অভিযুক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে অভিযোগপত্রে দণ্ডবিধির ৩০৪, ৩২৩ ও ৩২৫ ধারার অভিযোগ থাকিলে ঐ আইনের ২৯৫ ধারানুসারে স্বতন্ত্র অভিযোগ ব্যতীত তাহার শাস্তি হইতে পারে। ২৩ উঃ রিঃ ৬১। দণ্ডবিধির ১১৩ ধারার যোগে ২২৫ ধারার অভিযোগ থাকিলে, স্বতন্ত্র অভিযোগপত্র ব্যতীত ৩২৫ [illegible] ধারানুসারে অভিযুক্ত ব্যক্তির শাস্তি হইতে পারে। ইঃ লঃ রিঃ ৫ কলি ৮৭১। ঐ রূপে ঐ আইনের ৩০৫ ধারার অভিযোগ থাকিলে ৪১২ ধারানুসারে স্বতন্ত্র অভিযোগপত্র ব্যতীত অভিযুক্ত ব্যক্তির দণ্ড হইতে পারে। ইঃ লঃ রিঃ [illegible] বোম্বে ৫০। দণ্ডবিধির ১৪৯ ধারার যোগে ৩০২ ও ৩২১ ধারার অভিযোগ থাকিলে ১৪৭ ধারানুসারে শাস্তি হইতে পারে। ইঃ লঃ রিঃ ৩ কলি ১৪৯।

২৩৯ ধারা * দুই কি ততোধিক ব্যক্তির নামে একই অপরাধের কিম্বা একই ব্যাপারে ভিন্ন২ অপরাধের অভিযোগ হইলে কিম্বা এক ব্যক্তির নামে অপরাধ করণের ও অন্য ব্যক্তির নামে ঐ অপরাধের সহায়তা কি অপরাধ করিবার উদ্যোগ করণের অভিযোগ হইলে, আদালত যেমন উচিত বোধ করেন তেমনি তাহাদের নামে একত্র বা স্বতন্ত্র অভিযোগ ও বিচার হইতে পারিবে। তদ্রূপ সকল অভিযোগের প্রতি এই অধ্যায়ের পূর্ব্বভাগের বিধান খাটিবে

যে২ ব্যক্তিদের অভিযোগ একত্র করা যাইতে পারে তাহাদের কথা

উদাহরণ

(ক) আনন্দ ও বলরাম উভয়ের নামে একই বধাপরাধের নালিশ হয়। উভয়ের নামে একই অভিযোগপত্র হইতে পারে ও উভয়ের এককালে বিচার হইতে পারিবে

(খ) আনন্দ ও বলরাম উভয়ের নামে দস্যুতার নালিশ হয়। সেই দস্যুতা করণ সময়ে আনন্দ কোন ব্যক্তিকে বধ করে, তাহাতে বলরামের সম্পর্ক ছিল না এমন স্থলে দস্যুতা করণের অভিযোগে আনন্দ ও বলরামের একত্র বিচার হইতে এবং বধাপরাধের নিমিত্ত কেবল আনন্দের বিচার হইতে পারিবে।

(গ) আনন্দ ও বলরাম একই চৌর্য্য করিয়াছে বলিয়া দুই জনের নামে নালিশ হয়, সেই ব্যাপারের মধ্যে বলরাম অন্য দুই চৌর্য্যাপরাধ করিয়াছে বলিয়া তাহার নামে নালিশ হয় যে নালিশমতে আনন্দ ও বলরাম দুই জনের চৌর্য্যাপরাধ করিবার অভিযোগ হইল সেই অভিযোগে দুই জনের একত্র বিচার এবং অন্য দুই চৌর্য্যাপরাধে কেবল বলরামের বিচার হইতে পারিবে

* চারি ব্যক্তি একের পর অপরে এক ব্যক্তিকে আঘাত করিয়া তাহাকে হত করিলে প্রত্যেকই জ্ঞানকৃত বধ হেতু অপরাধী। ৪ উঃ রিঃ ৩৩। দুই পক্ষ পরস্পর হাঙ্গামা করিলে উভয় পক্ষের বিচারই পৃথক২ রূপে করিতে হইবে কারণ উভয় পক্ষের সাধারণ উদ্দেশ্য এক নহে ৮ উঃ রিঃ ৫৭ ৯ উঃ রিঃ ৩৩। ১২ উঃ রিঃ ১৫। ঐ রূপ পৃথক বিচার যে প্রণালীতে করিতে হইবে তাহার বিধান ইঃ লঃ রিঃ ৬ বলি ৯৩।

২৪০ ধারা। একই ব্যক্তির নামে দুই কি ততোধিক অভিযোগ হইয়া তন্মধ্যে এক কি অধিক অভিযোগমতে অপরাধ নির্ণয় হইলে বাদী কিম্বা যে কর্ম্মকারক অভিযোগের কার্য্য চালান তিনি আদালতের অনুমতি লইয়া অবশিষ্ট এক কি অধিক অভিযোগ উঠাইয়া লইতে পারিবেন কিম্বা আদালত আপন ইচ্ছামতে ঐ অভিযোগের তদন্ত লওন কি বিচারকার্য্য নিবৃত্ত হইতে পারিবেন। তদ্রূপে উঠাইয়া লওয়া গেলে সেই কিম্বা সেই২ অভিযোগে মুক্ত হইবার ন্যায় ফল হইবে।

অপরাধ স্থির হইলে অন্য অভিযোগের প্রমাণ লইতে না দেওয়া কিম্বা উঠাইয়া লইবার কথা।

কিন্তু যদি অপরাধ নির্ণয় অসিদ্ধ করা হয়, তাহা হইলে যে আদালত তাহা অসিদ্ধ করেন সেই আদালতের আজ্ঞাধীনে উক্ত আদালত ঐরূপে উঠাইয়া লওয়া এক কি অধিক অভিযোগের তদন্ত লওন বা বিচারকার্য্য চালাইতে পারিবেন।

২০ বিংশ অধ্যায়।

ম্যাজিষ্ট্রেট সমন দিয়া যে মোকদ্দমার বিচার করেন তাহার বিধি।

২৪১ ধারা। ম্যাজিষ্ট্রেট সমন দিয়া যে মোকদ্দমার বিচার করেন সেই মোকদ্দমার এই প্রণালীমতে কার্য্য করিবেন।

সমন দিয়া যে মোকদ্দমার বিচার হয় তাহার প্রণালী।

২৪২ ধারা। ম্যাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে অভিযুক্ত ব্যক্তি উপস্থিত হইলে অথবা তাহাকে আনা গেলে তাহার নামে যে অপরাধের অভিযোগ হইয়াছে তৎসংক্রান্ত বিশেষ বৃত্তান্ত তাহাকে জ্ঞাত করা যাইবে ও তাহাকে এই জিজ্ঞাসা করা যাইবে যে তোমাকে অপরাধী নির্ণয় না করিবার কোন কারণ দেখাইতে পার কি না। কিন্তু রীতিমত অভিযোগপত্র লেখা আবশ্যক হইবে না।

অভিযোগের মর্ম্ম জ্ঞাপন করিবার কথা।

২৪৩ ধারা। অভিযুক্ত ব্যক্তি তাহার নামে যে অপরাধের অভিযোগ হয় তাহা করিয়াছে বলিয়া স্বীকার করিলে যত দূর সম্ভব তাহার ব্যবহৃত শব্দে সেই কথা লিপিবদ্ধ করা যাইবে, ও তাহাকে অপরাধী নির্ণয় করা কেন না যাইবে সে বিষয়ে উপযুক্ত কারণ না দেখাইলে মাজিষ্ট্রেট তাহাকে অপরাধী নির্ণয় করিতে পারিবেন।

অভিযোগের সত্যতা স্বীকার করিলে অপরাধ নির্ণয়ের কথা

২৪৪ ধারা। অভিযুক্ত ব্যক্তি ঐ অভিযোগ সত্য বলিয়া স্বীকার না করিলে মাজিষ্ট্রেট বাদী থাকিলে তাহার কথা ও অভিযোগের পোষকতায় যে সকল সাক্ষ্য উপস্থিত করা যায় তাহাও শুনিবেন, এবং অভিযুক্ত ব্যক্তির কথা ও সে প্রতিবাদের পোষকতায় যে সকল সাক্ষ্য উপস্থিত করে তাহাও শুনিবেন।

অস্বীকার করা হইলে যাহা কর্তব্য তাহার কথা

মাজিষ্ট্রেট, বাদীর কিম্বা অভিযুক্ত ব্যক্তির প্রার্থনা মতে, উচিত বোধ করিলে কোন সাক্ষীকে উপস্থিত করাইবার অথবা কোন দলীল কি অন্য দ্রব্য উপস্থিত করাইবার পরওয়ানা দিতে পারিবেন

বিচারের কার্য্য পক্ষে সাক্ষীর উপস্থিত হইবার যে খরচ যুক্তিমতে লাগিতে পারে, মাজিষ্ট্রেট উক্ত প্রার্থনা মতে সমন দিবার পূর্ব্বে আদালতে ঐ খরচ আমানত করিবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

২৪৫ ধারা।† ২৪৪ ধারার উল্লিখিত সাক্ষ্য লইয়া এবং অন্য যে সাক্ষ্য মাজিষ্ট্রেট স্বেচ্ছামতে উপস্থিত করান তাহা লইয়া ও বিহিত বোধ করিলে অভিযুক্ত ব্যক্তির পরীক্ষা

মুক্তকরণের কথা।

---

* বাদীর পরীক্ষা না হইলে মোকদ্দমা ডিসমিস হইতে পারে না ৮ উঃ রিঃ ১২। কোন নালিশ প্রথম দৃষ্টিতে যথার্থ বলিয়া বোধ হইলে তজ্জন্য দেওয়ানী মোকদ্দমা করা যাইতে পারে বিবেচনায় তাহার বিচার করিতে মাজিষ্ট্রেট অধিকার হইতে পারেন না ৮ উঃ রিঃ ৬৫ বাদীর সাক্ষিগণকে জবানবন্দি না করিয়া মোকদ্দমা ডিসমিস করা অবৈধ ১৬ উঃ রিঃ ৪৮। বাদীর সাক্ষিগণের জবানবন্দি গ্রহণ না করিয়া পোলীসের নিকট যে সাক্ষীর জবানবন্দি হইয়াছে তদনুসারে মাজিষ্ট্রেট মোকদ্দমা ডিসমিস করিতে পারেন না। ২৫ উঃ রিঃ ১০। অভিযুক্ত ব্যক্তির সমস্ত সাক্ষীর জবানবন্দি গ্রহণ করা উচিত। ১৩ উঃ রিঃ ৬৩।

২৫৭ ধারার নিম্নে নজির দেখ।

† অভিযুক্ত ব্যক্তি নির্দ্দোষী নির্ণয় হইলে বাদীর নিকট হইতে ক্ষতিপূরণ পাইতে পারে ইঃ লঃ রিঃ ৬ কলি ৭৮১ দেওয়ানী আদালতের পরওয়ানা অবমাননা করা হেতু ঐ আদালতের অনুমতিক্রমে কোন ব্যক্তি ফৌজদারী আদালতে মোকদ্দমা উপস্থিত করিয়াছিল তাহাকে

লইয়া মাজিষ্ট্রেট অভিযুক্ত ব্যক্তিকে নির্দোষী নির্ণয় করিলে মুক্ত করিবার আজ্ঞা লিপিবদ্ধ করিবেন

দণ্ডাজ্ঞার কথা

অভিযুক্ত ব্যক্তি অপরাধী নির্ণয় হইলে মাজিষ্ট্রেট আইনমতে তাহার দণ্ডের আজ্ঞা করিবেন

অপরাধ নির্ণয় নালিশ বা সমনে আবদ্ধ না থাকিবার কথা।

২৪৬ ধারা। নালিশের কি সমনের ভাব যেরূপ হউক না কেন, স্বীকৃত কি প্রামাণীকৃত বৃত্তান্ত দৃষ্টে অভিযুক্ত ব্যক্তি এই অধ্যায়মতে বিচার্য্য যে অপরাধ করিয়াছে বলিয়া জানা যায়, মাজিষ্ট্রেট ২৪৩ কি ২৪৫ ধারামতে তাহার সেই অপরাধ নির্ণয় করিতে পারিবেন

বাদী উপস্থিত না হইলে তাহার কথা।

২৪৭ ধারা নালিশক্রমে সমন দেওয়া গিয়া থাকিলে অভিযুক্ত ব্যক্তির উপস্থিত হইবার নিরূপিত দিনে, কিম্বা তৎপশ্চাৎ যে দিনে মোকদ্দমার শুনানী হয় সেই দিনে বাদী উপস্থিত না হইলে, মাজিষ্ট্রেট পূর্ব্বে ভাবান্তরের কথা থাকিলেও অভিযুক্ত ব্যক্তিকে মুক্ত করিবেন। কিন্তু তিনি কোন কারণে সেই মোকদ্দমা শুনিবার কার্য্য স্থগিত করিয়া অন্য দিন নিরূপণ করা উপযুক্ত বোধ করিলে তাহা করিতে পারিবেন।

নালিশ উঠাইয়া লইবার কথা।

২৪৮ ধারা।* এই অধ্যায়মত কোন মোকদ্দমায় শেষ আজ্ঞা হইবার পূর্ব্বে কোন সময়ে নালিশ উঠাইয়া লইবার অনুমতি দিবার উপযুক্ত হেতু আছে এই বিষয়ে বাদী মাজিষ্ট্রেটের স্ববোধ জন্মাইতে পারিলে তিনি ঐ নালিশ উঠাইয়া লইবার অনুমতি দিতে পারিবেন, এবং তাহা হইলে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে মুক্ত করিবেন।

অভিযুক্ত ব্যক্তি নির্দোষী সাব্যস্ত হওয়ায় ঐ ব্যক্তির প্রতি ক্ষতিপূরণ দেওয়ার আদেশ হয়। হাইকোর্ট তাহাতে এই মীমাংসা করেন যে ঐ হুকুম অবৈধ। এরূপ স্থলে দেওয়ানী আদালতই বাদী বলিয়া গণ্য এবং ঐ আদালত বিচারক স্বরূপ কার্য্য করায় তাহার বিপক্ষে ক্ষতিপূরণ দেওয়ার আদেশ হইতে পারে না। ইঃ লঃ রিঃ ১ বোম্বাই ১৭৭।

* কোন মোকদ্দমা উঠাইয়া লইলে তাহাতে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে নির্দোষকরণ গণ্য হইবে। ১৯ উঃ রিঃ ৫৫। একবার মোকদ্দমা উঠাইয়া লইলে তাহা পুনরায় উপস্থিত করা যাইতে পারে না। ২৫ উঃ রিঃ ৬৪। দেওয়ানী আদালতের আজ্ঞা অবমাননা করা হেতু কোন অভিযোগ হইলে ঐ আদালতই বাদী স্বরূপ গণ্য হইবে এবং ঐ আদালত ব্যতীত অন্য কেহ তাহা উঠাইয়া লইবার সক্ষম নহে ইঃ লঃ রিঃ ১ বোম্বাই ১১৫। ইঃ লঃ রিঃ ২ বোম্বাই ৬৫৩

২৪৯ ধারা। নালিশ ভিন্ন অন্য প্রকারে কোন মোকদ্দমা উপস্থিত করা গেলে কোন প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট বা প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট কিম্বা জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেবের অনুমতি গ্রহণপূর্ব্বক অন্য কোন মাজিষ্ট্রেট হেতু লিপিবদ্ধ করতঃ স্বীয় বিবেচনামতে মুক্ত করণের কি অপরাধ নির্ণয়ের নিষ্পত্তি প্রকাশ না করিয়া যে কোন সময়ে কার্য্যানুষ্ঠান বন্ধ করিতে পারিবেন এবং তাহা হইলে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে ছাড়িয়া দিতে পারিবেন।

বাদী না থাকিলে কার্য্যানুষ্ঠান বন্ধ করিবার ক্ষমতার কথা

২৫০ ধারা * নালিশ ক্রমে কোন মোকদ্দমা উপস্থিত হইলে, যদি মাজিষ্ট্রেট ২৪৫ কি ২৪৭ ধারামতে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে মুক্ত করেন ও বিবেচন করেন যে অভিযোগ তুচ্ছ কি দুঃখদায়ক মাত্র, তিনি স্বীয় বিবেচনামতে মুক্ত করিবার আজ্ঞা দ্বারা অভিযুক্ত ব্যক্তির কিম্বা একাধিক অভিযুক্ত ব্যক্তি থাকিলে তাহাদের প্রত্যেকের হানি পূরণের নিমিত্ত পঞ্চাশ টাকার অনধিক

তুচ্ছ ও দুঃখদায়ক মাত্র অভিযোগের কথ।

---

* বাদীকে মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া হেতু ফৌজদারীতে পাঠাইলে তাহার প্রতি ক্ষতিপূরণ দেওয়ার আদেশ হইতে পারে। ১৫ উঃ রিঃ ৯। সমনের মোকদ্দমা ভিন্ন ওয়ারেন্টের মোকদ্দমায় ক্ষতিপূরণ দেওয়ার হুকুম হইতে পারে না। ২০ উঃ রিঃ ৫৯। ২২ উঃ রিঃ ১২। আদালত অবমাননা করা হেতু কোন অভিযোগ উপস্থিত হইলে তাহাতে ঐ আদালতের বিরুদ্ধে ক্ষতিপূরণ দেওয়ার আদেশ হইতে পারে। ১৫ উঃ রিঃ ৫০০ সিবিল দণ্ডবিধির ৪৪৭ ধারার যে কামনায় ক্ষতিপূরণ দেওয়ার হুকুম হইতে পারে না। ১৬ উঃ রিঃ ১২। দণ্ডবিধির ৩৮০ ধারার মোকদ্দমায় ক্ষতি পূরণ দেওয়া হুকুম হইতে পারে না। ৯ উঃ রিঃ ৩৩। ইহার বিরুদ্ধে ২৩ উঃ রিঃ ১৭ দেখ। দণ্ডবিধির ৩৪৩ ধারার মোকদ্দমায় অভিযুক্ত ব্যক্তিকে ক্ষতিপূরণ দেওয়া যাইতে পারে না। ১৭ উঃ রিঃ ১। যাহার বিরুদ্ধে ক্ষতিপূরণ দেওয়ার আদেশ হয় তাহার কোন অস্থাবর মাল না থাকিলে তাহাকে দেওয়ানী জেলে কয়েদ করিবার হুকুম হইতে পারে কিন্তু কয়েদের হুকুম ও মালামাল ক্রোকের পরওয়ানা একত্রে প্রবল হইবে না। ২৩ উঃ রিঃ ৬৪। সমনের মোকদ্দমা ভিন্ন এই ধারার বিধান খাটিবে না এবং একাধিক অভিযুক্ত ব্যক্তি থাকিলে তাহাদের প্রত্যেকে ৫০ টাকার অধিক ক্ষতিপূরণ পাইবার হুকুম হইতে পারে না। ৮ উঃ রিঃ ৫৪। দণ্ডবিধি আইনের অপর ও ভিন্ন কোন বিশেষ আইনের অপরাধ হেতু অভিযোগ তাহাতে ক্ষতিপূরণ দেওয়ার হুকুম হইতে পারে না। ১৪ উঃ রিঃ ৩৫।

যত টাকা ন্যায্য বোধ করেন ঐ বাদীর প্রতি তত টাকা দিবার আজ্ঞাও করিতে পারিবেন।

ঐ হানি পূরণের টাকা আদায় করিবার কথা

তদ্রূপে যে টাকা দিবার আজ্ঞা করা যায়, তাহা অর্থদণ্ডের ন্যায় আদায় করা যাইতে পারিবে, কিন্তু তদ্রূপে আদায় করা যাইতে না পারিলে মাজিষ্ট্রেটের আজ্ঞামতে বাদীর ত্রিশ দিনের অনধিক সামান্য কারাদণ্ডের আজ্ঞা হইবে

পরে সেই বিষয় সম্বন্ধে দেওয়ানী মোকদ্দমা হইলে হানিপূরণ দিবার সময়ে এই ধারামতে হানিপূরণ স্বরূপ কোন টাকা দেওয়া বা আদায় করা গিয়া থাকিলে আদালত তাহা বিবেচনাধীনে লইবেন

---

২১ একবিংশ অধ্যায়।

যে মোকদ্দমায় ওয়ারেণ্ট বাহির হয় মাজিষ্ট্রেটদের দ্বারা তাহার বিচার হইবার কথা

যে মোকদ্দমায় ওয়ারেণ্ট বাহির হয় তদ্বিষয়ের কার্য্যপ্রণালীর কথা।

২৫১ ধারা।* যে মোকদ্দমায় ওয়ারেণ্ট বাহির হয় মাজিষ্ট্রেটেরা সেই মোকদ্দমার বিচার কালে এই প্রণালীমতে কার্য্য করিবেন।

অভিযোগের সপক্ষ সাক্ষ্যের কথা

১৫২ ধারা।† মাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে অভিযুক্ত ব্যক্তি উপস্থিত হইলে কিম্বা তাহাকে আনা গেলে, মাজিষ্ট্রেট বাদী থাকিলে তাহার কথা শুনিবেন, ও অভিযোগের পোষকতায় যে সকল সাক্ষ্য উপস্থিত করা যায় তাহা গ্রহণ করিবেন।

* ফৌজদারী মোকদ্দমার বাধ্যতাধীন আইনানুসারে না চালাইলে তাহা নিষ্ফল হইবে। সে আইন কার্য্যে অভিযুক্ত ব্যক্তির সম্মতি থাকিলেও তাহা আপত্তিযোগ্য হইবে না ২৫ উঃ রিঃ ৫ বাঃ ইঃ লঃ রিঃ ২ কলি ২৩ ইঃ লঃ রিঃ ৬ কলি ৮৩; ৯১

† ফৌজদারী মোকদ্দমার বাদী পর্দ্দানশীন স্ত্রীলোক হইলে তাহাকে জেরা করিবার জন্য অভিযুক্ত ব্যক্তিকে বিশেষ সুযোগ দিতে হইবে। ২৪ উঃ রিঃ ২২ ওয়ারেণ্টের মোকদ্দমায় অভিযুক্ত ব্যক্তির অসাক্ষাতে বাদীর সাক্ষীর জবানবন্দি গ্রহণ করা যাইতে পারে কিন্তু ঐ রূপ করা হইলে অভিযোগ পত্র স্থির করার পর অভিযুক্ত ব্যক্তিকে ঐ সাক্ষীদিগকে জেরা করিবার সুবিধা দেওয়া উচিত ২১ উঃ রিঃ ৩১। ষ্ট্যাম্প আইন সম্বন্ধীয় অপরাধীর বিরুদ্ধে যে মাজিষ্ট্রেট করেন তিনি ঐ মোকদ্দমার অভিযোগের কার্য্য চালাইবার অসমর্থ নহেন। ইং লঃ রিঃ ৩ কলি ৩২২।

যেং ব্যক্তি মোকদ্দমার বৃত্তান্ত জানে ও অভিযোগের সপক্ষ সাক্ষ্য দিতে পারিবে মাজিষ্ট্রেট বাদীর স্থানে কিম্বা অন্য প্রকারে ত হাদের নাম জানিয়া লইয়া তাহাদের যত জনকে আবশ্যক বোধ করেন তত জনকে আপনার সম্মুখে সাক্ষ্য দিবার জন্যে সমন করিবেন।

অভিযুক্ত ব্যক্তিকে ছাড়িয়া দিবার কথা।

২৫৩ ধারা।* ২৫২ ধারার উল্লিখিত সমুদয় সাক্ষ্য গ্রহণ হইলে পর, এবং মাজিষ্ট্রেটের বিবেচনায় অভিযুক্ত ব্যক্তির যে পরীক্ষা লওয়া আবশ্যক তাহা লওয়া গেলে পর, অভিযুক্ত ব্যক্তিসম্বন্ধে এমন কিছু প্রমাণ হয় নাই যাহার, বিরুদ্ধ প্রমাণাভাবে তাহার অপরাধ নির্ণয় করিতে হয় মাজিষ্ট্রেট ইহা বোধ করিলে তাহাকে ছাড়িয়া দিবেন।

মাজিষ্ট্রেট অভিযোগ অমূলক জ্ঞান করিলে, তাহার হেতু লিখিয়া মোক-দ্দমা চলনের এতৎপূর্ব্ব কোন সময়ে অপরাধীকে যে ছাড়িয়া দিতে পরিবেন না, এই ধারার কোন কথাক্রমে একপ জ্ঞান হইবে না।

অপরাধের প্রমাণ আছে দেখা গেলে অভিযোগপত্র লিখিবার কথা।

২৫৪ ধারা। উক্ত সাক্ষ্য ও পরীক্ষা সম্পূর্ণরূপে কি অংশতঃ গ্রহণ করা গেলে অভিযুক্ত ব্যক্তি এই অধ্যায়মতে বিচার্য্য কোন অপরাধ করিয়াছে এরূপ অনুমান করিবার হেতু আছে মাজিষ্ট্রেট ইহা বিবেচনা করিলে এবং আপনি সেই অপরাধের বিচ র ও তাহার সমুচিত

---

* তৃতীয় মোকদ্দমায় অভিযুক্ত ব্যক্তি চোরাই মাল নিবেন বলিয়া দাবী করিলে বাদীর প্রমাণ প্রতি দৃষ্টি না করিয়া তাহাকে ছাড়িয়া দেওয়া অন্যায় ১৬ উঃ রিঃ ১৮; ১৭। বাদীর সাক্ষীর জবানবন্দী সমাপন না লইয়া অভিযুক্ত ব্যক্তিকে ছাড়িয়া দিলে জেলার মাজি-ষ্ট্রেট নূতন নালিশ গ্রহণ ব্যতীত ঐ মোকদ্দমার পুনি তদন্তের হুকুম দিতে পারেন না। ২০ উঃ রিঃ ৪৭। বাদীর মানিত সমস্ত সাক্ষীর জবানবন্দী [illegible] লইয়া অভিযুক্ত ব্যক্তিকে ছাড়িয়া দেওয়া অন্যায়। ২২ উঃ রিঃ ২৫। ২৪ উঃ রিঃ ৬২ ইঃ লঃ রিঃ ৩ কলি ৩৮৯ ইঃ লঃ রিঃ ২ আলা ৩৪০। ইঃ লঃ রিঃ [illegible] কলি ১২১। কিন্তু কোন মাজিষ্ট্রেট ঐ রূপ ছাড়িয়া দিলে হাইকোর্টের আদেশ ব্যতীত ঐ হুকুম রহিত হইবে না। ১৯ উঃ রিঃ ৫৬। ২৫ উঃ রিঃ ৩০। ইঃ লঃ রিঃ ১ কলি ২৮২। ইঃ লঃ রিঃ ২ কলি ৪০৫। ইঃ লঃ রিঃ ২ বোম্বাই ৫৩৪। ইঃ লঃ রিঃ ৪ কলি ৬৫৭। যদি এই ধারার হুকুমের পর নূতন প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায় তবে পুনরায় নূতন নালিশ চলিতে পারে। ইঃ [illegible] রিঃ ৪ কলি ৬৫৭। বাদী যে সকল সাক্ষীর নাম উল্লেখ করে তাহাদের সকলের প্রতি সমন দিতে মাজিষ্ট্রেট বাধ্য নহেন। ২৩ উঃ রিঃ ৯।

দণ্ড করিতে ক্ষমতাপন্ন আছেন বোধ করিলে তিনি অভিযুক্ত ব্যক্তির নামে অভিযোগপত্র লিখিয়া প্রস্তুত করিবেন।

উত্তরের কথা।

২৫৫ ধারা। * পরে ঐ অভিযোগপত্র অভিযুক্ত ব্যক্তির নিকটে পাঠ করিয়া তাহাকে বুঝাইয়া দেওয়া যাইবে ও তাহাকে জিজ্ঞাসা করা যাইবে যে তুমি এই অপরাধে অপরাধী, না ইহার প্রতিবাদ করিতে চাহ।

অভিযুক্ত ব্যক্তি আপনাকে অপরাধী স্বীকার করিলে মাজিষ্ট্রেট সেই কথা লিপিবদ্ধ করিবেন ও স্বীয় বিবেচনামতে, তদনুসারে তাহার অপরাধ নির্ণয় করিতে পারিবেন

প্রতিবাদের কথা

২৫৬ ধারা। † অভিযুক্ত ব্যক্তি আপনাকে অপরাধী বলিতে অস্বীকার করিলে কিম্বা অপরাধী স্বীকার না করিলে অথবা বিচারের দাওয়া করিলে, তাহার প্রতি অভিযোগের প্রতিবাদ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে ও তাহার সপক্ষ সাক্ষ্য উপস্থিত করিতে আজ্ঞা হইবে ও প্রতিবাদ করিবার যে কোন সময়ে তাহার প্রতি আদালতে কিম্বা আদালতের সীমা সরহদ্দের মধ্যে উপস্থিত অভিযোগের স্বপক্ষ সাক্ষীদিগকে পুনরায় ডাকিয়া ক্রুটপরীক্ষা করিতে অনুমতি হইবে

যদি অভিযুক্ত ব্যক্তি কোন লিখিত বর্ণনাপত্র অর্পণ করে, তবে মাজিষ্ট্রেট তাহা নথীর সঙ্গে রাখিবেন।

---

* মাজিষ্ট্রেট স্বয়ং অভিযুক্ত ব্যক্তিকে চার্জ বুঝাইয়া দিবেন ঐ কার্য্যের ভার তাহার আমলার প্রতি সমর্পণ করা অন্যায়। ১৬ উঃ রিঃ ৪৭ ২৭১ [illegible] ধারা নিমের নজির দেখ

† অভিযোগপত্র প্রস্তুত হওয়ার পর বাদীর সাক্ষিগণকে অভিযুক্ত ব্যক্তি জেরা করিবার সম্পূর্ণ যোগ্য পাত্র। ১৭ উঃ রিঃ ৫১। ১৭ ঐ রিঃ ৫১। ২১ উঃ রিঃ ২৯। ২২ উঃ রিঃ [illegible] ২৫ উঃ রিঃ ৩২ ; ৪৮ অভিযুক্ত ব্যক্তি চার্জ শুনিয়া এই ধারানুসারে জেরা করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিবে। তাহা না করিলে তৎপর সেই স্বত্ব পরিচালন করিতে পারিবে না ইঃ লঃ রিঃ ৭ বম্বে ২৮। চার্জ শুনাইবার পর অভিযুক্ত ব্যক্তি আপন অনুপস্থিত হেতুই সাক্ষীর জবানবন্দি করাইয়া বাদীর সাক্ষিগণকে জেরা করিবে এরূপ স্বত্বের দাবী করিতে পারে না ইঃ লঃ রিঃ ২ আলা ২৫৩ অভিযুক্ত ব্যক্তির অপরাধ সম্বন্ধে বিচারক তাহার স্বীয় জ্ঞানে কোন বিবরণ জ্ঞাত থাকিলে তাহা অভিযুক্ত ব্যক্তির নিকট প্রকাশ করিবেন এবং অভিযুক্ত ব্যক্তি ঐ সম্বন্ধে তাহাকে জেরা করিতে পারিবে ২০ উঃ রিঃ ১৬

২৫৭ ধারা। * অভিযুক্ত ব্যক্তি মাজিষ্ট্রেটের নিকটে পূর্ব্বে ঐ যে কোন মোকদ্দমায় যাহার পরীক্ষা গৃহীত হইয়াছে কি হয় নাই এমন যে কোন সাক্ষীকে পরীক্ষা বা কূট পরীক্ষার্থ উপস্থিত করাইবার নিমিত্ত অথবা কোন দলীল কি অন্য দ্রব্য উপস্থিত করাইবার নিমিত্ত কোন পরওয়ানা দিবার প্রার্থনা করিলে, মাজিষ্ট্রেট ঐ পরওয়ানা দিবেন। কিন্তু উক্ত প্রার্থনা-পত্র কষ্ট দিবার বা বিলম্ব ঘটাইবার বা সুবিচারের উদ্দেশ্য বিফল করিবার নিমিত্ত উপস্থিত করা গিয়াছে বলিয়া তাহা অগ্রাহ্য করা উচিত এরূপ বিবেচনা করিলে, তিনি ঐ হেতু লিপিবদ্ধ করিয়া পরওয়ানা দিবেন না।

অভিযুক্ত ব্যক্তির প্রার্থনামতে সাক্ষী উপস্থিত করাইবার পরওয়ানার কথা।

উক্তরূপ প্রার্থনামতে কোন সাক্ষীকে সমন দিবার পূর্ব্বে মাজিষ্ট্রেট আদেশ করিতে পারিবেন যে উক্ত বিচারের নিমিত্ত আদালতে উপস্থিত থাকিতে তাহার যে যুক্তিমত খরচা পড়ে তাহা আদালতে আমানত করা যায়।

২৫৮ ধারা। † এই অধ্যায়মত কোন মোকদ্দমায় অভিযোগপত্র প্রস্তুত করা গেলে মাজিষ্ট্রেট অভিযুক্ত ব্যক্তিকে নির্দ্দোষী নির্ণয় করিলে মুক্ত করণের আজ্ঞা লিপিবদ্ধ করিবেন।

মুক্ত করণের কথা।

---

* অভিযুক্ত ব্যক্তির তরফের সাক্ষীকে সমন দেওয়া এবং তজ্জন্য মোকদ্দমা মলতবি রাখা উচিত ১৩ উঃ রিঃ ২১ ইং লঃ রিঃ ৩ কলি ৫১৩। অভিযুক্ত ব্যক্তির সাক্ষীর প্রতি সমন দেওয়ার প্রার্থনা অগ্রাহ্য করিতে হইলে তাহার কারণ লিপিবদ্ধ করিতে হইবে ইং লঃ রিঃ ৩ আল ৩৯২। অভিযুক্ত ব্যক্তির তরফের সাক্ষী উপস্থিত ছিল না ও ঐ সাক্ষী সমন করিতে যে কোন প্রার্থনাও করিল না। এরূপ অবস্থায় মাজিষ্ট্রেট তাহার সাক্ষী উপস্থিত করার সম্বন্ধে তাহাকে না জিজ্ঞাসা করা আইন বিরুদ্ধ নহে। ১১ উঃ রিঃ ১৪। অভিযুক্ত ব্যক্তির সাক্ষিগণকে তাহাদের দত্ত পূর্ব্ব জবানবন্দি না দেখাইয়া তৎসম্বন্ধে তাহাদিগকে বাদীর উকীল জেরা করিতে পারেন ১৭ উঃ রিঃ ২৩। সাক্ষীর প্রতি উভয় পক্ষের প্রশ্ন হইতে আবশ্যকীয় কোন বিষয় পক্ষগণ কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইলে তাহা সাক্ষীকে আদালত জিজ্ঞাসা করিতে পারেন। উভয় পক্ষ প্রশ্ন করার পূর্ব্বে আদালত কোন বিষয় সাক্ষীকে জিজ্ঞাসা করিতে পারেন না। ইং লঃ রিঃ ৬ কলি ২১৯।

† দণ্ডবিধির ৪৫৭ ও ৩৮০ ধারানুসারে অভিযুক্ত ব্যক্তি দোষী সাব্যস্ত হইলে ঐ উভয় অপরাধ হেতু এক দণ্ডাজ্ঞা হইবে অথবা পৃথক রূপে দণ্ডাজ্ঞা করিতে হইলে তাহার সমষ্টি ঐ উভয় মধ্যে গুরুতর অপরাধ হেতু যে দণ্ড হইতে পারে তদপেক্ষা অধিক হইবে না। ইং লঃ রিঃ ১ বোম্বাই ২১১ ইং লঃ রিঃ ২ আলা ৬৪৪

দোষী হইলে দণ্ডাজ্ঞা

যাঁহার মোকদ্দমায় অভিযুক্ত ব্যক্তির অপরাধ নির্ণয় করিলে মাজিষ্ট্রেট আইনমতে তাহার দণ্ডের আজ্ঞা করিবেন।

বাদী উপস্থিত না থাকিবার কথা।

২৫৯ ধারা। * নালিশক্রমে সমনানুষ্ঠান হইলে মোকদ্দমা শুনিবার কোন নির্দিষ্ট দিনে বাদী উপস্থিত না হইলে ও তদ্বিষয়ে আইনমতে অপরাধের রফা হইতে পারিলে মাজিষ্ট্রেট স্বীয় বিবেচনামতে, পূর্ব্বে প্রকারান্তরের কথা থাকিলেও, অভিযোগপত্র প্রস্তুত করিবার পূর্ব্বে কোন সময়ে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে ছাড়িয়া দিতে পারিবেন।

---

২২ দ্বাবিংশ অধ্যায়।

সরাসরী বিচারের কথা।

সরাসরী বিচার করিবার ক্ষমতাপন্ন

২৬০ ধারা। এই আইনে প্রকারান্তরের কথা থাকিলেও

(১) জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেব এবং

(২) তদ্ব্যতীত স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট হইতে বিশেষ ক্ষমতা প্রাপ্ত প্রথম শ্রেণীর কোন মাজিষ্ট্রেট এবং

---

* [illegible] অভিযুক্ত [illegible] ১০ [illegible] ১১

† [illegible] ১৮৮০ সালের ১১ আইনের [illegible] বিচার [illegible] উঃ রিঃ ৩০ ক্রিঃ ৩৩

[illegible] দেখ [illegible] বিচারের [illegible] জানা যাইতে পারে [illegible] অভিযোগ হইলে তাহা দেওয়ানী আদালতের অপরাধগুলির সরাসরী বিচার হইতে পারে না। ২১ [illegible] ক্রিঃ ৮৯। দণ্ডবিধির ৪৫৭ ধারার অভিযোগ হইলে তাহা ঐ আইনের ৪১১ ধারার অপরাধের সরাসরী বিচার হইতে পারে না। ২২ উঃ রিঃ ২৯। এই দুইটা [illegible] হইয়াছে বাদী ১০ আনা মূল্যের [illegible] একুনে ৫০ ১০ আনা চুরী হওয়ার অভিযোগ করিলে মাজিষ্ট্রেট [illegible] মূল্য বেআইনী [illegible] সরাসরী এলাকাভুক্ত করিয়া ঐ মোকদ্দমা বিচার করিতে পারেন না। ২২ উঃ রিঃ ৫৪। ঐ মর্ম্মে ২৫ উঃ রিঃ ৬৯ দেখ। দণ্ডবিধির ৪৫৭ ধারার অভিযোগ হইলে তাহা ঐ আইনের ৪৪৮ ধারার অপরাধগুলো

(৩) প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতাপ্রাপ্ত ও এতদর্থে স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের স্থানে বিশেষ ক্ষমতাপ্রাপ্ত মাজিষ্ট্রেটদের কোন থেক নিম্নলিখিত সমুদয় কি অন্যতর অপরাধের সরাসরী বিচার করিতে পারিবেন

(ক) যে অপরাধের নিমিত্ত প্রাণদণ্ড কি দ্বীপান্তর প্রেরণ দণ্ড কি ছয় মাসের অধিক কালের কারাদণ্ড না হয় সেই অপরাধ।

(খ) ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধির আইনের ২৬৪ ও ২৬৫ ও ২৬৬ ধারামতে ওজন ও পরিমাণ যন্ত্রবিষয়ক অপরাধ।

(গ) উক্ত আইনের ৩২৩ ধারামতে পীড়া জন্মাওন।

(ঘ) চোরা দ্রব্যের মূল্য ৫০ টাকার অধিক না হইলে উক্ত আইনের ৩৭৯ বা ৩৮০ বা ৩৮১ ধারামতে চৌর্য্য

(ঙ) চোরা দ্রব্যের মূল্য ৫০ টাকার অধিক না হইলে উক্ত আইনের ৪১১ ধারামতে চোরাদ্রব্য গ্রহণ বা রাখা।

(চ) চোরা দ্রব্যের মূল্য ৫০ টাকার অধিক না হইলে উক্ত আইনের ৪১৪ ধারামতে ঐ দ্রব্য গোপন বা বিক্রয় প্রভৃতি করণের সাহায্য করণ।

(ছ) উক্ত আইনের ৪২৭ ধারামতে অপকার করণ

(জ) উক্ত আইনের ৪৪৮ ধারামতে গৃহে অনধিকার প্রবেশ করণ।

সরাসরী বিচার হইতে পারে না। ২৪ উঃ রিঃ ৪৮। দণ্ডবিধির ১৪৮ ধারার অভিযোগ হইলে তাহা ঐ আইনের ১৪৯ ধারার [illegible] সরাসরী বিচার হইতে পারে না। ইং ল রিঃ ৪ কলি ১৮। দণ্ডবিধির ১৮১ ও ১৮২ ধারার অভিযোগ হইলে [illegible] ১৩ ধারার অপরাধ অন্তর্গত বলিয়া সরাসরী বিচার হইতে পারে না। ১৪ উঃ রিঃ ২০। যে বিবরণ প্রমাণ [illegible] সাব্যস্ত হয় তাহার [illegible] গ্রহণ করিয়া সরাসরী বিচার করণার্থে লঘু অপরাধ সাব্যস্ত করা অবৈধ। ২৩ উঃ রিঃ ৩। [illegible] মোকদ্দমার নিষ্পত্তি পত্রে প্রকাশ থাকা উচিত যে ঐ মোকদ্দমা সরাসরী মতে বিচার্য্য। ২০ উঃ রিঃ ১৭

১৮৫৭ সালের [illegible] আইনের [illegible] ধারার অপরাধ এই ধারানুসারে বিচার হইতে পারে না। ২২ উঃ রিঃ ৭৮। [illegible] জন্য [illegible] মোকদ্দমা সরাসরী মতে বিচার্য্য নহে। ২০ উঃ রিঃ ১২। ঐ আইনের ১৪৪ ধারার দোষ [illegible] সরাসরী মতে বিচার্য্য নহে। ২ বং লঃ রিঃ ২৩৩। পোলীস কর্ত্তৃক অভিযুক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে যে অভিযোগ করা হয় তদতিরিক্ত অন্য কোন অভিযোগ হেতু তাহার সরাসরী বিচার করিতে হইলে ঐ বিষয় পূর্ব্বাহ্নে তাহাকে জানাইতে হইবে। ৫ বং লঃ রিঃ ৮ কলি ১৭৫।

(ব) উক্ত আইনের ৫০৪ ধারামতে শান্তিভঙ্গ করাইবার উদ্দেশে অপমানকরণ ও ৫০৬ ধারামতে অপরাধভাবে ভয় দর্শাওন

(ভ) পূর্ব্বোক্ত কোন অপরাধের সহায়তা করণ।

(ম) পূর্ব্বোক্ত কোন অপরাধ করিবার উদ্যোগ অপরাধ হইলে, তদ্রূপ উদ্যোগ।

কিন্তু যে মোকদ্দমায় জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেব ৩৬ ধারামতে অর্পিত বিশেষ ক্ষমতানুসারে কার্য্য করেন, সেই মোকদ্দমার সরাসরী বিচার হইবে না।

২৬১ ধারা। স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট দ্বিতীয় কি তৃতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতাপ্রাপ্ত মাজিষ্ট্রেটদের বেঞ্চের প্রতি নিম্নলিখিত সকল কি কোন অপরাধের সরাসরী বিচার করিবার ক্ষমতা প্রদান করিতে পারিবেন।

সময় অংশোপ্ত মাজিষ্ট্রেটদের বেঞ্চে প্রতি ক্ষমতা প্রদান করিবার কথা।

(ক) যে সকল অপরাধ ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধি আইনের ২৭৭ [illegible] ২৭৮ [illegible] ২৭৯ ও ২৮০ ও ২৮৫ ও ২৮৬ ও ২৯০ ও ২৯২ ও ২৯৩ ও ২৯৪ ও ৩২৩ ও ৩৩৪ ও ৩৩৬ ও ৩৪১ ও ৩৫২ [illegible] ৪২৬ ও ৪৪৭ ধারার বিরুদ্ধে হয়

(খ) মিউনিসিপল আইনের বিপক্ষে ও পোলীস আইনের অন্তর্গত নগরপরিষ্কারীকরণসূচক ধারার বিপক্ষে যেং অপরাধের নিমিত্ত অর্থদণ্ড কি এক মাসের অনধিক কারাদণ্ড হইতে পারে সেইং অপরাধ।

(গ) পূর্ব্বোক্ত কোন অপরাধের সহায়তাকরণ।

(ঘ) পূর্ব্বোক্ত কোন অপরাধ করিবার উদ্যোগ অপরাধ হইলে, তদ্রূপ উদ্যোগ।

২৬২ ধারা। এই অধ্যায়মতে বিচার হইলে পশ্চাল্লিখিত যেং মোকদ্দমা বর্জ্জিত হইল তদ্ভিন্ন সমনের মোকদ্দমায় সমনের মোকদ্দমার নির্দ্দিষ্ট কার্য্যপ্রণালী চলিবে [illegible] ওয়ারণ্টের মোকদ্দমায় ওয়ারণ্টের মোকদ্দমার নির্দ্দিষ্ট কার্য্যপ্রণালী চলিবে।

যেং মোকদ্দমায় সমন ও ওয়ারণ্ট দেওয়া যাইতে পারে সেইং মোকদ্দমায় কার্য্যপ্রণালী খাটিবার কথা।

এই অধ্যায়মতে অপরাধ নির্ণয় হইলে তিন মাসের অধিক কালের কারাদণ্ডের আজ্ঞা হইবে না।

কারাদণ্ডের মিয়াদের কথা।

২৬৩ ধারা * যেং মোকদ্দমায় আপীল নাই সেইং মোকদ্দমায় সাক্ষীদের সাক্ষ্য মাজিষ্ট্রেটের কিম্বা মাজিষ্ট্রেটদের বেঞ্চের লিপিবদ্ধ করিবার প্রয়োজন নাই এবং রীতিমত অভিযোগপত্রও লিখিবার প্রয়োজন নাই; কিন্তু তিনি কি তাহারা স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট যে পাঠের আদেশ করেন সেই পাঠে এইং কথা লিখিবেন

যে মোকদ্দমায় আপীল নাই সেই মোকদ্দমার রিকার্ডের কথা।

(ক) ক্রমিক নম্বর।

(খ) যে তারিখে অপরাধ করা যায় সেই তারিখ।

(গ) যে তারিখে রিপোর্ট কি নালিশ করা যায় তাহা।

(ঘ) বাদী থাকিলে বাদীর নাম।

(ঙ) অভিযুক্ত ব্যক্তির নাম ও তাহার পিতার নাম ও বাসস্থান

(চ) যে অপরাধের নালিশ কি প্রমাণ হয় তাহা এবং ২৬০ ধারার (ঘ) (ঙ) বা (চ) প্রকরণের অন্তর্গত মোকদ্দমা হইলে যে সম্পত্তি সম্বন্ধে অপরাধ করা হইয়াছে তাহার মূল্য

(ছ) প্রতিবাদীর উত্তর ও তাহার পরীক্ষা হইয়া থাকিলে তাহা।

(জ) নিষ্পত্তি এবং অপরাধ নির্ণয় হইলে তাহার হেতুর সংক্ষেপ বর্ণনা

(ঝ) দণ্ডের আজ্ঞা বা অন্য চূড়ান্ত আজ্ঞা ও

(ট) যে তারিখে আনুষ্ঠানিক কার্য্য সমাপ্ত হয় তাহা।

২৬৪ ধারা † কোন মাজিষ্ট্রেটের কি বেঞ্চের সরাসরীমতে বিচারিত কোন মোকদ্দমার উপর আপীল থাকিলে ঐ মাজিষ্ট্রেট কি বেঞ্চ যে সাক্ষ্য দ্বারা অপরাধ নির্ণয় করিলেন দণ্ডের আজ্ঞা করিবার পূর্ব্বে সেই

যে মোকদ্দমার উপর আপীল হইতে পারে সেই মোকদ্দমার রিকার্ডের কথা

* সরাসরী বিচারের এই ধারার বিধান আদেশানুসারে কার্য্য করিতে হইবে ২২ উঃ রিঃ ২৮ যে মোকদ্দমায় আপীল নাই তাহা ও অভিযুক্ত ব্যক্তির দণ্ড দিতে হইলে তাহার হেতুবাদ নিষ্পত্তিপত্রে লিখিতে মাজিষ্ট্রেট বাধ্য ইঃ লঃ রিঃ ৫ বলি ৫১৯ ইঃ লঃ রিঃ ৫ ক্যাল ১৯৫

† সরাসরী বিচারের নিষ্পত্তি পত্রে সাক্ষীর জবানবন্দির মর্ম্ম উল্লেখ না থাকিলে আপীল আদালত তাহা মাজিষ্ট্রেট কর্ত্তৃক সংশোধন করাইয়া লইতে পারেন এতদ্ভিন্ন ঐ কারণে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে মুক্তি দিতে পারেন না। ইঃ লঃ রিঃ ১ আলা ৬৮০ প্রত্যেক সাক্ষীর জবানবন্দি পৃথক রূপে না লিখিয়া সাক্ষ্যের সারাংশ লিখিলেই যথেষ্ট হইবে ২৪ উঃ রিঃ ৮ আপীল আদালতের নিকট আসামির বিরুদ্ধে সন্তোষজনক প্রমাণ না থাকা বিবেচনা হইলে তাহাকে মুক্তি দিতে হইবে। ২০ উঃ রিঃ ১৩

সাক্ষ্যের সারাংশ এবং ২৬৩ ধারায় উল্লিখিত বিবরণ সহিত নিষ্পত্তি লিপিবদ্ধ করিবেন।

ঐ ধারার মধ্যে যে যে মোকদ্দমা না হইবে তাহাতে সেই নিষ্পত্তি ভিন্ন অন্য রিকর্ড থাকিবে না।

২৬৫ ধারা। ২৬৩ ধারামতে যে রিকার্ড লেখা যায় ও ২৬৪ ধারামতে যে নিষ্পত্তি লিখিত হয় তাহা ইংরেজী ভাষায়, না হয় আদালতের ভাষায় অথবা বিচারকর্তার নিজ ভাষায় যে আদালতের অধীন সেই আদালতের আদেশ হইলে ঐ বিচারপতির স্বদেশীয় ভাষায় লিখিতে হইবে।

রিকার্ড ও নিষ্পত্তি যে ভাষায় লিখিতে হইবে তাহার কথা।

মাজিষ্ট্রেটের যে যে ধারামতে সংক্ষেপে বিচার করিতে ক্ষমতা আছে, স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট ঐ ক্ষমতাবহিতরূপে যে যে আদালতের অধীন ঐ হাকিমকে সেই আদালতের নিযুক্ত কেরাণী দ্বারা পূর্বোক্ত রিকার্ড কি নিষ্পত্তি লেখাইয়া লইবার অনুমতি দিতে পারিবেন। রিকার্ড কি নিষ্পত্তি ঐরূপে লিখিয়া দেওয়া গেলে ঐ হাকিম যত শীঘ্র উপস্থিত হইয়া ঐ আদালতের ... তাহাতে স্বাক্ষর করিবেন।

কেরাণী দ্বারা লিখাইবার কথা।

২৩ ত্রয়োবিংশ অধ্যায়।

হাইকোর্টের ও সেশন আদালতের সম্মুখে বিচারের বিধি

ক। উপক্রমণিকা।

২৬৬ ধারা। মহারাণী বিক্টরিয়ার ২৪ ও ২৫ বৎসরের আইনের ১০৪ অধ্যায়মতে যে সকল হাইকোর্ট স্থাপন হইয়াছে কি হইবে, ৩০ ধারা ছাড়া এই অধ্যায়ে "হাইকোর্ট" শব্দে সেই সকল হাইকোর্ট ও পঞ্জাবের চীফ কোর্ট এবং মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুক্ত গবর্ণর জেনরল সাহেব সময়ে সময়ে ইণ্ডিয়া গেজেটে বিজ্ঞাপন প্রকাশ করিয়া অন্য যে সকল আদালত

"হাইকোর্ট" শব্দের অর্থের কথা।

এই অধ্যায়ের অভিপ্রায়ানুযায়ী হাইকোর্ট বলিয়া নির্দ্দেশ করেন সেই সকল আদালত বুঝাইবে

হাইকোর্টে জুরির দ্বারা বিচার হইবার কথা।

২৬৭ ধারা। এই আইনমতে কোন হাইকোর্টে যত মোকদ্দমার বিচার হয়, সকলই জুরির সহযোগে হইবে;

এবং এই আইনমতে, কিম্বা মহারাণী বিক্টোরিয়ার ২৪ ও ২৫ বৎসরের আইনের ১০৪ অধ্যায় ক্রমে যে হাইকোর্ট স্থাপিত হইয়াছে তাহার পেটেন্টপত্রমতে, যে সকল ফৌজদারী মোকদ্দমা হাইকোর্টের প্রতি অর্পিত হয়, এই আইনে ভাবান্তরের বিধান থাকিলেও, ঐ হাইকোর্ট আদেশ করিলে, জুরির সহযোগে সেই সকল মোকদ্দমার বিচার হইবে

সেশন আদালতে জুরির দ্বারা বা আসেসরদের সহকারিতায় বিচার হইবার কথা।

২৬৮ ধারা।* সেশন আদালতে যে বিচার হয়, তাহা জুরির দ্বারা অথবা দুই কি ততধিক জন আসেসরের সহকারিতায় করা যাইবে।

সেশন আদালতে জুরির দ্বারা বিচার হয় স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের এই আজ্ঞা করিতে পারিবার কথা।

২৬৯ ধারা। কোন জিলার সেশন আদালতে সকল অপরাধের কিম্বা বিশেষ কোন কোন শ্রেণীর অপরাধের বিচার জুরির দ্বারা করিতে হইবে, স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট রাজকীয় গেজেটে আদেশ প্রচার দ্বারা এমত আজ্ঞা করিতে পারিবেন, ও সেই আজ্ঞা রহিত কি পরিবর্ত্তিত করিতে পারিবেন।

কোন্ কোন্‌টী জুরির বিচার্য্য ও কোন্ কোন্‌টী নহে এরূপ ভিন্ন২ অপরাধের নিমিত্ত এককালে অভিযুক্ত ব্যক্তির বিচার হইলে জুরির দ্বারা তাহার প্রত্যেক অপরাধের বিচার হইবে।

সেশন আদালতে রাজকীয় অভিযোক্তা দ্বারা বিচারের কার্য্যের অনুষ্ঠান হইবার কথা।

২৭০ ধারা। সেশন আদালতের সম্মুখস্থ প্রত্যেক মোকদ্দমার বিচার কালে রাজকীয় অভিযোক্তা অভিযোগের কার্য্য চালাইবেন।

---

* জুরেরদের বিচার্য্য মোকদ্দমা আসেসর দ্বারা কিম্বা আসেসরদের বিচার্য্য মোকদ্দমা জুরেরদের কর্ত্তৃক বিচার হইলে তাহা ঐ২ কারণে অসিদ্ধ হইবে না ৫৩৮ ধারা দেখ

(গ) কার্য্যারম্ভের বিধি

২১১ ধারা।* আদালত বিচার কার্য্য আরম্ভ করিতে প্রস্তুত হইলে অভিযুক্ত ব্যক্তি আদালতের সম্মুখে উপস্থিত হইবে অথবা তাহাকে সম্মুখে আনা যাইবে; ও তাহার নিকট অভিযোগপত্র পাঠ করিয়া বুঝাইয়া দেওয়া যাইবে ও তাহাকে জিজ্ঞাসা করা যাইবে যে তুমি এই পত্রে লিখিত অপরাধে অপরাধী, না বিচার হইবার দাওয়া কর।

বিচার আরম্ভ করণের কথা।

অভিযুক্ত ব্যক্তি আপনাকে অপরাধী স্বীকার করিলে সেই কথা লিপিবদ্ধ করা যাইবে ও তদনুসারে তাহার অপরাধ নির্ণয় হইতে পারিবে।

অপরাধ স্বীকার করিলে তাহার কথা।

২১২ ধারা। অভিযুক্ত ব্যক্তি আপনাকে অপরাধী বলিতে অস্বীকার করিলে কি অপরাধী স্বীকার না করিলে কিম্বা বিচার হইবার দাওয়া করিলে আদালত পশ্চাৎলিখিত বিধানমতে জুরি কিম্বা আসেসরদিগকে মনোনীত করিয়া বিচারের কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবেন।

অপরাধ স্বীকার না করিলে [illegible] ২২ [illegible] দাওয়া করণ।

---

* অভিযুক্ত ব্যক্তি [illegible] তাহার [illegible] ২৪ [illegible] ২৩ [illegible] স্বীকার [illegible] ২৪ উঃ রিঃ ৮০ [illegible] অভিযুক্ত ব্যক্তি [illegible] স্বীকার করিলে এবং [illegible] তাহার [illegible] প্রমাণ [illegible] হইবে ১৭ উঃ রিঃ ১ [illegible] অভিযুক্ত ব্যক্তি [illegible] স্বীকার [illegible] ১৫ উঃ রিঃ ৪২ অভিযুক্ত ব্যক্তি [illegible] অপরাধ স্বীকার [illegible] তাহাকে অভিযোগ পত্রের [illegible] তাহাকে [illegible] হইবে [illegible] পারে। ইঃ লঃ রিঃ ৫ বলি ৮২ [illegible] তাহার [illegible] হইবে। ইঃ লঃ রিঃ ৭ বলি ৭৬

† অভিযুক্ত ব্যক্তি নির্দ্দোষী [illegible] প্রথম অপরাধী আদালতের বিচারাধিকারের প্রতি আপত্তি উত্থাপন করা বুঝিতে হইবে না। ১১ উঃ রিঃ ৬৮

জুরির কি আসেসরদের পরিবর্ত্তন না হইয়া ক্রমশঃ বহু অপরাধীর বিচার হইতে পারিবার কথা।

কিন্তু পশ্চাল্লিখিত আপত্তি করিবার অধিকার মানিয়া আদালত জুরি কি আসেসরদিগকে পরিবর্ত্তন না করিয়া তাঁহাদের দ্বারা বা তাঁহাদের সহকারিতায় অভিযুক্ত যত জনের বিচার করা বিহিত জ্ঞান করেন ক্রমশঃ তত জনের বিচার করিতে পারিবেন

অভিযোগের প্রতিপোষণ হইতে না পারিলে সে কথা লেখা যাইবার কথা।

২১৩ ধারা। হাইকোর্টের সম্মুখে বিচার হইলে, অভিযোগের কিম্বা তাহার কোন অংশের প্রতিপোষক হইবার আইনসঙ্গত প্রমাণ নাই অভিযুক্ত ব্যক্তির বিচার আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে কোন সময়ে হাইকোর্টের এরূপ বোধ হইলে, বিচারপতি অভিযোগপত্রের উপর সেই মর্ম্মের কথা লিখিয়া দিতে পারিবেন।

ঐ লিখিত কথার ফলের কথা।

ঐ কথা লেখা গেলে ঐ অভিযোগপত্রের কিম্বা স্থল বিশেষে তাহার ঐ অংশের উপর কার্য্যানুষ্ঠান স্থগিত হইবে

গ —জুরি নির্ব্বাচনের বিধি

কত জন লইয়া জুরি হইবে তাহার কথা

২১৪ ধারা। হাইকোর্টে বিচার হইলে নয় জন ব্যক্তিকে লইয়া জুরি হইবে সেশন আদালতে জুরির দ্বারা বিচার হইলে স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট বিশেষ কোন জিলার সম্পর্কে কিম্বা ঐ জিলার মধ্যে বিশেষ কোন শ্রেণীর অপরাধ সম্পর্কে কোন আজ্ঞা করিলে, তদনুসারে তিন জনের অন্যূন ও নয় জনের অনধিক বিষম সংখ্যক ব্যক্তিকে লইয়া জুরি হইবে।

সেশন আদালতে ইউরোপ কি আমেরিকা দেশীয় লোক ভিন্ন অন্য লোকদের বিচারার্থ জুরির কথা।

২১৫ ধারা। সেশন আদালতে জুরির দ্বারা ইউরোপ ও আমেরিকা দেশীয় ভিন্ন কোন ব্যক্তির বিচার হইলে অভিযুক্ত ব্যক্তি চাহিলে জুরির অধিকাংশ ইউরোপ কি আমেরিকা দেশীয় ভিন্ন অন্য ব্যক্তিদিগকে লইয়া হইবে।

গুলিবাঁট দ্বারা জুরি মনোনীত হইবার কথা।

২১৬ ধারা। যে ব্যক্তিদিগকে জুরির কর্ম্ম করিতে মনন করা যায় হাইকোর্ট সময়ে ২ বিধিক্রমে যে প্রকারের আদেশ করেন সেই প্রকারের গুলিবাঁট করিয়া তাহাদের মধ্য হইতে জুরি মনোনীত করা যাইবে।

উপায় কি

(১) কিন্তু এইক্ষণে কোন জুরির মধ্যে কোন ব্যক্তির বিষয়ে যে রীতি কোন আদালতে প্রচলিত আছে

[illegible] রীতিতে বিচার [illegible]

হাইকোর্ট ছাড়া অন্য আদালতের নিমিত্ত এই ধারামত নিয়ম প্রচার না হয় তাবৎ সেই রীতি চলিবে।

(২) জুরিতে যত জন লোক বসিবে। [illegible] দাখিল হইবার পূর্বে গমন করা গিয়াছে

[illegible] জুরিদের [illegible] [illegible]

তাহাদের মধ্যে কোন জন না থাকিলে [illegible] যে ব্যক্তি উপস্থিত [illegible] [redacted] সাহেবের অনুমতি লইয়া তাঁহার [illegible] হইতে [illegible] মনোনীত করিয়া, সংখ্যা পূর্ণ করা যাইতে পারিবে

[illegible] বিশেষ জুরি দ্বারা বিচার হইবার কথা

(৩) কোন হাইকোর্টে কোন ব্যক্তির বিচার হইলে (ক) যে অপরাধে প্রাণদণ্ড হইতে পারে তাহার মধ্যে এমত অপরাধের অভিযোগ হইলে কিম্বা

(খ) অন্য কোন স্থলে হাইকোর্টের জজ [illegible] করিলে, পশ্চাৎ নির্দ্দিষ্ট বিশেষ জুরির ফর্দ হইতে জুরীদিগকে মনোনীত করা যাইবে

জুরির নাম ডাকিবার কথা

২৭৭ ধারা। জুরির একং ব্যক্তি মনোনীত হইলে তাঁহার নাম উচ্চৈঃস্বরে ডাকা যাইবে, ও উপস্থিত হইলেই অভিযুক্ত ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করা যাইবে যে, এই ব্যক্তির দ্বারা তোমার বিচার হওয়ার কোন আপত্তি আছে কি না

জুরির কোন [illegible] বিষয়ে আপত্তির কথা

অভিযুক্ত ব্যক্তি কিম্বা অভিযোক্তা জুরির কোন ব্যক্তির বিষয়ে আপত্তি করিতে পারিবেন ও তাহার সেই আপত্তির কারণ জানাইতে হইবে

কারণ না জানাইয়া আপত্তির কথা

কিন্তু হাইকোর্টে মহারাণীর পক্ষে আট পর্য্যন্ত ব্যক্তির বিষয়ে, ও অভিযুক্ত একই কি সকল ব্যক্তির পক্ষে আট পর্য্যন্ত ব্যক্তির বিষয়ে কারণ না জানাইয়া আপত্তি করিবার অনুমতি থাকিবে।

আপত্তির কারণের কথা

২৭৮ ধারা। পশ্চাল্লিখিত কোন কারণে জুরির কোন ব্যক্তির বিষয়ে যে আপত্তি করা যায় তাহা আদালতের বোধজনক হইলেও গ্রাহ্য হইবে, অর্থাৎ

(ক) কোন ব্যক্তির পক্ষপাতী হওয়া অনুমান কিম্বা তিনি পক্ষপাতী আছেন বলিয়া যে আপত্তি।

(খ) ব্যক্তি বিশেষের বিষয়ে আপত্তি, যথা তিনি ভিন্নদেশীয় লোক, কিম্বা প্রচলিত কোন আইনমতে কিম্বা আইনের তুল্য বলবৎ কোন বিধিমতে যে২ গুণ থাকা আবশ্যক তাঁহার এমত কোন গুণের অভাব আছে, কিম্বা তাঁহার বয়স ২১ বৎসরের কম বা ৬০ বৎসরের অধিক বলিয়া যে আপত্তি।

(গ) তিনি আচারক্রমে কিম্বা ধর্ম্মসংক্রান্ত মানত করিয়া সাংসারিক সমস্ত বিষয়চিন্তা ত্যাগ করিয়াছেন

(ঘ) ঐ ব্যক্তি সেই আদালতে কি তাহার অধীন কোন পদে নিযুক্ত আছেন

(ঙ) তিনি পোলীস সংক্রান্ত কোন কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিতেছেন, কিম্বা তাঁহার প্রতি পোলীস সংক্রান্ত কার্য্যের ভার অর্পিত হইয়াছে

(চ) যে অপরাধ হেতুক তিনি আদালতের বিবেচনামতে জুরির কর্ম্ম করিতে অযোগ্য হন, তাঁহার এমত কোন অপরাধ পূর্ব্বে নির্ণয় হইয়াছে।

(ছ) সাক্ষ্য যে ভাষায় দেওয়া যায় কিম্বা দোভাষী যে ভাষায় অর্থ করিয়া দেন তিনি তাহা বুঝিতে পারিবেন না।

(জ) আদালতের বিবেচনামতে অন্য যে গতিক প্রযুক্ত ঐ ব্যক্তির জুররের কর্ম্ম করা অনুচিত হয় এমন কোন গতিক থাকার হেতু

আপত্তি নিষ্পত্তির কথা

২৭৯ ধারা। কোন জুরর সম্বন্ধে যে আপত্তি করা যায় সেই আপত্তি গ্রাহ্য কি না, এই বিষয়ে আদালত নিষ্পত্তি করিবেন, আদালতের সেই নিষ্পত্তি লিপিবদ্ধ করা যাইবে ও চূড়ান্ত হইবে

যে জুররের বিরুদ্ধে আপত্তি গ্রাহ্য হয় তাহার স্থানে অন্য লোক নিয়োগের কথা

আপত্তি গ্রাহ্য হইলে জুরিকে ডাকিবার সমনমতে অন্য যে ব্যক্তিরা উপস্থিত থাকেন ঐ ব্যক্তির পরিবর্ত্তে তাঁহাদের অন্যতর ব্যক্তিকে নিযুক্ত করা যাইবে ২৭৬ ধারার বিধানমতে তাহাকে মনোনীত করা যাইবে। অন্য ব্যক্তি না থাকিলে জুরির ফর্দ্দে যাঁহার নাম লেখা আছে এমত অন্য যে ব্যক্তি আদালতে উপস্থিত থাকেন কিম্বা আদালত অন্য যাঁহাকে জুরির কর্ম্ম করিবার উপযুক্ত জ্ঞান করেন এমত কোন ব্যক্তিকে নিযুক্ত করা যাইবে।

কিন্তু ইহাতে প্রয়োজন যে সেই ব্যক্তির বিষয়ে ২৭৮ ধারামত কোন আপত্তি না হয়, হইলেও গ্রাহ্য না হয়।

জুরির অধিপতির কথা

২৮০ ধারা। জুরির সংখ্যা পূর্ণ হইলে তাঁহারা আপনাদের এক জনকে অধিপতি বলিয়া নিযুক্ত করিবেন

ঐ অধিপতির কর্ত্তব্য কর্ম্ম এই২। জুরি কোন বিষয়ে বিবেচনা করিবার নিমিত্ত স্বতন্ত্র বসিলে তিনি অধ্যক্ষতা করিবেন ও তাহাদের জুরির নিষ্পত্তি ব্যক্ত করিবেন এবং জুরি বা কোন জুরর আদালতের নিকট কোন সংবাদ জানিতে চাহিলে তিনিই সেই কথা জিজ্ঞাসা করিবেন

ঐ জুরির অধিপতিপদে কে নিযুক্ত হইবেন, এতদ্বিষয়ে জজ যে সময় যুক্তিসিদ্ধ জ্ঞান করেন সেই সময় মধ্যে যদি তাঁহাদের অধিকাংশের এক মত না হয়, তবে আদালত ঐ অধিপতিকে মনোনীত করিবেন

জুররদিগকে শপথ দিবার কথা।

২৮১ ধারা। জুরির অধিপতি নিযুক্ত হইলে, ভারতবর্ষীয় শপথ বিষয়ক ১৮৭৩ সালের আইনমতে জুররদিগকে শপথ দেওয়া যাইবে

জুরর উপস্থিত থাকিতে না পারিলে যাহা কর্ত্তব্য তাহার কথা।

২৮২ ধারা। জুরির দ্বারা কোন মোকদ্দমার বিচারকার্য্য চলিতেছে এমন সময়ে যদি নিষ্পত্তির পূর্ব্বে ঐ জুরির কোন ব্যক্তি উপযুক্ত কোন কারণে ঐ বিচারের আবৎকাল উপস্থিত থাকিতে না পারেন, কিম্বা জুরির অন্যতর ব্যক্তি অনুপস্থিত হইলেও যদি তাঁহাকে উপস্থিত করান যাইতে না পারে, কিম্বা যদি দেখা যায় যে জুরির কোন ব্যক্তি যে ভাষায় সাক্ষ্য দেওয়া হয় সেই ভাষা বুঝিতে পারেন না কিম্বা ঐ সাক্ষ্য দোভাষির দ্বারা বুঝাইয়া দেওয়া গেলে যে ভাষায় তাহা বুঝাইয়া দেওয়া যায় সেই ভাষা বুঝিতে পারেন না, তবে একজন নূতন জুরর গ্রহণ করা যাইবে, কিম্বা ঐ জুরির সমুদয় ব্যক্তিকে বিদায় করা যাইবে ও নূতন জুরি মনোনীত হইবেন

ঐরূপ প্রত্যেক স্থলে মোকদ্দমার প্রথমাবধি পুনশ্চ বিচার হইবে

আসামীর পীড়া হইলে জুরিকে বিদায় করিয়া দিবার কথা।

২৮৩ ধারা। আসামী পীড়াপ্রযুক্ত আদালতের সম্মুখে থাকিতে না পারিলে জজ সাহেব জুরিকে বিদায় করিয়া দিতে পারিবেন

ঘ —আসেসর নির্ব্বাচনের বিধি

আসেসরদিগকে যেরূপে মনোনীত করা হইবে তাহার কথা।

২৮৪ ধারা। আসেসরদের সহকারিতায় বিচার করিতে হইলে আসেসরদের কর্ম্মকরণার্থে যে ব্যক্তিদিগকে সমন করা যায় জজ সাহেব যেমন উচিত বোধ করেন তেমনি তাহাদের মধ্য হইতে দুই কিম্বা ততোধিক আসেসর মনোনীত করা যাইবে

আসেসর উপস্থিত থাকিতে না পারিলে যাহা কর্ত্তব্য তাহার কথা।

২৮৫ ধারা। আসেসরদের সাহায্যে কোন মোকদ্দমার বিচার হইতেছে এমন সময়ে নিষ্পত্তি হইবার পূর্ব্বে কোন আসেসর উপযুক্ত কোন কারণে বিচারের শেষ না হওন পর্য্যন্ত উপস্থিত থাকিতে না পারিলে, অথবা অনুপস্থিত হইলে ও তাহাকে উপস্থিত করা যাইতে না পারিলে, অন্য এক কি অধিক জন আসেসরের সাহায্যে ঐ বিচার কার্য্য চলিবে।

বিচারকরণ সময়ে সকল আসেসরেরই উপস্থিত হইবার বাধা হইলে কিম্বা তাঁহারা আপনারাই অনুপস্থিত হইলে, অনুষ্ঠানিক কার্য্য স্থগিত হইবে ও অন্য আসেসরদিগের সহকারিতায় মোকদ্দমার নূতন বিচার হইবে

ঙ —অভিযোগের ও প্রতিবাদের সমাপ্তি পর্য্যন্ত মোকদ্দমার বিচারের বিধি

অভিযোগের মোকদ্দমা সূচনার কথা।

২৮৬ ধারা। জুরর [*] আসেসরদিগকে মনোনীত করা গেলে, যে অপরাধের অভিযোগ হইয়াছে, অভিযোক্তা ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধি কিম্বা অন্য আইন হইতে সেই অপরাধের বর্ণনা পাঠ করিয়া এবং যে সাক্ষ্য দ্বারা তিনি অভিযুক্ত ব্যক্তির দোষ প্রমাণ করিতে চাহেন সংক্ষেপে তাহা বলিয়া স্বীয় মোকদ্দমার সূচনা করিবেন

---

[*] জ্ঞানবান্ বুদ্ধিমান্ সচ্চরিত্র ও স্বাধীন ব্যক্তিগণকে আসেসর মনোনীত করা উচিত কলেজ হইতে সদ্য বাহির হওয়া ... যাছে এবং অনুগামী ও অসাবধান ... মোকদ্দমায় আসেসর নিযুক্ত করা অনুচিত ২১ উঃ রিঃ ৩৩

[*] ৩৩২ ধারানুসারে জুরর কিম্বা আসেসর ... উপস্থিত না থাকিলে তাহার জরিমানা হইতে পারে কিন্তু ঐ জরিমানার হুকুম বিরুদ্ধে আপিল হইবে না। ... উঃ রিঃ ৮৩ পৃঃ

তদনন্তর তিনি আপনার সাক্ষ্যদের পরীক্ষা লইবেন।

সাক্ষীর পরীক্ষা হইবার কথা।

২৮৭ ধারা। * যে মাজিষ্ট্রেট সমর্পণ করেন তাঁহার দ্বারা বা তাঁহার সম্মুখে অভিযুক্ত ব্যক্তির পরীক্ষা হইয়া যথাবিধি লিপিবদ্ধ করা গেলে তাহা অভিযোক্তা প্রামাণ্যস্বরূপ দিবেন ও তাহা প্রমাণস্বরূপ পাঠ করা যাইবে।

মাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে অভিযুক্ত ব্যক্তির পরীক্ষা হইলে তাহা প্রামাণ্য সাক্ষ্য হইবার কথা।

২৮৮ ধারা। † যে সাক্ষীকে উপস্থিত ও পরীক্ষা করা যায় সমর্পণকারী মাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে তাহার যে সাক্ষ্য লওয়া গিয়াছিল তাহা যদি নিয়মিতরূপে অভিযুক্ত ব্যক্তির সাক্ষাতে লওয়া গিয়া থাকে, তবে আদি-

প্রথম স্থানীয় তদন্ত হইবার সময়ে যে সাক্ষ্য দেওয়া যায় তাহা গ্রাহ্য হইবার কথা

* অর্পণকারী মাজিষ্ট্রেটের সাক্ষাতে অভিযুক্ত ব্যক্তির যে এজাহার লওয়া হয় তাহা তাহার স্বপক্ষে কি বিপক্ষে হউক তৎপ্রতি দৃষ্টি না করিয়া তাহা সেশনের বিচারে দাখিল করিতে অভিযোক্তা বাধ্য। ১১ উঃ রিঃ ৬৩। মাজিষ্ট্রেটের নিকট অভিযুক্ত ব্যক্তি যাহা বলে তাহা প্রমাণস্বরূপ গ্রাহ্য। ঐ স্বীকারবাক্য সেশন জজ তাহাকে পড়িয়া শুনাইতে ও সে তাহা স্বীকার করে কি না তাহা জিজ্ঞাসা করিতে বাধ্য নহেন। ১৪ উঃ রিঃ ৯।

৩১২ এবং ৩১৪ ধারার নজির দেখ

† অভিযুক্ত ব্যক্তি আদালতের নিকট কর্তৃক কোন স্বাধীন এজাহারবন্দি গ্রাহ্য হইলে তাহা তাহার বিরুদ্ধে সেশন আদালতে প্রমাণস্বরূপ ব্যবহার হইতে পারে না। ২১ উঃ রিঃ ৩। অভিযুক্ত ব্যক্তির সম্মুখে সমর্পণকারী মাজিষ্ট্রেটের নিকট যে এজাহার হয় তাহাই যথার্থ এরূপ সেশন জজের বিবেচনা করিবার উপযুক্ত ও নির্দেশ আছে থাকিবে এবং তৎপরে সকল তায় তাহার সমক্ষে স্বাধীন এজাহার গ্রাহ্য হইলে ঐ মাজিষ্ট্রেট কর্তৃক গৃহীত প্রমাণের প্রতি নির্ভর অভিযুক্ত ব্যক্তির দণ্ড হইতে পারে। ২১ উঃ রিঃ ১৯। অর্পণকারী মাজিষ্ট্রেটের নিকট সাক্ষিগণের যে এজাহারবন্দি হয় তদ্বিরুদ্ধে সেশন জজের নিকট তাহারা কোন কথা না বলিলে এই ধারানুসারে তাহাদের পূর্ব এজাহারবন্দি প্রমাণস্বরূপ ব্যবহার হইতে পারে না এবং সেশন জজ ঐ সাক্ষিগণের এজাহারবন্দি পুনরায় গ্রহণ না করিয়া তাহাদের পূর্ব এজাহারবন্দির প্রতি নির্ভর করে কোন দণ্ড নিষ্পত্তি করিতে পারেন না। ২৪ উঃ রিঃ ১১। যে স্থলে সাক্ষী উপস্থিত করিতে বহু ব্যয় ও সময় আবশ্যক হয় সে স্থলে সমর্পণকারী মাজিষ্ট্রেটের নিকট ঐ সাক্ষী যে এজাহারবন্দি দিয়াছে তৎপ্রতি সেশন জজ দৃষ্টি করিতে পারেন। যে যে কারণ বশতঃ সাক্ষী অনুপস্থিত থাকে তদ্বিষয়ের প্রমাণ গ্রহণ না করিয়া তাহার পূর্ব এজাহারবন্দি ব্যবহার করা অবৈধ। ২ঃ সাঃ রিঃ [illegible] সাঃ ৪

পত্যকারী অপেক্ষ বিবেচনামতে তাহা মোকদ্দমার প্রমাণমধ্যে ধরা যাইতে পারিবে

২৮৯ ধারা। * অভিযোগের সপক্ষ সাক্ষীদের পরীক্ষা ও যদি অভিযুক্ত ব্যক্তির পরীক্ষা লওয়া যায় তাহা সমাপ্ত হইলে পর, অভিযুক্ত ব্যক্তি সাক্ষ্য উপস্থিত করিতে চাহে কি না তাহাকে এই কথা জিজ্ঞাসা করা যাইবে

অভিযোগের সাক্ষীদের পরীক্ষার পর কার্য্যপ্রণালীর কথা।

সে যদি না বলে তবে অভিযোক্তা মোকদ্দমার সার ব্যক্ত করিবেন তাহা হইলে পর যদি আদালত অভিযুক্ত ব্যক্তি অপরাধ যে করিয়াছে ইহার সাক্ষ্য নাই এরূপ বিবেচনা করেন, তবে আসেসরদের সহকারিতায় মোকদ্দমার বিচার করিলে আপনার নির্ণয় লিপিবদ্ধ করিতে ও জুরির দ্বারা বিচার হইলে জুরির প্রতি অভিযুক্ত ব্যক্তিকে নির্দ্দোষ জানাইবার আদেশ করিতে পারিবেন।

যদি অভিযুক্ত ব্যক্তি, কিম্বা অনেক অভিযুক্ত ব্যক্তি থাকিলে তন্মধ্যে কেহ, সাক্ষ্য উপস্থিত করিতে চাহি বলে এবং আদালত অভিযুক্ত ব্যক্তি অপরাধ যে করিয়াছে ইহার সাক্ষ্য নাই এরূপ বিবেচনা করেন, তবে আসেসরদের সহকারিতায় মোকদ্দমার বিচার হইলে আপনার নির্ণয় লিপিবদ্ধ করিতে ও জুরির দ্বারা বিচার হইলে জুরির প্রতি অভিযুক্ত ব্যক্তিকে নির্দ্দোষ জানাইবার আদেশ করিতে পারিবেন

যদি অভিযুক্ত ব্যক্তি কিম্বা অনেক অভিযুক্ত ব্যক্তি থাকিলে তন্মধ্যে কেহ, সাক্ষ্য উপস্থিত করিতে চাহি বলে, এবং যদি আদালত বিবেচনা করেন যে, সেই ব্যক্তি অপরাধ যে করিয়াছে ইহার সাক্ষ্য আছে, কিম্বা সে সাক্ষ্য উপস্থিত করিতে চাহি না বলিলে, যদি অভিযোক্তা মোকদ্দমার সার ব্যক্ত করেন ও আদালত অভিযুক্ত ব্যক্তি অপরাধ যে করিয়াছে ইহার সাক্ষ্য

---

* সাক্ষিগণ যথার্থ বলিবে না এরূপ আশঙ্কা ভিন্ন আবশ্যকীয় সমস্ত সাক্ষী সেশন আদালতে অভিযোক্তার উপস্থিত করা কর্ত্তব্য ২১ উঃ রিঃ ক্রিঃ রুলিং ২১। বাদীর পক্ষে কোন সাক্ষীকে অভিযোক্তা পরীক্ষা না করিলে অথবা সেশন জজ নিজ হইতে তাহার জবানবন্দি গ্রহণ করিলে ঐ সাক্ষীর প্রতি অভিযুক্ত ব্যক্তি জেরা করিতে পারে ৮ঃ বাঃ লঃ রিঃ ক্রিঃ ৬১৪ অভিযুক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে বাদী প্রমাণ করিবার মধ্যেই বাদী থাকিলে সেশন জজ তাহার জবাব গ্রহণ করতঃ তাহার সাক্ষী উপস্থিত হেতু বিচার স্থগিত রাখিবেন ২৬ উঃ রিঃ ৫৮।

অভিযুক্ত এরূপ নিবেদন করেন, তাহা হইলে আদালত অভিযুক্ত ব্যক্তিকে প্রতিবাদ [illegible] যুক্ত হইতে আদেশ দিবেন।

[illegible]

২৯০ ধারা। * অতঃপর অভিযুক্ত ব্যক্তি কিম্বা তাহার পক্ষ উকীল যে যুক্তি বা প্রমাণ উত্থাপন করিতে চাহেন ও তাঁহার বিবেচনায় অভিযোগের সাক্ষ্য সম্বন্ধে যে কথা বলা আবশ্যক হয় তাহা যথাযথার্থ প্রকাশ পূর্ব্বক করিবেন। তৎপরে তাঁহার পক্ষ সাক্ষী থাকিলে তাহাদের জোবানবন্দী লইতে পারিবেন ও তাহাদের কূট পরীক্ষা ও পুনঃ পরীক্ষা করা গেলে তাহার পর আপনার মোকদ্দমার সার ব্যক্ত করিতে পারিবেন।

সাক্ষীদের পরীক্ষা লইতে ও তাহাদিগকে সমন করিতে অভিযুক্ত ব্যক্তির অধিকারের কথা।

২৯১ ধারা। † অভিযুক্ত ব্যক্তি পূর্ব্বে যে সাক্ষীর নাম দেয় নাই এমত সাক্ষী উপস্থিত থাকিলে যে তাহার পরীক্ষা লইতে অনুমতি পাইবে কিন্তু যে মাজিষ্ট্রেট তাহাকে বিচারার্থে সমর্পণ করেন তাঁহাকে সাক্ষীদের যে নাম নির্দ্দিষ্ট দেওয়া যায় সেই নির্দ্দিষ্টপত্রে যে সাক্ষীদের নাম লেখা থাকে ২১১ ও ২৩১ ধারার বিধানের স্থল ভিন্ন অন্য স্থলে সেই২ ব্যক্তি ছাড়া অন্য ব্যক্তিদিগকে সমন করাইতে অভিযুক্ত ব্যক্তির অধিকার থাকিবে না।

অভিযোক্তার উত্তর দিবার অধিকারের কথা।

২৯২ ধারা। যদি অভিযুক্ত ব্যক্তি কিম্বা অভিযুক্ত ব্যক্তিদের মধ্যে কেহ, ২৮৯ ধারামতে লিখাইলে হইলে, সাক্ষ্য উপস্থিত করিতে চাহি বলে, তবে অভিযোক্তার প্রত্যুত্তর করিবার অধিকার থাকিবে।

---

* অভিযুক্ত ব্যক্তির [illegible] ১১ উঃ নিঃ ১৩। অভিযুক্ত ব্যক্তি [illegible] কোন নূতন [illegible] উত্থাপন করিলে তাহা [illegible] হইতে পারে এবং অন্যান্য কোন নূতন [illegible] উত্থাপন না হইলেও অভিযুক্ত ব্যক্তি সাক্ষীর [illegible] বিবরণ জ্ঞাত থাকিয়া [illegible] দিলে তৎপর বাদীর পক্ষে ঐ সাক্ষীর [illegible] হইতে পারে। ১১ উঃ নিঃ ১৩

† অভিযুক্ত ব্যক্তি যদি [illegible] কোন বন্দি [illegible] হয় বলিয়ে তাহা তাহার প্রমাণ করিতে হইবে। হাঃ ৩ নিঃ [illegible] বলি ১২৪

জুরির কি আসেসরদের দ্বারা স্থানাদি দৃষ্ট হওনের কথা

২৯৩ ধারা। অমুক স্থানে অপরাধ হইয়াছে বলিয়া যে স্থানের উল্লেখ হয় অথবা মোকদ্দমার অনুসন্ধান পক্ষে গুরুতর ব্যাপার যে স্থানে ঘটিয়াছে জুরির কি আসেসরদের সেই স্থান দৃষ্টি করা বিহিত আদালত এমত বোধ করিলে সেই মর্ম্মের আজ্ঞা করিবেন। তাহা হইলে আদালতের কোন কার্য্যকারকের জিম্মায় ঐ জুরির কি আসেসরদের সমস্ত ব্যক্তিকে একত্র সেই স্থানে লইয়া যাওয়া যাইবে, ও আদালতের নিযুক্ত কোন ব্যক্তি তাঁহাদিগকে ঐ স্থান দেখাইয়া দিবেন।

আদালতের ঐ কার্য্যকারকের কর্ত্তব্য যে অপর কোন ব্যক্তিকে আদালতের অনুমতি না হইলে ঐ জুরির কি আসেসরদের কাহারও সঙ্গে কথা কহিতে কি পত্রাদি দিতে কি কোন প্রকারে ইঙ্গিতাদি করিতে না দেয় এবং আদালত অন্যরূপ আদেশ না দিলে সেই স্থান দৃষ্টি করিলে পর তাঁহাদিগকে তৎক্ষণাৎ আদালতে পুনরায় আনা যাইবে।

জুরির কোন ব্যক্তির কি আসেসরদের সাক্ষী দেওয়া হইতে পারিবে তাহার কথা।

২৯৪ ধারা। জুরির কোন ব্যক্তি কিম্বা আসেসর নিজে কোন প্রাসঙ্গিক বৃত্তান্ত অবগত থাকিলে জজ সাহেবকে তাহার সেই কথা জ্ঞাত করা কর্ত্তব্য; তাহা করিলে অন্য কোন সাক্ষীর ন্যায় তাঁহার পরীক্ষা ও কূট পরীক্ষা ও পুনঃপরীক্ষা লওয়া যাইতে পারিবে।

অধিবেশন করিবার দিনান্তর নিরূপণ হইলে জুরির কি আসেসরদের উপস্থিত হইবার কথা।

২৯৫ ধারা। যদি বিচারকার্য্য স্থগিত হইয়া ঐ কার্য্যানুষ্ঠানের অন্য দিন নিরূপণ করা যায়, তবে সেই অন্য দিনে এবং বিচারকার্য্যের সমাপ্তি না হওন পর্য্যন্ত তৎপশ্চাৎ প্রত্যেক অধিবেশন কালে জুরির বা আসেসরদের উপস্থিত হইতে হইবে।

জুরিদের পৃথক রাখিবার কথা।

২৯৬ ধারা। কোন মোকদ্দমার বিচার করিতে এক দিনের অধিক লাগিলে, হাইকোর্ট সময়েং জুরির ব্যক্তিদের একত্র থাকিবার বিধি করিতে পারিবেন, ও জুরির ব্যক্তিদিগকে কোর্টের কোন কর্ম্মকারকের জিম্মায় একত্র রাখিতে হইবে কি না, ও যে প্রকারে রাখা যাইবে, কিম্বা তাঁহারা স্বং গৃহে ফিরিয়া যাইতে পারিবেন, এই বিষয়ে আধিপত্যকারী জজ উক্ত বিধি প্রবল মানিয়া আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

৮ —জুরির বিচারিত মোকদ্দমায় বিচার সমাপ্তির বিধি।

জুরির প্রতি উপদেশের বিধি।

২১৭ ধারা। জুরির বিচারিত মোকদ্দমায় প্রতিবাদের সপক্ষ কথা সমাপ্ত হইলে এবং অভিযোক্তা প্রত্যুত্তর করিলে সেই প্রত্যুত্তর সমাপ্ত হইলে পর আদালত অভিযোগের ও প্রতিবাদের সপক্ষ সাক্ষ্যের সার ব্যক্ত করিয়া ও যে আইনমতে জুরির বিচার করিতে হইবে সেই আইন ব্যক্ত করিয়া তাঁহাদিগকে উপদেশ দিবেন

জজ সাহেবের কর্তব্য কর্মের কথা।

২১৮ ধারা।* উক্তরূপ মোকদ্দমায় জজ সাহেবের কর্তব্য কর্ম এই ;—

(ক) তিনি বিচারকালে উত্থিত আইনঘটিত সমস্ত বিবাদ, বিশেষতঃ যে বৃত্তান্তের প্রমাণ করিবার প্রস্তাব হয় সেই বৃত্তান্ত প্রাসঙ্গিক কি না এই বিষয়ের সকল বিবাদ নিষ্পত্তি করিবেন, ও যে সাক্ষ্য দিবার প্রস্তাব হয় তাহা গ্রাহ্য কি না ও উভয় পক্ষ দ্বারা কি তাঁহাদের পক্ষে যে প্রশ্ন করা হয় তাহা উপযুক্ত কি না ইহা নির্ণয় করিবেন এবং যে সাক্ষ্য অগ্রাহ্য অন্যতর পক্ষ তদ্বিষয়ে আপত্তি করিলে বা না করিলেও তিনি স্বীয় বিবেচনামতে তাহা উপস্থিত করিতে বারণ করিবেন

(খ) বিচারকালে যে দলীল প্রমাণস্বরূপ উপস্থিত করা যায় তাহার অর্থ ও ভাব নির্ণয় করিবেন

(গ) বিষয় বিশেষের সাক্ষ্য দেওয়া যাইতে পারে এই নিমিত্ত বৃত্তান্ত ঘটিত যে সকল বিষয়ের প্রমাণ করা আবশ্যক তাহা নির্ণয় করিবেন

(ঘ) কোন প্রশ্ন উত্থিত হইলে তাহা আপনার বিবেচ্য না জুরির বিবেচ্য তিনি ইহাও নির্ণয় করিবেন ও সেই বিষয়ে তাঁহার নির্ণয় দ্বারা জুরি বদ্ধ হইবে।

জজ সাহেব যে সময়ে প্রমাণাদির সার ব্যক্ত করেন সেই সময়ে উচিত বোধ করিলে জুরির নিকট আনুষ্ঠানিক কার্য্যের প্রাসঙ্গিক বৃত্তান্তঘটিত

---

* একই অপরাধ হেতু একাধিক ব্যক্তি অভিযুক্ত হইলে একের স্বীকার সাক্ষ্য অপরের বিরুদ্ধে জুরেরা কিরূপ ব্যবহার করিবেন তাহার বিধান। ৩১ উঃ রিঃ ৩৯। অভিযুক্ত ব্যক্তি পূর্ব্বে দণ্ডপ্রাপ্ত হইয়াছে কি না তাহার প্রমাণ জুরির বিচার্য্য হইবেক ২০ উঃ রিঃ ৪০।

কোন বিষয়ে কিম্বা আইন ও বৃত্তান্ত এই দুইয়ের মিশ্রিত কোন বিষয়ে আপনার মত জানাইতে পারিবেন

উদাহরণ

(ক) কোন ব্যক্তিকে সাক্ষিস্বরূপে ডাকা না গেলেও তিনি কোন উক্তি করিলে এবং কোন ভাবগতিকে তাহার উক্তির প্রমাণ গ্রাহ্য হওয়াতে তাহার সেই উক্তির প্রমাণ করিবার প্রস্তাব হয়

এই স্থলে সেই ভাবগতিকের প্রমাণ হইয়াছে কি না এই বিষয়ের নিষ্পত্তি করা জজ সাহেবের কর্ত্তব্য, জুরির কর্ত্তব্য নয়।

(খ) আসল দলীল হারাইয়াছে কি নষ্ট হইয়াছে বলিয়া ঐ দলীলের গৌণ সাক্ষ্য দিবার প্রস্তাব হয়

আসল দলীল হারাইয়াছে কি নষ্ট হইয়াছে কি না ইহা নির্ণয় করা জজ সাহেবের কর্ত্তব্য

জুরির কর্ত্তব্য সম্বন্ধে বিধি। ২৯৬ ধারা। জুরির কর্ত্তব্য এইং।—

(ক) বৃত্তান্তের কোন্ কথাটি সত্য ইহা নির্ণয় করিবেন এবং জজ সাহেবের আদেশমত তাহাদের সেই [illegible] মীমাংসা যাহা উচিত তাহা করিবেন।

(খ) আইনের কথা ছাড়া পারিভাষিক কথা ও শব্দের অপ্রসিদ্ধ ভাব ধরিয়া যাহার ব্যবহার হয় এমত সকল কোন দলীলে লেখা থাকিলে কি না থাকিলেও যদি তাহার অর্থ নির্ণয় করা আবশ্যক হয় তবে তাহার অর্থ নির্ণয় করিবেন।

(গ) আইনে যে সকল কথা বৃত্তান্তঘটিত কথা বলিয়া ব্যক্ত হয় সেই সকল কথা নির্ণয় করিবেন।

(ঘ) সাধারণ ও অনির্দিষ্ট অর্থের কথা বিশেষ কোন স্থলে খাটে কি না ইহা নির্ণয় করিবেন [illegible] সেই কথা আইন অনুযায়ী কার্য্যপ্রণালী সম্পর্কীয় কথা হইলে, কিম্বা আইনে সেই কথার অর্থ নির্দ্ধারিত থাকিলে এমত প্রত্যেক স্থলে তাহার অর্থ নির্ণয় করা জজ সাহেবের কর্ত্তব্য

উদাহরণ।

(ক) যদুনাথকে বধ করিয়াছে বলিয়া আনন্দের বিচার হয় বধ ও অপরাধঘটিত নরহত্যা এই দুই অপরাধের মধ্যে যে বিশেষ থাকে জুরির নিকট তাহা ব্যক্ত করা এবং বৃত্তান্তের কিরূপ ভাব দৃষ্টে আনন্দকে বধাপরাধী বলিয়া কিম্বা অপরাধঘটিত নরহত্যার অপরাধী বলিয়া নির্ণয় করিতে হইবে

কিরূপ ভাব দৃষ্টে তাহাকে নির্দ্দোষ করিতে হইবে এই সকল কথা জ্ঞাত করা জজ সাহেবের কর্ত্তব্য

বৃত্তান্তের কোন্ ভাবটি যথার্থ ইহা নির্ণয় করা এবং জজ সাহেব যে উপদেশ দেন তাহা ঠিক হউক কি নাই হউক ও জুরি তাহাতে সম্মত হইলে কি না হইলেও সেই উপদেশানুসারে মীমাংসা করা জুরির কর্ত্তব্য

(খ) বিশেষ কোন বিষয়ে কোন ব্যক্তির যুক্তিমত প্রতীতি ছিল কি না, কোন কর্ম্ম যুক্তিমত কৌশলক্রমে কিম্বা উপযুক্ত যত্নক্রমে করা গিয়াছে কি না

এইং প্রশ্ন জুরির বিবেচ্য।

৩০০ ধারা। জুরির বিচারিত মোকদ্দমায় জজ সাহেবের উপদেশ সমাপ্ত হইলে কিরূপ মীমাংসা করা কর্ত্তব্য ইহা বিবেচনা করিবার জন্যে তাঁহারা বিরলে যাইতে পারিবেন।

বিবেচনা করিবার জন্য জুরির বিরলে যাইবার কথা।

আদালতের অনুমতি বিনা জুরর ভিন্ন অন্য কেহ সেই জুরির কোন ব্যক্তির সঙ্গে কথা কহিতে কিম্বা তাঁহাকে পত্রাদি দিতে কিম্বা ইঙ্গিতাদি করিতে পারিবে না।

৩০১ ধারা। জুরি মীমাংসা বিবেচনা করিলে পর তাঁহাদের অধিপতি সেই মীমাংসা কিম্বা অধিকাংশ ব্যক্তির মীমাংসা আদালতে জ্ঞাত করিবেন

মীমাংসা জ্ঞাত করিবার কথা।

৩০২ ধারা। জুরির একবাক্য না হইলে জজ সাহেব তাঁহাদিগকে অন্যে বিবেচনা করিবার নিমিত্ত বিরলে যাইবার আদেশ করিতে পারিবেন পরে জজ সাহেবের বিবেচনায় উপযুক্ত সময় গত হইলে পর জুরি একমত না হইলেও তাঁহারা মীমাংসা প্রকাশ করিতে পারিবেন।

জুরির ঐক্যবাক্য না হইলে বাধা প্রণালীর কথা

৩০৩ ধারা। আদালত প্রকারান্তরের আদেশ না করিলে যেং অভিযুক্ত ব্যক্তির বিচার হয় জুরি সেইং অভিযোগ ধরিয়া মীমাংসা জ্ঞাত করিবেন; ও তাঁহাদের মীমাংসা নিশ্চয়মতে জানিবার নিমিত্ত যেং প্রশ্ন করা আবশ্যক জজ সাহেব তাঁহাদের নিকট সেই প্রশ্ন করিতে পারিবেন।

প্রত্যেক অভিযোগ ধরিয়া মীমাংসা করিবার কথা।

জুরিকে জজ সাহেবের জিজ্ঞাসা করিতে পারিবার কথা

প্রশ্ন ও উত্তর লিখিয়া রাখিবার কথা।

সেই২ প্রশ্ন ও তাহার উত্তর লিখিয়া রাখিতে হইবে।

মীমাংসা সংশোধনের কথা।

৩০৪ ধারা। ঘটনা বা ভ্রান্তিক্রমে অন্যায় মীমাংসা জানান গেলে তাহা লিখিত হইবার পূর্ব্বে কি অব্যবহিত পরে জুরি ঐ মীমাংসা সংশোধন করিতে পারিবেন, এবং শেষে যদ্রূপ সংশোধন করা যায় তাহা তদ্রূপই থাকিবে।

হাইকোর্টে মীমাংসা যে সময়ে প্রবল হইবে তাহার কথা।

৩০৫ ধারা। হাইকোর্টে বিচারিত মোকদ্দমায় জুরির সকল ব্যক্তি আপনাদের মত সম্পর্কে একবাক্য হইলে, কিম্বা তাঁহাদের ছয় জন পর্য্যন্ত একবাক্য ও জজ সাহেব তাঁহাদের মতে সম্মত হইলে, জজ সাহেব উক্ত মতানুসারে নিষ্পত্তি করিবেন।

তদ্রূপ কোন মোকদ্দমায় জুরির সকল ব্যক্তি একবাক্য হইবেন না, তাঁহারা ইহা অধোধমতে জানিলে কিন্তু ছয়জন একবাক্য হইলে, তাঁহাদের মুখ্য ব্যক্তি জজ সাহেবকে সেই কথা জানাইবেন

অন্যস্থলে জুরিদের বিদায় দিবার কথা।

সেই অধিকাংশ ব্যক্তিদের মতে জজ সাহেব সম্মত না হইলে, তিনি জুরিকে বিদায় করিয়া দিবেন।

তাঁহাদের ছয় জন পর্য্যন্ত একবাক্য না হইলে, জজ সাহেব যত কাল যুক্তিসিদ্ধ জ্ঞান করেন তত কাল অপেক্ষা করিয়া জুরিকে বিদায় করিয়া দিবেন

মীমাংসা সেশন আদালতে যে সময়ে প্রবল হইবে তাহার কথা।

৩০৬ ধারা। সেশন আদালতে বিচারিত মোকদ্দমায় জুরির কিম্বা তাঁহাদের অধিকাংশ ব্যক্তির যে মীমাংসা হয় জজ সাহেব তদ্ভিন্ন মত ধার্য্য করা আবশ্যক জ্ঞান না করিলে তদনুসারে নিষ্পত্তি করিবেন

যদি অভিযুক্ত ব্যক্তিকে নির্দ্দোষ করা যায় তবে জজ সাহেব তাহার নির্দ্দোষ হওনের আজ্ঞা লিপিবদ্ধ করিবেন। যদি অভিযুক্ত ব্যক্তির অপরাধ নির্ণয় হয় তবে জজ সাহেব আইনানুসারে তাহার দণ্ডের আজ্ঞা করিবেন।

৩০৭ ধারা। তদ্রূপ কোন মোকদ্দমায় যে২ অভিযোগে অভিযুক্ত ব্যক্তির বিচার হয় তৎসমুদয়ের কি তন্মধ্যে কোন কোনটীর সম্বন্ধে জুরির কিম্বা তাঁহাদের অধিকাংশ ব্যক্তির মতের সহিত সেশন জজ সাহেবের মতের যদি ঐক্য না হয় এবং যদি জজ সাহেবের পক্ষে তিনি হাইকোর্টে মোকদ্দমা অর্পণ করা আবশ্যক জ্ঞান করেন, তাহা হইলে আপন মতের হেতু লিখিয়া, জুরিদের মীমাংসা কি দোষ নির্দেশ হইলে, তাহার বিবেচনায় যে অপরাধ করা হইয়াছে তাহা লিখিয়া ঐ মোকদ্দমা অর্পণ করিবেন।

জুরির মীমাংসার সহিত সেশন জজ সাহেবের মতের অনৈক্য হইলে। ধারা। ৫৮

যখন জজ সাহেব এইরূপে মোকদ্দমা অর্পণ করেন, যে২ অভিযোগে অভিযুক্ত ব্যক্তির বিচার হয় তন্মধ্যে কোনটীর সম্বন্ধে তিনি নির্দোষ নির্ণয়ের কি অপরাধ নির্ণয়ের নিষ্পত্তি লিপিবদ্ধ করিবেন না, কিন্তু তিনি অভিযুক্ত ব্যক্তিকে পুনরায় হেফাজতে রাখিবার কি তাহার স্থানে হাজিরজামিন লইবার অনুমতি দিতে পারিবেন।

হাইকোর্ট আপীল হইলে যে সকল অধিকারানুসারে কার্য্য করিতে পারেন তদ্রূপ অর্পিত মোকদ্দমা লইয়া তন্মধ্যে কোন অধিকারানুসারে কার্য্য করিতে পারিবেন, কিন্তু যে অভিযোগপত্র প্রস্তুত করিয়া ৩৯১ ধারাতে উপস্থিত করা যায় তাহা লইয়া জুরি যদ্রূপ পারিতেন তদ্রূপে অভিযুক্ত ব্যক্তির নির্দোষ নির্ণয় কি অপরাধ নির্ণয় করিতে পারিবেন। অপরাধ নির্ণয় করিলে সেশন আদালত যে দণ্ডের আজ্ঞা করিতে পারিতেন সেই দণ্ডের আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

ছ। —জুরিকে বিদায় দিবার পর অভিযুক্ত ব্যক্তির পুনর্ব্বিচারের বিধি

৩০৮ ধারা। জুরিকে বিদায় করিয়া দেওয়া গেলে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে বন্ধ করিয়া রাখা যাইবে কিম্বা স্থল বিশেষে হাজিরজামিন লইয়া তাহাকে ছাড়িয়া দেওয়া যাইবে ও অন্য জুরির দ্বারা তাহার বিচার হইবে। কিন্তু তাহার পুনশ্চ বিচার হওয়া উচিত নয় জজ সাহে-

জুরিকে বিদায় করিয়া দিবার পর অভিযুক্ত ব্যক্তির পুনশ্চ বিচার হইবার কথা।

বের এই বিবেচনা হইলে, তিনি অভিযোগপত্রে সেই মর্ম্মের কথা লিখিবেন, ও অভিযুক্ত ব্যক্তিকে নির্দ্দোষী করণের তুল্য সেই কথার ফল হইবে

ঝ আসেসরদিগের সহকারিতায় যে মোকদ্দমার বিচার হয়, তাহার সম্বন্ধীয় বিধি।

৩০৯ ধারা আসেসরদের সহকারিতায় মোকদ্দমার বিচার হইলে, প্রতিবাদের পর ও অভিযোক্তা উত্তর দিলে তাহার পর আদালত অভিযোগ ও প্রতিবাদের পক্ষে যে সাক্ষ্য থাকে তাহার সার বলিয়া প্রত্যেক জন আসেসরকে বচনক্রমে আপনার মত জানাইতে আদেশ করিবেন ও ঐ মত লিপিবদ্ধ করিবেন

আসেসরদের মতামতের কথা

তদনন্তর জজ সাহেব আপনার নিষ্পত্তি দিবেন কিন্তু তিনি আসেসরদের মতানুসারে চলিতে বাধ্য হইবেন না।

নিষ্পত্তি

যদি অভিযুক্ত ব্যক্তির অপরাধ নির্ণয় হয়, তবে জজ সাহেব আইন অনুসারে তাহার দণ্ডের আজ্ঞা করিবেন।

ঞ।—পূর্ব্বে অপরাধ নির্ণয় হইয়া থাকিলে, কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক বিধি

৩১০ ধারা। জুরিদের কিম্বা আসেসরদের সাহায্যে বিচার হইলে, যদি পূর্ব্বে কোন অপরাধ নির্ণয় হইবার পর অভিযুক্ত ব্যক্তির নামে কোন অপরাধ করিবার অভিযোগ হয়, তবে ২৭১, ২৮৬, ৩০৫, ৩০৬ ও ৩০৯ ধারায় যে কার্য্যপ্রণালী নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তাহা নিম্ন লিখিত রূপে পরিবর্ত্তিত করিতে হইবে।

পূর্ব্বে অপরাধ নির্ণয় হইয়া থাকিলে তাহা প্রমাণের কথা

(ক) অভিযুক্ত ব্যক্তি পরবর্ত্তী অপরাধে অপরাধী বলিয়া স্বীকার না করিলে কিম্বা তাহার ঐ অপরাধ নির্ণয় না হইলে, যতদিন স্বীকার বা অপরাধ নির্ণয় না হয়, তত দিন অভিযোগপত্রের যে অংশে পূর্ব্বে অপরাধ নির্ণয়ের কথা লেখা থাকে, সেই অংশ আদালতে পাঠ করা যাইবে না, এবং অভিযোগপত্রের উক্তিমতে পূর্ব্বে তাহার অপরাধ নির্ণয় হইয়াছে কি না অভিযুক্ত ব্যক্তিকে ইহা জিজ্ঞাসা করা যাইবে না।

(খ) যদি সে পরবর্ত্তী অপরাধে অপরাধী বলিয়া স্বীকার করে কিম্বা

তাহার ঐ অপরাধ নির্ণয় হয় তবে অভিযোগপত্রের উক্তিমত পূর্ব্বে তাহার অপরাধ নির্ণয় হইয়াছে কি না ইহা তাহাকে জিজ্ঞাসা করা যাইবে।

(গ) ঐরূপে পূর্ব্বে তাহার অপরাধ নির্ণয় হইয়াছে যে এরূপ উত্তর দিলে, বিচারপতি তদনুসারে তাহার প্রতি দণ্ডাজ্ঞা করিতে প্রবৃত্ত হইবেন; কিন্তু ঐরূপে পূর্ব্বে তাহার অপরাধ নির্ণয় হইয়াছে যে ইহা অস্বীকার করিলে, কিম্বা ঐ প্রশ্নের উত্তর দিতে অস্বীকার করিলে বা না দিলে, জুরি কিম্বা স্থল বিশেষে আদালত ও আসেসরেরা উক্ত পূর্ব্ব অপরাধ নির্ণয় সম্বন্ধে অনুসন্ধান লইবেন, এবং এরূপ স্থলে জুরি দ্বারা বিচার হইলে জুরির অন্তর্গত ব্যক্তি-দিগকে আবার শপথ দেওয়া আবশ্যক হইবে না।

৩ —হাইকোর্টে জুররদের ফর্দ্দের ও উক্ত কোর্টের জুররদিগকে ডাকিবার বিধি

জুরির বহির কথা।

৩১১ ধারা। প্রত্যেক রাজধানী নগরে এই আইন যে বৎসরে প্রচলিত করা যায় সেই বৎসরের জুরির বহিতে নানা ব্যক্তিদের নামের যে ফর্দ্দ থাকে, তাহা এই অধ্যায়মতে জুরির কর্ম্ম করিবার উপযুক্ত ব্যক্তিদের ঠিক ফর্দ্দ বলিয়া জ্ঞান হইবে।

বিশেষ জুরির যুক্ত থাকিবার কথা।

সেই বহিতে কেবল বিশেষ জুরির কর্ম্ম করিবার যোগ্য বলিয়া যে ব্যক্তিদের নাম লেখা থাকে তাঁহাদিগকে বিশেষ অধিকার প্রাপ্ত বলিয়া জ্ঞান হইবে, ও যে বৎসরের নিমিত্ত ঐ ফর্দ্দ প্রস্তুত করা যায় সেই বৎসরে তাঁহারা এই অধ্যায়মতে কেবল বিশেষ জুরির কর্ম্ম করিবার যোগ্য বলিয়া জ্ঞান হইবে।

বিশেষ জুরির সংখ্যার কথা

৩১২ ধারা। বিশেষ জুরির নামের ফর্দ্দে এককালে দুই শতের অধিক ব্যক্তির নাম লেখা যাইবে না।

সাধারণ ও বিশেষ জুরির নামের ফর্দ্দের কথা।

৩১৩ ধারা। হাইকোর্ট সময়েং যেং বিধি নির্দ্দেশ করেন, ক্লার্ক অফ দি ক্রৌন প্রতি বৎসর আপ্রিল মাসের প্রথম দিনের পূর্ব্বে সেইং বিধিমতে,

(ক) সাধারণ জুরির কর্ম্ম করিবার উপযুক্ত সকল ব্যক্তির নামের ফর্দ্দ ও

(খ) যাঁহারা বিশেষ জুরির কর্ম্ম করিবার যোগ্য তাঁহাদেরও নামের ফর্দ্দ প্রস্তুত করিবেন।

শেষোক্ত ফর্দ্দ প্রস্তুত করিতে গেলে তিনি ঐ ব্যক্তিদের সম্পত্তি ও সদাচার ও বিদ্যাবত্তা লক্ষ করিয়া নাম লিখিবেন

পূর্ব্বে কোন বৎসরের বিশেষ জুরির নামের ফর্দ্দের মধ্যে নাম লেখা গিয়াছে, কেবল এই কারণে কোন ব্যক্তি বিশেষ জুরির নামের মধ্যে আপনার নাম লিখাইবার দাওয়া রাখিতে পারিবেন না

কলিকাতার হাইকোর্ট হইলে মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল সাহেব এবং অন্য কোন হাইকোর্ট হইলে স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট রাজকীয় বেতনভোগী কোন কার্য্যকারককে জুরির কর্ম্মকরণ হইতে মুক্ত করিতে পারিবেন।

ক্লার্ক অফ দি ক্রৌন পূর্ব্বোক্ত বিধি মানিয়া স্বীয় বিবেচনামতে যদ্রূপ উচিত বোধ করেন তদ্রূপে ঐ২ ফর্দ্দ প্রস্তুত করিতে সম্পূর্ণ ক্ষমতাপন্ন হইবেন। তাঁহার নিষ্পত্তির উপর আপীল নাই, পুনরালোচনাও নাই

যে কর্ম্মকারক ফর্দ্দ প্রস্তুত করেন তাঁহার স্ববিবেচনা মতে কর্ম্ম করিবার কথা

৩১৪ ধারা। যে কর্ম্মকারক সাধারণ জুরির এবং বিশেষ জুরির কর্ম্ম করিবার উপযুক্ত ব্যক্তিদের নামের ফর্দ্দ প্রস্তুত করেন, তিনি সেই ফর্দ্দের পাণ্ডুলিপিতে স্বাক্ষর করিয়া, তাহা প্রস্তুত করিবার পর আপ্রিল মাসের ১৫ তারিখের পূর্ব্বে স্থানীয় রাজকীয় গেজেটে একবার প্রকাশ করিবেন।

প্রাথমিক ও সংশোধিত ফর্দ্দ প্রকাশ করিবার কথা।

সাধারণ জুরির ও বিশেষ জুরির কর্ম্ম করিবার উপযুক্ত ব্যক্তিদের নামের সংশোধিত ফর্দ্দ পূর্ব্বোক্তমতে স্বাক্ষরিত হইয়া প্রস্তুত হইলে পর, যে মাসের প্রথম দিবসের পূর্ব্বে স্থানীয় রাজকীয় গেজেটে একবার প্রকাশ করা যাইবে।

উক্ত ফর্দ্দের নকল কোর্ট-হৌসের কোন প্রকাশ স্থানে লাগাইয়া দেওয়া যাইবে।

৩১৫ ধারা। উক্ত সংশোধিত ফর্দ্দে যে ব্যক্তিদের নাম লেখা থাকে প্রত্যেক রাজধানী নগরে প্রত্যেক সেশন সময়ে তাহাদের মধ্য হইতে যাঁহারা বিশেষ জুরির কর্ম্ম করিবার উপযুক্ত তাঁহাদের অনুমান সাতাইশ

রাজধানী নগরে জুরির কর্ম্ম করিতে যত জনকে সমন করিতে হইবে তাহার কথা

জনকে ও যাঁহারা সাধারণ জুরির কর্ম্ম করিবার উপযুক্ত তাঁহাদের অন্যূন চৌদ্দ জনকে সমন করা যাইবে।

কোন ব্যক্তিকে একবার সমন করা গেলে পর যদি তাঁহাকে না লইয়া জুরির সংখ্যা পূর্ণ হইতে পারে, তবে ছয় মাসের মধ্যে তাঁহাকে আবার সমন করিতে হইবে না।

অতিরিক্ত সমনের কথা

যে ব্যক্তিদিগকে সমন করা গেল সেশনের কার্য্য চলন সময়ে তাঁহাদের সংখ্যা প্রচুর নয় জানা গেলে অন্য যে ব্যক্তিরা পূর্ব্বোক্ত মতে জুরির কর্ম্ম করিতে যোগ্য হন তাঁহাদের মধ্য হইতে আর যত জনের প্রয়োজন থাকে তত জনকে ঐ সেশনের নিমিত্ত সমন করা যাইতে পারিবে।

রাজধানীর বাহিরে জুরি ব্যক্তিদিগকে সমন করিবার কথা

৩৩৬ ধারা। কোন হাইকোর্ট ফৌজদারী মোকদ্দমা আদৌ বিচার করিবার অসাধারণ ক্ষমতানুসারে কার্য্য করিবার নিমিত্ত রাজধানী নগর ভিন্ন কোন স্থানে অধিবিষ্ট হইবার অভিপ্রায়ের নোটিস দিলে পর যে কোন কার্য্য করিয়া থাকেন, তৎসম্বন্ধে সেশন আদালত যেই প্রথা ও প্রণালী মানিয়া, সেশন আদালতে জুরির ব্যক্তিদিগকে সমন করণার্থে পরে যে প্রণালীর বিধান করা গেল সেই প্রকারে স্বীয় জুরির ফর্দ হইতে যত জনের প্রয়োজন তাহাদিগকে সমন দিবেন।

সৈনিক জুরির কথা।

৩৩৭ ধারা। উক্ত সেশন আদালত জুরির ব্যক্তি দিয়া যত জনকে সমন করিবেন, তন্মধ্যে হাইকোর্টের সম্মুখে যে সকল ব্যক্তির যে দোষের দোষারোপ হয়, তাহাদের বিচারের জন্যে ঐ ব্যক্তি ছাড়া আর যত জনকে লইয়া জুরি হইবে, তাহাদের সংখ্যা পূর্ণ করিবার নিমিত্ত প্রয়োজন বোধ করিলে, কোর্ট যে স্থানে অধিবেশন করিবেন তথা হইতে দশ মাইলের মধ্যবাসী প্রধান সেনাপতি সাহেবের সঙ্গে লিখন পঠন করিয়া শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর সৈন্যদলের সনদপ্রাপ্ত ও সনদ অপ্রাপ্ত কএক জন কর্ম্মচারীকে সমন করাইবেন।

যত জন কর্ম্মচারীকে তদ্রূপে সমন করা যায়, এই আইনে প্রকারান্তরের বিধান থাকিলেও তাঁহারা ঐ জুরির কর্ম্ম করিবার যোগ্য হইবেন। কিন্তু উক্ত কর্ম্মচারীর সৈন্যসংক্রান্ত অত্যাবশ্যক কার্য্য থাকে, কিম্বা সৈন্য

সংক্রান্ত অন্য বিশেষ কারণে, প্রধান সেনাপতি সাহেব জুরির কর্ম্ম হইতে তাঁহার মুক্ত থাকার ইচ্ছা প্রকাশ করিলে তাহাকে সমন করা যাইবে না।

৩১৮ ধারা। কোন ব্যক্তিকে ৩১৫ কি ৩১৬ কি ৩১৭ ধারামতে সমন করা গেলে তিনি বৈধ কারণ না থাকিলেও সমনের আদেশমতে উপস্থিত না হইলে, কিম্বা উপস্থিত হইলেও জজ সাহেবের অনুমতি না পাইয়া চলিয়া গেলে কিম্বা আদালতের কার্য্য স্থগিত হইয়া অন্য সময়ে উপস্থিত হইবার আজ্ঞা পাইলেও সেই সময়ে উপস্থিত না হইলে, তাহাকে অবজ্ঞা করণের অপরাধী বলিয়া জ্ঞান হইবে, ও জজ সাহেব যত টাকা দণ্ড উচিত বোধ করেন তাঁহার আজ্ঞামতে ঐ ব্যক্তির তত টাকা দণ্ড হইতে পারিবে, ও সেই দণ্ডের টাকা না দিলে যত দিন না দেন তত দিন তাঁহার দেওয়ানী জেলে কারাদণ্ড হইতে পারিবে।

যদি কোন ব্যক্তি উপস্থিত না হইলে তাহার দণ্ড

ট — সেশন আদালতের জুররদের ও আসেসরদের নাম নির্দ্দিষ্ট করিবার ও তাহাদিগকে সমন দিবার বিধি।

৩১৯ ধারা। কোন জিলায় পশ্চাল্লিখিত ব্যক্তি ভিন্ন একবিংশ বৎসরাবধি ষাটি বৎসর পর্য্যন্ত বয়সের যত পুরুষ বাস করেন, ঐ জিলায় যে কোন বিচার হয় তাহাতে তাঁহাদের জুরির ও আসেসরদের কর্ম্ম করিতে হইবে।

জুরি ও আসেসর অবশ্য কর্ম্ম করিতে হইবার কথা

৩২০ ধারা। নিম্নলিখিত ব্যক্তিরা জুরির কি আসেসরের কর্ম্ম হইতে মুক্ত, অর্থাৎ,

বর্জিত ব্যক্তিদের কথা

(ক) জিলার মাজিষ্ট্রেটের ঊর্দ্ধ শ্রেণীর যে সকল কর্ম্মকারক সিবিল কর্ম্মে নিযুক্ত থাকেন তাঁহারা।

(খ) জজেরা।

(গ) রাজস্বের কি কষ্টমের কমিশ্যনর কালেক্টর সাহেবেরা।

(ঘ) কষ্টম ডিপার্টমেণ্টে মাসুল চুরি নিবারণের কর্ম্মে নিযুক্ত ব্যক্তিরা।

(ঙ) কালেক্টর সাহেব রাজস্ব আদায়ের কর্ম্মে নিযুক্ত যে সকল ব্যক্তিকে স্বকীয় কর্ম্ম প্রযুক্ত মুক্ত করা উচিত বোধ করেন তাঁহারা।

(চ) যাঁহারা আপনং ধর্ম্মসম্পর্কীয় পৌরোহিত্য কর্ম্ম করেন তাঁহারা ও ধর্ম্মসংক্রান্ত পদে নিযুক্ত অন্য ব্যক্তিরা।

(ছ) সৈন্যসম্পর্কীয় কর্ম্মে নিযুক্ত সকল ব্যক্তি কিন্তু যৎকালে যে আইন প্রচলিত থাকে তদনুসারে উক্ত ব্যক্তিদিগকে বিশেষমতে ঐ কর্ম্ম করিবার যোগ্য করা গেলে তাঁহারা নিযুক্ত হইতে পারিবেন

(জ) চিকিৎসকেরা ও অন্য যে ব্যক্তিরা নিয়ত প্রকাশ্যরূপে চিকিৎসা কর্ম্ম করেন তাঁহারা।

(ঝ) ডাকঘরের ও টেলিগ্রাফ বিভাগের কর্ম্মে নিযুক্ত ব্যক্তিরা

(ঞ) দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্য প্রণালী বিষয়ক আইনের ৬৪০ ও ৬৪১ ধারার বিধানমতে যাঁহাদিগকে আদালতে স্বয়ং উপস্থিত না হইবার অনুমতি দেওয়া যায় তাঁহারা

(ট) স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট অন্য যে ব্যক্তিদিগকে জুরির বা আসেসরের কর্ম্ম করিবার দায় হইতে মুক্ত করেন তাঁহারা।

জুরির ও আসেসরদের নাম নির্ঘণ্টের কথা।

৩২১ ধারা। জুরির বা আসেসরস্বরূপ কর্ম্ম করিতে বাধ্য যে ব্যক্তিরা সেশন জজ ও জিলার কালেক্টর সাহেবের অথবা স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট সময়ে সময়ে অন্য যে কার্য্যকারককে এতৎপক্ষে নিযুক্ত করেন তাঁহার বিবেচনায় জুরির কি আসেসরের কর্ম্ম করিবার যোগ্য হন, এবং ২৭৮ ধারার (খ) অবধি (জ) পর্য্যন্ত প্রকরণক্রমে যাঁহাদের বিরুদ্ধে সফলরূপ আপত্তি হইবার সম্ভাবনা নাই উক্ত সেশন জজ কি কালেক্টর সাহেব কিম্বা উক্ত অন্য কার্য্যকারক বর্ণাবলীক্রমে তাঁহাদের নামের এক নির্ঘণ্টপত্র লিখিয়া প্রস্তুত করিবেন।

ঐ নির্ঘণ্টপত্রে উক্ত প্রত্যেক জনের নাম ও বাসস্থান ও পদ কি ব্যবসায় লেখা থাকিবে; ও তাঁহাদের কোন ব্যক্তি ইউরোপীয় কি আমেরিকা দেশীয় লোক হইলে যে জাতীয় হন তাহাও লেখা যাইবে।

নির্ঘণ্ট প্রচার করিবার কথা।

৩২২ ধারা। ঐ নির্ঘণ্টপত্রের প্রতিলিপি কালেক্টর সাহেবের কিম্বা পূর্ব্বোক্ত অন্য কার্য্যকারকের কাছারীতে, জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেবের ও ডিষ্ট্রিক্ট কোর্টের আদালত ঘরে, ও সেই নির্ঘণ্টপত্রের লিখিত

ব্যক্তিরা এবং নগরে কি নগরের নিকটে বাস করেন তাহার কোন প্রকাশ্য স্থানে লাগাইয়া দেওয়া যাইবে।

৩২৩ ধারা। সেই প্রত্যেক প্রতিলিপির নিম্নভাগে এই মর্ম্মের নোটিস লেখা থাকিবে যে ঐ নির্দ্দিষ্ট বিষয়ে কাহার আপত্তি থাকিলে সেশন জজ ও কালেক্টর সাহেব কি পূর্ব্বোক্ত অন্য কার্য্যকারক অমুক সময়ে সেশন আদালত ঘরে ঐ আপত্তি শুনিয়া নিষ্পত্তি করিবেন

নির্দ্দিষ্টের প্রতি আপত্তির কথা

৩২৪ ধারা সেশন জজ সাহেব উক্ত আপত্তি শুনিবার নিমিত্ত কালেক্টর সাহেবের কিম্বা পূর্ব্বোক্ত অন্য কার্য্যকারকের সঙ্গে বসিবেন ও ঐ নোটিসের নির্দ্দিষ্ট সময়ে ও স্থানে ঐ নির্দ্দিষ্টপত্র সংশোধন করিবেন ও তৎসংশোধনে যাঁহাদের স্বার্থ থাকে এমত কোন ব্যক্তি আপত্তি করিলে তাহা শুনিবেন, কোন ব্যক্তিকে জুরির কি আসেসরের কর্ম্ম করিবার অযোগ্য বিবেচনা করিলে কিম্বা ৩২০ ধারামতে সেই কর্ম্ম হইতে অব্যাহতি পাইবার যে বিধান আছে কোন ব্যক্তি সেই বিধানমতে নিষ্কৃতি চাহিলে তাঁহারা তাঁহাদের নাম উঠাইয়া ঐ কর্ম্মের যোগ্য অন্য যে ব্যক্তির নাম তন্মধ্যে লেখা যায় নাই তাহা লিখিবেন

নির্দ্দিষ্ট সংশোধনের কথা

সেশন জজ সাহেবের ও কালেক্টর সাহেবের কিম্বা পূর্ব্বোক্ত অন্য কার্য্যকারকের মতের অনৈক্য হইলে নির্দ্দিষ্টপত্র হইতে প্রস্তাবিত জুররের কি আসেসরের নাম উঠাইয়া দেওয়া যাইবে

সেশন জজ সাহেব ও কালেক্টর সাহেব কি পূর্ব্বোক্ত অন্য কার্য্যকারক ঐ সংশোধিত পত্রের প্রতিলিপিতে স্বাক্ষর করিয়া তাহা সেশন আদালতে পাঠাইবেন।

সেশন জজ সাহেব ও কালেক্টর সাহেব কি পূর্ব্বোক্ত অন্য কার্য্যকারক ঐ নির্দ্দিষ্টপত্র প্রস্তুত ও সংশোধন করণ সম্পর্কীয় যে আজ্ঞা করেন তাহা চূড়ান্ত হইবে

এই ধারামতে নিষ্কৃতি পাইবার দাওয়া না করা গেলে, পরে নির্দ্দিষ্টপত্র যৎকালে সংশোধিত হইবে তৎকাল পর্য্যন্ত ঐ দাওয়া পরিত্যাগ করা গিয়াছে বলিয়া জ্ঞান করা যাইবে

৩২৫ ধারা। উক্তরূপে প্রস্তুত ও সংশোধিত নির্দ্দিষ্টপত্র প্রতিবৎসর এক-বার সংশোধন করা যাইবে

বৎসরং ঐ পত্র সংশোধনের কথা

উক্তরূপ সংশোধিত নির্দ্দিষ্ট নূতন নির্দ্দিষ্টপত্র জ্ঞান হইবে, ও প্রথমবার প্রস্তুত নির্দ্দিষ্টের পূর্ব্বোক্ত সকল বিধি ঐ নূতন নির্দ্দিষ্টের প্রতি খাটিবে

৩২৬ ধারা। সেশন আদালতের অধিবেশনকালে জুরির দ্বারা কিম্বা আসেসরদের সাহায্য লইয়া যেং মোকদ্দমার বিচার হইবে সেই বিচারকালে সেশন জজ সাহেব যত জনের প্রয়োজন জ্ঞান করেন অধিবেশন করিবার নির্দ্ধারিত দিনের পূর্ব্বে ন্যূনকল্পে তিন দিন থাকিতে জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেবের প্রতি ঐ সংশোধিত নির্দ্দিষ্টপত্রের লিখিত তত জনকে আহ্বান করিবার আজ্ঞাপত্র দিবেন; ঐ সেশনের বিচার্য্য কোন মোকদ্দমায় যত জনের প্রয়োজন হয়, তাহার দ্বিগুণের ন্যূন ব্যক্তিকে সমন করাইতে হইবে না।

জুরর ও আসেসরদিগকে জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেবের সমন করিবার কথা

ঐ সংশোধিত নির্দ্দিষ্টপত্রে লিখিত যে ব্যক্তিরা তৎপূর্ব্ব ছয় মাসের মধ্যে উক্ত কর্ম্ম করিয়াছেন তাঁহাদিগকে না ধরিয়া যদি উপযুক্ত সংখ্যার ব্যক্তিদিগকে পাওয়া যাইতে পারে তবে তাঁহাদিগকে ত্যাগ করিয়া অন্য ব্যক্তিদিগকে সমন করিতে হইবে। কোনং ব্যক্তিদিগকে সমন করিতে হইবে ইহা প্রকাশ্য আদালতে গুলিবাট করিয়া নিষ্কাশা হইবে, ও উক্ত আজ্ঞাপত্রে তাঁহাদের নাম লেখা যাইবে

৩২৭ ধারা। সেশন আদালতের [illegible] অধিবেশনে অনেক মোকদ্দমার বিচার করিতে হইলে যে বিচারকালে যে জুরিকে কিম্বা যে আসেসরদিগকে সমন করা গেল, তাঁহাদের সেই সমস্ত মোকদ্দমার বিচারে উপস্থিত থাকিতে হইবে [illegible] সেশন [illegible] আবশ্যক বোধ হইলে সেশন আদালত ৩২৬ ধারার নির্দ্দিষ্ট [illegible] অন্য সময়ে জুরি কি আসেসরদিগকে সমন করিবার আজ্ঞা [illegible] পারিবেন।

[illegible] দিগকে কি আসেসরদিগকে সমন [illegible] কথা

সমনের পাঠের ও তাহা জারী করিবার কথা।

৩২৮ ধারা। জুররকে কি আসেসরকে যে সমন দেওয়া যায় তাহা লিখিয়া দেওয়া যাইবে। ঐ পত্রের যে সময় ও স্থান নির্দ্দিষ্ট থাকে তাহার প্রতি ঐ সময়ে ও স্থানে জুরির কি আসেসরের কর্ম্ম করণার্থে উপস্থিত হইবার আদেশ থাকিবে।

গবর্ণমেণ্টের কি রেলওয়ের কার্য্যকারককে কখন অব্যাহতি দেওয়া যাইবে তাহার কথা।

৩২৯ ধারা। জুরির কি আসেসরের কর্ম্ম করণার্থে যে ব্যক্তিকে সমন করা যায় তিনি যদি গবর্ণমেণ্টের কিম্বা রেলওয়ে কোম্পানির কার্য্যকারক হন সেই ব্যক্তির জুরির কি স্থলবিশেষে আসেসরের কর্ম্ম করিতে হইলে রাজকীয় কার্য্যের ব্যাঘাত হইতে পারে যে দফ্তরখানায় কর্ম্ম করেন সেই দফ্তরখানার প্রধান কার্য্যকারকের উক্তিমতে ইহা দৃষ্ট হইলে যে আদালতে কর্ম্ম করণার্থে তাঁহাকে সমন দেওয়া যায় সেই আদালত ঐ ব্যক্তির উপস্থিত না হওয়া ক্ষমা করিতে পারিবেন

আদালতের জুররের কি আসেসরের উপস্থিত না হওয়ার অনুমতি দিতে পারার কথা।

৩৩০ ধারা। উপযুক্ত হেতু থাকিলে সেশন আদালত বিশেষ কোন অধিবেশন কালে জুরির কোন ব্যক্তির কি আসেসরের উপস্থিত না হওয়া ক্ষমা করিতে পারিবেন

জুরির যে ব্যক্তিরা কি যে আসেসরেরা উপস্থিত হন তাঁহাদের নামের নির্ঘণ্টের কথা।

৩৩১ ধারা। সেশন আদালতের যে অধিবেশনকালে যাঁহারা জুরির কি আসেসরের কর্ম্ম করেন আদালত সেই অধিবেশনে তাঁহাদের নামের নির্ঘণ্ট লেখাইবেন।

৩২৪ ধারামতে জুররদের ও আসেসরদের নামের যে সংশোধিত নির্ঘণ্টপত্র প্রস্তুত করা যায়, তাহার সঙ্গে উক্ত নির্ঘণ্ট রাখিতে হইবে।

এই ধারামতে প্রস্তুত নির্ঘণ্টে যাহাদের নাম লেখা যায় উক্ত সংশোধিত পত্রের এক পার্শ্বে তাঁহাদের নামের উল্লেখ থাকিবে

জুরর কি আসেসর অনুপস্থিত হইলে দণ্ডের কথা।

৩৩২ ধারা। কোন ব্যক্তিকে জুরর কি আসেসরস্বরূপে উপস্থিত হইবার সমন করা গেলে যদি ন্যায্য কোন কারণ না থাকিলেও তিনি ঐ সমনের আদেশমতে উপস্থিত না হন, কিম্বা উপস্থিত হইয়াও যদি আদালতের

অনুমতি না লইয়া চলিয়া যান, কিম্বা বিচার কার্য্য স্থগিত হইয়া দিনান্তর নিরূপণ হইলে সেই দিনে উপস্থিত হইবার আজ্ঞা পাইয়াও যদি উপস্থিত না হন, তবে সেশন আদালতের আজ্ঞা মতে তাঁহার এক শত টাকার অনধিক অর্থদণ্ড হইতে পারিবে।

যে আদালত ঐ আজ্ঞা করেন সেই আদালতের বিচারাধীন স্থানের মধ্যে ঐ জুররের কি ঐ আসেসরের অস্থাবর যে দ্রব্য থাকে জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেব তাহা ক্রোক ও নীলাম করণ দ্বারা ঐ অর্থদণ্ড আদায় করিতে পারিবেন

ক্রোক ও নীলাম করণ দ্বারা ঐ অর্থদণ্ডের টাকা আদায় হইতে না পারিলে, সেশন আদালতের আজ্ঞাক্রমে ঐ জুররকে কি আসেসরকে পঞ্চদশ দিন পর্য্যন্ত দেওয়ানী জেলখানায় কয়েদ করা যাইতে পারিবে ইতিমধ্যে ঐ টাকা দেওয়া গেলেই মুক্ত করা যাইবে

ঠ —হাইকোর্ট সম্বন্ধে বিশেষ বিধান।

৩৩৩ ধারা। এই আইনমতে কোন হাইকোর্টে বিচার কার্য্য চলন কালে অ্যাডবোকেট জেনরল সাহেব মীমাংসা জানাইবার পূর্ব্বে কোন সময়ে বিহিত বোধ করিলে, শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর পক্ষে কোর্টে এই কথা জানাইতে পারিবেন যে আসামীর বিপক্ষে যে অভিযোগ হইয়াছে তৎক্রমে আমি এই মোকদ্দমা আর চালাইব না; তাহা হইলে আসামীর বিপক্ষে সেই অভিযোগক্রমে আর কার্য্য প্রচলিত হইবে না তাহাকে সেই অভিযোগ হইতে মুক্ত করা যাইবে কিন্তু বিচারপতি প্রকারান্তরের আদেশ না করিলে তাহার তদ্রূপ মুক্ত করণ নির্দ্দোষী নির্ণয়ের তুল্য হইবে না

অ্যাডবোকেট জেনরলের অভিযোগ না চালাইবার ক্ষমতার কথা

৩৩৪ ধারা। প্রত্যেক হাই কোর্টের চীফ জষ্টিস সাহেব সময়ে২ যে২ দিন, ও সুবিধামতে যত কাল ব্যবধানে অধিবেশন করিতে নিরূপণ করেন, সেই২ দিনে ও তত কালান্তরে ফৌজদারী মোকদ্দমা আদৌ বিচার করিবার জন্যে কোর্টের অধিবেশন হইবে

অধিবেশনের সময়ের কথা

৩৩৫ ধারা হাইকোর্ট এইরূপে যে স্থানে অধিবিষ্ট হইয়া থাকেন সেই স্থানে কিম্বা মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল সাহেব ফোর্ট উইলিয়ম রাজধানীর হাইকোর্টের প্রতি, কিম্বা স্থানীয় গবর্ণমেন্ট অন্যং হাইকোর্টের প্রতি অন্য স্থানে অধিবেশন করিতে আজ্ঞা করিলে, সেই স্থানে অধিবেশন করিবেন।

অধিবেশন করিবার স্থানের কথা।

কিন্তু সময়েং ফোর্ট উইলিয়মের হাইকোর্ট মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল সাহেবের অনুমতি লইয়া ও অন্যং স্থানে হাইকোর্ট তত্তৎস্থানীয় গবর্ণমেণ্টের অনুমতি লইয়া, আপীলী মোকদ্দমার পক্ষে ঐং কোর্টের বিচারাধিপত্য যে সীমার মধ্যে প্রবল থাকে, সেই সীমার অন্তর্গত অন্য যেং স্থান নিরূপণ করেন, সেইং স্থানে অধিবেশন করিতে পারিবেন।

ফৌজদারী মোকদ্দমার আদৌ বিচার করণার্থ হাইকোর্টের যে ক্ষমতা থাকে, সেই ক্ষমতামতে কার্য্য করিবার জন্যে অধিবেশন করিবার মানস থাকিলে, চীফ জষ্টিস সাহেব যে কার্য্যকারকের প্রতি আদেশ করেন তিনি ঐ অধিবেশন হইবার পূর্ব্বে স্থানীয় রাজকীয় গেজেটে তদ্বিষয়ের নোটিস প্রচার করিবেন

অধিবেশনের নোটিস দিবার কথা।

৩৩৬ ধারা ইউরোপীয় ব্রিটিস প্রজাদিগকে ও ২১৯ ধারামতে হাইকোর্টে যাহাদের বিচার হইতে পারে সেই ব্যক্তিদিগকে নির্দ্দিষ্ট কোনং জিলায় কিম্বা বৎসরের নির্দ্দিষ্ট কোনং সময়ে হাইকোর্ট বিচারার্থে সমর্পণ করা গেলে, ঐ কোর্ট আপনার নিয়ত অধিবেশনের স্থানে তাঁহাদের বিচার হইবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন,

ইউরোপীয় ব্রিটিস প্রজার বিচার হইবার স্থানের কথা।

অথবা নির্দ্দিষ্ট অন্য স্থানে তাঁহাদের বিচার হইবার আজ্ঞা দিতে পারিবেন

২৪ চতুর্বিংশ অধ্যায়

তদন্ত ও বিচার সংক্রান্ত সাধারণ বিধি

সহায়কে ক্ষমা করিতে প্রস্তাব করিবার কথা

৩৩৭। * কেবল সেশন আদালতের বা হাইকোর্টের বিচার্য্য কোন অপরাধ হইলে তদন্তাধীন অপরাধে যাহার স্পষ্টরূপে কি চক্রান্তে সংসর্গ কিম্বা সংস্রব থাকা অনুমান হয় তাহার সাক্ষ্য লইবার অভিপ্রায়ে সেই ব্যক্তি ঐ কৃত অপরাধ বিষয়ে যাহা জ্ঞাত আছে সম্পূর্ণ ও যথার্থ ভাবে তাহার তাবৎ বৃত্তান্ত ও ঐ অপরাধকারক কি অন্য যত জন মুখ্যভাবে বা সহায় স্বরূপ লিপ্ত থাকে তাহাদের নাম প্রকাশ করিবে এই নিয়মে ডিষ্ট্রিক্ট মাজিষ্ট্রেট সাহেব কিম্বা কোন প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কি ঐ মোকদ্দমার তদন্ত-

* এই ধারামতে কোন অভিযুক্ত ব্যক্তি [illegible] তাহাকে [illegible] করা যাইবে [illegible] মোকদ্দমায় কোন অভিযুক্ত ব্যক্তিকে [illegible] তাহার [illegible] হইলে তাহা প্রমাণস্বরূপ গ্রাহ্য হইবে না। ইঃ লঃ রিঃ ১ বোম্বাই ১০। উঃ ওঃ রিঃ ২ [illegible] ২১০ [illegible] মূলে অভিযুক্ত ব্যক্তির প্রতি দণ্ডাজ্ঞা প্রদান [illegible] ৫ উঃ রিঃ ৮০; ১১ [illegible] ১৫ উঃ রিঃ ৩ [illegible] হাইকোর্ট [illegible] অপরাধী ব্যক্তির [illegible] প্রমাণ পাওয়া আবশ্যক। ১৯ উঃ রিঃ ১৬, ৭৩; ৪৮; ১৮ [illegible] ২০৬ [illegible] ১৯ [illegible] ২১ উঃ রিঃ ৬১। ২৪ উঃ রিঃ ৫৫। অভিযুক্ত ব্যক্তির সাক্ষ্য [illegible] কোন পোষক প্রমাণ না থাকিলে আসামীর প্রতি দণ্ডাজ্ঞা [illegible] অনুচিত [illegible] অভিযুক্ত ব্যক্তির স্বীকার বাক্য [illegible] পোষক প্রমাণ [illegible] হইবে না। [illegible] রিঃ ১ বোম্বাই ৪৭৩। ১৯ উঃ রিঃ ১৬, ৫৭। পোষক প্রমাণ ব্যতীত জুরি কি আদালত [illegible] ব্যক্তির জবানবন্দি বিশ্বাস [illegible] অভিযুক্ত ব্যক্তির প্রতি দণ্ডাজ্ঞা [illegible] হাইকোর্ট ঐ আজ্ঞা রহিত করিতে পারেন না। ইঃ লঃ রিঃ ১ মান্দ্রাজ ৩৯৪। বিচারক যে সর্ত্তে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে ক্ষমা প্রদান করিবেন তাহা ক্ষমা প্রদান করিবার পূর্ব্বে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে বুঝাইয়া দিতে হইবেক। ১২ উঃ রিঃ ৮০। প্রমাণাভাবে কোন অভিযুক্ত ব্যক্তিকে ছাড়িয়া দিয়ে পর তাহাকে বাদীর পক্ষের সাক্ষিস্বরূপ জবানবন্দি করিতে মাজিষ্ট্রেট ক্ষমবান। ৭ উঃ রিঃ ৪৪

কারী প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট কিম্বা জিলার মাজিষ্ট্রেটের অনুমতিক্রমে অন্য কোন মাজিষ্ট্রেট তাহাকে ক্ষমা করিবার প্রস্তাব করিতে পারিবেন।

কোন ব্যক্তি এই ধারামত ক্ষমার প্রস্তাব গ্রাহ্য করিলে ঐ মোকদ্দমার সাক্ষীর ন্যায় ঐ ব্যক্তির সাক্ষ্য লওয়া যাইবে।

সেই ব্যক্তি যদি হ জিন জামিন দিয় মুক্ত না থাকে তবে সেশন আদালতে বা হাইকোর্টে ঐ মোকদ্দমার বিচার সমাপ্ত না হওন পর্য্যন্ত তাহাকে হেফাজতে রাখা যাইবে

প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট ভিন্ন যে মাজিষ্ট্রেট এই ধারামত ক্ষমার প্রস্তাব করেন, তিনি তাহার কারণ লিপিবদ্ধ করিবেন, এবং কোন মাজিষ্ট্রেট এই ধারামতে তদ্রূপ প্রস্তাব করিয়া যে ব্যক্তির নিকট প্রস্তাব করা যায় তাহার পরীক্ষা লইলে, আপনি মোকদ্দমার বিচার করিতে পারিবেন না অভিযুক্ত ব্যক্তি যে অপরাধ করিয়াছে বলিয়া প্রতীতি হয় সেই অপরাধ উক্ত মাজিষ্ট্রেটের বিচার্য্য হইলেও, পারিবেন না

ক্ষমার প্রস্তাব করিতে আদেশ দিবার ক্ষমতা

৩৩৮ ধারা। * তদ্রূপ কোন অপরাধে যাহার স্পষ্টরূপে কি চক্রান্তে সম্পর্ক কি সমজ্ঞান থাকা অনুমান হয়, যে আদালতে বিচারার্থে সমর্পণ করা যায় সেই আদালত ঐ মোকদ্দমার বিচারকালে উক্ত কোন ব্যক্তির সাক্ষ্য গ্রহণাভিপ্রায়ে মোকদ্দমা সমর্পণ করা গেলে পর কিন্তু নিষ্পত্তি হইবার পূর্ব্বে ঐ ব্যক্তিকে ক্ষমার প্রস্তাব করিতে পারিবেন কিম্বা সমর্পণকারী মাজিষ্ট্রেটকে বা জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেবকে পূর্ব্বোক্ত নিয়মমতে ঐ ব্যক্তিকে ক্ষমার প্রস্তাব করিবার আদেশ করিতে পারিবেন।

যাহাকে ক্ষমা করিবার প্রস্তাব হয় তাহাকেও বিচারার্থে সমর্পণ করা, এবং আটক করিতে পারিবার ক্ষমতা

৩৩৯ ধারা। † ৩৩৭ কিম্বা ৩৩৮ ধারামতে ক্ষমার প্রস্তাব হইলে পর, কোন ব্যক্তি ঐ ক্ষমার প্রস্তাব গ্রাহ্য করিলেও আবশ্যক কোন কথা ইচ্ছাপূর্ব্বক গোপন করিয়া কিম্বা মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়া ঐ ক্ষমা পাইবার প্রস্তাবের নিয়ম অনুযায়ী কার্য্য যদি না করে, তবে যে অপ-

---

* বিচার আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে সেশন জজ কোন অভিযুক্ত ব্যক্তিকে ক্ষমতা প্রদান করিবার জন্য মাজিষ্ট্রেটকে উপদেশ করিতে পারিবেন না। ৭ উঃ রি. ১১৪।

† ক্ষমা প্রদান করিবার প্রস্তাব করিলে অভিযুক্ত ব্যক্তি তাহা গ্রহণ করিতে স্বীকার বা

রাধ সম্পর্কে ক্ষমার প্রস্তাব হইয়াছে কিম্বা সেই বিষয় সম্বন্ধে সে অন্য যে অপরাধ করিয়াছে বলিয়া প্রতীতি হয় সেই অপরাধের নিমিত্তে তাহার বিচার হইতে পারিবে

এই ধারামতে ক্ষমার প্রস্তাব রহিত করা গেলে ক্ষমা পাইবার আশয়ে ঐ ব্যক্তি যে কথা কহিয়াছিল তাহা তাহার বিপক্ষ প্রমাণ মধ্যে উল্লেখ হইতে পারিবে

ঐ কথা সম্বন্ধে মিথ্যা সাক্ষ্য দিবার অপরাধের অভিযোগ হাইকোর্টের অনুমতি বিনা গ্রাহ্য হইবে না

অভিযুক্ত ব্যক্তির উকীল নিযুক্ত করিবার অধিকারের কথা

৩৪০ ধারা ফৌজদারী আদালতে কোন ব্যক্তির নামে অপরাধের অভিযোগ হইলে, উকীলের দ্বারা সেই ব্যক্তির পক্ষসমর্থন হইবার অধিকার থাকিবে

অভিযুক্ত ব্যক্তি আনুষ্ঠানিক কার্য্য বুঝিতে না পারিলে তদ্বিষয়ের কথা

৩৪১ ধারা * অভিযুক্ত ব্যক্তি ক্ষিপ্তমনা না হইলেও তাহাকে আনুষ্ঠানিক কার্য্য বুঝাইয়া দিলেও সে বুঝিতে না পারিলে আদালত তদন্ত লওয়ার কি বিচারের কার্য্য চালাইতে পারিবেন; ও হাইকোর্ট ভিন্ন অন্য আদালতে হইলে তদন্ত লইয়া যদি তাহাকে বিচারার্থে সমর্পণ করা যায় কিম্বা

অস্বীকার হইতে পারে এবং সে স্বীকার হইলে তাহার জবানবন্দি লওয়া যাইবে এবং জবানবন্দি হওয়ার পর যদি আদালত বিবেচনা করেন যে ঐ ব্যক্তি সত্য প্রমাণের সর্ত্তানুসারে কার্য্য করে নাই তবে অপরাধ হেতু তাহাকে ক্ষমা প্রদান করা হইয়াছিল তৎসম্বন্ধে তাহাকে অর্পণ করিবার আদেশ করিতে পারেন ১২ উঃ রিঃ ৮০ অপরাধী ব্যক্তির জবানবন্দি গ্রহণান্তে সেশন জজ যদি বিবেচনা করেন যে সে ক্ষমার সর্ত্তানুসারে কার্য্য করে নাই তাহা হইলে তাহার বিচার করিবার আদেশ করিতে পারেন কিন্তু সে যে মোকদ্দমায় সে সাক্ষ্য প্রদান করে সেই মোকদ্দমার আসামীদের সঙ্গে একত্রে তাহার বিচার করিতে পারিবেন না ১৪ উঃ রিঃ ১০ অভিযুক্ত ব্যক্তি যে মোকদ্দমায় ক্ষমা প্রাপ্ত হইয়া সাক্ষ্য প্রদান করে সেই মোকদ্দমার নিষ্পত্তিপত্র প্রকাশ করিবার পূর্ব্বে সেশন জজ ঐ ব্যক্তির ক্ষমার হুকুম রহিত করিতে পারেন কিন্তু তাহা না করিয়া ঐ মোকদ্দমার নিষ্পত্তিপত্রে ঐ রূপ আদেশ করিতে পারেন না ১০ কঃ লঃ রিঃ ৩১৮

* অভিযুক্ত ব্যক্তি বধির ও মূক হওয়া প্রযুক্ত বিচারকার্য্য বুঝিতে অক্ষম বিবেচনায় অধীন মাজিষ্ট্রেট এই ধারানুসারে হাইকোর্টের আদেশ প্রাপ্ত অন্য জেলার মাজিষ্ট্রেটের নিকট রিপোর্ট করেন তাহাতে জেলার মাজিষ্ট্রেট ঐ ব্যক্তিকে পরীক্ষা করিয়া বিচারকার্য্য বুঝি-

বিচার হইয়া যদি তাহার অপরাধ নির্ণয় হয়, তবে ঐ ব্যাপারের বৃত্তান্ত সহিত ঐ আনুষ্ঠানিক কার্য্যের কাগজপত্র হাইকোর্টে পাঠান যাইবে। হাইকোর্ট তদ্বিষয়ে যে আজ্ঞা বিহিত বোধ করেন করিবেন

অভিযুক্ত ব্যক্তির পরীক্ষা করিতে পারিবার কথা

৩৪২ ধারা। * সাক্ষ্যে অভিযুক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে যে কোন বিষয় দেখা যায় সে যাহাতে তাহার ব্যাখ্যা করিতে পারে এই অভিপ্রায়ে তদন্ত অথবা বিচারের কোন সময়ে আদালত সময়ে২ অভিযুক্ত ব্যক্তিকে পূর্ব্বে না জানাইয়া তাহাকে যে কথা জিজ্ঞাসা করা আবশ্যক বোধ করেন করিতে পারিবেন এবং পূর্ব্বোক্ত অভিপ্রায়ে অভিযোগের সাক্ষীদের সাক্ষ্য লওয়া গেলে পর ও তাহাকে প্রতিবাদের নিমিত্ত আদেশ করিবার পূর্ব্বে মোকদ্দমা সম্বন্ধে সাধারণতঃ জিজ্ঞাসাবাদ করিবেন

বার সক্ষম বিবেচনায় হাইকোর্টে রিপোর্ট করেন হাইকোর্ট মাজিষ্ট্রেটের ঐ হুকুম বিবেচনায় ঐ ব্যক্তিকে সেশনে অর্পণ করিতে আদেশ করেন ১৯ উঃ রিঃ ৩৭ জন্মাবধি বাকশক্তিহীন ও বধির কোন ব্যক্তি এক ... অর্থ হান দেওয়া হেতু অভিযুক্ত হইয়া অধীন মাজিষ্ট্রেট কর্ত্তৃক দণ্ড প্রাপ্ত হয় এমতাবস্থায় হাইকোর্ট এই মীমাংসা করেন যে ঐ ব্যক্তি নির্ব্বোধ বিধায় ঐ হাকেন উজ্জ্বলতা দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া উহা লইয়াছে অতএব উহাকে দণ্ডবিধি মতে দণ্ডনীয় না করিয়া ভবিষ্যতের জন্য সতর্ক করিয়া ছাড়িয়া দেওয়া উচিত। ২২ উঃ রিঃ ৩৩ এই সম্বন্ধে ২৭ উঃ রিঃ ৩৪ ও ৭২ পৃষ্ঠার লিখিত লোক হানির যোগ দ্রষ্টব্য

* এই ধারার প্রধান উদ্দেশ্য এই যে যে সকল বিবরণ সাক্ষীগণ অভিযুক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে প্রকাশ করে তৎসম্বন্ধে সে নিজে ব্যাখ্যা করিতে ইচ্ছা করে তাহা সময়২ তাহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিয়া লইবেন তাহা করিলে অভিযুক্ত ব্যক্তির দোষ অনুসন্ধান করিবার জন্য তাহাকে জেরা করিয়া কথা বাহির করা অভিপ্রেত নয়। ইঃ লঃ রিঃ ৬ বোম্বে ২৮৮। ১ কঃ লঃ রিঃ ৪৩৬। ৬ কঃ লঃ রিঃ ৪৩৯ এই ধারানুসারে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে পরীক্ষা করিতে মাজিষ্ট্রেটের অসীম ক্ষমতা আছে কিন্তু অভিযুক্ত ব্যক্তির দোষ সম্বন্ধে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে তাহাকে জিজ্ঞাসা করা অত্যন্ত অনুচিত ১০ উঃ রিঃ ২১ অভিযুক্ত ব্যক্তি মাজিষ্ট্রেটের প্রশ্নে যে উত্তর দেয় সেই লিখিত উত্তরের নিম্নে সে দস্তখত করিতে অস্বীকার করিলে দণ্ডবিধির ১৮০ ধারানুসারে দণ্ডনীয় হইবে না। ইঃ লঃ রিঃ ৪ বোম্বে ১৫ অভিযুক্ত ব্যক্তি কোন লিখিত বর্ণনা দাখিল করিলে তাহা মাজিষ্ট্রেট নথির সহিত রাখিতে বাধ্য ২ উঃ রিঃ ৭৮ অর্থ-পূর্ব্বে প্রথম স্থানীয় তদন্তকালে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে পরীক্ষা করা না করা মাজিষ্ট্রেটের ইচ্ছাধীন ১৯ উঃ রিঃ ৪৬ ওয়ারেন্টের ও সেশন বিচার্য্য মোকদ্দমায় অভিযুক্ত ব্যক্তির ...

অভিযুক্ত ব্যক্তি সেই প্রশ্নের উত্তর না দিলেও, কিম্বা তাহার উত্তরে মিথ্যা কথা কহিলেও তৎপ্রযুক্ত দণ্ডের যোগ্য হইবে না। কিন্তু তাহার উত্তর না দেওয়াতে কি মিথ্যা উত্তর দেওয়াতে আদালত * জুরি থাকিলে জুরি তদ্বিষয়ের যে অনুমান ন্যায্য বোধ করেন করিতে পারিবেন।

অভিযুক্ত ব্যক্তি যে উত্তর প্রদান করে তাহা উক্ত তদন্ত ও বিচারকার্য্যে বিবেচিত হইতে পারিবে ও ঐ উত্তর হইতে সে অন্য যে অপরাধ করিয়াছে বলিয়া বুঝা যায় সেই অপরাধের তদন্তে ও বিচারকার্য্যেও তাহার সপক্ষে বা বিরুদ্ধে প্রমাণস্বরূপ উপস্থিত করা যাইতে পারিবে।

অভিযুক্ত ব্যক্তিকে শপথ করাইতে হইবে না।

কোন কথা প্রকাশ করণার্থ প্রবৃত্তি না দিবার কথা।

৩৪৩ ধারা। * ৩৩৭ ও ৩৩৮ ধারায় যে স্থলের বিধান হইয়াছে তদ্ভিন্ন স্থলে অভিযুক্ত ব্যক্তির নিকট কোন বিষয়ের অঙ্গীকার করিয়া কি তাহাকে ভয় দেখাইয়া কিম্বা অন্য প্রকারে তাহার জানা কোন গোপন কথা প্রকাশ করিবার কি গুপ্ত রাখিবার প্রবৃত্তি জন্মাইয়া দিতে হইবে না।

বর্ণিত হইলে তাহাকে যে২ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা হয় ও সে যে২ উত্তর দেয় তাহা সমস্তই লিখিত হইবে। [illegible] জয়েন্ট [illegible] ঐ প্রণালীমতে [illegible] না করিলে আইনবিরুদ্ধ হইবেক। ১৪ উঃ রিঃ ৬। অভিযুক্ত ব্যক্তির উক্তি লিখিত না করিয়া সমর্পণার্থ [illegible] তাহার উল্লেখ [illegible] সমর্পণ [illegible] প্রমাণস্বরূপ গ্রাহ্য হইবে না। ৬ উঃ রিঃ ৮৫। পোলীশ [illegible] সমর্পণ হওয়ার পূর্ব্বে যদি কোন ব্যক্তির স্বীকারবাক্য এরূপ মাজিষ্ট্রেট কর্ত্তৃক লিখিত [illegible] সমর্পণার্থে প্রেরণ [illegible] তাহা হইলে ঐ স্বীকারবাক্য [illegible] গৃহীত হওয়া গণ্য হইবে এবং উহার নিম্নে ৩ ও ৪ ধারার লিখিত সার্টিফিকেট দিতে হইবেক। হ. ম. রিঃ ৫ ব্রিঃ ৮৫৪ পূর্ণাধিবেশন। ৩৩৪ ধারার নিয়মের বিবরণ দেখ।

* কেবল মাত্র সেশন বিচারার্থ ভিন্ন অন্য মোকদ্দমায় কোন অভিযুক্ত ব্যক্তিকে ক্ষমা প্রদান করিয়া তাহাকে [illegible] এই ধারার [illegible] গণ্য হইবে না। ইঃ লঃ রিঃ ২ কলি ২৫৮। অভিযুক্ত ব্যক্তিকে [illegible] স্বীকার হেতু সে কোন স্বীকারবাক্য [illegible] তাহার বিরুদ্ধে প্রমাণস্বরূপ গ্রাহ্য হইবে না। ৮ উঃ রিঃ ৫৩। কোন ঘরের মধ্যে কোন অভিযুক্ত ব্যক্তি অপরাধ স্বীকার করে এবং তাহার অজ্ঞাতাবস্থায় কোন পোলীশ কর্ম্মচারীর অন্য ঘরে থাকিয়া তাহা শ্রবণ করে এমতাবস্থায় পোলীশ [illegible] হেতু ঐ স্বীকারবাক্য গ্রাহ্য হওয়া গণ্য হইবে না। ৭ উঃ রিঃ ৫৬।

অনুষ্ঠান কার্য্য স্থগিত রাখিবার বা তাহার নিষ্পত্তি নিরূপণার্থ তারিখ বদল করিবার ও হাজতে ফিরাইয়া দিবার কথা

৩৪৪ ধারা। কোন সাক্ষীর অনুপস্থিতি প্রযুক্ত কিম্বা যুক্তিযুক্ত অন্য কারণে কোন তদন্তের কি বিচারকার্য্যের অনুষ্ঠান স্থগিত রাখা কি তাহার নিষ্পত্তি নিরূপণ করা আবশ্যক কি উপযুক্ত হইলে, আদালত হেতু লিপিবদ্ধ করিয়া আজ্ঞা লিখিয়া দিয়া সময়ের যে নিয়ম উচিত বোধ করেন সেই নিয়মে যতবার যুক্তিসিদ্ধ জ্ঞান করেন তত কালের নিমিত্ত সেইং কার্য্য স্থগিত রাখিয়া কি তাহার নিষ্পত্তি নিরূপণ করিয়া এবং তদ্বিষয় উপলক্ষে অভিযুক্ত ব্যক্তি হেফাজতে থাকিলে তাহাকে ফিরাইয়া দিতে পারিবেন।

কিন্তু এই ধারামতে কোন মাজিষ্ট্রেট একেবারে পঞ্চদশ দিনের অধিক কালের নিমিত্ত কোন অভিযুক্ত ব্যক্তিকে হেফাজতে ফিরাইয়া পাঠাইবেন না।

হাইকোর্ট ভিন্ন অন্য আদালতে এই ধারামত আজ্ঞা করিলে, উক্ত আজ্ঞা লেখা যাইবে, ও আধিপত্যকারী জজ বা মাজিষ্ট্রেট সাহেব তাহাতে স্বাক্ষর করিবেন।

ফিরাইয়া পাঠাইবার যুক্তিসঙ্গত কারণের কথা

ব্যাখ্যা।—অভিযুক্ত ব্যক্তি কোন অপরাধ করিয়াছে এমত সন্দেহ করিবার নিমিত্ত প্রমাণ পাওয়া গেলে, ও তাহাকে ফিরাইয়া পাঠাইলে আরো প্রমাণ পাইবার সম্ভাবনা থাকিলে, তাহাই তাহাকে ফিরাইয়া পাঠাইবার যুক্তিসঙ্গত কারণ হয়।

---

* দায়রের মোকদ্দমায় অভিযুক্ত ব্যক্তির সাক্ষী উপস্থিত করিবার জন্য মোকদ্দমার কার্য্য স্থগিত রাখা অবৈধ নহে। ১১ উঃ রিঃ ২১। অভিযুক্ত ব্যক্তি হাজির হইলে যদি বাদী ও তাহার সাক্ষী অনুপস্থিত থাকে তবে মোকদ্দমার অবস্থা বিবেচনায় তাহা মুলতবী করা উচিত। ১০ উঃ রিঃ ৫৩। মধ্যে দিনে মোকদ্দমার বিচার না করিয়া এবং বিচার জন্য দিনাঙ্ক নিরূপণ না করিয়া তৎপর কোন এক দিবসে বাদীর অনুপস্থিতিতে মোকদ্দমা ডিসমিস করা অন্যায়। ১৬ উঃ রিঃ ২৮। ওয়ারেন্টের মোকদ্দমায় অভিযুক্ত বা তার সাক্ষিগণকে না পাওয়ায় তাহাদিগের প্রতি সমন জারি হইতে পারে না। এমতাবস্থায় ঐ সাক্ষিগণকে হাজির করিবার জন্য মোকদ্দমা মুলতবী করা উচিত। উঃ নঃ রিঃ ২৭। ৫১১

৩৪৫ ধারা। নিম্নলিখিত টেবিলের প্রথম দুই ঘরে বর্ণিত ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধির আইনের কয়েক ধারামতে দণ্ডনীয় অপরাধ সম্বন্ধে ঐই টেবিলের তৃতীয় ঘরের লিখিত ব্যক্তিরা রফা করিতে পারিবেন।

অপরাধ সম্বন্ধে রফা করিবার কথা

অপরাধ	ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধির আইনের যে ধারা খাটিবে	যে ব্যক্তি অপরাধ সম্বন্ধে রফা করিতে পারিবেন
ধর্ম্মসম্পর্কে কোন ব্যক্তির মনে ইচ্ছাপূর্ব্বক দুঃখ দিবার জন্যে বাক্য উচ্চারিত করা	২৯৮	ধর্ম্মসম্পর্কে যে ব্যক্তির মনে দুঃখ দিবার অভিপ্রায় থাকে সেই ব্যক্তি
পীড়া জন্মান	৩২৩, ৩৩৪	যে ব্যক্তির পীড়া জন্মান যায় সেই ব্যক্তি
কোন ব্যক্তিকে অন্যায়রূপে অবরোধ বা বদ্ধ করণ	৩৪১, ৩৪২	যে ব্যক্তিকে অবরোধ বা বদ্ধ করা যায়, সেই ব্যক্তি
আক্রমণ বা অপরাধযুক্ত বলপ্রকাশ করণ	৩৫২, ৩৫৫, ৩৫৮	যে ব্যক্তির প্রতি আক্রমণ বা অপরাধযুক্ত বল প্রকাশ করা যায়, সেই ব্যক্তি
বেআইনীমতে বলপূর্ব্বক পরিশ্রম করান	৩৭৪	যে ব্যক্তিকে বলপূর্ব্বক পরিশ্রম করান যায়, সেই ব্যক্তি
কেবল সামান্য কোন ব্যক্তির ক্ষতি কি লোকসান হইবে অপকার করণ	৪২৬, ৪২৭	যে ব্যক্তির ক্ষতি কি লোকসান হয়, সেই ব্যক্তি
অপরাধভাবে অনধিকার প্রবেশ এবং গৃহে অনধিকার প্রবেশ করণ	৪৪৭ ৪৪৮	যে সম্পত্তিতে অনধিকার প্রবেশ ঘটে, সেই সম্পত্তি যাহার অধিকারে থাকে সেই ব্যক্তি

* যদি কোন নির্দ্দিষ্ট বিষয় এমত অস্পষ্ট হয় যে তাহা দ্বারা বলিতে অপরাধকারীর ইচ্ছা, অভিপ্রায় কি মতলব জাত হয় কি অন্য কোন মোকদ্দমার তাহার অভিপ্রায়ের সংস্রব থাকে এমন শব্দ ব্যবহৃত হয় তবে সেই অপরাধ দণ্ডার্হ। ২১৪ ধারায় বর্ণিত বিধির অন্তর্গত হলে তাহা রফা করা যাইতে পারে না। ইং লঃ রিঃ ১ বোম্বাই ১৪৭। পূর্ব্বাধিবেশন পত্নী স্বামীর বাহির করা ও অপরাধজনক [illegible] মোকদ্দমা রফা হইতে পারে না। ইং লঃ রিঃ ১ মান্দ্রাজ ১৯১। দণ্ডবিধির ৪৪৭ ধারার মোকদ্দমায় [illegible] ন্যায়ের দণ্ড হইতে [illegible] রফা হইতে পারে না। ইং লঃ রিঃ ৪ কলি ৩১৯। দণ্ডবিধির ৪০৬ ধারার মোকদ্দমা রফা করা যাইতে পারে না। ৬ বং লঃ রিঃ ৩৯২। রফা হইতে পারে না একপক্ষওয়ারেন্টের মোকদ্দমা রফা করা হেতু ডিস্‌মিস হইলে তাহা পুনর্ব্বার করা যাইতে পারে। ইং লঃ রিঃ ১ বোম্বাই ৬৪

অপরাধ	ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধির আইনের যে ধারা খাটিবে	যে ব্যক্তি অপরাধ সম্বন্ধে রফা করিতে পারিবেন
অপরাধভাবে চাকরির চুক্তিভঙ্গ করণ	৪৯০,৪৯১,৪৯২	যে ব্যক্তির সহিত অপরাধী চুক্তি করিয়াছে, সেই ব্যক্তি
পরস্ত্রী গমন ...	৪৯৭	স্ত্রীলোকের স্বামী
অপরাধভাবে অন্যের পত্নীকে ফুসলাইয়া লওয়া কিম্বা লইয়া যাওয়া কিম্বা আটক করিয়া রাখা	৪৯৮	
অপবাদ দান	৫০০	যে ব্যক্তির অপবাদ করা যায় সেই ব্যক্তি
যাহা অপবাদজনক জানা যায় এমত কোন বিষয় মুদ্রিত কি খোদিত করণ।	৫০১	
যাহাতে অপবাদজনক বিষয় থাকে এমত মুদ্রিত কি খোদিত বস্তু জানিয়া বিক্রয় করণ।	৫০২	
শান্তিভঙ্গের প্রবৃত্তি জন্মাইবার অভিপ্রায়ে জ্ঞানপূর্ব্বক অপমান করণ	৫০৪	যে ব্যক্তির অপমান করা যায়, সেই ব্যক্তি।
যে অপরাধে সাত বৎসর পর্য্যন্ত কারাদণ্ড হইতে পারে। তদ্ভিন্ন অপরাধভাবে ভয় দর্শান	৫০৬	যে ব্যক্তিকে ভয় দর্শান যায়, সেই ব্যক্তি

ভারতবর্ষীয় দণ্ড বিধির আইনের ৩২৪, ৩২৫, ৩৩৭, বা ৩৩৮ ধারামতে যথাক্রমে দণ্ডনীয় ইচ্ছাপূর্ব্বক পীড়া জন্মান, ইচ্ছাপূর্ব্বক গুরুতর পীড়া জন্মান, যাহাতে প্রাণ হানি হইবার আশঙ্কা হয় এরূপ কার্য্য দ্বারা পীড়া জন্মান কিম্বা যাহাতে প্রাণ হানি হইবার আশঙ্কা হয় এরূপ কার্য্য দ্বারা গুরুতর পীড়া জন্মান অপরাধের অভিযোগ যে আদালতে উপস্থিত থাকে, সেই আদালতের অনুমতি পাইলে, যে ব্যক্তির পীড়া জন্মান যায় সেই ব্যক্তি তাহার রফা করিতে পারিবেন।

এই ধারামতে কোন অপরাধের রফা হইতে পারিলে, উক্ত অপরাধের সহায়তাকরণ কিম্বা (যে স্থলে অপরাধ করিবার উদ্যোগ অপরাধ হয় সেই স্থলে) উক্ত অপরাধ করিবার উদ্যোগ করণ ঐরূপ রফাযোগ্য হইবে।

কোন ব্যক্তির এই ধারামতে রফা করিবার ক্ষমতাসম্বন্ধে অন্য কোন বাধা না থাকিলে, সেই ব্যক্তি যদি নাবালগ বা জড় বা উন্মাদগ্রস্ত হয়, যে ব্যক্তি তাহার পক্ষে চুক্তি করিতে পারেন তিনি ঐ অপরাধের রফা করিতে পারিবেন।

এই ধারামতে কোন অপরাধের দফা রুদ করা গেলে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে নির্দোষী করণের ন্যায় ফল হইবে।

এই ধারায় যে কোন অপরাধের উল্লেখ নাই, তাহার দফা রুদ হইতে পারিবে না।

মোকদ্দমা মফঃসলের মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতার বহির্ভূত হইলে তাঁহার যাহা কর্তব্য তাহার কথা

৩৪৬ ধারা। * রাজধানী নগরের বহির্ভূত কোন জিলায় মাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে তদন্তের কি বিচারের কার্য্যানুষ্ঠান হইয়াছে এমন সময়ে যদি প্রমাণদৃষ্টে তাঁহার বোধ হয় যে উপস্থিত অন্য কোন মাজিষ্ট্রেটের ঐ মোকদ্দমার বিচার করা কি তাহা বিচারার্থে সমর্পণ করা উচিত, তিনি সেই আনুষ্ঠানিক কার্য্য স্থগিত করিয়া আপনি যে মাজিষ্ট্রেটের অধীন থাকেন তাহার নিকটে কিম্বা জেলার মাজিষ্ট্রেট সাহেব উপযুক্ত ক্ষমতাপন্ন অন্য যে মাজিষ্ট্রেটের নিকট তাহা পাঠাইতে আজ্ঞা করেন তাঁহার নিকটে ঐ মোকদ্দমা প্রেরণ করিবেন, ও তৎসঙ্গে ঐ মোকদ্দমার ভাব ব্যাখ্যা করিয়া সংক্ষেপ রিপোর্ট দিবেন।

মোকদ্দমা যে মাজিষ্ট্রেটের নিকট পাঠান যায় তিনি ক্ষমতাপন্ন হইলে আপনি সেই মোকদ্দমার বিচার করিতে পারিবেন অথবা তাহা আপনার অধীন উপযুক্ত ক্ষমতাপন্ন কোন মাজিষ্ট্রেটের প্রতি অর্পণ করিতে কিম্বা বিচার হইবার নিমিত্ত অভিযুক্ত ব্যক্তিকে সমর্পণ করিতে পারিবেন।

মোকদ্দমা বিচারার্থে সমর্পণ করা উচিত তদন্ত বা বিচার কার্য্য আরম্ভ হওয়ার পরে মাজিষ্ট্রেট এমত জ্ঞান করিলে তাঁহার কর্তব্যের কথা

৩৪৭ ধারা। মাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে কোন তদন্ত কালে কিম্বা মাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে কোন মোকদ্দমার বিচারকালে নিষ্পত্তি স্বাক্ষর করিবার পূর্ব্বে সেসন আদালতে কি হাইকোর্টে সেই মোকদ্দমার বিচার হওয়া উচিত তাঁহার এমন জ্ঞান হইলে এবং তিনি বিচারার্থে সমর্পণ করিতে সমর্থ হইলে, তিনি

---

* যদি মোকদ্দমার কোন সময়ে কোন মাজিষ্ট্রেট এরূপ বিবেচনা করেন যে তাহার এলাকা মধ্যে অপরাধের কার্য্য ঘটন হয় নাই তাহা হইলে তিনি ঐ সম্পর্কে আনুষ্ঠানিক কার্য্য স্থগিত রাখিতে বাধ্য ২৪ উঃ রিঃ ৪। বিশ্বাসঘাতকতার কার্য্য কলিকাতা ও মফস্বল ঘটনা হইলে হাইকোর্ট তাহাতে কলিকাতার মাজিষ্ট্রেট কর্ত্তৃক প্রথম স্থলীয় তদন্ত করিবার আদেশ করিতে পারেন। ২২ উঃ রিঃ/।

আর সকল কর্ম্ম রহিত করিবেন এবং ইহার পূর্ব্বলিখিত বিধানমতে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে সমর্পণ করিবেন।

ঐ মাজিষ্ট্রেটের বিচারার্থে সমর্পণ করিবার ক্ষমতা না থাকিলে তিনি ৩৪৬ ধারামতে কার্য্য করিবেন।

পূর্ব্বে দণ্ডাজ্ঞা হইয়া আইনের সংক্রান্ত অধ্যায়ের অপরাধ নির্ণয় হইয়াছে তাহাদের বিচারের কথা

৩৪৮ ধারা। * ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধির আইনের ১২ অধ্যায় কি ১৭ অধ্যায়মতে যে অপরাধের নিমিত্ত তিন বৎসর কি তদধিক কাল কারাদণ্ড হইতে পারে কোন ব্যক্তির সেই অপরাধ নির্ণয় হইলে পর যদি তাহার নামে উক্ত অন্যতর অধ্যায়মতে তিন বৎসর কি তদধিক কারাদণ্ডে দণ্ডনীয় অন্য অপরাধের অভিযোগ হয় তবে মাজিষ্ট্রেট তাহাকে নিরস্ত অপরাধী জ্ঞান করিলে সামান্যতঃ তাহাকে সেশন আদালতে কি, স্থলবিশেষে, হাইকোর্টে সমর্পণ করা যাইবে; কিম্বা কোন জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেবের প্রতি ৩০ ধারামতে ক্ষমতা প্রদান করা গেলে সেই জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেবের সম্মুখে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে বিচারার্থে উপস্থিত করা যাইতে পারিবে।

---

* ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধি আইন প্রচার হওয়ার পূর্ব্বে কোন অপরাধ হেতু কোন ব্যক্তি দণ্ড প্রাপ্ত হইলে তাহা ঐ আইনের [illegible] অপরাধ করা হেতু দণ্ড প্রাপ্ত বলিয়া গণ্য হইবে না কোন অভিযুক্ত ব্যক্তি ঐ রূপ দণ্ড [illegible] তাহা [illegible] এই ধারা খাটিবে না ৪ উঃ রিঃ * অভিযুক্ত ব্যক্তি দণ্ডবিধি [illegible] পূর্ব্বে দণ্ড প্রাপ্ত না হইয়া থাকিলে এই ধারা খাটিবে না। ১০ বঃ লঃ রিঃ ৩২ দণ্ডবিধি আইনের ১ অধ্যায়ের লিখিত কোন ধারার [illegible] হেতু দণ্ড প্রাপ্ত হওয়ার পর কোন ব্যক্তি যদি পুনরায় ঐ ধারার কি ঐ অধ্যায়ের অন্তর্গত কোন অপরাধ করে তবে তৎপ্রতি এই ধারা খাটিবে ৫ উঃ রিঃ [illegible] কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে এই ধারা ব্যবহার করিতে হইলে ইহা দেখাইতে হইবে যে ঐ ব্যক্তি দণ্ডবিধির ১২ ও ১৭ অধ্যায়ের লিখিত কোন অপরাধ করা হেতু অধিক দণ্ড প্রাপ্ত হওয়ার যোগ্য এবং ঐ অধ্যায়ের লিখিত অপরাধ করা হেতু পূর্ব্বে দণ্ড প্রাপ্ত হইয়াছে উক্ত অধ্যায়দ্বয় অনুসারে দণ্ড প্রাপ্ত না হইয়া তদ্ভিন্ন কোন ঘটনায় লিপ্ত থাকা দেখা গেলে এই ধারা খাটিবে না ইং লঃ রিঃ ১ আল ১৩০

৩৪১ ধারা। * বিচার করিবার উপযুক্ত ক্ষমতাপন্ন দ্বিতীয় কি তৃতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের অভিযোগের সাক্ষ্য ■ অভিযুক্ত ব্যক্তির কথা শুনিয়া অভিযুক্ত ব্যক্তি অপরাধী কিন্তু আপনি যে প্রকারের কি যে পর্য্যন্ত দণ্ডের আজ্ঞা করিতে পারেন ঐ ব্যক্তির তদ্ভিন্ন প্রকারের কি তদপেক্ষা কঠিন দণ্ড হওয়া উচিত কিম্বা তাহার প্রতি ১০৬ ধারানুমতে নিবন্ধপত্র লিখিয়া দিবার আদেশ হওয়া উচিত এই মত হইলে তিনি সেই মত লিখিয়া রাখিতে ■ আপনার আনুষ্ঠানিক কার্য্যের কাগজপত্র সহিত ঐ অভিযুক্ত ব্যক্তিকে আপনি জিলার কি মহকুমার যে মাজিষ্ট্রেটের অধীন থাকেন তাহার নিকট পাঠাইতে পারিবেন।

মাজিষ্ট্রেট উচিতমত কঠিন দণ্ডের আজ্ঞা করিতে না পারিলে যাহা কর্ত্তব্য তাহার কথা

ঐ আনুষ্ঠানিক কার্য্যের কাগজপত্র যে মাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে অর্পণ করা যায় তিনি উচিত বোধ করিলে উভয় পক্ষের পরীক্ষা লইতে পারিবেন ও ঐ মোকদ্দমায় যে সাক্ষীরা সাক্ষ্য দিয়াছে তাহাদিগকে পুনরায় ডাকাইয়া তাহাদের পরীক্ষা লইতে পারিবেন এবং আর২ সাক্ষ্য তলব করিয়া লইতে পারিবেন ■ সেই মোকদ্দমার আইন অনুযায়ী যদ্রূপ নিষ্পত্তি কি দণ্ডের আজ্ঞা কি অন্য আজ্ঞা উপযুক্ত জ্ঞান করেন তদ্রূপ নিষ্পত্তি কি আজ্ঞা করিবেন। কিন্তু তিনি এই আইনের ৩২ ও ৩৩ ধারামতে যে দণ্ড দিতে পারেন তদপেক্ষা কঠিন দণ্ড দিবেন না।

■ কোন অভিযুক্ত ব্যক্তির প্রতি অতিরিক্ত দণ্ডাজ্ঞা করিবার জন্য অধীন মাজিষ্ট্রেট উপরিস্থ মাজিষ্ট্রেটের নিকট তাহাকে পাঠাইলে তিনি তাহাকে কেবল দণ্ড দিতে আজ্ঞা করিতে সক্ষম। ইঃ লঃ রিঃ ১ মান্দ্রাজ ২৪৯ এই ধারানুসারে যে মাজিষ্ট্রেটের নিকট মোকদ্দমা পাঠান যায় তিনি তৎসমুদায় পর্য্যালোচনা করিয়া এবং আবশ্যক বিবেচনা করিলে প্রমাণ গ্রহণ করিয়া ঐ ব্যক্তিকে নির্দ্দোষী সাব্যস্ত করিতে পারেন ও তৎপ্রতি দণ্ডাজ্ঞা করিতে পারেন অথবা তাহাকে বিচারার্থে সেশন আদালতে অর্পণ করিতে পারেন। ইঃ লঃ রিঃ ৪ বোম্বাই ২৪০ পূর্ণাধিবেশন কোন মফঃস্বল বিভাগে কোন অধীন মাজিষ্ট্রেট কোন মোকদ্দমা এই ধারানুসারে ঐ মফঃস্বল বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মাজিষ্ট্রেটের নিকট পাঠাইবেন। যে মাজিষ্ট্রেটের অধীন থাকেন ইহা দ্বারা যে মাজিষ্ট্রেট তাঁহার হুকুমের বিরুদ্ধে আপীল শুনিতে সক্ষম তাঁহাকেই যে বুঝিতে হয় ... রিঃ ১ এই ধারানুসারে কোন মোকদ্দমা উপরিস্থ মাজিষ্ট্রেটের নিকট অর্পণ হইলে অভিযুক্ত ব্যক্তি তাহাতে উপস্থিত হইয়া প্রতিবাদ করিতে সক্ষম। ■ উঃ রিঃ ৵

৩৫০ ধারা। কোন মাজিষ্ট্রেট কোন তদন্তে কি বিচারকার্য্যে সাক্ষ্যের সমুদয় কি এক অংশ শুনিয়া লিপিবদ্ধ করিলে পর সেই মোকদ্দমায় তাঁহার বিচারাধিপত্য রহিত হইলে ও তৎপশ্চাৎ বিচারাধিপত্যবিশিষ্ট অন্য মাজিষ্ট্রেট সেই বিচারাধিপত্যক্রমে কর্ম্ম করিলে, শেষোক্ত মাজিষ্ট্রেট আপন পূর্ব্বপদধারীর কিম্বা অংশতঃ আপন পূর্ব্বপদধারীর ও অংশতঃ আপনার লিপিবদ্ধ সাক্ষ্যমতে মোকদ্দমার নিষ্পত্তি করিতে পারিবেন; অথবা সাক্ষীদিগকে পুনশ্চ সমন করিয়া গোড়া অবধি তদন্ত কি বিচারকার্য্য আরম্ভ করিতে পারিবেন।

সাক্ষ্যের এক অংশ এক মাজিষ্ট্রেটের ও অন্য অংশ অন্য মাজিষ্ট্রেটের দ্বারা লিপিবদ্ধ হইলে সেই সাক্ষ্যমতে অপরাধ নির্ণয় বা বিচারার্থে সমর্পণ হইবার কথা

কিন্তু (ক) দ্বিতীয় মাজিষ্ট্রেট মোকদ্দমার কার্য্যানুষ্ঠান করিতে আরম্ভ করিলেই সাক্ষীদিগকে বা কোন সাক্ষীকে পুনরায় সমন করাইয়া তাহাদের বা তাহার কথা শুনা যায় অভিযুক্ত ব্যক্তি যে কোন বিচারকালে ইহার দাওয়া করিতে পারিবেন।

(খ) যে মাজিষ্ট্রেটের সাক্ষাতে অপরাধ নির্ণয় হইল তিনি নিজে যে সাক্ষ্য সম্পূর্ণরূপে লিপিবদ্ধ করেন নাই তৎকারণে ঐ অপরাধ নির্ণয় হইয়া অভিযুক্ত ব্যক্তির পক্ষে গুরুতর হানি হইয়াছে, হাইকোর্টের কিম্বা জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেবের অধীন মাজিষ্ট্রেটের দ্বারা মোকদ্দমার বিচার হইলে জিলার মাজি-

*যে মাজিষ্ট্রেট কর্ত্তৃক প্রমাণ গৃহীত হয় তিনি তৎসম্বন্ধে কোন মত কি রায় প্রকাশ করেন না। তৎপর ঐ প্রমাণ [illegible] নির্ভর করে অন্য মাজিষ্ট্রেট ঐ মোকদ্দমায় অভিযুক্ত ব্যক্তির প্রতি দণ্ডাজ্ঞা প্রদান করেন। এমত অবস্থায় হাইকোর্ট বিবেচনা করেন যে ঐ রূপ দণ্ডাজ্ঞা করা অন্যায়। ৮ উঃ রিঃ ৭৯। ১৪ উঃ রিঃ ১১। এই ধারানুসারে যে মাজিষ্ট্রেটের নিকট মোকদ্দমা অর্পণ হয় তিনি ঐ মোকদ্দমা অগ্রবর্ত্তী মাজিষ্ট্রেটের নিকট ফেরত পাঠাইতে পারেন না। [illegible] তাঁহার নিকট ফেরত পাঠান হয় তবে ঐ অগ্রবর্ত্তী মাজিষ্ট্রেট [illegible] প্রদান করিবেন তাহা আইন বিরুদ্ধ হইবে। ৮ উঃ রিঃ ২৭৬। এক [illegible] জবানবন্দি গ্রহণ করেন এবং ৩৫০ ধারা অনুসারে অন্য অভিযুক্ত [illegible] ঐ গৃহীত জবানবন্দির মূলে দণ্ডাজ্ঞা প্রদান করেন। এমত অবস্থায় হাইকোর্ট এই মীমাংসা করেন যে এই ধারা সেই রূপ অবস্থার সম্বন্ধে খাটে না অতএব ঐ রূপে রায় প্রদান করা অবৈধ। ২৩ উঃ রিঃ ১৯

ষ্ট্রেট সাহেবের এরূপ মত হইলে, উক্ত কোর্ট কিম্বা জিলার মাজিষ্ট্রেট আপীল হইলে বা না হইলেও অপরাধ নির্ণয় করণ সূচক সেই নিষ্পত্তি অন্যথা করিয়া নূতন তদন্ত কি বিচার হইবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

যেং স্থলে ৩৪৬ ধারামতে আনুষ্ঠানিক কার্য্য স্থগিত রাখা গিয়াছে সেইং স্থলের প্রতি এই ধারার কোন কথা বর্ত্তিবে না।

অপরাধীরা আদালতে আসিলে তাহাদিগকে আটক করিয়া রাখিবার কথা

৩৭১ ধারা। * কোন ব্যক্তি ধৃত না হইয়া কি সমন না পাইয়া ফৌজদারী আদালতে উপস্থিত হইলে এবং ঐ আদালত যে অপরাধ গ্রাহ্য করিতে পারেন প্রমাণ ক্রমে সে তদ্রূপ কোন অপরাধ করিয়াছে দৃষ্ট হইলে, আদালত তাহাকে পরীক্ষা করিয়া দেখিবার নিমিত্ত আটক করিয়া রাখিতে পারিবেন এবং ধৃত কিম্বা সমন হওয়ার ন্যায় তাহার বিপক্ষে কার্য্য হইতে পারিবে

১৮ অধ্যায়মতে তদন্ত লইবার সময়ে কিম্বা বিচার আরম্ভ হইলে পর যদি সেই ব্যক্তিকে আটক করিয়া রাখা যায় তবে সেই ব্যক্তিসম্পর্কীয় আনুষ্ঠানিক কার্য্য নূতন আরম্ভ হইবে ও সাক্ষীদের কথা পুনশ্চ শুনা যাইবে

আদালত মুক্তদ্বার হওয়ার কথা।

৩৭২ ধারা। কোন অপরাধের তদন্ত কি বিচার হইবার নিমিত্ত কোন ফৌজদারী আদালতের যে স্থানে অধিবেশন হয় সেই স্থানই মুক্তদ্বার বিচারালয় জ্ঞান হইবে তথায় সর্ব্বসাধারণ যত লোক সুবিধামতে ধরিতে পারে, তাহাদের যাইবার বাধা নাই।

কিন্তু কর্ত্তৃপক্ষ জজ বা মাজিষ্ট্রেট সাহেব যে সময়ে কোন বিশেষ মোকদ্দমার তদন্ত কি বিচার করেন, সেই সময়ে উপযুক্ত বোধ করিলে এই আজ্ঞা করিতে পারিবেন যে সর্ব্বসাধারণ লোক কি কোন ব্যক্তি আদালতের ব্যবহৃত ঐ ঘরের কি অট্টালিকার মধ্যে আসিতে কি থাকিতে না পায়

---

* আদালতে দর্শক বা সাক্ষিভাবে উপস্থিত থাকা কোন ব্যক্তিকে পূর্ব্বাহ্নে নোটিস না দিয়া তাহাকে তৎক্ষণাৎ আসামীর শ্রেণীভুক্ত করিয়া অন্য আসামীর সহিত তাহার বিচার করিতে কোন আদালত সক্ষম নহেন ১৭ উঃ রিঃ ৭০

২৫ পঞ্চবিংশ অধ্যায়

তদন্তে ও বিচারকার্য্যে যে প্রকারে সাক্ষ্য লইতে ও লিপিবদ্ধ করিতে হইবে, তদ্বিষয়ক বিধি

৩৫৩ ধারা * প্রকারান্তরের স্পষ্ট বিধান না থাকিলে ১৮ ও ২০ ও ২১ ও ২২ ও ২৩ অধ্যায় মতে যে সাক্ষ্য লওয়া যায়, অভিযুক্ত ব্যক্তির সম্মুখে কিম্বা সে স্বয়ং অনুপস্থিত থাকিবার অনুমতি পাইয়া উকীলের দ্বারা উপস্থিত হইলে সেই উকীলের সম্মুখে সেই সাক্ষ্য লওয়া যাইবে।

অভিযুক্ত ব্যক্তির সাক্ষাতে সাক্ষ্য লইবার কথা

৩৫৪ ধারা প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট ভিন্ন মাজিষ্ট্রেটের কিম্বা সেশন জজ সাহেবের কৃত কি সম্মুখস্থ সরাসরি মোকদ্দমার বিচার ভিন্ন এই আইনমত সকল তদন্ত ও বিচারকার্য্যে নিম্নলিখিত প্রকারে সাক্ষীদের সাক্ষ্য লিপিবদ্ধ করা যাইবে।

রাজধানী নগরের বাহিরে সাক্ষ্য লিখিবার নিয়মের কথা

৩৫৫ ধারা প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট ভিন্ন কোন মাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে উপস্থিত যে মোকদ্দমায় সামান্যতঃ সমন বাহির হইয়া থাকে এবং ২৬০ ধারার (খ) অবধি (ট) পর্য্যন্ত প্রকরণের লিখিত অপরাধের মোকদ্দমায় প্রথম কি দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের দ্বারা বিচার হইলে সেই মোকদ্দমায় একং২ জন সাক্ষীর পরীক্ষা লওন কালে যেমন চলিতেছে মাজিষ্ট্রেট তাহার সাক্ষ্যের মর্ম্ম তেমনি সংক্ষেপে লিখিয়া রাখিবেন।

সমনের মোকদ্দমায় এবং প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের দ্বারা কোনং অপরাধের বিচারকালে [illegible] কথা

মাজিষ্ট্রেট আপন হাতে ঐ মর্ম্মাত্মকলিপি লিখিয়া স্বাক্ষর করিবেন। তাহা মোকদ্দমার কাগজপত্রের একাংশ হইবে।

উক্ত আদেশমতে মাজিষ্ট্রেটের মর্ম্মাত্মকলিপি করিবার বাধা থাকিলে তিনি যে কারণে তাহা লিখিতে পারিলেন না তাহা লিপিবদ্ধ করিবেন, এবং

---

* কোন ব্যক্তির জবানবন্দি আইনানুসারে গ্রহণ না করিয়া নিজ বিচারের ভার কোন উক্তির উল্লেখ করা অন্যায়। ৮ ইং রি. ১১। সমনের মোকদ্দমায় বাদীর পরীক্ষা ও সাক্ষীর জবানবন্দি ও অভিযুক্ত ব্যক্তির [illegible] লিপিবদ্ধ [illegible] ৩ [illegible] রি।

মুফস্বল আদালতে অপরাপর কথনমতে অসাধারণ ঐ মর্ম্মাঙ্কলিপি লেখাইয়া তাহাতে স্বাক্ষর করিবেন ঐ মর্ম্মাঙ্কলিপি কাগজপত্রের একাংশ হইবে

সাক্ষিদিগের সাক্ষ্য অন্য সকল মোকদ্দমায় লিখিবার কথা।

৩৫৬ ধারা * সেশন আদালতের সম্মুখে ও প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট ভিন্ন মাজিষ্ট্রেটদের সম্মুখে অন্য সকল বিচারকার্য্যে এবং ১২ ও ১৮ অধ্যায়মত সমুদয় তদন্তে আদালতের ভাষায় প্রত্যেক জন সাক্ষীর সাক্ষ্য মাজিষ্ট্রেটের কিম্বা সেশন জজের দ্বারা কি তাঁহার দৃষ্টি ও অধিকারগোচরে ও তাঁহার নিজ আদেশমতে ও তত্ত্বাবধানে লিখিয়া লওয়া হইবে, ও মাজিষ্ট্রেট কি সেশন জজ তাহাতে স্বাক্ষর করিবেন

ইংরাজী ভাষায় সাক্ষ্য দিবার কথা

সাক্ষী ইংরাজী ভাষায় সাক্ষ্য দিলে মাজিষ্ট্রেট কি সেশন জজ সাহেব ঐ ভাষায় স্বহস্তে সেই সাক্ষ্য লিখিতে পারিবেন ও অভিযুক্ত ব্যক্তি ইংরাজী ভাষা ভাল না জানিলে কিম্বা আদালতের ভাষা ইংরাজী না হইলে আদালতের ভাষায় ঐ সাক্ষ্য অনুবাদিত ও যথার্থ অনুবাদ বলিয়া স্বাক্ষরিত হইয়া ঐ অনুবাদ মোকদ্দমার কাগজপত্রের একাংশ হইবে

মাজিষ্ট্রেট কি জজের স্বহস্তে সাক্ষ্য লিখিত না হইলে মর্ম্মাঙ্কলিপির কথা

যে মোকদ্দমায় মাজিষ্ট্রেট কিম্বা সেশন জজ সাহেব স্বহস্তে সাক্ষ্য লিখিয়া না লন সেই মোকদ্দমায় প্রত্যেক জন সাক্ষীর সাক্ষ্য যে সময়ে লওয়া যাইতেছে সেই সময়ে ঐ সাক্ষী যাহা কহে তিনি তাহার মর্ম্ম লিখিয়া লইবেন মাজিষ্ট্রেট কি সেশন জজ সাহেব স্বহস্তে সেই মর্ম্মাঙ্কপত্র লিখিয়া তাহাতে স্বাক্ষর করিবেন, ও তাহা মোকদ্দমার কাগজপত্রের একাংশ হইবে।

---

*জজ এক সাক্ষীর জবানবন্দি লিখিয়া অপরাপর সাক্ষী ঐ সম্বন্ধে জবানবন্দি দিয়াছে এরূপ লিখিতে পারেন না। [illegible] সং উঃ রিঃ ১৮ [illegible] মাজিষ্ট্রেট [illegible] অর্থাৎ ইংরেজী ভাষায় লিপিবদ্ধ করেন এবং তাহা অনুবাদ করিয়া তাহাকে পাঠ করিয়া শুনান না। এরূপ স্থলে ঐ সাক্ষীর বিরুদ্ধে মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়ার অভিযোগে মাজিষ্ট্রেটের ঐ লিপি প্রমাণস্বরূপ গ্রাহ্য নহে ২৩ উইঃ রিঃ ৮

পূর্ব্বোক্ত আজ্ঞাক্রমে ঐ সাক্ষ্য লিখিতে মাজিষ্ট্রেটের কিম্বা সেশন জজ সাহেবের বাধা থাকিলে তিনি যে কারণে তাহা করিলেন না তাহা লিপিবদ্ধ করিবেন

সাক্ষ্য যে ভাষায় লিপিবদ্ধ করা যাইবে তাহার কথা

৩৫৭ ধারা। কোন জিলায় কি জিলার কোন খণ্ডে কিম্বা কোন সেশন আদালতের কি কোন মাজিষ্ট্রেটের কিম্বা কোন শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে মোকদ্দমার অনুষ্ঠান হইলে ৩৫৬ ধারার উল্লিখিত স্থলে ঐ সেশন জজ কি মাজিষ্ট্রেট স্বদেশীয় ভাষায় স্বহস্তে প্রত্যেক সাক্ষীর সাক্ষ্য লিখিয়া লইবেন স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট এমত আজ্ঞা করিতে পারিবেন কিন্তু সেই সেশন জজ কি মাজিষ্ট্রেট উপযুক্ত কোন কারণে কোন সাক্ষীর সাক্ষ্য লিখিতে না পারিলে তাঁহার অপারগতার কারণ লিখিয়া মুক্তদ্বার আদালতে আপনার কথনমতে ঐ সাক্ষ্য লেখাইবেন।

তদ্রূপে যে সাক্ষ্য লিখিয়া লওয়া যায় সেশন জজ কিম্বা মাজিষ্ট্রেট তাহাতে স্বাক্ষর করিবেন, ও তাহা মোকদ্দমার কাগজপত্রের এক অংশ হইবে

কিন্তু ইংরাজী ভাষা কিম্বা আদালতের ভাষা সেশন জজের কি মাজিষ্ট্রেটের স্বদেশীয় ভাষা না হইলেও স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে ইংরাজী ভাষায় কিম্বা আদালতের ভাষায় সাক্ষ্য লিখিয়া লইবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

৩৫৫ ধারার উল্লিখিত স্থলে মাজিষ্ট্রেটের স্বেচ্ছার কথা।

৩৫৮ ধারা মাজিষ্ট্রেটদের সম্মুখে ৩৫৫ ধারার উল্লিখিত প্রকারের মোকদ্দমার বিচার হইলে মাজিষ্ট্রেট উচিত জ্ঞান করিলে ৩৫৬ ধারার বিধানমতে কোন সাক্ষীর সাক্ষ্য লিখিয়া লইতে পারিবেন; কিম্বা স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট যদি ঐ মাজিষ্ট্রেটের বিচারাধীন স্থানে ৩৫৭ ধারার উল্লিখিত আজ্ঞা করিয়া থাকেন তবে উক্ত ধারার বিধানমতে সাক্ষীর সাক্ষ্য লিখিয়া লইতে পারিবেন

৩৫৬ কি ৩৫৭ ধারামতে সাক্ষ্য যেরূপে লিখিতে হইবে তাহার কথা

৩৫৯ ধারা * ৩৫৬ কি ৩৫৭ ধারামতে যে সাক্ষ্য লওয়া যায় তাহা সামান্যতঃ প্রশ্নোত্তর ভাবে লেখা যাইবে না কিন্তু বৃত্তান্তভাবে লেখা যাইবে

* সাক্ষীর জবানবন্দি উত্তম পুরুষ উল্লেখ করিয়া লিখিতে হইবে ১০ উঃ রিঃ ৩৮।

মাজিষ্ট্রেট কিম্বা সেশন জজ সাহেব আপন বিবেচনামতে বিশেষ কোন প্রশ্ন ও উত্তর লিখিতে কি লেখাইতে পারিবেন

সাক্ষ্য লওয়া সমাপ্ত হইলে সাক্ষ্য পড়া [illegible] তাহার কথা

৩৬০ ধারা। * ৩৫৬ ও ৩৫৭ ধারামতে কোন ব্যক্তির সাক্ষ্য লওয়া সমাপ্ত হইলে পর অভিযুক্ত ব্যক্তি উপস্থিত থাকিলে তাহার সাক্ষাতে কিম্বা সে উকীলের দ্বারা উপস্থিত হইলে ঐ উকীলের সাক্ষাতে ঐ সাক্ষ্য সাক্ষীর নিকটে পাঠ করা যাইবে ও আবশ্যক হইলে সংশোধন করা যাইবে

সাক্ষীর নিকট পাঠ করিবার সময়ে যদি সে সাক্ষ্যের কোন অংশ অশুদ্ধ কহে, তবে মাজিষ্ট্রেট কি সেশন জজ ঐ সাক্ষ্য সংশোধন না করিয়া, তদ্বিষয়ে সাক্ষী যে আপত্তি করে তাহার মর্ম্ম লিখিতে পারিবেন, ও তাহাতে আপনার যে মন্তব্য কথা লেখা আবশ্যক বোধ করেন লিখিবেন।

সাক্ষ্য যে ভাষায় দেওয়া গেল তদ্ভিন্ন অন্য ভাষায় লেখা গেলে ও যে ভাষায় লেখা গেল সাক্ষী তাহা বুঝিতে না পারিলে যে সাক্ষ্য লেখা গিয়াছে তাহা যে ভাষায় দেওয়া যায় সেই ভাষায় কিম্বা সাক্ষী অন্য যে ভাষা বুঝিতে পারেন এমত ভাষায় তাঁহাকে বুঝাইয়া দিতে হইবে

সাক্ষ্য অনুবাদ করিয়া অভিযুক্ত ব্যক্তি কিম্বা তাহার উকীলের নিকটে ব্যক্ত হইবার কথা

৩৬১ ধারা। † অভিযুক্ত ব্যক্তি স্বয়ং উপস্থিত হইলে ও সাক্ষ্য যে ভাষায় দেওয়া গেল তাহা বুঝিতে না পারিলে সে যে ভাষা বুঝে সেই ভাষায় অনুবাদ করিয়া তাহা মুক্তদ্বার আদালতে তাহার নিকটে ব্যক্ত করা যাইবে।

---

* সাক্ষী যে ভাষায় জবানবন্দি প্রদান করে তাহা মাজিষ্ট্রেট অন্য ভাষায় লিপিবদ্ধ করিলে তাহা সাক্ষীর ভাষায় তাহাকে পড়িয়া শুনাইতে হইবেক এবং এরূপ না করিলে অভিযুক্ত ব্যক্তির অনিষ্ট হইয়াছে গণ্য হইবে ৮ উঃ রিঃ ১১ অভিযুক্ত ব্যক্তির সাক্ষাতে সাক্ষীর জবানবন্দি গ্রহণ না হইলে তদনুসারে তাহার প্রতি দণ্ডাজ্ঞা হইতে পারে না ২ উঃ রিঃ ৪১ ১২ উঃ রিঃ ৩ সাক্ষী পূর্ব্বে কোন স্থানে কোন হলপান উক্তি করিলে তাহা অন্য মোকদ্দমায় অভিযুক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে প্রমাণস্বরূপ গ্রাহ্য হইবে না [illegible] উঃ রিঃ ৮

† সাক্ষীর জবানবন্দি বুঝাইয়া দেওয়ার কারণ অনুবাদকারীর আবশ্যক হইলে তাহাকে হলপ দেওয়া অপ্রয়োজন ১৬ উঃ রিঃ ৭১ সাক্ষী হিন্দুস্থানী ভাষায় জবানবন্দি প্রদান করে এবং মাজিষ্ট্রেট তাহা ইংরেজী ভাষায় লিপিবদ্ধ করিয়া তন্নিম্নে এই সার্টিফিকেট প্রদান করেন যে ঐ জবানবন্দি সাক্ষীকে পাঠ করিয়া শুনাইলে সে সত্য বলিয়া স্বীকার করিল

অভিযুক্ত ব্যক্তি উকীলের দ্বারা উপস্থিত হইলে আদালতের ভাষা ভিন্ন অন্য ভাষায় সাক্ষ্য দেওয়া গেলে ও উকীল ঐ ভাষা না বুঝিলে, ঐ সাক্ষ্য আদালতের ভাষায় অনুবাদ করিয়া উকীলের নিকটে ব্যক্ত করা যাইবে।

রীতিমত প্রমাণস্বরূপ দলীল উপস্থিত করা গেলে আদালত সেই দলীলের যে অংশের অর্থ করিয়া দেওয়া আবশ্যক জ্ঞান করেন সেই অংশের অর্থ করিয়া দিবেন।

প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেটের আদালতে সাক্ষ্য লিপিবদ্ধ করণের কথা।

৩৬২ ধারা। যে প্রত্যেক মোকদ্দমায় কোন প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট দুই শত টাকার অধিক অর্থদণ্ডের কিম্বা ছয় মাসের অধিক কারাদণ্ডের আজ্ঞা করেন, তিনি সাক্ষীদের সাক্ষ্য স্বহস্তে লিখিয়া লইবেন, কিম্বা যুক্তধার আদালতে আপন কথনমতে লেখাইয়া লইবেন। তদ্রূপে যে সকল সাক্ষ্য লিখিয়া লওয়া যায় তাহাতে মাজিষ্ট্রেট স্বাক্ষর করিবেন ও তাহা কাগজপত্রের একাংশ হইবে।

তদ্রূপে যে সাক্ষ্য লিখিয়া লওয়া যায় তাহা সচরাচর বৃত্তান্তের মত লেখা যাইবে, কিন্তু মাজিষ্ট্রেট স্বীয় বিবেচনামতে কোন বিশেষ প্রশ্ন কি উত্তর লিখিয়া বা লেখাইয়া লইতে পারিবেন

৩৫ ধারামতে একই কালে যে২ দণ্ডের আজ্ঞা হয় তৎসমুদয় এই ধারার কার্য্যপক্ষে একই দণ্ড বলিয়া বিবেচিত হইবে।

সাক্ষীর আচরণ বিষয়ে মন্তব্য কথা।

৩৬৩ ধারা। যে স্থলে সেশন জজ কিম্বা মাজিষ্ট্রেট সাক্ষীর সাক্ষ্য লিপিবদ্ধ করেন সাক্ষ্য দেওন সময়ে সাক্ষী যদ্রূপ আচরণ করে তদ্বিষয়ে তিনি যে কথা লেখা প্রয়োজনীয় জ্ঞান করেন, তাহাও লিপিবদ্ধ করিবেন।

ঐ অবানবন্দিহেতু মিথ্যা সাক্ষ্য দেওনের মোকদ্দমায় ঐ জবানবন্দি প্রমাণস্বরূপ গ্রাহ্য। ২২ উঃ রিঃ ২ সেশনের মোকদ্দমায় অভিযুক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে আপোষনামা। যে দলীল দাখিল হয় তাহা নথির প্রকাশ্য স্থানে রাখিতে হইবে ৮ উ. রি. ১০; ৫৭ দেওয়ানী আদালতে কোন দলীলমূলে নালিশ হয় এবং ঐ আদালতকর্তৃক ওহ জাল সাব্যস্ত হইয়া জালিয়াতের মোকদ্দমা উপস্থিত হয় এমতাবস্থায় ঐ দলীল সম্বন্ধে দেওয়ানী আদালতের নিষ্পত্তিপত্র জালিয়াতের মোকদ্দমায় প্রমাণস্বরূপ গ্রাহ্য হইবে না ইঃ লঃ রিঃ ৮ কলি ২৫৭

অভিযুক্ত ব্যক্তির সাক্ষ্য লিখিবার নিয়মের কথা।

৩৬৪ ধারা।* কোন মাজিষ্ট্রেট কর্ত্তৃক কিম্বা রাজকীয় সনন্দবলে সংস্থাপিত হাইকোর্ট ভিন্ন পঞ্জাবের চীফ কোর্ট ভিন্ন কোন আদালত কর্ত্তৃক অভিযুক্ত ব্যক্তির পরীক্ষা লওয়া গেলে, তাহার নিকট যেং প্রশ্ন হয় সে যে উত্তর দেয় তাহা যে ভাষায় তাহার পরীক্ষা হয় সেই ভাষায় কিম্বা উহা অসাধ্য হইলে আদালতের ভাষায় বা ইংরাজী ভাষায়

---

* অভিযুক্ত ব্যক্তি যে ভাষায় বলে এবং যে শব্দ ব্যবহার করে তাহা যত দূর সম্ভবপর হইতে পারে তাহার ভাষায় ও শব্দে মাজিষ্ট্রেট লিখিবেন। ২৪ উঃ রিঃ ৫৪। অভিযুক্ত ব্যক্তি পরীক্ষক মাজিষ্ট্রেট স্বহস্তে লিখিতে না পারিলে তাঁহার সমক্ষে ও প্রতিলোচনে ও তাঁহার তত্ত্বাবধানে লইতে পারেন। ২০ উঃ রিঃ ৫০। অভিযুক্ত ব্যক্তির বাক্যের প্রতি নির্ভর করিয়া তাহার বিরুদ্ধে অপরাধ সাব্যস্ত করিতে হইলে ইহা দেখা আবশ্যক যে সে ঐ উক্তি নিঃসন্দেহপূর্ব্বক করিয়াছে ও তাহা তাহাকে দেখান ও তাহার নিকট পাঠ করিয়া শুনান হইয়াছিল ও তাহাতে মাজিষ্ট্রেট লিখিত সার্টিফিকেট প্রদান করিয়া স্বাক্ষর করিয়াছেন। ৭ উঃ রিঃ ৪৯। মাজিষ্ট্রেট স্বহস্তে ঐ সার্টিফিকেট না লিখিয়া তাহাতে দস্তখত করিলেই হইবে। ৮ উঃ রিঃ ৫৫। অভিযুক্ত ব্যক্তির নিকট যে প্রশ্ন হয় ও সে যে উত্তর দেয় এবং তাহার উত্তর লিখিত হওয়ার পর তাহার ব্যাখ্যা করিতে কি অন্য কথা সংযোগ করিতে পারিত এ সকল বিবরণ সার্টিফিকেটে না লিখিয়া এই ধারার আদেশানুসারে সার্টিফিকেট প্রদান করিলেই যথেষ্ট হইবে। ১৭ উঃ রিঃ ৬৮। অভিযুক্ত ব্যক্তি যে কথা বলে সেই লিখিত কথার নিম্নে এই ধারানুসারে মাজিষ্ট্রেট কর্ত্তৃক সার্টিফিকেট প্রদত্ত না হইলে তাহা তাহার বিরুদ্ধে প্রমাণ স্বরূপ ব্যবহৃত হইবে না। ১৩ উঃ রিঃ ৫৪। ১৫ উঃ রিঃ ৬৩; ৮৩। ২৪ উঃ রিঃ ২৯; ৪২। অভিযুক্ত ব্যক্তি যে কথা বলে সেই লিখিত কথার নিম্নে যদি মাজিষ্ট্রেটের সার্টিফিকেট না থাকিয়া কেবল তাহার দস্তখত থাকে তবে ঐ ব্যক্তি যে ঐ কথা বলিয়াছে ও ঐ লিখিত কথায় তৎসমুদায়ের পূর্ণ ও শুদ্ধ মর্ম্ম আছে তাহা সেশন আদালতে ঐ মাজিষ্ট্রেটের দ্বারা প্রমাণ করিতে হইবে। ১৪ উঃ রিঃ ১০। ১৫ উঃ রিঃ ৬৮। প্রথম স্থানীয় তদন্ত ভিন্ন অন্য স্থানে অভিযুক্ত ব্যক্তির পরীক্ষা এই ধারার নিয়মানুসারে গৃহীত না হইলে তাহা প্রমাণস্বরূপ ব্যবহার হইতে না এবং ঐ সম্বন্ধে মাজিষ্ট্রেটের জবানবন্দি গ্রহণ করা অবৈধ হইবে। ২৪ উঃ রিঃ ৪২। যে আদালত বিচার করেন তাহার সমক্ষে বিচারের সময় অভিযুক্ত ব্যক্তি কোন স্বীকারবাক্য করিলে তাহা তৎক্ষণিক করা আবশ্যক। ইং লঃ রিঃ ৩ বলি ১৫৬। কোন এক মোকদ্দমায় অভিযুক্ত ব্যক্তির স্বীকার বাক্য থাকিলে তাহা তাহার বিরুদ্ধে অন্য মোকদ্দমায় প্রমাণ স্বরূপ ব্যবহার হইবে না। ১০ উঃ রিঃ ৫৩।

বিস্তারিতরূপে লিখিয়া লইতে হইবে, সেই লিখিত কথা তাহাকে দেখান যাইবে কিম্বা তাহার নিকটে পাঠ করা যাইবে ও কিম্বা উহা যে ভাষায় লেখা হয় সে তাহা না বুঝিলে সে যে ভাষা বুঝে সেই ভাষায় তাহাকে উহা বুঝাইয়া দিতে হইবে, সে আপনার কোন উত্তরের ব্যাখ্যা করিতে বা তাহাতে অন্য কথা সংযোগ করিতে পারিবে

সমস্ত অভিযুক্ত ব্যক্তির বিচার একত্র না হইলে একের স্বীকার বাক্য অন্যের বিরুদ্ধে প্রমাণস্বরূপ ব্যবহার হইবে না ২১ উঃ রিঃ ৬৫ কোন হাঙ্গামা মোকদ্দমায় একাধিক অভিযুক্ত ব্যক্তির একত্র বিচার হয় তাহাদের মধ্যে কেহ২ অপরাপর অভিযুক্ত ব্যক্তির সহিত মিলিত হইয়া হাঙ্গামায় লিপ্ত থাকে সেরূপ জজের নিকট স্বীকার করে কিন্তু সেরূপ জজ একজন আসামীকে অন্যকে পরীক্ষা করেন অর্থাৎ এক জনের পরীক্ষা করিবার সময় অন্য সকলকে আদালতের বাহিরে রাখেন এমতাবস্থায় হাইকোর্ট এই মীমাংসা করেন যে কোন ব্যক্তির অসাক্ষাতে তাহার বিরুদ্ধে কোন কথা কেহ বলিলে তাহা তাহার বিরুদ্ধে প্রমাণ স্বরূপ গ্রাহ্য হইতে পারে না ৮ কঃ লঃ রিঃ ৩৫২। একাধিক অভিযুক্ত ব্যক্তির একত্র বিচার হইলে তন্মধ্যে একজন আপন স্বীকার বাক্য তাহার নিজকে ও অপরকে সমভাবে দোষী করিলে তাহা সকলের বিরুদ্ধে প্রমাণ গণ্য হইবে ২৪ উঃ রিঃ ৪৩ ১৯ উঃ রিঃ ৬৭, ১ ইঃ লঃ রিঃ ২ আলা ৬৪; ৬৪৮ ইঃ লঃ রিঃ ৬ কলি ২৯ যদি অভিযুক্ত ব্যক্তি আপন স্বীকার বাক্যদ্বারা আপনাকে ও অপর অভিযুক্ত ব্যক্তিকে সমভাবে দোষী না করে তবে তাহা ঐ অপর অভিযুক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে প্রমাণস্বরূপ গণ্য হইবে না ২৫ উঃ রিঃ ৮ একাধিক অভিযুক্ত ব্যক্তির একত্র বিচার হইলে কোন পোষক প্রমাণ ব্যতীত একের স্বীকার বাক্যের উপর নির্ভর করে অপর অভিযুক্ত ব্যক্তির প্রতি দণ্ডাজ্ঞা হইতে পারে না ইঃ লঃ রিঃ ১ আলা ৬৬৪; ৬৭০ ইঃ লঃ রিঃ ৪ কলি ৪৮৩ পুনর্বিবেচনায় একাধিক অভিযুক্ত ব্যক্তির বিচার একত্র হইলে পোষক প্রমাণ ব্যতীত একের স্বীকার বাক্য অপরের বিরুদ্ধে প্রমাণ স্বরূপ গণ্য হইবে না ১৮ উঃ রিঃ ৫১ উঃ রিঃ ২৭ এক ব্যক্তি মূল অপরাধী ও অপর ব্যক্তি তাহার সাহায্যকারী গণ্যে উভয়ের একত্র বিচার হইলে একের স্বীকার বাক্য অপরের বিরুদ্ধে প্রমাণ স্বরূপ ব্যবহৃত হইবে না। ১৯ উঃ রিঃ ৫১ পোলিসের অবৈধতাহেতু যদি কোন অভিযুক্ত ব্যক্তির স্বীকার বাক্য অপর অভিযুক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে ব্যবহার হইতে না পারে তবে উহা তাহার নিজের বিরুদ্ধেও ব্যবহার হইতে পারিবে না ইঃ লঃ রিঃ ৩ বোম্বাই ১২।

ক ও খ র একত্র বিচার হয় ক পোলীস কার্যকারকের নিকট কোন স্বীকারবাক্য করে তাহা খ র উপকারজনক হইলে সে তাহা প্রমাণ করাইতে সক্ষম কিন্তু পোলীসের নিকট কৃত স্বীকারবাক্য তাহার বিরুদ্ধে প্রমাণ গণ্য হইবে না ইঃ লঃ রিঃ ২ বোম্বাই ৬১।

সে যাহা সত্য বলিয়া স্বীকার করে সমুদয় কথা সেই রূপে লেখা গেলে পর অভিযুক্ত ব্যক্তি ও মাজিষ্ট্রেট কিম্বা উক্ত আদালতের জজ সাহেব ঐ লিখিত কথায় স্বাক্ষর করিবেন এবং উক্ত মাজিষ্ট্রেট কি জজ সাহেব ঐ পরীক্ষা আমার দৃষ্টি ও শ্রুতিগোচরে লওয়া গিয়াছে ও অভিযুক্ত ব্যক্তি যাহা কহিল এই লিখিত কথায় তৎসমুদয়ের পূর্ণ ও শুদ্ধ বর্ণনা আছে স্বহস্তে এই সার্টিফিকেট লিখিয়া দিবেন

মাজিষ্ট্রেট কি সেশন জজ আপনি অভিযুক্ত ব্যক্তির উত্তর লিপিবদ্ধ না করিলে ঐ ব্যক্তির পরীক্ষা হওন সময়ে আদালতের ভাষায় কিম্বা ইংরাজী ভাষায় তাঁহার উপযুক্ত জ্ঞান থাকিলে ইংরাজী ভাষায় ঐ উত্তরের মর্ম্মাত্মক কথা তিনি প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট না হইলে তাঁহার লিখিতেই হইবে। মাজিষ্ট্রেট কি জজ আপন হাতেই ঐ মর্ম্মাত্মক কথা লিখিয়া স্বাক্ষর করিবেন ও তাহা কাগজপত্রের শামিল করা যাইবে মাজিষ্ট্রেট কি জজ পূর্ব্বোক্ত প্রকারের মর্ম্মাত্মক পত্র লিখিতে না পারিলে তাঁহার না পারিবার কারণ লিপিবদ্ধ করিবেন।

২৬৩ ধারামতে অভিযুক্ত ব্যক্তির যে পরীক্ষা লওয়া যায় তৎপ্রতি এই ধারার কোন কথা যে খাটিবে এরূপ জ্ঞান করা যাইবে না

৩৬৫ ধারা। কোর্টের সম্মুখে যে মোকদ্দমা উপস্থিত করা যায়, সেই মোকদ্দমার সাক্ষ্য যেরূপে লিখিয়া লওয়া যাইবে, রাজকীয় সনন্দের সংস্থাপিত প্রত্যেক হাই কোর্ট ও পঞ্জাবের চীফ কোর্ট সময়ের ইহার সাধারণ বিধি করিতে পারিবেন ও তদ্রূপ কোন বিধি করা গেলে, ঐ কোর্টের জজেরা সেই বিধিমতে সাক্ষ্য কি সাক্ষ্যের মর্ম্ম লিখিয়া লইবেন।

হাইকোর্টে সাক্ষ্য যেরূপে লিখিয়া লওয়া যাইবে তাহার কথা।

---

২৬ ষড়্বিংশ অধ্যায়।

নিষ্পত্তি বিষয়ক বিধি।

৩৬৬ ধারা। আদৌ বিচারাধিপত্যবিশিষ্ট কোন ফৌজদারী আদালতে প্রত্যেক বিচারের নিষ্পত্তি মুক্তদ্বার আদালতে অগোণে কিম্বা উভয় পক্ষকে কি তাহাদের উকীল-

নিষ্পত্তি যে প্রকারে প্রকাশ করিতে হইবে তাহার কথা।

দিগকে উপযুক্ত নোটিস দিয়া পশ্চাৎ কোন সময়ে প্রকাশ করা যাইবে ; এবং নিষ্পত্তি প্রদান শুনিবার নিমিত্ত অভিযুক্ত ব্যক্তি হেফাজতে থাকিলে তাহাকে আনা যাইবে কিম্বা হেফাজতে না থাকিলে তাহার উপস্থিত হইবার আদেশ হইবে। কিন্তু বিচারকালে তাহাকে উপস্থিত না হইবার অনুমতি দেওয়া গিয়া থাকিলে এবং কেবল অর্থদণ্ডের আজ্ঞা হইলে তাহার উকীলের সম্মুখে নিষ্পত্তি প্রকাশ করা যাইতে পারিবে।

৩৬৭ ধারা * এই আইনে প্রকারান্তরে স্পষ্ট বিধান না থাকিলে আদালতের কর্তৃপক্ষ আদালতের ভাষায় কি ইংরাজী ভাষায় নিষ্পত্তি লিখিবেন, ও যে বিষয় কি যে২ বিষয় নির্ণয়ার্থে উপস্থিত করা যায় ও

যে ভাষায় নিষ্পত্তি লিখিতে হইবে তাহার কথ

---

*সাক্ষিগণের জবানবন্দীর ভাবার্থ নিষ্পত্তিপত্রে অতি বিস্তার করিয়া লিখিতে জজ বাধ্য নহেন। বেঙ্গল উঃ রিঃ ৮। ভারতবর্ষীয় দোষক্রমে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে জরিমানা করিয়া তাহার কোন অংশ বাদীকে দেওয়ার আদেশ করিলে তাহার কারণ নিষ্পত্তিপত্রে লিখিতে হইবে। ২ উঃ রিঃ ৩৮। যে প্রমাণের প্রতি নির্ভর করিয়া দণ্ডাজ্ঞা করা হয় তাহা নিষ্পত্তিপত্রে প্রকাশ করিতে জজ বাধ্য। ৩ উঃ রিঃ ১৭। নিষ্পত্তিপত্রে অভিযুক্ত ব্যক্তিগণের নাম উল্লেখ করা উচিত তাহাদিগকে নম্বর দ্বারা উল্লেখ করা বিধেয় নহে। ৭ উঃ রিঃ ৫০। অভিযুক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে যে২ অভিযোগ হয় তাহার প্রত্যেক অভিযোগ সম্বন্ধে সে দোষী কি নির্দোষী তাহা নিষ্পত্তিপত্রে প্রকাশ করিতে হইবে। ১৩ উঃ রিঃ ৫০। অভিযুক্ত ব্যক্তি যে প্রতিবাদ করে তাহাও নিষ্পত্তিপত্রে লিখা উচিত। ১৮ উঃ রিঃ ১১। কোন হুকুম বাধা দেওয়াহেতু কোন ব্যক্তির ৫০ টাকা জরিমানা হয় এবং যে কাল পর্যন্ত ঐ বাধা স্থানান্তর না করে সে পর্যন্ত দৈনিক ২ টাকা জরিমানা হয়। এতদ্বিষয়ে হাইকোর্ট এই মীমাংসা করেন যে ঐরূপ দৈনিক জরিমানা করা অন্যায়। ২৩ উঃ রিঃ ৮। এই মর্মে ১৮ উঃ রিঃ ৪৪। ২০ উঃ রিঃ ৬৪ ২১ উঃ রিঃ ৩১।

বেআইনী জনতার ও মারামারি অপরাধহেতু পৃথক২ [illegible] হইতে পারে না ১ উঃ রিঃ ৭। ৩৮০ ধারার অপরাধে কারাদণ্ড একান্ত প্রয়োজন। তবে আদালত উপযুক্ত মনে করিলে অর্থদণ্ডও করিতে পারেন ১১ উঃ রিঃ ১১ রাত্রিযোগে লুক্কায়িতরূপে গৃহ ভেদ করণ ও চুরী এই উভয়ই একই অপরাধ এবং তজ্জন্য পৃথকরূপে দণ্ডাজ্ঞা হইতে পারে না ২ উঃ রিঃ ৬৩। ফৌজদারী মোকদ্দমার নিষ্পত্তিপত্রের নিম্নে অজের স্বীয় নিষ্পত্তিপত্রের শুদ্ধতা সম্বন্ধে দোষারোপ করিয়া কোন নোট লেখা অত্যন্ত অন্যায়। ইঃ লঃ রিঃ ২ আলা ৩৩। অভিযুক্ত ব্যক্তির অনুপস্থিতিতে তাহার প্রতি দণ্ডাজ্ঞা করা অবৈধ ৮ উঃ রিঃ ১৭ একতর অপরাধ নির্ণয় করা সম্বন্ধে ৬ উঃ রিঃ ১২ পৃষ্ঠার নজির দেখ

তদ্বিষয়ে যাহা নির্ণয় [illegible] সেই নির্ণয়ের হেতু এই সকল কথা নিষ্পত্তি-পত্রে লেখা যাইবে এবং বিচারপতি মুকদ্দমার আদালতে তাহা প্রকাশ করিবার সময়ে তারিখ লিখিয়া তাহাতে স্বাক্ষর করিবেন।

নিষ্পত্তিপত্রে যাহা লেখা থাকিবে তাহার কথা।

কোন অপরাধ নির্ণয় হইলে ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধির আইনের কি অন্য আইনের যে ধারামতে অভিযুক্ত ব্যক্তির যে অপরাধ নির্ণয় হয় এবং কোন দণ্ডের আজ্ঞা হইলে যে দণ্ডের আজ্ঞা হয় নিষ্পত্তিপত্রে তাহার নির্দ্দেশ থাকিবে।

ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধির আইনমতে অপরাধ নির্ণয় হইলে ঐ অপরাধ দুই ধারার মধ্যে কোন্ ধারার অন্তর্গত কিম্বা একই ধারার দুই ভাগের মধ্যে কোন্ ভাগের অন্তর্গত এই বিষয়ে সংশয় হইলে আদালত তাহা স্পষ্ট জানাইয়া উক্ত এক কিম্বা অন্য ধারা কি ভাগক্রমে নিষ্পত্তি করিবেন

একতর অপরাধ নির্ণয়ের কথা।

যদি নির্দ্দোষকরণরূপ নিষ্পত্তি হয় তবে ঐ পত্রে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে যে অপরাধ সম্বন্ধে নির্দ্দোষী করা গেল তাহা লিখিয়া ঐ ব্যক্তিকে মুক্ত করিয়া দিবার আজ্ঞা থাকিবে

অভিযুক্ত ব্যক্তির প্রাণদণ্ডের দণ্ডনীয় অপরাধ নির্ণয় হইলেও আদালত প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা ভিন্ন অন্য কোন দণ্ডের আজ্ঞা করিলে আদালত যে বিবেচনায় প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা করেন নাই তাহার কারণ লিখিয়া দিবেন

কিন্তু জুরির দ্বারা বিচার হইলে আদালতের নিষ্পত্তি লিখিবার আবশ্যকতা নাই কিন্তু সেশন আদালত জুরির নিকট উপদেশ বাক্যের মূল কথা লিখিবেন।

৩৬৮ ধারা

প্রাণদণ্ডের আজ্ঞার কথা।

কোন ব্যক্তির প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা হইলে সে যাবৎ না মরে তাবৎ তাহার গলদেশে উদ্বন্ধন থাকিবে দণ্ডাজ্ঞার মধ্যে এই আজ্ঞা হইবে।

দ্বীপান্তরপ্রেরণদণ্ডের আজ্ঞার কথা।

যে ব্যক্তির উপর দ্বীপান্তরপ্রেরণদণ্ডের আজ্ঞা হয় সেই ব্যক্তিকে কোন্ স্থানে প্রেরণ করিতে হইবে উক্ত আজ্ঞায় ইহার নির্দ্দেশ থাকিবে না।

আদালতের নিষ্পত্তি পরিবর্ত্তন না করিবার কথা

৩৬৯ ধারা * নিষ্পত্তিপত্রে স্বাক্ষর করা গেলে পর ৩৯৫ ধারার বিধানমতে বা লিখিবার ভুল সংশোধন করিবার নিমিত্ত না হইলে হাইকোর্ট ভিন্ন যে আদালত ঐ নিষ্পত্তি করিলেন সেই আদালতের দ্বারা তাহার পরিবর্ত্তন কি পুনর্ব্বিবেচনা হইতে পারিবে না।

প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেটের নিষ্পত্তির কথা

৩৭০ ধারা পূর্ব্বোক্ত বিধানমতে নিষ্পত্তি না লিখিয়া প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট নিম্নলিখিত বিবরণ লিপিবদ্ধ করিবেন।

(ক) মোকদ্দমার ক্রমিক নম্বর।

(খ) যে তারিখে অপরাধ করা যায় সেই তারিখ।

(গ) বাদী থাকিলে তাহার নাম।

(ঘ) অভিযুক্ত ব্যক্তির নাম, এবং ইউরোপীয় ব্রিটিষ প্রজা না হইলে তাহার পিতার নাম ও বাসস্থান।

(ঙ) যে অপরাধের নালিশ কি প্রমাণ হয় তাহা

(চ) প্রতিবাদীর উত্তর ও তাহার পরীক্ষা করা গিয়া থাকিলে ঐ পরীক্ষা

(ছ) শেষ আজ্ঞা।

(জ) ঐ আজ্ঞার তারিখ।

(ঝ) * মাজিষ্ট্রেট কোন মোকদ্দমায় কারাদণ্ডের কিম্বা ২০০ টাকার অধিক অর্থদণ্ডের কি উভয় দণ্ডের আজ্ঞা করিলে, অপরাধ নির্ণয় করিবার হেতুর সংক্ষেপ কথা।

অভিযুক্ত ব্যক্তিকে নিষ্পত্তি বুঝাইয়া ও নকল দেওয়া যাইবার কথা।

৩৭১ ধারা সেই নিষ্পত্তি অভিযুক্ত ব্যক্তিকে বুঝাইয়া দেওয়া যাইবে * তাহার প্রার্থনামতে নিষ্পত্তির প্রতিলিপি অথবা, সে ইচ্ছা করিলে সাধ্যমতে তাহার নিজ ভাষায়, কিম্বা আদালতের ভাষায়, তাহার অনুবাদ

---

* ফৌজদারী মোকদ্দমায় কোন আদালত কোন নিষ্পত্তি করিলে তাহা ঐ আদালত পুনর্ব্বিবেচনা করিতে পারেন না। * উঃ রিঃ ৬১ ১৭ উঃ রিঃ ২ কিন্তু হাইকোর্টের নিষ্পত্তিপত্রে বৃত্তান্ত ঘটিত ভ্রম থাকিলে এবং নিষ্পত্তির সময় অপর পক্ষকে সংবাদ না দেওয়া হইয়া থাকিলে ছানি বিচার হইতে পারে। ১৮ উঃ রিঃ ৬১।

অগৌণে তাহাকে দেওয়া যাইবে * দমনের মোকদ্দমা ভিন্ন অন্য মোকদ্দমায় ঐ প্রতিলিপি বিনা খরচায় দেওয়া যাইবে।

সেশন আদালতে জুরি দ্বারা বিচার হইলে জুরির প্রতি যে উপদেশ দেওয়া যায় তাহার দফা সমূহের প্রতিলিপি অভিযুক্ত ব্যক্তির প্রার্থনাক্রমে তাঁহাকে অগৌণে বিনা খরচায় দেওয়া যাইবে।

সেশন জজ কর্তৃক অভিযুক্ত ব্যক্তির প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা হইলে, ইচ্ছা করিলে যে সময় মধ্যে সে আপীল করিতে পাইবে উক্ত জজ সাহেব ইহাও তাহাকে জানাইবেন।

যে ব্যক্তির প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা হয় তাহার কথা

৩৭২ ধারা। আসল নিষ্পত্তি মোকদ্দমাঘটিত কাগজ পত্রের মধ্যেতে দেওয়া যাইবে ও সেই আসল নিষ্পত্তি আদালতের ভাষায় লিখিত না হইয়া অন্য ভাষায় লেখা গেলে ও অভিযুক্ত ব্যক্তি প্রার্থনা করিলে, আদালতের ভাষায় তাহার অনুবাদ মোকদ্দমার কাগজপত্রের মধ্যে রাখা যাইবে।

নিষ্পত্তি যে স্থলে অনুবাদ করিতে হইবে তাহার কথা।

৩৭৩ ধারা। সেশন আদালতের বিচার হইলে যে জিলার মধ্যে মোকদ্দমার বিচার হয় ঐ আদালত আপনার নিষ্পত্তি ও দণ্ডাজ্ঞা থাকিলে তাহার প্রতিলিপি সেই জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকটে পাঠাইবে।

সেশন আদালতের নিষ্পত্তিপত্রের ও দণ্ডাজ্ঞার প্রতিলিপি জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকট পাঠাইবার কথা।

---

২৭ সপ্তবিংশ অধ্যায়।

দৃঢ় করণার্থে দণ্ডাজ্ঞা অর্পণ বিষয়ক বিধি

৩৭৪ ধারা। সেশন আদালত প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা করিলে মোকদ্দমার কাগজপত্র হাইকোর্টে অর্পণ করা যাইবে। হাইকোর্ট দ্বারা দৃঢ় করা না গেলে ঐ দণ্ডাজ্ঞা সাধন হইবে না।

সেশন আদালত কর্তৃক প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা অর্পণের কথা

---

* দণ্ডবিধি প্রচার হওয়ার পূর্ব্বে কোন অপরাধ করা হেতু কোন ব্যক্তির প্রতি প্রাণদণ্ডের আদেশ হইলে তাহা দৃঢ় করিবার জন্য হাইকোর্টে ইংরেজী কর্মা অনাবশ্যক। ১৩ উঃ রিঃ ৭৬।

আরো তদন্ত বা অতিরিক্ত প্রমাণ লইতে আজ্ঞা করিবার ক্ষমতার কথা।

৩৭৫ ধারা।* মোকদ্দমার কাগজপত্র তদ্রূপে অর্পণ করা গেলে হাইকোর্ট অভিযুক্ত ব্যক্তির দোষিতার কি নির্দোষিতার প্রতিপোষক কোন বিষয়ের আরও তদন্ত বা প্রমাণ লওয়া উচিত জ্ঞান করিলে, তদ্রূপ তদন্ত বা প্রমাণ স্বয়ং লইতে পারিবেন কিম্বা সেশন আদালত দ্বারা লইবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন

জুরির কি আসেসরদের সাক্ষাতে উক্ত তদন্ত বা প্রমাণ লওয়া যাইবে না ও হাইকোর্ট প্রকারান্তরে আজ্ঞা না করিলে যে ব্যক্তির অপরাধ নির্ণয় হইল প্রমাণ লইবার সময়ে তাহার উপস্থিত থাকিবার প্রয়োজন নাই

তদ্রূপ তদন্ত বা প্রমাণ যদি লওয়া হয় হাইকোর্ট না লইলে তদন্ত লওয়ার ফল ■ প্রমাণ হাইকোর্টে সার্টিফিকেট দ্বারা হইয়া করা যাইবে।

দণ্ডাজ্ঞা দৃঢ় কি অপরাধ নির্ণয় অন্যথা করিতে হাইকোর্টের ক্ষমতার কথা

৩৭৬ ধারা। ৩৭৪ ধারামতে তদ্রূপে অর্পিত মোকদ্দমার বিচার আসেসরদের সহকারিতায় কিম্বা জুরির দ্বারা হইয়া থাকুক হাইকোর্ট

(ক) ঐ দণ্ডাজ্ঞা দৃঢ় করিতে কিম্বা আইন অনুযায়ী অন্য কোন দণ্ডের আজ্ঞা করিতে পারিবেন,

(খ) অথবা অপরাধ নির্ণয় অসিদ্ধ করিয়া সেশন আদালত তাহার যে কোন অপরাধ নির্ণয় করিতে পারিতেন সেই অপরাধ নির্ণয় করিতে পারিবেন, কিম্বা সেই কি সংশোধিত অন্য অভিযোগক্রমে পুনশ্চ বিচার হইবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন,

(গ) অথবা অভিযুক্ত ব্যক্তিকে নির্দোষ করিতে পারিবেন।

কিন্তু যাবৎ আপীল করিবার মিয়াদের গত না হয়, কিম্বা ঐ মিয়াদের মধ্যে আপীল করা গেলে, ঐ আপীলের নিষ্পত্তি না হয়, তাবৎ এই ধারামত দৃঢ় করণের আজ্ঞা করা যাইবে না।

---

*প্রাণদণ্ডাজ্ঞা বাহাল করিবার জন্য সেশন জজ হাইকোর্টে ইত্তেলেনামা করিলে অভিযুক্ত ব্যক্তির আপীল ব্যতীত হাইকোর্ট ঐ মোকদ্দমায় জ্ঞানকৃত বধের অপরাধ পরিবর্তন করিয়া অপরাধযুক্ত নরহত্যা বলিয়া সাব্যস্ত করিতে পারেন না কিন্তু ঐ মোকদ্দমার নূতন বিচার করিবার আদেশ করিতে পারেন ইং লঃ রিঃ ১ বোম্বাই ৬৩৯

৩৭৭ ধারা। তদ্রূপ প্রত্যেক অর্পিত মোকদ্দমায় যদি দুই কি অধিক জন জজের ও বিচারে ঐ হাইকোর্ট হয় তবে ঐ কোর্ট যে দণ্ডের আজ্ঞা দৃঢ় করেন কিম্বা নূতন যে দণ্ডাজ্ঞা কি অন্য আজ্ঞা করেন ঐ কোর্টের ন্যূনকল্পে দুই জন জজ ঐ আজ্ঞা লিখিয়া তাহাতে স্বাক্ষর করিবেন

দণ্ডাজ্ঞা দৃঢ় করিবার কিম্বা নূতন দণ্ডের আজ্ঞাতে দুই জন জজের স্বাক্ষর করিবার কথা।

৩৭৮ ধারা। জজদের বেঞ্চের সম্মুখে তদ্রূপ মোকদ্দমার শুনানী হইলে এবং উক্ত জজেরা সমসংখ্যাক্রমে ভিন্নমত হইলে, উক্ত মোকদ্দমা তাঁহাদের মত সহ অন্য জজের সম্মুখে উপস্থিত করা যাইবে, এবং উক্ত জজ যদ্রূপে পরীক্ষা গ্রহণ ও শ্রবণ বিহিত বোধ করেন তাহা করিয়া আপন মত দিবেন, এবং নিষ্পত্তি কি আজ্ঞা সেই মতানুযায়ী হইবে

মতভেদ হইলে কার্য্যপ্রণালীর কথা।

৩৭৯ ধারা। সেশন আদালত হাইকোর্টের দ্বারা প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা দৃঢ় হইবার জন্য মোকদ্দমা অর্পণ করিলে হাইকোর্ট কর্তৃক ঐ আজ্ঞা দৃঢ় করা গেলে কিম্বা অন্য আজ্ঞা করা গেলে পর, ঐ কোর্টের উপযুক্ত কর্ম্মকারক অগৌণে ঐ হাইকোর্টের মোহরাঙ্কিত ও আপনার পদসম্পর্কীয় স্বাক্ষরে স্বাক্ষরিত ঐ আজ্ঞার প্রতিলিপি সেশন আদালতে প্রেরণ করিবেন।

দণ্ডাজ্ঞা দৃঢ় হইবার জন্য হাইকোর্টে অর্পিত হইলে কার্য্যপ্রণালীর কথা

৩৮০ ধারা। আসিষ্টাণ্ট সেশন জজের কি ৩৪ ধারামতে কর্ম্মকারী জিলার মাজিস্ট্রেটের কৃত দণ্ডাজ্ঞা দৃঢ় হইবার জন্য সেশন জজের নিকটে অর্পিত হইলে, উক্ত সেশন জজ

আসিষ্টাণ্ট সেশন জজের ও ৩৪ ধারামতে কর্ম্মকারী মাজিষ্ট্রেটের কৃত দণ্ডাজ্ঞা দৃঢ় করণের কথা।

(ক) ঐ দণ্ডাজ্ঞা দৃঢ় করিতে পারিবেন, কিম্বা নিম্ন আদালত অন্য যে দণ্ডাজ্ঞা করিতে পারিতেন সেই দণ্ডাজ্ঞা করিতে পারিবেন, কিম্বা

(খ) অপরাধ নির্ণয় অসিদ্ধ করিয়া নিম্ন আদালত তাঁহার যে কোন অপরাধ নির্ণয় করিতে পারিতেন সেই অপরাধ নির্ণয় করিতে পারিবেন কিম্বা সেই কি সংশোধিত অন্য অভিযোগক্রমে পুনশ্চ বিচার হইবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন, কিম্বা ;

(গ) অভিযুক্ত ব্যক্তিকে নির্দ্দোষ করিতে পারিবেন ;

(ঘ) অথবা অভিযুক্ত ব্যক্তির দোষ কি নির্দ্দোষিতা সম্বন্ধে কোন বিষয়ের অধিকতর তদন্ত কি আরো প্রমাণ আবশ্যক বিবেচনা করিলে, আপনি তদ্রূপ তদন্ত কি প্রমাণ লইতে পারিবেন কিম্বা তদ্রূপ তদন্ত লইবার কি প্রমাণ গ্রহণ করিবার আদেশ দিতে পারিবেন

সেশন আদালত প্রকারান্তরের আজ্ঞা না করিলে যে ব্যক্তির অপরাধ নির্ণয় হয় উক্ত তদন্ত কি প্রমাণ লওন কালে তাহার উপস্থিত থাকিবার প্রয়োজন নাই ; এবং আসিষ্টাণ্ট সেশন জজ কর্ত্তৃক দণ্ডাজ্ঞা অর্পিত হইলে উক্ত তদন্ত বা প্রমাণ জুরির কি আসেসরদের সম্মুখে লওয়া যাইবে না

তদন্ত বা প্রমাণ যদি লওয়া হয়, সেশন আদালত না লইলে, ঐ তদন্তের ফল ও প্রমাণ সার্টিফিকেট দ্বারা উক্ত আদালতে জ্ঞাত করিতে হইবে।

---

২৮ অষ্টাবিংশ অধ্যায়।

আজ্ঞা সাধন বিষয়ক বিধি

৩৮১ ধারা সেশন আদালতের কৃত প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা দৃঢ় হইবার জন্য হাইকোর্টে অর্পিত হইলে উক্ত সেশন আদালত তদুপরি হাইকোর্টের দৃঢ় করণের বা অন্য আজ্ঞা পাইলে, ওয়ারণ্ট দিয়া বা অন্য যে উপায় অবলম্বন করা আবশ্যক হয় তাহা করিয়া সেই আজ্ঞামতে কার্য্য করাইবেন।

৩৭৬ ধারামতে আজ্ঞাক্রমে কার্য্য করাইবার কথা

৩৮২ ধারা কোন স্ত্রীলোকের প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা হইলে যদি তাহাকে অন্তঃসত্ত্বা বলিয়া জানা যায় তবে হাইকোর্ট গৌণে সেই দণ্ডাজ্ঞা সাধন করিবার আজ্ঞা দিবেন এবং দণ্ড পরিবর্ত্তন করিয়া যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ দণ্ডের আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

অন্তঃসত্ত্বার প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা গৌণে সাধন করিবার কথা

গর্ভবতী স্ত্রীলোকের প্রতি প্রাণদণ্ডাজ্ঞা করা অন্যায় ৩ উঃ রিঃ ১৩ কিন্তু যদি [illegible] ঐ দণ্ডাজ্ঞা করা হয় তবে প্রসব না হওয়া পর্য্যন্ত ঐ দণ্ডাজ্ঞা প্রতিপালন করা স্থগিত রাখা উচিত সেপ নং উঃ রিঃ ১

অন্যস্থলে দ্বীপান্তর প্রেরণ কি কারাদণ্ডের আজ্ঞা সাধনের কথা

৩৮৩ ধারা। ৩৮১ধারায় যাহার বিধান হইয়াছে তদ্ভিন্ন স্থলে অভিযুক্ত ব্যক্তির প্রতি দ্বীপান্তর প্রেরণ কি কারাদণ্ডের আজ্ঞা হইলে, যে জেলে তাহাকে আবদ্ধ করিয়া রাখিতে হইবে, যে আদালত দণ্ডাজ্ঞা করেন সেই আদালত তৎক্ষণাৎ সেই জেলে ওয়ারণ্ট পাঠাইবেন এবং অভিযুক্ত ব্যক্তি সেই জেলে আবদ্ধ না থাকিলে, ওয়ারণ্টের সঙ্গে তাহাকেও উক্ত জেলে পাঠাইবেন

সাধনার্থ ওয়ারণ্টের কি র নামার কথা

৩৮৪ ধারা বন্দী যে জেলে কি অন্য স্থানে আবদ্ধ আছে কি থাকিবে, সেই জেলের কি অন্য স্থানের অধ্যক্ষের নামে কারাদণ্ড সাধন করিবার প্রত্যেক ওয়ারণ্ট দেওয় যাইবে।

ওয়ারণ্ট যাহাকে দিতে হইবে তাহার কথা

৩৮৫ ধারা বন্দীকে যদি জেলে আবদ্ধ রাখিতে হয় কারাবদ্ধ করিবার ওয়ারণ্ট জেলরের হাতে দেওয়া যাইবে

অর্থদণ্ড আদায়ের ওয়ারণ্টের কথা।

৩৮৬ ধারা * অপরাধীর অর্থদণ্ড দিবার আজ্ঞা হইলে অর্থদণ্ডের টাকা না দেওয়া গেলে অপরাধীর কারাদণ্ড হইবার আজ্ঞা হইলেও, যে আদালত ঐ দণ্ডের আজ্ঞা করিলেন সেই আদালত স্বীয় বিবেচনামতে অপরাধীর অস্থা-

---

* যে আদালত অভিযুক্ত ব্যক্তির প্রতি জরিমানা দণ্ডাজ্ঞা প্রদান করেন ঐ আদালত ঐ ব্যক্তির অস্থাবর মাল ক্রোক বিক্রয় দ্বারা জরিমানা আদায় করিবার ওয়ারেণ্ট প্রদান করিতে পারেন [illegible]

কোন বিশেষ কি স্থানীয় আইনানুসারে জরিমানা দণ্ডাজ্ঞা করিলে তাহাতে দণ্ডবিধির ৬৩ হইতে ৭০ ধারার বিধান খাটিবে [illegible] ধারা ও বাঙ্গালা ব্যবস্থাপকের ১৮৬১ সালের ৫ আইনের ৪ ধারা এবং এই আইনের ৩১ ধারা দেখ

১৮৬৩ সালের ৫১ নং সার্কিউলার অর্ডারেতে [illegible] শ্রীযুক্ত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর বাহাদুর প্রচার করিয়াছেন

জরিমানা সম্বন্ধে দুই প্রকারে রেজিষ্টরি রাখিতে হইবে। জরিমানার রেজিষ্টরি বহি এবং বার্ষিক হিসাব বহি

বর কোন সম্পত্তি ক্রোক ও বিক্রয় করণ দ্বারা ঐ টাকা আদায় করিবার ওয়ারেণ্ট প্রচার করিতে পারিবেন

---

২ প্রত্যেক সদর ষ্টেশনে অথবা সব ডিবিজনে নিম্নলিখিত এ চিহ্নিত ফারমে কোর্ট সব ইনস্পেক্টর কি ইনস্পেক্টর এক খানি বহি রাখিবেন। ম্যাজিষ্ট্রেট কিম্বা সেশন জজ কিম্বা হাইকোর্ট যে সকল জরিমানার আদেশ প্রদান করেন অথবা ■ [illegible] আদায় জন্য অন্য স্থান হইতে যে সকল আদেশ আগত হয় তৎসমুদয় কোর্ট ইন্সপেক্টর বা সব ইনস্পেক্টর ক্রমান্বয়ে ঐ বহিতে মাসং লিখিবেন উল্লিখিত আদালত সমূহ কর্ত্তৃক যে জরিমানার কি অন্য কোন হুকুম প্রদত্ত হয় তাহা নিঃবন্ধ করিবার জন্য প্রত্যেক কোর্টে এক জন বিশেষ মুহুরি থাকিবে

৩ ম্যাজিষ্ট্রেট কোন জরিমানা করিলে তদ্বিবরণ নিম্নলিখিত ছাপার ফর্ম্মে লিখিয়া আসামীকে কনেষ্টবলের জেম্বায় কোর্টের ভারপ্রাপ্ত কার্য্যকারক নিকট পাঠাইবেন।

জরিমানার দৈনিক হিসাব জেলা

চলতির নম্বর	মোকদ্দমার নম্বর	যে আদালতের বিচারকের নাম	অপরাধকারীর নাম ধাম ও অপরাধ ও দাবীর নাম	যে তারিখে দণ্ডিত	মোট জরিমানার পরিমাণ	জরিমানা না দিলে যে কারাদণ্ড হয়।

৪ জরিমানার আদেশ দণ্ডের একাংশ হইলে কোর্টইনস্পেক্টর তাহা নিয়মিত রূপে জরিমানার রেজেষ্টরিতে লিখিয়া দণ্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তির নিকট জরিমানা তলপ করিবেন। কারাদণ্ডের আদেশ না থাকিলে দণ্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তি যদি জরিমানার টাকা দেয় তাহা হইলে উহা জরিমানার রেজেষ্টরিতে লিখিয়া উহাকে মুক্ত দিবেন কেবল মাত্র জরিমানার আদেশ থাকিলে এবং তাহার কোন অংশ আদায় হইলে দণ্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে মুক্ত করিয়া কোর্ট ইনস্পেক্টর যে আদালত ঐ আজ্ঞা প্রদান করেন তৎসমক্ষে বাকি অংশ আদায়ের জন্য ওয়ারেণ্টের প্রার্থনা করিবেন কেবল মাত্র যদি জরিমানার আদেশ থাকে ও তাহার

৩৮৭ ধারা। ঐ ওয়ারেন্টের ফলের কথা।

যে আদালত ঐ ওয়ারেন্ট প্রচার করেন তাহার বিচারাধীন স্থানের মধ্যে তদনুযায়ী কার্য্য করা যাইতে পারিবে এবং অপরাধীর কোন অস্থাবর সম্পত্তি উক্ত আদালতের বিচারাধীন স্থানের বহির্ভূত স্থানে থাকিলে সেই স্থানে যে জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেবের বা প্রধান প্রেসি-

কোন অংশ আদায় না হয় তবে কোর্ট ইনস্পেক্টর তৎসম্বন্ধে রিপোর্ট করিবেন

জরিমানার পরিবর্তে যদি কারাদণ্ডের বিধান না থাকে ... তাহা হইলে কোর্ট ইনস্পেক্টর দণ্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে জরিমানার টাকা না দেওয়া হেতু আবদ্ধ রাখিবেন ... জরিমানার টাকা দিতে হইবে এবং আদেশ ... অনুসারে ... জরিমানার সমস্ত টাকা ... যে পর্য্যন্ত ... প্রদান করেন তাবৎ কোর্ট ইনস্পেক্টর রিপোর্ট করিবেন যে উক্ত আদালত দণ্ডবিধির ... অনুসারে অনাদায়ী জরিমানার টাকার ... অনুসারে দণ্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে কারাবাসের আজ্ঞা দিবেন। যে ব্যক্তির নিকট হইতে জরিমানার টাকা ... হওয়া যায় তাহাকে তাহার রসিদ দিতে হইবে।

৫। কারাবদ্ধ থাকা সময় দণ্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তি যখন যে টাকা দেয় তৎক্ষণাৎ কারাবাস হইতে মুক্ত করিবার জন্য কিম্বা জরিমানার টাকা বাকি না থাকিলে ঐ ব্যক্তিকে মুক্ত দেওয়ার জন্য মাজিষ্ট্রেটের নিকট কোর্ট ইনস্পেক্টর ... রিপোর্ট করিবেন।

৬। যদি কোন স্থানীয় অথবা বিশেষ আইনে অপরাধের অর্থদণ্ড নির্দ্দিষ্ট থাকে এবং যদি এরূপ বিধান থাকে যে জরিমানার টাকা না দিতে পারিলে বা দিতে হইবে কিন্তু কারাবাস হইলে ... দিতে হইবে না এবং যদি দণ্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তি অর্থ ও জরিমানার টাকাও দিতে ইচ্ছা ... করে তবে কোর্ট ইনস্পেক্টর ... তাহাকে উক্ত দণ্ডপ্রদানকারী আদালত সমক্ষে উপস্থিত করিবেন এবং দণ্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তি যে একপ ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন তাহা ঐ আদালত ... বিবেচনা করিবেন এবং ... জরিমানার ... যদি কোর্ট ইনস্পেক্টর ... লিখিয়া থাকেন তাহা কাটিয়া দিবেন। দণ্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে জেলে পাঠাইবার পূর্ব্বে ... কোন বিধানানুসারে অর্থাৎ ... উপায় দ্বারা জরিমানার টাকা আদায়ের চেষ্টা করা যায় তাহাতে উল্লিখিত বিলম্ব হেতু কোন দোষ স্পর্শিবে না।

৭। যদি সেশন আদালত কিম্বা জেলার মাজিষ্ট্রেটের অধীন কোন আদালত জরিমানার টাকা আদায় হেতু কোন ওয়ারেন্ট প্রেরণ করেন তাহা হইলে ঐ জরিমানা রেজিষ্টরিভুক্ত করিতে হইবে এবং ঐ আদেশ উহা আদায়ের ওয়ারেন্ট জেলার মাজিষ্ট্রেট কর্তৃক প্রদত্ত হইয়াছে একপ সর্ব্বতোভাবে বিবেচনা করিতে হইবে। উহা সেশন আদালত বা হাইকোর্ট

শ্রেণী মাজিষ্ট্রেটের বিচারাধীন তিনি ওয়ারেন্টের পৃষ্ঠে লিখিয়া দিলে তাহার সেই সম্পত্তির ক্রোক ও বিক্রয় হয় ঐ ওয়ারেন্টে এই অনুমতি থাকিবে।

যার নির্দিষ্ট হইয়াছে তাহা সহজে বুঝিবার জন্য S এবং H O অক্ষর লিখিয়া লাল কালি দ্বারা চিহ্ন করিতে হইবে

৮ যে সকল জরিমানা কোর্ট ইনস্পেক্টর প্রাপ্ত হন তাহা ট্রেজারিতে দিতে হইবে। যে চালান দ্বারা ঐ টাকা ট্রেজারিতে পাঠান হয় তাহাতে বিশেষ বিবরণ লিখিতে হইবে এবং তাহার সঙ্গে জরিমানার রেজিষ্টরি পাঠাইতে হইবে। ট্রেজারির যে কর্মচারী ঐ টাকা গ্রহণ করেন তিনি চালানের লিখিত বিবরণ ঐ রেজিষ্টরির সহিত মিলাইয়া তাহার নির্দিষ্ট স্থানে দস্তখত করিবেন

৯ যে চালান খণ্ড ট্রেজারি আফিসের রসিদ স্বরূপ প্রত্যাবর্ত্তন করিবেন তাহা কোর্ট ইনস্পেক্টরের টাকা দাখিলের নিদর্শনরূপ গণ্য হইবে

১০ প্রত্যেক আদালতের জরিমানার সূচনা। পত্র যে কোর্ট ইনস্পেক্টরের রেজিষ্টরি প্রতি দিবস পরীক্ষা করিয়া দেখেন যে যে সমুদয় জরিমানা হইয়াছে তাহা ঠিকরূপে ঐ বহীভুক্ত করা হইয়াছে কি না। উক্তরূপ পরীক্ষার নিদর্শন স্বরূপে ঐ বহীর নির্দিষ্ট ঘরে দস্তখত করিবেন। আদালতের ওয়াশিল ছক্কর প্রস্তুত করিবার ঐ সূচনী দ্বারা সদর ষ্টেসনের প্রধান আদালতের অর্থাৎ মাজিষ্ট্রেটের আদালতে জরিমানার সূচনীর ও সবডিভিসন কাছারিতে একাধিক সূচনী থাকিবে। ... কোর্ট ইনস্পেক্টরের প্রস্তুত মাসিক নক্সা ও রেজিষ্টরির দায়ের টাকা যে ঘরে লেখা থাকিবে তাহার সমষ্টি পরীক্ষা করিয়া প্রত্যেক দিন দেখিবেন। প্রত্যেক মাজিষ্ট্রেট জরিমানার রেজিষ্টরি দৈনিক পরীক্ষা করিয়া দেখিবেন যে তাহার নির্দিষ্ট জরিমানা শুদ্ধরূপে লিখিত হইয়াছে কি না এবং প্রত্যেক জরিমানার পরিমাণ যে স্থানে লেখা থাকে সেই স্থানে দস্তখত করিবেন। আদায়ী ওয়াশিল সহজে প্রচার হইয়াছে কি না এবং আদায়ী টাকা দাখিল হওয়া। ... হইয়াছে কি না তাহা তাঁহার দেখা কর্ত্তব্য

১১ জেলার মাজিষ্ট্রেট সবডিভিসনের ভারপ্রাপ্ত মাজিষ্ট্রেট সময়ে২ জরিমানার রেজিষ্টরি দেখিবেন এবং অধীনস্থ কর্ম্মচারীর কার্য্যের প্রতি দৃষ্টি রাখিবেন ও মাসান্তে কোর্ট ইনস্পেক্টরের বহীর সমষ্টি পরীক্ষা করিবেন

১২ যে মাসে জরিমানার আদেশ হয় তৎপর অন্য কোন মাসে যদি সমুদয় কিম্বা জরিমানার কোন অংশ আপীল আদালতের আদেশানুসারে কিম্বা অন্য কোন প্রকারে রহিত হয় কিম্বা জরিমানার হুকুমের তারিখ হইতে বৎসর অতিবাহিত হওন জন্য কিম্বা জরিমানার পরিবর্ত্তে কারাবাস ভোগ করা হেতু আদায়ের অনুপযুক্ত হয় তাহা হইলে যে মাসে জরিমানা রহিত হয় কিম্বা আদায়ের অনুপযুক্ত হয় সেই মাসের রেজিষ্টরিতে লাল

৩৮৮ ধারা। অপরাধীর প্রতি কেবল অর্থদণ্ডের আজ্ঞা হইলে ও অর্থদণ্ড না দেওয়াতে কারাদণ্ডের আজ্ঞা হইলে এবং আদালত ৩৮৬ ধারামতে পরওয়ানা বাহির করিলে ঐ পরওয়ানা ফিরিয়া আসিবার নিরূপিত দিনে

কার দণ্ডের আজ্ঞা যখন হইবে তাহার কথা

ফিরিয়া। তাহা লিখিয়া ঐ টাকা রেজিষ্টরির ৮ নং ঘরে দেখাইতে হইবেক। যে মাসে জরিমানা হয় সেই মাসেই যদি উহা আদায় না হয় তবে যে ঘরে প্রথম জরিমানার পরিমাণ লিখিত হইয়াছে তাহার বিপরীত দিকে লাল কালি দ্বারা আদায় হওয়ার বিবরণ লিখিতে হইবে।

১৩ যে মাসে জরিমানা হয় সেই মাসে যদি উহা সমুদয় কিম্বা তাহার কোন অংশ আদায় না হয় তবে যে মাসে উহার কোন অংশ আদায় হয় সেই মাসে হিসাবে সমুদয় টাকা কিম্বা বাকি টাকা লাল কালি দ্বারা লিখিয়া কৈফিয়তের ঘরে যে মাসে ও নম্বরে উহা পূর্ব্বে লেখা হইয়াছে তাহা উল্লেখ করিতে হইবে। জরিমানা পশ্চাৎ আদায় হইলে তদ্বিবরণ মূল লেখার কৈফিয়তের ঘরে লিখিতে হইবে। যে মাসে জরিমানা ধার্য্য হয় সেই মাসের পর যদি আদায় হইলে তাহা লাল কালি দ্বারা মূল লেখার অপর দিকে উপযুক্ত ঘরে লিখিয়া সহী। পাতার মধ্যে জের দিতে হইবেক।

১৪ ৬, ৮, ১২, ১৩ ও ১৪ ঘরে লাল কালি দ্বারা যে সকল টাকার লেখা করা হয় তাহার সমষ্টি মাসাদের পৃথক রূপে ও একত্রিত ভাবে প্রতি পৃষ্ঠায় দেখাইতে হইবে যথা

কাল কালির লেখার সমষ্টি	২২,
লাল কালির লেখার সমষ্টি	১০,
মোট	৩২

১৫ আদালতের কোন টিকিট কিম্বা অন্য কোন খরচের জন্য কোর্ট ইনস্পেক্টরের টাকার আবশ্যক হইলে তজ্জন্য তিনি আগাও টাকা লইতে পারেন এবং তাহার হিসাব জরিমানার হিসাব হইতে পৃথক রাখিতে হইবে। কিন্তু কোর্ট ইনস্পেক্টরের হাতে জরিমানা আদায়ী যে টাকা থাকে তাহা হইতে কোন কারণে কোন খরচ করিতে পারিবেন না। মাজিষ্ট্রেটের আদেশানুসারে ট্রেজুরির ভাণ্ডারে জরিমানা ফেরত দিবেন।

১৬ যদি জরিমানার সমুদয় কিম্বা কোন অংশ বাদীকে ক্ষতি পূরণ স্বরূপ দেওয়ার আদেশ থাকে তবে তাহার পরিমাণ এবং তাহার বিবরণ লাল কালিতে রেজিষ্টরির কৈফিয়তের ঘরে লিখিতে হইবে। কোর্ট ইনস্পেক্টর জরিমানা আদায়ের রিপোর্ট করার পর মাজিষ্ট্রেটের হুকুমানুসারে ক্ষতি পূরণের টাকা ট্রেজুরি হইতে খরচ পড়িবেক। ফৌজদারী কার্য্যবিধির অর্থাৎ এই আইনের ২৫০ ধারানুসারে যে জরিমানার আদেশ হয় তাহা এই রূপ গণ্য করিতে হইবে যে উহা মূল আসামীর অভিযুক্ত নালিশে ঐ জরিমানা হইয়াছে।

অপরাধী উক্ত আদালতের সম্মুখে যে উপস্থিত হইবে আদালতের বিবেচনা-মতে জামিন সহিত, কি জামিন বিনা এই নিয়মে নিবন্ধপত্র লিখিয়া দিলে,

১৭ পূর্ব এক বহীতে নিম্নলিখিত প্রকারে মাসিক একটী বাকির হিসাব প্রস্তুত করিতে হইবে যথা

অদাদায়ী মোট বাকি

সেই মাসে মোট যত টাকা জরিমানা ধার্য্য হয় অর্থাৎ ৮ ঘরের কাল ম ৫ ঘরের যোহার সমষ্টি ... ...

মোট আদায় যোগ্য

আপীলে মোট যত টাকা রহিত হয় অথবা কমিসনরের আদেশানুসারে মোট যত টাকা মাপ হয় অর্থাৎ ৮ ঘরের সমষ্টি ... ...

মোট যত টাকা আদায় হয়

নূতন জরিমানা অর্থাৎ ১২ ঘরের কাল কালির সমষ্টি ... ...
পুরাতন জরিমানা অর্থাৎ ১২ ঘরের লাল কালির সমষ্টি ... ...

১২ ঘরের মোট

বাকি

নূতন জরিমানা অর্থাৎ ১৩ ঘরের কাল কালির সমষ্টি ... ...
পুরাতন জরিমানা অর্থাৎ ঐ ঘরের লাল কালির সমষ্টি . ...

১৩ ঘরের মোট

পূর্ব্ব মাসের মোট বাকি হইতে ৮ ও ১২ ঘরের লাল কালির লিখিত সমষ্টি বাদ দিলে যাহ থাকে তৎসহ ১৩ ঘরের লাল কালীর লিখিত টাকা যোগ করিলে যাহা হয় তাহাই বর্ত্তমান মাসের মোট বাকি উহার নিম্নে এই সার্টিফিকেট দিতে হইবেক। যথা—

এই সার্টিফিকেট দেওয়া যাইতেছে যে উক্ত আদায়ী জরিমানা ট্রেজুরির হিসাবভুক্ত হইয়াছে

ট্রেজরার মাজিষ্ট্রেট

কোর্ট ইনস্পেক্টর

জরিমানার মুহুরী

১৮ মাস শেষ হওয়ার পর দুই দিবস মধ্যে সবডিবিসনের বাকির হিসাব জেলার মাজিষ্ট্রেটের নিকট পাঠাইতে হইবেক এবং সদর ষ্টেশনের বাকির হিসাব ঐ সময় মধ্যে প্রস্তুত করিতে হইবেক।

১৯। মাস শেষ হওয়ার দশ দিবস মধ্যে জেলার সাধারণ বাকির হিসাব কমিসনর সাহেবের নিকট পাঠাইতে হইবেক।

২০। উপরি উক্ত নিয়মানুসারে কার্য্য করিলে কোর্ট ইনস্পেক্টরের ডিপার্টমেন্টে কোন গোলযোগ হওয়ার সম্ভাবনা থাকিবে না। দণ্ডবিধি অনুসারে ৬ বৎসরের মধ্যে কোন

কারাদণ্ডাজ্ঞা সাধন স্থগিত রাখিয়া অপরাধীকে ছাড়িয়া দিতে পারিবেন। নিবন্ধপত্র লিখিয়া দিবার সময়াবধি ঐ পরওয়ানা ফিরিয়া আসিবার পরের সময়ে জরিমানা আদায় হইতে পারে অথবা এ বৎসর উক্ত কাল পর্য্যন্ত কারাগারে থাকিলে তৎসময় মধ্যেও আদায় হইতে পারে এজন্য। কারণে প্রত্যেক থানায় জরিমানা আদায়ের জন্য যে সমস্ত ওয়ারেন্ট পাওয়া যায় তাহার রেজেষ্টারি রাখিতে হইবে। যদি জরিমানা বাকী পড়ে তবে পোলীস কর্ম্মচারীর সময়ে২ অনুসন্ধান করা আবশ্যক যে ঐ দায়িক কোন সম্পত্তি প্রাপ্ত হইয়াছে কি না। ক্রমে প্রত্যেক পোলীস কৈফিয়তের মধ্যে অনুসন্ধানের ফল ও বিবরণ লিখিতে হইবে।

২১। প্রথমে দাঁড়ামতে ব পদসম্পর্কীয়গণে ঐ অনুসন্ধান করিতে হইবেন। কিন্তু পোলীস থানার কার্য্যকারক গ্রাম পরিদর্শনার্থে গিয়া কিম্বা পোলীসের স্থানে রিপোর্ট গ্রহণ কালে আপন এলাকার সর্ব্বাবাসী ত্রুটিকারীর অবস্থার ও বাসস্থানের বিষয় সময়ে২ মৌখিক জানিয়া লইবেন। যদি জানিতে পান যে ত্রুটিকারী সেই বাকী জরিমানা দিতে সমর্থ তবে যে মাজিষ্ট্রেটের এলাকা আছে তাহার স্থানে ওয়ারেন্ট পাইবার জন্য পোলীস কর্ম্মচারী অবিলম্বে সেই বিষয়ের রিপোর্ট করিবেন। অন্য সকল স্থলে 'সংবাদ নাই' মন্তব্যের ঘরে এই কথা মাত্র লিখিয়া তাহাতে তারিখ দিবেন।

২২। মাজিষ্ট্রেট সাহেব প্রত্যেক স্থলে ওয়ারেন্ট দেওন কি না দেওন বিষয়ে স্বেচ্ছামতে কর্ম্ম করিবেন ও উচিত জ্ঞান করিলে তাহা দিবার পূর্ব্বে উচ্চ পদস্থ পোলীসের কর্ম্মচারী দ্বারা অনুসন্ধান হইবার আজ্ঞা দিবেন।

২৩। প্রথম ওয়ারেন্টের পর এই প্রকারে ওয়ারেন্ট পোলীস থানার রেজিষ্টরে লাল কালি দিয়া লিখিতে হইবে কিন্তু তাহা নূতন দেওয়া বলিয়া জ্ঞান হইবে। প্রথম ওয়ারেন্টের নম্বর ও সংখ্যা মন্তব্যের ঘরে উল্লেখ করা যাইবে।

২৪। ত্রুটিকারীর মৃত্যুর কথা রিপোর্ট হইলে সে অপরাধীর কোন প্রকারের কোন সম্পত্তি কোন স্থানে রাখিয়া গিয়াছে কিনা ইহার একবার চূড়ান্ত দাঁড়ামতে অনুসন্ধান করা যাইবে।

২৫। যে সকল জরিমানা আদায় হইল তাহা কোর্ট ইনস্পেক্টরের নিকট ফিরিয়া দেওয়া ওয়ারেন্টের সঙ্গে পাঠাইতে হইবে।

২৬। মাজিষ্ট্রেট সাহেব তিন মাসের মধ্যে অন্ততঃ একবার প্রত্যেক থানার রেজিষ্টর তলব করিয়া কোর্ট ইনস্পেক্টরের রেজিষ্টরের সঙ্গে মিলাইবেন। তিনি আরো এই কথা দেখিবেন যে নিরূপিত স্থলে পোলীসের অনুসন্ধান করা গিয়াছে ও উপযুক্ত মতে তাহা লেখা গিয়াছে।

২৭। ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব পরিদর্শনার্থ বার্ষিক ভ্রমণ কালে অথবা অন্য যে২ সময় উচিত জ্ঞান করেন সেই২ সময়ে জরিমানার রেজিষ্টর পরীক্ষা করিয়া ত্রুটিকারীর মৃত্যুপ্রযুক্ত কিম্বা

দিনের অধিক সময় নিরূপণ হইবে না। অর্থদণ্ড আদায় না হইলে আদালত অবিলম্বে কারাদণ্ডাজ্ঞা সাধন করিবার আজ্ঞা দিতে পারিবেন।

বারম্বার অনুসন্ধান করিয়া সংবাদ নাই নিশ্চয় জানা গেলে পর সেই জরিমানার টাকা অনাদেয় বলিয়া লিখিবার আজ্ঞা দিবেন

২৮ সব ইন্‌স্পেক্টরের নিম্নপদস্থ কোন কর্মচারীর প্রতি ২০, ২১ ও ২২ দফায় লিখিত বিষয়ের অনুসন্ধান করিবার আজ্ঞা হইবে না

A

জেলা———মাজিষ্ট্রেটের আদালতের অধীন কোর্ট ইন্‌স্পেক্টরের ১৮৮১ সালের———মাসের জরিমানার রেজিষ্টরী বহী।

১	মাসের ক্রমিক নম্বর	
২	মোকদ্দমার নম্বর	
৩	যে বিচারক কর্তৃক জরিমানা হয় তাঁহার নাম	
৪	আসামীর নাম ও অপরাধ	
৫	দণ্ডাজ্ঞার তারিখ	
৬	জরিমানার পরিমাণ	
৭	না দিতে পারার হেতু কারাবাস	
৮	যে পরিমাণ রহিত বা কমা হয়	
৯	ওয়ারেণ্ট বাহির হওয়ার তারিখ	
১০	যে থানাতে পাঠান যায়	
১১	ওয়ারেণ্ট ফেরত আইসার তারিখ	
১২	যে পরিমাণ আদায় হয়	
১৩	বাকি	
১৪	যে পরিমাণ ট্রেজারিতে দেওয়া হয়	
১৫	ট্রেজারারের দস্তখত	
১৬	কোর্ট ইন্‌স্পেক্টরের দস্তখত	
১৭	চালানের মুহরীর দস্তখত	
১৮	ম্যাজিষ্ট্রেটের দস্তখত	
১৯	যে তারিখে জরিমানা আদায়ের সংবাদ জেলে পাঠান যায়	
২০	ওয়ারেণ্ট জারি হওয়ার পর যে তারিখে জেল হইতে তাহার নোটিস ফেরত পাওয়া যায়	
২১	মন্তব্য	

যে ওয়ারেন্ট দিতে পারেন তাঁহার কথা

৩৮৬ ধারা। যে [illegible] মাজিষ্ট্রেট দণ্ডাজ্ঞা করেন তিনি অথবা তাঁহার উত্তরপদধারী দণ্ডাজ্ঞা সাধনের ওয়ারেন্ট দিতে পারিবেন

B

জেলা———অধীন———পোলীস ষ্টেসনের এলাকাধীন ফৌজদারী মোকদ্দমার ———মাসে জরিমানা আদায়ের ওয়ারেন্টের বহী

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
বৎসরের ক্রমিক নম্বর	ওয়ারেন্টের নম্বর	যে আদালত হইতে প্রেরিত হয়	দণ্ডিতের নাম ও [illegible]	[illegible]	ওয়ারেন্টের তারিখ	প্রাপ্তির তারিখ	[illegible] তারিখ	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

যে স্থানে এক জেলায় জরিমানা হওয়া তাহা অন্য জেলায় আদায় করিতে হয় তাহাতে নিম্নলিখিত প্রণালী অবলম্বন করিতে হইবে

১। যে আদালতে জরিমানা হইল সেই আদালত যে জেলায় দণ্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তির সম্পত্তি থাকে বিবেচনা করেন তথাকার মাজিষ্ট্রেটের নামে জরিমানা আদায়ের ওয়ারেন্ট প্রেরণ করিবেন। সেই জেলার মাজিষ্ট্রেট ঐ ওয়ারেন্ট প্রাপ্ত হইয়া তাঁহার নিজের জেলার জরিমানা আদায় করিতে হইলে যেরূপ কার্য্য করিতেন তদ্রূপ কার্য্য করিবেন। ঐ ওয়ারেন্টে নিম্নলিখিত বিবরণ লিখিতে হইবে।

দণ্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তির নাম। যে দণ্ড হইয়াছে তাহা। দণ্ড হওয়ার তারিখ। দণ্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তি যে জেলে কয়েদ থাকে তাহা। ওয়ারেন্ট যে আদালত কর্তৃক প্রেরিত হয় তাহার নাম।

কেবল কশাঘাত দণ্ডের আজ্ঞামত কার্য্য হইবার কথা

৩১০ ধারা। অভিযুক্ত ব্যক্তির প্রতি কেবল কশাঘাতদণ্ডের আজ্ঞা হইলে আদালতের আদেশমত স্থানে ও সময়ে উক্ত দণ্ড অনুযায়ী কার্য্য হইবে।

২। এইরূপে যত জরিমানা আদায় হয় তাহা ঐ আদায়কারী আদালতের অন্যান্য আদায়ী টাকার সহিত স্থানীয় ট্রেজুরিতে প্রেরিত হইবে। ঐ টাকা স্থানীয় জরিমানার টাকা হইতে পৃথকরূপে দেখাইতে হইবে এবং ট্রেজুরি অফীসর পৃথকরূপে তাহার রসিদ দিবেন। যে জেলায় এইরূপ জরিমানা আদায় হইবে তথাকার জরিমানার রেজিষ্টরীতে উহার কোন উল্লেখ করিতে হইবে না। কিন্তু কোর্ট ইনস্পেক্টরের ক্যাস বহীতে এই সকল টাকা জমা করিতে হইবে এবং তাহার জরিমানার নথার নিম্নভাগে অন্যান্য জেলার বাবদ যে সকল জরিমানা আদায় হয় তাহার মোট পরিমাণ লিখিয়া দিতে হইবে এবং একাউণ্টাণ্ট জেনরেলের আপীসে সকল হিসাব তুলন ও সমসংশোধন হইতে পারে এই উদ্দেশ্যে প্রত্যেক জেলার টাকা সাবধানতার সহিত বিভিন্ন করিয়া দেখাইয়া দিতে হইবে।

৩। একরূপ জরিমানা আদায় হইলে যে আদালত জরিমানা করিয়াছেন তাঁহার নিকট তাহার ওয়ারেণ্ট ও ট্রেজুরির রসিদ অবিলম্বে প্রেরণ করিলে ঐ আদায়ের সংবাদ অবগত হইবেন। ট্রেজুরির রসিদ অর্থাৎ চালানের নির্দিষ্ট ভাগ এইরূপ জরিমানার টাকা প্রেরক বা বিশেষরূপে নির্দিষ্ট উক্ত কর্মচারী তাঁহার জরিমানার বহীতে এই আদায়ের বিষয় লিখিবেন ও একাউণ্টাণ্ট জেনরেলের নিকট তাঁহার মাসিক যে জরিমানার নক্সা দিতে হয় তন্মধ্যে ঐ টাকা লিখিয়া দিতে হইবে ও তাহার পার্শ্বে যে ট্রেজুরিতে ঐ টাকা দেওয়া হইয়াছে ও দেওয়ার তারিখ লিখিয়া দিতে হইবে।

৪। যে কর্মচারী জরিমানা করেন তিনি জেলরের নিকট আদায়ের সংবাদ লিখিবেন।

৫। যে কর্মচারী প্রথমতঃ নিজে টাকা প্রাপ্ত হন তাহা হইতে অবশেষে যিনি টাকা প্রেরণ করেন সেই কর্মচারী পর্য্যন্ত যে সকল কর্মচারিগণ টাকা আদায় ও প্রেরণ কার্য্যে লিপ্ত থাকেন সকলেই টাকা গ্রহীতার নিকট রসিদ চাহিতে বাধ্য। রীতিমত রসিদ প্রাপ্ত না হওয়া পর্য্যন্ত কোন কর্মচারীর দায়িত্ব শেষ হইবে না।

৬। যে সকল স্থলে অন্য জেলার জরিমানাকারকের নিকট ট্রেজুরির রসিদ প্রেরণ করিয়া জরিমানা আদায়ের বিষয় জানাইতে হয় সেই২ স্থলে রসিদ প্রাপ্তি সংবাদ পাঠাইতে অনুচিত বিলম্ব হইলে স্মরণার্থ তাগিদ দেওয়া কোর্ট ইনস্পেক্টরের কর্ত্তব্য বটে।

৭। যে কোন আইনানুসারে যে কোন জরিমানা হয় তাহা কেবল জরিমানাকারক আদালত অথবা তাহা আদায় করিবার জন্য ওয়ারেণ্ট প্রাপ্ত কর্মচারীর নিকট দিতে হইবে। জেলরগণকে জরিমানার টাকা গ্রহণ করিবার ক্ষমতা দেওয়া হয় নাই অতএব জেলরগণ যে কোন অবস্থায় হউক না কেন জরিমানা বাবদ কোন টাকা গ্রহণ করিতে পারিবেন না।

৩৯১ ধারা। * যে মোকদ্দমায় আপীল হইতে পারে এমত মোকদ্দমায় কোন ব্যক্তির কারাদণ্ডের সহিত কশাঘাত দণ্ডের আজ্ঞা হইলে ঐ দণ্ডাজ্ঞার তারিখ অবধি পঞ্চদশ দিন গত না হইলে কিম্বা তৎকালের মধ্যে যদি আপীল হইয়া থাকে তবে আপীল আদালত ঐ দণ্ডাজ্ঞা দৃঢ় না করিলে কশাঘাত করিতে হইবে না; কিন্তু সেই পঞ্চদশ দিন গত হইলে পর যত শীঘ্র হইতে পারে কশাঘাতদণ্ড হইবে কিম্বা যদি আপীল হইয়া থাকে তবে আপীল আদালতের সেই দণ্ডের আজ্ঞা দৃঢ় করণসূচক আজ্ঞা পাইলে পর যত শীঘ্র হইতে পারে দণ্ড হইবে

কারাদণ্ডের সহিত কশাঘাত দণ্ডের আজ্ঞা হইলে কশাঘাত করিবার কথা

অন্য কি মাজিষ্ট্রেট সাহেব আপনার সম্মুখে দণ্ড দিবার আজ্ঞা না করিলে, জেলের অধ্যক্ষের সম্মুখে কাশাঘাত দণ্ড দেওয়া যাইবে

৩৯২ ধারা। † ১৬ বৎসরের কি তাহার ঊর্দ্ধ বয়সের ব্যক্তির সেই দণ্ডের আজ্ঞা হইলে অন্যূন আধ ইঞ্চি মোটা পাতলা বেত দ্বারা স্থানীয় গভর্ণমেণ্ট যেরূপে ও শরীরের যে স্থানে কশাঘাত করিবার আদেশ করেন

ঐ দণ্ড যেরূপে দিতে হইবে তাহার কথা

১৮৬৭ সালের ৬১ নম্বর সারকিউলরের সংযোজন

কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে জরিমানা দণ্ড হইলে তাহা না দেওয়া হেতু তৎপরিবর্ত্তে দ্বীপান্তর-বাসের আজ্ঞা হইতে পারে না। ৫ঃ ব. রিঃ ৫ মাজাঃ ২৮।

* প্রথম অপরাধ হেতু কারাদণ্ডের সহিত কশাঘাত দণ্ডের আদেশ করা অন্যায় ১ উঃ রিঃ ৪৪ ৮৫ উঃ রিঃ ১। ২ উঃ রিঃ ৩ কোন মাজিষ্ট্রেট কোন ব্যক্তির প্রতি কশাঘাত ও ৬ মাস কারাবাস দণ্ডাজ্ঞার আদেশ করিয়া এই হুকুম প্রদান করেন যে ঐ ব্যক্তির কারামোচনের পূর্ব্বে কশাঘাতের আজ্ঞা পালন হইবে তাহাতে হাইকোর্ট এই মীমাংসা করেন যে এমতাবস্থায় কশাঘাত আজ্ঞা প্রদান হইতে পারে না ২০ উঃ রিঃ ১২। এক সময়ে দুই প্রকার অপরাধ হেতু কোন ব্যক্তি দোষী সাব্যস্ত হইলে তৎপ্রতি এক অপরাধ জন্য কশাঘাত ও অন্য অপরাধ জন্য কারাবাস কিম্বা জরিমানা দণ্ডের আদেশ করা অবৈধ। ৭ উঃ রিঃ ৪১ ইহার বিরুদ্ধে ২২ উঃ রি ৮৯ পৃষ্ঠার নজির দেখ। কোন ব্যক্তি চুরী মোকদ্দমায় দণ্ড প্রাপ্ত হইয়া তৎপর চোর্য্য মাল রাখা হেতু দোষী সাব্যস্ত হইলে তৎপ্রতি কশাঘাত দণ্ডাজ্ঞা হইতে পারে কারণ ঐ উভয় অপরাধ একই অপরাধ নহে ৫. রা: রি: ১ আপীল ৬

† অল্প বয়স্ক কোন বালক চুরী করিলে তাহার প্রতি বেত্র কশাঘাত দণ্ড করা উচিত। দেখ উঃ রিঃ ১৮

তদনুসারে ঐ দণ্ড হইবে। অপরাধী ষোল বৎসরের ন্যূনবয়স্ক হইলে পাঠশালার শাসনের ন্যায় লঘুবেত্রে প্রহার হইবে

কশাঘাতের ঊর্দ্ধ সংখ্যার কথা

কোন স্থলে উক্ত দণ্ড ৩০ ঘার অধিক হইবে না

৩৯৩ ধারা * কশাঘাতদণ্ড ভাগ২ করিয়া সাধন করিতে হইবে না; এবং নিম্নলিখিত ব্যক্তিদের কাহারও কশাঘাত দণ্ড হইবে না যথা,

ভাগ২ করিয়া না মারিবার কথা।

মুক্ত থাকার কথা।

(ক) স্ত্রীলোকদের,

(খ) যে পুরুষদের প্রাণদণ্ড বা দ্বীপান্তর প্রেরণ দণ্ড বা দণ্ডরূপ পরিশ্রম বা পাঁচ বৎসরের অধিককালের কারাদণ্ডের আজ্ঞা হয় তাহাদের;

(গ) যে পুরুষদিগকে আদালত পঁয়তাল্লিশ বৎসরের অধিক বয়স্ক বিবেচনা করেন সেই পুরুষদের।

৩৯৪ ধারা শরীরের স্বাস্থ্য বিবেচনায় অপরাধী ঐ দণ্ড সহ্য করিতে পারে চিকিৎসক বর্ত্তমান থাকিয়া ইহার সার্টিফিকেট দিলে কিম্বা চিকিৎসক না থাকিলে তৎস্থানে উপস্থিত মাজিষ্ট্রেট কি কার্য্যকারক এইরূপ বোধ করিলে ঐ কশাঘাত দণ্ড সাধন হইবে নচুবা নয়।

অপরাধীর শরীর অসুস্থ থাকিলে ঐ দণ্ড না হইবার কথা।

কশাঘাত করা যাইতেছে এমন সময়ে অপরাধীর শরীর গতিক বিবেচনায় তাহার আর প্রহার সহ্য হয় না চিকিৎসক ইহা সংক্ষিপ্তরূপে কহিলে কিম্বা মাজিষ্ট্রেট কি কার্য্যকারক উপস্থিত থাকেন তিনি এমত বোধ করিলে দণ্ড একবারে স্থগিত করা যাইবে।

দণ্ডসাধন স্থগিত হইবার কথা।

---

*যে ব্যক্তির বিরুদ্ধে প্রাণদণ্ড কিম্বা দ্বীপান্তর কিম্বা ৫ বৎসরের অধিক কালের কারাবাস দণ্ড প্রবল থাকে তাহার প্রতি কশাঘাত দণ্ডাজ্ঞা হইতে পারে না। যদি ঐ সকল দণ্ডাজ্ঞা মধ্যে কোন একটী দণ্ডাজ্ঞা হওয়ার পূর্ব্বে কশাঘাতের আদেশ হয় এবং তৎপরে প্রথমোক্ত দণ্ডাজ্ঞা মধ্যে কোন একটী দণ্ডাজ্ঞা প্রদান হয় তবে তৎপ্রতি কশাঘাত দণ্ড সম্পাদন করা আইন বিরুদ্ধ হইবে ইঃ লঃ রিঃ ১ মান্দ্রাজ ৭৩।

৩১৫ ধারা ৩১৪ ধারামতে কশাঘাত দণ্ডের আজ্ঞা হইয়াও তাহা সম্পূর্ণরূপে কিম্বা তাহার একাংশ হইবার বাধা হইলে যে আদালত ঐ দণ্ডের আজ্ঞা করেন সেই আদালত যত কাল ঐ দণ্ড আজ্ঞা সংশোধন না করেন তত কাল অপরাধীকে হেফাজতে রাখিতে হইবে, ও সেই আদালত স্বীয় বিবেচনামতে দণ্ডাজ্ঞা রহিত হইবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন অথবা কশাঘাত দণ্ডের পরিবর্ত্তে কিম্বা ঐ দণ্ডের যে অংশ দেওয়া যাইতে পারে নাই তৎপরিবর্ত্তে তাহার বার মাসের অনধিক কারা দণ্ডের আজ্ঞা করিতে পারিবেন এমন স্থলে সেই অপরাধের নিমিত্তে কশাঘাত ভিন্ন অপরাধীর অন্য দণ্ডের আজ্ঞা হইলে ঐ কারাদণ্ড তদতিরিক্ত হইবে

৩১৪ ধারামতে দণ্ড হইতে না পারিলে যাহা করিতে হইবে তাহার কথা

অভিযুক্ত ব্যক্তি আইনমতে যত কালের কারাদণ্ডের যোগ্য কিম্বা কোন আদালত যত দণ্ডের আজ্ঞা করিতে সক্ষম এই ধারার কোন কথাক্রমে উক্ত আদালতের প্রতি তদধিক কারাদণ্ড দিবার ক্ষমতা দেওয়া গেল এরূপ জ্ঞান করিতে হইবে না।

৩১৬ ধারা পলাতক বন্দীর প্রতি এই আইনমতে প্রাণদণ্ডের কি অর্থদণ্ডের কি কশাঘাত দণ্ডের আজ্ঞা হইলে পূর্ব্বলিখিত বিধানের নিয়মাধীনে তৎক্ষণাৎ ঐ দণ্ডের আজ্ঞামতে কার্য্য হইবে এবং কারাদণ্ডের কি দণ্ডরূপ পরিশ্রম কি দ্বীপান্তর প্রেরণ দণ্ডের আজ্ঞা হইলে নিম্নলিখিত বিধিক্রমে কার্য্য হইবে

পলাতক বন্দিদের উপর দণ্ড আজ্ঞা সাধন করিবার কথা

পলাতক বন্দী যে দণ্ডভোগ হইতে পলায়ন করে তাহার তদপেক্ষা কঠিন দণ্ডের আজ্ঞা হইলে তৎক্ষণাৎ ঐ নূতন দণ্ডের আজ্ঞামতে কার্য্য হইবে

বন্দী যে দণ্ড ভোগ হইতে পলায়ন করে নূতন দণ্ডের আজ্ঞা তদপেক্ষা কঠিন না হইলে পলায়ন সময়ে তাহার সেই পূর্ব্বের কারা দণ্ড কিম্বা স্থলবিশেষে দণ্ডরূপ পরিশ্রম দণ্ড কি দ্বীপান্তর প্রেরণ দণ্ড ভোগের যত কাল বাকি ছিল আর তত কাল ঐ দণ্ডভোগের পরে ঐ নূতন দণ্ডের আজ্ঞামতে কার্য্য হইবে

ব্যাখ্যা।—এই ধারার তাৎপর্য্যে—

(ক) কারাদণ্ডের আজ্ঞা অপেক্ষা দ্বীপান্তর প্রেরণ কি দণ্ডরূপ পরিশ্রম দণ্ডের আজ্ঞা কঠিন জ্ঞান হইবে

(খ) নির্জ্জন কারাবদ্ধ হওনের আজ্ঞা বিনা যে কারাদণ্ডের আজ্ঞা হয়, তদপেক্ষা নির্জ্জন কারাবদ্ধ হওন সহিত সেই প্রকারের কারাদণ্ডের আজ্ঞা কঠিন জ্ঞান হইবে ; ও

(গ) নির্জ্জন কারাবদ্ধ হওনের আজ্ঞা সহিত কি তদ্বিনা সামান্য কারাদণ্ড অপেক্ষা কঠোর কারাদণ্ডের আজ্ঞা কঠিন জ্ঞান হইবে

এক অপরাধের দণ্ডভোগী অপরাধীর উপর অন্য অপরাধের দণ্ডের কথা

৩৯৭ ধারা কোন ব্যক্তি কারাদণ্ড কি দণ্ডরূপ পরিশ্রম দণ্ড কি দ্বীপান্তর প্রেরণ দণ্ড ভোগ করিতেছে এমন সময়ে যদি আবার দণ্ডাজ্ঞা হইয়া তাহার কারাদণ্ডের কি দণ্ডরূপ পরিশ্রম দণ্ডের কিম্বা দ্বীপান্তর প্রেরণ দণ্ডের আজ্ঞা হয়, তবে পূর্ব্ব আজ্ঞামতে কারাদণ্ডের কি দণ্ডরূপ পরিশ্রম দণ্ডের কি দ্বীপান্তর প্রেরণ দণ্ডের মিয়াদ ফুরাইলেই ঐ দ্বিতীয় কারাদণ্ডের কি দণ্ডরূপ পরিশ্রম দণ্ডের কি দ্বীপান্তর প্রেরণ দণ্ডের আরম্ভ হইবে।

কিন্তু যৎকালে কারাদণ্ড ভোগ করিতেছে তৎকালে তাহার অন্য অপরাধ প্রমাণ হইয়া দ্বীপান্তর প্রেরণ দণ্ডের আজ্ঞা হইলে, সেই দণ্ডভোগ অগৌণেই অথবা পূর্ব্ব আজ্ঞামতে কারাদণ্ডের মিয়াদ ফুরাইলে পর ঐ অন্য দণ্ডের মিয়াদ আরম্ভ হইবে, কোর্ট স্বীয় বিবেচনামতে ইহার একতর আজ্ঞা করিতে পারিবেন

৩৯৬ ও ৩৯৭ ধারা সম্বন্ধে সংরক্ষণের কথা

৩৯৮ ধারা পূর্ব্ব কি পশ্চাৎকৃত অপরাধ নির্ণয় ক্রমে কোন ব্যক্তি যে দণ্ডের যোগ্য হয়, ৩৯৬ কি ৩৯৭ ধারার কোন কথা দ্বারা তাহার কোন অংশ ক্ষমা হইল এমত জ্ঞান করিতে হইবে না।

অল্পবয়স্ক অপরাধীদিগকে চরিত্র সংশোধনালয়ে বদ্ধ করিবার কথা

৩৯৯ ধারা। কোন অপরাধের নিমিত্তে ফৌজদারী আদালত কর্ত্তৃক ষোলবৎসরের ন্যূন বয়সের কোন ব্যক্তির কারাদণ্ডের আজ্ঞা হইলে, তাহাকে অপরাধীদের কারাগারে বদ্ধ না করাইয়া চরিত্র সংশোধনালয়ে যে আলয়ে উপযুক্তমত শাসন করিবার ও উপকারজনক কোন শিল্পবিদ্যা শিক্ষা করিবার সদুপায় থাকে, স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট এমত যে সংশোধনালয় বালকদের বদ্ধ থাকার উপযুক্ত স্থান বলিয়া স্থাপন করেন, অথবা তদ্রূপ যে আলয়ের কর্ত্তা তথাকার বদ্ধ ব্যক্তিদের শাসন ও পালনাদি বিষয়ে গবর্ণমেণ্টের বিধি-

মতে কার্য্য করিতে সম্মত হন, ঐ আদালত উক্ত অপরাধী বালকের সেই স্থানে বদ্ধ হইবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

যাহারা এই ধারামতে বদ্ধ হয়, তাহারা তদ্রূপ নির্দ্দিষ্ট বিধির অধীন থাকিবে।

দণ্ডাজ্ঞা সাধন হইলে ওয়ারণ্ট ফিরাইয়া দিবার কথা।

৪০০ ধারা দণ্ডাজ্ঞামত কার্য্য সম্পূর্ণরূপে সাধন করা গেলে পর, যে কার্য্যকারক তাহা সাধন করিবেন তিনি তাহা যেরূপে সাধন করা গিয়াছে ওয়ারণ্টের পৃষ্ঠে তাহার সার্টিফিকেট লিখিয়া স্বাক্ষর করিয়া যে আদালত হইতে ওয়ারণ্ট বাহির হয় সেই আদালতে ফিরাইয়া পাঠাইবেন

---

২৯ উনত্রিংশ অধ্যায়।

দণ্ড স্থগিত রাখিবার ও ক্ষমা করিবার ও পরিবর্ত্তন করিবার বিধি

দণ্ড স্থগিত রাখিবার কি ক্ষমা করিবার ক্ষমতার কথা

৪০১ ধারা কোন অপরাধের নিমিত্তে কোন ব্যক্তির দণ্ডের আজ্ঞা হইলে মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুক্ত গবর্ণর জেনরল সাহেব কিম্বা স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট কোন সময়ে নিয়ম ব্যতিরেকে কিম্বা ঐ ব্যক্তি যে নিয়মে গ্রাহ্য করে এমত নিয়ম করিয়া সেই দণ্ডাজ্ঞা সাধন স্থগিত করিতে কি তৎপ্রতি যে দণ্ডের আজ্ঞা হয় সেই সম্পূর্ণ দণ্ড বা তাহার এক অংশ ক্ষমা করিতে পারিবেন।

মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুক্ত গবর্ণর জেনরল সাহেবের অথবা স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের নিকটে দণ্ড স্থগিত কি ক্ষমা করিবার নিমিত্ত প্রার্থনা করা গেলে, যে আদালতের সম্মুখে অপরাধ নির্ণয় হয়, কিম্বা যে আদালত কর্ত্তৃক ঐ অপরাধ নির্ণয় দৃঢ় করা যায় মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুক্ত গবর্ণর জেনরল সাহেব কি, স্থলবিশেষে, স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট সেই আদালতের কর্ত্তৃপক্ষকে উক্ত প্রার্থনা গ্রাহ্য করা উচিত কি না এই বিষয়ে আপনার মত ও ঐ মতের যেং হেতু থাকে তাহা লিখিয়া পাঠাইবার আদেশ করিতে পারিবেন।

কোন ব্যক্তির অনুকূলে দণ্ড স্থগিত কি ক্ষমা করা গেলে, সে যদি মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল সাহেবের কিম্বা স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের নির্দ্দিষ্ট নিয়ম পালন না করে, তবে মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল সাহেব কিম্বা স্থলবিশেষে স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট সেই স্থগিত করণ কি ক্ষমা রহিত করিতে পারিবেন। তাহা হইলে যদি সে মুক্ত থাকে কোন পোলীস কর্ম্মকারক তাহাকে ওয়ারণ্ট বিনা ধরিতে পারিবেন এবং দণ্ডের অবশিষ্ট অংশ ভোগ করিবার জন্য তাহাকে ফিরিয়া পাঠান যাইতে পারিবে

শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর ক্ষমা করিবার কি দণ্ড গৌণ কি স্থগিত করিবার কিম্বা দণ্ড হইতে মুক্ত করিবার যে অধিকার আছে, এই ধারার কোন কথাক্রমে তাহার ব্যাঘাত হইল এমন জ্ঞান করিতে হইবে না

দণ্ড পরিবর্ত্তন করিবার ক্ষমতার কথা।

৪০২ ধারা। কোন ব্যক্তির নিম্নলিখিত কোন দণ্ডের আজ্ঞা হইলে মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুক্ত গবর্ণর জেনরল সাহেব কিম্বা স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট ঐ ব্যক্তির সম্মতির অপেক্ষা না করিয়া কোন দণ্ডের পরিবর্ত্তে তৎপশ্চাল্লিখিত অন্য কোন দণ্ডের আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

প্রাণদণ্ড, দ্বীপান্তর প্রেরণ দণ্ড, দণ্ডরূপ পরিশ্রম, ঐ ব্যক্তির যত কারাদণ্ড হইতে পারিত তাহার অনধিক কালের কঠোর কারাদণ্ড, ঐরূপ কালের নিমিত্ত সামান্য কারাদণ্ড, অর্থদণ্ড

---

৩০ ত্রিংশ অধ্যায়।

পূর্ব্বে অপরাধ নির্ণয় কি নির্দ্দোষ নিরূপণবিষয়ক বিধি

যে ব্যক্তি একবার নির্দ্দোষী কি অপরাধী বলিয়া নির্ণয় হইল তাহার সেই অপরাধে পুনরায় বিচার না হইবার কথা।

৪০৩ ধারা ■ কোন অপরাধের নিমিত্তে উপযুক্ত ক্ষমতাপন্ন আদালত কর্ত্তৃক কোন ব্যক্তির একবার বিচার হইয়া তাহার সেই অপরাধ নির্ণয় হইলে কিম্বা তাহাকে নির্দ্দোষী করা গেলে, যত কাল সেই অপরাধ নির্ণয়ের কিম্বা নির্দ্দোষ করণের আজ্ঞা প্রবল থাকে, ততকাল সেই অপরাধহেতুক, কিম্বা ২৩৬ ধারামতে তাহার

■ বাদী কোন মোকদ্দমা উঠাইয়া লইলে তাহাতে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে নির্দ্দোষী করণের ■

নামে সেই বৃত্তান্তমূলক অন্য যে অপরাধের অভিযোগ হইতে পারিত কিম্বা ২৩৭ ধারামতে তাহার যে অপরাধ নির্ণয় হইতে পারিত, এমত অন্য কোন অপরাধহেতুক তাহার পুনর্বিচার হইতে পারিবে না।

কোন ব্যক্তির কোন অপরাধ নির্ণয় হইলে কিম্বা তাহাকে নির্দ্দোষী করা গেলে পর, যদি সেই বিচারকালে ২৩৫ ধারার ১ প্রকরণমতে তাহার নামে কোন অপরাধহেতুক স্বতন্ত্র অভিযোগ হইতে পারিত, তবে পশ্চাৎ সেই অপরাধের নিমিত্ত তাহার বিচার হইতে পারিবে।

হইবে। ১৯ উঃ রিঃ ৫৫ এবং কমিসনর সাহেবের আদেশানুসারে জেলার মাজিষ্ট্রেট ঐ রূপ মোকদ্দমা পুনরুত্থান করিতে পারেন না ২০ উঃ রিঃ ৬৪।

কোন মোকদ্দমায় অভিযুক্ত ব্যক্তিকে ছাড়িয়া দিলে জেলার মাজিষ্ট্রেট অধীন মাজিষ্ট্রেটকে ঐ মোকদ্দমা পুনরুত্থান করিতে আদেশ করিতে পারেন ২০ উঃ রিঃ ১৩ ঐরূপ ছাড়িয়া দেওয়ার পর উপযুক্ত কারণ থাকিলে জেলার মাজিষ্ট্রেট ঐ ব্যক্তির বিরুদ্ধে উক্ত অভিযোগ হেতু নূতন নালিশ গ্রহণ করিতে সক্ষম ২০ উঃ রিঃ ৪৭ কিন্তু নূতন নালিশ না হইলে ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট কর্ত্তৃক যে প্রমাণ গৃহীত হয় তৎপ্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া অধিক প্রমাণ গ্রহণ করিতে আদেশ করিতে পারেন না ২৫ উঃ রিঃ ৭১। এবং অধীন মাজিষ্ট্রেট কর্ত্তৃক যে প্রমাণ গৃহীত হইয়াছে তদ্ব্যতীত অভিযুক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে নূতন প্রমাণ পাইবার সম্ভাবনা না থাকিলে জেলার মাজিষ্ট্রেট ঐ মোকদ্দমা পুনরুত্থাপন করিতে পারেন না ইঃ লঃ রিঃ ২ কলি ৪০৫ ইঃ লঃ রিঃ ২ বোম্বাই ৫৭৬

কোন অভিযুক্ত ব্যক্তিকে নির্দ্দোষী বলিয়া খালাস দিলে তাহাকে ছাড়িয়া দেওয়া গণ্য হইবে না। এবং যে অপরাধে তাহাকে নির্দ্দোষী বলা হয় ঐ অপরাধ হেতু তাহার পুনর্ব্বার বিচার হইতে পারিবে না ১০ উঃ রিঃ ১০। অভিযোগ পত্র সম্বন্ধে না করিয়া কোন মাজিষ্ট্রেট কর্ত্তৃক কোন অভিযুক্ত ব্যক্তি কোন মোকদ্দমায় নির্দ্দোষী সাব্যস্ত হইলে তাহাতে তাহার পুনর্বিচার হইতে পারে না ২ঃ লঃ রিঃ ৩ মাদ্রাজ ২২৯

বন্ধ হওয়ার অনুপযুক্ত মোকদ্দমা বন্ধ হইলে তাহা পুনরুত্থাপন হইতে পারে। ইঃ লঃ রিঃ ১ বোম্বাই ৬৪ কোন মোকদ্দমা বিচার করিতে মাজিষ্ট্রেটের এলাকা না থাকা হেতুবাদে সেশন জজ ঐ মোকদ্দমার নিষ্পত্তি রহিত করত অভিযুক্ত ব্যক্তিকে ছাড়িয়া দিলে, তদ্বিরুদ্ধে ঐ মোকদ্দমা পুনরুত্থাপন হইতে পারে। ইঃ লঃ রিঃ ১ মান্দ্রাজ ৬৮।

ফৌজদারী মোকদ্দমায় কোন অভিযোগ হেতু পূর্ব্বে বিচার হইয়াছে বলিয়া পরে বিচার হইতে পারে না এমত আপত্তি হইলে ইহা দেখিতে হইবে যে ঐ পূর্ব্ব নিষ্পত্তি উপযুক্ত এলাকাবিশিষ্ট মাজিষ্ট্রেট কর্ত্তৃক আইন সিদ্ধ রূপে হইয়াছে ২ উঃ রিঃ ৯ ১২ উঃ রিঃ ৪২ কোন হাঙ্গামা মোকদ্দমায় এক ব্যক্তি বিচারান্তে খালাস পাইলে তজ্জন্য মোকদ্দমায় অন্যান্য

কোন ক্রিয়া সম্পর্কে যে অপরাধ হয় কোন ব্যক্তির সেই অপরাধ নির্ণয় হইলে, সেই ক্রিয়া হইতে যে ফল উৎপন্ন হয় যদি ঐ ক্রিয়া সহযোগে সেই ফলটি ঐ অপরাধ হইতে ভিন্ন অপরাধ হয়, তবে যে সময়ে তাহার অপরাধ নির্ণয় হইল সেই সময়ে সে ফল না হইয়া থাকিলে কিম্বা হইলেও আদালত তাহা অবগত না থাকিলে, শেষোক্ত অপরাধহেতুক সেই ব্যক্তির পশ্চাৎ বিচার হইতে পারিবে

কোন ক্রিয়ামূলক কোন অপরাধে কোন ব্যক্তিকে নির্দ্দোষ করা গেলে কিম্বা তাহার অপরাধ নির্ণয় হইলে পর যদি সেই ক্রিয়ামূলক ঐ ব্যক্তি অন্য কোন অপরাধ করিয়া থাকে ও যে আদালত প্রথমে তাহার বিচার করিয়াছিলেন পশ্চাৎ ঐ ব্যক্তির সেই অন্য অপরাধের অভিযোগে সেই আদালত তাহার বিচার করিতে সক্ষম না হন তবে পূর্ব্বে নির্দ্দোষী করা গেলেও কি অপরাধ নির্ণয় হইলেও সেই অন্য অপরাধহেতুক পশ্চাৎ তাহার নামে অভিযোগ তাহার বিচার হইতে পারিবে

ব্যাখ্যা —নালিশ ডিসমিস করা গেলে, কিম্বা ২৪৯ ধারামতে কার্য্যানুষ্ঠান স্থগিত করা গেলে, কিম্বা অভিযুক্ত ব্যক্তিকে ছাড়িয়া দেওয়া গেলে, কিম্বা ২৭৩ ধারামতে অভিযোগপত্রে কোন কথা লেখা গেলে, তাহা এই ধারার অভিপ্রায়ানুযায়ী নির্দ্দোষ করণ হয় না।

উদাহরণ

(ক) আনন্দ চাকর হইয়া চুরি করিয়াছে এই অভিযোগে বিচার হইয়া তাহাকে নির্দ্দোষ করা গেল তাহা হইলে ঐ নির্দ্দোষ করণের আজ্ঞা প্রবল থাকিতে আনন্দের নামে সেই বৃত্তান্ত ধরিয়া চাকরস্বরূপ চুরি করিবার

ব্যক্তির বিচার হইতে কোন বাধা হইবে না। পোলীস কর্তৃক হাঙ্গাম র অভিযোগে কোন আদালত এক ব্যক্তিকে বিচার করিয়াছিলেন। তৎপর অন্য আদালত সমক্ষে অপর এক ব্যক্তি ঐ ব্যক্তির বিপক্ষে ঐ ঘটনা সংক্রান্ত অনধিকার প্রবেশ করা অপরাধের অভিযোগ করিলে তাহার বিচার হইতে বাধা হইবে না ৬ উঃ রিঃ ৫১ ক ও খ চিহ্নিত দুই খানা পাট্টা জাল করা হেতু কোন ব্যক্তি অভিযুক্ত হয় এবং মাজিষ্ট্রেট ঐ উভয় দলীল সম্বন্ধে প্রমাণ গ্রহণ করিয়া ক দলীল জাল করা হেতু ঐ ব্যক্তিকে সেশনে অর্পণ করেন ও সেশন জজ বিচারান্তে তাহাকে খালাস দেন। এমতাবস্থায় খ দলীল জাল করা হেতু পুনরায় ঐ ব্যক্তির বিচার হইতে বাধা হইতে পারে না। ৭ উঃ রিঃ ১২

কি কেবল চুরি করিবার কি অপরাধ ভাবে বিশ্বাসঘাতকতা করিবার জন্য অভিযোগ হইতে পারিবে না

(খ) বধকরণ অভিযোগে আনন্দের বিচার হইয়া তাহাকে নির্দোষ করা গেল। তৎকালে দস্যুতার অভিযোগ হয় নাই কিন্তু যে সময়ে বধ করা হয় সেই সময়ে আনন্দ দস্যুতাও করিয়াছিল বৃত্তান্তদ্বারা ইহা দৃষ্ট হইলে, তৎপশ্চাৎ তাহার নামে দস্যুতা করণাপরাধের অভিযোগ ও সেই অভিযোগ মতে তাহার বিচার হইতে পারিবে

(গ) গুরুতর পীড়া জন্মাইবার অভিযোগে আনন্দের বিচার হইয়া তাহার অপরাধ নির্ণয় হইল যে ব্যক্তি পীড়া পায় পশ্চাৎ সেই ব্যক্তির মৃত্যু হইল অপরাধঘটিত নরহত্যার নালিশে আনন্দের আবার বিচার হইতে পারিবে।

(ঘ) বলরামকে দোষঘটিত নরহত্যা করণাপরাধে আনন্দের নামে সেশন আদালতে অভিযোগ হইয়া ঐ অপরাধ নির্ণয় হইল। তৎপরে সেই বৃত্তান্ত ধরিয়া বলরামকে বধ করণাভিযোগে তাহার বিচার হইতে পারিবে না

(ঙ) আনন্দ ইচ্ছাপূর্ব্বক বলরামের পীড়া জন্মাইয়াছে বলিয়া প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট তাহার নামে অভিযোগ করিয়া তাহার অপরাধ নির্ণয় করিলেন। তৎপরে সেই বৃত্তান্ত ধরিয়া এই ধারার ৩ প্রকরণানুযায়ী মোকদ্দমা না হইলে ইচ্ছাপূর্ব্বক বলরামের গুরুতর পীড়া জন্মাইবার নিমিত্তে আনন্দের পুনশ্চ বিচার হইতে পারিবে না।

(চ) আনন্দ বলরামের গাত্র হইতে অন্য চুরি করে বলিয়া দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট তাহার নামে অভিযোগ করিয়া তাহার অপরাধ নির্ণয় করিলেন সেই বৃত্তান্ত ধরিয়া আনন্দের নামে পুনশ্চ দস্যুতা করণের অভিযোগ হইয়া তাহার বিচার হইতে পারিবে।

(ছ) আনন্দ বলরাম ও চন্দ্র দীননাথের উপর দস্যুতা করিয়াছে বলিয়া প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট তাহাদের নামে অভিযোগ করিয়া তাহাদের অপরাধ নির্ণয় করিলেন। তৎপরে সেই বৃত্তান্ত ধরিয়া আনন্দের ও বলরামের চন্দ্রের নামে ডাকাইতী করিবার অভিযোগ হইয়া তাহার বিচার হইতে পারিবে।

সপ্তম খণ্ড।

আপীল ও অর্পণ ও সংশোধন করণের বিধি।

---

৩১ একত্রিংশ অধ্যায়।

আপীলের বিধি

৪০৪ ধারা।* এই আইনমতে কিম্বা অন্য যে আইন তৎকালে চলিত থাকে সেই আইনমতে আপীল করিবার বিধান না থাকিলে ফৌজদারী আদালতের কোন নিষ্পত্তির কি আজ্ঞার উপর আপীল হইবে না।

প্রকারান্তরে বিধান না থাকিলে আপীল না হইবার কথা।

৪০৫ ধারা। সম্পত্তি বা তাহার বিক্রয়োৎপন্ন টাকা পাইবার নিমিত্তে কোন ব্যক্তির ৮৯ ধারামত প্রার্থনাপত্র কোন আদালত অগ্রাহ্য করিলে, ঐ আদালতের দণ্ডাজ্ঞার উপর সামান্যতঃ যে আদালতে আপীল হয় ঐ ব্যক্তি সেই আদালতে আপীল করিতে পারিবেন।

ক্রোককৃত সম্পত্তি ফিরিয়া পাইবার প্রার্থনাপত্র অগ্রাহ্য করিবার আজ্ঞার উপর আপীলের কথা।

৪০৬ ধারা। জিলার মাজিষ্ট্রেট কি প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট ভিন্ন অন্য কোন মাজিষ্ট্রেট কোন ব্যক্তিকে ১১৮ ধারামতে সদাচরণ করিবার জামিন দিতে আজ্ঞা করিলে সে জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকট আপীল করিতে পারিবে।

সদাচরণের জামিন দিবার আজ্ঞার উপর আপীল করিবার কথা।

---

*অভিযোগ পত্র গ্রাহ্য হওয়ার পর আসামীগণের প্রতি অভিযুক্ত ব্যক্তি সেয়া সওয়াল করিবার প্রার্থনা করিলে তাহা আদালত অগ্রাহ্য করিলে তদ্বিরুদ্ধে ঐ মোকদ্দমা নিষ্পত্তি হইবার পূর্ব্বে আপীল হইতে পারিবে না কিন্তু হাইকোর্টে মোশন হইতে পারে। ১৯ উঃ রিঃ ৫৩ কোন জজ কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে ফৌজদারী অভিযোগ উপস্থিত করিবার অনুমতি প্রদান করিলে তদ্বিরুদ্ধে আপীল হইতে পারিবে না ১৮ উঃ রিঃ ৬২ ইঃ লঃ রিঃ ২ কলি ৪৬৬

† জিলার মাজিষ্ট্রেট কোন ব্যক্তির প্রতি সদাচরণ জন্য জামিন দেওয়ার আদেশ করিলে তদ্বিরুদ্ধে হাইকোর্টে আপীল হইতে পারিবে না ২২ উ, রিঃ ৬৮ ২৪ উঃ রিঃ ১২ কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে এই আইনের ১১০ ধারার লিখিত বার্ত্তা কথা সাব্যস্ত না হইয়া কেবল মাত্র অগ্নি দ্বারা অপকার্য্য করা সাব্যস্ত হইলে তৎপ্রতি সদাচরণ হেতু জামিন দেওয়ার আদেশ হইতে পারে না। ২৪ উঃ রিঃ ৩১।

৪০৭ ধারা। দ্বিতীয় বা তৃতীয় শ্রেণীর কোন মাজিষ্ট্রেটের বিচারক্রমে কোন ব্যক্তির অপরাধ নির্ণয় হইলে কিম্বা ৩৪৯ ধারামতে দ্বিতীয় শ্রেণীর মহকুমার মাজিষ্ট্রেটের দ্বারা কোন ব্যক্তির দণ্ডের আজ্ঞা হইলে সেই ব্যক্তি জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকট আপীল করিতে পারিবে।

দ্বিতীয় কি তৃতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের দণ্ডাজ্ঞার উপর আপীলের কথ

জিলার মাজিষ্ট্রেট এই ধারামতে কোন আপীল কি কোন শ্রেণীর আপীল আপনার অধীন যে কোন প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট হইতে তদ্রূপ আপীল শুনিবার ক্ষমতা পাইয়াছেন সেই মাজিষ্ট্রেট শুনিবেন বলিয়া আজ্ঞা করিতে পারিবেন তাহা হইলে উক্ত আপীল বা উক্ত শ্রেণীর আপীল ঐ অধীন মাজিষ্ট্রেটের নিকট উপস্থিত করিতে হইবে, কিম্বা জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকট পূর্ব্বে উপস্থিত করা গিয়া থাকিলে, উক্ত অধীন মাজিষ্ট্রেটের প্রতি হস্তান্তর করিয়া দেওয়া হইবে। ঐ রূপে যে কোন আপীল বা যে কোন শ্রেণীর আপীল উপস্থিত করা বা হস্তান্তর করিয়া দেওয়া যায় জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেব তদ্রূপ কোন মাজিষ্ট্রেটের নিকট হইতে তাহা উঠাইয়া লইতে পারিবেন

প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের আপীল শুনিবার ক্ষমতা দিবার কথ

৪০৮ ধারা * কোন ব্যক্তি আসিষ্টাণ্ট সেশন জজের বা জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেবের কিম্বা প্রথম শ্রেণীর অন্য মাজিষ্ট্রেটের বিচারে অপরাধী নির্ণয় হইলে, কিম্বা প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের দ্বারা ৩৪৯ ধারামতে কোন ব্যক্তির দণ্ডের আজ্ঞা হইলে, সেই ব্যক্তি সেশন আদালতে আপীল করিতে পারিবেন

আসিষ্টাণ্ট সেশন জজ বা প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের আজ্ঞার উপর আপীলের কথ

---

*দুই কিম্বা ততোধিক অবৈতনিক মাজিষ্ট্রেট এবং দ্বিতীয় শ্রেণীর ক্ষমতাপন্ন সরকারী বেতনভোগী এক জন মাজিষ্ট্রেট কর্ত্তৃক কোন বেঞ্চ গঠিত হইলে তাহা গবর্ণমেণ্টের ১৮৮২ সালের ৩১ মার্চ্চ তারিখের আদেশানুসারে প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতাপন্ন বেঞ্চ বলিয়া গণ্য হইবে এবং ঐ বেঞ্চের হুকুমের বিরুদ্ধে আপীল জেলার মাজিষ্ট্রেটের নিকট হইবে না। ১১ কঃ লঃ রিঃ ৪২৩।

কিন্তু (ক) কোন মোকদ্দমায় আসিষ্টাণ্ট সেশন [redacted] বা জিলার মাজি-ষ্ট্রেট সাহেব যে দণ্ডের আজ্ঞা করেন তাহা সেশন আদালতের দৃঢ় করণ সাপেক্ষ থাকিলে ঐ রূপ প্রত্যেক মোকদ্দমার আপীল হাইকোর্টে হইবে; কিন্তু যাবৎ সেশন আদালত মোকদ্দমার নিষ্পত্তি না করেন তাবৎ উপস্থিত করা যাইবে না।

(খ) তদ্রূপে কোন ইউরোপীয় ব্রিটিষ প্রজার অপরাধ নির্ণয় হইলে সেই ব্যক্তি স্বেচ্ছাক্রমে সেশন আদালতে কি হাইকোর্টে আপীল করিতে পারিবেন

সেশন আদালতে আপীল কিরূপে শু[illegible] যাইবে তাহার কথ

৪০৯ ধারা। সেশন আদালতে কিম্বা সেশন জজ সাহেবের নিকটে যে আপীল করা যায়, তাহা সেশন জজ সাহেব কি আডিশ্যনল কি জাইণ্ট সেশন জজ সাহেব শুনিবেন

সেশন আদালতের দণ্ডাজ্ঞার উপর আপীলের কথা।

৪১০ ধারা। সেশন জজ সাহেবের কিম্বা আডি-শ্যনল কি জাইণ্ট সেশন জজ সাহেবের বিচারে কোন ব্যক্তির অপরাধ নির্ণয় হইলে সে হাইকোর্টে আপীল করিতে পারিবে

প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেটের দণ্ডাজ্ঞার উপর আপীলের কথ

৪১১ ধারা। প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেটের বিচারমতে কোন ব্যক্তির অপরাধ নির্ণয় হইয়া ছয় মাসের অধিক কারা-দণ্ডের কিম্বা দুই শত টাকার অধিক অর্থদণ্ডের আজ্ঞা হইলে ঐ ব্যক্তি হাইকোর্টে আপীল করিতে পারিবে

অভিযুক্ত ব্যক্তি দোষ স্বীকার করিলে কোন২ স্থলে আপীল না হইবার কথা

৪১২ ধারা। * পূর্ব্বে ভাবান্তরের কথা থাকিলেও যে স্থলে অভিযুক্ত ব্যক্তি নিজদোষ স্বীকার করে ও তদনুসারে সেশন আদালত কি প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট তাহার অপ-রাধ নির্ণয় করেন, সেই স্থলে ঐ দণ্ডাজ্ঞার পরিমাণ কিম্বা ঐ দণ্ডাজ্ঞা আইনসিদ্ধ কি না এই২ বিষয় লইয়া আপীল হইতে পারিবে, নতুবা আপীল নাই।

---

*সেশন জজ ও আসেসরগণ কোন দোষ স্বীকার বাক্য উক্তির প্রতি নির্ভর করিয়া কোন ব্যক্তির প্রতি দণ্ডাজ্ঞা প্রদান করিলে তদ্বিরুদ্ধে আপীল হইবে না ৬ উঃ রিঃ ৫২

৪১৩ ধারা। * পূর্ব্ব ভাগ সকলের কথা থাকিলেও সেশন আদালত কিম্বা জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেব বা প্রথম শ্রেণীর অন্য মাজিষ্ট্রেট যে মোকদ্দমায় কেবল এক মাসের অনধিক কারাদণ্ডের কি কেবল পঞ্চাশ টাকার অনধিক অর্থদণ্ডের কি কেবল কশাঘাতদণ্ডের আজ্ঞা করেন সেই মোকদ্দমায় আপীল নাই।

ক্ষুদ্র২ মোকদ্দমায় আপীল না হইবার কথা।

ব্যতিক্রম।—মূলদণ্ডের মধ্যে কারাদণ্ডের আজ্ঞা না হইয়া যদি উক্ত আদালত কি মাজিষ্ট্রেট অর্থদণ্ডের টাকা না দেওয়া প্রযুক্ত কারাদণ্ডের আজ্ঞা করেন, তবে তাহার উপর আপীল নাই।

৪১৪ ধারা। পূর্ব্ব ভাগ সকলের কথা থাকিলেও, কোন মাজিষ্ট্রেট ২৬০ ধারামতে কার্য্য করিবার ক্ষমতাপন্ন হইয়া সরাসরী মতে কোন মোকদ্দমার বিচার করিয়া কেবল তিন মাসের অনধিক কারাদণ্ডের কিম্বা কেবল ২০০৲ টাকার অনধিক অর্থদণ্ডের কিম্বা কেবল কশাঘাত দণ্ডের আজ্ঞা করিলে সেই আজ্ঞার উপর আপীল নাই।

সরাসরীমতে অপরাধ নির্ণয় হইলে কোন২ স্থলে তাহার উপর আপীল না হইবার কথা।

৪১৫ ধারা। † ৪১৩ কি ৪১৪ ধারার উল্লিখিত কোন দণ্ডের আজ্ঞা দ্বারা ঐ২ ধারার উল্লিখিত কোন দুই কি তদধিক দণ্ড সংযোগ করা গেলে তাহার উপর আপীল হইতে পারিবে, কিন্তু যে দণ্ডাজ্ঞার বিরুদ্ধে প্রকারান্তরে

৪১৩ ও ৪১৪ ধারার উপ-নিধির কথা।

* ৭৫ ধারা বিধিমতে দণ্ডাজ্ঞা অতিক্রম করিয়া ১৮৬১ সালের ৫ আইনানুসারে কোন মাজিষ্ট্রেট বৃক্ষ দণ্ডাজ্ঞা করে ? তদ্বিপক্ষে আপীল হইতে পারে। ৫ উঃ রিঃ ২৭। ভিন্ন ভিন্ন অপরাধের জন্য যদ্যপি পৃথক২ দণ্ডাজ্ঞাতে সমষ্টি এক মাস কারাবাসের অধিক বাস হইলে তজ্জন্য কোন আপীল হইতে পারিবে না। ৬ উঃ রিঃ ৫১

† কোন মাজিষ্ট্রেট সেশন আদালতে কোন ব্যক্তির প্রতি ভিন্ন২ সময়ে চুরী করিবার জন্য তিন পৃথক২ দণ্ডাজ্ঞা দ্বারা ৯ বৎসরের কারাবাসের আদেশ করেন। তদ্বিপক্ষে আপীল করণ জন্য ঐ সকল দণ্ডাজ্ঞা এক বিবেচনা করিতে হইবে এবং তাহা দৃঢ় করিবার জন্য সেশন জজের নিকট পাঠাইতে হইবে। ইঃ লঃ রিঃ ১ বোম্বাই ২২৩। সরাসরী মোকদ্দমায় কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে কারাবাস এবং অর্থদণ্ডের দণ্ডাজ্ঞা হইলে তদ্বিরুদ্ধে আপীল হইতে পারিবে এবং ঐ মোকদ্দমার নথী ২৬৩ ও ২৬৪ ধারার বিধানানুসারে না রাখিলে তাহাতে [illegible]

আপীল হইতে পারিত না যে ব্যক্তির অপরাধ নির্ণয় হইয়াছে তাহার প্রতি শান্তিভঙ্গ না করিবার জামিন দিবার আজ্ঞা হইয়াছে বলিয়া সেই দণ্ডাজ্ঞার বিরুদ্ধে আপীল হইতে পারিবে না

ব্যাখ্যা —অর্থদণ্ড না দেওয়াতে যে কারাদণ্ডের আজ্ঞা হয় তাহা এই ধারার অভিপ্রায়ানুযায়ী দুই কি তদধিক দণ্ড সংযোগ করিবার দণ্ডাজ্ঞা নহে

৪১৬ ধারা। ৩৩ অধ্যায়মতে ইউরোপীয় ব্রিটিষ প্রজাদের যে দণ্ডের আজ্ঞা হয় তাহার প্রতি ৪১৩ ও ৪১৪ ধারার কোন বিধান খাটিবে না।

ইউরোপীয় ব্রিটিষ প্রজাদের দণ্ডের আজ্ঞা বর্জ্জিত হইবার কথা

৪১৭ ধারা। হাইকোর্ট ভিন্ন অন্য কোন আদালত কর্ত্তৃক কোন ব্যক্তিকে নির্দ্দোষ করণের অ দিস কি আপীলী আজ্ঞা হইলে স্থানীয় গবর্ণমেণ্টে রাজকীয় অভিযোক্তার প্রতি ঐ আজ্ঞার উপর হাইকোর্টে আপীল উপস্থিত করিবার আদেশ করিতে পারিবেন

নির্দ্দোষকরণের আজ্ঞার উপর গবর্ণমেণ্টের পক্ষে আপীল করিবার কথা

৪১৮ ধারা। আইনঘটিত বিষয় ধরিয়া যেমন আপীল হইতে পারে, বৃত্তান্তঘটিত বিষয় ধরিয়াও তেমনই আপীল হইতে পারিবে কিন্তু জুরির সহযোগে বিচার হইলে কেবল আইনঘটিত বিষয় ধরিয়া আপীল গ্রাহ্য হইতে পারিবে।

কোন্ বিষয়ে আপীল গ্রাহ্য হইতে পারিবে, তাহার কথ

পুনর্ব্বিচার করিবার আদেশ দিতে পারেন। ২ কঃ লঃ রিঃ ৫১১ একই বিচারে এক অভিযুক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে দুইটী পৃথক্ দণ্ডাজ্ঞা হইলে ঐ দুই দণ্ডাজ্ঞার সংক্রি আপীল করিবার জন্য এক হুকুম জুদা ২৭ করিতে হইবে ৩ বঃ লঃ রিঃ ৫১১

■ কোন মোকদ্দমা উঠাইয়া লইলে যাহাতে অভিযুক্ত ব্যক্তির নির্দ্দোষ করণ গণ্য হইবে এবং গবর্ণমেণ্টকর্ত্তৃক আপীল ব্যতীত তৎপ্রতি হাইকোর্ট হস্তক্ষেপ করিতে পারিবেন না। ১৯ উঃ রিঃ ৫৫। কোন দণ্ডাজ্ঞা যে হুকুম দ্বারা রহিত [illegible] তদ্বিরুদ্ধে কেবল মাত্র গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক আপীল হইতে পারে ২৪ উঃ রিঃ ৪১ কোন অভিযুক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে জ্ঞানকৃত বধের অভিযোগ হয় এবং তাহাতে সেশন জজ ও জুরি তাহাকে নির্দ্দোষী গণ্য ক

ব্যাখ্যা —দণ্ডাজ্ঞার কঠোরতার কথা এই ধারার কার্য্যার্থে আইনঘটিত বিষয় বলিয়া গণ্য হইবে

আপীলের দরখাস্তের কথা।

৪১৯ ধারা * লিখিত দরখাস্ত দিয়া আপেলাণ্ট বা তাঁহার উকীল আপীল উপস্থিত করিবেন, এবং যে আদালতে উপস্থিত করা যায় সেই আদালত প্রকারান্তরেন আজ্ঞা না করিলে তদ্রূপ আপীলের যে প্রত্যেক দরখাস্ত দেওয়া যায়, যে নিষ্পত্তির কি আজ্ঞার উপর আপীল হয় তাহার নকল ও জুরির বিচারিত মোকদ্দমা হইলে ৩৬৭ ধারামত উপদেশ বাক্যের যে মূল কথা লেখা যায় তাহার নকলও সেই দরখাস্তের সঙ্গে দিতে হইবে

করিয় অপরাধযুক্ত নরহত্যা অপরাধে তাহার প্রতি দণ্ডাজ্ঞা প্রদান করেন এমতাবস্থায় আসামী বধের অভিযোগে নির্দোষকরণ আজ্ঞা বিরুদ্ধে গবর্ণমেণ্ট পক্ষে আপীল হইতে পারে ইঃ লঃ রিঃ ২ বলি ২১৩ কোন মোকদ্দমা আসেসরগণের। সহায়তায় সেশন জজ বিচার করিয়া অভিযুক্ত ব্যক্তিকে মুক্ত দিলে তদ্বিরুদ্ধে গবর্ণমেণ্ট পক্ষে আপীল হইতে পারিবে। ২৩ উঃ রিঃ ৫০। যে তারিখে অভিযুক্ত ব্যক্তি মুক্ত হয় সেই তারিখ হইতে ৬ মাস মধ্যে গবর্ণমেণ্ট পক্ষে আপীল উপস্থিত করিতে হইবে ইঃ লঃ রিঃ ২ বলি ৪৩৬ কোন মোকদ্দমার নির্দোষকরণ নিষ্পত্তিতে কোন গর্হিত ভ্রম থাকিলে গবর্ণমেণ্টকর্ত্তৃক আপীল ব্যতীত যে ব্যক্তির বাদিত্বে ঐ মোকদ্দমা উপস্থিত হয় তাহার দরখাস্তে মতে হাইকোর্ট উক্ত নিষ্পত্তির প্রতি হস্তক্ষেপ করিতে পারেন ইঃ লঃ রিঃ ১ আলা ১৩৯ ইঃ লঃ রিঃ ২ আল ৪৪৯ ইঃ লঃ রিঃ ২ মান্দ্রাজ ৩৮ উক্ত নজির সমূহের বিরুদ্ধে ইঃ লঃ রিঃ ৩ বোম্বাই ১২০ পৃষ্ঠা দেখ এই ধারানুসারে গবর্ণমেণ্টের আপীল হেতু অভিযুক্ত ব্যক্তির প্রতি দণ্ডাজ্ঞা হইলে পর যে তারিখে ঐ ব্যক্তিকে জেলে অর্পণ করা হইবে সেই তারিখ হইতে তাহার কারাবাসের সংখ্যা গণনা হইবে। ৬ কঃ ২ঃ রিঃ ৩৪৯।

* আপীলাণ্ট তাহার আপীলের দরখাস্ত দাখিল করিবার জন্য যাহার প্রতি ক্ষমতা প্রদান করিবে তিনিই ঐ দরখাস্ত দাখিল করিতে পারিবেন ইঃ লঃ রিঃ ১ মান্দ্রাজ ৩০৪ আপীল উপস্থিত করিবার সময় অতীত হইবার পর আপীল দাখিল করিলে তাহার কারণ উল্লেখ করিতে হইবে তাহা না করিলে আপীল দাখিল করা মাত্র জজ উহা অগ্রাহ্য করিতে পারেন। ৪ উঃ রিঃ ৯০। ফৌজদারী আইনের দ্বিতীয় সিডিউলের ১৫৪ প্রকরণানুসারে হাইকোর্ট ব্যতীত অন্য আদালতে আপীল দাখিল করিবার ম্যাদ ৩০ দিবস যেমন [illegible] নিকট আপীলের মোক্তারগণ উপস্থিত হইয়া সওয়াল জবাব করিতে পারে ইঃ লঃ রিঃ ৮ বোম্বাই ১৪

৪২০ ধারা * আপেলাণ্ট কারাবদ্ধ থাকিলে, সে আপীলের দরখাস্ত, ও তাহার সহিত যেং নকল দিতে হয় সেইং নকল জেলের অধ্যক্ষকে দিতে পারিবে তিনি তাহা পাইলে উপযুক্ত আপীল আদালতে সেই দরখাস্ত ও নকল পাঠাইবেন

আপেলাণ্ট কারাবদ্ধ থাকিলে কার্য্যপ্রণালীর কথা

৪২১ ধারা † আপীল আদালত ৪১৯ কি ৪২০ ধারামত দরখাস্ত ও নকল পাইলে পর তাহা পাঠ করিয়া, হস্তক্ষেপ করিবার উপযুক্ত কারণ নাই জ্ঞান করিলে সরাসরীমতে আপীল অগ্রাহ্য করিতে পারিবেন কিন্তু আপীলের পোষকতা আপেলাণ্টের কিম্বা তাঁহার উকীলের কথা শুনিবার যুক্তিসঙ্গত সময় না দিয়া ৪১৯ ধারামতে উপস্থিত করা কোন আপীল ডিসমিস করা যাইবে না।

আপীল সরাসরীমতে অগ্রাহ্য করিবার ক্ষমতার কথা

এই ধারামতে আপীল অগ্রাহ্য করিবার পূর্ব্বে আদালত মোকদ্দমার কাগজপত্র আনাইতে পারিবেন কিন্তু আনাইতেই যে হইবে এমত নয়।

৪২২ ধারা ‡ আপীল আদালত সরাসরীমতে আপীল অগ্রাহ্য না করিলে আপেলাণ্টকে বা তাঁহার উকীলকে ও এতদর্থে স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট যে কার্য্যকারক নিযুক্ত করেন তাঁহাকে সেই আপীল শুনিবার দিনের ও স্থানের

আপীল শুনিবার নোটিসের কথা

---

* কারাবদ্ধ ব্যক্তিবর্গের আপীল উপস্থিত করিবার জন্য তাহাদের যথেষ্ট সুবিধা দেওয়া জেলের কর্মচারিগণের উচিত ১৩ উঃ রিঃ ৯

† আপীল গ্রাহ্য করিবার সময় আপেলাণ্টকে উপস্থিত হইবার উপযুক্ত সময় দেওয়া উচিত যে তারিখে আপীল দাখিল হয় তৎপর দিবসই ঐ আপীল গ্রাহ্য কি অগ্রাহ্য করিবার জন্য প্রথম শুনানী হইবে এরূপ আদেশ দেওয়া। সেশন আদালতের কোন স্থানে লটকাইয়া দিলে এই ধারানুসারে কার্য্য করা গণ্য হইবে না ইঃ লঃ রিঃ ৫ মান্দ্রাজ ১১ আপীলাণ্ট স্বয়ং কি উকীল মারফৎ উপস্থিত হইবার জন্য তাহাকে উপযুক্ত সময় না দিলে আনুষ্ঠানিক কার্য্য রহিত যোগ্য হইবে ২৪ উঃ রিঃ ৬০ আপীল দাখিল করিবার পরে এবং তাহা গ্রাহ্য হইবার পূর্ব্বে আপীল উঠাইয়া লওয়া যাইতে পারে ৫ কঃ লঃ রিঃ ৩১২

‡ আপীলাণ্টকে কিম্বা তাহার কোন উকীল থাকিলে তাহাকে বিচারের দিবসের নোটিস দিতে হইবে এবং যদি আপীলাণ্ট জেলে থাকে তবে ঐ নোটিসে তাহাকে এমন সময় দিতে

নোটিস দেওয়াইবেন ও ঐ কার্য্যকারকের প্রার্থনামতে তাঁহাকে আপীলের হেতুবাদের এক কেতা নকল দিবেন।

৪১৭ ধারামতে আপীল হইলে আপীল আদালত অভিযুক্ত ব্যক্তিকেও উক্তরূপ নোটিস দেওয়াইবেন।

আপীল লইয়া আপীল আদালত কি করিতে পারিবেন তাহার কথা।

৪২৩ ধারা। ঐ মোকদ্দমাঘটিত কাগজপত্র আপীল আদালতে না থাকিলে ঐ আদালত তাহা আনাইয়া পাঠ করিলে পর, আপেলান্ট কি তাহার উকীল উপস্থিত থাকিলে তাঁহার কথা শুনিলে পর ও সরকারীয় অভিযোক্তাও উপস্থিত থাকিলে তাহার কথা শুনিলে পর, এবং ৪১৭ ধারামতে আপীল হইলে ও অভিযুক্ত ব্যক্তি উপস্থিত থাকিলে তাহার কথা শুনিলে

হইলে সে সে আপীল আদালত নিকট উকীল দ্বারা হাজির হইতে পারে। ২৪ উঃ রি ৭২ আপীলান্টের উকীল সম্বন্ধে আপীল মঞ্জুর হইলেও আপীলান্টকে এই ধারানুসারে নোটিস দিতে হইবে। ১০ কঃ ৫৩ রি. ৭।

যে অভিযোগে অভিযুক্ত ব্যক্তি দণ্ডপ্রাপ্ত হয় তৎপক্ষে উপযুক্ত প্রমাণ আছে কি না তাহা আপীল আদালতের দেখা কর্ত্তব্য। ৯ উঃ রি ১০৫ ফৌজদারী আপীলে মোকদ্দমাঘটিত তর্ক থাকিলে ইহা দেখা আবশ্যক যে নিম্ন আদালত উপযুক্ত ও বিশ্বস্ত প্রমাণের প্রতি নির্ভর করিয়া অভিযুক্ত ব্যক্তির প্রতি দণ্ডাজ্ঞা করিয়াছেন। ১১ কঃ শাঃ রিঃ ২৪ প্রথম আদালত প্রমাণের দোষ গুণ যেরূপ সূক্ষ্মরূপে দেখিবেন আপীল আদালত তদ্রূপ দেখিতে পারেন না। ১৭ উঃ রিঃ ৪৯ দণ্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে এবং অভিযোগের স্বপক্ষে কোন উপযুক্ত প্রমাণ না থাকা বিবেচনা হইলে এই ধারানুসারে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে আপীল আদালত খালাস দিতে পারেন। ৩ উঃ রিঃ ৪১ নিম্ন আদালত যে প্রমাণ প্রতি নির্ভর করিয়া অভিযুক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে দণ্ডাজ্ঞা করেন আপীল আদালতের নিকট তাহা সন্তোষজনক বিবেচনা না হইলে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে মুক্ত দিতে পারেন। ২০ উঃ রিঃ ১৩। প্রথম আদালত যে প্রমাণ বিশ্বাস করিয়া অভিযুক্ত ব্যক্তির প্রতি দণ্ড প্রদান করেন ঐ প্রমাণের কোন অংশ আপীল আদালতের নিকট সন্দেহজনক বিবেচনা হইলেও অভিযুক্ত ব্যক্তি মুক্ত পাইতে পারে না। ১৮ উঃ রিঃ ৩০ কোন দণ্ডাজ্ঞার বিরুদ্ধে আপীল হইলে তাহা আপীল আদালত হাইকোর্টে অর্পণ না করিয়া স্বয়ং নিষ্পত্তি করিবেন। ৯ উঃ রিঃ ৪

কোন ব্যক্তির প্রতি ৬ মাস কারাবাস এবং কশাঘাতের আদেশ হয় এবং তাঁহার আপীল মতে আপীল আদালত ঐ ৬ মাস কারাদণ্ড বহাল করেন এবং ঐ কশাঘাত দণ্ড রহিত করিয়া তৎপরিবর্ত্তে অতিরিক্ত কারাবাসের আদেশ করেন। হাইকোর্ট তাহাতে এই মীমাংসা করেন

পর হস্তক্ষেপ করিবার উপযুক্ত কারণ নাই এরূপ বিবেচনা করিলে আপীল অগ্রাহ্য করিতে পারিবেন, কিম্বা

(ক) নির্দ্দোষ নির্ণয়ের আজ্ঞার উপর আপীল হইলে উক্ত আজ্ঞা অন্যথা করিয়া আরো তদন্তের কিম্বা স্থলবিশেষে অভিযুক্ত ব্যক্তির পুনর্ব্বিচার কি বিচারার্থে সমর্পণ হইবার আদেশ করিতে পারিবেন অথবা তাহাকে দোষী সাব্যস্ত করিয়া তাহার উপর আইনমত দণ্ডাজ্ঞা করিতে পারিবেন

(খ) অপরাধ নির্ণয়ের আপীল হইলে, (১) উক্ত অপরাধ নির্ণয় ও দণ্ডাজ্ঞা অন্যথা করিয়া অভিযুক্ত ব্যক্তিকে নির্দ্দোষী করিতে বা ছাড়িয়া দিতে অথবা ঐ আপীল আদালতের অধীন উপযুক্ত ক্ষমতাপন্ন কোন আদালতের দ্বারা তাহার পুনর্ব্বিচার বা বিচারার্থে সমর্পণ হইবার আদেশ দিতে পারিবেন, অথবা (২) দণ্ডাজ্ঞা স্থিরতর রাখিয়া সেই নির্ণয় পরিবর্ত্তন করিতে কিম্বা নির্ণয় পরিবর্ত্তন করিয়া কি না করিয়া যে দণ্ডের আজ্ঞা হইয়াছে তাহা কম করিতে পারিবেন, অথবা (৩) তদ্রূপ কম করিয়া কি না করিয়া ও নির্ণয় পরিবর্ত্তন করিয়া কি না করিয়া যে দণ্ডের আজ্ঞা হইয়াছে তাহার ভাব পরিবর্ত্তন করিতে পারিবেন কিন্তু এরূপে করিতে হইবে যেন তাহার বৃদ্ধি না হয়।

(গ) অন্য কোন আজ্ঞার উপর আপীল হইলে, ঐ আজ্ঞা পরিবর্ত্তন কি অন্যথা করিতে পারিবেন।

(ঘ) জজ সাহেবের উপদেশের দোষে কিম্বা তিনি যে ব্যবস্থা নির্দ্দেশ করেন জুরি তাহা বুঝিতে না পারায় জুরির মীমাংসায় ভ্রম হইয়াছে এরূপ বিবেচনা না করিলে, উক্ত আদালত যে জুরির মীমাংসা পরিবর্ত্তন কি অন্যথা

যে ঐ অতিরিক্ত কারাদণ্ডাজ্ঞা অবৈধ বা ঐরূপ দণ্ডাজ্ঞা প্রথম দণ্ডাজ্ঞা বৃদ্ধি করা গণ্য হইবে ১৭ উঃ রিঃ ৭ আপীল আদালত কোন দণ্ডাজ্ঞা এই ধারানুসারে বৃদ্ধি করিতে সক্ষম নহেন ৪ উঃ রিঃ ২০ অভিযুক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে নিম্ন আদালত অভিযোগ পত্রে যে অপরাধ নির্দ্দেশ করেন তদপেক্ষা গুরুতর অপরাধ সাব্যস্ত করিয়া আপীল আদালত তৎপ্রতি দণ্ডাজ্ঞা করিতে পারেন না ৬ বঃ লঃ রিঃ ৪২৭ দায়রার গোবদ্দায়ার নিষ্পত্তি পত্রে প্রমাণের সারাংশ লিখিত না থাকিলে আপীল আদালত অভিযুক্ত ব্যক্তিকে খালাস না দিয়া ঐ দোষ সংশোধন করিবার জন্য প্রথম আদালত প্রতি আদেশ করিতে পারেন। ইঃ লঃ রিঃ ১ আলা ৬৮০।

করিতে পারিবেন এই ধারার কোন কথায় ঐ আদালতের প্রতি এমন কোন ক্ষমতা দেওয়া যাইতেছে না।

৪২৪ ধারা। আদৌ বিচারাধিপত্যবিশিষ্ট ফৌজদারী আদালতের নিষ্পত্তি সম্বন্ধে ২৩ অধ্যায়ে যেই বিধি আছে তাহা যত দূর হইতে পারে হাইকোর্ট ভিন্ন অন্য আপীল আদালতের নিষ্পত্তির প্রতি খাটিবে।

ভিন্ন আপীল আদালতের নিষ্পত্তির কথা

কিন্তু আপীল আদালত এ বিষয়ে তাঁহার আজ্ঞা না দিলে, যে নিষ্পত্তি প্রচার করা যায় তাহা শুনিবার নিমিত্ত অভিযুক্ত ব্যক্তিকে আনা বা উপস্থিত হইবার আদেশ করা যাইবে না

৪২৫ ধারা। আপীল হওয়াতে হাইকোর্ট এই অধ্যায়মতে কোন মোকদ্দমার নিষ্পত্তি করিলে, যাহার বিরুদ্ধে আপীল হয় সেই নির্ণয়, দণ্ডাজ্ঞা বা আজ্ঞা যে আদালতে লেখা বা করা গিয়াছিল ঐ হাইকোর্ট সেই আদালতে সার্টিফিকেট দ্বারা আপন নিষ্পত্তি কি আজ্ঞা জানাইবেন। যদি জিলার মাজিষ্ট্রেট ভিন্ন অন্য মাজিষ্ট্রেট কর্তৃক ঐ নির্ণয়, দণ্ডাজ্ঞা বা আজ্ঞা লেখা বা করা যায়, জিলার মাজিষ্ট্রেট দ্বারা ঐ সার্টিফিকেট পাঠাইতে হইবে।

হাইকোর্টে আপীল হইলে যে আজ্ঞা করা যায়, তাহা অধঃস্থ আদালতে জ্ঞাত করা হইবার কথা

হাইকোর্ট সার্টিফিকেট দ্বারা যে আদালতের নিকট আপন নিষ্পত্তি বা আজ্ঞা জ্ঞাত করেন সেই আদালত হাইকোর্টের নিষ্পত্তির কি আজ্ঞার অনুযায়ী আজ্ঞা করিবেন। আবশ্যক হইলে কাগজপত্রও তদনুসারে সংশোধন করা যাইবে।

৪২৬ ধারা। যাহার অপরাধ নির্ণয় হয় দণ্ডাজ্ঞার কি আজ্ঞার উপর সে আপীল করিলে সেই আপীল যত দিন উপস্থিত থাকে আপীল আদালত তত দিন হেতু লিপিবদ্ধ করিয়া সেই আজ্ঞা অনুযায়ী কার্য্য না হইবার আদেশ করিতে পারিবেন, ও আপেলাণ্ট কারাবদ্ধ থাকিলে হাজির জামিন বা নিজে তাহার নিবন্ধপত্র লইয়া তাহাকে মুক্ত করিবার আজ্ঞা দিতে পারিবেন।

আপীল উপস্থিত থাকিতে দণ্ডাজ্ঞা স্থগিত রাখিবার কথা ও জিম্মাজামিন দিলে আপেলাণ্টকে মুক্ত করিবার কথা

এই ধারায় আপীল আদালতের প্রতি যে ক্ষমতা প্রদত্ত হইল, অপরাধ

নির্ণয় হইলে কোন ব্যক্তি হাইকোর্টের অধীন কোন আদালতে আপীল করিলে হাইকোর্টও সেই ক্ষমত অনুসারে কার্য্য করিতে পারিবেন

শেষে আপেলাণ্টের কারাদণ্ডের, দণ্ডরূপ পরিশ্রমের বা দ্বীপান্তর প্রেরণ দণ্ডের আজ্ঞা হইলে, সে উক্ত প্রকারে যত দিন মুক্ত ছিল দণ্ডের মিয়াদ নিরূপণকালে সেই সকল দিন ধরিতে হইবে না।

৪২৭ ধারা * ৪১৭ ধারামতে আপীল উপস্থিত করা গেলে, হাইকোর্ট অভিযুক্ত ব্যক্তিকে ধরিয়া আপনার বা অন্য কোন অধীন আদালতের সম্মুখে আনাইবার ওয়ারণ্ট দিতে পারিবেন, ও যে আদালতের সম্মুখে তাহাকে আনা যায় সেই আদালত আপীলী মোকদ্দমার নিষ্পত্তি না হওন পর্য্যন্ত তাহাকে কারাগারে অর্পণ করিতে পারিবেন, কিম্বা তাহার হাজিরজামিন লইবার অনুমতি দিতে পারিবেন।

নির্দ্দোষ করণের উপর আপীল হইলে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে ধৃত করিবার কথা

৪২৮ ধারা † এই অধ্যায়মত আপীল সংক্রান্ত কার্য্য করণ সময়ে আপীল আদালত অধিক প্রমাণ লওয়া আবশ্যক বোধ করিলে, আপনি সেই প্রমাণ লইতে পারিবেন, কিম্বা কোন মাজিষ্ট্রেটের দ্বারা অথবা আপীল আদালত হাইকোর্ট হইলে কোন সেশন আদালতের বা মাজিষ্ট্রেটের দ্বারা তাহা লইবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

অধিক প্রমাণ লইতে কি লইবার আজ্ঞা করিতে আপীল আদালতের ক্ষমতার কথা

---

*কোন ব্যক্তির নির্দ্দোষকরণ নিষ্পত্তির বিরুদ্ধে গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক আপীল হইলে ঐ আপীল দায়ের থাকা সময়ে জেলার মাজিষ্ট্রেট ঐ ব্যক্তিকে ধৃত করিয়া আবদ্ধ রাখিতে পারেন ইঃ লঃ রিঃ ২ আলা ৩৮৬ এই রূপ আপীল দায়ের থাকা সময় হাইকোর্ট অভিযুক্ত ব্যক্তিকে ধৃত করিবার আদেশ প্রদান করিতে পারেন ইঃ লঃ রিঃ ২ আলা ৩৪০ ইঃ লঃ রিঃ ১ কলি ২৮১

† আপীল আদালতের আদেশক্রমে অতিরিক্ত প্রমাণ গ্রহণান্তে আপীল নিষ্পত্তি হইয়াছে বলিয়া তদ্বিরুদ্ধে হাইকোর্টে আপীল হইবে না ১৫ উঃ রিঃ ৩৩ আপীল আদালত যে আদালত কর্ত্তৃক অতিরিক্ত প্রমাণ লইবার আদেশ করেন সেই আদালত ঐ প্রমাণ গ্রহণ করিবার সময় ফৌজদারী মোকদ্দমার বিচারাধিকারিত্ব ক্ষমত পরিচালন করেন সুতরাং তাঁহার সমক্ষে কোন সাক্ষী মিথ্যা সাক্ষ্য প্রদান করিলে তিনি তাহাকে ঐ জন্য বিচারার্থে সোপর্দ্দ করিতে পারেন ১৫ উঃ রিঃ ৩৪ পূর্ণাধিবেশন

উক্ত সেশন আদালত বা মাজিষ্ট্রেট সেই অধিক প্রমাণ লইলে আপীল আদালতের নিকট সার্টিফিকেট সহিত সেই প্রমাণ পাঠাইবেন, উক্ত আদালত তদনুসারে আপীল নিষ্পত্তি করিতে প্রবৃত্ত হইবেন।

আপীল আদালত অন্যরূপ আদেশ না করিলে ঐ অধিক প্রমাণ লওনের সময়ে অভিযুক্ত ব্যক্তি কিম্বা তাহার উকীল উপস্থিত থাকিবেন কিন্তু তদ্রূপ প্রমাণ জুরির কি আসেসরদের সাক্ষাতে লওয়া যাইবে না।

এই ধারামতে প্রমাণ লওয়া ২৫ অধ্যায়ের কার্য্যপক্ষে তদন্ত বলিয়া গণ্য হইবে।

আপীল আদালতের জজেরদের যত জনের এক মত হয় তত জনের ভিন্ন মত হইলে কার্য্যপ্রণালীর কথা

৪২৯ ধারা। যে জজ সাহেবেরা আপীল আদালত স্বরূপ অধিবিষ্ট হন, তাহাদের যত জনের এক মত হয় তত জনের ভিন্ন মত হইলে ঐ মোকদ্দমা তাঁহাদের মত সহ ঐ আদালতের অন্য জজের সম্মুখে উপস্থিত করা যাইবে। তিনি যদ্রূপে (যদি কোন) পরীক্ষা লওয়া ও শুনা উচিত বোধ করেন তদ্রূপে পরীক্ষা লইয়া ও শুনিয়া আপনার মত প্রকাশ করিবেন সেই মতানুসারে নিষ্পত্তি কি আজ্ঞা হইবে।

আপীল হওনে যে আজ্ঞা হয় তাহা চূড়ান্ত হইবার কথা

৪৩০ ধারা। ৪১৭ ধারার ও ৩২ অধ্যায়ের বিধানের স্থল ভিন্ন অন্য সকল স্থলে আপীল আদালত আপীলক্রমে যে নিষ্পত্তি ও আজ্ঞা করেন তাহা চূড়ান্ত হইবে

আপীল উঠিয়া যাওনের কথা

৪৩১ ধারা। *৪১৭ ধারামতে আপীলের মোকদ্দমায় অভিযুক্ত ব্যক্তির মৃত্যু হইলে এবং এই অধ্যায়মত অন্য আপীলে আপেলাণ্টের মৃত্যু হইলে আপীল একেবারে উঠিয়া যাইবে।

* দণ্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তির উত্তরাধিকারী কিম্বা প্রতিনিধি ব্যক্তিরা তাহার মৃত্যুর পর তাহার পক্ষে আপীল উপস্থিত করিতে অথবা তাহার জীবদ্দশায় দাখিলী আপীল চালাইতে সক্ষম নহে। ইং লঃ রিঃ ২ বোম্বাই ৫০৩

৩২ দ্বাত্রিংশ অধ্যায়।

প্রশ্নার্পণের সংশোধনের বিধি

প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেটের হাইকোর্টে প্রশ্নার্পণ করিবার কথা।

৪৩২ ধারা। কোন মোকদ্দমা শ্রবণকালে আইনঘটিত কোন প্রশ্ন উঠিলে প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট উচিত বোধ করিলে হাইকোর্টের মত জানিবার জন্যে ঐ প্রশ্ন হাইকোর্টে প্রেরণ করিতে পারিবেন, কিম্বা সেই প্রশ্ন বিষয়ে হাইকোর্টের যে নিষ্পত্তি হয় তাহার অপেক্ষা করিয়া তিনি সেই বিষয়ে আপনার বিচার জানাইতে পারিবেন ও হাইকোর্টের সেই নিষ্পত্তির অপেক্ষায় অভিযুক্ত ব্যক্তিকে কারাগারে পাঠাইতে পারিবেন, কিম্বা তাহাকে ডাকা গেলে সে বিচার জানিবার জন্যে উপস্থিত হইবে এই নিয়মে হাজির-জামিন লইয়া তাহাকে ছাড়িয়া দিতে পারিবেন

হাইকোর্টের নিষ্পত্তি অনুসারে মোকদ্দমা নিষ্পত্তি করিবার কথা।

৪৩৩ ধারা। কোন প্রশ্ন পূর্ব্বোক্তমতে অর্পণ করা গেলে হাইকোর্টে তদ্বিষয়ে যে আজ্ঞা উচিত বোধ করেন করিবেন যে ম্যাজিষ্ট্রেট ঐ প্রশ্ন অর্পণ করেন সেই নিষ্পত্তির নকল তাঁহার নিকটে প্রেরণ করাইবেন ও তিনি সেই নিষ্পত্তি অনুসারে মোকদ্দমার নিষ্পত্তি করিবেন

খরচাবিষয়ক আজ্ঞার কথা।

সেই প্রশ্ন অর্পণ করিবার খরচ কাহার দিতে হইবে হাইকোর্ট এই বিষয়ের আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

হাইকোর্টের আদৌ বিচারাধিপত্যক্রমে কোন প্রশ্ন উত্থিত হইলে পশ্চাৎ বিবেচনার নিমিত্ত তাহ রাখিবার কথা

৪৩৪ ধারা। ফৌজদারী মোকদ্দমায় আদৌ বিচার করিবার ক্ষমতাক্রমে কর্ম্ম করণকালে, যে হাইকোর্টে একাধিক জজ আছেন সেই হাইকোর্টের কোন জজের সম্মুখে কোন ব্যক্তির বিচার হইয়া অপরাধ সপ্রমাণ হইলে, যদি তাহার বিচারকালে আইনঘটিত কোন প্রশ্ন উত্থিত হইয়া থাকে ও সেই প্রশ্নের যদ্রূপ নির্ণয় হয় তদনুসারে মোকদ্দমার নিষ্পত্তির ফলাফলের সম্ভাবনা হয়, তবে সেই জজ সাহেব বিহিত বোধ করিলে হাইকোর্টের দুই কি

তদধিক জন জজের কোর্টের নিষ্পত্তির নিমিত্ত ঐ প্রশ্ন অর্পণ করিতে পারিবেন

উক্ত জজ সাহেব তদ্রূপ কোন প্রশ্ন পশ্চাৎ বিবেচনার নিমিত্ত রাখিলে, যে ব্যক্তির অপরাধের প্রমাণ হইল ঐ প্রশ্ন নিষ্পত্তি হইবার অপেক্ষায় তাহাকে পুনশ্চ জেলে পাঠান যাইবে, কিন্তু জজ সাহেব উচিত বোধ করিলে তাহার হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারিবে,

বিবেচনার নিমিত্ত রাখা গেলে কারাপ্রেরণাদির কথা

এবং হাইকোর্ট সেই মোকদ্দমা, কিম্বা তাহার যে অংশ আবশ্যক তাহা পুনর্দৃষ্টি করিতে ও সেই প্রশ্ন চূড়ান্তরূপে নিষ্পত্তি করিতে পারিবেন। তাহা করিলে আদৌ যে আদালতের নিষ্পত্তি করিবার ক্ষমতা আছে সেই আদালতের দণ্ডাজ্ঞা পরিবর্ত্তন করিতে ও হাইকোর্ট যে নিষ্পত্তি ও দণ্ডাজ্ঞা উচিত বোধ করেন তাহা করিতে পারিবেন।

৪৩৫ ধারা স্বীয় বিচারাধীন স্থানের কোন অধস্তন ফৌজদারী আদালত কোন আনুষ্ঠানিক কার্য্য করিয়া যে নির্ণয় কি দণ্ডের আজ্ঞা কি অন্য আজ্ঞা দিলেন কি করেন তাহা যথার্থ ও আইন অনুযায়ী ও উপযুক্ত কি না ও সেই অধস্তন আদালতের আনুষ্ঠানিক কার্য্য বিধিমতে চলিতেছে কি না, হাইকোর্ট কি কোন সেশন আদালত কি জিলার মাজিষ্ট্রেট কিম্বা এতদর্থে স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের স্থানে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন মহকুমার মাজিষ্ট্রেট ইহা সন্তোষমতে জ্ঞাত হইবার অভিপ্রায়ে, উক্ত আনুষ্ঠানিক কার্য্যের কাগজপত্র আনাইয়া দৃষ্টি করিতে পারিবেন

অধস্তন আদালতের কাগজ পত্র আনাইবার ক্ষমতার কথা

কোন মহকুমার মাজিষ্ট্রেট এই ধারামত কার্য্য করিবার সময়ে যদি বিবেচনা করেন যে ঐরূপ কোন নির্ণয়, দণ্ডাজ্ঞা বা আজ্ঞা আইনবিরুদ্ধ বা অনুচিত হইয়াছে কিম্বা আনুষ্ঠানিক কার্য্য নিয়মমত হয় নাই, তবে তিনি যে মন্তব্য লেখা উচিত জ্ঞান করেন তৎসহিত নথী জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকট পাঠাইবেন।

১৪৩ ও ১৪৪ ধারামতে যে২ আজ্ঞা করা যায় তাহা এবং ১৭৬ ধারামত আনুষ্ঠানিক কার্য্য এই ধারার অভিপ্রায়ানুযায়ী আনুষ্ঠানিক কার্য্য নহে।

সমর্পণ করিবার আজ্ঞা দিতে পারিবার কথা।

৪৩৬ ধারা।* ৪৩৫ ধারামতে বা প্রকারান্তরে কোন মোকদ্দমার কাগজপত্র দেখিয়া যদি সেশন আদালতের কি জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেবের এমত জ্ঞান হয় যে উক্ত মোকদ্দমা কেবল সেশন আদালতের বিচার্য্য অধস্তন আদালত অভিযুক্ত ব্যক্তিতে অনুচিতমতে ছাড়িয়া দিয়াছেন, সেই সেশন আদালতে কি জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেব তাহাকে ধরাইয়া নূতন তদন্ত লইবার আদেশ না দিয়া যে বিষয় ধরিয়া সেশন আদালতের কি জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেবের বিবেচনায় অভিযুক্ত ব্যক্তিকে অনুচিতমতে ছাড়িয়া দেওয়া গিয়াছে সেই বিষয় ধরিয়া অভিযুক্ত ব্যক্তির বিচারার্থে সমর্পণ হইবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন

কিন্তু (ক) এরূপস্থলে আবশ্যক যে সমর্পণ করা কেন যাইবে না উক্ত আদালতকে কি মাজিষ্ট্রেটকে ইহার কারণ দর্শাইবার নিমিত্ত অভিযুক্ত ব্যক্তিকে সুযোগ দিতে হইবে

(খ) অভিযুক্ত ব্যক্তি অন্য কোন অপরাধ করিয়াছে ঐ আদালতের কি মাজিষ্ট্রেট সাহেবের বিবেচনামতে ইহা প্রমাণ দ্বারা দৃষ্ট হইলে, ঐ আদালত কি মাজিষ্ট্রেট সাহেব অধস্তন আদালতের প্রতি সেই অপরাধের তদন্ত লইবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

---

* ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট কোন অভিযুক্ত ব্যক্তিকে ছাড়িয়া দেন তৎপর ঐ মোকদ্দমা সেশন জজের নিকট পেশ হওয়ায় তিনি ঐ ব্যক্তির প্রতি কোন নোটিস জারী না করিয়া তাহাকে সেশনে অর্পণ করিবার আদেশ প্রদান করেন ঐ স্থলে হাইকোর্ট এই মীমাংসা করেন যে, কোন ব্যক্তির স্বাধীনতার বিরুদ্ধে কোন কার্য্য করিতে হইলে তাহার আপত্তি শ্রবণ না করিয়া কোন আদেশ প্রদান করা অবৈধ ২২ উঃ রিঃ ৬৭ ২৪ উঃ রিঃ ৭০। ৮ কঃ লঃ রিঃ ৯৩ ১০ কঃ লঃ রিঃ ৮ কেবল মাত্র সেশন জজের বিচার্য্য এমন মোকদ্দমায় কোন প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট বিচার করিয়া অভিযুক্ত ব্যক্তির প্রতি দণ্ডাজ্ঞা করেন এবং তৎকর্ত্তৃক আপীল হেতু ঐ মোকদ্দমা কেবল মাত্র সেশন জজের বিচার্য্য বলিয়া ঐ হুকুম রহিত করেন তৎপর ঐ মাজিষ্ট্রেট পূর্ব্বে যে প্রমাণ গ্রহণ করিয়াছিলেন তদনুবলে তাহাকে সেশন আদালতে অর্পণ করিবায় হাইকোর্ট এই মীমাংসা করেন যে ঐ অর্পণ আজ্ঞা অবৈধ নহে ইঃ লঃ রিঃ ২ আল ৯০

৪৩৭ ধারা । ২০৩ ধারামতে, কোন নালিশ ডিসমিস করা গেলে, কিম্বা অভিযুক্ত ব্যক্তিকে ছাড়িয়া দেওয়া গেলে, ৪৩৫ ধারামতে বা প্রকারান্তরে কাগজপত্র দেখিয়া সেশন আদালত জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেবের প্রতি নিজে কিম্বা আপনার অধীন কোন মাজিষ্ট্রেটের দ্বারা সেই বিষয়ের অধিক তদন্ত লইবার আদেশ করিতে পারিবেন, এবং জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেব আপনি সেই তদন্ত লইতে কিম্বা অধীন কোন মাজিষ্ট্রেটের প্রতি লইবার আদেশ করিতে পারিবেন

তদন্ত লইবার আজ্ঞা করিতে পারিবার কথা

৪৩৮ ধারা । ৪৩৫ ধারামতে বা প্রকারান্তরে কোন আনুষ্ঠানিক কার্য্যের কাগজপত্র দেখিয়া সেশন আদালত কি জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেব উচিত বোধ করিলে হাইকোর্টের আজ্ঞার জন্যে তদ্রূপ দেখিবার ফল বিষয়ে রিপোর্ট করিতে পারিবেন এবং ঐ রিপোর্টে দণ্ডাজ্ঞা অন্যথা করিবার অনুরোধ থাকিলে ঐ দণ্ডাজ্ঞামতে কার্য্য স্থগিত রাখিবার ও অভিযুক্ত ব্যক্তি কারাবদ্ধ থাকিলে হাজির জামিন কিম্বা তাহারই নিবন্ধপত্র লইয়া তাহাকে ছাড়িয়া দিবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

হাইকোর্টে রিপোর্ট করিবার কথা

---

*সেশন জজের ও মাজিষ্ট্রেটের বিচারে কোন মোকদ্দমায় কোন অভিযুক্ত ব্যক্তিকে মাজিষ্ট্রেট ছাড়িয়া দিলে তাহাতে সেশন জজ অধিক তদন্ত করিতে আদেশ করিতে পারেন। ১০ ডব্লিউ আর ক্রিঃ ৮ এবং সেশন জজ অধিক তদন্তের আদেশ প্রদান করিলে অধীন মাজিষ্ট্রেট তদন্ত করিয়া অভিযুক্ত ব্যক্তিকে সেশনে অর্পণ করিতে পারেন। [illegible] ক্রিঃ ২ [illegible] ৪১০

কোন মোকদ্দমার বিচার কালে কোন দোষ দেখিলে ঐ জেলার মাজিষ্ট্রেট তাহা হাইকোর্টে পাঠাইতে বাধ্য নহেন। এরূপ পাঠাইতে হইলে তাহার বিশেষ বিবেচনা করিয়া পাঠাইতে হইবে। ২০ [illegible] ক্রিঃ ৪ কোন মোকদ্দমার [illegible] হইলে কিম্বা অভিযুক্ত ব্যক্তির প্রতি দণ্ডাজ্ঞা [illegible] হইলে সেশন জজ তাহা হাইকোর্টে ইস্তেমেলাজ করিতে পারেন। ২০ [illegible] ক্রিঃ ৫০ [illegible] মাজিষ্ট্রেট কর্তৃক দণ্ড প্রাপ্ত হয় [illegible] সেশন আদালতে আপীল [illegible] হয়। [illegible] জেলার মাজিষ্ট্রেট ঐ সকল কার্য্যানুষ্ঠান [illegible] হাইকোর্টে রিপোর্ট [illegible] এই সিদ্ধান্ত হয় যে সেশন জজের কোন হুকুম রহিত করিবার জন্য জেলার মাজিষ্ট্রেট হাইকোর্টে রিপোর্ট করিতে সক্ষম নহেন। ৬ [illegible] ক্রিঃ ২৪।

৪৩৯ ধারা।* হাইকোর্ট আপনার ইচ্ছামতে কোন আনুষ্ঠানিক কার্য্যের কাগজপত্র আনাইলে, কিম্বা আজ্ঞার জন্যে তাহার রিপোর্ট পাইলে কিম্বা অন্যরূপে তদ্বিষয়ক কথা অবগত হইলে, ১৯৫ ও ৪২৩ ও ৪২৬ ও ৪২৭ও ৪২৮

হাইকোর্টের সংশোধন করিবার ক্ষমতার কথা

১। কোন ভ্রম হেতু ন্যায় বিচারের ব্যতিক্রম না হইলে তাহা গুরুতর ভ্রম বলিয়া গণ্য হইবে না। ১৯ উঃ রিঃ ২৮ অভিযুক্ত ব্যক্তির আবশ্যকীয় সাক্ষীর জোবানবন্দি না গ্রহণ করিয়া তৎপ্রতি দণ্ডাজ্ঞা করিলে তাহার গুরুতর ক্ষতি হওয়া গণ্য হইবে এবং তজ্জন্য হাইকোর্ট হস্তক্ষেপ করিতে পারিবেন ২৪ উঃ রিঃ ৩৮ কোন অভিযোগের সপক্ষে একেবারে প্রমাণাভাব হইলে এবং তাহাতে অভিযুক্ত ব্যক্তি দণ্ড প্রাপ্ত হইলে তাহা আইনতঃ গুরুতর অন্যায্য হাইকোর্ট রহিত করিতে সক্ষম ২৫ উঃ রিঃ ১০ কোন মোকদ্দমায় আনুষ্ঠানিক কার্য্যের কোন ত্রুটী কি আইন ঘটিত কোন ভ্রম থাকিলে হাইকোর্ট তৎপ্রতি হস্তক্ষেপ করিতে পারেন কিন্তু জজ যে প্রমাণ বিশ্বাস করিয়াছেন তৎপ্রতি হাইকোর্ট হস্তক্ষেপণ করিতে পারিবেন না ২০ উঃ রিঃ ৪০, ৬১ ২৫ উঃ রিঃ ১৪ এই ধারানুসারে হাইকোর্ট প্রমাণ আলোচনা করিতে বাধ্য নহেন ইং লঃ রিঃ ২ কলি ৪০৫ কোন বিচার ঘটিত কার্য্যে প্রমাণের দোষ গুণ বিবেচনা করিতে ম্যাজিষ্ট্রেটের অক্ষমতা দৃষ্ট হইলে তাহা গুরুতর ভ্রম গণ্য হইবে ইং লঃ রিঃ ২ কলি ৩৭৬ কোন ম্যাজিষ্ট্রেট শান্তিভঙ্গ হেতু কোন ব্যক্তির প্রতি ১০,০০০ হাজার টাকার জামিন তলপ করেন হাইকোর্ট ঐ হুকুম অন্যায় বিবেচনায় রহিত করেন ইং লঃ রিঃ ২ কলি ১১০ ১৮৭২ সালের ১০ আইনের ৫২৩ ধারার মোকদ্দমায় ম্যাজিষ্ট্রেট স্বীয় বিবেচনা পরিচালন না করিয়া পক্ষগণের উল্লিখিত ব্যক্তিগণকে জুরী নিযুক্ত করায় হাইকোর্ট ঐ হুকুম রহিত করেন ২১ উঃ রিঃ ৪৩ ১৮৭২ সালের ১০ আইনের ৫২০ ধারার মোকদ্দমায় ম্যাজিষ্ট্রেটের বিচারাধিকার প্রতি বিশেষ রূপে তাহার নিকটে আপত্তি হয় না। তৎপর হাইকোর্টে ঐ বিষয়ের আপত্তি হয় কিন্তু তাহাতে দরখাস্তকারীর কোন ক্ষতি হওয়া প্রকাশ না পাওয়ায় হাইকোর্ট ঐ হুকুম প্রতি হস্তক্ষেপ করেন না ২১ উঃ রিঃ ৮৮ কোন প্রমাণ না লইয়া রীতিমত তদন্ত না করিয়া কোন ম্যাজিষ্ট্রেট হাট সম্বন্ধে কোন হুকুম প্রদান করিলে তাহা বিচারঘটিত কার্য্য বলিয়া গণ্য হইবে না সুতরাং তৎপ্রতি হাইকোর্ট হস্তক্ষেপ করিতে পারেন না ২১ উঃ রিঃ ২২ কোন ম্যাজি-ষ্ট্রেট কোন ব্যক্তির মৃত্যুর কারণ সম্বন্ধে কোন তদন্ত করিয়া জিলার ম্যাজিষ্ট্রেট নিকট রিপোর্ট করিলে তাহা বিচারঘটিত কার্য্যের কোন অংশ বলিয়া গণ্য হইবে না সুতরাং এই ধারানু-সারে হাইকোর্ট তাহা রদ করিতে পারেন না ইং লঃ রিঃ ৩ কলি ৭৪২ এই ধারানু-সারে হাইকোর্ট কোন ইউরোপীয় ব্রিটিশ প্রজার বিরুদ্ধে কোন ফৌজদারী মোকদ্দমার নথীকাগজ দৃষ্ট করিতে পারেন না ৩ উঃ রিঃ ৬৪ জিলার কালেক্টরের কোন হুকুম

ধারামতে আপীল আদালতের প্রতি কিম্বা ৩২৮ ধারামতে কোন আদাল-
তের প্রতি যেং ক্ষমতা অর্পিত হইয়াছে হাইকোর্ট আপন ইচ্ছাক্রমে তন্মধ্যস্থ যে কোন ক্ষমতাপ্রয়োগের কার্য্য করিতে পারিবেন এবং দণ্ডাজ্ঞা

অন্যায় হইলেও ৬ ডা ৭২। [illegible] হাইকোর্ট রহিত করিতে পারেন না ১০ বঃ লঃ রিঃ ১৪ ডিপুটীর কালেক্টর সাহেব যে নির্দিষ্ট স্থানে ডিপুটী মহাশয়কে বাস আদায় করিতে নিষেধ করেন কিন্তু মহাশয়ের না [illegible] হেতু দণ্ড প্রাপ্ত হন এবং সেশন জজ [illegible] অন্যায় বলিয়া দেখিয় আপীল ডিসমিস করেন হাইকোর্ট স্থির করেন যে সেশন জজের হুকুম আছে। ইঃ লঃ রিঃ ২ কলি ৮৮

কোন ডাপীলান্টের দণ্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তির মৃত্যু হেতু কোন আপীল কি মোকদ্দমা অচল হইলে তাহার পরী হাইকোর্ট তাহা বহাল পুনি ও সংশোধন করিতে পারেন ইঃ লঃ রিঃ ২ বোম্বাই ৫৬৪ কোন মোকদ্দমা তদন্ত অবস্থায় থাকার সময় হাইকোর্ট তৎপ্রতি হস্তক্ষেপ করিয়া অভিযুক্তের প্রতি জামিন দেওয়ার আদেশ করিতে পারেন এবং তদ্বিরুদ্ধে তদন্ত স্থগিত রাখিবার আজ্ঞা প্রদান করিতে পারেন। ২০ উঃ রিঃ ২৩।

কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে অপরাধযুক্ত নরহত্যার অভিযোগ হয় এবং তাহাতে অধীন মাজিষ্ট্রেট ইচ্ছাপূর্ব্বক পীড়া অর্পাওন অপরাধে তৎপ্রতি দণ্ডাজ্ঞা করেন, জিলার মাজিষ্ট্রেট ঐ ব্যক্তির প্রতি দণ্ডাজ্ঞা বৃদ্ধি করিবার জন্য হাইকোর্টে রিপোর্ট করেন এমতাবস্থায় হাইকোর্ট ঐ দণ্ডাজ্ঞা বৃদ্ধি না করিয়া অভিযুক্ত ব্যক্তিকে সেশনে অর্পণ করিতে আদেশ প্রদান করেন। ২০ উঃ রিঃ ১৭ কোন ব্যক্তির প্রতি দণ্ডাজ্ঞার পরিমাণ স্পষ্টরূপে অসঙ্গত হইলে হাইকোর্ট তাহা বৃদ্ধি করিবেন না। ২০ উঃ রিঃ ৫৭।

যে হুকুমের বিরুদ্ধে আপীল হইতে পারে তাহাতে আপীল না করিয়া হাইকোর্টে মোশন করিতে পারে না ইঃ লঃ রিঃ ২ এলাহা ২৭৬ কোন সেশন জজ কোন মোকদ্দমা বিচার করিবার সময় স্বীয় বিচারাধিকারিত্ব প্রতি সন্দেহ করিলে তাহা হাইকোর্টে পাঠাইয়া স্বীয় বিবেচনা মতে নিষ্পত্তি করিবেন ইঃ লঃ রিঃ ২ আলা ৭১

বিবাদী কোন হুকুম দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হইলে তৎপ্রতি হাইকোর্ট এই ধারানুসারে হস্তক্ষেপ করিতে পারেন কোন বিবাদীকে নির্দ্দোষী সাব্যস্ত করিয়া মাজিষ্ট্রেট তাহাকে মুক্তি দিলে তদ্বিরুদ্ধে এই ধারা খাটিবে না ইঃ লঃ রিঃ ২ কলি ২০০ নির্দ্দোষকারী নিষ্পত্তির প্রতি হাইকোর্ট এই ধারানুসারে হস্তক্ষেপ করিতে অক্ষম ১১ উঃ রিঃ ৩১ ইঃ লঃ রিঃ ২ আলা ৬৮৩ ইহার বিরুদ্ধে ইঃ লঃ রিঃ ২ মান্দ্রাজ ৩৮ পৃষ্ঠার নজির দেখ।

কোন উকীল কি ব্যারেষ্টার এই ধারানুসারে বিচার হইবার সময় হাইকোর্ট সমক্ষে উপস্থিত হইবার স্বত্ব দাবী করিতে পারেন না ইঃ লঃ রিঃ ১ বোম্বাই ৬৪

বৃদ্ধিকরিতে পারিবেন, এবং সংশোধন করিবার আদালত স্বরূপ জজদের যত জনের একমত ততজনের ভিন্নমত হইলে ৪২৯ ধারার বিধানমতে ঐ মোকদ্দমা লইয়া কার্য্য হইবে।

অভিযুক্ত ব্যক্তি আপন পক্ষ সমর্থনার্থ স্বয়ং বা উকীলের দ্বারা যাহা বলিতে চাহেন তাহা শুনিবার সুযোগ দেওয়া না গেলে, তাঁহার বিরুদ্ধে এই ধারা মত কোন আজ্ঞা করা যাইবে না।

এই ধারায় যে দণ্ডাজ্ঞার কথা আছে, কোন মাজিষ্ট্রেট ৩৪ ধারামতে কার্য্য না করিয়া সেই দণ্ডাজ্ঞা করিলে, উক্ত কোর্টের মতে অভিযুক্ত ব্যক্তি যে অপরাধ করিয়াছে, সেই অপরাধ হেতুক প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কিম্বা প্রথম শ্রেণীর কোন মাজিষ্ট্রেট যত দণ্ড করিতে পারিতেন, ঐ কোর্ট তাহার অধিক দণ্ডের আজ্ঞা করিবেন না।

২৭৩ ধারামতে যাহা কিছু লেখা যায় তৎপ্রতি এই ধারার কোন কথা বর্ত্তিবে না, কিম্বা হাইকোর্ট নির্দ্দোষিতা নির্ণয় বদলাইয়া যে অপরাধ নির্ণয় করিবার ক্ষমতা পাইলেন এই ধারার কোন কথাক্রমে এরূপ জ্ঞান করিতে হইবে না।

আদালতের স্বেচ্ছাধীন উভয় পক্ষের কথা শ্রবণ করিবার কথা।

৪৪০ ধারা। কোন আদালতের সংশোধন করিবার ক্ষমতানুসারে কার্য্য করণকালে কোন পক্ষের নিজে কি উকীলের দ্বারা শ্রুত হইবার অধিকার নাই কিন্তু আদালত উচিত বোধ করিলে নিজ কোন পক্ষের কিম্বা তাঁহার উকীলের কথা শ্রবণ করিতে পারিবেন এই ধারার কোন কথা ক্রমে ৪৩ ধারার দ্বিতীয় পদের বিধানের কোন বিঘ্ন হইবে বলিয়া জ্ঞান হইবে না।

প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট আপন নিষ্পত্তির যেং হেতু জানান হাইকোর্ট তাহা বিবেচনা করিবার কথা

৪৪১ ধারা। হাইকোর্ট ৪৩৫ ধারামতে কোন প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেটের কোন আনুষ্ঠানিক কার্য্যের কাগজপত্র চাহিয়া পাঠাইলে, মাজিষ্ট্রেট যেং হেতু ধরিয়া নিষ্পত্তি কি আজ্ঞা করেন, ও নিষ্পত্তি উপলক্ষে তিনি যে বৃত্তান্ত গুরুতর বলিয়া জ্ঞান করেন মোকদ্দমার কাগজপত্রের সঙ্গে সেইং হেতুর ও বৃত্তান্তের বর্ণনাপত্রও অর্পণ করিতে পারিবেন। হাইকোর্ট [illegible] নিষ্পত্তি কি আজ্ঞাব্যর্থ কি অসিদ্ধ করণের পূর্ব্বে সেইং হেতু ও বৃত্তান্ত বিবেচনা করিবেন

৪৪২ ধারা। এই অধ্যায়মতে হাইকোর্ট কর্তৃক কোন মোকদ্দমার সংশোধন হইলে ঐ হাইকোর্ট যে নিষ্পত্তি, দণ্ডাজ্ঞা বা অন্য আজ্ঞা সংশোধিত হয় তাহা যে আদালত দিয়েন বা করেন সেই আদালতে সর্টিফিকেট দ্বারা আপনার নিষ্পত্তি কি আজ্ঞা জানাইবেন সর্টিফিকেট দ্বারা যে আদালতের কিম্বা যে মাজিষ্ট্রেটের নিকট ঐরূপে নিষ্পত্তি কি আজ্ঞা জ্ঞাত করা হয় সেই আদালত কি মাজিষ্ট্রেট ঐ নিষ্পত্তি অনুসারে আজ্ঞা দিবেন এবং আবশ্যক হইলে, তদনুসারে নথী সংশোধন করা যাইবে।

হাইকোর্ট যে আজ্ঞা করেন তাহা নিম্ন আদালতের মাজিষ্ট্রেটকে জ্ঞাত করিবার কথা

অষ্টম খণ্ড।

বিশেষ আনুষ্ঠানিক কার্য্যের বিধি।

---

৩৩ ত্রয়স্ত্রিংশ অধ্যায়

ইউরোপ ও আমেরিকা দেশীয়দিগের বিরুদ্ধে ফৌজদারী অনুষ্ঠানিক কার্য্যবিষয়ক বিধি

৪৪৩ ধারা। কোন মাজিষ্ট্রেট শান্তিরক্ষার্থ জষ্টিস না হইলে, এবং যদি তিনি প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট না হন প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট ও ইউরোপীয় ব্রিটিশ প্রজা না হইলে, ইউরোপীয় ব্রিটিশ প্রজার নামে অভিযোগের তদন্ত লইতে কি বিচার করিতে সক্ষম হইবেন না।

ইউরোপীয় ব্রিটিশ প্রজারা অপরাধ করিলে যে২ মাজিষ্ট্রেটরা সেই অপরাধের তদন্ত লইয়া বিচার করিবেন তদ্বিষয়ের কথা

৪৪৪ ধারা। আধিপত্যকারী জজ ইউরোপীয় ব্রিটিশ প্রজা না হইলে কোন সেশন আদালতে কোন ইউরোপীয় ব্রিটিশ প্রজার নামে অভিযোগের বিচার করিতে পারিবেন না; এবং আধিপত্যকারী জজ আসিষ্টান্ট

সেশন জজের ইউরোপীয় ব্রিটিশ প্রজা হইবার কথা।

সেশন জজ হইলে যদি তিনি আসিষ্টাণ্ট সেশন জজের কর্ম্ম অনুান তিন বৎসর না করিয়া থাকেন এবং এতদর্থে স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের স্থানে বিশেষ ক্ষমতা না পাইয়া থাকেন, তবে তিনি অভিযোগের বিচার করিতে পারিবেন না।

আসিষ্টাণ্ট সেশন জজের তিন বৎসর কর্ম্ম করিবার ও বিশেষ ক্ষমতাপ্রাপ্ত হইবার কথা।

৪৪৫ ধারা। ■ কোন মাজিষ্ট্রেট যে স্থলে অন্য ব্যক্তিদের যদ্রূপ অপরাধ গ্রাহ্য করিতে সক্ষম হন সেই স্থলে ৪৪৩ কি ৪৪৪ ধারার কোন কথায় ইউরোপীয় ব্রিটিস প্রজাদের তদ্রূপ অপরাধ গ্রাহ্য করিতে তাঁহার বাধা হইবে না।

ইউরোপীয় ব্রিটিস প্রজা অপরাধ করিলে তাহা গ্রাহ্য হইবার কথা।

কিন্তু ইউরোপীয় ব্রিটিস প্রজার নামে অপরাধের অভিযোগ হওয়াতে যদি তাঁহাকে উপস্থিত করাইবার পরওয়ানা প্রচার করেন, তবে যে মাজিষ্ট্রেট সাহেব ঐ মোকদ্দমার তদন্ত লইয়া বিচার করিবার ক্ষমতাপন্ন হন ঐ পরওয়ানামতে তাঁহারই সম্মুখে তাঁহাকে উপস্থিত করিবার বিধান করিতে হইবে।

৪৪৬ ধারা। ৩২ কি ৩৪ ধারায় প্রকারান্তরের কথা থাকিলেও প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট ভিন্ন কোন মাজিষ্ট্রেট ইউরোপীয় ব্রিটিস প্রজার উপর তিন মাসের অনধিক কারাদণ্ড কিম্বা এক সহস্র টাকার অনধিক অর্থদণ্ড কি উভয় দণ্ডের আজ্ঞা ভিন্ন অন্য আজ্ঞা করিতে পারিবেন না।

ক্ষমতাপন্ন মাজিষ্ট্রেটেরা যে দণ্ডের আজ্ঞা করিতে পারিবেন তাহার কথা।

৪৪৭ ধারা। ইউরোপীয় ব্রিটিস প্রজার নামে যে মাজিষ্ট্রেটের নিকট যে অপরাধের নালিশ হয় সেই মাজিষ্ট্রেটের সেই অপরাধের সমুচিত দণ্ড করিবার ক্ষমতা নাই ও সেই অপরাধ প্রাণদণ্ডের কি যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ দণ্ডের যোগ্য অপরাধ নয় তাঁহার

যে স্থলে সেশন আদালতে ও যে স্থলে হাইকোর্টে সমর্পণ করিতে হইবে তাহার কথা।

■ কোন সৈনীক পুরুষ কোন মাজিষ্ট্রেটের এলাকা মধ্যে কোন অপরাধের বার্য্য করিলে তাহার বিরুদ্ধে ফৌজদারী মোকদ্দমা চালাইবার জন্য শ্রীল শ্রীযুক্ত কমাণ্ডার ইন্‌চীফ বাহাদুরের অনুমতি গ্রহণ করা অনাবশ্যক। ৪ বঃ ■ রিঃ ৩৩২

এমত বিবেচনা হইলে, যদি অভিযুক্ত ব্যক্তিকে সমর্পণ করা উচিত বোধ করেন, তাহাকে সেশন আদালতে, কিম্বা, তিনি প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট হইলে, হাইকোর্টে সমর্পণ করিবেন।

যে অপরাধ হইয়াছে বলিয়া বোধ হয় তাহা প্রাণ দণ্ডের কি যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ দণ্ডের যোগ্য অপরাধ হইলে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে হাই-কোর্টে সমর্পণ করা যাইবে

এক অপরাধের দণ্ড প্রাণদণ্ড কি যাবজ্জীবনদ্বীপান্তর প্রেরণ দণ্ড ও অন্য অপরাধের নিমিত্ত তদ্রূপ দণ্ড হইতে না পারিলে অপরাধের বিচারের কথা

৪৪৮ ধারা। যে ব্যক্তিকে ৪৭ ধারামতে হাইকোর্টে সমর্পণ করা যায়, তাহার নামে অনেক অপরাধের অভিযোগ হইলে, ও তন্মধ্যে এক অপরাধের নিমিত্তে প্রাণদণ্ড কি যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ দণ্ড ও অন্য অপরাধের লঘু দণ্ড হইতে পারিলে, যে অপরাধের নিমিত্ত প্রাণদণ্ড কি দ্বীপান্তর প্রেরণ দণ্ড হইতে পারে ঐ হাইকোর্ট সেই অপরাধ ধরিয়া তাহার বিচার করা উচিত বোধ না করিলেও অন্য অপরাধ ধরিয়া তাহার বিচার করিতে পারিবেন

সেশন আদালত যে দণ্ডের আজ্ঞা দিতে পারিবেন তাহার কথা।

৪৪৯ ধারা ৩১ ধারার প্রকারান্তরের বিধান থাকিলেও কোন সেশন আদালত ইউরোপীয় বিটিষ প্রজার এক বৎসরের অনধিককাল কারাদণ্ডের কি অর্থদণ্ডের কিম্বা উভয় দণ্ডের আজ্ঞা ভিন্ন অন্য দণ্ডাজ্ঞা করিতে পারিবেন না

সেশন জজ আপনার মতে ভুল জ্ঞান করিলে কার্য্যপ্রণালীর কথা

যে অপরাধের প্রমাণ হইয়াছে বলিয়া বোধ হয়, উক্ত প্রকারের দণ্ডাজ্ঞা দ্বারা সেই অপরাধের সমুচিত দণ্ড হয় না সমর্পণ হইবার পর ও নিষ্পত্তি স্বাক্ষর করিবার পূর্ব্বে কোন সময়ে আধিপত্যকারী জজ সাহেবের এমত জ্ঞান হইলে তিনি আপনার সেই মত লিপিবদ্ধ করিয়া হাইকোর্টে মোকদ্দমা প্রেরণ করিবেন। উক্ত জজ সাহেব আপনি বাদীর ও সাক্ষীদের স্থানে হাইকোর্টে উপস্থিত হইবার নিবন্ধপত্র লইতে পারিবেন কিম্বা যে মাজিষ্ট্রেট সাহেব সমর্পণ করেন তাঁহাকে তদ্রূপ পত্র লইবার আজ্ঞা দিতে পারিবেন।

৪৫০ ধারা। যে সেশন এলাকার মধ্যে সাধারণে্য ঐ অপরাধের বিচার হইতে পারে যদি সেই এলাক র সেশন জজ ইউ-রোপীয় ব্রিটিষ প্রজা না হন, তবে যে মাজিষ্ট্রেট সাহেব সমর্পণ করেন তিনি ঐ এলাকা যে প্রদেশের অন্তর্গত তৎকার ফৌজদারী আপীল শুনিবার উচ্চতম আদালতের আজ্ঞার জন্য ঐ বিষয়ের রিপোর্ট করিবেন

সেশন জজ ইউরোপীয় ব্রিটিষ প্রজা না হইলে কার্য্য-প্রণালীর কথা।

ব্রিটিষ ব্রহ্মদেশে রাঙ্গুনের রিকার্ডর সাহেবের আদালত্ এই ধারার কার্য্য পক্ষে ফৌজদারী আপীল শুনিবার উচ্চতম আদালত বলিয়া জ্ঞান হইবে।

৪৫১ ধারা হাইকোর্ট কি সেশন আদালতে ইউরোপীয় ব্রিটিষ প্রজাদের বিচার হইলে, প্রথম জুররের ডাক হইয়া আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে অথবা স্থল বিশেষে, প্রথম আসেসর নিযুক্ত হইবার পূর্ব্বে উক্ত প্রজা মিশ্র জুরি কি মিশ্র আসেসরদল দ্বারা বিচারের দাওয়া করিলে, জুররদের কি আসেসরদের অর্দ্ধসংখ্যার অন্যূন ব্যক্তি ইউরোপীয় কি আমেরিকদেশীয় কিম্বা ইউরোপীয় ও আমেরিকা দেশীয় হইবে

মিশ্র জুরির দ্বারা ইউরোপীয় ব্রিটিষ প্রজাদের বিচার হইবার কথা।

৪৫২ ধারা। যে ব্যক্তি ইউরোপীয় ব্রিটিষ প্রজা নহে, কোন স্থলে তাহারই সঙ্গে২ ইউরোপীয় ব্রিটিষ প্রজারও নামে অভিযোগ হইলে, ও হাইকোর্টের কি সেশন আদালতের সম্মুখে বিচার হইবার নিমিত্তে ঐ ইউরোপীয় ব্রিটিষ প্রজাকে সমর্পণ করা গেলে, ঐ দুই ব্যক্তির একত্র বিচার হইতে পারিবে, এবং ইউরোপীয় ব্রিটিষ প্রজার স্বতন্ত্র বিচার হইলে যে প্রণালীমতে কার্য্য চলিত, সেই প্রণালীমতে চলিবে

ইউরোপীয় ব্রিটিষ প্রজার সহিত এদেশীয় ব্যক্তির নামে অভিযোগ হইলে বিচারের কথা।

কিন্তু ইউরোপীয় ব্রিটিষ প্রজা ৪৫১ ধারামতে মিশ্রজুরি দ্বারা বা মিশ্র আসেসরদল দ্বারা বিচারের দাওয়া করিলে এবং উক্ত যে ব্যক্তি ইউরোপীয় ব্রিটিষ প্রজা নহে সে স্বতন্ত্র বিচারের দাওয়া করিলে, ২৩ অধ্যায়ের বিধানমতে শেষোক্ত ব্যক্তির স্বতন্ত্র বিচার হইবে।

এদেশীয় লোকের স্বতন্ত্র বিচার হইবার দাওয়ার কথা।

৪৫৩ ধারা।* ইউরোপীয় ব্রিটিশ প্রজার ন্যায় কোন ব্যক্তিকে লইয়া কার্য্য হয় তাঁহার এমন দাওয়া হইলে তদন্ত লইবার কি বিচার হইবার নিমিত্ত তাঁহাকে যে মাজিষ্ট্রেট সাহেবের সম্মুখে উপস্থিত করা যায় সেই মাজিষ্ট্রেট সাহেবকে তিনি সেই দাওয়ার হেতু জানাইবেন। তাহা হইলে উক্ত মাজিষ্ট্রেট ঐ উক্তির সত্যতানুসন্ধান করিবেন এবং ঐ ব্যক্তিকে ইহার সত্যতা প্রমাণ করিবার যুক্তিসঙ্গত সময় দিবেন, ও তদনন্তর তিনি ইউরোপীয় ব্রিটিশ প্রজা কি না, ইহার নিষ্পত্তি করিবেন ও তাঁহাকে লইয়া তদনুসারে কার্য্য করিবেন। উক্ত মাজিষ্ট্রেট ঐ ব্যক্তির অপরাধ নির্ণয় করিলে ও ঐ ব্যক্তি তদ্রূপ অপরাধ নির্ণয়ের উপর আপীল করিলে মাজিষ্ট্রেটের সেই নিষ্পত্তি যে অন্যায় ইহা প্রমাণ করিবার ভার তাঁহারই প্রতি বর্ত্তিবে।

কোন ব্যক্তি তাঁহার পক্ষে ইউরোপীয় ব্রিটিশ প্রজারূপে কার্য্য হইবার দাওয়া করিলে কার্য্য প্রণালীর কথা

মাজিষ্ট্রেট তদ্রূপ কোন ব্যক্তিকে বিচারার্থে সেশন আদালতে সমর্পণ করিলে এবং ঐ ব্যক্তি উক্ত আদালতে ইউরোপীয় ব্রিটিশ প্রজার ন্যায় তৎসম্বন্ধে কার্য্য হইবার দাওয়া করিলে উক্ত আদালত যদি আরো তদন্ত করা উচিত বোধ করেন তাহা করিয়া ঐ ব্যক্তি ইউরোপীয় ব্রিটিশ প্রজা কি না ইহার নিষ্পত্তি করিবেন ও তাঁহাকে লইয়া তদনুসারে কার্য্য করিবেন

* কোন ব্যক্তি কোন অপরাধে অভিযুক্ত হইলে বিচার আদালতের বিচার করিবার ক্ষমতা আছে কিনা তাহা নির্ণয় করিবার অগ্রে ইহা দেখা কর্ত্তব্য যে ঐ ব্যক্তি ইউরোপীয় ব্রিটিশ প্রজা কি না এবং তৎসম্বন্ধে ও বিপক্ষে যাহা বলিবার থাকে তাহা তাঁহার বিপক্ষে করা উচিত। এই উদ্দেশে প্রথমতঃ বিচারপতি অভিযুক্ত ব্যক্তিকে প্রশ্ন করিবেন এবং তৎপর আবশ্যক বিবেচনা করিলে প্রমাণ গ্রহণ করিবেন। কোন আদালতের বিচারাধিকারিত্ব ক্ষমতা না থাকিলে তিনি অভিযুক্ত ব্যক্তিকে নির্দ্দোষ করিতে অক্ষম। ৬ উঃ রিঃ ১৭। কোন ব্যক্তি অভিযুক্ত হইয়া অধীন মাজিষ্ট্রেটের নিকট হাজির হইলে সে ইউরোপীয় ব্রিটিশ প্রজা তাহা প্রমাণ করিবার সময় ও সুবিধা পাইতে পারে। মাজিষ্ট্রেট কর্ত্তৃক বিচার সমাপন অন্তে কোন ব্যক্তি ইউরোপীয় ব্রিটিশ প্রজা বলিয়া আপত্তি করিলে তাহা গ্রহণ করা যাইবে না। ৫ উঃ রিঃ ৫৯। কোন অভিযুক্ত ব্যক্তি ইউরোপীয় ব্রিটিশ প্রজা থাকা বলিয়া ওজর করিলে ঐ ব্যক্তি ইউরোপীয় ব্রিটিশ প্রজা কি না তৎসম্বন্ধে প্রমাণ গ্রহণ করিয়া তাহার নিষ্পত্তি করিতে হইবে। ১০ উঃ রিঃ ৮।

উক্ত আদালত তাঁহার অপরাধ নির্ণয় করিলেও তিনি তদ্রূপ অপরাধ নির্ণয়ের উপর আপীল করিলে আদালতের সেই নিষ্পত্তি যে অন্যায় ইহা প্রমাণ করিবার ভার তাঁহারই প্রতি বর্ত্তিবে

যে আদালতে কোন ব্যক্তির বিচার হয় তিনি ইউরোপীয় ব্রিটিশ প্রজা নহেন, সেই আদালতের এই নিষ্পত্তি হইলে, বিচারে যে দণ্ডাজ্ঞা কি আজ্ঞা হয় উক্ত নিষ্পত্তি তাহার উপর আপীল করিবার অন্যতর হেতু হইবে

উক্ত স্বত্বের দাওয়া না করিলে তাহা ত্যাগ করা গেল জ্ঞান হইবার কথা

৪৫৪ ধারা। * যে মাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে ইউরোপীয় ব্রিটিশ প্রজার বিচার হয় কিম্বা যৎকর্ত্তৃক তাঁহাকে সমর্পণ করা যায়, ইউরোপীয় ব্রিটিশ প্রজার ন্যায় তাঁহার পক্ষে কার্য্য হয় ঐ ব্যক্তি তাঁহারই নিকট ইহার দাওয়া না করিলে কিম্বা সমর্পণকারী মাজিষ্ট্রেটের নিকটে তদ্রূপ দাওয়া করা গিয়া অগ্রাহ্য হইলেও তাঁহাকে যে আদালতে সমর্পণ করা যায় তথায় তিনি উক্ত দাওয়া পুনশ্চ না করিলে, ইউরোপীয় ব্রিটিশ প্রজাস্বরূপ আপনার সেই বিশেষ ক্ষমতা ত্যাগ করিয়াছেন, এমন জ্ঞান হইবে, এবং সেই মোকদ্দমা চলনের তৎপশ্চাৎ কোন সময়ে ঐ দাওয়া করিতে পারিবেন না।

মাজিষ্ট্রেট সাহেবের সম্মুখে কোন ব্যক্তিকে উপস্থিত করা গেলে সে ইউরোপীয় ব্রিটিশ প্রজা নহে মাজিষ্ট্রেট সাহেব এমত বিশ্বাস করিবার কারণ না দেখিলে, তুমি ইউরোপীয় ব্রিটিশ প্রজা কি না তাহাকে এই কথা জিজ্ঞাসা করিবেন।

ইউরোপীয় ব্রিটিশ প্রজা না হইয়া কোন ব্যক্তির এই অধ্যায়মতে বিচার হইলে তাহার কথা

৪৫৫ ধারা। যে ব্যক্তি ইউরোপীয় ব্রিটিশ প্রজা নহে তাহাকে লইয়া এই অধ্যায় মতে ইউরোপীয় ব্রিটিশ প্রজার ন্যায় কার্য্য হইলেও যদি সে আপত্তি না করে, তবে তদ্রূপ কার্য্য হইয়াছে বলিয়া তদন্ত কি, স্থলবিশেষে, সমর্পণ কি বিচার কি দণ্ডাজ্ঞা অসিদ্ধ হইবে না।

---

* কোন ইউরোপীয় ব্রিটিশ প্রজা এই আইনের ৪৪৩ ও ৪৪৪ ধারার লিখিত স্বত্ব অবগত থাকিয়া তাহা পরিত্যাগ করিয়াছে কি না এবং ঐ ব্যক্তি স্বীয় বুদ্ধি ও বিবেচনা পরিচালন পূর্ব্বক ঐ স্বত্ব ত্যাগ করিয়াছে কিনা তাহা বিচার করিবার পূর্ব্বে দেখা আবশ্যক। ৬ বং লঃ রিঃ ৪৬৩। ইং লঃ রিঃ ৬ কলি ৮৩

ইউরোপীয় ব্রিটিশ প্রজাকে বেআইনীমতে আটক করিয়া রাখিলে অবশ্যই হাইকোর্টের সম্মুখে উপস্থিত করিবার আজ্ঞা প্রার্থনা করিবার অধিকারের কথা

৪৫৬ ধারা। কোন ইউরোপীয় ব্রিটিশ প্রজাকে কোন ব্যক্তি অবৈধ মতে বদ্ধ করিয়া রাখিলে, ঐ ইউরোপীয় ব্রিটিশ প্রজা কি তাঁহার পক্ষে কোন ব্যক্তি যে স্থানে তাঁহাকে বদ্ধ করিয়া রাখা যায় সেই স্থানে কোন অপরাধ করিলে তাহার উপর যে হাইকোর্টের বিচারাধিপত্য থাকিত কিম্বা তদ্রূপ অপরাধ নির্ণয় সূচক আজ্ঞার উপর তিনি যে হাইকোর্টে আপীল করিতে পারিতেন সেই হাইকোর্টের নিকট এই মর্ম্মে প্রার্থনা করিতে পারিবেন যে আমাকে যে ব্যক্তি বদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে তাহার নিকট উক্ত হাইকোর্টের এই আজ্ঞা হয় যে আমার বিষয়ে উক্ত কোর্ট আর যে আজ্ঞা করিতে পারেন তাহার অপেক্ষায় থাকিবার জন্যে আমাকে সেই হাইকোর্টে উপস্থিত করা যায়।

তদ্রূপ প্রার্থনা হইলে কার্য্যপ্রণালীর কথা

৪৫৭ ধারা। হাইকোর্ট উচিত বোধ করিলে ঐ আজ্ঞা করিবার পূর্ব্বে আফিডেবিট ক্রমে কি প্রকারান্তরে সেই আজ্ঞা প্রার্থনা করিবার কারণের অনুসন্ধান লইয়া সেই প্রার্থনা গ্রাহ্য কি অগ্রাহ্য করিতে পারিবেন; অথবা প্রথমেই সেই আজ্ঞা দিতে পারিবেন পরে সেই ব্যক্তিকে আপনার সম্মুখে উপস্থিত করা গেলে আবশ্যকমতে তদন্ত লইয়া সেই বিষয়ের অন্য যে আজ্ঞা উচিত বোধ করেন করিতে পারেন।

হাইকোর্ট যেই স্থানে তদ্রূপ আজ্ঞা করিতে পারিবেন তাহার কথা

৪৫৮ ধারা। যেই দেশে হাইকোর্টের ফৌজদারী আপীল শুনিবার বিচারাধিপত্য থাকে সেইই দেশে এবং মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুক্ত গবর্ণর জেনরল সাহেব অন্য যে স্থানের অনুমতি দেন সেই সকল স্থানে হাইকোর্টের সেই প্রকারে আজ্ঞা দিবার ক্ষমতা থাকিবে।

যেই আইনে মাজিষ্ট্রেটদের সেশন আদালতের প্রতি বিচার করিবার ক্ষমতা প্রদত্ত হয় তাহা খাটিবার কথা

৪৫৯ ধারা। পূর্ব্বাপর কথা দ্বারা ভাবান্তর প্রকাশ না পাইলে মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুক্ত গবর্ণর জেনরল সাহেব পূর্ব্বে যে সকল আইন প্রণয়ন করিয়াছেন পরে যাহা করিবেন তৎক্রমে মাজিষ্ট্রেটদের সেশন আদালতের প্রতি বিচার করিবার ক্ষমতা প্রদত্ত

হইলে, তাহা ইউরোপীয় ব্রিটিষ প্রজাদের প্রতি খাটিবে ; তাহ তে তাঁহাদের স্পষ্ট উল্লেখ না থাকিলেও, খাটিবে।

কোন ইউরোপীয় ব্রিটিষ প্রজাকে কোন আদালত যে পরিমাণে দণ্ড দিতে পারিবেন বলিয়া এই অধ্যায়ে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে এই ধারার কোন কথাক্রমে উক্ত আদালতের প্রতি যে তৎসীমা অতিক্রম করিবার অনুমতি দেওয়া যাইতেছে, অথবা শান্তিরক্ষার্থ জষ্টিস ভিন্ন কোন মাজিষ্ট্রেটের প্রতি কিম্বা ইউরোপীয় ব্রিটিষ প্রজা নহেন রাজধানীর বহিঃস্থ এমন কোন মাজিষ্ট্রেটের বা সেশন জজের প্রতি যে বিচারাধিপত্য প্রদত্ত হইতেছে, এরূপ জ্ঞান করিতে হইবে না

ইউরোপের কি আমেরিকার লোকদের বিচারার্থ জুরির কথা।

৪৬০ ধারা। জুরির দ্বারা বা আসেসরদের সহযোগে বিচার্য্য কোন মোকদ্দমায় যদি অভিযুক্ত ব্যক্তি কি অভিযুক্ত ব্যক্তিদের মধ্যে এক জন ইউরোপীয় ব্রিটিষ প্রজা ভিন্ন ইউরোপ কি আমেরিকা দেশীয় লোক হয়, তবে জুরির অর্দ্ধাংশ ইউরোপীয় কি আমেরিকা দেশীয় হন ইউরোপীয় কি আমেরিকা দেশীয় উক্ত ব্যক্তি এমন দাওয়া করিলে তদ্রূপ জুরি পাওয়া যাইতে পারিলে জুরির অর্দ্ধাংশ ইউরোপ কিম্বা আমেরিকা দেশীয় লোক হইবেন।

ইউরোপ ও আমেরিকা দেশীয় লোকের সহিত অন্য জাতীয় লোকের অভিযোগ হইলে জুরির কথা

৪৬১। সেশন আদালতের সম্মুখস্থ কোন মোকদ্দমায় ইউরোপ বা আমেরিকা দেশীয় নহে এরূপ কোন ব্যক্তির সহিত ইউরোপ বা আমেরিকা দেশীয় লোকের নামে অপরাধের অভিযোগ হইলে, ইউরোপ ও আমেরিকা দেশীয় লোকদিগকে লইয়া যে জুরির ন্যূন কল্পে অর্দ্ধাংশ হইবে যদি উক্ত ইউরোপ কি আমেরিকা দেশীয় ব্যক্তি এমন জুরির দ্বারা বা আসেসরদের সহযোগে ৪৬০ ধারামতে বিচার হইবার দাওয়া করাতে ঐরূপে তাহার বিচার হয়, তবে ঐ ভিন্ন জাতীয় ব্যক্তি ইচ্ছা করিলে তাহার স্বতন্ত্র বিচার হইতে পারিবে।

৪৫১ কি ৪৬০ ধারামতে গমন করিয়া জুরি নিযুক্ত করিবার কথা।

৪৬২ ধারা। সেশন আদালতে যাহার বিচার হইবে এমন কোন মোকদ্দমায় ৪৫১ কি ৪৬০ ধারার বিধানমতে নিযুক্ত জুরির দ্বারা অভিযুক্ত ব্যক্তির কিম্বা অভিযুক্ত ব্যক্তিদের মধ্যে এক জনের বিচার হইবার অধি-

কার থাকিলে, সেই বিচারের নিমিত্ত জুরিস্বরূপ ইউরোপীয় ও আমেরিকা দেশীয় যত জনের প্রয়োজন হয় উক্ত আদালত ঐ মোকদ্দমার বিচার হইবার নিরূপিত দিবসের পূর্ব্বে ন্যূনকল্পে তিন দিন থাকিতে পূর্ব্বোলিখিত বিধিমতে তাঁহাদিগকে সমন করাইবেন।

সংশোধিত নির্ঘণ্টপত্রে অন্য যে ব্যক্তিদের নাম লেখা থাকে আদালত সেই সময়ে সেই প্রকারে তাঁহাদের মধ্য হইতে ও তন্ন্যূনসংখ্যক ব্যক্তিদিগকে সমন করাইবেন কিন্তু যদি সেই সেশনে জুরির দ্বারা বিচারের নিমিত্ত ঐ অন্য প্রকারের তন্ন্যূনসংখ্যক ব্যক্তিদিগকে পূর্ব্বে সমন করা গিয়া থাকে তবে করাইবেন না।

তদনুসারে যত ব্যক্তি উপস্থিত হন তাঁহাদের মধ্যে সেই ব্যক্তিদিগকে লইয়া জুরি হইবে ২০৬ ধারার নির্দ্দিষ্টমতে গুলিবাঁট করিয়া তাঁহাদিগকে মনোনীত করা যাইবে ও যাবৎ ইউরোপীয় এবং আমেরিকা দেশীয় উপযুক্ত সংখ্যার লোক ঐ ধারামতে প্রাপ্ত ই সেই সংখ্যার লোক প্রাপ্ত হওয়া না যায় তাবৎ মনোনীত করণ কার্য্য চলিবে।

কিন্তু কোন মোকদ্দমায় উপযুক্ত সংখ্যক ইউরোপ [illegible] আমেরিকা দেশীয় লোক পদান্তরে পাওয়া যাইতে না পারিলে, আদালত আপন বিবেচনা-মতে জুরির সংখ্যা পূর্ণ করিবার উদ্দেশে ৩২০ ধারামতে মুদ্রিত করিয়া জুরির ফর্দ্দ হইতে বর্জ্জিত কোন ব্যক্তির নামে সমন দিতে পারিবেন।

৩০৩ ধারা। ইউরোপীয় ব্রিটিশ প্রজাদের ও ইউরোপীয় ব্রিটিশ প্রজা ভিন্ন ইউরোপীয়দের ও আমেরিকাদেশীয়দের বিরুদ্ধে যে ফৌজদারী অনুষ্ঠানের কার্য্য সেশন আদালতে ও হাইকোর্টে উপস্থিত করা যায় তাহা প্রকারান্তরের স্পষ্ট বিধান না থাকিলে এই আইনের বিধানমতে চালান যাইবে।

ইউরোপীয় ব্রিটিশ প্রজাদের বিরুদ্ধে ফৌজদারী মোকদ্দমার কার্য্য চালাইবার নিয়ম।

৩৪ চতুস্ত্রিংশ অধ্যায়।

ক্ষিপ্তমনা ব্যক্তিদের সম্বন্ধীয় বিধি

অভিযুক্ত ব্যক্তি ক্ষিপ্তমনা হইলে যাহা কর্ত্তব্য তাহার কথা।

৪৬৪ ধারা। যে মাজিষ্ট্রেট তদন্ত কি বিচার করেন অভিযুক্ত ব্যক্তি ক্ষিপ্তমনা ও তন্নিমিত্ত অভিযোগের উত্তর দিতে অক্ষম সেই মাজিষ্ট্রেট এইরূপ বিশ্বাস করিবার কারণ দেখিলে, ঐ ব্যক্তির মনের অস্বাস্থ্য নিশ্চয় করণার্থে তদন্ত লইয়া জিলার সিবিল চিকিৎসক সাহেবের দ্বারা কিম্বা

---

* কোন ব্যক্তি অপরাধ করিবার সময় ক্ষিপ্তমনা থাকা প্রমাণে ব্যক্ত হইলে তাহাকে সিবিল সার্জ্জন দ্বারা পরীক্ষা করান উচিত এবং ঐ ব্যক্তির মানসিক অবস্থা সম্বন্ধে সিবিল সর্জ্জনের প্রমাণনামা গ্রহণ করা উচিত। ১ উঃ রিঃ ১। যদি অপরাধের কার্য্য করিবার অভিযুক্ত ব্যক্তির কোন উদ্দেশ্য প্রতীয়মান না হয় এবং সেই সময় ঐ ব্যক্তি ক্ষিপ্তমনা থাকা স্বাধীন প্রমাণ দ্বারা সাব্যস্ত হয় তবে তৎপ্রতি এই অধ্যায়ের বিধান খাটিবে। ১ উঃ রিঃ ১৯

১৮৫৮ সালের ৩৬ আইনের ৪ ধারার বিধানানুসারে প্রত্যেক পোলীস কার্য্যকারক স্বীয় এলাকামধ্যে কোন আপদজনক বাতুল ব্যক্তিকে কি কোন ক্ষিপ্তমনা ব্যক্তিকে অরক্ষিতাবস্থায় প্রাপ্ত হইলে তাহাকে ধৃত করিয়া জেলার মাজিষ্ট্রেটের নিকট পাঠাইতে বাধ্য। ১৮৬৬ সালের ১১ জুলাই তারিখের ৩২৯০ নং গবর্ণমেণ্ট [illegible] আদেশ অনুসারে ঐরূপ ব্যক্তিকে জেলার মাজিষ্ট্রেটের নিকট পাঠাইবার সময় ঐ ব্যক্তি সম্বন্ধে নিম্নলিখিত বিবরণ পোলীস কার্য্যকারক লিখিবে।

১। ঐ ব্যক্তির সম্পূর্ণ নাম।
২। পুরুষ কি স্ত্রী এবং কত বয়স
৩। বিবাহিত কি অবিবাহিত না বিধবা কি স্ত্রীবিহীন।
৪। কিরূপ অবস্থার লোক এবং পূর্ব্বে কোন ব্যবসা কার্য্য করিয়া থাকিলে তাহা
৫। কোন্ ধর্ম্মাবলম্বী।
৬। ঐ ব্যারাম প্রথম হইয়াছে কি না
৭। কত বয়সের সময় প্রথম ক্ষিপ্তাবস্থাপন্ন হয়
৮। কোন্ স্থানে ও কোন্ সময়ে পূর্ব্বে চিকিৎসা করা হইয়াছে তাহা
৯। ক্ষিপ্ত হইয়া কত দিবস ঐ ভাবে থাকে
১০। যে কারণে ক্ষিপ্ত হওয়া সম্ভব লোকে বিবেচনা করে তাহা।
১১। কোন কোন সময় মৃগী রোগ হয় কি না।

স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের আদেশমত অন্য কোন চিকিৎসকের দ্বারা ঐ অভিযুক্ত ব্যক্তির পরীক্ষা করাইবেন এবং আবশ্যকমত ঐ সিবিল চিকিৎসক সাহেবের কি অন্য চিকিৎসকের সাক্ষ্য গ্রহণ পূর্ব্বক ঐ সাক্ষ্য লিখিয়া রাখিবেন।

---

১২ আত্মঘাতী হওয়ার ভাব প্রকাশ করে কি না

১৩ অন্য লোকের পক্ষে আপদজনক কি না

১৪ ঐ ব্যক্তির পরিবারস্থ অন্য কোন লোক কোন সময়ে ক্ষিপ্ত হইয়াছিল কি না এবং উহাকে পাঠানের সময় কেহ ক্ষিপ্তমনা ছিল কি না

১৮৬৮ সালের ৯২ নং সর্কিউলার অর্ডার ও ২৩ সেপ্টেম্বর ও অক্টোবর তারিখের ৩৩৮২ নং চিঠীতে ক্ষিপ্তমন ব্যক্তির স্থানান্তর জন্য নিম্নলিখিত নিয়মাবলী গবর্ণমেণ্ট ধার্য্য করিয়াছেন

১। কোন ক্ষিপ্তমনাকে ক্ষিপ্তের আশ্রমবাটীতে পাঠাইবার সময় সিবিল সার্জ্জন তাহার শারিরীক অবস্থা পরীক্ষা করিয়া এক খণ্ড সার্টিফিকেট যাহার রক্ষণে তাহাকে পাঠাইতে হইবে সেই ব্যক্তিকে দিবেন। ঐ রক্ষক ঐ সার্টিফিকেট রাস্তায় কোন পোলীস কার্য্যকারকের সঙ্গে দেখা হইলে তাহাকে দেখাইবেন এবং ক্ষিপ্তের আশ্রমবাটীতে উপনীত হইয়া ঐ স্থানের কর্ত্তৃপক্ষগণকে তাহা দেখাইবেন

২। ঐ ব্যক্তিকে যে রাস্তায় লইয়া যাইতে হইবে তাহা ডিষ্ট্রিক্ট পোলীস সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেব নির্দ্দেশ করিয়া দিবেন। সচরাচর তিনি সহজ ও নিরাপদ ও উত্তম রাস্তা নির্দ্দেশ করিবেন এবং যে রক্ষকগণ ঐ ব্যক্তির সঙ্গে থাকিবে তাহারা রাস্তার নিকটস্থ সমস্ত পোলীস ষ্টেশনে ঐ ব্যক্তিকে উপস্থিত করিবে এরূপ উপদেশ করিবেন। ঐ রক্ষক প্রথম যে ষ্টেশনে উপস্থিত হয় তথাকার ভারপ্রাপ্ত পোলীস কার্য্যকারক (এবং যদি ঐ রক্ষক কোন সিবিল ষ্টেশনে উপস্থিত হয় তবে তথাকার হেড পোলীস কার্য্যকারক) ঐ রক্ষকের নিকটস্থ সার্টিফিকেট দৃষ্টি করিয়া তাহাতে ক্ষিপ্তমনার প্রস্থানের তারিখ ও তথায় উপস্থিত হওয়ার তারিখ তাহার শরীরের তৎসময়ের অবস্থা এবং তাহার শরীরে কোন ক্ষত চিহ্ন দৃষ্ট হইলে তৎসমুদয় লিখিবেন। ঐ সকল বিবরণ তৎপর ষ্টেশন ডায়েরীতে অবিকল লিখিবেন। যদি ঐ পোলীস কার্য্যকারক উহার শরীরে কোন আঘাত কি মারের দাগ দেখেন তবে তিনি তৎক্ষণাৎ তাহার কারণ অনুসন্ধান করিবেন ও তৎসম্বন্ধে যে কোন প্রমাণ পাওয়া যাইতে পারে তাহা ঠিক করিয়া লইবেন এবং রক্ষকের নিকট হইতে ঐ স্থানে আসিয়া ঐ বিষয় তৎক্ষণাৎ সদর ষ্টেশনে রিপোর্ট করিবেন এবং যদি ঐ ক্ষিপ্তমন চলিবার অক্ষম হয় তবে তাহাকে ঐ স্থান হইতে পাঠাইবেন না। তৎপর যে যে পোলীস ষ্টেশনে ঐ ব্যক্তি উপনীত হইবে তাহার প্রত্যেক ষ্টেশনের ভারপ্রাপ্ত কার্য্যকারক উল্লিখিত প্রণালীমত কার্য্য করিবেন এবং অধিকন্তু ঐ সার্টিফিকেটের পৃষ্ঠে পোলীস কার্য্যকারকগণ যাহা যাহা দেখেন তাহাও দৃষ্টি করিবেন

ম্যাজিষ্ট্রেট ঐ অভিযুক্ত ব্যক্তিকে ক্ষিপ্তমনা তন্নিমিত্ত অভিযোগের উত্তর দিতে অক্ষম না করিলে সেই মোকদ্দমার অন্য সকল কার্য্য স্থগিত রাখিবেন

৪৬৫ ধারা * কোন ব্যক্তি সেশন আদালতে কি হাইকোর্টে বিচারার্থে সমর্পিত হইলে ও তাহার বিচারকালে আদালত তাহাকে ক্ষিপ্তমনা ও তন্নিমিত্ত অভিযোগের প্রতিবাদ করিতে অক্ষম বোধ করিলে, জুরি অথবা আসেসরদের সাহায্যপ্রাপ্ত আদালত প্রথমে তাহার মনের অস্বাস্থ্যের ও অক্ষমতার বিচার করিবেন ও সেই বিষয় অবোধগতে জানিতে পারিলে, তদনুযায়ী নিষ্পত্তি করিবেন তাহা হইলে মোকদ্দমার বিচার গৌণে হইবে

সেশন আদালতে কি হাইকোর্টে সমর্পিত ব্যক্তি ক্ষিপ্ত হইলে যাহা কর্তব্য তাহার কথা।

---

৩ ঐ লিখিত সার্টিফিকেট আশ্রমবাটীতে উপস্থিত হইলে ঐ সার্টিফিকেট এবং তাহাতে যাহা লেখা থাকে তাহা বিশেষরূপে পরীক্ষা করিতে হইবে এবং তৎসহ ঐ ব্যক্তি যে অবস্থায় উপস্থিত হয় তাহার সহিত তুলনা করিয়া দেখিতে হইবে এবং তাহার উপস্থিত হওয়ার সময় যেরূপ অবস্থা দৃষ্টিগোচর হইবে তাহাও উহাতে লিখিত হইবে

৪ উক্ত আশ্রমবাটীর সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট ঐ ক্ষিপ্তমনাকে না দেখা পর্য্যন্ত তাহার অবস্থার সহিত ঐ সার্টিফিকেটের লিখিত বিবরণ তুলনা না করা পর্য্যন্ত রক্ষককে বিদায় দিতে হইবে না ঐ রক্ষক ঐ সার্টিফিকেটে যাহার নাম হয় ও সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট যাহা লিখেন তৎসমুদয় সহ যে জেলা হইতে ঐ ব্যক্তি আনীত হইয়াছে তথাকার ম্যাজিষ্ট্রেট নিকট ঐ সার্টিফিকেট পাঠাইতে হইবে ২৪ ঘণ্টার অধিক কাল ঐ রক্ষককে কোন ক্রমে রাখা যাইবে না। যদি অন্য কোন হেতু ঐ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট অনুপস্থিত থাকেন তবে ওবরসিয়র কি সবএসিষ্টাণ্ট সার্জন কি ডেপুটি ডাক্তার যাহার প্রতি ঐ আশ্রমবাটীর ভার থাকিবে তিনি ঐ রূপ কার্য্য করিবেন।

* অভিযুক্ত ব্যক্তি ক্ষিপ্তমনা থাকা বিবেচনা হইলে তাহার বিচার স্থগিত করিয়া এই ধারার এবং ৪৬৬ ধারার বিধান অনুসারে কার্য্য করা উচিত ২ উঃ রিঃ ৫১ ; ৭০ অভিযুক্ত ব্যক্তি ক্ষিপ্তমনা থাকা সম্বন্ধে ডাক্তারের সার্টিফিকেট প্রমাণ স্বরূপ গ্রহণ হইবে না। ঐ সম্বন্ধে ডাক্তারের জবানবন্দি বিশেষ সতর্কতার সহিত গ্রহণ করিতে হইবে উঃ রিঃ ২৩ অভিযুক্ত ব্যক্তি বিচার সময় সুস্থমনা ও মোকদ্দমায় প্রতিবাদ করিতে সক্ষম কি না তাহা অগ্রে বিচার না করিয়া তাহার বিরুদ্ধে মূল মোকদ্দমার বিচার করা অবৈধ ১৯ উঃ রিঃ ২০ অভিযুক্ত ব্যক্তি ক্ষিপ্তমনা কি না তাহা জুরির নির্দ্ধার্য্য ১৯ উঃ রিঃ ১৫

অভিযুক্ত ব্যক্তির মনের অস্বাস্থ্যের ও তাহার অক্ষমতার যে বিচার করা যায় তাহা আদালতের সম্মুখে তাহার বিচারের একাংশ বলিয়া জ্ঞান হইবে

অনুসন্ধান না [illegible] অংশ [illegible] [illegible] কথা

৪৬৬ ধারা। যে কোন স্থলে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে বিকৃতমনা ও অভিযোগের প্রতিবাদ করিতে অক্ষম পাওয়া গেলে তাহার যে অপরাধের অভিযোগ হয় যদি সেই অপরাধ হেতুক জামিনজামিন লওয়া যাইতে পারে, তবে সেই ব্যক্তির উপযুক্তমতে [illegible] দান করা যাইবে ও সে অপরাধের কি অন্য কাহার হানি করিতে পারিবে না ও আজ্ঞা হইলে তাহাকে মাজিষ্ট্রেটের কি আদালতের সম্মুখে কিম্বা মাজিষ্ট্রেট কি আদালত তৎপক্ষে যে কর্ম্মকারককে নিযুক্ত করেন তাহার সম্মুখে উপস্থিত করা যাইবে এইরূপ নিয়মে উপযুক্ত জামিন দেওয়া গেলে মাজিষ্ট্রেট কিম্বা স্থলবিশেষে আদালত তাহাকে ছাড়িয়া দিতে পারিবেন

তাহার রক্ষার কথা

যদি সেই অপরাধের নিমিত্তে জামিন জামিন লওয়া যাইতে না পারে, কিম্বা উপযুক্ত জামিন না দেওয়া যায়, তবে মাজিষ্ট্রেট কি আদালত স্থানীয় গবর্ণমেন্টের নিকটে ঐ ব্যাপারের রিপোর্ট করিবেন ও স্থানীয় গবর্ণমেন্ট অভিযুক্ত ব্যক্তিকে ক্ষিপ্তদের আশ্রমবাটীতে কিম্বা [illegible] ঠিক করিয়া রাখিবার অন্য কোন উপযুক্ত স্থানে বদ্ধ করিয়া রাখিবার আজ্ঞা দিতে পারিবেন, এবং ঐ মাজিষ্ট্রেট কি আদালত উক্ত আজ্ঞা ফলবতী করিবেন

তদন্ত [illegible] কার্য্যে পুনশ্চ প্রবৃত্ত হইবার কথা।

৪৬৭ ধারা। ৪৬৫ কি ৪৬৬ ধারামতে কোন মোকদ্দমার তদন্ত [illegible] কি বিচার করিতে হইলে মাজিষ্ট্রেট কিম্বা স্থলবিশেষে আদালত কোন সময়ে ঐ তদন্ত কি বিচারের কার্য্যে পুনশ্চ প্রবৃত্ত হইতে পারিবেন, ও

---

* ক্ষিপ্ত না থাকিলে [illegible] স্থানীয় গবর্ণমেন্ট যে স্থান নির্ণয় করেন তথায় তাহাকে পাঠান হইলে [illegible] ফৌজদারী আদালতের [illegible] তত্ত্বাবধান [illegible] ক্ষমতা রহিত হয় এবং এই আইনের [illegible] ধারা অনুসারে ঐ ব্যক্তি সুস্থমনা হইবার পর [illegible] পুনর্ব্বার [illegible] হইলে তাহার [illegible] সম্বন্ধে ফৌজদারী আদালতের অধিকার জন্মে হঃ দঃ রিঃ ২ বলি ৩০৬

† বিচারের সময় অভিযুক্ত ব্যক্তি বিকৃতমনা বলিয়া [illegible] হইলে এই ধারা ও ৪৬৮ ধারা অনুসারে [illegible] করা কর্ত্তব্য [illegible]

উক্ত মাজিষ্ট্রেটের কি আদালতের সম্মুখে অভিযুক্ত ব্যক্তির উপস্থিত হইবার কি তাহাকে আনাইবার আজ্ঞা করিতে [illegible] দিবেন

৪৬৬ ধারামতে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে মুক্ত করা গেলে ও এতদর্থে মাজিষ্ট্রেট কি আদালত যে কর্ম্মকারককে নিযুক্ত করেন তাঁহার নিকটে ঐ ক্ষিপ্ত ব্যক্তিকে উপস্থিত করিবার জামিন তাহাকে উপস্থিত করিলে সেই কর্ম্মকারক যদি সার্টিফিকেট দেন যে অভিযুক্ত ব্যক্তি প্রতিবাদ করিতে সক্ষম উক্ত সার্টিফিকেট প্রমাণের মধ্যে গ্রহণ করা যাইতে পারিবে

অভিযুক্ত ব্যক্তি মাজিষ্ট্রেটের কি আদালতের সম্মুখে উপস্থিত হইলে তদ্বিষয়ক কার্য্যের কথা

৪৬৮ ধারা অভিযুক্ত ব্যক্তি মাজিষ্ট্রেটের কি স্থলবিশেষে আদালতের সম্মুখে উপস্থিত হইলে কি তাহাকে পুনশ্চ উপস্থিত করা গেলে, সে অভিযোগের প্রতিবাদ করিবার উপযুক্ত অবস্থাপন্ন হইয়াছে ঐ মাজিষ্ট্রেটের কিম্বা ঐ আদালতের এমত বোধ হইলে ঐ মোকদ্দমার তদন্ত কিম্বা বিচারকার্য্য চলিবে

তৎকালেও মাজিষ্ট্রেট কি আদালত অভিযুক্ত ব্যক্তিকে অভিযোগের প্রতিবাদ করিতে অক্ষম জ্ঞান করিলে মাজিষ্ট্রেট কিম্বা আদালত পুনশ্চ ৪৬৪ কি, স্থলবিশেষে ৪৬৫ ধারার বিধানমতে কার্য্য করিবেন।

অভিযুক্ত ব্যক্তিকে ক্ষিপ্ত দেখা গেলে যাহা কর্ত্তব্য, তাহার কথা

৪৬৯ ধারা * তদন্ত কি বিচার সময়ে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে সুস্থমনা দেখা গেলেও অভিযুক্ত ব্যক্তি যে কার্য্য করিয়াছে প্রকৃতমনা হইয়া সেই কার্য্য করিলে তাহা অপরাধ হইত কিন্তু যে সময়ে ঐ ক্রিয়া করিয়াছিল সেই সময়ে মনের বিকৃতি প্রযুক্ত অভিযোগের ঐ ক্রিয়ার ভাব বুঝিতে পারে নাই ও অন্যায় কি আইনবিরুদ্ধ কর্ম্ম করিতেছে ইহা জানিতে পারে নাই মাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে যে সাক্ষ্য দেওয়া যায় তদ্দ্বারা তাঁহার এমন জ্ঞান করিবার বিশিষ্ট হেতু থাকিলে, মাজিষ্ট্রেট মোকদ্দমা করিতে প্রবৃত্ত হইবেন ও সেশন আদালতে কি হাই-

---

* প্রথম স্থলীয় তদন্ত সময় অভিযুক্ত ব্যক্তিকে সুস্থমন বলিয়া বিবেচনা হইলে তাহাকে সেশনে অর্পণ করা যাইতে পারে ৬ঃ নিঃ ২৩

কোর্টে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে সমর্পণ করা বিহিত হইলে বিচারার্থে সেশন আদালতে কিম্বা স্থল বিশেষে হাইকোর্টে পাঠাইবেন।

৪৭০ ধারা।* যে সময়ে অপরাধ করিয়াছে বলিয়া কোন ব্যক্তির নামে অভিযোগ হয় সেই সময়ে মনের অস্বাস্থ্য প্রযুক্ত সে ঐ অভিযোগের ক্রিয়ার অপরাধস্বরূপ ভাব বুঝিতে পারে নাই ও অন্যায় কিম্বা আইনবিরুদ্ধ কর্ম্ম করিতেছে ইহা জানে নাই, এই হেতু তাহাকে নিরপরাধী করা গেলে সেই ব্যক্তি ঐ ক্রিয়া করিয়াছিল কি না নির্ণয়পত্রে এই কথা বিশেষমতে লিখিতে হইবে।

অভিযুক্ত ব্যক্তি ক্ষিপ্ত হওয়া প্রযুক্ত নিরপরাধী হইবার কথা

৪৭১ ধারা।† ঐ অভিযুক্ত ব্যক্তি অভিযোগমত ক্রিয়া করিয়াছে নির্ণয় পত্রে ইহা ব্যক্ত হইলে ও তাহার উক্ত অক্ষমতা না হইলে যদি অভিযোগমত ঐ ক্রিয়া অপরাধের তুল্য হইত, তবে যে মাজিষ্ট্রেটের কিম্বা যে আদালতের সম্মুখে ঐ বিচার হয়, সেই মাজিষ্ট্রেট বা আদালত যে স্থানে ও যেরূপে উপযুক্ত বোধ করেন সেই স্থানে ও সেই রূপে ঐ ব্যক্তিকে নির্বিঘ্নে হেফাজতে রাখিবার আজ্ঞা করিবেন, ও স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের আজ্ঞার জন্যে ঐ বিষয়ের রিপোর্ট করিবেন। স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট ক্ষিপ্ত ব্যক্তিদের আশ্রয়বাটীতে কিম্বা কারাগারে কিম্বা সুরক্ষা হইবার অন্য কোন উপযুক্ত স্থানে ঐ ব্যক্তিকে বদ্ধ করিয়া রাখিবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

উক্ত প্রকারে যাহাকে নিরপরাধী করা যায় তাহাকে নির্বিঘ্নে রক্ষা করিবার কথা

* অপরাধ করণ সময়ে ও তৎপূর্ব্বে ও পরে অভিযুক্ত ব্যক্তি ক্ষিপ্তমনা ব্যক্তির ন্যায় ব্যবহার করিয়া থাকিলে তাহাকে নির্দ্দোষী সাব্যস্ত করিয়া ৪৭১ ধারা অনুসারে কার্য্য করিতে হইবে। ১৮ উঃ রিঃ ৪৩ দণ্ডবিধি। ধারানুসারে অভিযুক্ত ব্যক্তি ক্ষিপ্ততা হেতু নির্দ্দোষী বলিয়া গণ্য হইবার পূর্ব্বে তদ্বিষয়ে প্রমাণ লওয়া আবশ্যক। ২০ উঃ রিঃ ৩। অপরাধের কার্য্য করিবার সময় অভিযুক্ত ব্যক্তি ক্ষিপ্তমনা ছিল তাহা প্রমাণ করিবার জন্য ইহা প্রমাণ হওয়া চাই যে অপরাধের কার্য্য করা অন্যায় বলিয়া তাহার জ্ঞান ছিল না। ২৯ উঃ রিঃ ৪।

† ক্ষিপ্ততা প্রযুক্ত অভিযুক্ত ব্যক্তি অপরাধের কার্য্য করণ হেতু নির্দ্দোষী সাব্যস্ত হইলে এই ধারানুসারে তাহা স্থানীয় গবর্ণমেণ্টে রিপোর্ট করিতে হইবে। ১ উঃ রিঃ ১০

৪৭২ ধারা। ৪৬৬ কিম্বা ৪৭১ ধারার বিধানমতে কোন ব্যক্তিকে বদ্ধ করা গেলে সেই ব্যক্তি কারাগারে বদ্ধ থাকিলে জেলের ইনস্পেক্টর জেনরল সাহেব কিম্বা ক্ষিপ্ত ব্যক্তিদের আশ্রয় বাটীতে বদ্ধ থাকিলে ঐ আশ্রয়বাটীর সন্দর্শকেরা কিম্বা তাঁহাদের কোন দুই জন ঐ ব্যক্তির মনের অবস্থা জ্ঞাত হওনার্থে তাহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে পারিবেন সেই ইনস্পেক্টর জেনরল সাহেব কিম্বা পূর্ব্বোক্ত দুই জন সন্দর্শক ছয়২ মাসান্তর ন্যূনকল্পে একবার তাহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া স্থানীয় গবর্ণমেন্টের নিকট তাহার মনের অবস্থার বিশেষ রিপোর্ট করিবেন

ক্ষিপ্ত ব্যক্তিকে ইনস্পেক্টর জেনেরলের দৃষ্টি করিবার কথা।

৪৭৩ ধারা। ঐ ব্যক্তি ৪৬৬ ধারার বিধানমতে বদ্ধ হইলে সে অভিযোগের প্রতিবাদ করিতে সক্ষম উক্ত ইনস্পেক্টর জেনরল সাহেব কিম্বা সন্দর্শকেরা এই সার্টিফিকেট দিলে ঐ মাজিষ্ট্রেট কিম্বা স্থল বিশেষে আদালত যে সময় নিরূপণ করেন সেই সময়ে ঐ ব্যক্তিকে ঐ মাজিষ্ট্রেটের কি আদালতের সম্মুখে উপস্থিত করা যাইবে; ও সেই মাজিষ্ট্রেট কি আদালত সেই ব্যক্তির প্রতি ৩৪৮ ধারার বিধানমতে কার্য্য করিবেন ও সেই ইনস্পেক্টর জেনরলের কি সন্দর্শকদের পূর্ব্বোক্ত সার্টিফিকেট প্রমাণ স্বরূপে গ্রাহ্য হইবে

বদ্ধ ক্ষিপ্ত ব্যক্তি অভিযোগের উত্তর দিতে সক্ষম রিপোর্ট হইলে কর্ত্তব্যের কথা।

৪৭৪ ধারা। সেই ব্যক্তি ৪৬৬ কি ৪৭১ ধারার বিধানমতে বদ্ধ হইলে এবং তাহাকে মুক্ত করা গেলে সে আপনার কি অন্য কাহার হানি যে করিবে আমার কি আমাদের বিবেচনায় এমত শঙ্কা হয় না উক্ত জেলের ইনস্পেক্টর জেনরল সাহেব কিম্বা পূর্ব্বোক্ত সন্দর্শকেরা এই মর্ম্মের সার্টিফিকেট দিলে, স্থানীয় গবর্ণমেন্ট তাহার মুক্ত হইবার অথবা তাহাকে হেফাজতে রাখিবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন অথবা পূর্ব্বে ক্ষিপ্ত ব্যক্তিদের রাজকীয় আশ্রয়বাটীতে প্রেরিত না হইলে তাহাকে সেই স্থানে পাঠাইবার আজ্ঞা দিতে পারিবেন, এবং তথায় পাঠাইবার আজ্ঞা দিলে কোন এক জন বিচারকর্ত্তাকে ও দুইজন চিকিৎসক সাহেবকে কমিশ্যনস্বরূপ নিযুক্ত করিতে পারিবেন।

৪৬৬ কি ৪৭১ ধারামতে বদ্ধ ক্ষিপ্ত ব্যক্তি মুক্ত হইবার যোগ্য প্রকাশ হইলে তাহার কথা।

ঐ কমিশ্যন আবশ্যকমত প্রমাণ গ্রহণপূর্ব্বক ঐ ব্যক্তির মনের অবস্থার বিষয়ে নিয়মিতরূপে তদন্ত লইয়া স্থানীয় গবর্ণমেণ্টে রিপোর্ট করিবেন গবর্ণমেণ্ট যেমন উচিত বোধ করেন তেমনি ঐ ব্যক্তিকে ছাড়িয়া দিবার কিম্বা তাহার আটক রাখিবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

আত্মীয়ের তত্ত্বাবধানে শিশুকে অর্পণ করিবার কথা।

৪৭৫ ধারা। ৪৬৬ কি ৪৭১ ধারার বিধানমতে কোন ব্যক্তি আটক থাকিলে যদি তাহার জ্ঞাতি কুটুম্ব কি বন্ধু তাহাকে আপনাদের রক্ষণে ও তত্ত্বাবধানে লইতে ইচ্ছা করে, তবে স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের নিকটে দরখাস্ত করিলে সেই ব্যক্তির উপযুক্তমতে তত্ত্ব লওয়া যাইবে ও সে আপনার কি অন্য ব্যক্তির হানি করিতে পারিবে না ঐ গবর্ণমেণ্টের সন্তোষমতে ইহার প্রতিভূ দিলে গবর্ণমেণ্ট ঐ ব্যক্তিকে উক্ত জ্ঞাতি কুটুম্বের কি বন্ধুর নিকটে সমর্পণ করিবার আজ্ঞা দিতে পারিবেন।

তাহাকে সেই প্রকারে সমর্পণ করা গেলেও স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট যে কর্ম্মকারককে নিযুক্ত করেন তিনি ঐ গবর্ণমেণ্টের নিরূপিত সময়ে২ ঐ ব্যক্তিকে দৃষ্টি করিতে পাইবেন এই নিয়মে তাহাকে অর্পণ করা যাইবে।

এই ধারামতে যে ব্যক্তিদিগকে সমর্পণ করা যায় তাহাদের প্রতি আবশ্যক পরিবর্ত্তন সহ ৪৭২ ও ৪৭৪ ধারার বিধান খাটিবে; এই ধারামতে দৃষ্টি করণার্থে যে কার্য্যকারককে নিযুক্ত করা যায় তাঁহার সার্টিফিকেট প্রমাণ বলিয়া গ্রাহ্য হইবে।

---

৩৫ পঞ্চত্রিংশ অধ্যায়।

বিচারকার্য্য সম্বন্ধীয় কোনং অপরাধের মোকদ্দমায় আনুষ্ঠানিক কার্য্য বিষয়ক বিধি

১৯৫ ধারায় লিখিত স্থলে কার্য্য প্রণালীর ক্রম

৪৭৬ ধারা।* ১৯৫ ধারায় উল্লিখিত বিচারকার্য্যক্রমে তৎসম্মুখে কৃত কি আনীত কোন অপরাধের তদন্ত লইবার হেতু আছে, কোন দেওয়ানী কি ফৌজদারী কি রাজস্ব সম্পর্কীয় আদালত এমত বোধ করিলে সেই

---

* কোন আদালত সমক্ষে কোন অপরাধ হেতু তাঁহার অনুমতি ক্রমে ফৌজদারী মোকদ্দমা উপস্থিত হইলে এরূপ বিধান করিবার মূল উদ্দেশ্য এই যে ঐ আদালত বিশেষ বিবে-

আদালত প্রথমস্থলীয় আবশ্যক তদন্ত করিলে পর নিকটস্থ মাজিষ্ট্রেটের নিকট তদন্ত বা বিচার হইবার জন্যে সেই মোকদ্দমা প্রেরণ করিতে পারিবেন উক্ত আদালত অভিযুক্ত ব্যক্তিকে প্রহরীর জিম্মায় পাঠাইতে

চন করিয়া ঐ অনুমতি প্রদান করিবেন ১৬ উঃ রিঃ ৩৭ কোন সরকারী কার্য্যকারক নিকট কোন ব্যক্তি সম্বন্ধে কোন মিথ্যা সংবাদ দিলে তাঁহার অনুমতি ব্যতীত ঐ মিথ্যাসংবাদদাতার বিরুদ্ধে ফৌজদারী মোকদ্দমা উপস্থিত হইতে পারে না কারণ ঐ অপরাধ ঐ সরকারী কার্য্যকারক বিরুদ্ধে করা হয় বলিয়া গণ্য হইবে কিন্তু ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি ঐ কার্য্যকারকের অনুমতি ব্যতীত ক্ষতি পূরণ পাইবার জন্য দেওয়ানী আদালতে নালিশ করিতে পারে ৯ উঃ রিঃ ৩১ ঐ সংবাদ কোন নিম্নস্থ কার্য্যকারক নিকট প্রদত্ত হইলে তাঁহার উপরিস্থ কার্য্যকারকের অনুমতি ক্রমে সংবাদদাতার বিরুদ্ধে মোকদ্দমা চলিতে পারে ১১ উঃ রিঃ ২২ ১৯ উঃ রিঃ ৩৮ যে আদালতের আইনসিদ্ধ ক্ষমতা অবমানন করা হয় তাঁহার অনুমতি ব্যতীত ঐ হেতু ফৌজদারী মোকদ্দমা চলিতে পারিবে না ইঃ লঃ রিঃ ২ বোম্বাই ৬০৩ এই আইনের ১৯৫ ধারায় লিখিত কোন অপরাধ কোন দেওয়ানী আদালত সমক্ষে করা হইয়াছে এরূপ ঐ আদালতের স্পষ্ট ও নিঃসন্দেহ রূপে বোধ হইলে তিনি আপন হইতে অপরাধীর বিরুদ্ধে ফৌজদারী মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে পারেন অন্যথা পক্ষগণের প্রার্থনা অনুসারে ফৌজদারী মোকদ্দমা উপস্থিত করিবার অনুমতি দিতে পারেন ১১ উঃ রিঃ ১৭১ দেওয়ানী কোন দলীল সম্বন্ধে প্রমাণ গ্রহণ কিম্বা বিচার না করিয়া কোন দেওয়ানী আদালত তাহা জাল বলে তৎসম্বন্ধে ফৌজদারী মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে অনুমতি দিতে পারেন না ১৯ উঃ রিঃ ১৮৩ দেওয়ানী। দেওয়ানী আদালত যে দলীল সম্বন্ধে জালীয়াতের মোকদ্দমা উপস্থিত করিবার অনুমতি প্রদান করেন তাহা এবং যেং হেতুবাদে ঐ দলীল জাল বিবেচনা করেন তাহা স্বীয় আজ্ঞাপত্রে নির্দেশ করিবেন। এবং মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া হেতু কোন ব্যক্তিকে ফৌজদারী আদালতে প্রেরণ করিলে তাহার যেং কথা মিথ্যা বিবেচনা করেন তাহা আজ্ঞাপত্রে উল্লেখ করিবেন ১০ উঃ রিঃ ৪১ দেওয়ানী আদালত যে অপরাধ হেতু ফৌজদারী মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে অনুমতি প্রদান করেন তাহা স্পষ্টাক্ষরে উল্লেখ করিবেন ১৩ উঃ রিঃ ২৫। দণ্ডবিধির ১৯৩ ধারার মোকদ্দমায় সাধারণ ভাবে অনুমতি প্রদান করিলেই হইতে পারে। ১১ উঃ রিঃ ১৭ ২৫ উঃ রিঃ ৫ ; ৬৩ কোন ব্যক্তি তাহার জ্ঞান ও বিশ্বাস মতে কোন দলীল জাল জানিয়া তাহা সত্য বলিয়া দেওয়ানী আদালতে ব্যবহার করিয়াছিল। এমতাবস্থায় তাহার বিরুদ্ধে দণ্ডবিধি। ৪৭১ ধারার অপরাধ খাটিবে কিন্তু ১৯৬ ধারার অপরাধ খাটিবে না ইঃ লঃ রিঃ ৫ কলি ৭১৭ দণ্ডবিধির ১৯৩ ধারানুসারে কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে কোন বিচার আরম্ভ করিয়া তাহা সমাপন না হইলে তাহাকে মুক্তি দেওয়া অন্যায়। ২২ উঃ রিঃ ৮৩ কোন ডেপুটী কালেক্টর কোন অভিযোগের কার্য্য অনুসন্ধান হেতু ফৌজদারী আদালতে প্রেরণ করিলে এবং কোন আদালত কর্ত্তৃক ঐ

কিম্বা তাহার স্থানে ঐ মাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে উপস্থিত হইবার উপযুক্ত জামিন লইতে পারিবেন ও সেই বিচার কি তদন্ত হইবার সময়ে উপস্থিত হইয়া সাক্ষ্য দিবার জন্য কোন ব্যক্তিকে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করিতে পারিবেন।

যাহা সম্পাদিত হইবে তাহা উাহার আজ্ঞাপত্রে নির্দেশ না থাকিলেও ঐ আজ্ঞাপত্র নালিশ স্বরূপ গণ্য হইবে ১৩ ডঃ রিঃ ৪৫ কোন ফৌজদারী আদালত অতিরিক্ত প্রমাণ গ্রহণ হেতু কোন মোকদ্দমা নিম্ন আদালতে ফিরিয়া পাঠাইলে তাহাতে সাক্ষীর জবানবন্দি গ্রহণ করিবার সময় যদি ঐ আদালত একথা বিবেচনা করেন যে কোন সাক্ষী উাহার সম্মুখে মিথ্যা সাক্ষ্য প্রদান করিয়াছে তবে আপীল আদালতের অনুমতি ব্যতীত ঐ ব্যক্তিকে মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া হেতু ফৌজদারী আদালতে সোপর্দ করিতে পারেন ১৫ উঃ রিঃ ৬৪ কোন মোকদ্দমায় কোন সাক্ষীর সত্যতা সম্বন্ধে বিচারার্থ বিষয় থাকিলে যদি কোন আদালত তাহা সত্য বলিয়া স্বীয় নিষ্পত্তিপত্রে উল্লেখ করেন তবে ঐ সাক্ষীর বিরুদ্ধে কোন মোকদ্দমায় ঐ সাক্ষীর জবানবন্দি বিবেচনা হইলে আদালতের মোকদ্দমা উপস্থিত করিবার অনুমতি প্রদানে প্রতিবন্ধক হইবে না ৫ উঃ রিঃ ৫০ এই আইনের ১৯৫ ধারার লিখিত কোন অপরাধ হেতু কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে অনুমতি ব্যতীত ফৌজদারী মোকদ্দমা উপস্থিত হইলে এবং তাহাতে তাহার দণ্ড হইলে সেই বিচার অসিদ্ধ হইবে এবং ঐ অনুমতি ঐ ব্যক্তির দণ্ডপ্রাপ্ত হওয়ার পর দেওয়া যাইতে পারিবে না। হঃ ৫ঃ রিঃ ২ আলা ৩৩৩ কোন ডেপুটী কলেক্টার কর্তৃক ১০০৲ টাকার অধিক জমাদাবের দাবীর মোকদ্দমার বিচার হয় এবং তাহাতে মিথ্যা প্রমাণ প্রস্তুত করার অভিযোগে এক পক্ষের দুই ব্যক্তিকে ফৌজদারী আদালতে সোপর্দ করেন তৎপর অপর পক্ষের প্রার্থনামতে জেলার কালেক্টার অন্য দুই ব্যক্তির বিরুদ্ধে ঐরূপ মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে অনুমতি প্রদান করেন এবং তদনুসারে ঐ চারি ব্যক্তির একত্র বিচার হইয়া তাহারা সেশনে সমর্পিত হয় মূল যে মোকদ্দমার বিচার হয় তাহা শুনিবার ক্ষমতা জেলার কলেক্টার সাহেবের না থাকায় তাঁহার প্রদত্ত অনুমতি অসিদ্ধ [illegible] বিচার সেশন জজ উক্ত মতে বিচার সম্বন্ধে অনুমতি প্রদান করেন হাইকোর্ট তাহা রদ করিয়া স্থির করেন যে কোন মোকদ্দমা সমর্পণ হইবার পর সেশন জজের অনুমতি দেওয়ার ক্ষমতা নাই এবং উপযুক্ত আদালত কর্তৃক অনুমতি প্রদত্ত না হইলে কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে ফৌজদারী মোকদ্দমা চলিতে পারে না ১৪ উঃ রিঃ [illegible] যে ব্যক্তির বিরুদ্ধে ফৌজদারী মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে অনুমতি প্রদত্ত হয় তদ্ব্যতীত অন্য কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে ফৌজদারী মোকদ্দমা উপস্থিত করা যাইতে পারে না। ১০ ডঃ রিঃ ১৪ ১৫ উঃ রিঃ ৫৫ কোন মোকদ্দমা মুন্সেফ আদালত কর্তৃক বিচার হইলে এবং ঐ মোকদ্দমাতে এই আইনের ১৯৫ ধারার লিখিত কোন অপরাধ ঘটনা হইলে তজ্জন্য আপীল আদালত ফৌজদারী মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে অনুমতি দিতে পারেন ১৩ উঃ রিঃ ১৩২ দেওয়ানী কোন প্রথম শ্রেণীর ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট

তাহা হইলে ঐ মাজিষ্ট্রেট আইন অনুসারে কার্য্য করিবেন ও তিনি ১৯২ ধারামতে মোকদ্দমা অর্পণ করিবার ক্ষমতা পাইয়া থাকিলে উপযুক্ত ক্ষমতাপন্ন অন্য মাজিষ্ট্রেটের প্রতি উক্ত তদন্ত বা বিচারকার্য্যের ভার অর্পণ করিতে পারিবেন।

মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া হেতু কোন ফৌজদারী মোকদ্দমা উপস্থিত করিবার অনুমতির দরখাস্ত অগ্রাহ্য করিলে তদ্বিরুদ্ধে প্রধান মাজিষ্ট্রেট নিকট আপীল হইতে পারে। ইঃ লঃ রিঃ ২ আলা ২১৭ ইঃ লঃ রিঃ ১ আলা ১১ ইঃ লঃ রিঃ ২ বোম্বাই ৩৮৪

মাজিষ্ট্রেট এই ধারানুসারে কোন মোকদ্দমা উপস্থিত হইতে বাদীর দরখাস্ত করিলে তাহা তদ্দারা স্বাক্ষর করাইবেন এবং নিজে তাহাতে স্বাক্ষর করিবেন ১২ উঃ লিঃ [illegible] কোন দলীল কোন দেওয়ানী কি ফৌজদারী আদালত সমক্ষে প্রমাণস্বরূপ ব্যবহার না হইলে তাহার জালীয়ত হেতু ফৌজদারী মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে কোন আদালতের অনুমতি গ্রহণ করা অনাবশ্যক ১০ উঃ লিঃ ৫

কোন দেওয়ানী মোকদ্দমায় প্রধানতঃ তমাদীর আপত্তি উত্থাপন হয় এবং জজ ঐ বিষয় বাদীর বিরুদ্ধে নিষ্পত্তি করেন কিন্তু বাদী স্বয়ং জবানবন্দি প্রদান না করিয়া দুই জন সাক্ষী গুজরায়। জজ ঐ দুই সাক্ষীকে অবিশ্বাস করিয়া এবং বিবাদীর প্রমাণ গ্রহণ না করিয়া বিবাদীর সপক্ষে নিষ্পত্তি করেন এবং বাদীর সাক্ষিগণের বঙ্গভাষায় লিখিত জবানবন্দি ও তৎকর্ত্তৃক ইংরজী ভাষায় লিখিত তাহাদের সাক্ষ্যের সারমর্ম্ম মাজিষ্ট্রেটের নিকট পাঠাইয়া এই আদেশ করেন যে উহারা ইচ্ছাপূর্ব্বক বিচার ঘটিত কার্য্যে মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়াছে কি না এবং তাহার বাদীর বাধ্যকারক থাকা বিষয় বাদী স্বয়ং তাহাদিগকে মিথ্যা সাক্ষ্য প্রদান করিতে মত জমাইয়াছে কি না এবং বাদী জানিয়া শুনিয়া আরজিতে মিথ্যা সত্যতা লিখিয়াছে কি না তৎসমুদয় মাজিষ্ট্রেট অনুসন্ধান করেন এই হুকুম রহিত করিবার জন্য হাইকোর্টে মোসন হওয়ায় ইহ স্থির হয় যে (১) প্রথম তদন্ত না করিয়া এবং ফৌজদারী আদালতকর্ত্তৃক বিচার্য্য অভিযোগ নির্ণয় না করিয়া এরূপ হুকুম দেওয়া অন্যায় (২) যেহ মিথ্যা কথা ফৌজদারী আদালত অনুসন্ধান করিবেন তাহা জজের নির্ণয় করিয়া দেওয়া উচিত (৩) হুকুম দেওয়ার পূর্ব্বে কোন তদন্ত না করিয়া সাধারণ ও অস্পষ্ট আদেশ দেওয়া অন্যায় ইঃ লঃ রিঃ ১ কলি ৪৪০ এই নজিরের মর্ম্মানুসারে ইঃ লঃ রিঃ ৬ কলি ৩০৮ পৃষ্ঠায় নজিরে হাইকোর্ট এই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে কোন আদালত বিচার ঘটিত কার্য্যে লিপ্ত থাকার সময় প্রমাণাদি হইতে যদি একপ বিবেচনা করেন যে দণ্ডবিধির ১৭৩ ধারার বিধা সাধারণের যথার্থ বিচার হইবার বাধাজনক কোন অপরাধ কোন ব্যক্তি করিয়াছে তাহা হইলে অন্য কোন তদন্ত ব্যতীত এ ব্যক্তির বিরুদ্ধে ফৌজদারী মোকদ্দমা উপস্থিত করিবার অনুমতি প্রদান করিতে পারেন

১৯৫ ধারার অন্তর্গত নজির দেখ

৪৭৭ ধারা। * সেশন আদালতের সম্মুখে ১৯৫ ধারার উল্লিখিত কোন অপরাধ হইলে কিম্বা বিচারকার্য্যক্রমে তাহা উক্ত আদালতের অবগোচরে আনা গেলে, সেই আদালত ৪৪৪ ধারার বিধানের নিয়মাধীনে ঐ ব্যক্তির নামে ঐ অপরাধের অভিযোগ করিয়া আপনার কৃত অভিযোগপত্রক্রমে ঐ ব্যক্তিকে সমর্পণ করিতে কিম্বা তাহার স্থানে হাজির জামিন লইয়া তাহার বিচার করিতে পারিবেন।

সেশন আদালতের সম্মুখে ঐরূপ অপরাধ হইলে ঐ আদালতের ক্ষমতার কথা।

ঐ আদালত মাজিষ্ট্রেটকে উক্ত বিচারকালে সাক্ষীদিগকে উপস্থিত করাইবার আজ্ঞা দিতে পারিবেন।

৪৭৮ ধারা। † কোন দেওয়ানী বা রাজস্বসম্পর্কীয় আদালতের সম্মুখে এমত অপরাধ করা গেলে কিম্বা বিচারকার্য্যক্রমে তাহা উক্ত আদালতের অবগোচরে আনা গেলে, অপরাধের বিচার যদি কেবল সেশন আদালতে কি হাইকোর্টে হইতে পারে, কিন্তু যদি উক্ত দেওয়ানী কি রাজস্বসম্পর্কীয় আদালত বিবেচনা করেন যে সেশন আদালতে কি হাইকোর্টে উহার বিচার হওয়া উচিত, তবে সেই দেওয়ানী কি রাজস্বসম্পর্কীয় আদালত ৪৭৬ ধারামতে মাজিষ্ট্রেটের দ্বারা তদন্ত লইবার জন্যে মোকদ্দমা প্রেরণ না করিয়া আপনি সেই তদন্ত লওনের কার্য্য

অনুসন্ধানের কার্য্য সমাপ্ত করিয়া হাইকোর্টে কি সেশন আদালতে সমর্পণ করিতে দেওয়ানী ও রাজস্বসম্পর্কীয় আদালতের ক্ষমতার কথা।

* কোন সেশন আদালত মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া হেতু কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে ফৌজদারী মোকদ্দমা উপস্থিত করিবার অনুমতি প্রদান করিলে ঐ ব্যক্তিকে তিনি স্বয়ং বিচার করিতে পারেন না। ইং ল: রি: ১ বোম্বাই ১১১ ২৩ বো: রি: ১ আলা ৩২৮ ২২ বো: রি: ৪৯ ইহার বিপক্ষে ইং লা: রি: ১৭ ১২ ও ১৩ পৃষ্ঠায় এই ধার্য্য হইয়াছে যে, যে আদালত মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া হেতু মোকদ্দমা উপস্থিত করিবার অনুমতি দেন তিনি তাহা বিচার করিতে পারেন কিন্তু এই হাইকোর্ট পুনর্বিবেচনা করিয়া এই স্থির করিয়াছেন যে ঐরূপ অনুমতি প্রদানকারী আদালত ঐ মোকদ্দমা বিচার করিতে পারেন না। ইং ল: রি: ১ আলা ৬০৭ ৪৮৭ ধারা দেখ।

† দণ্ডবিধি আইনের ৫ ও ১১ ধারার অপরাধ সম্বন্ধে প্রথম শ্রেণীর তদন্ত না করিয়া দেওয়ানী আদালত সেশনে অর্পণ করিতে পারেন না। ২১ উ: রি: ৫২ দণ্ডবিধির ১৮২ ধারার কোন মোকদ্দমা দেওয়ানী আদালত বিচার কি অর্পণ জন্য মাজিষ্ট্রেট নিকট পাঠাইলে তাহা মাজিষ্ট্রেট পুনরায় দেওয়ানী আদালতে ফেরত পাঠাইতে পারেন না। ১৩ উ: রি: ৪১

সমাপ্ত করিতে পারিবেন, ও হাইকোর্টের কিম্বা স্থল বিশেষে সেশন আদালতের সম্মুখে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে সমর্পণ করিতে কিম্বা বিচার হইবার নিমিত্তে হাজির জামিন লইতে পারিবেন

এই ধারা মতে তদন্ত লইবার জন্যে দেওয়ানী বা রাজস্বসম্পর্কীয় আদালত ৪৪৩ ধারার নিয়মাধীনে মাজিষ্ট্রেটের সকল ক্ষমতামতে কার্য্য করিতে পারিবেন এবং ঐ তদন্ত লইবার সময়ে অ দালতের আনুষ্ঠানিক কার্য্য যত দূর সম্ভব ১৮ অধ্যায়ের বিধানমতে হইবে ও তাহা মাজিষ্ট্রেটের দ্বারা করা গেল এমত জ্ঞান হইবে।

তদ্রূপ স্থলে দেওয়ানী আদালতের কর্ত্তব্যের কথা।

৪৭৯ ধারা। দেওয়ানী বা রাজস্বসম্পর্কীয় আদালত কর্তৃক অপরাধীকে উক্ত প্রকারে সমর্পণ করা গেলে, ঐ আদালত সমর্পণ করিবার আজ্ঞার ও মোকদ্দমার কাগজপত্রের সহিত অভিযোগপত্র প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কি জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেবের কিম্বা বিচারার্থে সমর্পণ করিবার ক্ষমতাপন্ন অন্য মাজিষ্ট্রেটের নিকটে পাঠাইবেন। সেই মাজিষ্ট্রেট ঐ মোকদ্দমা এবং বাদীর ও প্রতিবাদীর সাক্ষীদিগকে হাইকোর্টের কি স্থলবিশেষে সেশন আদালতের সম্মুখে উপস্থিত করাইবেন।

কোন২ স্থলে অবজ্ঞা হইলে যাহ কর্ত্তব্য তাহার কথা।

৪৮০ ধারা। * ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধির আইনের ১৭৫ কি ১৭৮ কি ১৭৯ কি ১৮০ কি ২২৮ ধারার নির্দ্দিষ্ট কোন অপরাধ কোন দেওয়ানী কি ফৌজদারী কি রাজস্বসম্পর্কীয় আদালতের দৃষ্টিগোচরে কি সম্মুখে করা গেলে, অপরাধী ইউরোপীয় ব্রিটিষ প্রজা হউক কি না হউক ঐ আদালত তাহাকে হেফাজতে রাখিতে পারিবেন ■ সেই দিনে আদালত উচিত বোধ করিলে, উঠিয়া যাইবার পূর্ব্বে কোন সময়ে ঐ অপরাধের বিচার করিয়া অপরাধীর দুইশত টাকার অনধিক অর্থদণ্ডের আজ্ঞা করিতে পারিবেন ও সেই অর্থদণ্ড না দেওয়া গেলে তাহার এক মাস পর্য্যন্ত সামান্য কারাদণ্ড হইবার

---

* কোন আদালত বিচার ঘটিত কার্য্যে লিপ্ত থাকিলে এই ধারা খাটিবে এবং কোন ব্যক্তি যে দিবস আদালত অবমানন করে সেই দিবসই আদালত তাহাকে শাস্তি প্রদান করিবেন। এই ধারানুসারে ঐ ব্যক্তির বিচার না করিলে তাহার বিচারার্থে তাহাকে অন্য আদালতে পাঠান যাইতে পারে। ১২ উঃ রিঃ ১৮।

আজ্ঞা করিতে পারিবেন, ইতিমধ্যে ঐ অর্থদণ্ড দেওয়া গেলেই তাহাকে মুক্ত করা যাইবে।

৪৭৮ ও ৪৭৯ ধারার কোন কথা এই ধারামত কার্য্যানুষ্ঠানের প্রতি বর্ত্তিবে বলিয়া জ্ঞান হইবে না।

৪৮১ ধারা। উক্ত প্রত্যেক স্থলে যে ব্যাপারে অপরাধ হয় ও অপরাধী সেই বিষয়ে কোন উত্তর দিলে যে উত্তর দেয় ও যে নির্ণয় ও দণ্ডাজ্ঞা হয় তাহার সহিত এই সকল কথা লিপিবদ্ধ করাইয়া রাখিবেন।

এইরূপ মোকদ্দমার বিচার ক্রম।

ভারতবর্ষীয় দণ্ড বিধির আইনের ২২৮ ধারামত অপরাধ হইলে ঐ আদালত বিচার ঘটিত যে কার্য্যে অধিষ্ঠিত ছিলেন সেই কার্য্যের ভাব ও কার্য্য কতদূর চলিলে ঐ অপমান কি প্রতিবন্ধকতা করা যায় তাহা ও সেই অপমানের বা প্রতিবন্ধকতার ভাব ঐ কাগজপত্রে দেখাইতে হইবে।

৪৮২ ধারা। * ৪৮০ ধারায় উল্লিখিত ও আপনার দৃষ্টিগোচরে কি সম্মুখে কৃত কোন অপরাধে অভিযুক্ত ব্যক্তির অর্থদণ্ড না দেওয়া প্রযুক্ত যে কারাদণ্ড হইতে পারে তদ্ভিন্ন কারাদণ্ড কিম্বা দুই শত টাকার অধিক অর্থদণ্ড করা উচিত আদালত এমত বোধ করিলে, কিম্বা ৪৮০ ধারামতে ঐ মোকদ্দমা লইয়া কার্য্য করা উচিত নয় আদালত অন্য কোন কারণে এরূপ বিবেচনা করিলে যে কার্য্যাদি দ্বারা ঐ অপরাধ হয় ও পূর্ব্ব লিখিত বিধিমতে অভিযুক্ত ব্যক্তি যে উত্তর দেয় ঐ আদালত তাহা লিপিবদ্ধ করিলে পর ঐ মোকদ্দমার বিচার করিবার ক্ষমতাপন্ন মাজিষ্ট্রেটের নিকটে সেই মোকদ্দমা পাঠাইবেন, ও অভিযুক্ত ব্যক্তি ঐ মাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে উপস্থিত হইবে ইহার জামিন লইবার আজ্ঞা দিতে পারিবেন উপযুক্ত জামিন না দেওয়া গেলে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে প্রহরীর জিম্মায় ঐ মাজিষ্ট্রেটের নিকটে পাঠাইবেন।

৪৮০ ধারামতে যে বিষয় লইয়া কার্য্য হওয়া উচিত নয় আদালতের এমত বোধ হইলে কর্ত্তব্য কার্য্যের কথা।

---

* এই ধারানুসারে কোন ব্যক্তিকে মাজিষ্ট্রেটের নিকট পাঠাইতে হইলে অপমানের বৃত্তান্ত লিখিতে হইবে। ১১ উঃ রিঃ ৩০ কি প্রকার বিচার ঘটিত কার্য্যে আদালত নিযুক্ত ছিলেন তাহা মুক্তিযোগ্য পত্রে উল্লেখ করিতে হইবে ৯ উঃ রিঃ ৬৪।

এই ধারামতে কোন ব্যক্তিকে যে মাজিষ্ট্রের নিকটে পাঠান যায় ইতি পূর্ব্বে যে বিধান করা গিয়াছে সেই বিধানমতে তিনি তাহার নামে নালিশ শুনিতে প্রবৃত্ত হইবেন

রেজিষ্টার বা সব-রেজিষ্টার ৪৮০ ও ৪৮২ ধারামতে দেওয়ানী আদালত বলিয়া জ্ঞান যে স্থলে হইবে তাহার কথ

৪৮৩ ধারা * স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট আজ্ঞা করিলে ভারতবর্ষীয় রেজিষ্টরী করণ বিষয়ক ১৮৭৭ সালের আইনমতে নিযুক্ত কোন রেজিষ্টার বা সবরেজিষ্টার ৪৮০ ও ৪৮২ ধারার অভিপ্রায়ানুযায়ী দেওয়ানী আদালত বলিয়া জ্ঞান হইবে

অপরাধী আজ্ঞাক্রমে কার্য্য করিলে কিম্বা অপরাধ স্বীকার করিলে তাহার মুক্ত হইবার কথ।

৪৮৪ ধারা কোন ব্যক্তিকে আইনসিদ্ধ কোন কার্য্য করিতে আজ্ঞা করা গেলে তাহা করিতে অস্বীকার করা কিম্বা সেই কর্ম্ম না করা কিম্বা ইচ্ছাপূর্ব্বক অপমান করা কিম্বা কার্য্যের বাধা দেওয়া প্রযুক্ত আদালত ৪৮০ ধারামতে কোন অপরাধীর দণ্ড নিরূপণ করিলে, যদি সেই অপরাধী ঐ আদালতের আজ্ঞা কি আদেশ মানিতে স্বীকার করে কিম্বা আদালতের সন্তোষমতে অপরাধ স্বীকার করে তবে আদালত স্বীয় বিবেচনামতে তাহাকে মুক্ত করিতে কিম্বা তাহার দণ্ড ক্ষমা করিতে ক্ষমতাপন্ন হইবেন।

উত্তর দিতে কি দলীল উপস্থিত করিতে স্বীকার না করিলে কোন ব্যক্তিকে কারা বদ্ধ করিবার কি হেফাজতে রাখিবার দণ্ড।

৪৮৫ ফৌজদারী আদালতের সম্মুখে কোন কথা জিজ্ঞাসা করা যায় সে সাক্ষীকে তাহার উত্তর দিতে কিম্বা তাহার অধিকারগত কি ক্ষমতাভুক্ত যে দলীল উপস্থিত করিবার আদেশ হয় তাহা উপস্থিত করিতে অস্বীকার করিলে, ও অস্বীকার করণের কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ না জানাইলে, ঐ আদালত হেতু

---

* কোন সবরেজিষ্টর নিকট কোন দণ্ডনীয় অপরাধ হইলে ও তাঁহার মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা থাকিলে তিনি ঐ নালিশ গ্রহণ করিতে সক্ষম অন্যথা কোন মাজিষ্ট্রেট নিকট নালিশ উপস্থিত করিবার উপদেশ দেওয়া কর্ত্তব্য ৩ উঃ রি ২১ কোন সবরেজেষ্টর নিকট কেহ দণ্ডবিধির ২২৮ ধারার অপরাধ করিলে তজ্জন্য তিনি এই আইনের ৪৮০ কিম্বা ৪৮২ ধারানুসারে কার্য্য করিতে সক্ষম কিন্তু যদি তাহা না করেন তবে কোন মাজিষ্ট্রেট ঐ অপরাধের বিচার করিতে পারেন না ২২ উঃ রিঃ ১০

লিপিবদ্ধ করিয়া ঐ ব্যক্তির সাত দিনের অনধিক কাল সামান্য কারাদণ্ডের আজ্ঞা করিতে কিম্বা তাহাকে অত্র লিখিত ক্রমে মাজিস্ট্রেটের বা অন্যের স্থাপিত আদালতের এই কাল আদালতের কোন কর্ম্মকারকের হেফাজতে অর্পণ করিতে পারিবেন। ইতিমধ্যে আজ্ঞা ও উত্তর দিতে বা সাক্ষী উপস্থিত করিতে সম্মত হইলে তাহাকে মুক্ত করা যাইবে। কিন্তু সেই সাত দিনের পরেও অস্বীকার করিতে থাকিলে তাহার প্রতি এই আইনের ৪৮০ ও ৪৮২ ধারার বিধানমতে কার্য্য হইতে পারিবে এবং রাজকীয় সনন্দ বলে স্থাপিত আদালত হইলে তাহাকে অবজ্ঞাকারী জ্ঞান করা যাইবে।

৪৮৬ ধারা। কোন আদালত কর্তৃক ৪৮০ কি ৪৮২ ধারামতে কোন ব্যক্তির অপরাধ নির্ণয় হইলে, উক্ত আদালতের ডিক্রীর কি আজ্ঞার উপর সচরাচর যে আদালতে আপীল হইতে পারে সে ইতিপূর্ব্বে কারাদণ্ডের দণ্ড গতেও সেই আদালতে আপীল করিতে পারিবে।

অবজ্ঞার মোকদ্দমায় অপরাধ নির্ণয় হইলে তাহার উপর আপীলের কথা

এই ধারামতে আপীলের প্রতি ৩১ অধ্যায়ের বিধান যত দূর খাটিতে পারে খাটিবে ও যে নির্ণয়ের কি দণ্ডাজ্ঞার বিরুদ্ধে আপীল হয় আপীল আদালত সেই নির্ণয় পরিবর্ত্তন কি অন্যথা করিতে কিম্বা সেই দণ্ডাজ্ঞা কম কি অন্যথা করিতে পারিবেন।

রাজধানী নগরের ছোট আদালতে উক্ত অপরাধ নির্ণয় হইলে, হাই-কোর্টে আপীল হইতে পারিবে, এবং

অন্য ছোট আদালতে অপরাধ নির্ণয় হইলে ঐ আদালত যে যেমন আদালতের অধীন থাকে সেই আদালতে আপীল হইতে পারিবে।

পূর্ব্বোক্তমতে নিযুক্ত রেজিষ্ট্রার বা সব-রেজিষ্ট্রার স্বরূপ কোন কার্য্যকারক এরূপ অপরাধ নির্ণয় করিলে উক্ত আদালতের কর্ম্মকারক কোন দেওয়ানী আদালতের বিচারপতিও হইলে তবে ঐ কার্য্যকারক উক্ত বিচারপতিস্বরূপ অপরাধ নির্ণয় করিলে এই ধারার পূর্ব্বাংশমতে যে আদালতে আপীল হইতে পারিত সেই আদালতে আপীল হইবে; স্থলান্তরে জিলার জজ সাহেবের নিকটে কিম্বা রাজধানী নগরে হাইকোর্টে আপীল হইবে।

৪৮৭ ধারা। * ৪৭৭ ও ৪৮০ ও ৪৮৫ ধারার নির্দ্দিষ্ট স্থল ব্যতিরেকে হাই-কোর্টের জজ [illegible] রেঙ্গুনের রিকার্ডর ও প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট ভিন্ন কোন ফৌজদারী আদালতের জজ কি ম্যাজিষ্ট্রেট ১৯৫ ধারার উল্লিখিত অপরাধ তৎসম্মুখে কিম্বা তাঁহার ক্ষমতার প্রতি অবজ্ঞা দেখাইয়া করা গেলে কিম্বা বিচারকার্য্যক্রমে ঐ জজ বা ম্যাজিষ্ট্রেট স্বরূপ তাঁহার জ্ঞান গোচরে আনা গেলে ঐ অপরাধ হেতু কোন ব্যক্তির বিচার করিতে পারিবেন না।

১৯৫ ধারার উল্লিখিত অপরাধ কোনং জজের কি ম্যাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে করা গেলে তাঁহাদের সেই অপরাধের বিচার না করিবার কথা।

যে ম্যাজিষ্ট্রেট সেশন আদালতে কি হাইকোর্টে সমর্পণ করিবার ক্ষমতাপন্ন হন তিনি যে উক্ত আদালতে কি কোর্টে কোন মোকদ্দমা আপনি সমর্পণ করিতে পারিবেন না কিম্বা প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট যে অন্য ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকটে তদন্ত জন্য না পাঠাইয়া কোন মোকদ্দমা লইয়া আপনি কার্য্য করিতে পারিবেন না, ৪৭৬ কি ৪৮২ ধারার কোন কথা দ্বারা এরূপ বিধান হইবার জ্ঞান হইবে না।

---

৩৬ ষটত্রিংশ অধ্যায়।

স্ত্রী [illegible] সন্তানাদির ভরণপোষণের বিধি।

৪৮৮ ধারা। † কোন ব্যক্তির উপযুক্ত সঙ্গতি থাকিতে ও সে আপন স্ত্রীর কিম্বা নিজ প্রতিপালনে অক্ষম কোন ঔরস কি জারজ সন্তানের ভরণপোষণ করিতে উপেক্ষা কি অস্বীকার করে ইহার উপযুক্ত প্রমাণ হইলে,

স্ত্রী ও সন্তানাদির ভরণপোষণের আজ্ঞার কথা

---

* কোন জজ কোন ফৌজদারী মোকদ্দমা উপস্থিত করিবার অনুমতি প্রদান করিয়া তাহা স্বয়ং বিচার করিলে কেবল মাত্র সেই কারণে তাহা অসিদ্ধ হইবে না। ২২ উঃ নিঃ ১৬ এই ধারার লিখিত বিচার করিবার নিষেধ আজ্ঞা যে জজ মূল মোকদ্দমা উপস্থিত করিবার হুকুম দেন তৎপ্রতি মাত্র খাটিবে তিনি স্থানান্তর গমন করিলে তাঁহার পদধারী জজের প্রতি খাটিবে না ইঃ লঃ রিঃ ১মাদ্রাজ ৩০০ ৪৭৭ ধারা দেখ

† কেবল মাত্র স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে অনৈক্য বলিয়া স্ত্রী পৃথক রূপে ভরণপোষণ পাইতে পারে না ভরণ পোষণের মোকদ্দমায় স্ত্রীর প্রতি স্বামী অত্যাচার করে ও তাহাকে তাড়ন

জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেব কিম্বা প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কিম্বা মহকুমার মাজিষ্ট্রেট কি প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট ঐ স্ত্রীর কি সন্তানের ভরণপোষণের নিমিত্তে মাসের সর্বশুদ্ধ পঞ্চাশ টাকার অনধিক যত টাকা উচিত বোধ করেন ঐ ব্যক্তির তত টাকা দিবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন মাজিষ্ট্রেট সাহেবের যে ব্যক্তির নিকট দিবার আদেশ করেন, সেই টাকা সেই ব্যক্তির নিকট দিতে হইবে

পোষণ করিতে অনিচ্ছুক [illegible] ১৮, [illegible] ৫০ স্ত্রী ও পুত্রকে ভরণপোষণ করিবার [illegible] ১২ [illegible] ১০ ভরণপোষণের মোকদ্দমায় কি [illegible] করিতে অনিচ্ছুক তাহা মীমাংসা করিতে হইবে [illegible] মাজিষ্ট্রেট [illegible] ঐরূপ মোকদ্দমা নিষ্পত্তি করিতে হইবে অন্য কোন [illegible] মাজিষ্ট্রেট [illegible] হইলে তৎপ্রতি দৃষ্টি করিবেন না ৮ উঃ লিঃ ১৭ এই ধারানুসারে আদেশ করিবার পূর্ব্বে অপর পক্ষকে সংবাদ [illegible] তাহা [illegible] ১১ উঃ লিঃ ১৯ এই ধারামতে কোন ব্যক্তির প্রতি স্ত্রী ও সন্তানের ভরণপোষণ হেতু টাকা দেওয়ার আজ্ঞা করিবার [illegible] যদি ঐ ব্যক্তি [illegible] দেওয়ানী আদালত তাহার সম্বন্ধে কোন ডিক্রি [illegible] তবে ঐ ডিক্রির [illegible] হইতে এই ধারামত হুকুম [illegible] ১৯ উঃ লিঃ ৫২ স্বামী স্ত্রীর [illegible] অত্যাচার করার [illegible] স্ত্রী [illegible] সন্তানের [illegible] ভরণপোষণ [illegible] করিতে [illegible] সন্তানের [illegible] হেতু টাকা দেওয়ার আদেশ হইতে পারে। ১১ উঃ লিঃ ৭২ কোন ব্যক্তি [illegible] স্ত্রী [illegible] ভরণপোষণ করিতে [illegible] দেওয়ানী [illegible] মাজিষ্ট্রেট তাহাদের জারজ সন্তানের ভরণপোষণ [illegible] টাকা দেওয়ার আদেশ করিতে [illegible] ৯ উঃ লিঃ ১০ [illegible] কোন [illegible] সন্তানের [illegible] [illegible] ঐ সন্তানের [illegible] মাজিষ্ট্রেট তৎপ্রতি ভরণপোষণের [illegible] হাইকোর্ট ঐ [illegible] করিতে পারেন না। ২০ উঃ লিঃ ৪৮ স্ত্রী তাহার পিত্রালয়ে বাস করে ও তাহার পিতা তাহাকে স্বামীর নিকট হইতে টাকা [illegible] স্ত্রীকে রাখিয়া দেয় না এরূপ স্থলে স্বামী তাহার স্ত্রীকে ভরণপোষণ করিতে অসম্মত [illegible] পাওয়ায় তাহার প্রতি ভরণপোষণ নিমিত্ত টাকা দেওয়ার আদেশ করা [illegible] ২২ উঃ লিঃ ৩০ নাবালিকা স্ত্রী তাহার [illegible] থাকিয়া ভরণপোষণের দাবী করিলে তাহার অভিভাবকের প্রতি নির্ভর করিয়া ভরণপোষণ হেতু টাকা দেওয়ার আদেশ করা অবৈধ।

ভরণপোষণের ঐ টাকা দিবার আজ্ঞার তারিখ অবধি ঐ টাকা দেওয়া যাইবে

যদি ঐরূপ আজ্ঞাপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তি ইচ্ছাপূর্ব্বক ঐ করিতে উপেক্ষা করে, তবে যতবার ঐ আজ্ঞা লঙ্ঘন হয় ততবার ঐ মাজিষ্ট্রেট ওয়ারণ্ট দিয়া অর্থদণ্ড আদায়ের পূর্ব্বনির্দ্দিষ্ট নিয়মমতে ঐ দেনা টাকা আদায় করিবার ওয়ারণ্ট জারী হইলেও কোন মাসের টাকার সমুদয় বা কোন অংশ অদত্ত থাকিলে ঐ ব্যক্তির এক মাস কারাবদ্ধ হইবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

সেই আজ্ঞা প্রবল করিবার কথা।

কিন্তু যদি ঐ ব্যক্তি কহে যে, স্ত্রী আমার সঙ্গে বাস করিলে আমি তাহার ভরণপোষণ করিতে প্রস্তুত আছি, ও স্ত্রী যদি তাহার সঙ্গে বাস করিতে স্বীকার না করে, তবে ঐ স্ত্রী অস্বীকার করিবার যে কারণ জানায় ঐ মাজিষ্ট্রেট সেই কারণ বিবেচনা করিতে পারিবেন, ও সেই পুরুষ উপপত্নী রাখে কি আপন স্ত্রীর প্রতি নিয়ত নির্দ্দয়াচার করিয়াছে ইহ যদি যথোচিতমতে জানিতে পান, তবে

উপবিধি।

এরূপ মোকদ্দমায় ঐ স্ত্রী ও পিতার জবানবন্দি গ্রহণ করা ও ঐ স্ত্রী স্বামীর সহিত সহবাস করিবার ক্ষমতাবতী কিনা ও কিরূপ অবস্থায় বিবাহ হইয়াছিল ও সেই সময় তাহাদের সহবাস করিবার কোন চুক্তি ছিল কি না তৎসমুদয় বিবেচনান্তে আদেশ করা কর্ত্তব্য ২৩ উঃ রিঃ ৪৪ সামান্য মোকদ্দমায় সাক্ষীর জবানবন্দি লিপিবদ্ধ করিতে যেরূপ বিধান আছে তদনুসারে না করিয়া সমনের মোকদ্দমায় যেরূপ সাক্ষীর জবানবন্দি লিখিতে হয় সেইরূপ এই ধারার মোকদ্দমায় জবানবন্দি লিখিতে হইবে ২৪ উঃ রিঃ ৬১ এই ধারার আদেশ ভবিষ্যতে প্রতিপালিত হইবে না এরূপ আশঙ্কায় জামিন লওয়ার আদেশ করা অবৈধ ২৪ উঃ রিঃ ৭২ এই ধারানুসারে কোন জারজ সন্তানকে তাহার পিতার নিকট দেওয়ার জন্য তাহার মাতার প্রতি আদেশ হইতে পারে না এবং কোন্ ব্যক্তি ঐ সন্তানের অভিভাবক হইবে তাহাও মাজিষ্ট্রেট সিদ্ধান্ত করিতে পারেন না ইঃ লঃ রিঃ ৪ কলি ১৭৪। যোগ স্ত্রী ও পুরুষের মধ্যে স্বামী ও স্ত্রীর সম্পর্ক থাকা সময়ে এই ধারানুসারে ভরণপোষণের আদেশ হইতে পারে ইঃ লঃ রিঃ ৫ কলি ১৪৮ মুসলমানের আইনানুসারে স্ত্রী মর্য্যাদা না পাইলে মুসলমানের মৃত্যু পর্যন্ত বিবাহিতা স্ত্রী ভরণপোষণ পাইতে পারে না কিন্তু এই ধারানুসারে ঐ স্ত্রী ভরণপোষণ পাইতে পারে ইঃ লঃ রিঃ ৮ কলি ৫৫

পুনরায় প্রার্থিত প্রস্তাব করিলেও মাজিষ্ট্রেট এই ধারামত আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

স্ত্রী যদি উপপতির সঙ্গে বাস করে, কিম্বা যদি অনুপযুক্ত কারণে আপন স্বামীর সঙ্গে বাস করিতে অস্বীকার করে, কিম্বা যদি উভয়ে পরস্পরের সম্মতিক্রমে স্বতন্ত্র বাস করে, তবে এই ধারামতে স্বামীর স্থানে ঐ স্ত্রীর বৃত্তি পাইবার অধিকার নাই।

কোন স্ত্রীর অনুকূলে এই ধারামতে আজ্ঞা করা গেলে যদি প্রমাণ হয় যে, সে উপপতির সঙ্গে বাস করিতেছে কিম্বা উপযুক্ত কারণ বিনা আপন স্বামীর সঙ্গে বাস করিতে অস্বীকার করে, কিম্বা উভয়ে পরস্পরের সম্মতিক্রমে স্বতন্ত্র বাস করে, তবে মাজিষ্ট্রেট উক্ত আজ্ঞা রহিত করিবেন।

এই ধারামত সমুদয় সাক্ষ্য স্বামীর বা স্থলবিশেষে পিতার সাক্ষাতে লওয়া যাইবে, কিম্বা তাঁহার স্বয়ং উপস্থিত না হইবার আজ্ঞা দেওয়া গেলে তাঁহার উকীলের সাক্ষাতে লওয়া যাইবে এবং সমনের মোকদ্দমায় যেরূপে সাক্ষ্য লিপিবদ্ধ করা যায় তাহা সেইরূপে লিপিবদ্ধ করা যাইবে।

বৃত্তি পরিবর্তন করিবার কথা।

৪৮৯ ধারা। ৪৮৮ ধারামতে যে ব্যক্তি মাসিক বৃত্তি পায় কি ঐ ধারামতে যাহার প্রতি স্বীয় স্ত্রীকে কি সন্তানকে মাসিক বৃত্তি দিবার আজ্ঞা হয়, ইহার মধ্যে কোন ব্যক্তির অবস্থা পরিবর্তন হওয়া প্রমাণ হইলে, ঐ মাজিষ্ট্রেট উক্ত বৃত্তি যদ্রূপে পরিবর্তন করা উচিত বোধ করেন করিতে পারিবেন কিন্তু মাসে মোটে * পঞ্চাশ টাকার অধিক দিবার আজ্ঞা করিবেন না।

* ৪৮৮ ধারানুসারে কোন ব্যক্তির প্রতি [illegible] টাকা দেওয়ার আদেশ হইলে যদি ঐ ব্যক্তি ৮০ [illegible] বিবেচনা করে তবে সে এই ধারানুসারে মাজিষ্ট্রেটের নিকট [illegible] কিন্তু [illegible] মোশন করা বিধেয় নহে। ৯ উঃ রিঃ ১১ [illegible] এবং উহার সন্তানকে টাকা দেওয়ার আদেশ হওয়ার পর যদি [illegible] ঐ সন্তানের [illegible] নিকট হইতে স্বাধীন হয় তবে সেই হেতু ঐ ভরণপোষণের আজ্ঞা রহিত হইবে না। ইঃ লঃ রিঃ কলি ৩৭৪। স্বামীর প্রতি স্ত্রীর ভরণপোষণের আদেশ হওয়ার পর যদি তাহাদের মধ্যে ঐ সম্পর্ক রহিত হয় তবে ভরণপোষণের আজ্ঞাও রহিত হইবে। ইং লঃ রিঃ ৩ কলি ৩৫

ভরণপোষণের আজ্ঞা প্রবল করিবার কথা

৪৯০ ধারা। * যে ব্যক্তির ভরণপোষণের নিমিত্তে ঐ আজ্ঞা করা যায় তাহাকে কিম্বা তাঁহার অভিভাবক থাকিলে উক্ত অভিভাবককে কিম্বা যে ব্যক্তিকে বৃত্তি দেওয়া যাইবে সেই ব্যক্তিকে বিনা ফীতে ঐ আজ্ঞার নকল দেওয়া যাইবে, ও যে ব্যক্তির নামে ঐ আজ্ঞা দেওয়া যায় সেই ব্যক্তি যে কোন স্থানে থাকুক সেই স্থানের কোন মাজিষ্ট্রেট উভয় পক্ষের অনন্যতা ও যে টাকা দেওয়া হয় তাহা দেওয়া যায় নাই এই বিষয় যথোচিতমতে জানিলে ঐ আজ্ঞা প্রবল করিতে পারিবেন

---

৩৭ সপ্তত্রিংশ অধ্যায়।

হাবিয়াস কর্পস ভাবাপন্ন আজ্ঞার বিধি

হাবিয়াস কর্পস নামক পরওয়ানার ভাবাপন্ন আজ্ঞা দিবার ক্ষমতার কথা

৪৯১ ধারা। ফোর্ট উইলিয়ম ও মান্দ্রাজ ও বোম্বাই রাজধানীর হাইকোর্ট যে সময়ে উচিত বোধ করেন সেই সময়ে এই২ আজ্ঞা করিতে পারিবেন

(ক) কোন ব্যক্তি কোর্টের দেওয়ানী মোকদ্দমা অর্থে শুনিবার ক্ষমতাধীন স্থানের মধ্যে থাকিলে, তাহাকে লইয়া আইনমতে কার্য্য হয়, এই নিমিত্তে তাহাকে কোর্টের সম্মুখে আনাইবার আজ্ঞা

(খ) উক্ত স্থানের মধ্যে কোন ব্যক্তি বেআইনীমতে কি অনুচিতমতে রাজকীয় কার্য্যকারকের কি সামান্য কোন ব্যক্তির নিকট বদ্ধ থাকিলে তাহাকে ছাড়িয়া দিবার আজ্ঞা

(গ) উক্ত স্থানের অন্তর্গত কোন জেলে যে আসামী বদ্ধ থাকে, উক্ত কোর্টে উপস্থিত কোন বিষয়ে কিম্বা যে বিষয়ের অনুসন্ধান লওয়া যাইবে সেই বিষয়ে সাক্ষিস্বরূপে তাহার সাক্ষ্য লইবার জন্যে তাহাকে ঐ কোর্টের সম্মুখে আনাইবার আজ্ঞা।

---

* ভরণ পোষণ নিমিত্ত টাকা দেওয়ার আদেশ হওয়ার পর উক্ত টাকা না দেওয়া হেতু ঐ হুকুম প্রবল করিতে স্ত্রী প্রার্থনা করায় স্বামী মাজিষ্ট্রেটের নিকট উপস্থিত হইয়া মুসলমান শাস্ত্রানুসারে ঐ স্ত্রীকে পরিত্যাগ করে। এমতাবস্থায় হাইকোর্ট এই মীমাংসা করেন যে ঐ রূপ ত্যাগ করিবার পূর্ব্বের ভরণপোষণের টাকা দিতে স্বামী বাধ্য কিন্তু উক্ত পরিত্যাগের তারিখের পর টাকা না দেওয়ার জন্য ঐ ব্যক্তি ৪৮৯ ধারানুসারে মাজিষ্ট্রেট নিকট প্রার্থনা করিতে পারে। ১৯ উঃ রিঃ ৭৩।

(ঘ) কোর্ট মার্শালের সমক্ষে কিম্বা মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্ণর জেনেরল সাহেবের বা কমিশ্যনের সমক্ষে কিম্বা কোন কমিশ্যনরদের সমক্ষে বিচার হইবার জন্যে কিম্বা উক্ত কোর্ট মার্শালের কি কমিশ্যনরদের সমক্ষে উপস্থিত কোন বিষয়ে সাক্ষ্য দিবার জন্যে পূর্ব্বোক্তমতে বদ্ধ কোন আসামীকে আনাইবার আজ্ঞা

(ঙ) উক্ত স্থানের মধ্যে কোন আসামীর বিচার হইবার জন্যে তাহার বদ্ধ থাকার এক স্থান হইতে অন্য স্থানে চালান করিবার আজ্ঞা

(চ) [illegible] সাহেব [illegible] কর্ণেল (অর্থাৎ [illegible] পাইয়া (ছ) [illegible] যে নির্দেশ দেন তদনুসারে উক্ত স্থানের মধ্যে কোন আসামীকে আনিবার আজ্ঞা

এই ধারামতে যে প্রণালীক্রমে কার্য্য করা হইবে উক্ত প্রত্যেক হাই কোর্ট সময়ের সেই প্রণালী বিষয়ক নিয়ম প্রস্তুত করিতে পারিবেন।

বঙ্গদেশের ১৮১৮ সালের ৩ আইন, ও মান্দ্রাজের ১৮১৯ সালের ২ আইন কিম্বা বোম্বাইর ১৮২৭ সালের ২৫ আইনমতে অথবা মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্ণর জেনেরল সাহেবের ১৮৫০ সালের ৩৪ আইন বা ১৮৫৮ সালের ৩ আইনমতে যে ব্যক্তিদিগকে আটক করিয়া রাখা যায় তাহাদের প্রতি এই ধারার কোন কথা খাটিবে না।

নবম খণ্ড।

অতিরিক্ত বিধান

৩৮ অষ্টত্রিংশ অধ্যায়।

রাজকীয় অভিযোক্তাদের সম্বন্ধীয় বিধি

৪৯২ ধারা।* মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্ণর জেনেরল সাহেব কিম্বা স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট কোন স্থানে সাধারণতঃ কিম্বা কোন মোকদ্দমায় বা কোন বিশেষ শ্রেণীর মোকদ্দমায়

রাজকীয় অভিযোক্তা নিযুক্ত করিবার ক্ষমতা।

* ১৮৮১ সালের ২১ নবেম্বর তারিখের নং ১ যে সরকারি [illegible] দ্বারা শ্রীযুক্ত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেব বাহাদুর বাঙ্গালা প্রদেশের সমস্ত উকীল সরকারদিগকে রাজকীয় অভিযোক্তার পদে নিযুক্ত করিয়াছেন।

রাজকীয় অভিযোক্তা নামক এক বা একাধিক কার্য্যকারক নিযুক্ত করিতে পারিবেন

সেশন আদালতের বিচারার্থে যে মোকদ্দমা সমর্পণ করা যায়, জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেব কিম্বা তাঁহার কর্তৃত্বাধীনে মহকুমার মাজিষ্ট্রেট, রাজকীয় অভিযোক্তা অনুপস্থিত থাকিলে, কিম্বা নিযুক্ত না হইয়া থাকিলে, ঐ মোকদ্দমার কার্য্যপক্ষে আসিষ্টাণ্ট ডিষ্ট্রিক্ট সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের শ্রেণীর নিম্নস্থ পোলীসের কর্ম্মকারক ভিন্ন অন্য কোন ব্যক্তিকে রাজকীয় অভিযোক্তার কর্ম্ম করিতে নিযুক্ত করিতে পারিবেন

৪৯৩ ধারা। * যে আদালতে রাজকীয় অভিযোক্তার প্রতি সমর্পিত মোকদ্দমার তদন্ত লওয়া যায় কি বিচার কি আপীল হয় তিনি লিখিত অনুমতিপত্র বিনা সেই আদালতে উপস্থিত হইয়া উত্তর প্রত্যুত্তর করিতে পারিবেন, ও ঐরূপ কোন মোকদ্দমায় যদি সামান্য কোন ব্যক্তি কোন ব্যক্তির নামে অভিযোগ করিবার নিমিত্ত কোন উকীলকে আদেশ করেন, তবে মোকদ্দমা চালাইবার ভার রাজকীয় অভিযোক্তার প্রতি বর্ত্তিবে ও আদেশপ্রাপ্ত উকীল তাঁহার আজ্ঞাধীনে কর্ম্ম করিবেন।

যে২ মোকদ্দমা চালাইবার ভারপ্রাপ্ত হন সেই সেই মোকদ্দমায় সকল আদালতে রাজকীয় অভিযোক্তার উত্তর প্রত্যুত্তর করিতে পারিবার কথা

সামান্য কোন ব্যক্তির উকীল তাঁহার আজ্ঞাধীন থাকিবার কথা।

---

* অর্পণকারী মাজিষ্ট্রেটের নিকট নালিশের যে প্রমাণাদি প্রদান করে তাহার সহিত সেশন আদালতের এজাহারে কোন কথার উত্তরের অনৈক্য হইলে তাহা রাজকীয় অভিযোক্তা আদালতে জ্ঞাত করাইতে বাধ্য। ২০ উঃ রিঃ ৩৮। মাজিষ্ট্রেটের অনুমতি ব্যতীত হাইকোর্টের কোন উকিলের সেশন আদালতে উপস্থিত হইয়া গবর্ণমেন্ট পক্ষে মোকদ্দমা চালাইতে পারেন। ২৩ উঃ রিঃ ১৪। মহিমভাধিষ্ঠিত শ্রীল শ্রীযুত গবর্ণর জেনেরল সাহেব বাহাদুরের অনুমত্যনুসারে গবর্ণমেন্ট সলিসিটর কলিকাতার পোলীস কোর্টে মোকদ্দমা চালাইবার জন্য কোন ব্যক্তিকে অভিযোক্তা নিযুক্ত করিলে তিনি সরকারী কার্য্যকারক বলিয়া গণ্য হইবেন ইঃ লঃ রিঃ ৩ কলি ৪৯৭ ষ্ট্যাম্প আইন সম্পর্কীয় কোন অপরাধীর বিরুদ্ধে অভিযোগের কার্য্য চালাইবার জন্য কালেক্টর সাহেব কোন মাজিষ্ট্রেটকে নিযুক্ত করিতে পারেন না। গবর্ণমেন্ট ঐ ভিন্ন কি অন্য ব্যক্তিকে ঐ জন্য নিযুক্ত করিতে পারেন ইঃ লঃ রিঃ ৪ কলি ৫২২

৪৯৪ ধারা। মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুক্ত গবর্ণর জেনেরল সাহেবের বা স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের নিযুক্ত কোন রাজকীয় অভিযোক্তা জুরির দ্বারা বা মোকদ্দমার বিচার হইলে, তাহাদের রায় দিবার পূর্ব্বে ও অন্য স্থলে, নিষ্পত্তি প্রকাশ করিবার পূর্ব্বে, আদালতের অনুমতি লইয়া কোন ব্যক্তির নামে অভিযোগ উঠাইয়া লইতে পারিবেন। এমতে যদি অভিযোগ উঠাইয়া লওয়া যায়, তবে

অভিযোগ উঠাইয়া লইলে তাহার ফলের কথা

(ক) অভিযোগপত্র প্রস্তুত হইবার পূর্ব্বে তাহা করিলে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে ছাড়িয়া দেওয়া যাইবে।

(খ) অভিযোগপত্র প্রস্তুত হইবার পর, কিম্বা যে স্থলে এই আইনমতে অভিযোগপত্রের প্রয়োজন নাই সেই স্থলে ঐরূপ করিলে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে নির্দ্দোষ করা যাইবে।

৪৯৫ ধারা। * কোন মাজিষ্ট্রেট যে মোকদ্দমার তদন্ত লইবেন কি বিচার করিবেন সেই মোকদ্দমায় ইন্সপেক্টরের শ্রেণীর নিম্নস্থ পোলীস কর্ম্মকারক ভিন্ন কোন ব্যক্তিকে অভিযোক্তাস্বরূপ মোকদ্দমা চালাইবার অনুমতি দিতে পারিবেন কিন্তু তদ্রূপ অনুমতি না পাইলে আডবোকেট জেনেরল কি ষ্ট্যাণ্ডিং কৌন্সেল কি গবর্ণমেণ্ট সলিসিটর কি রাজকীয় অভিযোক্তা কিম্বা তদর্থে স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের স্থানে সাধারণ বা বিশেষমতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন কার্য্যকারক ভিন্ন কোন ব্যক্তির সেই কার্য্য করিবার অধিকার নাই।

অভিযোগ চালাইবার অনুমতির কথা

কোন ব্যক্তি অভিযোগ করিয়া চালাইলে আপনি কিম্বা উকীলের দ্বারা তাহা চালাইতে পারিবেন।

---

* রাজকীয় অভিযোক্তা ভিন্ন অন্য অভিযোক্তা এই আইনের ৪৯৫ ধারা মতে কোন মোকদ্দমায় কেবল অনুমতিক্রমে উপস্থিত হইতে পারেন। ১৮ বি: লি: ৫১ ফৌজদারী মোকদ্দমায় উকীল যেমন অভিযুক্ত ব্যক্তির পক্ষে উপস্থিত হইতে পারেন সেইরূপ বাদীর পক্ষেও উপস্থিত হইতে সক্ষম। ১৪ উঃ লি: ২৩ গবর্ণমেণ্টের নিযুক্ত ও তৎকর্ত্তৃক ক্ষমতাপন্ন কোন কার্য্যকারক ভিন্ন অন্য কেহ প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেটের অনুমতি ব্যতীত বাদীর পক্ষে মোকদ্দমা চালাইতে সক্ষম নহেন। ইঃ ৫ লি: ৬ কলি

৩৯ ঊনচত্বারিংশ অধ্যায়।

হাজির জামিন বিষয়ক বিধি

যে স্থলে হাজিরজামিন লওয়া যাইতে পারে তাহা লইতে হইবার কথা।

৪১৬ ধারা। * যে অপরাধের নিমিত্ত হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারে না এমত অপরাধে অভিযুক্ত ব্যক্তি ভিন্ন কোন ব্যক্তিকে পোলীস থানার অধ্যক্ষ কর্ত্তৃক ওয়ারণ্ট বিনা ধৃত কিম্বা অটক করা গেলে, কিম্বা কোন আদালতের সম্মুখে সে উপস্থিত হইলে কি তাহাকে আনা গেলে, ও সে উক্ত পোলীসের কর্ম্মকারকের হেফাজতে থাকিবার কি উক্ত আদালতে আনুষ্ঠানিক কার্য্য চলিবার কোন সময়ে হাজির জামিন দিতে প্রস্তুত থাকিলে, তাহার স্থানে হাজির জামিন লইয়া তাহাকে ছাড়িয়া দেওয়া যাইবে পরন্তু পশ্চাল্লিখিত বিধানমতে ঐ ব্যক্তি জামিন বিনা নিবন্ধপত্র লিখিয়া উপস্থিত হইবার প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইলে উক্ত কর্ম্মকারক কি আদালত উচিত বোধ করিলে তাহার স্থানে হাজির জামিন না লইয়া তাহাকে ছাড়িয়া দিতে পারিবেন

হাজির জামিন লইবার অযোগ্য যে স্থলে হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারিবে তাহার কথা।

৪১৭ ধারা। † যে অপরাধ হইলে হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারে না, কোন ব্যক্তির নামে এমত অপরাধের অভিযোগ হওয়াতে তাহাকে কোন পোলীস থানার অধ্যক্ষ ওয়ারণ্ট বিনা ধৃত করিলে কিম্বা আটক করিয়া রাখিলে কিম্বা সে কোন আদালতের সম্মুখে উপস্থিত হইলে কিম্বা তাহাকে আনা গেলে তাহাকে হাজির জামিন লইয়া ছাড়িয়া দেওয়া যাইতে পারিবে, কিন্তু তাহার নামে যে অপরাধের অভিযোগ হইল সে ঐ অপরাধে অপরাধী এমত জ্ঞান করিবার যুক্তিমত কারণ দৃষ্ট হইলে তাহাকে ঐরূপে ছাড়িয়া দেওয়া যাইবে না

---

* অভিযুক্ত ব্যক্তির হাজির দেওয়ার অনুবিধ ও বাধা হইতে পারে এরূপ কোন সর্ত্ত তৎপ্রতি জামিনের আদেশে মাজিষ্ট্রেট যোগ করিতে পারেন না ১৩ উঃ রিঃ ১

† কোন অভিযুক্ত ব্যক্তিকে ছাড়িয়া দেওয়ার পর ভবিষ্যতে তদ্বিরুদ্ধে কোন প্রমাণ পাওয়া যাইতে পারে এরূপ আশঙ্কায় তাহার প্রতি হাজির জামিন দেওয়ার আদেশ হইতে পারে না। ১০ উঃ রিঃ ৩৪।

ঐ ব্যক্তি যে উক্ত অপরাধ করিয়াছে ইহা বিশ্বাস করিবার যুক্তিমত কারণ দৃষ্ট হয় না, কিন্তু তাহার অপরাধের আরো তদন্ত হইবার বিশিষ্ট হেতু আছে অনুসন্ধান কি তদন্ত কি বিচার যাবৎ চলিবে। কোন সময়ে উক্ত কর্ম্মকারকের কি আদালতের এইরূপ বিবেচনা হইলে, ঐ তদন্ত না হওন পর্য্যন্ত অভিযুক্ত ব্যক্তির নিকট হাজিরজামিন লইয়া কিম্বা ঐ কর্ম্মকারকের বা আদালতের বিবেচনামতে পশ্চাৎ লিখিত বিধান অনুসারে জামিন বিনা উপস্থিত হইবার নিবন্ধনপত্র তাহার স্বনামে লেখাইয়া লইয়া তাহাকে ছাড়িয়া দেওয়া যাইতে পারিবে

যে স্থলে লওয়া যাইতে পারে তাহার কথা

পশ্চাৎ এই আইনমত কোন কার্য্যানুষ্ঠান হইবার যে কোন সময়েই কোন আদালত এই ধারামতে মুক্ত কোন ব্যক্তিকে ধৃত করাইয়া হেফাজতে অর্পণ করিতে পারিবেন।

৪৯৮ ধারা। * এই ধারামতে যে কোন নিবন্ধপত্র লেখাইয়া লওয়া যায় মোকদ্দমার অবস্থার প্রতি সমুচিত দৃষ্টি রাখিয়া তাহার টাকা ধার্য্য করা যাইবে এবং ঐ টাকা অত্যধিক হইবে না; এবং কোন ব্যক্তিকে হাজির জামিন দিবার অনুমতি দেওয়া যায়, কিম্বা পোলীসের কর্ম্মকারক কিম্বা মাজিষ্ট্রেট যত টাকার জামিন চাহেন তাহা কমাইয়া দেওয়া যায়, অপরাধ নির্ণয়ের উপর আপীল হউক কি না হউক, হাইকোর্ট কি সেশন আদালত যে কোন স্থলেই এমত আজ্ঞা দিতে পারিবেন।

হাজিরজামিন লইবার কি কমাইবার আজ্ঞা করিবার ক্ষমতার কথা

* হাইকোর্টে আপীল হবার [illegible] উক্ত কোর্টের [illegible] আপীলান্টকে জামিনে দেওয়ার আদেশ দিতে পারেন। [illegible] উঃ রিঃ ১৮ কোন মোকদ্দমার তদন্ত সময় হাইকোর্ট অভিযুক্ত ব্যক্তির নিকট হইতে জামিন গ্রহণ করিবার আদেশ প্রদান করিতে পারেন। ২০ উঃ রিঃ ২১ ফেরার দণ্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে ৩৯২ ধারানুসারে সেশন জজ জামিন দিতে পারেন না। ২৪ উঃ রিঃ ৭; ৮। ইঃ লঃ রিঃ ১ এলাঃ ১৫০

৪৯৯ ধারা * কোন ব্যক্তির স্থানে হাজিরজামিন কি তাহার নিজের নিবন্ধপত্র লইয়া তাহাকে ছাড়িয়া দিবার পূর্ব্বে পোলীসের কর্ম্মকারক কি স্থলবিশেষে আদালত যত টাকা উপযুক্ত জ্ঞান করেন ঐ অভিযুক্ত ব্যক্তি তাহাকে হাজিরজামিন লইয়া ছাড়িয়া দেওয়া গেলে, এক কি অধিক জন বিশিষ্ট প্রতিভূ তত টাকার নিবন্ধপত্র লিখিয়া দিবে নিবন্ধপত্রের নিয়ম এই যে ঐ ব্যক্তি ঐ নিবন্ধপত্রের নির্দ্দিষ্ট সময়ে ও স্থানে উপস্থিত হইবে, ও পোলীসের কর্ম্মকারকের কি স্থলবিশেষে আদালতের অন্য আজ্ঞা না হওন পর্য্যন্ত উপস্থিত হইতে থাকিবে

অভিযুক্ত ব্যক্তি ও জামিনদের নিবন্ধপত্রের কথা

যদি মোকদ্দমায় প্রয়োজন হয়, উক্ত নিবন্ধপত্রে এই নিয়মও থাকিবে যে, যে ব্যক্তিকে হাজিরজামিন লইয়া ছাড়িয়া দেওয়া যায় সেই ব্যক্তি অভিযোগের উত্তর দিবার জন্যে আহূত হইলে হাইকোর্টে কি সেশন আদালতে কি অন্য আদালতে উপস্থিত হইবে

৫০০ ধারা নিবন্ধপত্র লিখিয়া দেওয়া গেলে পর যাহার উপস্থিত হইবার নিমিত্ত উহা লিখিয়া দেওয়া যায় সেই ব্যক্তিকে মুক্ত করা যাইবে। যদি সে কারাগারে থাকে, তবে যে আদালত তাহার হাজির জামিন লন সেই আদালত জেলের অধ্যক্ষের নামে তাহাকে মুক্ত করিবার আজ্ঞা দিবেন উক্ত আজ্ঞা পাইলে ঐ কর্ম্মকারক তাহাকে মুক্ত করিবেন

হেফাজাত হইতে মুক্ত হইবার কথা

যে বিষয় সম্বন্ধে নিবন্ধপত্র লিখিয়া দেওয়া যায়, তদ্ভিন্ন কোন বিষয়ের নিমিত্ত কোন ব্যক্তিকে আটক করিয়া রাখা যাইতে পারিলে, এই ধারার কিম্বা ৪৯৬ বা ৪৯৭ ধারার কোন কথাক্রমে তাহাকে যে মুক্ত করিবার আদেশ হইল এরূপ জ্ঞান করিতে হইবে না।

---

* যে২ হেতুবাদে মাজিষ্ট্রেট জামিনের পরিমাণ ধার্য্য করেন তাহা তাহার লিপিবদ্ধ করা উচিত ইঃ লঃ রিঃ ২ বম্বি ৩৮৪ অভিযুক্ত ব্যক্তি কোন ব্যক্তিকে জামিন দেওয়ার জন্য উপস্থিত করিলে উপযুক্ত ও সঙ্গত কারণ ব্যতীত তাহার জামিন গ্রহণ করিতে মাজিষ্ট্রেট অস্বীকার হইতে পারেন না ২২ উঃ রিঃ ৩৭

৫০১ ধারা। ব্যক্তি কি প্রতি প্রক্রমে বা প্রকারান্তরে অল্প টাকার জামিন লওয়া গিয়া থাকিলে, কিম্বা হাজিরজামিন পশ্চাৎ অপ্রচুর হইলে, তাহালের মুক্ত করিবার ওয়ারণ্ট বাহির করিয়া হাজির জামিন ক্রমে মুক্ত ব্যক্তিকে আপনার সম্মুখে আনাইবার আজ্ঞা করিয়া উপযুক্ত হাজিরজামিন দিবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন, না দিলে তাহাকে কারাবদ্ধ করিতে পারিবেন

প্রথমে যে জামিনজামিন লওয়া যায় তাহা প্রচুর না হইলে প্রচুর জামিন দিবার আজ্ঞা দিবার ক্ষমতার কথা।

৫০২ ধারা। অভিযুক্ত ব্যক্তিকে হাজিরজামিন লইয়া ছাড়িয়া দেওয়া গেলে, তাহার উপস্থিত হওয়ার ও উপস্থিত থাকার সমুদয় কি যে জামিন প্রতিভূ কোন সময়েই মাজিস্ট্রেটের নিকটে সম্পূর্ণ রূপে কিম্বা আপনার নিবন্ধপত্র হইতে মুক্ত হইবার প্রার্থনা করিতে পারিবেন

প্রতিভূদের মুক্ত হইবার কথা

তদ্রূপ প্রার্থনা হইলে মাজিস্ট্রেট উক্তরূপে মুক্ত ব্যক্তিকে আপনার সম্মুখে উপস্থিত করাইবার আদেশ করিয়া তাহাকে ধরিয়া আনিবার ওয়ারণ্ট দিবেন

সেই ব্যক্তি ওয়ারণ্টক্রমে উপস্থিত হইলে, কিম্বা স্বেচ্ছামতে আপনাকে ধরা দিলে মাজিস্ট্রেট ঐ প্রতিভূদের নিবন্ধপত্র সম্পূর্ণরূপে কিম্বা প্রার্থকদের সম্বন্ধে রহিত হইবার আজ্ঞা করিয়া ঐ ব্যক্তিকে উপযুক্ত অন্য প্রতিভূ দিতে আজ্ঞা করিবেন তাহা দিতে না পারিলে তাহাকে কারাবদ্ধ করিতে পারিবেন

৪০ চত্বারিংশ অধ্যায়।

সাক্ষীদের সাক্ষ্য কমিশন দ্বারা লইবার বিধি।

৫০৩ ধারা।* যদি বিচারার্থে কোন সাক্ষীর পরীক্ষা প্রয়োজনীয় ও যে বিলম্ব নিবারণ বিফল হইলে উক্ত সাক্ষীকে উপস্থিত করা যাইতে পারে না তাহা বিষয়ের ভাবগতিক বিবেচনায় যুক্তিসিদ্ধ নহে এই আইনমত কোন তদন্ত কি বিচার কি অন্য আনুষ্ঠানিক

যে স্থলে সাক্ষীর উপস্থিত থাকিবার অব্যাহতি দেওয়া যাইতে পারে তাহার কথা

* কোন পর্দানশিনী স্ত্রীলোক কোন ফৌজদারী মোকদ্দমায় বাদিনী হইলে তৎপরিবর্তে

কার্য্য ক্রমে কোন প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেটের কি জিলার মাজিষ্ট্রেটের কি সেশন আদালতের কি হাইকোর্টের এরূপ বোধ হইলে উক্ত মাজিষ্ট্রেট কি আদালত কি কোর্ট সেই সাক্ষীর স্বয়ং অনুপস্থিত থাকিবার অনুমতি দিতে পারিবেন ও উক্ত সাক্ষীর সাক্ষ্য লইবার নিমিত্তে যে জিলার মাজিষ্ট্রেটের কিম্বা প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের বিচারাধীন স্থানে সাক্ষী থাকে তাহার নামে কমিশ্যন লিখিয়া দিতে পারিবেন।

কমিশ্যন দিবার ও তাহার কার্য্যপ্রণালীর কথা।

শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর সহিত সন্ধিবদ্ধ যে রাজার বা রাজ্যাধিকারের দেশে ব্রিটিশ ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেন্টের প্রতিনিধি কার্য্যকারক আছেন, সাক্ষী সেই দেশে বাস করিলে কমিশ্যন ঐ কার্য্যকারকের নামে দেওয়া যাইতে পারিবে।

যে মাজিষ্ট্রেটকে কি কার্য্যকারককে কমিশ্যন দেওয়া যায় তিনি স্বয়ং কিম্বা জিলার মাজিষ্ট্রেট হইলে তিনি বা প্রথম শ্রেণীর যে মাজিষ্ট্রেটকে এতদর্থে নিযুক্ত করেন সেই মাজিষ্ট্রেট সাক্ষী যে স্থানে থাকে সেই স্থানে যাইবেন কিম্বা ঐ সাক্ষীকে আপনার নিকট সমন করিবেন, এবং এই আইনমতে ওয়ারেন্টের মোকদ্দমায় বিচারকালে যে প্রকারে সাক্ষ্য লওয়া যায় ও সেই ক্ষমতামতে কার্য্য হয় সেই প্রকারে ঐ সাক্ষীর সাক্ষ্য লইতে পারিবেন ও তদর্থে সেই ক্ষমতামতে কার্য্য করিতে পারিবেন।

৫০৪ ধারা। সাক্ষী কোন প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেটের বিচারাধীন স্থানের মধ্যে থাকিলে যে মাজিষ্ট্রেট বা আদালত কমিশ্যন লিখিয়া দেন সেই মাজিষ্ট্রেট বা আদালত ঐ প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেটের নামে কমিশ্যন দিতে

সাক্ষী প্রেসিডেন্সী নগরের মধ্যে থাকিলে কমিশ্যনের কথা।

তাহার জাওগায় ব্যবহারকারক অধ্যাদেশ উপস্থিত করিয়া পরীক্ষা করা উচিত। ২৪ উঃ রিঃ ২৫। ফৌজদারী মোকদ্দমায় কোন পর্দানশীন স্ত্রীলোক সাক্ষী থাকিলে তিনি আদালতে উপস্থিত না হইয়া কমিশন দ্বারা জবানবন্দি প্রদান দিতে পারেন। ইঃ লঃ রিঃ ৪ কলি ২০। কোন অধিক বয়স্কা ইউরোপীয় স্ত্রীলোক পীড়িতাবস্থায় আছেন বলিয়া কমিশন দ্বারা জবানবন্দি দেওয়ার কারণ হাইকোর্টে প্রার্থনা করেন। ইহাতে এই মীমাংসা হয় যে ঐ কারণে কমিশন ইস্যু করিলে আসামীর পক্ষে ক্ষতিজনক হইতে পারে। ইঃ লঃ রিঃ ৮ কলি ৮৯৬।

পারিবেন তাহা হইলে ঐ মাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে যে মোকদ্দমা উপস্থিত থাকে সেই মোকদ্দমায় সাক্ষীদিগকে উপস্থিত করাইয়া তাহাদের সাক্ষ্য লইবার তাহার যে ক্ষমতা থাকে সেই ক্ষমতামতে তিনি সেই সাক্ষীকে উপস্থিত করাইয়া তাহার সাক্ষ্য লইতে পারিবেন।

শ্রীশ্রীমতী মহারাণী বিক্টরিয়ার ২৪ ও ২৫ অব্দের ১০৪ অধ্যায়ের আইনের ৩ ধারামতে হাইকোর্টের যে কমিশন লিখিয়া দিবার ক্ষমতা আছে এই ধারার কোন কথায় তাহার কোন বিঘ্ন হইবে না।

৪০৫ ধারা। এই আইনমত যে কোন আনুষ্ঠানিক কার্য্যে কমিশান বাহির হয়, তাহার উভয় পক্ষ যে মাজিষ্ট্রেট কি আদালত কমিশানের আদেশ করেন সেই মাজিষ্ট্রেট কি আদালত যাহা প্রাসঙ্গিক জ্ঞান করেন এমন প্রশ্ন লিখিয়া পাঠাইতে পারিবেন ও যে মাজিষ্ট্রেটের কি কার্য্যকারকের নামে কমিশান দেওয়া যায় তিনি ঐ প্রশ্ন ধরিয়া উক্ত সাক্ষীর পরীক্ষা লইবেন।

সাক্ষীর পরীক্ষা হইতে প্রশ্নপত্রমত হয়

যে মাজিষ্ট্রেটের বা কার্য্যকারকের নামে কমিশান লিখিয়া দেওয়া যায় উক্ত পক্ষেরা উকীলের দ্বারা কিম্বা স্বয়ং না থাকিলে, স্বয়ং তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইতে পারিবে এবং উক্ত সাক্ষীকে পরীক্ষা করিতে ও স্থলবিশেষে জেরা পরীক্ষা কি পুনঃ পরীক্ষা করিতে পারিবে।

৪০৬ ধারা। প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কিম্বা জিলার মাজিষ্ট্রেট ভিন্ন অন্য মাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে এই আইনমত কোন তদন্ত বা বিচার বা অন্য আনুষ্ঠানিক কার্য্যকালে সহিচারার্থে যে সাক্ষীর সাক্ষ্য লওয়া আবশ্যক তাহার পরীক্ষা লইবার জন্যে কমিশান দেওয়া উচিত দৃষ্ট হইলে এবং ঐ সাক্ষীকে উপস্থিত করিতে হইলে যত বিলম্ব, ব্যয় বা অসুবিধা ঘটিবে তাহা মোকদ্দমার অবস্থা বিবেচনায় অযৌক্তিক বোধ হইলে, সেই মাজিষ্ট্রেট জিলার মাজিষ্ট্রেটের নিকট কারণ জানাইয়া কমিশান প্রার্থনা করিবেন, ও সেই জিলার মাজিষ্ট্রেট, পূর্ব্বলিখিত বিধানমতে কমিশান দিতে পারিবেন কিম্বা ঐ প্রার্থনা অগ্রাহ্য করিতে পারিবেন।

অধস্তন মাজিষ্ট্রেট কমিশান দ্বারা সাক্ষীর জবানবন্দী লওয়াইতে পারিবার হয়

৫০৭ ধারা। ৫০৩ কি ৫০৬ ধারামতে কোন কমিশ্যন দেওয়া গেলে তদনুসারে নিয়মিতরূপে কার্য্য হইলে পর যে আদালত হইতে কমিশ্যন বাহির হইয়াছিল, ঐ কমিশ্যনমতে যে সাক্ষীর সাক্ষ্য লওয়া গেল তাঁহার ঐ সাক্ষ্য সহিত ঐ কমিশ্যন সেই আদালতে ফিরিয়া পাঠাইতে হইবে, ও সেই কমিশ্যন ■ তাহার প্রত্যর্পণ ও ঐ সাক্ষীর সাক্ষ্য যুক্তিসঙ্গত সকল সময়ে পক্ষেরা দেখিতে পাইবেন, ও ন্যায়ানুগত বর্জ্জিত স্থল ভিন্ন তাহা কোন পক্ষ কর্ত্তৃক মোকদ্দমার প্রমাণস্বরূপ পঠিত হইতে পারিবে ও তাহা মোকদ্দমার কাগজপত্রের একাংশ হইবে

কমিশ্যন ফিরিয়া পাঠাইবার কথা

৫০৮ ধারা। কোন স্থলে ৫০৩ কি ৫০৬ ধারামতে কমিশ্যন দেওয়া গেলে, তদনুসারে কার্য্য হইয়া কমিশ্যন যাহাতে ফিরিয়া আসিতে পারে যুক্তিমত এরূপ যথোচিত নির্দ্দিষ্ট সময়ের নিমিত্ত তদন্ত কি বিচার কি অন্য আনুষ্ঠানিক কার্য্য স্থগিত রাখা যাইতে পারিবে

তদন্ত কি বিচারকার্য্য স্থগিত থাকিবার কথা।

---

৪১ একচত্বারিংশ অধ্যায়।

সাক্ষ্য বিষয়ক বিশেষ বিধি।

৫০৯ ধারা। * মাজিষ্ট্রেটের দ্বারা অভিযুক্ত ব্যক্তির সম্মুখে সিবিল চিকিৎসকের কিম্বা চিকিৎসাকর্ম্মকারী অন্য সাক্ষীর পরীক্ষা লওয়া গেলে ও তাঁহার সাক্ষ্য স্বাক্ষরিত হইলে, সেই পরীক্ষিত ব্যক্তিকে সাক্ষীস্বরূপ ডাকা

চিকিৎসক সাক্ষীর সাক্ষ্যের কথা।

---

* ডাক্তার কোন ব্যক্তিকে ক্ষিপ্তমনা বলিয়া সার্টিফিকেট প্রদান করিলে তাহা ঐ ব্যক্তির ক্ষিপ্ততা সম্বন্ধে প্রমাণ স্বরূপ ব্যবহার হইবে না ৯ উঃ রিঃ ২৩ কোন অধীনস্থ ডাক্তারের রিপোর্ট ও তাহাতে তাহার উপরিস্থ ডাক্তারের সম্মতি লেখা প্রমাণ স্বরূপ গ্রাহ্য হইবে না। ১১ উঃ রিঃ ২ কোন ডাক্তার কোন বিষয় সম্বন্ধে স্বীয় মত প্রকাশ করিয়া চিঠী লিখিলে তাহা প্রমাণ স্বরূপ গ্রাহ্য হইবে না ১২ উঃ রিঃ ২৫। যে সকল বৃত্তান্ত সাক্ষী দ্বারা পরিষ্কার রূপে প্রমাণ হয় তদ্বিরুদ্ধে ডাক্তার স্বীয় অনুমান প্রতি নির্ভর করিয়া জবানবন্দি প্রদান করিলে তৎপ্রতি লক্ষ্য করিয়া কোন ব্যক্তিকে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করা অন্যায় ১১ উঃ রিঃ ২৭।

-না গেলেও এই আইনমত কোন তদন্ত কি বিচারকার্য্যে কি অন্য আনুষ্ঠানিক কার্য্যে তাঁহার সেই সাক্ষ্য প্রমাণস্বরূপ দেওয়া যাইতে পারিবে।

চিকিৎসা কর্ম্মকারী সাক্ষীকে সমন করিতে পারার কথা

আদালত উচিত বোধ করিলে ঐরূপ সাক্ষীকে সমন করিতে পারিবেন ও তাঁহার সাক্ষ্য সম্বন্ধীয় বিষয়ে পরীক্ষা করিতে পারিবেন

৫১০ ধারা * এই আইনমত কোন আনুষ্ঠানিক কার্য্যে গবর্ণমেণ্টের

রাসায়নিক দ্রব্য পরীক্ষকের রিপোর্টের কথা।

পক্ষে রাসায়নিক দ্রব্য পরীক্ষককে কিম্বা রাসায়নিক দ্রব্যের সহকারী পরীক্ষককে যে কোন বিষয় কি দ্রব্য পরীক্ষা করিয়া কি তাহার মূল্যাংশ পৃথক করিয়া রিপোর্ট করণার্থে দেওয়া যায় তদ্বিষয়ে তাঁহার রিপোর্ট বলিয়া যে দলীল থাকে তাহাতে ঐ পরীক্ষকের স্বাক্ষর থাকিলে তাহা এই আইনমত তদন্ত কি বিচার কি অন্য আনুষ্ঠানিক কার্য্যে প্রমাণস্বরূপে গ্রাহ্য হইবে।

৫১১ ধারা † অভিযুক্ত ব্যক্তির অপরাধ পূর্ব্বে নির্ণয় হইয়াছে কিম্বা

পূর্ব্বে অপরাধ নির্ণয় বা নির্দ্দোষ হওনের প্রমাণ যেরূপে করা যাইবে তাহার কথা।

তাহাকে পূর্ব্বে নির্দ্দোষ করা গিয়াছে ইহার প্রমাণ এই আইনমত তদন্ত কি বিচার কি অন্য আনুষ্ঠানিক কার্য্যে প্রচলিত আইনে অন্য যে কোন প্রকারের বিধান থাকে তদতিরিক্ত নিম্নলিখিত প্রকারে করা যাইবে ;—

---

* রাসায়নিক দ্রব্য পরীক্ষকের স্বাক্ষর যুক্ত রিপোর্ট প্রমাণ স্বরূপ ব্যবহার হইতে পারে কিন্তু তাহার সকল প্রমাণ স্বরূপ ব্যবহার হইতে পারে না। ১৩ উঃ রিঃ ৬৮।

† কোন ব্যক্তির দোষ প্রমাণ করিবার জন্য তদ্বিরুদ্ধে পূর্ব্ব দোষ নির্ণয় প্রমাণ স্বরূপ ব্যবহার হইবে না। ৭ উঃ রিঃ ৭ কোন অভিযুক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে পূর্ব্বে কোন অপরাধ নির্ণয় হইলে তাহা তাহার পরের অপরাধ করা সম্বন্ধে বোধ রূপ প্রমাণ গণ্য হইবে না। কেবল মাত্র তাহাকে অধিক দণ্ড দেওয়ার জন্য এরূপ পূর্ব্ব অপরাধ নির্ণয়ের প্রমাণ করা যাইতে পারে এবং এই জন্য তাহার অপরাধ নির্ণয় হইলে ঐ বিষয়ের প্রমাণ করা আবশ্যক ইঃ লঃ রিঃ ৪ কলি ৩৩৮ ৩ উঃ রিঃ ৩০ ৫ উঃ রিঃ ৩৭ মহাফেজখানার কার্য্যকারকের কৈফিয়ৎ দ্বারা অভিযুক্ত ব্যক্তির পূর্ব্ব অপরাধ নির্ণয় বিষয় প্রমাণ হইতে পারে না। ঐ বিষয় এবং অভিযুক্ত ব্যক্তির সহিত তাহার অনন্যত্ব হলপান জবানবন্দি দ্বারা প্রমাণ করিতে হইবে ১৩ উঃ রিঃ ৫২; ৫৩। অভিযুক্ত ব্যক্তি পূর্ব্বে দণ্ড প্রাপ্ত হইয়াছে কিনা তাহার প্রমাণ জুরির বিচার্য্য ২১ উঃ রিঃ ৪০

(ক) যে আদালতে ঐ ব্যক্তির অপরাধ নির্ণয় কি তাহাকে নির্দোষ করা যায় সেই আদালতের যে কার্য্যকারকের জিম্মায় কাগজপত্র থাকে তিনি ঐ কাগজপত্র হইতে উদ্ধৃত কথা দণ্ডাজ্ঞার কি আজ্ঞার নকল বলিয়া সার্টিফিকেট লিখিলে ও তাহাতে স্বাক্ষর করিলে সেই উদ্ধৃত কথা দ্বারা, কিম্বা

(খ) অপরাধ নির্ণয়ের কথা হইলে, যে জেলে দণ্ড কি তাহার কোন অংশ দেওয়া যায় সেই জেলের অধ্যক্ষের সার্টিফিকেট দ্বারা, কিম্বা সমর্পণ করিবার যে ওয়ারেণ্টক্রমে দণ্ডভোগ হয় সেই ওয়ারেণ্ট উপস্থিত করণ দ্বারা,

এবং ঐরূপে যে ব্যক্তির অপরাধ নির্ণয় হয় বা যাহাকে নির্দোষী করা যায়, ঐরূপ প্রত্যেক স্থলে অভিযুক্ত ব্যক্তির সহিত তাহার অনন্যতা বিষয়ে প্রমাণ দ্বারা।

৫১২ ধারা। * অভিযুক্ত ব্যক্তি পলায়ন করিয়াছে ও তাহাকে শীঘ্র ধরা যাইবার সম্ভাবনা নাই, এরূপ প্রমাণ হইলে, তাহার নামে যে অপরাধের নালিশ হয় সেই অপরাধ হেতুক তাহার বিচার করিবার কিম্বা বিচারার্থে তাহাকে সমর্পণ করিবার ক্ষমতাপন্ন আদালত তাহার অসুপস্থানে অভিযোগের পক্ষে কোন সাক্ষী উপস্থিত করা গেলে তাহাদের সাক্ষ্য লিখিয়া রাখিতে পারিবেন। পরে সেই ব্যক্তিকে ধরা গেলে যদি সাক্ষী মরিয়া থাকে বা সাক্ষ্য দিতে অক্ষম হইয়া থাকে, কিম্বা তাহাকে উপস্থিত করাইতে হইলে যে বিলম্ব, ব্যয় বা অসুবিধা হয় তাহা মোকদ্দমার অবস্থা বিবেচনায় অযৌক্তিক বলিয়া বোধ হয়, তবে ঐ ব্যক্তির নামে যে অপরাধের অভিযোগ হয় সেই অপরাধের তদন্ত বা বিচার কালে ঐ সাক্ষ্য প্রমাণস্বরূপ উপস্থিত করা যাইতে পারিবে।

অভিযুক্ত ব্যক্তির অসুপস্থানে সাক্ষ্য লিপিবদ্ধ হইবার কথা।

---

* অভিযুক্ত ব্যক্তি পলাতক না হইলে তাহার অসাক্ষাতে কোন সাক্ষীর জবানবন্দি গ্রহণ হইলে তাহা প্রমাণস্বরূপ ব্যবহার্য্য হইবে না। ২ উঃ রিঃ ৫১ অভিযুক্ত ব্যক্তি পলায়ন করিয়াছিল ও সংকুচিত চেষ্টা দ্বারাও তাহাকে ধৃত করা যাইতে পারিয়াছিল না এরূপ প্রমাণ না থাকিলে তাহার অসাক্ষাতে যে সাক্ষীর জবানবন্দি গ্রহণ হয় তাহা তাহার বিপক্ষে প্রমাণস্বরূপ ব্যবহার হইতে পারে না ২১ উঃ রিঃ ১২ কোন মোকদ্দমার প্রথম বিচার সময় যে সাক্ষীর জবানবন্দি গ্রহণ করা হয় তাহা ঐ মোকদ্দমায় অন্য অভিযুক্ত ব্যক্তির বিচার সময় প্রমাণ গণ্য করা অন্যায়। ৬ উঃ রিঃ ৭।

৪২ দ্বাচত্বারিংশ অধ্যায়

নিবন্ধপত্র বিষয়ক বিধি।

৫১৩ ধারা। সদাচরণের নিবন্ধপত্রের স্থল ভিন্ন অন্য স্থলে কোন আদালত কিম্বা কার্য্যকারক কোন ব্যক্তিকে জামিন সহিত কিম্বা জামিন বিনা নিবন্ধপত্র লিখিয়া দিতে আজ্ঞা করিলে ঐ আদালত কি কার্য্যকারক ঐ নিবন্ধপত্র লিখিয়া দিবার পরিবর্ত্তে যত টাকা নির্দ্ধার্য্য করেন, ঐ ব্যক্তিকে নগদ কিম্বা তত টাকার গবর্ণমেণ্টের প্রমিসরি নোট আমানত করিবার অনুমতি দিতে পারিবেন।

মুচলকার পরিবর্ত্তে টাকা দিবার কথা।

৫১৪ ধারা। * এই আইনমতে যে আদালত কর্ত্তৃক নিবন্ধপত্র গৃহীত হয় সেই আদালতের কিম্বা কোন প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেটের কি প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের আদালতের সন্তোষমতে।

নিবন্ধপত্রের টাকা দণ্ড হইলে কার্য্যপ্রণালীর কথা।

---

* নিবন্ধপত্রের টাকা আদায় জন্য জামিনদারের সম্পত্তি ক্রোক করিবার পূর্ব্বে ঐ টাকা কেন তাহার নিকট হইতে আদায় হইবে না তাহার কারণ দর্শাইবার জন্য তৎপ্রতি নোটিস দিতে হইবে। ১০ উঃ রিঃ ৮২। ৭ উঃ রিঃ ৪। নোটিস প্রাপ্ত হওয়ার পর জামিনদার কোন সন্তোষজনক কারণ দর্শাইতে না পারিলে সে ঐ টাকা দিতে বাধ্য হইবে। ১৯ উঃ রিঃ ২৮। আসামীর অনুপস্থিতি হেতু বাজেয়াপ্ত নিবন্ধপত্রের টাকা দণ্ড করিবার পূর্ব্বে তাহার অনুপস্থিতির কারণ দর্শাইবার জন্য তাহাকে সময় দেওয়া উচিত। ১১ উঃ রিঃ ৩৯। নিবন্ধপত্রের টাকা দণ্ড করিবার পূর্ব্বে অভিযুক্ত ব্যক্তি কি তাহার পক্ষীয় উকীল সম্মুখে প্রমাণ গ্রহণ করিয়া আইনানুসারে ঐ বিষয় বিচার করিতে হইবে। ১২ উঃ রিঃ ৫৪। মাজিষ্ট্রেট যে সাক্ষীর জবানবন্দির প্রতি নির্ভর করিয়া নিবন্ধপত্রের টাকা দণ্ড করা উচিত বিবেচনা করেন তাহাকে জেরা করিতে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে সুবিধা দিবেন। ইং লঃ রিঃ ৪ কলি ৮৬৫। নিবন্ধপত্রের সর্ত্ত ভঙ্গ হইলে তল্লিখিত টাকার কোন অংশ মাপ করিতে হাইকোর্ট অক্ষম। ইঃ লঃ রিঃ ৩ কলি ৪১। ১৯ উঃ রিঃ ১। ৭ বঃ লঃ রিঃ ৭২। নিবন্ধপত্রের সর্ত্তভঙ্গ হেতু টাকা আদায় করিতে হইলে তৎসম্বন্ধে প্রমাণ গ্রহণ করিতে হইবে অন্য মোকদ্দমায় গৃহীত প্রমাণের প্রতি নির্ভর করিয়া ঐরূপ হুকুম দেওয়া অবৈধ। যাহার বিরুদ্ধে টাকা দেওয়ার হুকুম হয় সে টাকা আদায় না করিলে প্রথমতঃ তাহার অস্থাবর মাল ক্রোক বিক্রয় দ্বারা ঐ টাকা আদায় করিবার হুকুম দিতে হইবে এবং তদ্দ্বারা টাকা আদায় না

কিম্বা কোন আদালতের সম্মুখে উপস্থিত হইবার নিবন্ধপত্র হইলে, ঐ আদালতের হুকুমমতে,

যদি প্রমাণ হয় যে নিবন্ধপত্রের টাকা দণ্ড হইয়াছে ঐ আদালত উক্ত প্রমাণের হেতু লিখিবেন, ও যে কোন ব্যক্তি উক্ত নিবন্ধপত্রদ্বারা বদ্ধ থাকেন তাঁহাকে অর্থদণ্ডের টাকা দিবার কিম্বা না দেওনের কারণ দর্শাইবার আদেশ দিবেন

ঐ দণ্ডের টাকা না দেওয়া গেলে, ও না দিবার উপযুক্ত কারণ দর্শান না গেলে, আদালত উক্ত ব্যক্তির অস্থাবর দ্রব্য ক্রোক ও নীলাম করিবার ওয়ারেণ্ট দিয়া টাকা আদায় করিতে প্রবৃত্ত হইতে পারিবেন

যে আদালত ওয়ারেণ্ট দেন, সেই আদালতের বিচারাধীন স্থানের মধ্যে ঐ ওয়ারেণ্টমতে কার্য্য করা যাইতে পারিবে, ও তন্মধ্যে এই অনুমতি থাকিবে যে ঐ সীমার বহির্ভূত যে স্থানে উক্ত ব্যক্তির কোন অস্থাবর দ্রব্য থাকে, সেই স্থান যে জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেবের বিচারাধীন তিনি ঐ ওয়ারেণ্টের পৃষ্ঠে লিখিয়া দিলে ঐ দ্রব্যও ক্রোক করিয়া নীলাম করা যাইতে পারিবে।

হইলে তৎপ্রতি দেওয়ানী জেলে কায়েদের হুকুম হইতে পারে ১০ ক্রঃ সা. লিঃ ৫৭১ কোন দলখত মতে কোন নিকট শান্তি রক্ষা করিবার নিবন্ধপত্র গ্রহণ করা হয় কিন্তু তাহাতে কোন ব্যক্তিবিশেষের বিপক্ষে শান্তিভঙ্গ করিবে না এরূপ উল্লেখ না থাকিয়া সাধারণতঃ শান্তিভঙ্গ করিবে না এরূপ সর্ত্ত থাকে অতএব যে কোন ব্যক্তি সম্বন্ধে শান্তিভঙ্গ করে তাহাতেই তাহার নিবন্ধপত্রের টাকা দণ্ড হইবে ১৫ উঃ রিঃ ১৪ যে ব্যক্তির বিরুদ্ধে নিবন্ধপত্রের টাকা দণ্ড হয় ঐ ব্যক্তি তাহার আপন পক্ষে ঐ মোকদ্দমায় হলপান জবানবন্দি প্রদান করিতে সক্ষম ১৫ উঃ রিঃ ৮১ কোন অভিযুক্ত ব্যক্তির অনুপস্থিতি হেতু নিবন্ধপত্রের টাকা দণ্ড করিয়া এবং ঐ টাকা তাহার জামিনদারের নিকট হইতে আদায় করিয়া ঐ ব্যক্তির বিরুদ্ধে দণ্ডবিধির ১৭৯ ধারায় মোকদ্দমা উপস্থিত করা যাইতে পারে ১০ উঃ রিঃ [illegible] কোন ব্যক্তি তাহাদের অধীন কোন প্রজার বিরুদ্ধে শান্তিভঙ্গের কার্য্য করিবে না এরূপ সর্ত্তে মুচলকা প্রদান করিয়া যদি তাহার রায়তান মধ্যে দুই ব্যক্তিকে কয়েদ করে তবে তৎপ্রতি ঐ মুচলকার সর্ত্ত আদায়ের আদেশ হইতে পারিবে না ১৯ উঃ রিঃ ৪৮ কোন ব্যক্তি শান্তিভঙ্গ না করিবার নিবন্ধপত্র প্রদান করিয়া চুরি অপরাধে দণ্ডপ্রাপ্ত হইলে নিবন্ধপত্রের টাকা দণ্ড হইবে না ১৮ উঃ রিঃ ৬৮

সেই দণ্ডের টাকা না দেওয়া গেলে, উক্ত প্রকারে ক্রোক ও নীলাম করণ দ্বারা আদায় হইতে না পারিলে, যে আদালত ওয়ারেণ্ট দেন, সেই আদালতের আজ্ঞা ক্রমে ঐ ব্যক্তিকে দেওয়ানী জেলখানায় ছয়মাস পর্য্যন্ত বদ্ধকরা যাইতে পারিবে

আদালত আপনার বিবেচনামতে উল্লিখিত অর্থদণ্ডের একাংশ ক্ষমা করিয়া অংশ মাত্র আদায়করণ হুকুম করিতে পারিবেন

৫১৫ ধারা। প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কিম্বা জিলার মাজিষ্ট্রেট ভিন্ন কোন মাজিষ্ট্রেট ৫১৪ ধারামতে যে আজ্ঞা করেন তাহার উপর জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকট আপীল হইতে পারিবে কিম্বা আপীল না হইলেও তাঁহার দ্বারা ঐ আজ্ঞা সংশোধন করা যাইতে পারিবে

৫১৪ ধারামতে আজ্ঞার উপর আপীল হইবার ও ঐ আজ্ঞা সংশোধনের কথা

৫১৬ ধারা। হাইকোর্টের কিম্বা সেশন আদালতের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া হাজির থাকিবার যে নিবন্ধপত্র লিখিয়া দেওয়া যায়, হাইকোর্ট কিম্বা সেশন আদালত কোন মাজিষ্ট্রেটকে সেই পত্রক্রমে পাওনা টাকা আদায় করিবার আজ্ঞা দিতে পারিবেন।

কোনং নিবন্ধপত্রক্রমে আদেয় অর্থদণ্ড আদায় করিবার আজ্ঞা দিতে পারিবার কথা।

৪৩ ত্রিচত্বারিংশ অধ্যায়।

দ্রব্য লইয়া কার্য্য হইবার বিধি।

৫১৭ ধারা * কোন ফৌজদারী আদালতে তদন্ত কি বিচারকার্য্য সমাপ্ত হইলে, আদালতের সম্মুখে উপস্থিত করা যে দলীল কি অন্য দ্রব্য সম্পর্কে অপরাধ করা গিয়াছে দেখা যায় কিম্বা অপরাধ করণার্থে যাহার ব্যবহার হইয়াছে তাহা লইয়া যাহা করিতে হইবে আদালত এই বিষয়ে যে আজ্ঞা বিহিত বোধ করেন করিবেন

যে দ্রব্য সম্পর্কে অপরাধ করা যায় তাহা লইয়া যাহা করিতে হইবে এই বিষয়ের আজ্ঞার কথা

* কোন ব্যক্তি বেআইনী মতে অস্থাবর সম্পত্তিচ্যুত হইলে এবং তাহা মাজিষ্ট্রেটের [illegible] পতিত হইলে তিনি,উহা ঐ ব্যক্তিকে প্রদান করিতে পারেন। সেশন সং উঃ সিঃ ৫ অগষ্ট

হাইকোর্ট কি সেশন আদালত তদ্রূপ আজ্ঞা করিলে ও যে ব্যক্তি উক্ত দ্রব্য পাইবার স্বত্ববান তাহাকে স্বীয় কার্য্যকারক দ্বারা ঐ দ্রব্য দিবার সুবিধা না হইলে, উক্ত কোর্ট কি আদালত জিলার মাজিষ্ট্রেটকে উক্ত আজ্ঞা ফলবতী করিবার আদেশ দিবেন।

যে মোকদ্দমায় আপীল আছে, সেই মোকদ্দমায় এই ধারামতে আজ্ঞা করা গেলে, পশুপক্ষ্যাদি বা স্বভাবতঃ আশুক্ষয়শীল দ্রব্য না হইলে. আপীল করিবার সময় যাবৎ গত না হয়, অথবা ঐ সময়ের মধ্যে আপীল করা গেলে যাবৎ ঐ আপীল নিষ্পত্তি না হয়, তাবৎ উক্ত আজ্ঞামতে কার্য্য করা যাইবে না

ব্যাখ্যা —যে দ্রব্য সম্পর্কে অপরাধ করা গিয়াছে দৃষ্ট হয় সেই দ্রব্য হইলে, এই ধারায় 'দ্রব্য' যে শব্দ আছে তাহাতে যে দ্রব্য প্রথমে কোন পক্ষের অধিকারে কি তদাধীনে ছিল সেই দ্রব্যমাত্র বুঝাইবে না, কিন্তু সেই দ্রব্য পরিবর্ত্তিত হইয়া যে কোন দ্রব্য হয় কিম্বা সেই দ্রব্যের বিনিময়ে যে দ্রব্য পাওয়া যায় তাহাও বুঝাইবে, এবং ঐরূপ পরিবর্ত্তন কি বিনিময় করণদ্বারা অব্যবহিত ভাবে কি প্রকারান্তরে যাহা কিছু লব্ধ হয় তাহাও বুঝাইবে।

জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেবের ব মহকুমার মাজিষ্ট্রেটের প্রতি দ্রব্য অর্পণ সূচক আজ্ঞা হইবার কথা

৫১৮। ৫১৭ ধারাক্রমে আজ্ঞা না দিয়া কোন আদালত জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেবের প্রতি ঐ কিম্বা মহকুমার মাজিষ্ট্রেটের প্রতি ঐ দ্রব্য সমর্পণ করিবার আজ্ঞা দিতে পারিবেন তাহা হইলে ঐ দ্রব্য পোলীসের দ্বারা ধৃত হইয়া পশ্চাল্লিখিতমতে তাঁহার নিকট রিপোর্ট করা গেলে তিনি যদ্রূপে করিতেন ঐ দ্রব্য লইয় তদ্রূপেই কার্য্য করিবেন।

স্থির সম্পত্তি ঘটিত কোন মোকদ্দমায় অভিযুক্ত ব্যক্তি মুক্তি পাইলে যাহার দখল হইতে ঐ সম্পত্তি আনয়ন হয় তাহাকে ফেরৎ দিতে হইবে কিন্তু ঐ সম্পত্তি সম্বন্ধে অপরাধ ঘটনা হওয় সাব্যস্ত হইলে এই ধারানুসারে আদালত উচিতাদেশ প্রদান করিতে পারেন ইঃ লঃ রিঃ ১ বোম্বাই ৬৩০। চৌর্য্য মাল রাখা হেতু কোন ব্যক্তি অভিযুক্ত হইয়া ঐ মাল চৌর্য্য থাকার প্রমাণাভাবে মুক্তি পায় কিন্তু বিচারক ঐ সম্পত্তি চৌর্য্য থাকা বিশ্বাস করিলে তৎসম্বন্ধে এই ধারানুসারে উচিত আদেশ করিতে পারেন ইঃ লঃ রিঃ ২ এলা ২৭৬

৫১৯ ধারা। যাহা চৌর্য্য বা চোরা দ্রব্য গ্রহণ অপরাধ হয় বা যাহার মধ্যে ঐ অপরাধ পড়ে কোন ব্যক্তির যদি এরূপ অপরাধ নির্ণয় হয় এবং ইহার প্রমাণ হয় যে অন্য কোন ব্যক্তি ঐ দ্রব্য চোরা না জানিয়া বা বিশ্বাস করিবার কারণ না দেখিয়া তাহা ক্রয় করিয়াছে এবং যাহার অপরাধ নির্ণয় হয় তাহাকেও ধরা গেলে তাহার নিকট হইতে কোন টাকা লওয়া হইয়াছে তবে ক্রেতা প্রার্থনা করিলে ও অধিকার পাইবার স্বত্ববান ব্যক্তিকে ঐ চোরা দ্রব্য ফিরাইয়া দিলে আদালত এই আজ্ঞা করিতে পারিবেন যে ঐ টাকা হইতে ক্রেতার প্রদত্ত মূল্যের অনধিক টাকা তাহাকে দেওয়া যায়।

অভিযুক্ত ব্যক্তির নিকট যে টাকা পাওয়া যায় তাহা নির্দ্দোষী ক্রেতাকে দিবার কথা

৫২০ ধারা। * যে আদালতে আপীল কি দৃঢ়ীকরণ কি বিবাদার্পণ কি নিষ্পত্তির সংশোধন হইতে পারে সেই আদালত আপনার অধীন আদালতের কৃত ৫১৭, ৫১৮ বা ৫১৯ ধারামত কোন আজ্ঞা স্বীয় বিবেচনার অপেক্ষায় স্থগিত রাখিতে এবং সংশোধন কি পরিবর্ত্তন কি অসিদ্ধ করিতে পারিবেন

৫১৭, ৫১৮, বা ৫১৯ ধারামত আজ্ঞা স্থগিত রাখিবার কথা

---

* চৌর্য্যাপরাধে অভিযুক্ত ব্যক্তির নিকট যে টাকা পাওয়া গিয়াছিল এবং ঐ টাকা বাদীর বলিয়া প্রমাণ না হওয়ায় ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট উপযুক্ত [illegible] তাহা অভিযুক্ত ব্যক্তিকে প্রদান করেন এবং সেশন জজ আপীলে ঐ হুকুম রহিত করিয়া ঐ টাকা বাদীকে প্রদান করেন। [illegible] হাইকোর্ট এই নিষ্পত্তি করেন যে সেশন জজের ঐরূপ আদেশ দেওয়ার অধিকার ছিল না। ৯ উঃ রিঃ ৫১। কোন বিচারপদ্ধতি কার্য্য অবলম্বন না করিয়া জেলার মাজিষ্ট্রেট পোলীস কর্ত্তৃক আনীত কোন সম্পত্তি থানায় আসিলে কোন ব্যক্তিকে প্রদান করিলে তদ্বিরুদ্ধে হাইকোর্ট হস্তক্ষেপণ করিতে পারেন না। ইঃ লঃ রিঃ ১ বোম্বাই ৬৩০। [illegible] এক কিতা কারেন্সী নোট চুরি হয় [illegible] সরল ভাবে ঐ নোট [illegible] হইতে বিনিময় করিয়া নগদ টাকা লয় [illegible] চুরীর অপরাধে দণ্ড প্রাপ্ত হইলে মাজিষ্ট্রেট ঐ নোট ফেরৎ দেওয়ার আদেশ করেন কিন্তু আপীলে সেশন জজ ঐ নোট উপযুক্ত ব্যক্তিকে প্রদান করিবার সক্ষম। ইঃ লঃ রিঃ ৩ কলি ৩৭৯

৫২১ ধারা। * ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধির আইনের ২৯২ কি ২৯৩ কি ৫০১ কি ৫০২ ধারামতে অপরাধ নির্ণয় হইলে, যে দ্রব্য সম্বন্ধে অপরাধ নির্ণয় হয় তাহার যত খণ্ড আদালতের হেফাজতে কিম্বা নির্ণীতাপরাধ ব্যক্তির অধিকারে কি ক্ষমতায় থাকে আদালত তৎসমুদয় বিনষ্ট করিবার আজ্ঞা দিতে পারিবেন।

অপবাদ সম্পর্কীয় ও অন্য বিষয় বিনষ্ট করিবার কথা।

ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধির আইনের ২৭২ কি ২৭৩ কি ২৭৪ কি ২৭৫ ধারামতে অপরাধ নির্ণয় হইলে যে খাদ্য কি পানীয় কি ঔষধ কি চিকিৎসা সম্পর্কীয় দ্রব্য সম্বন্ধে অপরাধ নির্ণয় হয়, আদালত তদ্রূপে তাহা বিনষ্ট করিবার আজ্ঞা দিতে পারিবেন।

৫২২ ধারা। কোন ব্যক্তির অপরাধযুক্ত বল প্রকাশ সহিত কোন অপরাধ নির্ণয় হইলে, ও সেই বলপ্রকাশ দ্বারা কোন ব্যক্তিকে স্থাবর দ্রব্যের অধিকারচ্যুত করা গিয়াছে উক্ত আদালত ইহা দেখিতে পাইলে যদি উচিত বোধ করেন ঐ ব্যক্তির পুনরায় তদধিকার পাইবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

স্থাবর দ্রব্যের অধিকার ফিরিয়া দিবার ক্ষমতার কথা।

কোন ব্যক্তি দেওয়ানী মোকদ্দমা করিয়া সেই স্থাবর দ্রব্যে আপনার স্বত্ব বা স্বার্থ আছে বলিয়া প্রমাণ করিতে পারিলে পূর্ব্বোক্ত আজ্ঞা দ্বারা ঐ স্বত্বের বা স্বার্থের বিঘ্ন হইবে না।

৫২৩ ধারা। † যে দ্রব্য ৫১ ধারামতে প্রাপ্ত বা যাহা চোরা বলিয়া অভিযোগ কি সন্দেহ হয় কিম্বা যাহা এরূপ অবস্থায় পাওয়া যায় যে তৎসম্বন্ধে কোন অপরাধ করা হইয়াছে বলিয়া সন্দেহ জন্মে, সেই দ্রব্য পোলীস কর্ম্মকারক দ্বারা ধৃত হইয়া থাকিলে, তদ্বিষয়ে

৫১ ধারামতে প্রাপ্ত ব চোরা দ্রব্য পোলীস কর্ত্তৃক ধৃত হইলে কার্য্যপ্রণালীর কথা।

---

* অশ্লীল পুস্তক প্রচার করা হেতু অভিযুক্ত ব্যক্তিকে দণ্ডবিধির ২৯৩ ধারানুসারে শাস্তি প্রদান করিয়া ঐ সকল পুস্তক নষ্ট করিতে মাজিষ্ট্রেট আদেশ করেন। তাহাতে হাইকোর্ট এই সিদ্ধান্ত করেন যে পুরাতন কার্য্যবিধির ৪১৮ ধারানুসারে ঐরূপ হুকুম দেওয়া অবৈধ। ইঃ লঃ রিঃ ৩ আলা ৮৩৭। এই ধারানুসারে ঐরূপ হুকুম প্রদান করা যাইতে পারে।

† কোন সম্পত্তি সম্বন্ধে কোন অপরাধের কার্য্য সাব্যস্ত না হইলে এই ধারা এবং ইহার পরের দুই ধারার বিধান খাটিবে ইঃ লঃ রিঃ ১ বোম্বাই ৬০

দাওয়া না হওয়া ও উত্তরাধিকারি বিহীন সম্পত্তি পাওয়া গেলে তাহা নিয়মিত রেজিষ্টরী

কোন মাজিষ্ট্রেটের নিকটে অবিলম্বে রিপোর্ট করা যাইবে, ও তাহ হইলে ঐ মাজিষ্ট্রেট যেরূপে উচিত বোধ করেন সেইরূপে ঐ দ্রব্যের অধিকার

ভুক্ত করিতে হইবে। দাওয়া না হওয়া সকল সম্পত্তি পোলীস ষ্টেশনে ও গেলেই রেজিষ্টরে লিখিতে হইবে অথব সম্পত্তি যেখানে পাওয়া গেল পোলীস থানায় না আনিয়া সেই খানেই রক্ষিত হ ছে কোন কর্মচারি ইহার বিষয় সংবাদ জানাইলে তখনই তাহাকে সেই কার্য্যের জন্য পাঠা যাইবে। শ্রীলশ্রীযুক্ত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেব বাহাদুরের এই অভিপ্রায় যে দাবানী মাল আউট পোষ্টে নিল ম না করিয়া থানায় পাঠাইলে তাহ কখনই করা হইবে না এবং ঐ ম ল আউট পোষ্ট যে ষ্টেশনের অধীন তথায় প্রেরিত ও নিলাম হইবে মাল অত্যন্ত ভারি বা অতি মূল্যবান না হওয়ায় যখন সহজে লওয়া যাইতে না পারিলে (যেথ খাট) তাহা আউট পোষ্টে নিলাম করিতে হইবে কিন্তু ঐ নিলাম ষ্টেশনের সবইনস্পেক্টর কি ইনস্পেক্টর করিবেন। আউট পোষ্টের হেড কনষ্টেবল করিবেক না

পোলীস সন্দেহ করি যে সম্পত্তি মৃত ব্যক্তির ও নিরূপিত রেজিষ্টরী ভুক্ত হইবে এইরূপ সম্পত্তি মৃত কা গেলে তৎক্ষণাৎ মাজিষ্ট্রেটের নিকট ও হার রিপোর্ট করিতে হইবে

যাহারা আপনার উপর সম্পূর্ণ লোক সইয়া বন্যার সময়ে অনাথা মাল তুলে গবর্ণমেন্ট তাহাদিগকে শতকরা ১০ টাকা পুরস্কার দিবার নিয়ম প্রচার করিয়াছে।

দাওয়া না হওয়া সম্পত্তি পাওয়া গেলে তদ্বিষয়ে নিম্নলিখিত সংক্ষেপ আজ্ঞা স্মরণ রাখিতে হইবে অস্বামিক সম্পত্তি পাওয়া গেলে তাহার মালিককে না দিতে পারা যা গেলে যে পাইল তাহা তাহারই এইটী ব্যবস্থার সাধারণ নিয়ম কিন্তু কেবল আইনের বলিয়া দিয় আমি-যাগ উপ দ পাইতে কিম্বা জানিবার সুযোগ সত্ত্বে ও যদি কেহ সেই সম্পত্তি আপন কার্য্যে ব্যবহার করে তবে সে ফৌজদারী অপরাধের অপরাধী হইতে পারিবে ১৮৭৮ সালের ৬ আইনে এই বিধান আছে যে ১০ টাকা মূল্যের অধিক সম্পত্তি প্রাপ্ত হইলে প্রাপক তাহ কালেক্টর সাহেবের নিকট রিপোর্ট করিবে কালেক্টর সাহেব রীতি-মত তদন্তান্তে সেই সম্পত্তি স্বামীবিহীন জানিতে পারিলে তিনি সেই সম্পত্তি প্রাপককে এবং যে স্থানে তাহা প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে সেই স্থানের মালিককে বণ্টন করিয়া দিবেন অথবা কেবল প্রাপককে দিবেন বা আইনানুসারে তাহ গবর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতে গ্রহণ করিবেন

গুপ্তধন প্রাপ্তি সম্বন্ধীয় ১৮৭৮ সালের ৬ আইনে এই বিধান হইয়াছে

২০ ধারা যদি কোন ব্যক্তি কোন ধন প্রাপ্ত হইয়া নিয়মিত নোটীস না দেয় অথবা ৪ ধারার লিখিত মতে মানত না করে কি অমিল না দেয় অথব তাহ এরূপ ভাবে পরি-বর্ত্তন করে কি পরিবর্ত্তন করিতে চেষ্টা করে যে ঐ ধন খাঁটি না হইতে পারে, তাহা হইলে ঐরূপ আচরণ না করিলে ঐ ধনের যে অংশ অথবা তাহার পরিবর্ত্তে যে টাকা ঐ ব্যক্তি পাইতে অধিকারী হইত তাহা সরকারী সরকারে জব্দ হইবে এবং কোন মাজিষ্ট্রেটের

পাইবার স্বত্ববান ব্যক্তিকে তাহা দিবার আজ্ঞা করিবেন কিম্বা ঐ ব্যক্তিকে নিশ্চয়মতে জানা যাইতে না পারিলে মাজিষ্ট্রেট ঐ দ্রব্য রাখিবার উপস্থিত করিবার বিষয়ে যে আজ্ঞা উচিত জ্ঞান করেন করিবেন।

নিকট যে দোষী সাব্যস্ত হইলে তাহার এক বৎসর পর্য্যন্ত কারাবাস অথবা জরিমানা অথবা উভয় দণ্ড হইবে

২১ ধারা যে স্থানে ধন পাওয়া যায় সেই স্থানের মালিক যদি ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধির বিধানানুসারে ২০ ধারার বিহিত কোন অপরাধের সাহায্য করে তাহা হইলে তদ্রূপ কার্য্য না করিলে ঐ ধনের যে অংশ অথবা তাহার পরিবর্ত্তে যে পরিমাণ টাকা তাহার প্রাপ্য হইত তাহ ভারতেশ্বরীর সরকারে জব্দ হইবে এবং যে কোন মাজিষ্ট্রেট কর্ত্তৃক দোষী সাব্যস্ত হইলে তাহার ৬ মাসের অনধিক কারাবাস অথবা জরিমানা অথবা উভয় দণ্ড হইতে পারিবে

কোন প্রকারের জলযান ঠেকিয়া নষ্ট হইলে তদবৃত্তান্ত পোলীস মাজিষ্ট্রেটের নিকট রিপোর্ট করিবে এবং হুকুম পাওয়ার অপেক্ষে তৎসংক্রান্ত মালামাল রক্ষা করিবে।

নষ্ট জলযান হইতে যে সম্পত্তি উদ্ধার করা হয় তাহ "সাল বেজ" সম্পত্তি হইলে উদ্ধারকারিদের নিকট হইতে পোলীস তাহ দখল লইবেক না কিন্তু কি প্রকারে ঐ সম্পত্তি প্রাপ্ত হইয়াছে তাহা নিরাকরণ করত মাজিষ্ট্রেটের নিকট ঐ বিষয় রিপোর্ট করিবেক

"সাল বেজ সম্পত্তি কাহাকে বলে তাহ ডিষ্ট্রিক্ট সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেব পোলীস কার্য্য-কারকদিগকে পরিষ্কার করিয়া বুঝাইয়া দিবেন

যে সকল ব্যক্তিদিগের সহায়তায় কোন জাহাজ কিম্বা নৌকা কিম্বা জাহাজের মাল কিম্বা জাহাজ বা নৌকাস্থিত লোকদিগকে বিপদ হইতে কিম্বা অপ্রাপ্য বা পরিত্যক্ত জাহাজ হইতে কি তদ্রূপ অবস্থাপন্ন স্থল হইতে রক্ষা করা যায় ঐ সকল ব্যক্তিদিগকে যাহ পুরস্কার দেওয়া যায় তাহাকে "সালবেজ" কহে লোকের প্রাণ সম্পত্তি নষ্ট হওয়ার আশঙ্কা না থাকিলে কিম্বা উদ্ধারকারিদিগের পক্ষে নৈপুণ্য ও অসাধ্য সাধন করা ও বিপদজনক কার্য্য করা প্রকাশ না পাইলে 'সালবেজ' সম্বন্ধে দাবী সংস্থাপিত হইতে পারে না।

উপরোক্ত সর্ত্তানুসারে কার্য্য হইলে নদীর ও সামুদ্রিক 'সালবেজে" কিছুমাত্র প্রভেদ হইবে না যথা নদীতে কোন জাহাজ বা নৌকা জলমগ্ন হওয়ায় উহার মালামাল তীর হইতে অনতিদূরে ভাসমান ঐ সম্পত্তি তীরে আনয়ন করিতে কোন নৈপুণ্যের কি বিপদ-জনক কার্য্যের অনাবশ্যক। এস্থলে উহা "সালবেজ" সম্পত্তি বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে না।

এরূপ স্থলে পোলীসের যথোচিত সাহায্য করা কর্ত্তব্য এবং সম্পত্তির মালিক উপস্থিত থাকিলে তাহাকে উহা দেওয়াইতে হইবে মালিক অনির্দ্দিষ্ট থাকিলে পোলীস উহা দখল

দ্রব্যের স্বামী অজ্ঞাত হইলে যাহ কর্ত্তব্য তাহার কথা

ঐ সম্পত্তির অধিকার পাইবার স্বত্ববান ব্যক্তিকে জানা থাকিলে, মাজিস্ট্রেট যেরূপ (যদি কোন) নিয়মে উচিত বোধ করেন তদ্রূপ নিয়মে ঐ সম্পত্তি তাহাকে দিবার লইবেন কারণ গবর্ণমেন্ট ঐ সম্পত্তিতে স্বত্ববান হইবে। এই উভয় স্থলেই পোলীস মাজিস্ট্রেটকে সংবাদ দিতে বাধ্য।

যে সকল গ্রামিক লোক ঐ মাল প্রাপ্ত হইয়া যায় ও পুনঃ প্রাপ্তির অন্য কোন চেষ্টা না করে তাহারা দণ্ডবিধির ৪০৩ ধারানুসারে অপরাধী হইবে। অপরাধাদি জানাগেলে চৌকীদার তৎসংবাদ ঐ বিষয়ে ... উল্লিখিত বর্জ্জিত বিধি ব্যতীত কোন ব্যক্তির দখলে অস্থাবর সম্পত্তি পাওয়া গেলে এবং তৎপ্রতি কাহারও দাবী দাওয়া না থাকিলে তাহা নির্দ্দোষী প্রাপকেরই সম্পত্তি হইবে।

কোন প্রাপ্ত সম্পত্তিতে কাহারও দাবী না থাকিলে ও তাহা পোলীস কার্য্যকারক হইলে তৎসম্বন্ধে ১৮৬১ সালের ৫ আইনের ২৫ হইতে ২৭ ধারার বিধান খাটিবে।

কোন ব্যক্তির দখলে যে মাল পোলীস কর্ত্তৃক ধৃত হইবে ঐ মাল চোরামাল বলিয়া যেই প্রকাশ হইবে অথবা তাহা চোরামাল বলিয়া সন্দেহ হইবে অথবা ঐ মাল যে অবস্থায় ধৃত হয় তাহাতে তাহা কোন অপরাধের সহিত সংশ্লিষ্ট বলিয়া সন্দেহ হইলে ঐ মাল সম্বন্ধে এই আইনের ৫২৩ ও ৫২৫ ধারা খাটিবে।

কিন্তু ঐরূপ অবস্থায় যদি এই আইনের ৫২৪ ধারার বিধানানুসারে ৬ মাস মধ্যে কোন দাবীদার উপস্থিত না হয় এবং যাহার দখলে ঐ মাল পাওয়া যায় সে নির্দ্দোষভাবে তাহা প্রাপ্ত হওয়া প্রমাণ করিতে পারে তাহা হইলে ঐ মাল তাহাকে পুনরায় দেওয়া যাইবে।

মৃতব্যক্তিগণ যে সকল সম্পত্তি রাখিয়া যায় তাহাতে কাহারও দাবী না থাকিলে ঐ সকল সম্পত্তিতে অন্য হেতুতে সরকারের স্বত্ব বর্ত্তে তৎসম্বন্ধে এই ধারার আদেশ খাটিবে না। ডি. নং পোলীস সারকিউলার হইতে উদ্ধৃত।

গবর্ণমেন্ট লাওয়ারিশী সম্পত্তির রিপোর্ট ও তাহা প্রেরণ ও ব্যবহার ইত্যাদি সম্বন্ধে যে নিয়মাবলী করিয়াছেন ও পোলীস বিভাগের ইনস্পেক্টর জেনেরেল বরাবর ১৮৭৯ সালের ২১ শে সেপ্টেম্বর তারিখে ১১৯০ নং আদেশ দ্বারা প্রচার করিয়াছেন তাহা নিম্নে লিপিবদ্ধ হইল।

লাওয়ারিশী অস্থাবর সম্পত্তি বিষয়ক রিপোর্ট ও প্রেরণ ও ব্যবহার ইত্যাদি সম্বন্ধে নিয়মাবলী।

১। পোলীস কার্য্যকারক কোন লাওয়ারিশী অস্থাবর মাল স্বীয় দখলে লইলে ঐ ঘটনা যে পোলীস ষ্টেসনের অধিকার মধ্যে হয় সেই ষ্টেসনের ভারপ্রাপ্ত পোলীস কর্ম্মচারি জেলা অথবা বিভাগের মধ্যে ঐ ষ্টেসন হয় তাহার মাজিষ্ট্রেটের নিকট রিপোর্ট করিবে। ইহার সহিত যে ১ নং ফারম দেওয়া যাইতেছে তাহাতে উহা লিখিত হইবে। যে অস্থাবর

আজ্ঞা করিতে পারিবেন। উক্ত ব্যক্তিকে জানা না থাকিলে মাজিষ্ট্রেট ঐ সম্পত্তি রাখিতে পারিবেন এবং ঐ সম্পত্তির মধ্যে যেং দ্রব্য আছে ঘোষণা-

---

সম্পত্তি সম্বন্ধে মৃত ব্যক্তির সম্পর্কান্বিত বলিয়া কেহ দাবীদার হয় ও সেই সম্পর্কানুসারে স্পষ্টতঃ যদি ঐ মৃত ব্যক্তির আইনমত উত্তরাধিকারী হয় ও ঐ সম্পর্ক সম্বন্ধে যদি কোন সন্দেহ না থাকে তদ্ব্যতীত অন্য সকল লাওয়ারিসী অস্থাবর সম্পত্তি সম্বন্ধে পোলীস কার্য্যকারক ঐ বাবদে রিপোর্ট করিবে যে সকল দাবীদারদিগের দাবী ওয়ারিসী স্বত্বমূলক নহে অথবা যাহাদিগের ওয়ারিসী স্বত্ব সন্দেহজনক তাহাদিগের দাবীর বিবরণ সহ তাহাদিগের নাম ১ নং ফারমের ৪ ও ৫ নং ঘরে লিখিতে হইবে

২। জেলার কিম্বা জেলা খণ্ডের মাজিষ্ট্রেট ঐ নং ১ রিপোর্ট প্রাপ্তান্তে তাহাতে স্বীয় মত লিপিবদ্ধ করিয়া ঐ মোকদ্দমার বিচার সক্ষম জেলার জজ আদালতে পাঠাইয়া ঐ সম্বন্ধে ঐ আদালতে হুকুম প্রার্থনা করিবেন।

৩। জেলার জজ মাজিষ্ট্রেটের ঐ রিপোর্ট প্রাপ্তান্তে তাহার পৃথক উত্তর প্রদান করিবেন এবং ঐ সম্পত্তি তাঁহার হুকুমাধীন থাকিবে ঐ সম্পত্তি সম্বন্ধে কেবল মাত্র দুই প্রকারে কার্য্য করা যাইতে পারে যে স্থানে উহা প্রাপ্ত হওয়া যায় তথায় উহা বিক্রি করিয়া আদালতে টাকা প্রেরণ করা যাইতে পারে অথবা ঐ সম্পত্তিই আদালতে প্রেরণ হইতে পারে

৪। যদি ঐ সম্পত্তি ক্রমশঃ জীর্ণ হইয়া নষ্ট হওয়ার সম্ভব নিশ্চয় হয় তাহা হইলে আদালতের আদেশ পাইবার প্রত্যাশায় পোলীস কার্য্যকারক তাহার নিজ দায়িত্বে উহা বিক্রি করিবেক অথবা আদালতের আদেশ প্রাপ্ত হওয়ার পর উহা ঐ স্থানে বিক্রি করিবেক। বিক্রি হইলে পোলীস কার্য্যকারক ২নং ফারমানুসারে ৩ তিন খণ্ড হিসাব প্রস্তুত করিবেক। ঐ ৩ খণ্ড হিসাব জেলার কিম্বা জেলা খণ্ডের মাজিষ্ট্রেটের নিকট পাঠাইতে হইবেক তিনি ২ খণ্ড জেলার জজ আদালতে পাঠাইয়া এক খণ্ড ডিষ্ট্রিক্ট ট্রেজরের নিকট প্রেরণ করিবেন। জজের নিকট যে দুই খণ্ড পাঠান হয় তাহার এক খণ্ড তিনি দস্তখত করিয়া যে পোলীস কর্ম্মচারী উহা প্রথম প্রেরণ করিয়াছে তাহার নিকট উহা পাঠাইবেন

৫। জেলার জজ সাহেব ঐ সম্পত্তি আদালতে পাঠাইবার আদেশ করিলে পোলীস কার্য্যকারক ৩ নং ফারমে ৩ খণ্ড প্রস্তুত পূর্ব্বক ঐ সম্পত্তি সহিত পাঠাইবেন ৪ দফার লিখিত নিয়মানুরূপ উহার ১ খণ্ড জজ সাহেব দস্তখত করতঃ প্রথম প্রেরণকারী পোলীস কার্য্যকারক নিকট পাঠাইবেন।

৬। যে সমুদয় নগদ টাকা ও মূল্যবান সম্পত্তি পোলীস কর্ত্তৃক জজের নিকট প্রেরিত হয় তাহা বর্ত্তমান নিয়মানুসারে আদালতে পঁহুছামাত্র ট্রেজুরিতে পাঠাইতে হইবে ৪-৫ দফার লিখিত নিয়মাবলী অনুসারে ট্রেজরার যে ফারম প্রাপ্ত হন তল্লিখিত টাকা ও মূল্য-

পত্রে সেইং দ্রব্যের বিশেষ বর্ণনা লিখিয়া প্রকাশ করণপূর্ব্বক সেই দ্রব্যের উপর যে কোন ব্যক্তির দাওয়া থাকে তাঁহাকে ঐ ঘোষণাপত্রের তারিখ অবধি ছয় মাসের মধ্যে কোন সময়ে তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া আপনার দাওয়া প্রমাণ করিতে আজ্ঞা দিবেন

ছয় মাসের মধ্যে দাওয়াদার উপস্থিত না হইলে বাকী প্রণালীর কথা

৫২৪ ধারা ঐ সময়ের মধ্যে কোন ব্যক্তি ঐ দ্রব্যের উপর আপন দাওয়া সপ্রমাণ না করিলে [illegible] সেই দ্রব্য যাহার নিকটে পাওয়া যায় সে ন্যায়মতে তাহা পাইয়াছিল ইহা দেখাইতে না পারিলে গবর্ণমেণ্ট ঐ দ্রব্য লইয়া যাহা ইচ্ছা তাহা করিতে পারিবেন, ও প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কিম্বা জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেবের কিম্বা মহকুমার মাজিষ্ট্রেটের আজ্ঞাক্রমে কিম্বা প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট হইতে এতদর্থে ক্ষমতাপ্রাপ্ত হইলে তাঁহার আজ্ঞাক্রমে তাহা বিক্রয় করা যাইতে পারিবে

এই ধারামতে আজ্ঞা করা গেলে তদ্রূপ আজ্ঞাকারক আদালতের দণ্ডাজ্ঞার উপর যে আদালতে আপীল হইতে পারে সেই আদালতে আপীল হইবার অনুমতি থাকিবে

থান সম্পত্তি উপযুক্ত সময় মধ্যে তিনি না পাইলে দৈনিক [illegible] দেওয়ানী আদালতে প্রেরণ হয় তাহার নিমিত্তে ঐ বিবরণ লিখিয়া জজ সাহেবকে জ্ঞাত করাইবেন

৭। পোলীস জেলার জজের অনুমতি ব্যতীত কোন লোক চালান, ও তৈজী বিক্রি করিবেক না। নিকটবর্ত্তী পোলীসে ঐ সম্পত্তি রাখিতে হইবে। ঐ সম্পত্তি রাখার খরচ তাহার মূল্যের অধিক না হয় এমত সময় সাহেব ঐ সম্পত্তি বিক্রি করিবার আদেশ অতি সত্বর দিবেন এবং জজের ঐ আদেশ প্রাপ্ত মাত্র ঐ সম্পত্তি নষ্ট সম্ভবপর হইলে হাটে বিক্রি করিতে হইবে

৮। পোলীসকর্তৃক ঐ জন্তু রাখার খরচের জন্য যে টাকা দেওয়া যায় তাহা বাদে অবশিষ্ট বিক্রীত মূল্য ২ নং ফারম মতে জেলার জজের নিকট প্রেরণ করিতে হইবে। ৩ নং ফারম পাঠাইবার সময় তাহাতে দাওয়াদারবিহীন অস্থাবর সম্পত্তি জজ আদালতে পাঠানের খরচ লিখিয়া দিতে হইবেক। সম্পত্তি বিক্রীত হইয়া যে মূল্য পাওয়া যায় তাহা হইতে ঐ খরচের টাকা দিতে হইবে। বিচারান্তে কোন ব্যক্তির দাবীদাবি মঞ্জুর হইলে সম্পত্তি পাঠানের ও জীবিত জন্তু রাখার খরচ যাহা হইয়াছে তাহা ঐ দাবীদার দিবেক।

৫২৫ ধারা। আশুক্ষয়শীল দ্রব্য বিক্রয় করিতে পারিবার কথা।

ঐ দ্রব্যের অধিকার পাইবার স্বত্ববান ব্যক্তি অজ্ঞাত কিম্বা অনুপস্থিত থাকিলে উক্ত দ্রব্য স্বভাবতঃ আশুক্ষয়শীল হইলে কিম্বা তাহা বিক্রয় করাতে স্থানীয়

বেঙ্গল পুলিস ফরম নং৭৯।

(১)

অস্থাবর হস্তান্তর সম্পত্তির রিপোর্ট, ষ্টেসন হইতে জিলা
তারিখ

১	২	৩	৪	৫	৬	৭
বাৎসরিক নম্বর।	মৃত্যুর তারিখ এবং স্থান।	মৃত ব্যক্তির নাম ও বাসস্থান যদি জানিত হয়।	দাবীদার কিম্বা দাবীদারগণের নাম।	প্রত্যেক দাবীর বর্ণনা।	সম্পত্তির তালিকা	মন্তব্য।

মিমো নং তারিখ

অংগত করণার্থ ও আজ্ঞার নিমিত্ত জেলার জজ সাহেবের নিকট প্রেরণ করা যায়।

পুলিস কর্ম্মচারীর স্বাক্ষর।

মাজিষ্ট্রেট সাহেবের স্বাক্ষর

লাভ আছে যে মাজিষ্ট্রেটের নিকট ঐ দ্রব্য ধরিবার রিপোর্ট হয় তিনি এরূপ বিবেচনা করিলে যে কোন সময়ে তাহা বিক্রয় করিবার আদেশ দিতে

(২)

বেঙ্গল পুলিস ফরম নং ৮০।

অস্থাবর হস্তান্তর সম্পত্তির বিক্রয়ের হিসাব, বিক্রীত ষ্টেশনে জিলার তারিখ

১	২	৩	৪			৫
আনত রিপোর্টের নম্বর এবং সন ও মৃত ব্যক্তির নাম যদি তাহা জানা হয়।	আনত রিপোর্টের ভুক্ত সম্পত্তি নকলের নম্বর এবং বর্ণনা।	ওজন কিম্বা পরিমাণ (যথাসম্ভব)।	যে মূল্যে বিক্রয় হয়।			মন্তব্য
			টাকা।	আনা।	পাই।	
নিম্নলিখিত স্মারকলিপি অনুসারে [illegible] দিবার ব্যয় বাদ—		বকেয়া.				
নং	টাকা। আনা। পাই।	মোট ব্যয় প্রেরিত।				
অশ্ব দিন হিসাবে প্রতিদিন						
লোক কিম্বা মজুর						
ছাগল						
মোট ...						

তারিখ পুলীস কর্ম্মচারীর স্বাক্ষর———— গ্রহণকারী কর্ম্মচারীর স্বাক্ষর

পারিবেন, এবং উক্ত বিক্রয়ের নিট উৎপন্ন সম্বন্ধে, যত দূর সম্ভব, ৫২৩ ও ৫২৪ ধারার বিধান খাটিবে

(৩)

বেঙ্গল পুলীস ফরম নং ৮১।

অস্থাবর হস্তান্তর সম্পত্তির চালান ষ্টেশন হইতে জেলা

১	২	৩	৪	৫			৬
আনত রিপোর্টের নম্বর এবং সন, ও মৃতব্যক্তির নাম যদি তাহা জানা থাকে।	আনত রিপোর্টের ভুক্ত সম্পত্তি নকলের নম্বর এবং বর্ণনা।	ওজন কিম্বা পরিমাণ।	প্রেরণের তারিখ.	প্রেরণের ব্যয়।			মন্তব্য।
				টাকা।	আনা।	পাই।	

তারিখ পুলীস কর্ম্মচারীর স্বাক্ষর — .... গ্রহণকারী কর্ম্মচারীর স্বাক্ষর

৪৪ চতুশ্চত্বারিংশ অধ্যায়।

ফৌজদারী মোকদ্দমা হস্তান্তরকরণ বিষয়ক বিধি

৫২৬ ধারা। * যখন হাইকোর্টকে দেখান যায় যে

হাইকোর্টের মোকদ্দমা হস্তান্তর করিবার বিষয় এবং বিচার করিবার ক্ষমতার কথা।

(ক) অধীন কোন ফৌজদারী আদালতে ন্যায়সঙ্গত ও অপক্ষপাত তদন্ত কি বিচার পাওয়া যাইতে পারিবে না, কিম্বা

(খ) অসাধারণ কাঠিন্যযুক্ত প্রশ্ন ঘটিত প্রশ্ন উত্থিত হইবার সম্ভাবনা, কিম্বা

(গ) যে স্থানে কি যেস্থানের নিকটে অপরাধ করা যায় তন্নিকটে তদন্ত কি বিচারার্থে সেই স্থান দেখা আবশ্যক, কিম্বা

(ঘ) এই ধারামতে আজ্ঞা দিলে পক্ষদের ও সাক্ষীদের সাধারণতঃ সুবিধা হইবে,

তখন উক্ত কোর্ট নিম্নলিখিতরূপ আজ্ঞা করিতে পারিবেন,

(১) যে আদালত ১৭৭ হইতে ১৮৪ পর্য্যন্ত ধারাক্রমে কোন অপরাধের তদন্ত ও বিচার করিবার ক্ষমতাপন্ন নহেন, কিন্তু অন্যান্য প্রকারে তৎকার্য্যক্ষম, সেই আদালত কর্তৃক উক্ত অপরাধের তদন্ত কি বিচার হয় কিম্বা

(২) বিশেষ কোন ফৌজদারী মোকদ্দমা কি আপীল কি বিশেষ শ্রেণীর তদ্রূপ মোকদ্দমা কি আপীল স্বীয় কর্তৃত্বাধীন এক ফৌজদারী আদালত হইতে সমান কি অধিক ক্ষমতাপন্ন তদ্রূপ অন্য কোন ফৌজদারী আদালতে প্রেরিত হয়, কিম্বা

---

* এক জেলা হইতে অন্য জেলায় কোন মোকদ্দমা উঠাইয়া লইবার [illegible] হইলে হাইকোর্টের বিচারাধিকারের বিভাগে [illegible] [illegible] [illegible] হইবে। ২০ উঃ রিঃ ২৭ ইঃ লঃ রিঃ ১ কলি ২১৯। কোন ব্যক্তি একস্থানে [illegible] থাকে [illegible] এবং অন্য স্থানে বসিলে হাইকোর্ট ঐ মোকদ্দমা প্রথম [illegible] [illegible] উঠাইয়া দিতে পারেন। ২২ উঃ রিঃ ৬। কোন [illegible] মিথ্যা [illegible] দেওয়া হেতু কোন ব্যক্তিকে ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট পাঠান এবং ম্যাজিষ্ট্রেট প্রথম স্বীয় তদন্ত করিয়া ঐ ব্যক্তিকে ঐসেশন জজের নিকট বিচারার্থে [illegible] করেন। এরূপ স্থলে হাইকোর্ট ঐ মোকদ্দমা অন্য জেলায় উঠাইয়া দিতে সক্ষম। ইঃ লঃ রিঃ ১ বোম্বে ৩১১।

(৩) বিশেষ কোন ফৌজদারী মোকদ্দমা কি আপীল আপনার নিকটে প্রেরিত হইয়া বিচার হয়।

হাইকোর্ট প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেটের আদালত ভিন্ন অন্য আদালত হইতে আপনার সম্মুখে বিচারার্থে কোন মোকদ্দমা উঠাইয়া আনিলে, ২৬৭ ধারার নির্দ্দিষ্ট স্থল ভিন্ন যে আদালত হইতে মোকদ্দমা উঠাইয়া আনা যায় তদ্রূপে উঠাইয়া আনা না গেলে সেই আদালতে যে কার্য্যপ্রণালী অবলম্বিত হইত সেই মোকদ্দমার বিচারে সেই কার্য্যপ্রণালী অবলম্বন করিবেন।

এই ধারাতে যে ক্ষমতা প্রদত্ত হইল তদনুসারে কার্য্য হইবার প্রার্থনা প্রস্তাবনাক্রমে করা যাইবে ও প্রার্থক আডবোকেট জেনরল না হইলে আফিডেবিট কি প্রতিজ্ঞা দ্বারা তাহার পোষকতা করিতে হইবে।

অভিযুক্ত ব্যক্তি এই ধারামতে প্রার্থনা করিলে, হাইকোর্ট তাঁহার প্রতি এই নিয়মে জামিন সহিত বা জামিন বিনা নিবন্ধপত্র লিখিয়া দিবার আদেশ করিতে পারিবেন যে অপরাধ নির্ণয় হইলে সে অভিযোক্তার খরচা দিবে

এই ধারামতে প্রার্থনা হইলে রাজকীয় অভিযো-ক্তাকে নোটিস দিবার কথা

কোন অভিযুক্ত ব্যক্তি তদ্রূপ প্রার্থনা করিলে রাজকীয় অভিযোক্তার নামে ঐ প্রার্থনার নোটিস লিখিয়া যে২ হেতুতে প্রার্থনা করা গেল সেই২ হেতু পত্রের নকল ঐ নোটিসের সঙ্গে দিবে, এবং সেই নোটিস দেওয়ার ও প্রার্থনাপত্র শুনিবার সময়ের মধ্যে ন্যূনকল্পে চব্বিশ ঘণ্টা না গেলে ঐ প্রার্থনাপত্রের দোষগুণানুসারে কোন আজ্ঞা করা যাইবে না

১৯৭ ধারামতে যে কোন আজ্ঞা করা যায় এই ধারার কোন কথা ক্রমে তাহার ব্যতিক্রম হইবে না

মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুক্ত গবর্ণর জেনরল সাহেবের ফৌজদারী মোকদ্দমা ▪ আপীল হস্তান্তর করিবার ক্ষমতার কথা

৫২৭ ধারা। বিশেষ কোন ফৌজদারী মোকদ্দমা কি আপীল এক হাই-কোর্ট হইতে উঠাইয়া লইয়া অন্য হাইকোর্টে অর্পণ করিলে, কিম্বা এক হাইকোর্টের অধীন কোন ফৌজদারী আদালত হইতে উঠাইয়া লইয়া অন্য হাইকোর্টের অধীন সমান কি অধিক ক্ষমতা-বিশিষ্ট অন্য ফৌজদারী আদালতে অর্পণ করিলে ন্যায় বিচারের উদ্দেশ্য সফল হয়, কিম্বা উভয় পক্ষের কি সাক্ষীদের সুবিধা

অথে, মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুক্ত গবর্ণর জেনরল সাহেবের এমত বোধ হইলে, তিনি ইণ্ডিয়া গেজেটে আপনপত্র প্রকাশ করিয়া সেই মোকদ্দমার কি আপীলের ঐরূপ হস্তান্তর হওয়ার আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

যে আদালতে সেই মোকদ্দমা কি আপীল অর্পণ করা যায় সেই আদালতেই প্রথম উপস্থিত করা গেলে ঐ আদালত সেই মোকদ্দমা কি আপীল লইয়া যেরূপে কার্য্য করিতেন তদ্রূপে কার্য্য করিবেন।

মোকদ্দমা জিলার ও মহকুমার মাজিষ্ট্রেটের উঠাইয়া লইবার কি অর্পণ করিবার ক্ষমতার কথা।

৫২৮ ধারা। * জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেব কিম্বা মহকুমার মাজিষ্ট্রেট আপন অধীন কোন মাজিষ্ট্রেটের নিকট হইতে কোন ফৌজদারী মোকদ্দমা উঠাইয়া লইয়া অথবা তাঁহাকে যে মোকদ্দমা অর্পণ করিয়াছেন তাহা ফিরাইয়া লইয়া আপনি তাহার তদন্ত লইতে

---

* কোন ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট জেলার মাজিষ্ট্রেটের নিকট কোন মোকদ্দমা উঠাইয়া দেওয়ার হুকুম প্রদান করিয়া তাহা তৎপর রহিত পূর্ব্বক ঐ মোকদ্দমা স্বীয় সেরেস্তায় বিচার জন্য লইতে পারেন না। ১২ উঃ রিঃ ১৮ জেলার মাজিষ্ট্রেট কোন মোকদ্দমা ডেপুটী মাজিষ্ট্রেটের নিকট বিচারার্থে প্রেরণ করিয়া ঐ হুকুম বলবৎ থাকা সময় পর্য্যন্ত তৎসম্বন্ধে কোন হুকুম দিতে পারেন না কিন্তু তাঁহার ইচ্ছা হইলে ঐ মোকদ্দমা পুনরায় আপন সেরেস্তায় উঠাইয়া আনিতে পারেন। ১২ উঃ ৫৩ ১৬ উঃ রিঃ ৪০ কোন ফৌজদারী মোকদ্দমা জেলার মাজিষ্ট্রেটের নিকট কোন মোকদ্দমা উপস্থিত করিলে তিনি তাহা বিচারার্থে অধীন মাজিষ্ট্রেটের নিকট সোপর্দ্দ করিতে পারেন। ১৪ উঃ রিঃ ১ ঐরূপ সোপর্দ্দের পূর্ব্বে বাদীর পরীক্ষা করা অনাবশ্যক। ১৮ উঃ রিঃ ১৮ কোন অধীন মাজিষ্ট্রেট বাদীর সাক্ষী জোবানবন্দি গ্রহণ করিবার পর যদি তাহা জেলার মাজিষ্ট্রেট উঠাইয়া আনেন তবে তিনি তাহার কারণ উল্লেখ করিবেন। ১৪ উঃ রিঃ ১২ জেলার মাজিষ্ট্রেট কোন মোকদ্দমা রুজু করিয়া এবং অভিযুক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে ওয়ারেণ্ট জারি করিয়া যদি তিনি স্বয়ং অভিযোগের কার্য্য চালাইতে ইচ্ছা করেন তবে ঐ মোকদ্দমা অন্য মাজিষ্ট্রেটের সমীপে উঠাইয়া দিবেন। ১৩ উঃ রিঃ ১ কোন মাজিষ্ট্রেট স্বয়ং ফরিয়াদীস্বরূপ কোন মোকদ্দমা উত্থাপন করিয়া মাজিষ্ট্রেট স্বরূপ তাহা আপন সেরেস্তায় বিচার জন্য উঠাইয়া আনিতে পারেন না। ১৩ উঃ রিঃ ২১ জেলার মাজিষ্ট্রেট মোকদ্দমার সকল অবস্থাতেই তাহা উঠাইয়া আনিতে পারেন ২৪ উঃ রিঃ ৪ এই ধারামতে কোন মোকদ্দমা কোন মাজিষ্ট্রেটের নিকট উঠাইয়া দিলে তিনি তাহাতে সমস্ত কার্য্য নূতন আরম্ভ করিবেন। ২১ উঃ রিঃ ৫৩ জেলার মাজিষ্ট্রেট কোন মোকদ্দমা এক অধীন মাজিষ্ট্রেটের নিকট হইতে অন্য মাজিষ্ট্রেটের নিকট

কি বিচার করিতে পারিবেন কিম্বা তদন্ত লইয়া বিচার করিবার উপযুক্ত ক্ষমতাপন্ন আপনার অধীন অন্য কোন মাজিষ্ট্রেটের প্রতি তদন্ত লইয়া বিচার করিবার নিমিত্ত ঐ মোকদ্দমা অর্পণ করিতে পারিবেন

জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেব তাহার অধীন মাজিষ্ট্রেটদের নিকট হইতে যে কোন প্রকারের মোকদ্দমা উঠাইয়া লওয়া বিহিত বোধ করেন তাহা উঠাইয়া লন কিম্বা বিশেষ প্রকারের সকল মোকদ্দমা উঠাইয়া লন স্থানীয় গবর্ণমেন্ট তাঁহার প্রতি এই ক্ষমতা প্রদান করিতে পারেবেন।

জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেবকে বিশেষ প্রকারের সকল মোকদ্দমা উঠাইয়া লইবার ক্ষমতা দিতে পারিবার কথা

---

৪৫ পঞ্চচত্বারিংশ অধ্যায়।

অনিয়মিত আনুষ্ঠানিক কার্য্য বিষয়ক বিধি।

অনিয়মিত ক্রিয়াহেতুক আনুষ্ঠানিক কার্য্য ব্যর্থ না হইলে তাহার কথা।

৫২৯ ধারা। কোন মাজিষ্ট্রেট আইনমতে নিম্নলিখিত কোন কার্য্য করিবার, অর্থাৎ,

(ক) ৯৮ ধারামতে তল্লাশী পরওয়ানা দিবার,

(খ) ১৫৫ ধারামতে পোলীসকে অপরাধের অনুসন্ধান লইবার আজ্ঞা করিবার,

(গ) ১৭৬ ধারামতে মৃত্যুর কারণানুসন্ধান করিবার,

(ঘ) কোন ব্যক্তি তাঁহার বিচারাধীন স্থানের বহির্ভূত স্থানে অপরাধ করিলে ১৮৬ ধারামতে নিজ বিচারাধীন স্থানে তাহাকে ধরিবার পরওয়ানা দিবার,

(ঙ) ১৯১ ধারার (ক) কিম্বা (খ) প্রকরণমতে কোন অপরাধ গ্রাহ্য করিবার,

(চ) ১৯২ ধারামতে কোন মোকদ্দমা হস্তান্তর করিবার,

(ছ) ৩৩৭ বা ৩৩৮ ধারামতে ক্ষমার প্রস্তাব করিবার,

সোপর্দ করিবার ইচ্ছা করিলে তদ্বিরুদ্ধে কারণ দর্শাইবার জন্য অপর পক্ষকে নোটিস দিতে তিনি বাধ্য। ইং লঃ রিঃ ৮ কলি ৩৯৩।

(ঝ) ৫২৪ বা ৫২৫ ধারামতে সম্পত্তি বিক্রয় করিবার,

(ঞ) ৫২৮ ধারামতে মোকদ্দমা উঠাইয়া লইয়া আপনি বিচার করিবার ক্ষমতাপন্ন না হইয়া যদি ভ্রান্তিক্রমে সরল মনে ঐ কার্য্য করেন, তবে ক্ষমতা ছিল না বলিয়া তাঁহার অনুষ্ঠিত কার্য্য অন্যথা করা যাইবে না।

অনিয়মিত যে যে অনুষ্ঠানে কার্য্য অসিদ্ধ হয় তাহার কথা।

৫৩০ ধারা। কোন মাজিষ্ট্রেট আইনমতে নিম্নলিখিত কার্য্য করিতে ক্ষমতাপন্ন না হইয়াও যদি সেই২ কার্য্য করেন অর্থাৎ,

(ক) যদি ৮৮ ধারামতে সম্পত্তি ক্রোক ও বিক্রয় করেন,

(খ) যদি ডাকঘরে পত্রের কিম্বা টেলিগ্রাফ বিভাগে তাড়িতবার্ত্তার তলাশী পরওয়ানা দেন,

(গ) যদি শান্তিরক্ষার জামিন দিবার আজ্ঞা করেন,

(ঘ) যদি সদাচরণের জামিন দিবার আজ্ঞা করেন,

(ঙ) কোন ব্যক্তি আইনমতে সদাচরণ করিতে নিবদ্ধ হইলে যদি তাহাকে মুক্ত করেন,

(চ) যদি শান্তিরক্ষার মুচলকা খণ্ডিত করেন,

(ছ) স্থানবিশেষে অনিষ্ট কার্য্য সম্বন্ধে যদি ১৩৩ ধারামতে আজ্ঞা করেন,

(জ) সাধারণের অনিষ্টকর কর্ম্ম চলনার্থে বা পুনশ্চ না হওনার্থে যদি ১৪৩ ধারামতে নিষেধের আজ্ঞা করেন,

(ঝ) যদি ১৪৪ ধারামতে আজ্ঞা প্রচার করেন,

(ঞ) ১২ অধ্যায়মতে যদি আজ্ঞা করেন,

(ট) ১৯১ ধারার (গ) প্রকরণমতে যদি অপরাধ গ্রাহ্য করেন

(ঠ) অন্য মাজিষ্ট্রেটের লিখিত কথার অনুসারে যদি ৩৪৯ ধারামতে দণ্ডের আজ্ঞা করেন,

(ড) ৪৩৫ ধারামতে যদি কাগজপত্র আনান,

(ঢ) যদি ভরণপোষণের আজ্ঞা করেন,

(ণ) যদি ৫১৪ ধারামতে প্রদত্ত আজ্ঞা ৫১৫ ধারামতে সংশোধন করেন,

(ত) যদি অপরাধীর বিচার করেন

(থ) যদি সরাসরীমতে অপরাধীর বিচার করেন, কিম্বা

(৫) যদি আপীলী মোকদ্দমার নিষ্পত্তি করেন, তবে তাঁহার আনুষ্ঠানিক কার্য্য অসিদ্ধ হইবে।

৫৩১ ধারা * তদন্ত কি বিচার কি অন্য আনুষ্ঠানিক কার্য্য অনুপযুক্ত সেশন খণ্ডে কি জিলায় কি মহকুমায় কি অন্য স্থানে হইয়াছে বলিয়া কেবল সেই কারণে কোন ফৌজদারী আদালতের নির্ণয় কি দণ্ডাজ্ঞা কি অন্য আজ্ঞা অসিদ্ধ হইবে না; কিন্তু সেই ভ্রম হেতুক সুবিচারের ব্যাঘাত হইয়াছে ইহা দৃষ্ট হইলে নূতন বিচার হইবার আজ্ঞা হইতে পারিবে।

অনুপযুক্ত স্থানে আনুষ্ঠানিক কার্য্য হইবার কথা

৫৩২। † কোন মাজিষ্ট্রেট কি অন্য কর্ত্তৃপক্ষ আইনমতে নিয়মিতরূপে প্রদত্ত ক্ষমতানুসারে কার্য্য করিতেছেন বিবেচনায় তদ্রূপ ক্ষমতাপন্ন না হইয়া যদি সেশন আদালতের বা হাইকোর্টের বিচারার্থে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে সমর্পণ করেন তবে যে আদালতের প্রতি সমর্পণ করা যায় সেই আদালত আনুষ্ঠানিক কার্য্যের কাগজপত্র পাঠ করিয়া, অভিযুক্ত ব্যক্তির হানি হয় নাই বিবেচনা করিলে, এবং তদন্ত লওনের সময়ে ও সমর্পণের আজ্ঞা হওনের পূর্ব্বে অভিযুক্ত ব্যক্তির কিম্বা অভিযোক্তার

অনিয়মিতরূপে ব্যক্তিকে সমর্পণ করা গেলে তাহা যে স্থলে সিদ্ধ করা যাইতে পারে তাহার কথা

* বোম্বাই হইতে কলিকাতা রেলে আসিবার কালীন পথি মধ্যে এলাহাবাদ হাইকোর্টের এলাকাধীন কোন স্থানে কোন অপরাধ করা হইয়া থাকিলে তাহা হাওড়ার মাজিষ্ট্রেট বিচার করিতে পারেন না। কোন হাইকোর্টের অধীন কোন জেলায় কোন অপরাধের কার্য্য হইলে এবং তন্নিকটবর্ত্তী জেলায় তাহার বিচার হইয়া থাকিলে যদি অভিযুক্ত ব্যক্তির কোন ক্ষতি না হয় তবে ঐ কারণে ঐ বিচার অসিদ্ধ হইবে না কিন্তু এক হাইকোর্টের এলাকাধীন কোন অপরাধ ঘটন হইলে অন্য হাইকোর্টের অধীন কোন স্থানে তাহার বিচার হইতে পারিবে না। ২১ উঃ রিঃ ১। কোন পক্ষ প্রথম আদালতে এলাকা সম্বন্ধে আপত্তি না করিলে এবং ঐ আদালতে বিচার হওয়ায় তাহার গুরুতর ক্ষতি হইয়াছে এরূপ দর্শাইতে না পারিলে ঐ বিচার অসিদ্ধ হইবে না। ২১ উঃ রিঃ ৮৮

† নালিশ ব্যতীত কোন অভিযোগ হেতু বিচারাধিকারী কোন মাজিষ্ট্রেট কোন ব্যক্তিকে সেশনে অর্পণ করিলে সেশন জজ ঐ অর্পণ আজ্ঞা রহিত করিতে পারেন না। [illegible] উঃ রিঃ ৭৪। এক মোকদ্দমায় যে প্রমাণ গ্রহণ হইয়াছে তৎপ্রতি নির্ভর করিয়া অন্য মোকদ্দমায় অভিযুক্ত ব্যক্তিকে সমর্পণ করা যাইতে পারে না। ২২ উঃ রিঃ ১৪। অর্পণ করিবার ক্ষমতাহীন মাজিষ্ট্রেট অর্পণ করিলে তাহা অসিদ্ধ হইবে। ১১ কঃ লঃ রিঃ ৫৫।

পক্ষ হইতে সমর্পণকারী মাজিষ্ট্রেটের কি অন্য কর্তৃপক্ষের বিচারাধিপত্য বিষয়ে আপত্তি না থাকিলে ঐ আদালত সেই সমর্পণ কার্য্য গ্রাহ্য করিতে পারিবেন।

কিন্তু অভিযুক্ত ব্যক্তির হানি হইয়াছে উক্ত আদালতের যদি এইরূপ বিবেচনা হয় কিম্বা ঐরূপ আপত্তি হইয়া থাকে, তবে উক্ত আদালত সেই সমর্পণ কার্য্য অসিদ্ধ করিয়া উপযুক্ত মাজিষ্ট্রেটের দ্বারা নূতন তদন্ত লইবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন

৫৩৩ ধারা। * ১৬৪ বা ৩৬৪ ধারামতে লিপিবদ্ধ করা অভিযুক্ত ব্যক্তির স্বীকার বাক্য বা অন্য উক্তি যে আদালতের সম্মুখে প্রমাণস্বরূপ উপস্থিত করা হয়, সেই আদালত যদি দেখেন যে ঐ উক্তি লিপিবদ্ধকারী মাজিষ্ট্রেট ঐ ধারার বিধান সম্পূর্ণরূপে পালন করেন নাই, তবে প্রতিবাদী নিঃসন্দেহরূপে ঐ লিপিবদ্ধ কথা যে কহিয়াছিল, ইহার প্রমাণ লইবেন, এবং ভারতবর্ষীয় সাক্ষ্য বিষয়ক আইনের ৯১ ধারায় প্রকারান্তরের কথা থাকিলেও, যদি সেই ভ্রমধারা মোকদ্দমার গুণাগুণ সম্বন্ধে প্রতিবাদ কালে অভিযুক্ত ব্যক্তির হানি না হইয়া থাকে তবে ঐ উক্তি গ্রাহ্য হইবে

১৬৪ বা ৩৬৪ ধারার বিধান না পালন করিবার কথ

৫৩৪ ধারা। যে মোকদ্দমার প্রতি ৪৫৪ ধারার দ্বিতীয় প্রকরণ বর্ত্তে সেই মোকদ্দমায় কোন ব্যক্তিকে, "তুমি ইউরোপীয় ব্রিটিষ প্রজা কি না" এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিবার ত্রুটি হইলে, তাহাতে আনুষ্ঠানিক কার্য্যের সিদ্ধতা সম্বন্ধে কোন বিঘ্ন হইবে না।

৪৫৪ ধারার ২ প্রকরণের বিধিপ্রশ্ন জিজ্ঞাসা করাতে ত্রুটি হইবার কথা।

৫৩৫ ধারা। † অভিযোগপত্র প্রস্তুত না করা গেলেও ন্যায় বিচারের কোন ব্যাঘাত হয় নাই আপীল শুনিবার কি মোকদ্দমা পুনঃ দৃষ্টি করিবার আদালতের এমত জ্ঞান হইলে সেই অভিযোগপত্র প্রস্তুত না হওয়াতে নির্ণয় কি দণ্ডাজ্ঞা অসিদ্ধ হইবে না।

অভিযোগপত্র প্রস্তুত না হইবার ফলের কথ

* ১৬৪ এবং ৩৬৪ ধারার নিচের নথি দেখ

† অভিযুক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে যে মোকদ্দমা উত্থাপন করা হয় তাহা প্রতিবাদ করিবার জন্য তাহাকে যথোচিত সুযোগ দেওয়া হইয়া থাকিলে ঐ মোকদ্দমায় অভিযোগপত্র প্রস্তুত না হওয়া হেতু হাইকোর্ট তাহাতে হস্তক্ষেপণ করিবেন না। ১৫ উঃ রিঃ ৩

অভিযোগপত্র প্রস্তুত না হওয়াতে ন্যায় বিচারের ব্যাঘাত হইয়াছে আপীল শুনিবার কি মোকদ্দমা পুনঃদৃষ্টি করিবার আদালতের এমত বোধ হইলে অভিযোগপত্র প্রস্তুত করিবার ও মোকদ্দমার বিচারকালীন যে সময়ে অভিযোগপত্র প্রস্তুত করা উচিত ছিল তদবধি বিচারকার্য্যের পুনরারম্ভ হইবার আজ্ঞা দিতে পারিবেন

৫৩৬ ধারা আসেসরদের সহকারিতায় যে অপরাধ বিচার্য্য হয় জুরির দ্বারা তাহার বিচার হইলে কেবল তৎপ্রযুক্ত সেই বিচার অসিদ্ধ হইবে না

আসেসরদের বিচার্য মোকদ্দমা জুরির দ্বারা বিচার হইবার কথা

জুরির বিচার্য্য মোকদ্দমা আসেসরদের দ্বারা বিচার হইবার কথা

জুরির দ্বারা বিচার্য্য অপরাধের বিচার আসেসরদের সহকারিতায় করা গেলে যদি আদালতের নির্ণয়পত্র লিপিবদ্ধ হইবার পূর্ব্বে আপত্তি না করা যায় তবে কেবল আসেসরদের সহকারিতায় হওয়া প্রযুক্ত বিচার অসিদ্ধ হইবে না।

৫৩৭ ধারা পূর্ব্বে প্রদত্ত বিধান স্থল ভিন্ন

অভিযোগ পত্রে কিম্বা আনুষ্ঠানিক কার্য্যে ভ্রম কি প্রমাদ প্রযুক্ত নিষ্পত্তি কি দণ্ডাজ্ঞা অন্যথা হইবার কথা

নালিশে কি সমনে কি ওয়ারেন্টে কি অভিযোগপত্রে কি নিষ্পত্তিপত্রে কিম্বা বিচার করণসময়ের বা তৎপূর্ব্বের অন্য আনুষ্ঠানিক কার্য্যে কিম্বা এই আইনমত কোন তদন্তে বা অন্য আনুষ্ঠানিক কার্য্যে কোন ভ্রম কি ত্রুটি কি অনিয়ম হইলে,

অভিযুক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে অনধিকার প্রবেশের অপরাধ সাব্যস্তে অভিযোগপত্র প্রস্তুত হয় এবং তাহাতে অপমান ঘটাইবার অভিপ্রায় উল্লেখ থাকে এমতাবস্থায় ঐ অপমান ঘটাইবার প্রমাণ না থাকা হেতু তাহাকে দণ্ড প্রদান করা কর্ত্তব্য নহে উঃ নিঃ ২৮ অপরাধ স্বীকার করিবার উদ্যোগের মোকদ্দমায় অভিযোগপত্র লিপিবদ্ধ না হইলে সেই কারণে অভিযুক্ত ব্যক্তির প্রতি দণ্ডাজ্ঞা রহিত হইবে না ২০ উঃ নিঃ ৫১। দণ্ডবিধির ৩২৩ ধারানুসারে কোন ব্যক্তি দণ্ডপ্রাপ্ত হয় এবং আপীল আদালত ঐ অপরাধের সহায়তা সাব্যস্ত করিয়া দণ্ডের পরিমাণ বহাল রাখেন এরূপ নূতন অভিযোগ হেতু অভিযুক্ত ব্যক্তির কোন ক্ষতি না হওয়ায় হাইকোর্ট ঐ হুকুম রহিত হওয়ার কোন কারণ না ১৮ উঃ নিঃ ৮

কোন ভ্রম হেতু ন্যায়বিচারের বাধা না হইলে কোন নিষ্পত্তি রহিত হইবে না। ১৯ উঃ নিঃ ২৮ জুরিদিগকে অন্যায় উপদেশ দেওয়া হেতু অভিযুক্ত ব্যক্তির ক্ষতি হইলে

কিম্বা ১৯৫ ধারার আদেশমত কোন অনুমতির অভাব হইলে,

কিম্বা ৩২৪ ধারা অনুসারে জুরির বা আসেসরদের কোন ফর্দ্দ সংশোধন করিতে ত্রুটি হইলে

এবং ন্যায়বিচারের বাধা হইলে আপীল নিষ্পত্তি [illegible] ১১ উঃ রিঃ ১। কোন বিচার [illegible] কার্য্যে কোন ভ্রম হেতু [illegible] হইলে হাইকোর্ট তৎপ্রতি হস্তক্ষেপণ করিতে পারেন ঐঃ ঐঃ রিঃ ২ যদি ১১০ [illegible] কোন বিচার [illegible] কার্য্যে বৃত্তান্ত কি আইন ঘটিত ভ্রম থাকিলেই যে তৎপ্রতি হাইকোর্ট হস্তক্ষেপণ করিবেন এরূপ নহে ইঃ লঃ রিঃ ১ [illegible] ১০১ ২৪ উঃ রিঃ ২০ [illegible] জুরিদিগকে উহা না করায় অভিযুক্ত ব্যক্তির [illegible] বিচার [illegible] কার্য্যে গুরুতর ভ্রম বলিয়া গণ্য হইবে ২৪ উঃ রিঃ ২১। [illegible] কোন [illegible] বর্ণনা করিতে [illegible] ভ্রম হওয়া হেতু যদি অভিযুক্ত ব্যক্তির কোন ক্ষতি না হয় তবে তৎপ্রতি দণ্ডাজ্ঞা রহিত হইবে না ২৫ উঃ রিঃ ৩ জুরিদের বৃত্তান্ত ঘটিত উপদেশ প্রদান করিতে জজের ভ্রম হইলে অভিযুক্ত ব্যক্তির পুনর্বিচার হইবে ৭ উঃ রিঃ ৮০ [illegible] উঃ রিঃ ২ এবং মাজিষ্ট্রেট প্রমাণ গ্রহণ করেন এবং তৎপ্রতি দৃষ্টি [illegible] মাজিষ্ট্রেট অভিযুক্ত ব্যক্তির প্রতি দণ্ডাজ্ঞা করেন [illegible] ঐ প্রমাণ [illegible] অন্য মাজিষ্ট্রেটকে আদেশ করেন [illegible] মাজিষ্ট্রেট [illegible] গ্রহণ করেন [illegible] তিনি নিজের কোন [illegible] প্রকাশ না করিয়া [illegible] জজের নিকট পাঠান [illegible] প্রমাণ দৃষ্টে [illegible] দণ্ডাজ্ঞা বহাল করেন তৎপর হাইকোর্ট [illegible] আইনবিরুদ্ধ বিবেচনা করিয়া অভিযুক্ত ব্যক্তির পুনর্বিচার [illegible] আদেশ করেন ৮ উঃ রিঃ ৪৭ [illegible] মাজিষ্ট্রেট অধীন মাজিষ্ট্রেটের নিকট হইতে যে মোকদ্দমা [illegible] উঠাইয়া [illegible] তৎপর হইতে সেই মোকদ্দমার কার্য্য করিবেন ১১ উঃ রিঃ ৩৮ [illegible] ১৬৮ ধারা [illegible] জুরি নিযুক্ত করিতে ভুল হইলে তাহা গুরুতর ভ্রম [illegible] ২১ উঃ রিঃ ৪৩ অভিযুক্ত ব্যক্তির জবাব ও তাহার প্রমাণ [illegible] অভিযোগের কোন [illegible] হইলে তাহা গুরুতর ভ্রম [illegible] ১১ উঃ রিঃ ১ [illegible] ধারার মোকদ্দমায় নোটিস দিতে কোন ভুল হইলে তাহা গুরুতর ভ্রম গণ্য হইবে না ১৮ উঃ রিঃ ২৫ ওয়ারেন্টের মোকদ্দমা [illegible] তাহা গুরুতর ভ্রম গণ্য হইবে না ১ উঃ রিঃ ১০। [illegible] না থাকিলে তাহা গুরুতর ভ্রম বলিয়া গণ্য হইবে ১৫ উঃ রিঃ ৪৫। অভিযুক্ত ব্যক্তির জবাব সম্বন্ধে প্রমাণ গ্রহণ [illegible] সাক্ষীর অবস্থিতি হইলেও তদ্বিরুদ্ধে [illegible] করিতে যে কোন সুযোগ না পাইলে তাহা গুরুতর ভ্রম গণ্য হইবে ১৩ উঃ রিঃ ১৫ [illegible] অনিয়ম হেতু অভিযুক্ত ব্যক্তির ক্ষতি না হইলে উহা গুরুতর ভ্রম গণ্য হইবে না ১৯ উঃ রিঃ ৩১ দণ্ডবিধির অন্তর্গত অপরাধযুক্ত বিবাহ [illegible] অভিযোগ হেতু পোষ্টাপীস আইনানুসারে

কিম্বা জুরির প্রতি উপদেশ বাক্যের মধ্যে কোন অন্যায় কথা থাকিলে, যদি সেই ভ্রম কি ত্রুটি কি অনিয়ম কি অভাব কি অন্যায় কথা দ্বারা ন্যায়বিচারের ত্রুটি না হইয়া থাকে তবে ৩৭ অধ্যায়মতে কার্য্য হইলে কিম্বা সেই মোকদ্দমার উপর আপীল হইলে কিম্বা তাহা পুনঃ দৃষ্টি করণার্থে উপস্থিত হইলে ঐ ভ্রম প্রভৃতি হেতুক উপযুক্ত ক্ষমতাপন্ন আদালতের নির্ণয় কি দণ্ডাজ্ঞা কি আজ্ঞা অন্যথা কি পরিবর্ত্তন করা যাইবে না।

আনুষ্ঠানিক কার্য্যে রীতির দোষ থাকাতে ক্রোক বেআইনী না হইবার ও ক্রোককারী ব্যক্তি অনধিকার প্রবেশকারী বলিয়া জ্ঞান না হইবার কথা

৫৩৮ ধারা এই আইনের বলে যে ক্রোক করা যায়, সমনে কি অপরাধ নির্দেশপত্রে কি ক্রোকী পরওয়ানায় কি তৎসম্পর্কীয় অন্য কার্য্যে রীতিগত কোন দোষ কি অভাব প্রযুক্ত, তাহা বেআইনী বলিয়া জ্ঞান হইবে না, ও যে ব্যক্তি ক্রোক করে তাহাকে অনধিকার প্রবেশকারী বলিয়া জ্ঞান হইবে না

৪৬ ষট্‌চত্বারিংশ অধ্যায়।

বিবিধবিধি

যেই কোর্টের ও যেই ব্যক্তিদের সম্মুখে আফিডেবিট করা যাইতে পারে তাঁহাদের কথা

৫৩৯ ধারা কোন হাইকোর্টের, কিম্বা ঐ কোর্টের কোন কার্য্যকারকের সম্মুখে যে আফিডেবিটের ও প্রতিজ্ঞাপত্রের ব্যবহার করিতে হইবে, সেই আফিডেবিট ও প্রতিজ্ঞাপত্র সেই কোর্টের কিম্বা ক্লার্ক অফ দি ক্রৌনের, কিম্বা তৎকার্য্যার্থে নিযুক্ত কোন

কোন ব্যক্তি দণ্ডপ্রাপ্ত হইলে যাহার তজ্জন্য তাহার কোন ক্ষতি না হওয়া সাব্যস্ত হইলে ঐ কারণে ঐ বিচার অসিদ্ধ হইবে না। ১১ উঃ রিঃ ৫০ কোন হাজাম মোকদ্দমায় কোন ব্যক্তির দণ্ড হওয়ার পর যদি ঐ মোকদ্দমায় অন্য ব্যক্তি চালান হয় তবে তাহার প্রার্থনানুসারে তৎসমক্ষে পূর্ব্বগৃহীত সাক্ষিগণের জবানবন্দি পাঠ করিয়া শুনাইয়া মোকদ্দমা নিষ্পত্তি করা অন্যায় ১৩ উঃ রিঃ ৪০ কোন রহিত হওয় আইনের কোন ধারানুসারে কোন ব্যক্তি দণ্ডপ্রাপ্ত হইলে এবং তাহা তৎপরিবর্ত্তে যে আইন হয় তাহাতে সন্নিবেশিত থাকিলে এবং তাহাতে অভিযুক্ত ব্যক্তির কোন ক্ষতি না হওয়া সিদ্ধান্ত হইলে ঐ বিচার রহিতযোগ্য হইবে না। ১৬ উঃ রিঃ ১১ ১৪ উঃ রিঃ ৪৯ যাহা প্রমাণ স্বরূপ ব্যবহার হইতে পারে না তাহা প্রমাণ স্বরূপ ব্যবহার করিলে গুরুতর ভ্রম বলিয়া গণ্য হইবে না। ৭ উঃ রিঃ ৭ অভিযুক্ত ব্যক্তির অনুপস্থিতিতে তৎপ্রতি দণ্ডাজ্ঞা করিলে তাহা গুরুতর ভ্রম বলিয়া গণ্য হইবে। ৮ উঃ রিঃ ১৭। বাদীপক্ষের সকল সাক্ষীর জবানবন্দি সেশন আদালতে না হওয় কিম্বা প্রমাণ আলোচনা করিতে কোন ভ্রম হওয়া বলিয়া হাইকোর্ট ঐ নিষ্পত্তি রহিত করিবেন না। ইং মঃ রিঃ মাদ্রাজ ৩৮

কমিশ্যনরের কি অন্য ব্যক্তির সম্মুখে কিম্বা ব্রিটিস ভারতবর্ষের কোন রিকার্ডর কোর্টে আফিডেবিট গ্রহণের কোন ক্ষমতাপন্ন কি কমিশ্যনর সাহেবের সম্মুখে কিম্বা ইংলণ্ডের কি ঐরলণ্ডের চান্সরি কোর্টে শপথ করাইবার কোন কমিশনরের সম্মুখে কিম্বা স্কটলণ্ড দেশে যে কোন মাজিষ্ট্রেট আফিডেবিট কি প্রতিজ্ঞা করাইতে ক্ষমতাপন্ন হন তাঁহার সম্মুখে শপথ বা প্রতিজ্ঞাপূর্ব্বক করা যাইতে পারিবে।

তদন্ত প্রভৃতির সময়ে আদালতে উপস্থিত ব্যক্তির পরীক্ষা হইবার কথা

৫৪০ ধারা। * এই আইনমত তদন্ত কি বিচার কি অন্য আনুষ্ঠানিক কার্য্য করিবার কোন সময়ে যে কোন আদালত কোন ব্যক্তিকে সাক্ষীস্বরূপ সমন করিতে পারিবেন ও সমন না হইলেও যে ব্যক্তি আদালতে সাক্ষীস্বরূপ তাহারও সাক্ষ্য লইতে পারিবেন, এবং যাহার পরীক্ষা পূর্ব্বে লওয়া গিয়াছে, এমন কোন ব্যক্তিকে আবার ডাকাইয়া পুনর্ব্বার তাহার পরীক্ষা লইতে পারিবেন। এবং আইনমতে মোকদ্দমার নিষ্পত্তি হইবার নিমিত্তে তদ্রূপ কোন ব্যক্তির সাক্ষ্য অত্যাবশ্যক বোধ হইলে ঐ আদালত তাহাকে ডাকাইয়া তাহার পরীক্ষা লইবেন কিম্বা তাহাকে আবার ডাকাইয়া তাহার পুনঃপরীক্ষা লইবেন।

কারাগারের স্থান নির্দ্দেশ করিবার অনুমতির কথা

৫৪১ ধারা। প্রচলিত আইনে প্রকারান্তরের বিধান না থাকিলে, এই আইনমতে যে ব্যক্তির কারাদণ্ড বা হেফাজতে সমর্পণ হইতে পারে তাহাকে যে স্থানে অবরুদ্ধ করিয়া রাখিতে হইবে, গবর্ণমেণ্ট তাহার আদেশ করিতে পারিবেন।

কারাবদ্ধ ব্যক্তির পরীক্ষার জন্যে তাহাকে আনাইতে আজ্ঞা করিতে প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতার কথা।

৫৪২ ধারা। বন্দীদের সাক্ষ্য এবং নিয়মক ১৮৬৯ সালের আইনে প্রকারান্তরের বিধান থাকিলেও কোন প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে উপস্থিত কোন মোকদ্দমায় তিনি সাক্ষী কিম্বা অভিযুক্ত ব্যক্তি বলিয়া আপন এলাকার সীমার অন্তর্গত জেলখানায় বদ্ধ কোন

* আদালত নিজ হইতে কোন সাক্ষীর পরীক্ষা করিতে চাহেন এবং ফরিয়াদী অভিযুক্ত ব্যক্তি তৎপ্রতি জেরা করিতে পারেন। হঃ ৬ঃ ।১২ ৫ কাঃ ১৪

এই সম্বন্ধে প্রমাণ সম্বন্ধীয় আইনের ১৬৫ ধারা দেখ।

ব্যক্তির সাক্ষ্য লইতে চাহিলে ঐ জেলের অধ্যক্ষের নামে আজ্ঞাপত্র লিখিয়া ঐ পত্রের লিখিত সময়ে সাক্ষ্য দিবার জন্য ঐ ব্যক্তিকে উপযুক্ত প্রহরীর জিম্মায় আপনার নিকট আনাইতে আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

জেলের অধ্যক্ষ সেই আজ্ঞা পাইলে তদনুসারে কার্য্য করিবেন ও পূর্ব্বোক্ত কার্য্যের নিমিত্ত ঐ বন্দী যতক্ষণ জেলখানায় ফিরিয়া না আইসে ততক্ষণ তাহার নিকটে রক্ষা করিবার বিধান করিবেন

দোভাষীর যথার্থ অর্থ করিতে হইবার কথা।

৫৪৩ ধারা। কোন ফৌজদারী আদালতে কোন প্রমাণের কি উক্তির অর্থ করিবার জন্যে দোভাষীর প্রয়োজন হইলে ঐ দোভাষী সেই প্রমাণের কি উক্তির যথার্থ অর্থ করিতে আবদ্ধ হইবেন

বাদীদের ও সাক্ষীদের খরচের কথা।

৫৪৪ ধারা। * যে বাদীরা কি সাক্ষীরা এই আইন অনুসারে কোন তদন্ত কি বিচার কি অন্য আনুষ্ঠানিক কার্য্যের নিমিত্ত উপস্থিত হন, কোন ফৌজদারী আদা-

---

* সাক্ষী তাহার খোরাকির খরচ জন্য দেওয়ানী আদালতে নালিশ করিতে অক্ষম। ৫ উঃ নিঃ ছোট আদালত বিভাগের এস্তেমেজাজের ৬ পৃষ্ঠ

১৮৭৭ সনের ১২ই এপ্রিল তারিখের বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্টের ২৪ নং সরকুলার দ্বারা ফৌজদারী আদালত সমূহে যে সকল ফরিয়াদী ও সাক্ষী উপস্থিত হয়, গবর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতে তাহাদের খরচ দেওয়া সম্বন্ধে নিম্নলিখিত নিয়মাবলী প্রচারিত হইয়াছে

১ সম্প্রতি অতিরিক্ত শ্রীযুক্ত গবর্ণর জেনারেল বাহাদুরের সম্মতিযুক্তে বঙ্গদেশের শ্রীযুক্ত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর বাহাদুর ফৌজদারী আদালত সমূহে যে সকল লোক উপস্থিত হয় তাহার ফরিয়াদী ও সাক্ষিদের খরচা দেওয়া সম্বন্ধে, ফৌজদারী কার্য্যবিধি, ১৮৭২ সনের ১০ আইনের ৫২১ ধারা অনুসারে নিম্নলিখিত সংশোধিত নিয়মাবলী করিয়াছেন

২ প্রথমতঃ যে সমস্ত স্থলে গবর্ণমেণ্ট অথবা কোন জজ কি মাজিষ্ট্রেট, অথবা অন্য কোন রাজকীয় কার্য্যকারকের দ্বারা কি আদেশ অথবা অনুমতি অনুসারে কোন মোকদ্দমা রুজু কি চালান হয়; অথবা যে কার্য্যকারকের মতে মোকদ্দমা হয় তাহার মতে ঐ মোকদ্দমা দ্বারা সাধারণ রাজকার্য্যপরিচালনের উপকার সম্ভাবনা বিবেচনা হইলে; দ্বিতীয়তঃ ফৌজদারী কার্য্যবিধি আইনের সংলগ্ন তপসিলের পঞ্চম থাকে যে যে অপরাধে জামিন লওয়া যাইবে না বলিয়া লিখিত আছে সেই সেই অপরাধ সম্বন্ধীয় সকল মোকদ্দমায়; ও তৃতীয়তঃ যে সমস্ত স্থলে মাজিষ্ট্রেট নিজ ইচ্ছা অনুসারে কার্য্যবিধির ৩৫১ ধারা মতে সাক্ষিগণকে উপস্থিত হইতে বাধ্য করেন; সেই সমস্ত স্থলে ফরিয়াদী ও সাক্ষিগণকে নীচের লিখিত হার অনুসারে খরচ দেওয়ার জন্য ফৌজদারী আদালত সমূহকে ক্ষমতা দেওয়া যাইতেছে

লত গবর্ণমেন্টের পক্ষে তাঁহাদের উপযুক্ত খরচ দিবার আজ্ঞা দিতে পারিবেন। কিন্তু স্থানীয় গবর্ণমেন্ট মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুক্ত গবর্ণর জেন-

৩। যে সকল মোকদ্দমা [illegible] সাধারণ [illegible] বিচারের বৃদ্ধি হওয়া বিষয়ে [illegible] যে সকল সাক্ষিদিগকে সমন করা হয় তাহাদিগকে [illegible] দেওয়া হইবে না।

[illegible] সাধারণতঃ ফরিয়াদী ও সাক্ষিগণকে [illegible] নিম্নলিখিত হার অনুসারে খোরাকী দেওয়া হইবে —

(ক) সাধারণ শ্রমোপজীবী ব্যক্তি [illegible] আনা

(খ) দেশীয় [illegible] চারি আনা

(গ) ইউরোপীয়গণ ও দেশীয় উচ্চশ্রেণীর ব্যক্তিদিগকে [illegible] অবস্থানুসারে তিন টাকা পর্য্যন্ত

[illegible] অতিরিক্ত খোরাকী, নির্দ্ধারিত হার অনুসারে [illegible] দিতে হইলে বাস্তবিক যে পরিমাণ মাশুল দেওয়া হইয়াছে তাহা দেওয়া যাইবে

৬। যে স্থলে হাঁটিয়া যাওয়া যাইতে পারে না অথবা যে সমস্ত স্থলে সাক্ষীর বয়স মর্য্যাদা অথবা অভ্যাস অনুসারে হাঁটিয়া যাওয়া [illegible] সেই সমস্ত স্থলে অন্যান্য প্রকারের যাতায়াত খরচ দেওয়া যাইতে পারে। সেই সমস্ত স্থলে [illegible] ও খেয়ার মাশুল ব্যতীত নিম্নলিখিত হারে যাতায়াত খরচ দেওয়া হইবে —

(১) যে স্থলে রাস্তা [illegible] মাইল চারি আনা হিসাবে যে খরচ পড়ে তাহার অনতিরিক্ত, বাস্তবিক যে খরচা পড়িয়া থাকে তাহা

(২) যে স্থলে [illegible] রেল [illegible] যাতায়াত করিতে পারে তথায় :—

(ক) দেশীয় সাধারণ লোকের জন্য [illegible] তৃতীয় শ্রেণীর ভাড়া

(খ) তদপেক্ষা উচ্চ শ্রেণীর দেশীয় লোকের জন্য [illegible] তৃতীয় শ্রেণীর [illegible] ভাড়া

(গ) ইউরোপীয়গণ ও সর্ব্বোচ্চ শ্রেণীর দেশীয় লোকের জন্য দ্বিতীয় শ্রেণীর রেলের গাড়ীর ভাড়া

(৩) পূর্ব্ববঙ্গদেশে যে স্থানে [illegible] জলপথে যাতায়াত হইতে পারে তথায় প্রতি রোজ দুই টাকা হারে যে খরচ পড়ে তাহার অনতিরিক্ত; বাস্তবিক যে নৌকা ভাড়া পড়ে তাহা

৭। উপরোক্ত নিয়ম হইতে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণকে বর্জ্জন করা যাইতেছে

(১) গবর্ণমেন্টের চাকরগণ যাহারা কোন খোরাকী পাইবে না কিন্তু তাহাদের নিজ নিজ ডিপার্টমেন্টের নিয়মানুসারে যাতায়াত খরচ যাহা পাইতে অধিকারী হয় তাহার অনতিরিক্ত বাস্তবিক তাহার যে খরচ পড়ে তাহা পাইবে

রল সাহেবের সম্মতিক্রমে যে বিধি করেন সেই বিধি মানিয়া উক্ত আজ্ঞা করা যাইবে।

৫৪৫ ধারা * যৎকালে যে আইন প্রচলিত থাকে তৎকালে ফৌজদারী আদালত সেই আইনমতে অর্থদণ্ডের আজ্ঞা করিলে কিম্বা আপীলক্রমে কিম্বা সংশোধনকরণ ক্রমে বা প্রকারান্তরে ঐ অর্থদণ্ডের আজ্ঞা কিম্বা অর্থদণ্ড

অর্থদণ্ডের টাকার একাংশ খরচ বা ক্ষতিপূরণ স্বরূপ দিতে আদালতের ক্ষমতার কথা

---

(২) ব্যবসায়ী (যথা আইন কি চিকিৎসা ব্যবসায়ী) সাক্ষিগণ যাহাদিগকে অবস্থা বিবেচনায় মোট যতক টাকা দেওয়া যাইবে

৮ খরচ কম লাগিবার উদ্দেশ্যে কর্ম্মচারিগণ সাক্ষিগণকে দলে দলে একত্র করিয়া আনার জন্য দায়ী থাকিবে। যাঁহার নিকট মোকদ্দমা হয় তিনি যে স্থলে বিবেচনা করেন যে সাক্ষিগণ একত্রে আসিতে পারিত না তদ্ব্যতীত এক মোকদ্দমায় এক খানি নৌকা ভাড়ার অতিরিক্ত নৌকা ভাড়া দেওয়া যাইবে না

৯ প্রত্যেক মোকদ্দমায় যে কর্ম্মচারী খরচ দেওয়ার আদেশ করিবেন তিনি কয় দিবসের খোরাকী দিতে হইবে তাহা নির্দ্দেশ করিয়া দিবেন

১০ এই উদ্দেশ্যে ও যে সকল মাশুল দেওয়া হয় তাহা পুনরাদায় করিয়া লওয়ার উদ্দেশে প্রত্যেক আদালতে এক একটী টেবিল প্রস্তুত করিয়া রাখিতে হইবে তন্মধ্যে প্রত্যেক থানা সদর ষ্টেসন ও অধীন ষ্টেসন সমস্ত হইতে যত দূর এবং যে সকল খেয়া পার হইতে হয় ও প্রত্যেক খেয়া ঘাটে যে হারে মাশুল দেওয়ার আদেশ থাকে তাহা লিখিত থাকিবে এবং যদি কোন সড়ক থাকে তাহা অথবা না থাকিলে তাহা ও যদি কোন জল পথ থাকে তাহাও উহাতে লিখিয়া রাখিতে হইবে

বাঙ্গাল গবর্ণমেন্টের ১৮৮১ সালের ১২ই এপ্রেল তারিখের ২০ সংখ্যক সরকুলার

পুলিশ কর্ম্মচারিগণ কোন মোকদ্দমা চালাইবার জন্য অথবা সাক্ষীস্বরূপে কোন ফৌজদারী আদালতে উপস্থিত হইতে হইলে ঐ আদালত ১৮৭২ সালের ১০ আইনের ৪২১ ধারামতে তাহার যাতায়াত খরচ দিবেন সেই সমস্ত স্থলে কোন সীমান স্থান হইতে না হইয়া ঐ পুলিস কর্ম্মচারীর এলাকার প্রধান কর্ম্মস্থল হইতে যাতায়াতের খরচ গণনা করিতে হইবে কিন্তু যে কর্ম্মচারীর সমক্ষে মোকদ্দমা হয় তিনি উচিত কারণ দেখিলে অন্য কোন প্রকারে গণনা করিতে পারেন

* ওয়ারেন্টের মোকদ্দমায় অভিযুক্ত ব্যক্তিকে জরিমানা করিয়া তাহা হইতে ক্ষতিপূরণ দেওয়ার আদেশ করা অবৈধ ৩ উঃ রিঃ ৬০ জজ ডাকাইতী মোকদ্দমায় জরিমানার কোন অংশ অভিযোক্তাকে দেওয়ার আদেশ করিলে ৫০ নং ধারা কি হেতুবাদে ঐ আদেশ প্রদান করেন তাহা লিখিতে হইবে। ২ উঃ রিঃ ৫৪ অভিযুক্ত ব্যক্তির ব্যবহার দ্বারা সাক্ষীর

যে আজ্ঞার একাংশ হয় সেই আজ্ঞা দৃঢ় করিলে, ঐ আদালত নিষ্পত্তিকালে ঐ অর্থদণ্ডের আদায় হওয়া সমুদয় টাকা কিম্বা তাহার কোন অংশ

(ক) মোকদ্দমা চালাইবার নিমিত্ত যথার্থ যে খরচ হয় তাহার পরিশোধে,

(খ) যে অপরাধ হয় তজ্জনিত ক্ষতি প্রযুক্ত দেওয়ানী মোকদ্দমা করিয়া ক্ষতিপূরণের টাকা পাওয়া যাইতে পারে আদালতের এরূপ বিবেচনা হইলে ঐ ক্ষতিপূরণার্থে দিবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

যে মোকদ্দমার উপর আপীল হইতে পারে সেই মোকদ্দমায় অর্থদণ্ডের আজ্ঞা করা গেলে উক্ত যে টাকা দিবার আজ্ঞা হইল, আপীল উপস্থিত করিবার মিয়াদ গত না হওন পর্যন্ত কিম্বা আপীল উপস্থিত করা গেলে তাহার নিষ্পত্তি না হওন পর্যন্ত সেই টাকা দেওয়া যাইবে না।

পরবর্ত্তী মোকদ্দমায় সেই টাকা ধরিবার কথা।

৫৪৬ ধারা। * পরে সেই বিষয় লইয়া দেওয়ানী মোকদ্দমা হইলে ক্ষতিপূরণ দিবার সময়ে ৫৪৫ ধারামতে যে ক্ষতিপূরণের টাকা দেওয়া যায় বা আদায় হয়, আদালত তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিবেন।

যে টাকা দিবার আজ্ঞা হয় তাহা অর্থদণ্ডের ন্যায় আদায় হইতে পারিবার কথা।

৫৪৭ ধারা। অর্থদণ্ডের টাকা ভিন্ন অন্য কোন টাকা এই আইনমত কোন আজ্ঞাক্রমে দেয় হইলে অর্থদণ্ড হইলে যেরূপে হইত সেইরূপে তাহা আদায় করা যাইতে পারিবে।

যেন ক্ষতি হইয়াছে এমত প্রমাণ না পাইলে [illegible] তাহার কোন অংশ সাক্ষীকে দেওয়া যাইতে পারে না। [illegible] উঃ রিঃ [illegible] অপরাধ [illegible] হওয়াতে যাহা [illegible] ক্ষতিপূরণ দেওয়ার আদেশ হইতে পারে না। [illegible] ক্ষতিপূরণ দেওয়া অবৈধ। ১০ উঃ রিঃ ৭৭ [illegible] এবং বিচার সময় বাদীর অপকার, ক্ষতি ও [illegible] ক্ষতিপূরণ দেওয়ার আদেশ করিতে পারেন না। ১২ উঃ রিঃ ৫৩ [illegible] মিথ্যা [illegible] হেতু বাদীর বিরুদ্ধে ক্ষতিপূরণ দেওয়ার আদেশ করা যাইতে পারে না। [illegible] উঃ রিঃ [illegible]

* ফৌজদারী দোষ ঘটন হেতু ক্ষতিপূরণ পাইবার জন্য দেওয়ানী মোকদ্দমা হইলে ফৌজদারী আদালত যে ক্ষতিপূরণ দেওয়ার আদেশ করেন তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিয়া দেওয়ানী আদালত ক্ষতির পরিমাণ ধার্য্য করিবেন। ২২ উঃ রিঃ ৩৩০ দেওয়ানী।

৫৪৮ ধারা। * কোন ফৌজদারী আদালতের নিষ্পত্তিতে কি অন্য আজ্ঞাতে যে ব্যক্তির সম্পর্ক থাকে সেই ব্যক্তি জুরির নিকট জজ সাহেবের উপদেশের নকল কিম্বা কোন আজ্ঞার কি সাক্ষ্যের কি নথীর অন্যাংশের নকল পাইবার অভিলাষী হইয়া প্রার্থনা করিলে তাহা তাহাকে দেওয়া যাইবে। কিন্তু আদালত কোন বিশেষ কারণে তাহাকে বিনা খরচে সেই নকল দেওয়া উচিত বোধ না করিলে তাঁহারই সেই নকল করিবার খরচ দিতে হইবে।

নথীর নকল দিবার কথা।

৫৪৯ ধারা। যেং স্থলে সৈনিক আইনের অধীন ব্যক্তিগণের বিচার যে আদালতের প্রতি এই আইন বর্ত্তে সেই আদালতের দ্বারা বা কোর্ট মার্শ্যাল দ্বারা হইবে, এই বিষয়ে মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুক্ত গবর্ণর জেনরল সাহেব এই আইনের ও সৈন্য সংক্রান্ত ১৮৮১ সালের আইনের কিম্বা তদ্রূপ যে আইন যৎকালে প্রচলিত থাকে সেই আইনের সঙ্গত বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবেন, *কোন ব্যক্তির যে অপরাধে সৈন্য সংক্রান্ত ১৮৮১ সালের আইনের ৪১ ধারামতে কোর্ট মার্শ্যাল দ্বারা বিচার হইতে পারে সেই অপরাধের অভিযোগসহ তাহাকে কোন মাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে আনা গেলে ঐ মাজিষ্ট্রেট উক্ত বিধির প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া তাহার নামে যে অপরাধের অভিযোগ হয় তদ্বিবরণ সহিত তাহাকে সে যে পল্টনের কি সৈন্যদলের কি সেনাভাগের লোক সেই পল্টনাদির সৈন্যাধ্যক্ষের নিকটে কিম্বা নিকটস্থ সেনানিবেশের সৈন্যাধ্যক্ষের নিকটে কোর্ট মার্শ্যাল দ্বারা বিচার হইবার নিমিত্ত পাঠাইবেন।

কোর্ট মার্শ্যালদ্বারা যাহাদের বিচার হইবে এরূপ ব্যক্তিদিগকে সৈন্যসংক্রান্ত কর্তৃপক্ষদের হস্তে সমর্পণ করিবার কথা।

তদ্রূপ কোন স্থানে অবস্থিতি কি নিযুক্ত সৈনিকদলের অধ্যক্ষের উৎকার্য্য পক্ষে প্রার্থনাপত্র প্রাপ্ত হইলে প্রত্যেক মাজিষ্ট্রেট যাহার নামে উক্তরূপ অপরাধের অভিযোগ আছে তাদৃশ কোন ব্যক্তিকে ধৃত করিয়া নির্ব্বিঘ্নে রাখিবার নিমিত্ত যথাসাধ্য চেষ্টা করিবেন।

তদ্রূপ ব্যক্তিদিগকে ধৃত করিবার কথা।

---

* অভিযুক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে যে মোকদ্দমা উপস্থিত হয় তাহা প্রতিবাদ করিবার জন্য সে কোন কাগজ পত্রের নকল চাহিলে মাজিষ্ট্রেট তাহা দিতে অস্বীকার হইতে পারেন না। যদি ঐরূপ না দেন তবে তাহার বিচার অসিদ্ধ হইবে। ১৪ উঃ নিঃ ৭১

পোলীসের উচ্চপদস্থ কর্ম্মকারকদের ক্ষমতার কথা

৫৫০ ধারা। পোলীস থানার অধ্যক্ষেরা আপন২ থানার সীমার মধ্যে যেং ক্ষমতামতে কার্য্য করিতে পারেন পোলীসের যে কর্ম্মকারকেরা পোলীস থানার অধ্যক্ষের উচ্চ পদস্থ হন তাঁহারা যে স্থানীয় চক্রের নিমিত্ত নিযুক্ত হন তন্মধ্যে সেইং ক্ষমতামতে কার্য্য করিতে পারিবেন।

অপহৃত স্ত্রীকে ফিরাইয়া দেওনের ক্ষমতার কথা

৫৫১ ধারা। কোন স্ত্রী লোককে কিম্বা চৌদ্দ বৎসরের ন্যূন বয়সের বালিকাকে অবৈধ কার্য্যের নিমিত্ত ফুসলাইয়া হরণ করা কি বেআইনীমতে আটক করিয়া রাখা গিয়াছে প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেটের কি জিলার মাজিষ্ট্রেটের নিকট শপথ পূর্ব্বক এই নালিশ করা গেলে, তিনি তৎক্ষণাৎ ঐ স্ত্রীলোককে ছাড়িয়া দিবার কিম্বা ঐ বালিকাকে আপন স্বামীর কি পিতার কি মাতার কি অভিভাবকের কিম্বা বৈধমতে ঐ বালিকার রক্ষণের ভার-প্রাপ্ত অন্য ব্যক্তির নিকট ফিরিয়া দিবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন, ও যেরূপ বলপ্রকাশ আবশ্যক হয় সেইরূপ বলপ্রকাশ করিয়া সেই আজ্ঞামতে কার্য্য করাইবেন।

রাজধানী নগরে যে ব্যক্তি অকারণে গ্রেপ্তার হইয়া কয়েদ হয় তাহার ক্ষতিপূরণের কথা।

৫৫২ ধারা। রাজধানী নগরে কোন ব্যক্তি পোলীসের কোন কর্ম্মকারকের দ্বারা অন্য ব্যক্তিকে ধৃত করাইলে, যে মাজিষ্ট্রেট সে মকদ্দমা শুনেন তাঁহার বিবেচনা মতে ঐ ব্যক্তিকে ধৃত করিবার উপযুক্ত কারণ না থাকিলে, যে ব্যক্তিকে ধরা যায় মাজিষ্ট্রেট সাহেব তাহার সময় হরণের কি খরচের জন্যে হানিপূরণস্বরূপ পঞ্চাশ টাকার অনধিক যত টাকা পাওয়া উচিত জ্ঞান করেন যে ব্যক্তি তাহাকে অন্যায়ে ধৃত করায় তাহাকে সেই ব্যক্তির তত টাকা দিবার আজ্ঞা দিতে পারিবেন।

উক্ত স্থলে দুই কি অধিক জনকে ধৃত করা গেলে কি তাহাদের নামে নালিশ করা গেলে, মাজিষ্ট্রেট সাহেব উক্ত প্রকারে তাহাদের একং জনের পঞ্চাশ টাকার অনধিক যত হানিপূরণ উচিত জ্ঞান করেন ততই পাইবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন

এই ধারামতে হানিপূরণস্বরূপ যে টাকা দিবার আজ্ঞা হয় তাহা অর্থদণ্ডের ন্যায় আদায় হইতে পারিবে; তাহা তদ্রূপে আদায় করা যাইতে না

পারিলে, যে ব্যক্তির ঐ টাকা দেয় তাহার প্রতি মাজিষ্ট্রেটের আদেশমত ত্রিশদিনের অনধিক কাল সামান্য কারাদণ্ডের আজ্ঞা করা যাইবে কিন্তু ঐ টাকা দেওয়া গেলেই তাহাকে মুক্ত করা যাইবে।

৫৫৩ ধারা কলিকাতার হাইকোর্ট মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুক্ত গবর্ণর জেনরল সাহেবের অনুমতি গ্রহণ পূর্ব্বক এবং রাজকীয় সনন্দবলে সংস্থাপিত অন্য কোন হাই-কোর্ট স্থানীয় গবর্ণমেন্টের অনুমতি গ্রহণ পূর্ব্বক সময়েং অধীন আদালতের কাগজপত্র পরিদর্শন করিবার বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবেন

অধীন আদালতের কাগজপত্র পরিদর্শন করিবার বিধি সনন্দপ্রাপ্ত হাইকোর্টের প্রণয়ন করিতে পারিবার কথা

যে হাইকোর্ট রাজকীয় সনন্দবলে সংস্থাপিত নহে স্থানীয় গবর্ণমেন্টের অনুমতি গ্রহণ পূর্ব্বক সেই হাইকোর্ট সময়েং

অন্যান্য কার্য্যের নিমিত্ত অন্যান্য হাইকোর্টের বিধি করিবার ক্ষমতার কথা

(ক) স্বীয় অধীন সকল ফৌজদারী আদালতে যেং বহী রাখিতে হইবে ও তন্মধ্যে যেং কথা ও হিসাব লিখিতে হইবে ও সেইং আদালতের যে রিটর্ণ কি বর্ণনাপত্র প্রস্তুত করিয়া পাঠাইতে হইবে তদ্বিষয়ক বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবেন

(খ) উক্ত সকল আদালতের আনুষ্ঠানিক কোন কার্য্য লিখিবার পাঠ নির্দ্দিষ্ট করা আবশ্যক জ্ঞান করিলে সেই পাঠ নিরূপণ করিতে পারিবেন।

(গ) স্বীয় রীতির ও আনুষ্ঠানিক কার্য্যের ও আপনার অধীন সকল ফৌজদারী আদালতের রীতির ও আনুষ্ঠানিক কার্য্যের বিধানার্থ বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবেন।

(ঘ) অর্থদণ্ড আদায় করিবার জন্য এই আইনমতে যে ওয়ারন্ট দেওয়া যায়, তাহা যে প্রকারে জারী করিতে হইবে তাহার বিধানার্থ বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবেন

কিন্তু এই ধারামতে যে কোন বিধি প্রণীত ও পাঠ নিরূপিত হয় তাহা এই আইনের কিম্বা যৎকালে অন্য যে আইন প্রচলিত থাকে সেই আইনের অসঙ্গত না হয়

এই ধারামতে কোন বিধি প্রণয়ন করা গেলে তাহা স্থানীয় রাজকীয় গেজেটে প্রকাশ করা যাইবে।

৫৫৪ ধারা। ৫৩ ধারামতে ও শ্রীশ্রীমতী মহারাণী বিক্টোরিয়ার ২৪ ও ২৫ বৎসরের আইনের ১০৪ অধ্যায়ের ১৫ ধারামতে যে ক্ষমতা অর্পণ হইয়াছে তাহা মানিয়া এতৎসংযুক্ত পঞ্চম তফসীলে যে পাঠ নির্দিষ্ট হইল সেই পাঠ প্রত্যেক স্থলে অবস্থাভেদে যেরূপ পরিবর্তন করা আবশ্যক হয় তাহা করিয়া তদুল্লিখিত কার্য্যে ব্যবহার করা যাইবে।

পাঠের কথা

৫৫৫ ধারা। * কোন জজ বা মাজিষ্ট্রেট কোন মোকদ্দমায় একপক্ষ হইলে, কিম্বা আপনি তাহাতে স্বার্থযুক্ত থাকিলে তাঁহার আদালত হইতে যে আদালতে আপীল হয়, সেই আদালতের অনুমতি না লইয়া ঐ মোকদ্দমার বিচার বা তাহা বিচারার্থে সমর্পণ করিবেন না এবং কোন জজ বা মাজিষ্ট্রেট নিজে যে নিষ্পত্তি বা আজ্ঞা করেন তাহার উপর আপীল শুনিবেন না।

যেস্থলে জজ বা মাজিষ্ট্রেট আপনি স্বার্থযুক্ত থাকেন তাহার কথা।

ব্যাখ্যা।—কোন জজ বা মাজিষ্ট্রেট মিউনিসিপাল কমিশনর আছেন বলিয়া এই ধারার অর্থ অনুসারে কোন মোকদ্দমায় একপক্ষ বা তাহাতে আপনি স্বার্থযুক্ত বলিয়া গণ্য হইবেন না।

৫৫৬ ধারা। কোন স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের শাসনাধীন প্রদেশে রাজকীয় সনন্দ দ্বারা সংস্থাপিত হাইকোর্ট ভিন্ন কোন আদালতের ভাষা কি, এই আইনের তাৎপর্য্যে কোন্ ভাষা গণ্য হইবে, উক্ত স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট ইহা স্থির করিতে পারিবেন।

আদালতের ভাষা স্থির করিতে পারিবার কথা

* কোন মোকদ্দমায় স্বার্থযুক্ত না থাকিলে তাহাতে তিনি সাক্ষ্য প্রদান করিয়া বিচার করিতে পারেন ১৩ [illegible] ৩১। রেজেষ্ট্রারের অধীন কোন অধীন কর্মচারী কোন অপরাধ করিলে যদি ঐ আপীলের [illegible] রেজেষ্ট্রারের [illegible] সাক্ষ্য [illegible] তবে তিনি তাহা বিচার করিতে সক্ষম নহেন। ১ [illegible] ১৭। কোন মিউনিসিপাল কমিশনর কোন খবরের কাগজের সম্পাদক থাকায় কোন মোকদ্দমার বিরুদ্ধে লিখিয়া [illegible] সেই মোকদ্দমায় বিচারক হইয়া দণ্ডাজ্ঞা প্রদান করা আইন বিরুদ্ধ [illegible] এস্থলে ঐ মোকদ্দমা তাঁহার বিচার্য্য [illegible] ২১ [illegible] ৩১। মাজিষ্ট্রেট নিজে কোন মোকদ্দমা রুজু করিলে তাহার আপীল শুনিতে পারেন না। যে আদালতের নিকট মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া হয় ঐ আদালত ঐ জন্য কোন মোকদ্দমা বিচার করিতে পারেন না। ইঃ লঃ রিঃ ১ বোম্বাই ৬১১।

মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল সাহেবের বা স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের ক্ষমতানুসারে সময়ে২ কার্য্য হইবার কথা

৫৫৭ ধারা এই আইনক্রমে মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুক্ত গবর্ণর জেনরল সাহেবের বা স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের প্রতি যেং ক্ষমতা অর্পিত হইল প্রয়োজনমতে সময়ে সময়ে তদনুসারে কার্য্য হইতে পারিবে।

চলিত মোকদ্দমার কথা।

৫৫৮ ধারা এই আইন যৎকালে প্রবল হয় তৎকালে কোন ফৌজদারী আদালতে যে সকল মোকদ্দমা চলিতে থাকে তাহাতে যতদূর সম্ভব এই আইনের বিধানসমূহ বর্ত্তিবে

প্রথম তফসীল

যেং আইন রহিত হইল তাহার কথা

(ক) রাজব্যবস্থা।

বৎসর ও রাজত্ব ও অধ্যায়	নাম	যে পরিমাণ রহিত হইল
তৃতীয় জর্জের ১৩ বৎসরের ৬৩ অধ্যায়ের আইন	ভারতবর্ষে ও ইউরোপে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির বিষয় ব্যাপারের উৎকৃষ্টতর কার্য্যাধ্যক্ষতা নিমিত্ত কোনং নিয়ম সংস্থাপনার্থ আইন	৩৮ ধারা।

(খ) মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল সাহেবের আইন

সাল ও নম্বর।	বিষয়	যে পরিমাণ রহিত হইল
১৮৪০ সা, ২৩ আ,	পরওয়ানা জারীকরণ বিষয়ক	যে অংশ রহিত হয় নাই।
১৮৬০ সা, ৪৫ আ,	দণ্ড বিধি বিষয়ক	২১৪ ধারার উদাহরণগুলি
১৮৬১ সা, ৫ আ,	পোলীস বিষয়ক	৬ ধারা ও ২৪ ধারার শেষ চৌদ্দটী শব্দ ৩৫ ধারা প্রথমাবধি কিন্তু' শব্দ পর্য্যন্ত
১৮৬২ সা, ১৯ আ,	সুপ্রীমকোর্টের ফৌজদারী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক।	যে অংশ রহিত হয় নাই।

সাল ও সংখ্যা	বিষয়।	যে অংশ রহিত হইল
১৮৬৪ সা, ৬ আ,	কশাঘাত বিষয়ক	৭ ধারা।
১৮৬৯ সা, ২ আ,	শান্তি রক্ষার্থ জামিনদেন বিষয়ক	যে অংশ রহিত হয় নাই
১৮৭০ সা, ২২ আ,	সরাসরীমতে বিচার করিবার ক্ষমতা প্রদানের আইন ইউরোপীয় ব্রিটিশ প্রজাদের প্রতি বর্ত্তাওন বিষয়ক	যে অংশ রহিত হয় নাই।
১৮৭২ সা, ৪ আ,	পঞ্জাবের ব্যবস্থা বিষয়ক	বঙ্গদেশের ১৮২৫ সালের ২০ আইনের সহিত যত দূর সম্পর্ক রাখে।
১৮৭২ সা, ১০ আ,	ফৌজদারী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক	যে অংশ রহিত হয় নাই
১৮৭৪ সা, ১১ আ,	ফৌজদারী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালীবিষয়ক আইন সংশোধন বিষয়ক	সমুদয়।
১৮৭৪ সা, ১৫ আ,	আইনের স্থানীয়ব্যাপ্তি বিষয়ক।	বঙ্গদেশের ১৮২৫ সালের ২০ আইনের সহিত যতদূর সম্পর্ক রাখে।
১৮৭৫ সা, ১০ আ,	হাইকোর্টে ফৌজদারী মোকদ্দমার কার্য্য প্রণালী বিষয়ক।	১৪৪ ধারা ভিন্ন ও ১৪৬ ধারার সওয়াল সম্পর্কীয় অংশ ভিন্ন সমুদয় আইন।
১৮৭৫ সা, ২০ আ,	মধ্যপ্রদেশের ব্যবস্থা বিষয়ক	বঙ্গদেশের ১৮২৫ সালের ২০ আইনের সহিত যত দূর সম্পর্ক রাখে।
১৮৭৬ সা, ১৮ আ,	অযোধ্যার ব্যবস্থা বিষয়ক	ঐ
১৮৭৭ সা, ৪ আ	প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট বিষয়ক	৫৭ ধারা ছাড়া সমুদয়
১৮৭৯ সা, ২১ আ,	অপরাধীদিগকে স্বদেশে প্রেরণ বিষয়ক।	তৃতীয় অধ্যায়।
১৮৮১ সা, ১০ আ,	করোনর বিষয়ক	৮ ও ৯ ধারা।

(গ) ব্যবস্থা

সাল ও নম্বর	বিষয়	যে পরিমাণ রহিত হইল
বঙ্গদেশের ১৮২৫ সা, ২০ আ,	কোর্ট মার্শ্যালের বিচারাধিপত্য বিষয়ক	যে অংশ রহিত হয় নাই।
১৮৭২ সা, ৩ আ,	সাঁওতাল পরগণার বন্দোবস্ত বিষয়ক	১৮৭২ সালের ১০ আইনের সহিত যত দূর সম্পর্ক রাখে
১৮৭৪ সা, ৯, আ,	আরাণের পার্ব্বতীয় প্রদেশের ব্যবস্থা বিষয়ক।	১৮৬৯ সালের ২ আইনের ও ১৮৭২ সালের ১০ আইনের ও ১৮৭৪ সালের ১১ আইনের সহিত যত দূর সম্পর্ক রাখে
১৮৭৭ সা, ৩ আ,	আজ্মীরের ব্যবস্থা বিষয়ক	বঙ্গদেশের ১৮২৫ সালের ২০ আইনের সহিত যত দূর সম্পর্ক রাখে

(ঘ) মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত মাদ্রাজের গবর্ণর সাহেবের আইন

সাল ও নম্বর।	বিষয়।	যে পরিমাণ রহিত হইল।
১৮৬৭ সা, ৮ আ,	পোলীস বিষয়ক	৯ ধারা।

দ্বিতীয় তফসীল।

অপরাধের বিবরণপত্রের টেবিল।

অর্থ করিবার মন্তব্য কথা।—এই তফসীলের ২ ও ৭ ঘরে অর্থাৎ ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইনমত "অপরাধের" ও "দণ্ডের" ঘরে ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইনের ভিন্ন২ ধারার লিখিত অপরাধের ও দণ্ডের অর্থ করা, কিম্বা ঐ২ ধারার চুম্বক লেখা অভিপ্রায় নহে। কেবল প্রথম ঘরে যে ধারার নম্বর দেওয়া গেল সেই ধারার লিখিত কথার উল্লেখ করা অভিপ্রায়।

এই তফসীলের ৩য়ের ঘর কলিকাতা ও বোম্বাই নগরের পোলীসের প্রতি বর্ত্তে।

৫ পঞ্চম অধ্যায়। অপরাধের সহায়তার কথা।

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
ধারা।	অপরাধ।	পোলীস ওয়ারেণ্ট বিনা ধৃত করিতে পারে কি না।	সামান্যতঃ প্রথমে ওয়ারেণ্ট বা সমন দিতে হয়।	হাজিরজামিন লওয়া যাইতে পারে কি না।	রফা করা যাইতে পারে কি না।	ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইন মত দণ্ড।	যে আদালতের বিচার্য্য।
১০৯	কোন অপরাধের সহায়তা হওয়া প্রযুক্ত সেই অপরাধ করা গেলে ও তাহার দণ্ডের স্পষ্ট বিধান না থাকিলে, সেই সহায়তা।	সাহায্য করা অপরাধ হেতুক ওয়ারেণ্ট বিনা ধৃত করিতে পারিলে সহায়তারও সেই বিধি নতুবা নয়।	সাহায্য করা অপরাধ হেতুক ওয়ারেণ্ট কিম্বা সমন, যাহা হইতে পারে তদনুসারে সহায়তার জন্যে হইবে।	সাহায্য করা অপরাধের নিমিত্তে হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারিলে কি না পারিলে সহায়তারও তেমনি	সাহায্য করা অপরাধের রফা করা যাইতে পারিলে কি না পারিলে তদ্রূপ।	অপরাধের যে দণ্ড সহায়তারও সেই দণ্ড।	সাহায্য করা অপরাধ যে আদালতের বিচার্য্য সেই আদালতের।
১১০	যে ব্যক্তির সাহায্য হয় সে সহায় ব্যক্তির অভিপ্রায় ভিন্ন অন্য অভিপ্রায়ে ক্রিয়া করিলে অপরাধের সহায়তা।	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
১১১	উপবিধি দৃষ্টে এক ক্রিয়ার সহায়তা হইয়া অন্য ক্রিয়ার হইলে।	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	যে অপরাধের সহায়তা করিবার অভিপ্রায় ছিল সেই অপরাধের দণ্ড।	ঐ

১ ধারা	২ অপরাধ।	৩ পোলীস ওয়ারেন্ট বিনা ধৃত করিতে পারে কি না।	৪ সম্ভবতঃ ওয়ারেন্ট বা সমন কি হইবে।	৫ হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারে কি না।	৬ রফা করা যাইতে পারে কি না	৭ ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইন মত দণ্ড।	৮ যে আদালতের বিচার্য্য।
১১৩	যে ক্রিয়ার সহায়তা হয় তাহাতে সহায় ব্যক্তির অভিপ্রায় মত ফল না হইয়া ভিন্ন ফল হইলে।	সাহায্য কৃত অপরাধ যেভুক্ত ওয়ারেন্ট বিনা ধৃত করিতে পারিলে সহায়তারও সেই বিধি, নতুবা নয়।	সাহায্য করা অপরাধ যে রূপ ওয়ারেন্ট কিম্বা সমন তাহা হইতে পারে তদনুসারে সহায়তার জন্যে হইবে।	সাহায্য করা অপরাধের নিমিত্তে হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারিলে কি না পারিলে সহায়তারও সেইরূপ।	সাহায্য করা অপরাধের রফা করা যাইতে পারিলে কি না পারিলে তদনুরূপ।	যে অপরাধ হইল তাহার দণ্ড।	সাহায্য করা অপরাধ যে আদালতের বিচার্য্য সেই আদালতের।
১১৪	অপরাধ হইবার সময়ে সহায় ব্যক্তি উপস্থিত থাকিলে।	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
১১৫	প্রাণদণ্ডের কিম্বা যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ দণ্ডের উপযুক্ত অপরাধের সহায়তা। ঐ সহায়তা প্রযুক্ত সেই অপরাধ না করা গেলে।	ঐ	ঐ	হাজির জামিন লওয়া যাইবে না	ঐ	৭ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড	ঐ
	ঐ সহায়তা প্রযুক্ত অপকারজনক ক্রিয়া করা গেলে।	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	১৪ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকার কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড	ঐ
১১৬	যে অপরাধের জন্যে কারাদণ্ড হইতে পারে, তাহার সহায়তা। ঐ সহায়তা প্রযুক্ত ঐ অপরাধ না করা গেলে।	ঐ	ঐ	সাহায্যকৃত অপরাধের নিমিত্তে হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারিলে সহায়ের হাজির জামিন লওয়া যাইবে নতুবা নয়	ঐ	ঐ অপরাধের নিমিত্ত অত্যধিক যত কাল যে প্রকারের কারাদণ্ড হইতে পারে তাহার চতুর্থাংশ কাল পর্য্যন্ত সেই প্রকারের কারাদণ্ড কিম্বা অর্থদণ্ড কি ঐ দুইদণ্ড	ঐ
	অপরাধ যাহার নিবারণ করা উচিত এমত রাজকীয় কার্য্যকারক সহায় হইলে কি তাহার সহায়তা করা গেলে	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ অপরাধের নিমিত্ত অত্যধিক যতকাল যে প্রকারের কারাদণ্ড হইতে পারে তাহার অর্দ্ধেক কাল পর্য্যন্ত সেই প্রকারের কারাদণ্ড কিম্বা অর্থদণ্ড কি ঐ দুইদণ্ড	ঐ

১ ধারা	২ অপরাধ।	৩ পোলীস ওয়ারেন্ট বিনা ধৃত করিতে পারে কি না।	৪ সাধারণতঃ প্রথম ওয়ারেন্ট বা সমন দিতে হয়।	৫ হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারে কি না।	৬ রফা করা যাইতে পারে কি না।	৭ ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইন-মত দণ্ড।	৮ যে আদালতের বিচার্য্য।
১১৭	সাধারণ লোকদের কি দশ জনের অধিকের কোন অপরাধের সহায়তা	সাহায্য করা অপরাধহেতুক ওয়ারেন্ট বিনা ধৃত করিতে পারিলে সহায়তা দণ্ড সেই বিধি নতুবা নয়	সাহায্য করা অপরাধহেতু ওয়ারেন্ট কিম্বা সমন যাহা হইতে পারে তদনুসারে সহায়তার জন্যে হইবে।	সাহায্যকৃত অপরাধের নিমিত্তে হাজিরজামিন লওয়া যাইতে পারিলে সহায়ের হাজিরজামিন লওয়া যাইবে নতুবা নয়	সাহায্য করা অপরাধের রফা করা যাইতে পারিলে কি না পারিলে তদনুরূপ।	৩ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কিম্বা অর্থদণ্ড ঐ কি দুই দণ্ড	সাহায্য করা অপরাধ যে আদালতের বিচার্য্য সেই আদালতের
১১৮	যে অপরাধে প্রাণদণ্ড কি যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ দণ্ড হইতে পারে তাহা করিবার কল্পনা গোপনে রাখা। ঐ অপরাধ করা গেলে	ঐ	ঐ	হাজিরজামিন লওয়া যাইবে না	ঐ	৭ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড	ঐ
	ঐ অপরাধ না করা গেলে	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	৩ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড	ঐ
১১৯	রাজকীয় যে কার্য্যকারকের যে অপরাধ নিবারণ করা কর্ত্তব্য তাহা করিবার কল্পনা তাঁহার গুপ্ত রাখা। ঐ অপরাধ করা গেলে	ঐ	ঐ	সাহায্যকৃত অপরাধের নিমিত্তে হাজিরজামিন লওয়া যাইতে পারিলে সহায়ের হাজির জামিন লওয়া যাইবে নতুবা নয়।	ঐ	ঐ অপরাধের নিমিত্ত অত্যধিক যতকাল যে প্রকারের কারাদণ্ড হইতে পারে তাহার অর্দ্ধেক কাল পর্য্যন্ত সেই প্রকারের কারাদণ্ড কিম্বা অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড	ঐ
	ঐ অপরাধের নিমিত্ত প্রাণদণ্ড কি দ্বীপান্তর প্রেরণ দণ্ড হইতে পারিলে	ঐ	ঐ	হাজির জামিন লওয়া যাইবে না।	ঐ	দশ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড	ঐ

১ ধারা।	২ অপরাধ।	৩ পোলিস ওয়ারেন্ট বিনা ধৃত করিতে পারে কি না।	৪ সম্বাদ পত্রে ওয়ারেন্ট বা সমন দিতে হয়।	৫ হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারে কি না।	৬ রফা করা যাইতে পারে কি না।	৭ ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইন মত দণ্ড।	৮ যে আদালতের বিচার্য।
	অপরাধ না করা গেলে	সাহায্য করা অপরাধ হেতুক ওয়ারেন্ট বিনা ধৃত করিতে পারিলে সাহায্যকারী সেই বিধি মতে নতুবা নয়।	সাহায্য করা অপরাধ হেতুক ওয়ারেন্ট কিম্বা সমন যাহা হইতে পারে তদনুসারে এতাব তাব জন্য হইবে।	সাহায্যকৃত অপরাধের নিমিত্তে হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারিলে এ হাজের হাজির জামিন লওয়া যাইবে নতুবা নয়।	সাহায্য করা অপরাধের রফা করা যাইতে পারিলে কি না পারিলে তদ্রূপ	অপরাধের নিমিত্ত অত্যধিক যতকাল যে প্রকারের কারাদণ্ড হইতে পারে তাহার চতুর্থাংশ কাল পর্যন্ত সেই প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড	সাহায্য করা অপরাধ যে আদালতের বিচার্য এই আদালতের।
১২০	যে অপরাধের নিমিত্ত কারাদণ্ড হইতে পারে তাহা করিবার কল্পনা গুপ্ত রাখা। ঐ অপরাধ করা গেলে	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
	ঐ অপরাধ না করা গেলে	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	অপরাধের নিমিত্ত অত্যধিক যতকাল যে প্রকারের কারাদণ্ড হইতে পারে তাহার অষ্টমাংশ কাল পর্য্যন্ত সেই প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড, কি ঐ দুই দণ্ড	ঐ

৬ষ্ঠ অধ্যায়। রাজবিদ্রোহ অপরাধের বিধি।

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
১২১	মহারাণীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করণ কি যুদ্ধ করিবার উদ্যোগ করণ কি যুদ্ধের সহায়তা করণ	ওয়ারেন্ট বিনা ধৃত করিবে না	ওয়ারেন্ট	হাজির জামিন লওয়া যাইবে না	রফা করা যাইতে পারে না।	প্রাণদণ্ড কি যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ দণ্ড ও সম্পত্তি দণ্ড	সেসন আদালত
১২১ক	রাজদ্রোহ সূচক কোনো অপরাধ করিবার ষড়যন্ত্র করণ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	যাবজ্জীবন কি তাহার ন্যূনকাল দ্বীপান্তর প্রেরণ দণ্ড কি দশ বৎসর পর্যন্ত অন্যতর প্রকারের কারাদণ্ড	ঐ
১২২	মহারাণীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবার অভিপ্রায়ে অস্ত্রাদি সংগ্রহ করণ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ কিম্বা দশ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও সম্পত্তি দণ্ড	ঐ

১ ধারা।	২ অপরাধ	৩ পোলীসওয়ারেণ্ট বিনা ধৃতকরিতে পারে কি না।	৪ সাধারণতঃ প্রথমে ওয়ারেণ্ট বা সমন দিতে হয়।	৫ হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারে কি না	৬ রফা করা যাইতে পারে কি না।	৭ ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইন মত দণ্ড।	৮ যে আদালতের বিচার্য্য।
১২৩	যুদ্ধ করিবার কল্পনা সুগম করিবার মানসে তাহা গুপ্ত রাখা।	ওয়ারেণ্ট বিনা ধৃত করিবে না।	ওয়ারেণ্ট।	হাজির জামিন লওয়া যাইবে না।	রফা করা যাইতে পারে না।	১০ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড	সেশন আদালত
১২৪	আইনমত ক্ষমতাক্রমে কোন কার্য্য বলপূর্ব্বক করাইবার কি নিবারণ করিবার অভিপ্রায়ে গবর্ণর জেনেরল সাহেবের কি গবর্ণর সাহেব প্রভৃতির উপর আক্রমণ।	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	৭ বৎসরপর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড	ঐ
১২৪ক	রাজ্যের প্রতি অভক্তির উৎসাহ দেওন কিম্বা দিবার উদ্যোগ করণ।	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	যাবজ্জীবন কিম্বা নির্দ্দিষ্ট কালপর্য্যন্ত দ্বীপান্তর প্রেরণ ও অর্থদণ্ড, কিম্বা তিন বৎসর পর্য্যন্ত অন্যতর প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড, কিম্বা অর্থদণ্ড	ঐ
১২৫	আশিয়া দেশীয় যে রাজা মহারাণীর সহিত সন্ধিবদ্ধ কি শান্তিভাবাপন্ন হন তাঁহার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করণ কি ঐ যুদ্ধের সাহায্য করণ।	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ ও অর্থদণ্ড, কিম্বা ৭ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড, কিম্বা অর্থদণ্ড	ঐ
১২৬	মহারাণীর সঙ্গে সন্ধিবদ্ধ কি শান্তিভাবাপন্ন কোন রাজার দেশে উপদ্রব করণ।	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	৭ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড, ও কোন২ প্রকারের সম্পত্তি দণ্ড	ঐ
১২৭	১২৫ [illegible] ১২৬ ধারার লিখিতমতে যুদ্ধ কি উপদ্রব দ্বারা প্রাপ্ত সম্পত্তি গ্রহণ।	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
১২৮	রাজবন্দী কিম্বা কি যুদ্ধ ধৃত কয়েদী রাজকীয় কার্য্যকারকের রক্ষণে থাকিলে তাহাকে ইচ্ছাপূর্ব্বক পলাইতে দেওন	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ কি ১০ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড	ঐ

১ ধারা	২ অপরাধ	৩ পুলিশ ওয়ারেন্ট বিনা ধৃত করিতে পারে কি না।	৪ সাধারণতঃ প্রথমে ওয়ারেন্ট বা সমন দিতে হয়	৫ হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারে কি না।	৬ রফা করা যাইতে পারে কি না।	৭ ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইন-মত দণ্ড।	৮ যে আদালতের বিচার্য।
১২৯	রাজনৈতিক কি যুদ্ধের বন্দী সরকারি কার্য্যকারকের রক্ষণে থাকিতে তাহাকে অনবধানে পলাইতে দেওন	ওয়ারেন্ট বিনা ধৃত করিবে না	ওয়ারেন্ট	হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারে।	রফা করা যাইতে পারে না	৩ বৎসর পর্য্যন্ত সামান্য কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড	সেশন আদালত কি প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কিম্বা প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট।
১৩০	উক্তরূপ বন্দীর পলায়নের সাহায্য বা তাহাকে রক্ষা করণ কি আশ্রয় দেওন কিম্বা পুনর্বার ধৃত করণের বাধা করণ।	ঐ	ঐ	হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারে না।	ঐ	যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ কি ১০ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড	সেশন আদালত।
	৭ সপ্তম অধ্যায়। সৈন্য ও যুদ্ধজাহাজসম্পর্কীয় অপরাধের বিধি।						
১৩১	সেনাপতি কি হাবিলদার কি সিপাহী কি নাবিক প্রভৃতির রাজবিদ্রোহিতা করিবার সহায়তা কি তাহাকে রাজবাধ্যতা হইতে কি কর্ত্তব্যকর্ম্ম হইতে বিমুখ করাইবার উদ্যোগ।	ওয়ারেন্ট বিনা ধৃত করিতে পারে।	ঐ	হাজির জামিন লওয়া যাইবে না	রফা করা যাইতে পারে না।	যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ কি ১০ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড।	সেশন আদালত।
১৩২	রাজবিদ্রোহের সহায়তা প্রযুক্ত রাজবিদ্রোহ হইলে সেই সহায়তা।	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	প্রাণদণ্ড কি যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ, কিম্বা ১০ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড।	ঐ
১৩৩	উপস্থিত কার্য্যকারক স্বীয় পদের কর্ম্ম করিতেছেন এমন সময়ে তাঁহার প্রতি সেনাপতি কি হাবিলদারের কি সিপাহীর কি নাবিকের আক্রমণ করিবার সহায়তা।	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	৩ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড।	সেশন আদালত কিম্বা প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কি প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট।
১৩৪	উক্ত আক্রমণ হইলে তাহার সহায়তা।	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	৭ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড।	সেশন আদালত।
১৩৫	সেনাপতি কি হাবিলদার কি সিপাহী কি নাবিকের পলায়নের সহায়তা।	ঐ	ঐ	হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারে	ঐ	২ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কিম্বা অর্থদণ্ড।	প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কি প্রথম কি দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট।

১ ধারা	২ অপরাধ।	৩ পুলিস ওয়ারেণ্ট বিনা ধৃত করিতে পারে কি না	৪ সমন কি ওয়ারেণ্ট বা [illegible]	৫ হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারে কি না।	৬ রফা করা যাইতে পারে কি না।	৭ ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইন মত দণ্ড।	৮ যে আদালতের বিচার্য্য।
১৩৬	সেনা প [illegible] কি সিপাহী কি নাবিক পলাতক হইলে তাহাকে আশ্রয় দেওন।	ওয়ারেণ্ট বিনা ধৃত করিতে পারে।	ওয়ারেণ্ট।	হাজির জা-মিন লওয়া যাইতে পারে	রফা করা যাইতে পারে না।	২ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কিম্বা অর্থদণ্ড।	প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কি প্রথম কি দ্বি-তীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট।
১৩৭	বাণিজ্য জাহাজের স্বামীর কিম্বা অধ্যক্ষের অমনো-যোগে ঐ জাহাজে পলাতকের লুকাইয়া থাকা।	ওয়ারেণ্ট বিনা ধৃত করিবে না।	সমন।	ঐ	ঐ	৫০০, শত টাকা অর্থদণ্ড।	ঐ
১৩৮	সেনাপতির কি হুকুমা-রের কি সিপাহীর কি না-বিকের অবাধ্য ভাবের কোন ক্রিয়ার সহায়তা। তৎপ্রযুক্ত সেই অপরাধ করা গেলে।	ওয়ারেণ্ট বিনা ধৃত করিতে পারে	ওয়ারেণ্ট	ঐ	ঐ	৬ মাস পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কিম্বা ঐ দুই দণ্ড	ঐ
১৪০	কোন ব্যক্তি আপনাকে সিপাহী বলিয়া জানাই-বার অভিপ্রায়ে সিপা-হীর পোষাক পরিধান কি কোন চিহ্ন ধারণ করণ।	ঐ	সমন	ঐ	ঐ	৩ মাস পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কিম্বা ৫০০, টাকা অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড।	কোন মাজি-ষ্ট্রেট।

অষ্টম অধ্যায়। সাধারণ ব্যক্তিদের শান্তিভঙ্গাপরাধের বিধি।

১ ধারা	২ অপরাধ।	৩	৪	৫	৬	৭	৮
১৪৩	বেআইনীমত জনতাতে মিলিত হওন	ওয়ারেণ্ট বিনা ধৃত করিতে পারে	সমন	হাজির জা-মিন লওয়া যাইতে পারে	রফা করা যা-ইতে পারে না।	৬ মাস পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কিম্বা ঐ দুই দণ্ড	কোন মাজি-ষ্ট্রেট
১৪৪	প্রাণনাশক কোন অস্ত্র লইয়া বেআইনীমত জ-নতার সহিত মিলিত হ-ওন।	ঐ	ওয়ারেণ্ট	ঐ	ঐ	২ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কিম্বা ঐ দুই দণ্ড	ঐ
১৪৫	বেআইনীমত জনতার লোকদিগকে পৃথক হই-বার নিমিত্তে আজ্ঞা হই-য়াছে জানিয়া সেই জন-তার সহিত মিলিত হওন কি তন্মধ্যে থাকন।	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ

১ ধারা।	২ অপরাধ।	৩ পুলীস ওয়ারেন্ট বিনা ধৃত করিতে পারে কি না	৪ সামান্যতঃ প্রথম ওয়ারেন্ট বা সমন লইতে হয়	৫ হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারে কি না।	৬ রফা করা যাইতে পারে কি না।	৭ ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইন মত দণ্ড।	৮ যে আদালতের বিচার্য্য।
১৪৭	হাঙ্গামা করণ	ওয়ারেন্ট বিনা ধৃত করিতে পারে।	ওয়ারেন্ট	হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারে	রফা করা যাইতে পারে না	১ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কিম্বা ঐ দুই দণ্ড	কোন মাজিস্ট্রেট
১৪৮	প্রাণনাশক অস্ত্র লইয়া হাঙ্গামা করণ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	৩ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কিম্বা অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড।	সেশন আদালত কিম্বা প্রেসিডেন্সী মাজিস্ট্রেট কি প্রথম শ্রেণীর মাজিস্ট্রেট
১৪৯	বেআইনীমত জনতার কোন লোক কোন অপরাধ করিলে ঐ জনতার জন্য প্রত্যেক ব্যক্তি সেই অপরাধের অপরাধী হয়	ঐ অপরাধের নিমিত্তে ওয়ারেন্ট ক্রমে ধৃত করিবে কিম্বা ওয়ারেন্ট বিনা ধৃত করিতে পারিবে তদনুসারে	ঐ অপরাধের নিমিত্তে ওয়ারেন্ট কি সমন, ইহার মধ্যে যাহা হইতে পারে তাহা	ঐ অপরাধের নিমিত্তে হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারিবে কি না পারিবে তদনুসারে	ঐ	অপরাধের নিমিত্তে যে দণ্ড সেই দণ্ড	অপরাধ যে আদালতের বিচার্য্য সেই আদালত।
১৫০	বেআইনীমত জনতার মিলিত হইবার জন্য কোন লোকদিগকে ঠিকা করিয়া রাখন কি তাহাদের সঙ্গে করার করণ কি তাহাদিগকে নিযুক্ত করণ	ওয়ারেন্ট বিনা ধৃত করিতে পারে	ঠিকা রাখা কি করার করা কি নিযুক্ত ব্যক্তি যে অপরাধ করে তদ্বিষয়ের নিমিত্তে সমন বা ওয়ারেন্ট যাহা হইতে পারে	ঐ	ঐ	ঐ জনতার লোক হওয়ার দণ্ডের তুল্য, ও সেই জনতার কোন লোক কোন অপরাধ করিলে সেই অপরাধের দণ্ড	অপরাধ যে আদালতের বিচার্য্য সেই আদালত
১৫১	পাঁচ কি অধিক লোকের জনতাকে পৃথক হইয়া যাইবার আজ্ঞা হইলে পর জানিয়া শুনিয়া সেই জনতায় মিলিত হওন কি থাকন	ঐ	সমন	হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারে	ঐ	৬ মাস পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড	কোন মাজিস্ট্রেট।
১৫২	রাজকীয় কার্য্যকারক হাঙ্গামা প্রভৃতি নিবারণ করিতেছেন এমন সময়ে তাঁহার প্রতি আক্রমণ করণ কি তাঁহার বাধা দেওন	ঐ	ওয়ারেন্ট	ঐ	ঐ	৩ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কিম্বা ঐ দুই দণ্ড	সেশন আদালত কিম্বা প্রেসিডেন্সী মাজিস্ট্রেট কি প্রথম শ্রেণীর মাজিস্ট্রেট।

ধারা।	অপরাধ।	৩ পুলিস ওয়ারেণ্ট বিনা ধৃত করিতে পারে কি না	৪ সাধারণতঃ প্রথমে ওয়ারেণ্ট কি সমন দিতে হয়	৫ হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারে কি না	৬ রফা করা যাইতে পারে কি না।	৭ ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইন মতে দণ্ড।	৮ যে আদালতের বিচার্য্য।
১৫৩	হাঙ্গামা করিবার অভিপ্রায়ে অকারণে রাগ জন্মাওন, হাঙ্গামা হইলে	ওয়ারেণ্ট বিনা ধৃত করিতে পারে	ওয়ারেণ্ট	হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারে	রফা করা যাইতে পারে না	১ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড	কোন মাজিষ্টেট।
	হাঙ্গামা না হইলে	ঐ	সমন	ঐ	ঐ	৬ মাস পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড	ঐ
১৫৪	হাঙ্গামা প্রভৃতির সম্বাদ ভূমির স্বামীর কি দখলিকারের না দেওন	ওয়ারেণ্ট বিনা ধৃত করিবে না	ঐ	ঐ	ঐ	১০০৲ টাকা অর্থদণ্ড	প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কিম্বা প্রথম বা দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট।
১৫৫	যাহার উপকারার্থে কি সপক্ষে হাঙ্গামা হয় তাহার ঐ হাঙ্গামা নিবারণের আইন সিদ্ধ সকল উপায়মতে কার্য্য না করণ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	অর্থদণ্ড	ঐ

(৩২৮)

১৫৬	যে স্বামীর কি দখলিকারের উপকারার্থে হাঙ্গামা হয় তাহার গোমস্তার তাহা নিবারণের আইনসিদ্ধ সকল উপায় মতে কার্য্য না করণ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
১৫৭	বেআইনীমত জনতার নিমিত্তে যাহাদিগকে ঠিকা করিয়া রাখা যায় তাহাদিগকে আশ্রয় দেওন।	ওয়ারেণ্ট বিনা ধৃত করিতে পারে	ঐ	ঐ	ঐ	৬ মাস পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড	ঐ
১৫৮	বেআইনীমত জনতাতে কি হাঙ্গামাতে সাহায্য করিবার জন্যে ঠিকারূপে নিযুক্ত হওন	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
	কিম্বা অস্ত্র লইয়া গমন করণ	ঐ	ওয়ারেণ্ট	ঐ	ঐ	২ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড	ঐ
১৬০	দাঙ্গা করণ	ওয়ারেণ্ট বিনা ধৃত করিবে না	সমন	ঐ	ঐ	এক মাস পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কিম্বা এক শত টাকা অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড	কোন মাজিষ্ট্রেট।

(৩২৯)

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
ধারা	অপরাধ।	পোলীস ওয়ারেন্ট বিনা ধৃত করিতে পারে কি না	সামান্যতঃ প্রথমে ওয়ারেন্ট কি সমন দিতে হয়	জামিন লওয়া যাইতে পারে কি না	রফা করা যাইতে পারে কি না।	ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইন মত দণ্ড।	কোন আদালতের বিচার্য্য।
১৬১	রাজকীয় কার্য্যকারক হইয়া কি হইবার অপেক্ষা করিয়া স্বীয় পদ সংক্রান্ত কোন কর্ম্ম করণার্থে আইনমত বেতন ভিন্ন পারিতোষিক গ্রহণকরণ	ওয়ারেন্ট বিনা ধৃত করিবে না	সমন	জামিন লওয়া যাইতে পারে	রফা করা যাইতে পারে না	৩ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড	সেশন আদালত কিম্বা প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কি প্রথমশ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট।
১৬২	দুর্ব্বীর কি বেআইনী মত উপায়ে রাজকীয় কার্য্যকারককে লওয়াইবার জন্য পারিতোষিক গ্রহণ করণ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
১৬৩	রাজকীয় কর্ম্মকারকের নিকটে স্বীয় প্রতিপত্তি ক্রমে কোন কার্য্য করাইবার জন্য পারিতোষিক গ্রহণ করণ .	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	এক বৎসর পর্য্যন্ত সামান্য কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড	প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কিম্বা প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট।
১৬৪	রাজকীয় কর্ম্মকারকের সম্পর্কে ইহার পূর্ব্বে দুই ধারার অপরাধ হইলে নিজ দ্বারা তাহার সহায়তা	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	৩ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড	সেশন আদালতে কিম্বা প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কি প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট।
১৬৫	রাজকীয় কার্য্যকারক যে মোকদ্দমা শুনেন কি যে কার্য্য করেন তাহার সম্পর্কযুক্ত ব্যক্তির স্থানে বিনা মূল্যে মূল্যবান বস্তু গ্রহণ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	২ বৎসর পর্য্যন্ত সামান্য কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড	প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কিম্বা প্রথম কি দ্বিতীয় শ্রেণী মাজিষ্ট্রেট।
১৬৬	কোন ব্যক্তির হানি করিবার অভিপ্রায়ে আইনের বিধি রাজকীয় কার্য্যকারকের না মানন	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	১ বৎসর পর্য্যন্ত সামান্য কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড	ঐ
১৬৭	হানি করিবার অভিপ্রায়ে রাজকীয় কর্ম্মকারকের অশুদ্ধলিপি করণ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	৩ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড	সেশন আদালত কি প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কি প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট।

১ ধারা।	২ অপরাধ।	৩ পোলীস ওয়ারণ্ট বিনা ধৃত করিতে পারে কি না	৪ সামান্যতঃ প্রথমে ওয়ারণ্ট বা সমন দিতে হয়।	৫ হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারে কি না।	৬ রফা করা যাইতে পারে কি না।	৭ ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইন মত দণ্ড।	৮ যে আদালতের বিচার্য্য।
১৬৮	রাজকীয় কার্য্যকারকের বেআইনীমতে বাণিজ্য করণ	ওয়ারণ্ট বিনা ধৃত করিবে না	সমন	হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারে	রফা করা যাইতে পারে না	১ বৎসর পর্য্যন্ত সামান্য কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড	প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কিম্বা প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট
১৬৯	রাজকীয় কার্য্যকারকের বেআইনীমতে সম্পত্তি ক্রয় করণ কি নীলামে ডাকন	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	২ বৎসর পর্য্যন্ত সামান্য কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড এবং সম্পত্তি ক্রয় করা গেলে ঐ সম্পত্তি দণ্ড	ঐ
১৭০	কোন ব্যক্তির আপনাকে রাজকীয় কার্য্যকারক বলিয়া দেখাওন	ওয়ারণ্ট বিনা ধৃত করিতে পারে	ওয়ারণ্ট	ঐ	ঐ	২ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড	কোন মাজিষ্ট্রেট।
১৭১	প্রতারণাভাবে রাজকীয় কর্ম্মকারকের পোষাক কি চিহ্ন পরিধান কি ধারণ	ঐ	সমন	ঐ	ঐ	৩ মাস পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি ২০০ টাকা অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড	ঐ

(৩৩২)

১৭২	রাজকীয় কার্য্যকারকের স্থানে সমন কি অন্য পরওয়ানা না পাইবার জন্যে পলায়ন করণ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	১ মাস পর্য্যন্ত সামান্য কারাদণ্ড কি ৫০০৲ টাকা অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড	ঐ
	সমনে কি নোটিসে স্বয়ং আদালতে উপস্থিত হওন প্রভৃতির আজ্ঞা হইলে	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	৬ মাস পর্য্যন্ত সামান্য কারাদণ্ড কি ১০০০৲ টাকা অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড	ঐ
১৭৩	কোন সমন কি নোটিস দেওয়া কি লটকাইয়া দেওয়া নিবারণ করণ কিম্বা লটকাইয়া দেওয়া গেলে তাহা উঠাইয়া দেওন কি ঘোষণানিবারণ করণ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	এক মাস পর্য্যন্ত সামান্য কারাদণ্ড কি ৫০০৲ টাকা অর্থদণ্ড কি ঐ দণ্ড	প্রেসীডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কিম্বা প্রথম কি দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট।
	ঐ সমন প্রভৃতিতে স্বয়ং আদালতে উপস্থিত হওন প্রভৃতির আজ্ঞা হইলে	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	৬ মাস পর্য্যন্ত সামান্য কারাদণ্ড কি ১০০০৲ টাকা অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড	ঐ

(৩৩৩)

১ ধারা।	২ অপরাধ	৩ পুলিস ওয়ারেন্ট বিনা ধৃত করিতে পারে কি না	৪ সমনমতঃ প্রথম ওয়ারেন্ট বা সমন দিতে হয়	৫ হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারে কি না।	৬ রফা করা যা হতে পারে কি না	৭ ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইন মত দণ্ড।	৮ যে আদালতের বিচার্য
১৭৪	স্থানবিশেষে স্বয়ং কি মোক্তারের দ্বারা উপস্থিত হইবার আইনমত আজ্ঞা অমান্য করণ, কিম্বা অনুমতি না পাইয়া চলিয়া যাওন	ওয়ারেন্ট বিনা ধৃত করিবে না।	সমন	হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারে	রফা করা যা হতে পারে না।	১ মাস পর্য্যন্ত সামান্য কারাদণ্ড কি ৫০৲ টাকা অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড	কোন মাজিষ্ট্রেট।
	আদালতে স্বয়ং উপস্থিত হওন প্রভৃতির ঐ আজ্ঞা হইলে	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	৬ মাস পর্য্যন্ত সামান্য কারাদণ্ড কি ১০০০৲ টাকা অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড	ঐ
১৭৫	আইনমতে রাজকীয় কার্য্যকারকের নিকটে দলীল উপস্থিত কি অর্পণ করিতে বদ্ধ হইয়া উপস্থিত করিতে ইচ্ছাপূর্ব্বক ত্রুটি করণ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	১ মাস পর্য্যন্ত সামান্য কারাদণ্ড কি ৫০০৲ টাকা অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড	যে আদালতে ঐ অপরাধ করা যায় এই আইনের ৩৫ ধারার বিধানাধীনে সেই আদালত কিম্বা অপরাধ আদালত না হইলে প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কিম্বা প্রথম কি দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট।
	সেই দলীল আদালতে উপস্থিত কি অর্পণ করিবার আজ্ঞা হইলে	ঐ	ঐ	ঐ	রফা করা যাইতে পারে কি না	৬ মাস পর্য্যন্ত সামান্য কারাদণ্ড কি ১০০০৲ টাকা অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড	ঐ
১৭৬	রাজকীয় কার্য্যকারকের নিকটে নোটিস কি সম্বাদ দিতে আইনমতে বদ্ধ হওয়া তাহা দেওনে ইচ্ছাপূর্ব্বক ত্রুটি করণ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	১ মাস পর্য্যন্ত সামান্য কারাদণ্ড কি ৫০০৲ টাকা অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড	প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কিম্বা প্রথম কি দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট
	সেই নোটিস কি সম্বাদ অপরাধ প্রভৃতি করণ বিষয়ের হইলে	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	৬ মাস পর্য্যন্ত সামান্য কারাদণ্ড কি ১০০০৲ টাকা অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড	ঐ
১৭৭	রাজকীয় কার্য্যকারককে জানিয়া শুনিয়া মিথ্যা সম্বাদ দেওন	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	৬ মাস পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কিম্বা ১০০০৲ টাকা অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড	ঐ
	প্রয়োজনীয় সম্বাদ অপরাধ প্রভৃতিকরণ বিষয়ের হইলে	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	২ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড	ঐ

১ ধারা	২ অপরাধ।	৩ পোলীস ওয়ারেণ্ট ব্যতিরেকে প্রতিবাদীকে ধৃত করিতে পারে কি না।	[illegible] প্রথমে ওয়ারেণ্ট বা সমন দিতে হয়।	৫ হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারে কি না।	৬ রফা করা যা হইতে পারে কি না।	৭ ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইন মত দণ্ড।	৮ যে আদালতের বিচার্য্য।
১৭৮	রাজকীয় কার্য্যকারক নিয়মিত রূপে শপথ করিতে আজ্ঞা করিলে শপথ করিতে অস্বীকার করণ	ওয়ারেণ্ট বিনা ধৃত করিবে না	সমন	হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারে	রফা করা যাইতে পারে কি না	৬ মাস পর্য্যন্ত সামান্য কারাদণ্ড কি ১০০০৲ টাকা অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড।	যে আদালতে ঐ অপরাধ করা যায় এই আইনের ৩৫ অধ্যায়ের বিধানাধীনে সেই আদালতে কিম্বা আদালতে অপরাধ না হইলে প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট কিম্বা প্রথম কি দ্বিতীয় শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেট।
১৭৯	সত্য কহিতে আইনমতে বদ্ধ হইয়া প্রশ্নের উত্তর দিতে অস্বীকার করণ।	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
১৮০	রাজকীয় কার্য্যকারকের নিকটে যে কথার বর্ণনা করা যায় তাহাতে স্বাক্ষর করিতে আইনমতে আজ্ঞা পাইলেও অস্বীকার করণ।	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	৩ মাস পর্য্যন্ত সামান্য কারাদণ্ড কি ৫০০৲ টাকা অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড।	ঐ
১৮১	রাজকীয় কার্য্যকারকের সম্মুখে শপথ করিয়া জ্ঞানপূর্ব্বক সত্য বলিয়া মিথ্যা কথা কহন।	ঐ	ওয়ারেণ্ট।	ঐ	ঐ	৩ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড [illegible] অর্থ দণ্ড।	সেশন আদালত কিম্বা প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট কি প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেট।
১৮২	রাজকীয় কার্য্য কারক আইনমত ক্ষমতাক্রমে অন্য ব্যক্তির হানি করেন কি তাহাকে ক্লেশ দেন এই অভিপ্রায়ে তাঁহাকে মিথ্যা সম্বাদ দেওন	ঐ	সমন	ঐ	ঐ	৬ মাস পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি ১০০০৲ টাকা অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড।	প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট কি প্রথম কি দ্বিতীয় শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেট।

১ ধারা	২ অপরাধ।	৩ পোলীস ওয়ারণ্ট বিনা ধৃত করিতে পারে কি না।	৪ সামান্যতঃ প্রথম ওয়ারণ্ট বা সমন দিতে হয়।	৫ হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারে কি না।	৬ রফা করা যাইতে পারে কি না	৭ ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইন-মত দণ্ড।	৮ যে আদালতের বিচার্য্য।
১৮৩	রাজকীয় কার্য্যকারক আইনসিদ্ধ ক্ষমতাতে সম্পত্তি লইতে গেলে বলপূর্ব্বক তাঁহার বাধা দেওন।	ওয়ারণ্ট বিনা ধৃত করিবে না	সমন	হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারে	রফা করা যাইতে পারে না।	৬ মাস পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি ১০০০৲ টাকা অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড।	প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কি প্রথম কি দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট।
১৮৪	রাজকীয় কার্য্যকারকের ক্ষমতাক্রমে যে সম্পত্তি বিক্রয় হইবার জন্যে প্রকাশ হয় তাহার বিক্রয়ের বাধা দেওন।	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	১ মাস পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি ৫০০ টাকা অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড	ঐ
১৮৫	আইনসিদ্ধ ক্ষমতাক্রমে সম্পত্তির নীলাম হওন কালে আইনক্রমে অক্ষম ব্যক্তির তাহা ক্রয় করিবার মূল্য ডাকন কিম্বা ডাকিলে যে দায় ঘটে তাহা সফল করিবার মানস বিনা ডাকন	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	১ মাস পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি ২০০৲ টাকা অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড।	ঐ
১৮৬	রাজকীয় কার্য্য কারকের স্বীয় পদের কর্ম্ম করণ কালে তাঁহাকে বাধা দেওন।	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	৩ মাস পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কিম্বা ৫০০৲ টাকা অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড	ঐ
১৮৭	রাজকীয় কার্য্য কারকের সাহায্য করিতে আইন-মতে আবদ্ধ হইয়া তাহা না করণ।	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	১ মাস পর্য্যন্ত সামান্য কারাদণ্ড কি ২০০৲ টাকা অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড।	ঐ
	পরওয়ানামতে কার্য্যকরণার্থে কি অপরাধ প্রভৃতি নিবারণার্থে রাজকীয় কার্য্যকারক সাহায্য চাহিলে ইচ্ছা পূর্ব্বক তাহার সাহায্য না করণ।	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	৬ মাস পর্য্যন্ত সামান্য কারাদণ্ড কি ৫০০৲ টাকা অর্থ দণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড।	ঐ
১৮৮	রাজকীয় কার্য্যকারক আইনমতে যে আজ্ঞা প্রচার করেন তাহা অমান্য করণ, সেই অমান্যনে ন্যায্য কর্ম্মে প্রবৃত্ত ব্যক্তিদের বাধা কি ক্লেশ কি হানি হইলে।	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	১ মাস পর্য্যন্ত সামান্য কারাদণ্ড কি ২০০৲ টাকা অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড।	ঐ

১ ধারা	২ অপরাধ	৩ পোলীস ওয়ারেন্ট বিনা ধৃত করিতে পারে কি না।	৪ সামান্যতঃ প্রথমে ওয়ারেন্ট বা সমন দিতে হয়	৫ হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারে কি না।	৬ রফা করা যাইতে পারে কি না।	৭ ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইনমত দণ্ড।	৮ যে আদালতের বিচার্য্য।
	সেই অমাননে মনুষ্যের প্রাণের কি স্বাস্থ্যের কি নিরাপদ প্রভৃতির আশঙ্কা হইলে।	ওয়ারেন্ট বিনা ধৃত করিবে না	সমন	হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারে।	রফা করা যাইতে পারে না	৬ মাস পর্য্যন্ত কারাদণ্ড কি ১০০০৲ টাকা অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড।	প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কিম্বা প্রথম কি দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট।
১৮৯	রাজকীয় কার্য্যকারকের পদসংক্রান্ত কোন কর্ম্ম করিবার কি না করিবার প্রবৃত্তি জন্মাইবার জন্য তাঁহার, কিম্বা যে ব্যক্তির লাভালাভে তাঁহার সম্পর্ক থাকে তাঁহার হানি করিবার ভয় দর্শাওন।	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	২ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড।	ঐ
১৯০	কোন ব্যক্তি হানি হইতে রক্ষা পাইবার জন্যে আইনমতে দরখাস্ত না করে এই কারণে তাহাকে ভয় দেখাওন	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	এক বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড	ঐ

১১ একাদশ অধ্যায়। মিথ্যা প্রমাণের ও সাধারণের যথার্থ বিচার হইবার বাধাজনক অপরাধের বিধান।

১৯৩	মোকদ্দমা প্রভৃতি কার্য্যেতে মিথ্যা সাক্ষ্য দেওন কি প্রস্তুত করণ	ওয়ারেন্ট বিনা ধৃত করিবে না।	ওয়ারেন্ট	হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারে	রফা করা যাইতে পারে না।	৭ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড	সেশন আদালত কিম্বা প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কি প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট।
	অন্য কোন স্থলে মিথ্যা সাক্ষ্য দেওন কি প্রস্তুত করণ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	৩ বৎসর পর্য্যন্ত কোন প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড	ঐ
১৯৪	কোন ব্যক্তির প্রাণদণ্ডের অপরাধ নির্ণয় হয় এই মানসে মিথ্যা সাক্ষ্য দেওন কি প্রস্তুত করণ।	ঐ	ঐ	হাজির জামিন লওয়া যাইবে না	ঐ	যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ কিম্বা কঠিন পরিশ্রম সহিত ১০ বৎসর কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড	সেশন আদালত।
	তদ্দ্বারা নির্দ্দোষী ব্যক্তির অপরাধ নির্ণয় হইয়া প্রাণদণ্ড হইলে	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	প্রাণদণ্ড কিম্বা পূর্ব্বোক্ত দণ্ড	ঐ
১৯৫	যাবজ্জীবনদ্বীপান্তর প্রেরণের কি সাত বৎসরের অধিক কাল কারাদণ্ডের উপযুক্ত অপরাধ নির্ণয় হইবার মানসে মিথ্যা সাক্ষ্য দেওন কি প্রস্তুত করণ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	অপরাধের যে দণ্ড সেই	ঐ

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
ধারা	অপরাধ।	পুলিস ওয়ারেণ্ট বিনা ধৃত করিতে পারে কি না।	সাধারণতঃ প্রথমে ওয়ারেণ্ট বা সমন দিতে হয়।	হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারে কি না।	রফা করা যাইতে পারে কি না।	ভারতবর্ষের দণ্ড বিধির আইনমত দণ্ড।	যে আদালতের বিচার্য্য।
১৯৬	প্রমাণ মিথ্যা কি কৃত্রিম জানিয়া মোকদ্দমা প্রভৃতি কার্য্যে তাহার ব্যবহার করণ	ওয়ারেণ্ট বিনা ধৃত করিবে না।	ওয়ারেণ্ট।	ঐ প্রকার সেইরূপ অপরাধের জন্যে হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারিবে কি না পারিবে তদনুসারে।	রফা করা যাইতে পারে না।	মিথ্যা সাক্ষ্য দেওনের কি প্রস্তুত করণের যে দণ্ড সেই	সেশন আদালত কি প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কিম্বা প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট।
১৯৭	যে বৃত্তান্ত বিষয়ে আইন মতে সার্টিফিকেট প্রমাণ স্বরূপ গ্রাহ্য হয় জ্ঞান পূর্ব্বক সেই বৃত্তান্তের মিথ্যা সার্টিফিকেট দেওন কি তাহাতে স্বাক্ষর করণ।	ঐ	ঐ	হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারে।	ঐ	মিথ্যা সাক্ষ্য দেওনের যে দণ্ড সেই	ঐ
১৯৮	কোন সার্টিফিকেট গুরুতর অংশে মিথ্যা জানিয়া প্রকৃত বলিয়া ব্যবহার করণ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ ঐ	ঐ
১৯৯	যে নির্দ্দেশ বাক্য আইনমতে প্রমাণ স্বরূপে গ্রাহ্য হয় তন্মধ্যে মিথ্যা উক্তি করণ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
২০০	সেইরূপ নির্দ্দেশ বাক্য মিথ্যা জানিয়া সত্য বলিয়া ব্যবহার করণ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
২০১	অপরাধীকে রক্ষা করণার্থে অপরাধের প্রমাণ অদৃশ্য করণ কিম্বা তাহার মিথ্যা সম্বাদ দেওন প্রাণদণ্ডের যোগ্য অপরাধ হইলে	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	৭ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড	সেশন আদালত।
	দ্বীপান্তর প্রেরণ কি ১০ বৎসর কারাদণ্ডের যোগ্য অপরাধ হইলে	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	৩ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড	সেশন আদালত কিম্বা প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কি প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট।

১ ধারা।	২ অপরাধ।	৩ পোলীস ওয়ারেন্ট বিনা ধৃত করিতে পারে কি না	৪ সাধারণতঃ প্রথমে ওয়ারেন্ট বা, সমন দিতে হয়।	৫ হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারে কি না।	৬ রফা করা যা ইতে পারে কি না।	৭ ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইনমত দণ্ড।	৮ যে আদালতের বিচার্য্য।
১	১০ বৎসরের ন্যূন কারা দণ্ডের যোগ্য অপরাধ হইলে	ওয়ারেন্ট বিনা ধৃত করিবে না	ওয়ারেন্ট	হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারে	রফা করা যাইতে পারে না	অপরাধের জন্য অত্যধিক যত কাল যে প্রকারের কারাদণ্ড হয় তাহার চতুর্থাংশ কাল সেই প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড	প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কিম্বা প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট কিম্বা অপরাধ যে আদালতের বিচার্য্য সেই আদালত।
২০২	যে ব্যক্তি আইনমতে অপরাধের সম্বাদ দিতে আবদ্ধ তাহার জ্ঞানপূর্ব্বক সম্বাদ না দেওন	ঐ	সমন	ঐ	ঐ	৬ মাস পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড	প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কি প্রথম কি দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট।
২০৩	যে অপরাধ করা গিয়াছে তাহার মিথ্যা সম্বাদ দেওন	ঐ	ওয়ারেন্ট	ঐ	ঐ	২ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড	ঐ
২০৪	কোন দলীল প্রমাণস্বরূপে উপস্থিত না হইবার অভিপ্রায়ে তাহা গুপ্ত কি নষ্ট করণ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কিম্বা প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট।
২০৫	কোন মোকদ্দমায় কি ফৌজদারী নালিশে কোন কর্ম্মের কি আনুষ্ঠানিক কার্য্যের কিম্বা হাজির জামিন কি প্রতিভূ হইবার জন্যে আপনাকে অন্য ব্যক্তিরূপে পরিচয় দেওন	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	৩ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড	সেশন আদালত কিম্বা প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কিম্বা প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট।
২০৬	দণ্ডস্বরূপ কিম্বা অর্থদণ্ডের আজ্ঞানুক্রমে কিম্বা ডিক্রীজারীক্রমে সম্পত্তি ক্রোক না হয় এই জন্যে তাহা প্রতারণাভাবে স্থানান্তর কি গোপনকরণ প্রভৃতি	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	২ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড	প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কি প্রথম কি দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট।

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
ধারা।	অপরাধ।	পুলিস ওয়ারেন্ট বিনা ধৃত করিতে পারে কি না	সাধারণতঃ প্রথমে ওয়ারেন্ট না সমন দিতে হয়।	হাজির জামিন [illegible] যাইতে পারে কি না।	রফা করা যাইতে পারে কি না।	ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইন মত দণ্ড।	যে আদালতের বিচার্য।
২০৭	দণ্ডস্বরূপ কিম্বা অর্থদণ্ডের আজ্ঞানুক্রমে কিম্বা ডিক্রি জারীক্রমে সম্পত্তি ক্রোক না হয়, এই নিমিত্তে স্বত্ব না থাকিলেও সেই সম্পত্তির দাওয়া করণ কিম্বা তৎসম্বন্ধে কোন স্বত্ব-বিষয়ে প্রতারণার কার্য্য করণ	ওয়ারেন্ট বিনা ধৃত করিবে না	ওয়ারেন্ট	হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারে	রফা করা যাইতে পারে না	২ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড।	প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কিম্বা প্রথম বা দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট।
২০৮	যে টাকা প্রাপ্য নহে তাহার নিমিত্তে প্রতারণাক্রমে ডিক্রী হইতে দেওন কিম্বা ডিক্রীর টাকা দেওয়া গেলে পর তাহা জারী হইতে দেওন	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কি প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট
২০৯	আদালতে মিথ্যা দাওয়া করণ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	২ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড	ঐ
২১০	যে টাকা পাওনা নয় তাহার নিমিত্তে প্রতারণাক্রমে ডিক্রী পাওন কিম্বা ডিক্রীমত কার্য্য হইলে পর তাহা জারী করাওন	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	২ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড	ঐ
২১১	হানি করিবার মানসে অপরাধের মিথ্যা অভিযোগ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	২ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড	ঐ
	অপরাধের অভিযোগ হইলে তদর্থে প্রাণদণ্ড কি যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ দণ্ড কিম্বা ৭ বৎসরের অধিক কাল কারাদণ্ড হইতে পারিলে	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	৭ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড।	সেশন আদালত।
২১২	অপরাধীকে আশ্রয় দেওন প্রাণদণ্ডের উপযুক্ত অপরাধ হইলে	ওয়ারেন্ট বিনা ধৃত করিতে পারে	ঐ	ঐ	ঐ	৫ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড	সেশন আদালত কিম্বা প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কি প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট।

১ ধারা।	২ অপরাধ।	৩ পোলীস ওয়ারেন্ট বিনা ধৃত করিতে পারে কি না।	৪ সাধারণতঃ প্রথমে ওয়ারেন্ট বা সমন দিতে হয়।	৫ হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারে কি না।	৬ রফা করা যাইতে পারে কি না।	৭ ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইন মত দণ্ড।	৮ যে আদালতের বিচার্য্য।
	যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ দণ্ডের কি ১০ বৎসর কারাদণ্ডের উপযুক্ত অপরাধ হইলে	ওয়ারেন্ট বিনা ধৃত করিতে পারে	ওয়ারেন্ট	হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারে	রফা করা যাইতে পারে না।	৩ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড [redacted] অর্থদণ্ড	সেশন আদালত কিম্বা প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কি প্রথমশ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট।
	১০ বৎসর না হইয়া ১ বৎসর কারাদণ্ডের যোগ্য অপরাধ হইলে	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	অপরাধের নিমিত্ত অত্যধিক যত কাল যে প্রকারের কারাদণ্ড নির্দ্ধারিত হইয়াছে তাহার ১ চতুর্থাংশ কাল কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড	প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কি প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট কি অপরাধ যে আদালতের বিচার্য্য সেই আদালত
২১৩	অপরাধীকে দণ্ড হইতে রক্ষা করণার্থে দানাদি গ্রহণ। প্রাণদণ্ডের উপযুক্ত অপরাধ হইলে	ওয়ারেন্ট বিনা ধৃত করিবে না।	ঐ	ঐ	ঐ	৭ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড	সেশন আদালত।
	যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ কি ১০ বৎসর কারাদণ্ডের উপযুক্ত অপরাধ হইলে	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	৩ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড	সেশন আদালত কি প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কি প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট।
	১০ বৎসর ন্যূন কারাদণ্ডের যোগ্য অপরাধ হইলে	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	অপরাধের নিমিত্তে অত্যধিক যত কাল যে প্রকারের কারাদণ্ড নির্দ্ধারিত হইয়াছে তাহার চতুর্থাংশকাল সেই প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড	প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কি প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট কি অপরাধ যে আদালতের বিচার্য্য সেই আদালত।
২১৪	অপরাধীর রক্ষা হয় এই জন্যে সম্পত্তি ফিরিয়া দিবার কি দান করিবার প্রস্তাব করণ। প্রাণদণ্ডের যোগ্য অপরাধ হইলে	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	৭ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড [redacted] অর্থদণ্ড	সেশন আদালত।

১ ধারা।	২ অপরাধ।	৩ পোলীস ওয়ারেণ্ট বিনা ধৃত করিতে পারে কি না।	৪ সাধারণতঃ প্রথমে ওয়ারেণ্ট বা সমন দিতে হয়।	৫ হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারে কি না।	৬ রফা করা যাইতে পারে কি না।	৭ ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধির আইন মত দণ্ড।	৮ যে আদালতে বিচার্য।
	যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ দণ্ডের কি ১০ বৎসর কারাদণ্ডের যোগ্য অপরাধ হইলে	ওয়ারেণ্ট বিনা ধৃত করিবে না।	ওয়ারেণ্ট	হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারে	রফা করা যাইতে পারে না	৩ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড অর্থদণ্ড	সেশন আদালত কিম্বা প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কি প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট।
	১০ বৎসরের ন্যূন কারাদণ্ডের যোগ্য অপরাধ হইলে	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	অপরাধের অত্যধিক যত কাল যে প্রকারের কারাদণ্ড নির্দ্ধারিত হইয়াছে তাহার চতুর্থাংশ কাল সেই প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড	প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কি প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট কি অপরাধ যে আদালতের বিচার্য্য সেই আদালত।
২১৫	অপরাধ দ্বারা কোন ব্যক্তির যে অস্থাবর সম্পত্তি হরণ হইয়াছে অপরাধীকে ধৃত না করাইয়া তাহা ফিরিয়া দেওয়াইবার সাহায্যার্থে দান গ্রহণ করণ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	২ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড	প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কি প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট।
২১৬	অপরাধী কয়েদ হইতে পলাইলে কি তাহাকে ধরিবার আজ্ঞা বাহির হইলে তাহাকে আশ্রয় দেওন। প্রাণ দণ্ডের যোগ্য অপরাধ হইলে	ওয়ারেণ্ট বিনা ধৃত করিতে পারে	ঐ	ঐ	ঐ	৭ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড	সেশন আদালত কিম্বা প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কি প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট।
	যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ কি ১০ বৎসর কারাদণ্ডের যোগ্য অপরাধ হইলে	ওয়ারেণ্ট বিনা ধৃত করিতে পারে	ঐ	ঐ	ঐ	৩ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড অর্থদণ্ড	ঐ

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
ধারা।	অপরাধ।	পোলীস ওয়ারেন্ট ব্যতীত গ্রেপ্তার করিতে পারে কিনা।	ওয়ারেন্ট কি সমন নির্দ্দিষ্ট হয়।	জামিন লওয়া যাইতে পারে কিনা।	রফা করা যাইতে পারে কিনা।	ভারতবর্ষের দণ্ডবিধি আইনের দণ্ড।	যে আদালতে বিচার্য্য।
[illegible]	১০ বৎসর না হইয়া ১ বৎসর কারাদণ্ডের যোগ্য অপরাধ হইলে	ওয়ারেন্ট বিনা ধৃত করিতে পারে	ওয়ারেন্ট।	জামিন লওয়া যাইতে পারে	রফা করা যাইতে পারে না।	অপরাধের নিমিত্তে অধিক যতকাল যে প্রকারের কারাদণ্ড নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে তাহার চতুর্থাংশ কাল সেই প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড	প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কি প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট কি অপরাধের যে আদালতে বিচার্য্য সেই আদালত।
২১৭	ব্যক্তির দণ্ড কি সম্পত্তি দণ্ড না হইবার নিমিত্তে রাজকীয় কার্য্যকারক কর্ত্তৃক আইনের আজ্ঞা অমান্যকরণ	ওয়ারেন্ট বিনা ধৃত করিবে না	সমন	ঐ	ঐ	২ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড	প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কি প্রথম কি দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট।
২১৮	ব্যক্তির দণ্ড কি সম্পত্তি দণ্ড না হইবার নিমিত্তে রাজকীয় কার্য্যকারকের অশুদ্ধ রিকার্ড কি লিপিকরণ	ঐ	ওয়ারেন্ট	ঐ	ঐ	৩ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড	সেশন আদালত।
২১৯	মোকদ্দমা প্রভৃতিতে রাজকীয় কার্য্যকারকের কোন আজ্ঞা কি রিপোর্ট কি করণনা কি নিষ্পত্তি আইনবিরুদ্ধ জানিয়া করণ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	৭ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড	ঐ
২২০	কোন ব্যক্তিকে বিচারার্থে কিম্বা কারাগারে সমর্পণ করা আইন বিরুদ্ধ জানিয়া ক্ষমতাপন্ন ব্যক্তির সেই কার্য্যকরণ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
২২১	আইনমতে অপরাধীকে ধরিতে বদ্ধ হইয়া রাজকীয় কার্য্যকারকের জ্ঞানপূর্ব্বক ধরিবার ত্রুটি করণ। প্রাণ দণ্ডের যোগ্য অপরাধ হইলে	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	অর্থদণ্ড সহিত কি তদ্ভিন্ন ৭ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড	ঐ
	যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ কি ১০ বৎসর কারাদণ্ডের যোগ্য অপরাধ হইলে	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	অর্থদণ্ড সহিত কি তদ্ভিন্ন ৩ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড	সেশন আদালত কি প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কি প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট।

১ ধারা	২ অপরাধ	৩ পোলীষ ওয়ারেন্ট বিনা ধৃত করিতে পারে কি না।	৪ সাধারণতঃ প্রথমে ওয়ারেন্ট বা সমন দিতে হয়।	৫ হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারে কি না।	৬ রফা করা যাইতে পারে কি না।	৭ ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইনমত দণ্ড।	৮ যে আদালতের বিচার্য।
	১০ বৎসরের ন্যূন কাল কারাদণ্ডের যোগ্য অপরাধ হইলে	ওয়ারেন্ট বিনা ধৃত করিবে না	ওয়ারেন্ট	হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারে	রফা করা যাইতে পারে না	অর্থদণ্ড সহিত কি তদ্ভিন্ন ২ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড	প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কিম্বা প্রথম কি দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট।
২২২	আদালতের দণ্ডাজ্ঞাপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে ধরিতে আইনমতে বদ্ধ হইয়া তাহাকে ধরিতে রাজকীয় কার্য্যকারকের ইচ্ছাপূর্ব্বক ত্রুটিকরণ। ঐ ব্যক্তির প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা হইলে	ঐ	ঐ	হাজির জামিন লওয়া যাইবে না	ঐ	অর্থদণ্ড সহিত কি তদ্ভিন্ন যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ কিম্বা ১৪ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড	সেশন আদালত।
	তাহার যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ কি দণ্ডরূপ পরিশ্রম কি ১০ বৎসর কি তদধিক কাল কারাদণ্ডের কি দণ্ডরূপ পরিশ্রম করিবার আজ্ঞা হইলে.	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	অর্থদণ্ড সহিত কি তদ্ভিন্ন ৭ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড	ঐ
	১০ দশ বৎসরের ন্যূন কারাদণ্ডের আজ্ঞা হইলে কিম্বা আইনমতে আবদ্ধ রাখা গেলে	ঐ	ঐ	হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারে	ঐ	৩ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড	সেশন আদালত কিম্বা প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কি প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট।
২২৩	রাজকীয় কার্য্যকারকের অনবধানতাবশ কোন ব্যক্তিকে কারা হইতে পলাইতে দেওন	ঐ	সমন	ঐ	ঐ	২ বৎসর পর্য্যন্ত সামান্য কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড	প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কি প্রথম কি দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট।
২২৪	আইনমতে ধৃত না হওনের জন্যে কোন ব্যক্তির বল পূর্ব্বক বিপক্ষতা করণ কি বাধা দেওন	ওয়ারেন্ট বিনা ধৃত করিতে পারে	ওয়ারেন্ট।	ঐ	ঐ	২ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড	ঐ
২২৫	আইনমতে অন্য ব্যক্তির ধৃত না হওনের জন্য বল পূর্ব্বক বিপক্ষতা করণ কি বাধা দেওন কিম্বা তাহাকে আইনমত আবদ্ধ হইতে ছাড়াইয়া দেওন	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ

১ ধারা	২ অপরাধ।	৩ পুলীস ওয়ারেন্ট বিনা ধৃত করিতে পারে কি না।	৪ সাধারণতঃ প্রথমে ওয়ারেন্ট বা সমন দিতে হয়।	৫ হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারে কি না।	৬ রফা করা যাইতে পারে কি না	৭ ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইন-মত দণ্ড।	৮ যে আদালতের বিচার্য্য।
”	তাহার যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ কি ১০ বৎসর কারাদণ্ডের যোগ্য অপরাধের অভিযোগ হইলে	ওয়ারেন্ট বিনা ধৃত করিতে পারে	ওয়ারেন্ট	হাজির জামিন লওয়া যাইবে না।	রফা করা যাইতে পারে না।	৩ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড।	সেশন আদালত কিম্বা প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কি প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট।
	প্রাণদণ্ডের যোগ্য অপরাধের অভিযোগ হইলে	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	৭ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড	সেশন আদালত।
	তাহার যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ কিম্বা ১০ বৎসর কি তদধিক কাল দ্বীপান্তর প্রেরণ কি দণ্ড রূপ পরিশ্রম করণ দণ্ডের কি কারাদণ্ডের আজ্ঞা হইলে	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
	প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা হইলে	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ কি ১০ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড	ঐ
২২৫ক	সদাচারের প্রতিভূ না দেওন প্রযুক্ত আদেশ হইতে পলায়নকরণ কিম্বা পলাইবার উদ্যোগকরণ	ঐ	ঐ	হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারে	ঐ	এক বৎসর পর্য্যন্ত অন্যতর প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড	প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কি প্রথম কি দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট।
২২৬	দ্বীপান্তরে প্রেরিত হইয়া বেআইনীমতে প্রত্যাগমন	ঐ	ঐ	হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারে না	ঐ	যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ ও তৎপূর্ব্বে অর্থদণ্ড ও ৩ বৎসর পর্য্যন্ত কঠিন পরিশ্রম সহিত কারাদণ্ড	সেশন আদালত।
২২৭	দণ্ড ক্ষমা হইবার নিয়ম লঙ্ঘন	ওয়ারেন্ট বিনা ধৃত করিবে না।	সমন	ঐ	ঐ	প্রথম আজ্ঞামত দণ্ড। তাহার কিঞ্চিৎ ভোগ হইয়া থাকিলে অবশিষ্ট কাল ভোগ	প্রথম অপরাধ যে আদালতের বিচার্য্য সেই আদালত।

১ ধারা।	২ অপরাধ।	৩ পোলীস ওয়ারেন্ট বিনা ধৃত করিতে পারে কি না।	৪ সাধারণতঃ প্রথমে ওয়ারেন্ট বা সমন দিতে হয়।	৫ হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারে কি না।	৬ রফা করা যাইতে পারে কি না।	৭ ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইন মত দণ্ড।	৮ যে আদালতের বিচার্য্য।
২২৮	মোকদ্দমা প্রভৃতির বিচারকালে জ্ঞানপূর্ব্বক রাজকীয় কার্য্যকারকের অপমান করণ কি বাধা দেওন	ওয়ারেন্ট বিনা ধৃত করিবে না	সমন	হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারে	রফা করা যাইতে পারে না	৬ মাস পর্য্যন্ত বিনা পরিশ্রমে কারাদণ্ড কি ১০০০৲ টাকা অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড	এই আইনের ৩৫ অধ্যায়ের বিধানাধীনে যে আদালতে অপরাধ হয় সেই আদালত।
২২৯	আপনাকে জুরর কি আসেস	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	২ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড।	প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কি প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট।
	১২ দ্বাদশ অধ্যায়।—মুদ্রা ও গবর্ণমেন্টের ষ্টাম্প সম্পর্কীয় অপরাধের বিধি।						
২৩১	মুদ্রা কৃত্রিম করণ কি কৃত্রিম করণ সম্পর্কীয় কোন কার্য্য করণ	ওয়ারেন্ট বিনা ধৃত করিতে পারে	ওয়ারেন্ট	হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারে না।	রফা করা যাইতে পারে না।	৭ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড	সেশন আদালত
২৩২	মহারাণীর মুদ্রা কৃত্রিম করণ কি কৃত্রিম করণ সম্পর্কীয় কোন কার্য্য করণ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ কি ১০বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড	সেশন আদালত।
২৩৩	মুদ্রা কৃত্রিম করিবার যন্ত্র নির্ম্মাণ কি ক্রয় কি বিক্রয় করণ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	৩ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড	সেশন আদালত কিম্বা প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কি প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট।
২৩৪	মহারাণীর মুদ্রা কৃত্রিম করিবার নিমিত্তে যন্ত্র নির্ম্মাণ কি ক্রয় কি বিক্রয় করণ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	৭ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড	সেশন আদালত।
২৩৫	মুদ্রা কৃত্রিম করিবার জন্ত কোন যন্ত্র কি দ্রব্য নিকটে রাখন	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	৩ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড	সেশন আদালত কিম্বা প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কি প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট।
	মহারাণীর মুদ্রা হইলে	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	১০ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড	সেশন আদালত।

১ ধারা।	২ অপরাধ	৩ পোলীস ওয়ারেন্ট বিনা ধৃত করিতে পারে কি না।	৪ সাধারণতঃ প্রথমে ওয়ারেন্ট বা সমন দিতে হয়।	৫ হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারে কি না।	৬ রফা করা যাইতে পারে কি না।	৭ ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইন মত দণ্ড।	৮ যে আদালতের বিচার্য।
২৩৬	ভারতবর্ষের মধ্যে বা কিম্বা ব্রিটিষ ভারতবর্ষের বাহিরে মুদ্রা কৃত্রিম করণের সাহায্য করণ	ওয়ারেন্ট বিনা ধৃত করিতে পারে।	ওয়ারেন্ট	হাজির জামিন লওয়া যাইবে না	রফা করা যাইতে পারে না।	ব্রিটিষ ভারতবর্ষের মধ্যে তদ্রূপ মুদ্রা কৃত্রিম করিবার সহায়তার যে দণ্ড সেই দণ্ড	সেশন আদালত।
২৩৭	মুদ্রা কৃত্রিম জ্ঞানে তাহা আমদানী কি রফ্তানী করণ।	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	৩ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড	সেশন আদালত কিম্বা প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কি প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট।
২৩৮	মহারাণীর মুদ্রা কৃত্রিম জ্ঞানে তাহা আমদানী কি রফ্তানী করণ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ কি ১০ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড।	সেশন আদালত।
২৩৯	মুদ্রা প্রাপ্তিকালে কৃত্রিম জ্ঞানে তাহা নিকটে রাখন [illegible] অন্য ব্যক্তিকে দেওন প্রভৃতি	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	[illegible] বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদ[illegible]	সেশন আদালত কিম্বা প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কি প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট।
২৪০	মহারাণীর মুদ্রা সম্পর্কে ঐ অপরাধ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	১০ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড।	সেশন আদালত কিম্বা প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কি প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট।
২৪১	মুদ্রা প্রাপ্তিকালীন কৃত্রিম না জানিয়া পরে তাহা কৃত্রিম জ্ঞানে অকৃত্রিম বলিয়া অন্যকে দেওন	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	২ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কিম্বা কৃত্রিম মুদ্রার মূল্যের দশ গুণ অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড	প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কি প্রথম কি দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট।
২৪২	কৃত্রিম মুদ্রা প্রাপ্তিকালে কৃত্রিম জ্ঞানে নিকটে রাখন।	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	৩ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড [illegible] অর্থদণ্ড।	সেশন আদালত কিম্বা প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কি প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট।
২৪৩	মহারাণীর মুদ্রা প্রাপ্তিকালে কৃত্রিম জ্ঞানে নিকটে রাখন।	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	৭ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড।	ঐ

১ ধারা।	২ অপরাধ।	৩ পুলীস ওয়ারেন্ট বিনা ধৃত করিতে পারে কি না।	৪ সাধারণতঃ প্রথমে ওয়ারেন্ট বা সমন দিতে হয়।	৫ হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারে কি না।	৬ রফা করা যাইতে পারে কি না।	ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইন মত দণ্ড।	যে আদালতের বিচার্য্য।
১২৪৪	মুদ্রা যে ওজনের ও যে ধাতুর মত দিয়া প্রস্তুত করিতে হইবে তদন্যথায় টাকশালে কর্ম্মকারী ব্যক্তির মুদ্রা প্রস্তুত করণ।	ওয়ারেন্ট বিনা ধৃত করিতে পারে।	ওয়ারেন্ট	হাজির জামিন লওয়া যাইবে না।	রফা করা যাইতে পারে না	৭ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড।	সেশন আদালত।
২৪৫	মুদ্রা প্রস্তুত করিবার কোন যন্ত্র টাকশাল হইতে বে আইনমতে বাহির করিয়া লওন।	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ ঐ	ঐ
২৪৬	মুদ্রার ওজন কিম্বা তাহাতে যে ধাতুর মত থাকা উচিত তাহা শঠতাক্রমে ন্যূন করণ।	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	৩ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড।	সেশন আদালত কিম্বা প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কি প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট।
২৪৭	মহারাণীর মুদ্রার ওজন কিম্বা তাহাতে যে ধাতুর মত থাকিতে হয় তাহা শঠতাক্রমে ন্যূন করণ।	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	৭ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড।	ঐ
২৪৮	কোন মুদ্রা অন্য প্রকারের মুদ্রার মত চালাইবার অভিপ্রায়ে তাহার রূপ পরিবর্ত্তন করণ।	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	৩ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড।	ঐ
২৪৯	মহারাণীর মুদ্রা অন্য প্রকারের মুদ্রার মত চালাইবার অভিপ্রায়ে তাহার রূপ পরিবর্ত্তন করণ।	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	৭ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড।	ঐ
২৫০	মুদ্রা প্রাপ্তিকালে তাহা রূপান্তর করা জানিয়া অন্যকে দেওন।	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	৫ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড।	ঐ
২৫১	মহারাণীর মুদ্রা প্রাপ্তিকালে তাহা রূপান্তর করা জানিয়া অন্যকে দেওন।	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	১০ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড।	ঐ

১ ধারা	২ অপরাধ।	৩ পোলীস ওয়ারেণ্ট বিনা ধৃত করিতে পারে কি না।	৪ সাধারণতঃ প্রথমে ওয়ারেণ্ট বা সমন দিতে হয়।	৫ হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারে কি না।	৬ রফা করা যাইতে পারে কি না।	৭ ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইনমত দণ্ড।	৮ যে আদালতের বিচার্য্য।
২৫২	রূপান্তর করা মুদ্রা প্রাপ্তি কালে তাহা রূপান্তর করা জানিয়া নিকটে রাখন	ওয়ারেণ্ট বিনা ধৃত করিতে পারে	ওয়ারেণ্ট।	হাজির জামিন লওয়া যাইবে না	রফা করা যাইতে পারে না।	৩ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড।	সেশন আদালত কি প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কি প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট।
২৫৩	মহারাণীর মুদ্রা প্রাপ্তি কালে তাহা রূপান্তর করা জানিয়া নিকটে রাখন।	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	৫ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড।	ঐ
২৫৪	মুদ্রা প্রাপ্তিকালে রূপান্তর করা না জানিয়া, পরে অকৃত্রিম বলিয়া অন্য ব্যক্তিকে দেওন।	ঐ	ঐ	ঐ		২ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কিম্বা মুদ্রার মূল্যের দশ গুণ অর্থদণ্ড।	প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কি প্রথম কি দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট।
২৫৫	গবর্ণমেণ্টের ইষ্টাম্প কৃত্রিম করণ।	ঐ	ঐ	হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারে		যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ কি ১০ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড।	সেশন আদালত।
২৫৬	গবর্ণমেণ্টের ইষ্টাম্প কৃত্রিম করিবার যন্ত্র কি দ্রব্য নিকটে রাখন।	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	৭ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড অর্থদণ্ড।	ঐ
২৫৭	গবর্ণমেণ্টের ইষ্টাম্প কৃত্রিম করিবার যন্ত্র নির্ম্মাণ কি ক্রয় কি বিক্রয় করণ।	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
২৫৮	গবর্ণমেণ্টের কৃত্রিম ইষ্টাম্প বিক্রয় করণ।	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
২৫৯	গবর্ণমেণ্টের কৃত্রিম ইষ্টাম্প নিকটে রাখন।	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	সেশন আদালত কিম্বা প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কি প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট।
২৬০	গবর্ণমেণ্টের ইষ্টাম্প কৃত্রিম জানিয়া অকৃত্রিমমতে ব্যবহার করণ।	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	৭ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কিম্বা ঐ দুইদণ্ড	ঐ

ধারা।	২ অপরাধ।	৩ পোলিস ওয়ারন্ট বিনা ধৃত করিতে পারে কি না।	৪ সাধারণতঃ প্রথমে ওয়ারন্ট বা সমন দিতে হয়।	৫ হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারে কি না	৬ রফা করা যাইতে পারে কি না।	৭ ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইন মত দণ্ড।	৮ যে আদালতের বিচার্য্য।
২৬১	গবর্ণমেন্টের ইষ্টাম্প বা হাতে থাকে এমত পত্রাদি হইতে কোন লিখন উঠাইয়া দেওন কিম্বা যদীতে যে ইষ্টাম্প দেওয়া গেল গবর্ণমেন্টের ক্ষতি করিবার অভিপ্রায়ে তাহা উঠাইয়া লওন	ওয়ারন্ট বিনা ধৃত করিতে পারে	ওয়ারন্ট	হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারে	রফা করা যাইতে পারে না	৩ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড।	সেশন আদালত কিম্বা প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কি প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট
২৬২	গবর্ণমেন্টের ইষ্টাম্প পূর্ব্বে ব্যবহার হইয়াছে জানিয়া তাহা ব্যবহার করণ।	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	২ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড।	প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কি প্রথম বা দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট।
২৬৩	ইষ্টাম্প ব্যবহার হইলে ইহার চিহ্ন উঠাইয়া দেওন	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	৩ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড	সেশন আদালত কি প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কিম্বা প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট।
	১৩ ত্রয়োদশ অধ্যায়।—ওজন ও পরিমাণ সম্পর্কীয় অপরাধের কথা।						
২৬৪	ওজন করিবার অপ্রকৃত যন্ত্রের শঠতাক্রমে ব্যবহার	ওয়ারন্ট বিনা ধৃত করিবে না।	সমন	হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারে	রফা করা যাইতে পারে না।	১ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড	প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কি প্রথম কি দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট।
২৬৫	অপ্রকৃত বাটখারা কি গজপ্রভৃতি প্রতারণা করিয়া ব্যবহার করণ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
২৬৬	অপ্রকৃত বাটখারা কি গজপ্রভৃতি প্রতারণার কার্য্যে ব্যবহার করিবার জন্য নিকটে রাখন	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
২৬৭	প্রতারণার কার্য্যের নিমিত্তে অপ্রকৃত বাটখারা কি গজ প্রভৃতি নির্ম্মাণ কি বিক্রয় করণ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ

চতুর্দ্দশ অধ্যায় ।—সাধারণ লোকদের স্বাস্থ্যের কি নিরাপদের কি সচ্ছন্দতার কি লজ্জার কি সুনীতির বাধাজনক অপরাধের বিধি।

১ ধারা	২ অপরাধ।	৩ পোলীস ওয়ারেন্ট বিনা ধৃত করিতে পারে কি না।	৪ সাধারণতঃ প্রথমে ওয়ারেন্ট কি সমন দিতে হয়।	৫ হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারে কি না।	৬ রফা করা যাইতে পারে কি না।	৭ ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইন মত দণ্ড।	৮ যে আদালতে বিচার্য্য।
২৬৯	যে কর্ম্মদ্বারা সাংঘাতিক রোগের সঞ্চার হইতে পারে জানিয়া অনবধানে সেই কর্ম্মকরণ	ওয়ারেন্ট বিনা ধৃত করিতে পারে	সমন	হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারে	রফা করা যাইতে পারে না।	৬ মাস পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কি দুই দণ্ড	প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কি প্রথম কি দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট।
২৭০	যে কর্ম্ম দ্বারা সাংঘাতিক রোগের সঞ্চার হইতে পারে জানিয়া দ্বেষপূর্ব্বক সেই কর্ম্ম করণ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	২ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড	ঐ
২৭১	কারান্টাইন বিধি জ্ঞান পূর্ব্বক অমান্য করণ	ওয়ারেন্ট বিনা ধৃত করিবে না	ঐ	ঐ	ঐ	৬ মাস পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড	ঐ
২৭২	মনুষ্যের আহারীয় কি পানীয় যে দ্রব্য বিক্রয়ার্থে হয় তাহাতে দ্রব্য মিশ্রিত করিয়া অস্বাস্থ্যজনক করণ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	৬ মাস পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি ১০০০৲ টাকা অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড	ঐ
২৭৩	আহারীয় কি পানীয় দ্রব্য পীড়াজনক জানিয়া মনুষ্যের আহার কি পানার্থে বিক্রয় করণ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
২৭৪	বিক্রয়ার্থ কোন বণিজ কি ঔষধীয় দ্রব্যের গুণ খর্ব্ব করণার্থে কি তাহার কল পরিবর্ত্তনার্থে কি তাহা পীড়াজনক করণার্থে তাহার সঙ্গে অন্য দ্রব্য মিশ্রিত করণ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
২৭৫	যাহার সঙ্গে অন্য দ্রব্য মিশ্রিত হইয়া দূষিত হইয়াছে জানিয়া এমন কোন বণিজ দ্রব্য কি প্রস্তুত করা ঔষধ, ঔষধালয় হইতে বিক্রয়ার্থে দেওন কি বাহির হইতে দেওন	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ

(৩৫৭)

(৩৫৮)

১ ধারা।	২ অপরাধ	৩ পুলিস ওয়ারেন্ট বিনা ধৃত করিতে পারে কি না	৪ সচরাচর প্রথমে ওয়ারেন্ট বা সমন জারি হয়।	৫ হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারে কি না।	৬ রফা করা যাইতে পারে কি না।	৭ ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইন মতে দণ্ড।	৮ কোন আদালতের বিচার্য্য।
২৭৬	কোন বণিজ কি ঔষধ দ্রব্য জ্ঞানপূর্ব্বক অন্য বণিজ কি ঔষধীয় দ্রব্য স্বরূপে ঔষধালয় হইতে বিক্রয় করণ কি বাহির হইতে দেওন	ওয়ারেন্ট বিনা ধৃত করিবে না।	সমন	হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারে	রফা করা যাইতে পারে না।	৬ মাস পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি ১০০০৲ টাকা অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড	প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কি প্রথম কি দ্বিতীয়শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট।
২৭৭	সাধারণের ব্যবহার্য্য উৎস্ তৈর কি জলাশয়ের জল ময়লা করণ	ওয়ারেন্ট বিনা ধৃত করিতে পারে	ঐ	ঐ	ঐ	৩ মাস পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি ১০০০৲ টাকা অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড	কোন মাজিষ্ট্রেট।
২৭৮	বায়ু পীড়াজনক করণ	ওয়ারেন্ট বিনা ধৃত করিবে না।	ঐ	ঐ	ঐ	১০০৲ টাকা অর্থদণ্ড	ঐ
২৭৯	রাজপথে মনুষ্যের প্রাণাদির আশঙ্কাজনকরূপে অতিবেগে কি অমনোযোগে গাড়ি ঘোড়া প্রভৃতি চালাওন	ওয়ারেন্ট বিনা ধৃত করিতে পারিবে।	ঐ	ঐ	ঐ	৬ মাস পর্য্যন্ত কোন প্রকারের এক কারাদণ্ড কি ১০০০৲ টাকা অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড	ঐ
২৮০	মনুষ্যের প্রাণাদির আশঙ্কাজনকরূপে দুঃসাহসে কি অমনোযোগে নৌকাদি চালাওন	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কি প্রথম কি দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট।
২৮১	মিথ্যা আলো কি চিহ্ন কি বয়া দেখান	ঐ	ওয়ারেন্ট।	ঐ	ঐ	৭ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড	সেশন আদালত।
২৮২	নৌকাদির অবস্থা কি বোঝাই বুঝিয়া প্রাণের আশঙ্কা হইতে পারিলে ও ভাড়া লইয়া কোন ব্যক্তিকে ঐ নৌকাদিতে লওন	ঐ	সমন	ঐ	ঐ	৬ মাস পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি ১০০০৲ টাকা অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড	প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কি প্রথম কি দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট।
২৮৩	রাজপথে কি নৌকাপথে সঙ্কট কি বাধা কি হানিজনক কার্য্য করণ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	২০০৲ টাকা অর্থদণ্ড	ঐ
২৮৪	বিষাল দ্রব্য লইয়া মনুষ্যের প্রাণাদির আশঙ্কাজনক কার্য্য করণ	ওয়ারেন্ট বিনা ধৃত করিবে না	ঐ	ঐ	ঐ	৬ মাস পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি ১০০০৲ টাকা অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড	ঐ

১ ধারা	২ অপরাধ	৩ পোলীস ওয়ারেন্ট বিনা ধৃত করিতে পারে কি না।	৪ সামান্যতঃ প্রথম ওয়ারেন্ট বা সমন দিতে হয়।	৫ হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারে কি না।	৬ রফা করা যাইতে পারে কি না।	৭ ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইনমত দণ্ড।	৮ যে আদালতের বিচার্য্য।
২৮৫	অগ্নি কি আশুজ্বলনীয় বস্তু লইয়া মনুষ্যের প্রাণাদির আশঙ্কাজনক কর্ম্ম করণ	ওয়ারেন্ট বিনা ধৃত করিতে পারে	সমন	হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারে	রফা করা যাইতে পারে না	৬ মাস পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি ১০০০৲ টাকা অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড	কোন মাজিষ্ট্রেট।
২৮৬	যাহা শব্দ করিয়া জ্বলিয়া উঠে এমন দ্রব্যে তদ্রূপ কার্য্য করণ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
২৮৭	কোন কলেতে তদ্রূপ কার্য্য করণ	ওয়ারেন্ট বিনা ধৃত করিবে না।	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কি প্রথম কি দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট।
২৮৮	কোন ঘর ভাঙ্গিতে কি মেরামত করিতে যাহার অধিকার থাকে তাহার ঐ ঘর পতনে মনুষ্যের প্রাণের আশঙ্কা সম্ভাবনা নিবারণের কার্য্য না করণ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
২৮৯	কোন জন্তুর দ্বারা মনুষ্যের প্রাণের আশঙ্কা কি গুরুতর পীড়া নিবারণার্থে ঐ জন্তুকে উপযুক্ত যত্নে না রাখন	ওয়ারেন্ট বিনা ধৃত করিতে পারিবে।	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	কোন মাজিষ্ট্রেট।
২৯০	সাধারণের অনিষ্টজনক কর্ম্ম করণ	ওয়ারেন্ট বিনা ধৃত করিবে না	ঐ	ঐ	ঐ	২০০৲ টাকা অর্থদণ্ড।	ঐ
২৯১	অনিষ্টজনক কর্ম্ম নিবৃত্ত করিবার আজ্ঞা হইলেও নিবৃত্ত না করণ	ওয়ারেন্ট বিনা ধৃত করিতে পারিবে	ঐ	ঐ	ঐ	৬ মাস পর্য্যন্ত বিনা পরিশ্রমে কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড	প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কি প্রথম কি দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট।
২৯২	শৃঙ্গাররসসংঘটিত কুৎসিত পুস্তকাদি বিক্রয়াদি করণ	ঐ	ওয়ারেন্ট	ঐ	ঐ	৩ মাস পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড	ঐ
২৯৩	শৃঙ্গাররসসংঘটিত কুৎসিত পুস্তকাদি বিক্রয় করণ কি দর্শাওনার্থে নিকটে রাখন	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ

১ ধারা।	২ অপরাধ।	৩ পোলীস ওয়ারেন্ট বিনা ধৃত করিতে পারে কি না।	৪ সাধারণতঃ প্রথম ওয়ারেন্ট বা সমন দিতে হয়।	৫ হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারে কি না।	৬ রফা করা যাইতে পারে কি না।	৭ ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইন মত দণ্ড।	৮ যে আদালতে বিচার্য্য।
২৯৪	শৃঙ্গাররসঘটিত কুৎসিত গীত গান করণ	ওয়ারেন্ট বিনা ধৃত করিতে পারিবে	ওয়ারেন্ট	হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারে	রফা করা যাইতে পারে না	৩ মাস পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড।	প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কি প্রথম কি দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট।
২৯৪ক	হুণ্ডি খেলার কার্য্যালয় রাখন	ওয়ারেন্ট বিনা ধৃত করিবে না	সমন	ঐ	ঐ	৬ মাস পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড	কোন মাজিষ্ট্রেট।
	হুণ্ডি খেলা সম্পর্কীয় প্রসঙ্গ প্রকাশ করণ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	১০০০৲ টাকা অর্থদণ্ড	ঐ

১৫ পঞ্চদশ অধ্যায়।—ধর্ম্মসম্পর্কীয় অপরাধের বিধি।

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
২৯৫	কোন জাতীয় লোকদের ধর্ম্মে অবহেলা করণাভিপ্রায়ে ভজনালয় কি পবিত্র বস্তু নষ্ট কি ক্ষতি কি অশুচি করণ	ওয়ারেন্ট বিনা ধৃত করিতে পারিবে	সমন	হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারে	রফা করা যাইতে পারে না।	২ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড	প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কি প্রথম কি দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট।
২৯৬	ঈশ্বর ভজনার্থে সংগৃহীত লোকদিগের বাধা দেওন	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	১ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড	ঐ
২৯৭	কোন ব্যক্তির মনে দুঃখ দিবার কিম্বা ধর্ম্মে অবহেলা করিবার কিম্বা শবের প্রতি অবজ্ঞাভাবে কর্ম্ম করিবার জন্য ভজনালয়ে কি সমাধিস্থানে প্রবেশ করণ ও সমাধি ক্রিয়ার বাধা দেওন	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
২৯৮	ধর্ম্মসম্পর্কে কোন ব্যক্তির মনে দুঃখ দিবার জন্য তাহার শ্রুতিগোচরে কোন কথা কহন কি শব্দ করণ কিম্বা তাহার সাক্ষাতে অঙ্গভঙ্গি করণ কি কোন দ্রব্য রাখন	ওয়ারেন্ট বিনা ধৃত করিবে না।	ঐ	ঐ	রফা করা যাইতে পারে	ঐ	ঐ

১ ধারা	২ অপরাধ।	৩ পুলীশ ওয়ারেন্ট ব্যতীত গ্রেপ্তার করিতে পারে কিনা।	৪ সাধারণতঃ প্রথমে ওয়ারেন্ট বা সমন দিতে হয়।	৫ হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারে কি না।	৬ রফা করা যাইতে পারে কি না।	৭ ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইন মত দণ্ড।	৮ যে আদালতের বিচার্য।
৩০২	জ্ঞানকৃত বধ	ওয়ারেন্ট বিনা গ্রেপ্তার করিতে পারিবে	ওয়ারেন্ট	হাজির জামিন লওয়া যাইবে না।	রফা করা যাইতে পারে না।	প্রাণদণ্ড কি যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ ও অর্থদণ্ড	সেশন আদালত।
৩০৩	যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ দণ্ডাজ্ঞা প্রাপ্ত ব্যক্তি কর্তৃক জ্ঞানকৃত বধ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	প্রাণদণ্ড।	ঐ
৩০৪	জ্ঞানকৃত বধের তুল্য নয় এমত অপরাধযুক্ত নর হত্যা। যে কার্য্যদ্বারা মৃত্যু হয় তাহা প্রাণনাশাদির অভিপ্রায়ে করা গেলে	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ কি ১০ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড	ঐ
	প্রাণনাশাদির সম্ভাবনা জানিয়া কিন্তু তদভিপ্রায়ে ঐ ক্রিয়া না করা গেলে	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	১০ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড	ঐ
৩০৪ক	দুঃসাহসে কিম্বা অনবধানতাতে কোন কার্য্য করিয়া মৃত্যুর কারণ হওন	ঐ	ঐ	হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারে	ঐ	২ বৎসর পর্য্যন্ত অন্যতর প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড	সেশন আদালত কিম্বা প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কি প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট।
৩০৫	বালকের কি ক্ষিপ্তচিত্ত কি বিকৃতমনা কি জড় কি উন্মত্তব্যক্তির আত্মঘাতের সহায়তা	ঐ	ঐ	হাজির জামিন লওয়া যাইবে না।	ঐ	প্রাণদণ্ড কি যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ কি ১০ বৎসর পর্য্যন্ত কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড	সেশন আদালত।
৩০৬	আত্মঘাতের সহায়তা	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	১০ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড	ঐ
৩০৭	বধ করিবার উদ্যোগ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
	সেই ক্রিয়াতে কোন ব্যক্তির পীড়া হইলে	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ কি পূর্ব্বোক্ত দণ্ড	ঐ
	যাবজ্জীবন বন্দী বধ করিবার উদ্যোগে পীড়া জন্মাইলে	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	প্রাণদণ্ড বা পূর্ব্বোক্ত দণ্ড	ঐ

১ ধারা	২ অপরাধ।	৩ পোলীস ওয়ারেণ্ট বিনা ধৃত করিতে পারে কি না।	৪ সম্ভবতঃ প্রথমে ওয়ারেণ্ট কি সমন দিতে হয়।	৫ হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারে কি না।	৬ রফা করা যাইতে পারে কি না	৭ ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধির আইন মত দণ্ড।	৮ যে আদালতের বিচার্য।
৩০৮	অপরাধযুক্ত নরহত্যা করিবার উদ্যোগ	ওয়ারেণ্ট বিনা ধৃত করিতে পারে	ওয়ারেণ্ট	হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারে	রফা করা যাইতে পারে না।	৩ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড	সেশন আদালত।
	সেই ক্রিয়াতে কোন ব্যক্তির পীড়া হইলে	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	৭ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড	প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কি প্রথম কি দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট।
৩০৯	আত্মঘাতের উদ্যোগ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	১ বৎসর পর্য্যন্ত বিনাপরিশ্রমে কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড	ঐ
৩১০	ঠগ হওন	ঐ	ঐ	হাজির জামিন লওয়া যাইবে না।	ঐ	যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ ও অর্থদণ্ড	সেশন আদালত

গর্ভপাত ও অজাত অপত্যের হানি করণ ও শিশু পরিত্যাগ করণ ও জন্ম গুপ্ত রাখনের কথা।

৩১২	গর্ভপাত করণ	ওয়ারেণ্ট বিনা ধৃত করিবে না।	ওয়ারেণ্ট	হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারে	রফা করা যাইতে পারে না।	৩ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড	সেশন আদালত।
	গর্ভে জীবসঞ্চার হইলে	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	৭ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থ দণ্ড	ঐ
৩১৩	গর্ভিণীর অনুমতি বিনা গর্ভপাত করাওন	ঐ	ঐ	হাজির জামিন লওয়া যাইবে না।	ঐ	যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ কি ১০ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড	ঐ
৩১৪	গর্ভপাত করণ অভিপ্রায়ে যে ক্রিয়া করা যায় তদ্দ্বারা মৃত্যু হইলে	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	১০ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড।	ঐ
	গর্ভিণীর অনুমতি বিনা ঐ ক্রিয়া করা গেলে	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ কি পূর্ব্বোক্ত দণ্ড	ঐ
৩১৫	অপত্য জীবিত না জন্মিবার কি ভূমিষ্ঠ হইলে মরিবার জন্যে কোন ক্রিয়া করণ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	১০ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কিম্বা অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড।	ঐ

১ ধারা।	২ অপরাধ।	৩ পুলীস ওয়ারেন্ট বিনা ধৃত করিতে পারে কি না	৪ সাধারণতঃ প্রথমে ওয়ারেন্ট বা সমন দিতে হয়।	৫ হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারে কি না।	৬ রফা করা যাইতে পারে কি না।	৭ ভারতবর্ষের দণ্ডবিধি আইন মত দণ্ড।	৮ যে আদালতের বিচার্য্য।
৩১৬	অপরাধযুক্ত হত্যার তুল্য কার্য্য দ্বারা জীব সঞ্চারিত গর্ভ নষ্ট করণ	ওয়ারেন্ট বিনা ধৃত করিবে না।	ওয়ারেন্ট	হাজির জামিন লওয়া যাইবে না।	রফা করা যাইতে পারে না	১০ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড।	সেশন আদালত।
৩১৭	১২ বৎসরের ন্যূন বয়স্ক বালককে পরিত্যাগ করণাভিপ্রায়ে তাহাকে পিতমাতার কি রক্ষকের কেলিয়া যাওন	ওয়ারেন্ট বিনা ধৃত করিতে পারিবে	ঐ	হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারে	ঐ	৭ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড	ঐ
৩১৮	শিশুর মৃত দেহ গুপ্ত করণ দ্বারা জন্ম গুপ্ত করণ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	২ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কিম্বা অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড	সেশন আদালত কিম্বা প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট কি প্রথম কি ২য় শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেট।

৩২৩	ইচ্ছাপূর্ব্বক পীড়া জন্মাওন	ওয়ারেন্ট বিনা ধৃত করিবে না	সমন	হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারে	রফা করা যাইতে পারে	১ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি ১০০০ টাকা অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড	কোন ম্যাজিষ্ট্রেট।
৩২৪	সঙ্কটজনক অস্ত্র দ্বারা কি অন্য উপায়ে ইচ্ছাপূর্ব্বক পীড়া জন্মাওন	ওয়ারেন্ট বিনা ধৃত করিতে পারে	ঐ	ঐ	যে আদালতে অভিযোগ উপস্থিত থাকে সেই আদালতের অনুমতি হইলে রফা করা যাইতে পারে	৩ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড	সেশন আদালত কিম্বা প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট কি প্রথম কি দ্বিতীয় শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেট।
৩২৫	ইচ্ছাপূর্ব্বক গুরুতর পীড়া জন্মাওন	ঐ	ঐ	ঐ	রফা করা যাইতে পারে না	৭ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড	ঐ
৩২৬	সঙ্কটজনক অস্ত্র দ্বারা কি অন্য উপায়ে ইচ্ছাপূর্ব্বক গুরুতর পীড়া জন্মাওন	ঐ	ঐ	হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারে না।	ঐ	যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ কি ১০ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড	সেশন আদালত কিম্বা প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট কি প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেট।

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
ধারা	অপরাধ	পোলীস ওয়ারেণ্ট বিনা ধৃত করিতে পারে কি না।	সামান্যতঃ ওয়ারেণ্ট বা সমন কি হওয়া উচিত।	হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারে কি না।	রফা করা যাইতে পারে কি না।	ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইন মত দণ্ড।	যে আদালতে বিচার্য্য।
৩২৭	দ্রব্য কি মূল্যবান নিদর্শনপত্র হরণ করণার্থে কি বেআইনীমত কার্য্য কি যে কার্য্য দ্বারা অপরাধ করা সুগম হয় তাহা করণার্থে ইচ্ছাপূর্ব্বক পীড়া দেওন	ওয়ারেণ্ট বিনা ধৃত করিতে পারে	ওয়ারেণ্ট	হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারে না।	রফা করা যাইতে পারে না	১০ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড	সেশন আদালত।
৩২৮	পীড়া জন্মাইবার নিমিত্তে অচেতনকারক বিষ দ্রব্য সেবন করান	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৩২৯	দ্রব্য কি মূল্যবান নিদর্শনপত্র হরণ করণার্থে কিম্বা বেআইনীমত কার্য্য কি যে কার্য্য দ্বারা অপরাধ করা সুগম হয় তাহা করণার্থে ইচ্ছাপূর্ব্বক গুরুতর পীড়া দেওন	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ কি ১০ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড	ঐ
৩৩০	দোষ স্বীকার করাইবার কি সন্ধান পাইবার কি সম্পত্তি বলপূর্ব্বক উদ্ধার প্রভৃতি করিবার নিমিত্তে ইচ্ছাপূর্ব্বক পীড়া দেওন	ঐ	ঐ	হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারে	ঐ	৭ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড	ঐ
৩৩১	দোষ স্বীকার করাইবার কি সন্ধান পাইবার কি সম্পত্তি বলপূর্ব্বক উদ্ধার প্রভৃতি করিবার নিমিত্তে ইচ্ছাপূর্ব্বক গুরুতর পীড়া দেওন	ঐ	ঐ	হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারে না।	ঐ	১০ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড	ঐ
৩৩২	রাজকীয় কার্য্যকারকের কর্ত্তব্য কর্ম্ম নিবারণের জন্যে ইচ্ছাপূর্ব্বক পীড়া জন্মাওন	ঐ	ঐ	হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারে	ঐ	[illegible] বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কিম্বা অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড	সেশন আদালত কিম্বা প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কি প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট।
৩৩৩	রাজকীয় কার্য্যকারকের কর্ত্তব্য কর্ম্ম নিবারণার্থে ইচ্ছাপূর্ব্বক গুরুতর পীড়া জন্মাওন।	ঐ	ঐ	হাজির জামিন লওয়া যাইবে না।	ঐ	১০ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড।	সেশন আদালত।

১ ধারা।	২ অপরাধ	৩ পোলীসওয়ারেণ্ট বিনা ধৃত করিতে পারে কি না	৪ সামান্যতঃ প্রথমে ওয়ারেণ্ট বা সমন দিতে হয়	৫ হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারে কি না।	৬ রফা করা যাইতে পারে কি না	৭ ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইনমত দণ্ড।	৮ যে আদালতের বিচার্য্য।
৩৩৪	গুরুতর রাগজনক কার্য্য হঠাৎ হওয়াতে যে ব্যক্তি দ্বারা রাগ হইল, তদ্ভিন্ন অন্য ব্যক্তিকে পীড়া দিবার অনভিপ্রায়ে ইচ্ছাপূর্ব্বক পীড়া জন্মাওন।	ওয়ারেণ্ট বিনা ধৃত করিবে না।	সমন	হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারে	রফা করা যাইতে পারে।	১ মাস পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি ৫০০, টাকা অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড	কোন মাজিষ্ট্রেট।
৩৩৫	গুরুতর রাগজনক কার্য্য হঠাৎ হওয়াতে যে ব্যক্তি দ্বারা রাগ হইল, তদ্ভিন্ন অন্য ব্যক্তিকে পীড়া দিবার অনভিপ্রায়ে ইচ্ছাপূর্ব্বক গুরুতর পীড়া জন্মাওন।	ওয়ারেণ্ট বিনা ধৃত করিতে পারে	ঐ	ঐ	যে আদালতে মোকদ্দমা উপস্থিত থাকে সেই আদালতের অনুমতি হইলে রফা করা যাইতে পারে।	৪ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি ২০০০ টাকা অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড।	সেশন আদালত কিম্বা প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কি প্রথম কি দ্বিতীয়শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট।
৩৩৬	মনুষ্যের প্রাণের আশঙ্কা কি অন্যদের নিরাপদের ব্যাঘাতজনক কোন কার্য্য করণ।	ঐ	ঐ	ঐ	রফা করা যাইতে পারে না।	৩ মাস পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি ২৫০, টাকা অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড।	কোন মাজিষ্ট্রেট।
৩৩৭	মনুষ্যের প্রাণের আশঙ্কা প্রভৃতিজনক ক্রিয়া দ্বারা পীড়া জন্মাওন।	ঐ	ঐ	ঐ	যে আদালতে মোকদ্দমা উপস্থিত থাকে সেই আদালতের অনুমতি লইয়া রফা করা যাইতে পারে	৬ মাস পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি ৫০০, টাকা অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড।	প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কি প্রথম কি দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট।
৩৩৮	মনুষ্যের প্রাণের আশঙ্কা প্রভৃতিজনক ক্রিয়া দ্বারা গুরুতর পীড়া জন্মাওন।	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	২ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি ১০০০ টাকা অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড।	ঐ

অন্যায়মতে অবরোধের ও অন্যায়মতে বদ্ধ করার কথা।

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
৩৪১	কোন ব্যক্তিকে অন্যায়মতে অবরুদ্ধ করণ	ওয়ারেণ্ট বিনা ধৃত করিতে পারে।	সমন	হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারে	রফা করা যাইতে পারে	১ মাস পর্য্যন্ত বিনা পরিশ্রমে কারাদণ্ড কি ৫০০, টাকা অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড।	কোন মাজিষ্ট্রেট।
৩৪২	কোন ব্যক্তিকে অন্যায়মতে বদ্ধকরণ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	১ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি ১০০০ টাকা অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড।	প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কি প্রথম কি দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট।

১ ধারা।	২ অপরাধ।	৩ পোলিস ওয়ারণ্ট বিনা ধৃত করিতে পারে কি না।	৪ সমন্যতঃ ঐ স্থলে ওয়ারণ্ট বা সমন দিতে হয়।	৫ হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারে কি না।	৬ রফা করা যাইতে পারে কি না।	৭ ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইন মতে দণ্ড।	৮ যে আদালতের বিচার্য।
৩৪৩	তিন কি তদধিক দিন অন্যায়মতে বদ্ধকরণ	ওয়ারণ্ট বিনা ধৃত করিতে পারে	সমন	হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারে	রফা করা যাইতে পারে না	২ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড	প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কি প্রথম কি দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট।
৩৪৪	দশ কি তদধিক দিন অন্যায়মতে বদ্ধকরণ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	৩ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড।	সেশন আদালত কিম্বা প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কি প্রথম কি দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট
৩৪৫	কোন ব্যক্তির মুক্তির জন্যে পরওয়ানা বাহির হইয়াছে জানিয়া তাহাকে অন্যায়মতে বদ্ধ রাখন।	ওয়ারণ্ট বিনা ধৃত করিবে না।	ঐ	ঐ	ঐ	২ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও তদতিরিক্ত অন্য কোন ধারামত কারাদণ্ড।	ঐ
৩৪৬	[illegible] অন্যায়মতে বদ্ধকরণ	ওয়ারণ্ট বিনা ধৃত করিতে পারে।	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৩৪৭	কোন দ্রব্য হরণ করিবার কিম্বা বেআইনী কর্ম্ম প্রবৃত্ত করাইবার জন্যে, অন্যায়মতে বদ্ধ করণ।	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	৩ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থ দণ্ড।	ঐ
৩৪৮	অপরাধ স্বীকার করাইবার কি সন্ধান পাইবার জন্যে কি সম্পত্তি প্রভৃতি উদ্ধার করাইবার জন্যে অন্যায়মতে বদ্ধকরণ।	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	সেশন আদালত কিম্বা প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কি প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট।

অপরাধযুক্ত বলপ্রকাশের ও আক্রমণের কথা।

৩৫২	গুরুতর রাগ জন্মাইবার বিষয় না হইলেও আক্রমণ কি অপরাধযুক্ত বল প্রকাশ করণ	ওয়ারণ্ট বিনা ধৃত করিবে না।	সমন	হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারে	রফা করা যাইতে পারে	৩ মাস পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি ৫০০ টাকা অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড।	কোন মাজিষ্ট্রেট।

১ ধারা	২ অপরাধ।	৩ পুলিস ওয়ারেণ্ট বিনা গ্রেপ্তার করিতে পারে কিনা।	৪ সমন্স কি ওয়ারেণ্ট বা প্রথমে নির্গত হয়।	৫ হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারে কি না	৬ রফা করা যাইতে পারে কি না।	৭ ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইন মতে দণ্ড।	৮ যে আদালতের বিচার্য্য।
৩৫৩	রাজকীয় কার্য্যকারকের কর্ত্তব্য কর্ম্ম নিবারণার্থে আক্রমণ কি অপরাধযুক্ত বল প্রকাশ করণ	ওয়ারেণ্ট বিনা ধৃত করিতে পারিবে	ওয়ারেণ্ট	হাজির জা মিন লওয়া যাইতে পারে	রফা করা যাইতে পারে না।	২ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড	প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কিম্বা প্রথম কি দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট
৩৫৪	স্ত্রীলোকের লজ্জাশীলতার প্রতি অত্যাচার করণার্থে আক্রমণ কি অপরাধযুক্ত বল প্রকাশ করণ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৩৫৫	হঠাৎ গুরুতর রাগ জন্মাইবার বিষয় না হইলে কোন ব্যক্তির অপমান করণার্থে তাহার প্রতি আক্রমণ কি অপরাধযুক্ত বল প্রকাশ করণ	ওয়ারেণ্ট বিনা ধৃত করিবে না	সমন	ঐ	রফা করা যাইতে পারে	ঐ	ঐ

১ ধারা	২ অপরাধ।	৩	৪	৫	৬	৭	৮
৩৫৬	কোন ব্যক্তির পরিহিত কি বাহিত দ্রব্য চুরী করণের উদ্যোগে আক্রমণ কি অপরাধযুক্ত বল প্রকাশ করণ	ওয়ারেণ্ট বিনা ধৃত করিতে পারিবে।	ওয়ারেণ্ট	হাজির জা মিন লওয়া যাইবে না	রফা করা যাইতে পারে না	ঐ	কোন মাজিষ্ট্রেট।
৩৫৭	কোন ব্যক্তিকে অন্যায় মতে বদ্ধ করিবার উদ্যোগে আক্রমণ কি অপরাধযুক্ত বল প্রকাশ করণ	ঐ	ঐ	হাজির জা মিন লওয়া যাইতে পারে	ঐ	১ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি ১০০০৲ টাকা অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড	ঐ
৩৫৮	হঠাৎ গুরুতর রাগ জন্মাইবার বিষয় হইলে আক্রমণ কি অপরাধযুক্ত বল প্রকাশ করণ	ওয়ারেণ্ট বিনা ধৃত করিবে না	সমন	ঐ	রফা করা যাইতে পারে	১ মাস পর্য্যন্ত বিনা পরিশ্রমে কারাদণ্ড কি ২০০৲ টাকা অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড	ঐ
	মনুষ্য চুরী ও বলপূর্ব্বক হরণ করণের ও দাসত্বের ও বলপূর্ব্বক শ্রম করাইবার কথা						
৩৬৩	মনুষ্য চুরীকরণ	ওয়ারেণ্ট বিনা ধৃত করিতে পারিবে	ওয়ারেণ্ট	হাজির জা মিন লওয়া যাইবে না	রফা করা যাইতে পারে না।	৭ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড	সেসন আদালত কি প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কিম্বা প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট।

১ ধারা।	২ অপরাধ।	৩ পোলীস ওয়ারেন্ট বিনা ধৃত করিতে পারে কি না	৪ সাধারণতঃ প্রথমে ওয়ারেন্ট বা সমন দিতে হয়	৫ জামিন লওয়া যাইতে পারে কি না	৬ রফা করা যাইতে পারে কি না।	৭ ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইন অনুসারে দণ্ড।	৮ যে আদালতের বিচার্য।
৩৬৪	বধ করণার্থে মনুষ্য চুরী কি হরণ করণ	ওয়ারেন্ট বিনা ধৃত করিতে পারিবে	ওয়ারেন্ট	জামিন লওয়া যাইবে না	রফা করা যাইতে পারে না	যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ কি ১০ বৎসর পর্যন্ত কঠিন পরিশ্রম সহিত কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড	সেশন আদালত
৩৬৫	কোন ব্যক্তিকে গোপনে ও অন্যায়রূপে কয়েদ রাখিবার জন্যে তাহাকে চুরী কি হরণ করণ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	৭ বৎসর পর্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড	ঐ
৩৬৬	কোন স্ত্রীর বিবাহে প্রেরণ কি পুরুষের সঙ্গে অবিধিমতে সংসর্গ করণ প্রবৃত্তির জন্যে তাহাকে চুরী কি হরণ করণ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	১০ বৎসর পর্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড	ঐ
৩৬৭	কোন ব্যক্তিকে গুরুতর পীড়া দিবার কি দাস প্রভৃতি করিবার জন্যে তাহাকে চুরী কি হরণ করণ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৩৬৮	চুরী করা ব্যক্তিকে গুপ্ত কি বদ্ধ করিয়া রাখন	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	চুরী কি হরণ করণের দণ্ড	ঐ
৩৬৯	বালকের গাত্র হইতে দ্রব্য হরণ করণার্থে তাহাকে চুরী কি হরণ করণ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	৭ বৎসর পর্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড	ঐ
৩৭০	কোন ব্যক্তিকে দাস স্বরূপে ক্রয় কি হস্তান্তর করণ	ওয়ারেন্ট বিনা ধৃত করিবে না	ঐ	জামিন লওয়া যাইতে পারে	ঐ	ঐ	ঐ
৩৭১	দাসদিগকে লইয়া নিত্য ব্যবসায় করণ	ওয়ারেন্ট বিনা ধৃত করিতে পারিবে	ঐ	জামিন লওয়া যাইবে না	ঐ	যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ কি ১০ বৎসর পর্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড	ঐ

ধারা	২ অপরাধ।	৩ পুলিশ ওয়ারেন্ট ব্যতীত গ্রেফতার করিতে পারে কি না।	৪ সমন কি ওয়ারেন্ট হয়।	৫ হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারে কি না।	৬ রফা করা যাইতে পারে কি না	৭ ভারতবর্ষের দণ্ডবিধি আইন মত দণ্ড।	৮ যে আদালতের বিচার্য্য।
৩৭২	বেশ্যাবৃত্তির জন্যে নাবালিকাকে বিক্রয় করা কি ভাড়া দেওন	ওয়ারেন্ট বিনা ধৃত করিতে পারিবে।	ওয়ারেন্ট	হাজির জামিন লওয়া যাইবে না।	রফা করা যাইতে পারে না	১০ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড	সেশন আদালত কিম্বা প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট কি প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেট।
৩৭৩	সেই কার্য্যের নিমিত্তে নাবালিকাকে ক্রয় করণ কি প্রাপ্ত হওন	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৩৭৪	বে আইনীমতে বলপূর্ব্বক পরিশ্রম করাওন	ঐ	ঐ	হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারে	রফা করা যাইতে পারে	১ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড	ম্যাজিষ্ট্রেট

বলাৎকারের কথা।

৩৭৬	বলাৎকার করণ	ওয়ারেন্ট বিনা ধৃত করিতে পারে।	ওয়ারেন্ট	হাজির জামিন লওয়া যাইবে না।	রফা করা যাইতে পারে না।	যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ কি ১০ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড	সেশন আদালত।

অস্বাভাবিক অভিগমনের কথা।

৩৭৭	অস্বাভাবিক অভিগমন	ওয়ারেন্ট বিনা ধৃত করিতে পারে।	ওয়ারেন্ট	হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারে না।	রফা করা যাইতে পারে না।	যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ কি ১০ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড।	সেশন আদালত।

১৭ অধ্যায়। সম্পত্তির উপর অপরাধের বিধি চৌর্য্যের কথা।

৩৭৯	চৌর্য্য	ওয়ারেন্ট বিনা ধৃত করিতে পারে	ওয়ারেন্ট	হাজির জামিন লওয়া যাইবে না।	রফা করা যাইতে পারে না।	৩ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড	কোন ম্যাজিষ্ট্রেট।
৩৮০	গৃহে কি তাম্বুতে কি নৌকাদিতে চৌর্য্য	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	৭ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড	ঐ
৩৮১	কেরাণী কি চাকর দ্বারা কর্ত্তার কি প্রভুর অধিকারস্থ সম্পত্তির চৌর্য্য	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	সেশন আদালত কিম্বা প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট কি ১ম কি ২য় কি ৩য় শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেট

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
ধারা	অপরাধ।	পোলিস ওয়ারেন্ট বিনা ধৃত করিতে পারে কি না	সমন কি প্রথম ওয়ারেন্ট বাহির হওয়া উচিত	জামিন লওয়া যাইতে পারে কি না	রফা করা যাইতে পারে কি না।	ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধি অনুসারে দণ্ড।	যে আদালতের বিচার্য্য।
৩৮২	চুরী করণার্থে কিম্বা চুরী করিবার পরে পলায়নার্থে কি অপহৃত সম্পত্তি রাখিবার জন্য প্রাণনাশ করিবার কি পীড়া দিবার কি অবরোধ করিবার কি প্রাণনাশের কি পীড়ার কি অবরোধের আশঙ্কা জন্মাইবার উদ্যোগ করণপূর্ব্বক চৌর্য্য	ওয়ারেন্ট বিনা ধৃত করিবে পারে	ওয়ারেন্ট।	জামিন লওয়া যাইতে পারে না।	রফা করা যাইতে পারে না।	১০ বৎসর পর্য্যন্ত কঠিন পরিশ্রম সহিত কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড	সেশন আদালত।

অপহরণের কথা।

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
৩৮৪	অপহরণ করণ	ওয়ারেন্ট বিনা ধৃত করিবে না।	ওয়ারেন্ট	জামিন লওয়া যাইতে পারে,	রফা করা যাইতে পারে না।	৩ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কিম্বা ঐ দুই দণ্ড	সেশন আদালত কি প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কি প্রথম কি দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট।
৩৮৫	অপহরণ করিবার নিমিত্তে কোন ব্যক্তির হানি করিবার ভয় জন্মাওন কি জন্মাইবার উদ্যোগ করণ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	২ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কিম্বা অর্থদণ্ড কিম্বা ঐ দুই দণ্ড	ঐ
৩৮৬	প্রাণনাশের কি গুরুতর পীড়ার ভয় জন্মাইয়া অপহরণ করণ	ঐ	ঐ	জামিন লওয়া যাইবে না	ঐ	১০ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড	সেশন আদালত
৩৮৭	অপহরণ করণার্থে কোন ব্যক্তির প্রাণনাশের কি গুরুতর পীড়ার ভয় জন্মাওন কি জন্মাইবার উদ্যোগ করণ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	৭ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড	ঐ
৩৮৮	প্রাণদণ্ডের কি দ্বীপান্তর প্রেরণ দণ্ডের কি ১০ বৎসর পর্য্যন্ত কারাদণ্ডের যোগ্য অপরাধের অভিযোগ করিবার ভয় দর্শাইয়া	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	১০ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড	ঐ

১ ধারা	২ অপরাধ	৩ পালীস ওয়ারেন্ট বিনা ধৃত করিতে পারে কিনা।	৪ সাধারণতঃ প্রথমে ওয়ারেন্ট বা সমন কি, জারি হয়।	৫ হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারে কি না।	৬ রফা করা যাইতে পারে কি না।	৭ ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইন মতে দণ্ড।	৮ যে আদালতের বিচার্য।
	যে অপরাধের ভয় দেখান হয় তাহা অস্বাভাবিক অভিগমনাপরাধ হইলে	ওয়ারেন্ট বিনা ধৃত করিবে না।	ওয়ারেন্ট	হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারে না।	রফা করা যাইতে পারে না	যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ	সেশন আদালত।
৩৮৯	অপহরণ করণার্থে কোন ব্যক্তির প্রাণদণ্ডের কি যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণের কি ১০ বৎসর পর্যন্ত কারাদণ্ডের যোগ্য অপরাধের অভিযোগ করিবার ভয় জন্মাওন	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	১০ বৎসর পর্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড	ঐ
	সেই অপরাধ অস্বাভাবিক অভিগমনাপরাধ হইলে	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণদণ্ড	ঐ

দস্যুতা [illegible] ডাকাইতীর কথা।

৩৯২	দস্যুতা	ওয়ারেন্ট বিনা ধৃত করিতে পারে	ওয়ারেন্ট	হাজির জামিন লওয়া যাইবে না	রফা করা যাইতে পারে না	১০ বৎসর পর্যন্ত কঠিন পরিশ্রম সহিত কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড	সেশন আদালত কিম্বা প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কি প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট।
	সূর্যাস্ত হওনাবধি উদয় হওন পর্যন্ত কোন কালের মধ্যে রাজপথে দস্যুতা হইলে	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	১৪ বৎসর পর্যন্ত কঠিন পরিশ্রম সহিত কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড	ঐ
৩৯৩	দস্যুতা করণের উদ্যোগ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	৭ বৎসর পর্যন্ত কঠিন পরিশ্রম সহিত কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড	ঐ
৩৯৪	দস্যুতা করণে কি করিবার উদ্যোগে কোন ব্যক্তি কর্তৃক ইচ্ছাপূর্বক পীড়া জন্মাওন কি সেই দস্যুতার কার্যে সাধারণমতে অন্য ব্যক্তির লিপ্ত হওন	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ কি ১০ বৎসর পর্যন্ত কঠিন পরিশ্রম সহিত কারাদণ্ড [illegible] অর্থদণ্ড	ঐ
৩৯৫	ডাকাইতী	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	সেশন আদালত।

১ ধারা।	২ অপরাধ।	[redacted] পোলীস ওয়ারেন্ট বিনা ধৃত করিতে পারে কি না।	৪ সামান্যতঃ ওয়ারেন্ট বা সমন দিতে হয়।	৫ হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারে কি না।	৬ রফা করা যাইতে পারে কি না।	৭ ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইন মত দণ্ড।	৮ যে আদালতের বিচার্য্য।
৩৯৬	ডাকাইতী করণ সময়ে জ্ঞানকৃত বধ	ওয়ারেন্ট বিনা ধৃত করিতে পারে	ওয়ারেন্ট	হাজির জামিন লওয়া যাইবে না।	রফা করা যাইতে পারে না	প্রাণদণ্ড কি যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ দণ্ড কি ১০ বৎসর পর্য্যন্ত কঠিন পরিশ্রম সহিত কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড	সেশন আদালত।
৩৯৭	হত্যার কি গুরুতর পীড়ার উদ্যোগ সহিত দস্যুতা কি ডাকাইতী	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	৭ বৎসরের অন্যূন কঠিন পরিশ্রম সহিত কারাদণ্ড।	ঐ
৩৯৮	সাংঘাতিক অস্ত্র সঙ্গে থাকিলে দস্যুতা কি ডাকাইতী করিবার উদ্যোগ করণ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৩৯৯	ডাকাইতী করিবার উদ্যোগ করণ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	১০ বৎসর পর্য্যন্ত কঠিন পরিশ্রম সহিত কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড	ঐ
৪০০	নিরন্তর ডাকাইতী করণার্থ দলবদ্ধ ব্যক্তিদের দলভুক্ত হওন	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ কি ১০ বৎসর কঠিন পরিশ্রম সহিত কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড	ঐ
৪০১	নিরন্তর চুরী করণার্থ দলবদ্ধ ভ্রমণকারী ব্যক্তিদের দলভুক্ত হওন	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	৭ বৎসর পর্য্যন্ত কঠিন পরিশ্রম সহিত কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড	ঐ
৪০২	ডাকাইতী করণার্থ পাঁচ কি অধিক জনের দলের মধ্যে থাকন	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ

সম্পত্তি অপরাধের অধিকার ব্যবহার করণের কথা।

৪০৩	অস্থাবর দ্রব্য শঠতাক্রমে অবিহিতরূপে কি স্বীয় কর্ম্মে ব্যবহার করণ	ওয়ারেন্ট বিনা ধৃত করিতে পারে না	ওয়ারেন্ট	হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারে।	রফা করা যাইতে পারে না।	২ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কিম্বা অর্থদণ্ড কি এই দুই দণ্ড	কোন ম্যাজিষ্ট্রেট।
৪০৪	কোন ব্যক্তির মরণকালে তাহার অধিকৃত সম্পত্তি আইনমতে যে ব্যক্তি পাইবে তাহার হস্তগত হয় নাই জানিয়া সেই সম্পত্তি শঠতাভাবে অবিহিতরূপে ব্যবহারকরণ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	৩ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড	সেশন আদালত কিম্বা প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কি প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট।

১ ধারা	২ অপরাধ।	৩ পোলীস ওয়ারেন্ট বিনা ধৃত করিতে পারে কি না।	৪ সামান্যতঃ প্রথমে ওয়ারেন্ট বা সমন হইতে হয়।	৫ হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারে কি না।	৬ রফা করা যাইতে পারে কি না।	৭ ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধির আইন মত দণ্ড।	৮ যে আদালতের বিচার্য।
	মৃত ব্যক্তি কর্ত্তৃক নিযুক্ত কেরাণী কি চাকর দ্বারা হইলে	ওয়ারেন্ট বিনা ধৃত করিবে না	ওয়ারেন্ট	হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারে	রফা করা যাইতে পারে না।	৭ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড	সেশন আদালত কিম্বা প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কি প্রথম কি দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট।
	অপরাধভাবে বিশ্বাসঘাতকতার কথা।						
৪০৬	অপরাধভাবে বিশ্বাসঘাতকতা	ওয়ারেন্ট বিনা ধৃত করিতে পারে।	ওয়ারেন্ট	হাজির জামিন লওয়া যাইবে না।	রফা করা যাইতে পারে না	৩ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কিম্বা অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড।	সেশন আদালত কিম্বা প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কি প্রথম কি দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট।

১ ধারা	২ অপরাধ।	৩	৪	৫	৬	৭	৮
৪০৭	বাহক কি ঘাটরক্ষক প্রভৃতি কর্ত্তৃক অপরাধভাবে বিশ্বাসঘাতকতা	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	৭ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড	সেশন আদালত কিম্বা প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কি প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট।
৪০৮	কেরাণী কি চাকর কর্ত্তৃক অপরাধভাবে বিশ্বাসঘাতকতা	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	সেশন আদালত কিম্বা প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কি প্রথম কি দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট।
৪০৯	রাজকীয় কার্য্যকারক কিম্বা বণিক কি বাণিজ্য ব্যবসায়ী কি গোমস্তা প্রভৃতি কর্ত্তৃক অপরাধভাবে বিশ্বাসঘাতকতা	ওয়ারেন্ট বিনা ধৃত করিতে পারিবে না	ঐ	ঐ	ঐ	যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ কি ১০ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড	সেশন আদালত কিম্বা প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কি প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট।

চোরা দ্রব্য গ্রহণ করিবার কথা।

১ ধারা।	২ অপরাধ	৩ পোলিস ওয়ারেণ্ট বিনা গ্রেপ্তার করিতে পারে কি না	৪ সমন কি ওয়ারেণ্ট প্রথমে দিতে হয়।	৫ হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারে কি না।	৬ রফা করা যাইতে পারে কি না	৭ ভারতবর্ষের দণ্ডবিধি আইন মতে দণ্ড।	৮ যে আদালতের বিচার্য।
৪১১	চোরা দ্রব্য চোরা জানিয়া শঠভাবে গ্রহণ	ওয়ারেণ্ট বিনা ধৃত করিতে পারে	ওয়ারেণ্ট	হাজির জামিন লওয়া যাইবে না।	রফা করা যাইতে পারে না	৩ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কিম্বা অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড	সেশন আদালত কিম্বা প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কি প্রথম কি দ্বিতীয়শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট।
৪১২	চোরা দ্রব্য ডাকাইতীদ্বারা প্রাপ্ত জানিয়া শঠভাবে গ্রহণ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ কি ১০ বৎসর পর্য্যন্ত কঠিন পরিশ্রম সহিত কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড	সেশন আদালত।
৪১৩	চোরা দ্রব্য লইয়া নিয়ত ব্যবসায় করণ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ কি ১০ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড	ঐ
৪১৪	চোরা দ্রব্য জানিয়া গোপন কি হস্তান্তর করণে সাহায্য করণ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	৩ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড	সেশন আদালত কিম্বা প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কি প্রথম কি দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট।

বঞ্চনা করণের কথা।

১ ধারা।	২ অপরাধ	৩ পোলিস ওয়ারেণ্ট বিনা গ্রেপ্তার করিতে পারে কি না	৪ সমন কি ওয়ারেণ্ট প্রথমে দিতে হয়।	৫ হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারে কি না।	৬ রফা করা যাইতে পারে কি না	৭ ভারতবর্ষের দণ্ডবিধি আইন মতে দণ্ড।	৮ যে আদালতের বিচার্য।
৪১৭	বঞ্চনা করণ	ওয়ারেণ্ট বিনা ধৃত করিবে না	ওয়ারেণ্ট	হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারে।	রফা করা যাইতে পারে	১ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কিম্বা অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড	প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কি প্রথম কি দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট।
৪১৮	অপরাধী আইনমতে কি আইনসিদ্ধ চুক্তিক্রমে যাহার স্বত্ব রক্ষা করিতে বদ্ধ তাহাকে বঞ্চনা করণ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	৩ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড	সেশন আদালত কিম্বা প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কি প্রথম কি দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট।
৪১৯	ছদ্মবেশ ধরিয়া বঞ্চনা করণ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ

১	২		৪	৫	৬	৭	
ধারা।	অপরাধ।	পোলিস ওয়ারণ্ট বিনা ধৃত করিতে পারে কি না।	সামান্যতঃ প্রথমে ওয়ারণ্ট বা সমন দিতে হয়।	হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারে কি না।	রফা করা যাইতে পারে কি না।	ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইন মত দণ্ড।	যে আদালতের বিচার্য্য।
৪২০	বঞ্চনা করিয়া শঠতাক্রমে সম্পত্তি দেওয়াইবার বা মূল্যবান নিদর্শনপত্র সম্পাদন কি পরিবর্তন কি নষ্ট করণের প্রবৃত্তি দেওন।	ওয়ারণ্ট বিনা ধৃত করিবে না	ওয়ারণ্ট	হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারে	রফা করা যাইতে পারে না	৭ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড	সেশন আদালত কিম্বা প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কি প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট।
	প্রতারণাভাবে দলীল প্রস্তুত ও সম্পত্তি হস্তান্তর করণের কথা।						
৪২১	উত্তমর্ণের মধ্যে সম্পত্তির বিভাগ না হয়, এই নিমিত্তে প্রতারণাক্রমে তাহা গোপন কি হস্তান্তর করণ।	ওয়ারণ্ট বিনা ধৃত করিবে না।	ওয়ারণ্ট	হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারে	রফা করা যাইতে পারে না	২ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড	প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কি প্রথম কি দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট
৪২২	অপরাধীর পাওনা অথবা কোন দাওয়ার টাকা উত্তমর্ণেরা না পায় প্রতারণাপূর্ব্বক এমত কর্ম্মকরণ।	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৪২৩	মূল্যের টাকা যাহাতে অযথারূপে লেখা থাকে এমত কোন হস্তান্তর করণপত্র প্রতারণাপূর্ব্বক সম্পাদন করণ।	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৪২৪	প্রতারণাক্রমে স্বীয় কি পরের সম্পত্তি হস্তান্তর কি গোপন করণ কি তাহা করিতে সাহায্য করণ কি যে বিষয়ের দাওয়া করিবার অধিকার থাকে তাহা শঠতাক্রমে ত্যাগ করণ।	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
	অপকারের কথা।						
৪২৬	অপকার করণ।	ওয়ারণ্ট বিনা ধৃত করিবে না।	সমন	হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারে	কেবল সামান্য কোন ব্যক্তির ক্ষতি কি হানি করা গেলে, রফা করা যাইতে পারে	৩ মাস পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড	কোন মাজিষ্ট্রেট।

১ ধারা	২ অপরাধ।	৩ পোলীস ওয়ারেণ্ট বিনা গ্রেপ্তার করিতে পারে কি না।	৪ সমন কি ওয়ারেণ্ট বা কোন্‌টি প্রথমে দেওয়া হয়।	৫ হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারে কি না।	৬ রফা করা যাইতে পারে কি না।	৭ ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইন মত দণ্ড।	৮ যে আদালতের বিচার্য্য।
৪২৭	অপকার করিয়া ৫০ টাকা কি তদধিক অপচয় করণ	ওয়ারেণ্ট বিনা ধৃত করিবে না।	ওয়ারেণ্ট	হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারে	কেবল সামান্য কোন ব্যক্তির ক্ষতি হানি হয় যেখানে রফা করা যাইতে পারে।	২ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড	প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কিম্বা প্রথম কি দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট
৪২৮	১০ টাকা কি তদধিক মূল্যের কোন জন্তুকে হত্যা করিয়া কি বিষ খাওয়াইয়া কি অঙ্গহীন কি অকর্ম্মণ্য করিয়া অপকার করণ	ওয়ারেণ্ট বিনা ধৃত করিতে পারে	ঐ	ঐ	রফা করা যাইতে পারে	ঐ	ঐ
৪২৯	হস্তীর কি উটের কি ঘোড়া প্রভৃতির যে মূল্য হউক তাহাকে কি ৫০ টাকা কি তদধিক মূল্যের অন্য জন্তুকে হত্যা করিয়া কি বিষ খাওয়াইয়া কি অঙ্গহীন কি অকর্ম্মণ্য করিয়া অপকার করণ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	৫ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড	সেশন আদালত কি প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কি প্রথম কি দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট।
৪৩০	কৃষিকর্ম্ম প্রভৃতির জল হ্রাস করণ দ্বারা অপকার করণ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৪৩১	রাজপথ কি সাঁকো কি নদী কি নৌকাগম্য [illegible] হানি করিয়া তাহা নিরাপদে যাইবার কি দ্রব্যাদি চালাইবার অযোগ্য কি বাধাজনক করণ দ্বারা অপকার করণ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৪৩২	[illegible] বন্যা কি রাজকীয় নয়নজা অবরোধ করাইয়া অপকার করণ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৪৩৩	দীপগৃহ কি সমুদ্রে জলের নিশানা নষ্ট কি স্থানান্তর কি পূর্ব্বাপেক্ষা অকর্ম্মণ্য করিয়া কি মিথ্যা আলো দেখাইয়া অপকার করণ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	৭ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কিম্বা অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড	সেশন আদালত

১ ধারা	২ অপরাধ।	৩ পোলীস ওয়ারেন্ট বিনা ধৃত করিতে পারে কি না।	৪ সামান্যতঃ প্রথম ওয়ারেন্ট বা সমন দিতে হয়।	৫ হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারে কি না।	৬ রফা করা যাইতে পারে কি না।	৭ ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইন মত দণ্ড।	৮ যে আদালতের বিচার্য্য।
৪৩৪	রাজকীয় কার্য্যকারক ভূমির সীমার চিহ্ন দিলে তাহা নষ্ট কি স্থানান্তরাদি করিয়া অপকার করণ	ওয়ারেন্ট বিনা ধৃত করিবে না	ওয়ারেন্ট	হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারে	রফা করা যাইতে পারে না	১ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড	প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কি প্রথম কি দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট।
৪৩৫	অগ্নির দ্বারা কি শব্দ করিয়া জ্বলিয়া উঠে এমত দ্রব্যের দ্বারা ১০০ কি তদধিক টাকা পর্য্যন্ত কি কৃষিজাত দ্রব্য হইলে ১০ কি তদধিক টাকা পর্য্যন্ত ক্ষতি করিবার অভিপ্রায়ে অপকার করণ	ওয়ারেন্ট বিনা ধৃত করিতে পারে।	ঐ	ঐ	ঐ	৭ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড	সেশন আদালত।
৪৩৬	ঘর প্রভৃতি নষ্ট করিবার অভিপ্রায়ে অগ্নির কি শব্দ করিয়া জ্বলিয়া উঠে এমত দ্রব্যের দ্বারা অপকার করণ	ঐ	ঐ	হাজির জামিন লওয়া যাইবে না।	ঐ	যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ কি ১০ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড	ঐ

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
৪৩৭	ডেকযুক্ত কি ২০ টন বোঝাইদারী নৌকাদি নষ্ট কি বিঘ্নজনক করিবার অভিপ্রায়ে অপকার করণ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	১০ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড	ঐ
৪৩৮	অগ্নির কি শব্দ করিয়া জ্বলিয়া উঠে এমত দ্রব্যের দ্বারা পূর্ব্ব ধারায় লিখিত অপকার করণ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ কি ১০ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড	ঐ
৪৩৯	চৌর্য্যাদি করিবার অভিপ্রায়ে নৌকাদি চড়ায় কি তীরে ঠেকাওন	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	১০ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড।	ঐ
৪৪০	প্রাণনাশের কি পীড়া প্রভৃতি জন্মাইবার উদ্যোগ করিয়া অপকার করণ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	৫ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড	ঐ

অপরাধভাবে অনধিকার প্রবেশ করণের কথা।

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
৪৪৭	অপরাধভাবে অনধিকার প্রবেশ	ওয়ারেন্ট বিনা ধৃত করিতে পারে।	সমন	হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারে	রফা করা যাইতে পারে	৩ মাস পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি ৫০০, টাকা অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড	কোন মাজিষ্ট্রেট।

১ ধারা	২ অপরাধ।	৩ পোলীস ওয়ারেণ্ট বিনা ধৃত করিতে পারে কি না	৪ সামান্যতঃ প্রথমে ওয়ারেণ্ট বা সমন দিতে হয়	৫ হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারে কি না	৬ রফা করা যাইতে পারে কি না	৭ ভারতবর্ষের দণ্ডবিধি আইন মত দণ্ড।	৮ যে আদালতের বিচার্য্য।
	চুরী করণার্থে হইলে	ওয়ারেণ্ট বিনা ধৃত করিতে পারে	ওয়ারেণ্ট	হাজির জামিন লওয়া যাইবে না।	রফা করা যাইতে পারে না	১০ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড	সেশন আদালত কি প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট কি প্রথম কি দ্বিতীয় শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেট।
৪৫৫	পীড়া জন্মাইবার কি আক্রমণ প্রভৃতি করিবার উদ্যোগ করিয়া লুক্কায়িতরূপে পরগৃহে অনধিকার প্রবেশ কিম্বা গৃহভেদ করণ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	সেশন আদালত কিম্বা প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট কি প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেট।
৪৫৬	রাত্রিযোগে লুক্কায়িতরূপে পরগৃহে অনধিকার প্রবেশ, কিম্বা গৃহভেদ করণ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	৩ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড	সেশন আদালত, প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট কিম্বা প্রথম কি দ্বিতীয় শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেট।
৪৫৭	কারাদণ্ডের উপযুক্ত অপরাধ করণার্থে রাত্রিযোগে লুক্কায়িতরূপে পরগৃহে অনধিকার প্রবেশ কিম্বা গৃহভেদ করণ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	৫ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড	ঐ
	চুরী করণার্থ হইলে	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	১৪ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড	ঐ
৪৫৮	পীড়া প্রভৃতি জন্মাইবার উদ্যোগ করিয়া রাত্রিযোগে লুক্কায়িতরূপে পরগৃহে অনধিকার প্রবেশ কি গৃহভেদ করণ।	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	সেশন আদালত কিম্বা প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট কি প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেট।
৪৫৯	লুক্কায়িতরূপে পরগৃহে অনধিকার প্রবেশ কিম্বা গৃহভেদ করণ কালে গুরুতর পীড়া জন্মাইলে	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ কি ১০ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড	সেশন আদালত।
৪৬০	রাত্রিযোগে গৃহভেদকরণ প্রভৃতি দোষে লিপ্ত ব্যক্তিদের মধ্যে একজন কর্তৃক মৃত্যু কি গুরুতর পীড়া জন্মাইলে	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ

১ ধারা	২ অপরাধ।	৩ পোলীস ওয়ারেন্ট বিনা ধৃত করিতে পারে কি না?	৪ সামান্যতঃ প্রথমে ওয়ারেন্ট বা সমন দিতে হয়	৫ হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারে কি না	৬ রফা করা যাইতে পারে কি না	৭ ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইন মত দণ্ড।	৮ যে আদালতের বিচার্য্য।
৪৬১	বদ্ধ বাক্স প্রভৃতিতে কোন সম্পত্তি আছে কি থাকা অনুভব করিয়া শঠতাক্রমে তাহা ভাঙ্গন কি খুলন।	ওয়ারেন্ট বিনা ধৃত করিতে পারে	ওয়ারেন্ট	হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারে	রফা করা যাইতে পারে না।	২ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড	প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কি প্রথম কি দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট।
৪৬২	বদ্ধ বাক্স প্রভৃতি কোন ব্যক্তির জিম্মায় রাখা গেলে তাহাতে কোন সম্পত্তি আছে কি থাকা অনুভব করিয়া তৎকর্ত্তৃক তাহা প্রতারণাক্রমে খুলন।	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	৩ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড	সেশন আদালত কিম্বা প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কি প্রথম কি দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট
১৮ অষ্টাদশ অধ্যায়। দলীল সম্পর্কীয় ও শিল্প ব্যবসায়ীর কি স্বামিত্বসূচক চিহ্ন বিষয়ক অপরাধের বিধি।							
৪৬৫	কৃত্রিম করণ	ওয়ারেন্ট বিনা ধৃত করিবে না	ওয়ারেন্ট	হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারে	রফা করা যাইতে পারে না	২ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কিম্বা অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড।	সেশন আদালত

১ ধারা	২ অপরাধ।	৩ পোলীস ওয়ারেন্ট বিনা ধৃত করিতে পারে কি না?	৪ সামান্যতঃ প্রথমে ওয়ারেন্ট বা সমন দিতে হয়	৫ হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারে কি না	৬ রফা করা যাইতে পারে কি না	৭ ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইন মত দণ্ড।	৮ যে আদালতের বিচার্য্য।
৪৬৬	রাজকীয় কার্য্যকারকের রক্ষিত আদালত সম্পর্কীয় কোন রিকার্ড কিম্বা জন্ম প্রভৃতির রেজিষ্টর কৃত্রিম করণ	ঐ	ঐ	হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারে না।	ঐ	৭ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড	ঐ
৪৬৭	কোন মূল্যবান নির্দ্দেশপত্র কি উইল কিম্বা মূল্যবান নির্দ্দেশপত্র প্রস্তুত কি হস্তান্তর করণের কিম্বা টাকা গ্রহণের ক্ষমতা প্রদান [illegible]	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ কি ১০ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড	ঐ
	এই প্রকারে নির্দ্দেশপত্র ভারতবর্ষের গবর্ণমেন্টের [illegible]	ওয়ারেন্ট বিনা ধৃত করিতে পারে	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৪৬৮	বঞ্চনা করণার্থে কৃত্রিম করণ	ওয়ারেন্ট বিনা ধৃত করিবে না।	ঐ	ঐ	ঐ	৭ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড	ঐ
৪৬৯	কোন ব্যক্তির সুখ্যাতির হানি করণার্থে কৃত এই অভিপ্রায় থাকায় কিম্বা হইবে জানিয়া কৃত্রিম করণ	ঐ	ঐ	হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারে	ঐ	৩ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড	ঐ

১ ধারা	২ অপরাধ	৩ পুলীস ওয়ারেন্ট বিনা ধৃত করিতে পারে কি না।	৪ সাধারণতঃ প্রথমে ওয়ারেন্ট বা সমন দিতে হয়।	৫ হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারে কি না	৬ রফা করা যাইতে পারে কি না।	৭ ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইন মতে দণ্ড।	৮ যে আদালতে বিচার্য্য।
৪৭১	কৃত্রিম দলীল জানিয়া তাহা প্রকৃত দলীলের মত ব্যবহার করণ	ওয়ারেন্ট বিনা ধৃত করিবে না।	ওয়ারেন্ট	হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারে, না	রফা করা যাইতে পারে।	কৃত্রিম করণের যে দণ্ড সেই দণ্ড	সেশন আদালত।
	ঐ কৃত্রিমপত্র ভারতবর্ষের গবর্ণমেন্টের প্রমিসরি নোট হইলে	ওয়ারেন্ট বিনা ধৃত করিতে পারে	ঐ	হাজির জামিন লওয়া যাইবে না	ঐ	ঐ	ঐ
৪৭২	ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইনের ৪৬৭ ধারামতে দণ্ডনীয় জাল করণ অপরাধ করিবার মানসে মোহর কি পত্র প্রস্তুতিকরণ কি কৃত্রিমকরণ, কিম্বা কোন মোহর কি পত্র কৃত্রিম জানে সেই মানসে নিকটে রাখন	ওয়ারেন্ট বিনা ধৃত করিবে না।	ঐ	ঐ	ঐ	যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ কি ৭ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড	ঐ
৪৭৩	ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইনের ৪৬৭ ধারা ভিন্ন অন্য ধারামতে দণ্ডনীয় জাল করণাপরাধ করিবার মানসে মোহর কি পত্র প্রস্তুত করণ কি কৃত্রিম করণ, কি তদ্রূপ মানসে তদ্রূপ কোন মোহর প্রভৃতি নিকটে রাখন	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	৭ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড	ঐ
৪৭৪	কোন পত্র কৃত্রিম জানিয়া প্রকৃতের ন্যায় ব্যবহার করণার্থ নিকটে রাখন। ঐ পত্র ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধির আইনের ৪৬৬ ধারার নির্দ্দিষ্ট প্রকারের হইলে	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
	ঐ দলীল ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধির আইনের ৪৬৭ ধারার নির্দ্দিষ্ট প্রকারের হইলে	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ কি [illegible] বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড [illegible] অর্থদণ্ড	ঐ

১ ধারা	২ অপরাধ।	৩ পোলীস ওয়ারেন্ট বিনা ধৃত করিতে পারে কি না।	৪ সামান্যতঃ প্রথমে ওয়ারেন্ট বা সমন দিতে হয়।	৫ হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারে কি না।	৬ রফা করা যাইতে পারে কি না।	৭ ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইন মত দণ্ড।	৮ যে আদালতের বিচার্য্য।
৪৭৫	ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইনের ৪৬৭ ধারার নির্দ্দিষ্ট দলীল সিদ্ধ করণার্থে যে অঙ্কের কি চিহ্নের ব্যবহার হয় তাহা কৃত্রিম করন কিম্বা কৃত্রিম চিহ্নিত দ্রব্য নিকটে রাখন	ওয়ারেন্ট বিনা ধৃত করিবে না	ওয়ারেন্ট	হাজির জামিন লওয়া যাইবে না	রফা করা যাইতে পারে না	যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ কি ৭ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড	সেশন আদালত
৪৭৬	ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইনের ৪৬৭ ধারার নির্দ্দিষ্ট দলীল ভিন্ন অন্য দলীল সিদ্ধ করিবার জন্যে যে অঙ্কের কি চিহ্নের ব্যবহার হয় তাহা কৃত্রিম করণ, কিম্বা কৃত্রিম চিহ্নিত দ্রব্য নিকটে রাখন	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	৭ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড	ঐ
৪৭৭	উইল প্রভৃতি প্রতারণা করিয়া নষ্ট কি বিকৃতকরণ, কিম্বা নষ্ট কি বিকৃত করিবার উদ্যোগ করণ কি গোপন করণ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ কি ৭ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড	ঐ
	ব্যবসায়ীর ও পণ্য দ্রব্যের চিহ্ন।						
৪৮২	কোন ব্যক্তিকে বঞ্চনা কি তাহার হানিকরণার্থে ব্যবসায়ের কি স্বামিত্বের কৃত্রিম চিহ্ন ব্যবহার করণ	ওয়ারেন্ট বিনা ধৃত করিবে না	ওয়ারেন্ট	হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারে	রফা করা যাইতে পারে না	১ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কিম্বা অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড	প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কি প্রথম কি দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট।
৪৮৩	অপচয় কি হানি করিবার মানসে অন্যের ব্যবহৃত ব্যবসায়ের কি স্বামিত্বের চিহ্ন কৃত্রিম করণ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	২ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড	ঐ
৪৮৪	রাজকীয় কার্য্যকারক স্বামিত্বের যে চিহ্ন কিম্বা কোন দ্রব্য প্রস্তুত করণের স্থান গুণাদি জানাইবার জন্যে যে চিহ্ন ব্যবহার করেন, তাহা কৃত্রিম করণ।	ঐ	সমন	ঐ	ঐ	৩ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড	সেশন আদালত কিম্বা প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কি প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট

১ ধারা	২ অপরাধ।	৩ পুলীস ওয়ারেণ্ট বিনা ধৃত করিতে পারে কি না।	৪ সাধারণতঃ প্রথমে ওয়ারেণ্ট বা সমন দিতে হয়।	৫ হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারে কি না	৬ রফা করা যাইতে পারে কি না।	৭ ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইন-মত দণ্ড।	৮ যে আদালতের বিচার্য।
৪৮৫	সাধারণ কি ব্যক্তিবিশেষের স্বামিত্বের কি ব্যবসায়ের চিহ্ন কৃত্রিম করণার্থে কোন ছোপ কি পট্ট কি অন্য দ্রব্য প্রতারণা করিয়া প্রস্তুত করণ কি নিকটে রাখন।	ওয়ারেণ্ট বিনা ধৃত করিবে না।	সমন	হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারে	রফা করা যাইতে পারে না।	[illegible] বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড	সেশন আদালত কি প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কি প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট।
৪৮৬	স্বামিত্বের কি ব্যবসায়ের কৃত্রিম চিহ্নিত কোন দ্রব্য জ্ঞানপূর্ব্বক বিক্রয়করণ।	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	১ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড	প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কিম্বা প্রথম কি দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট
৪৮৭	যে বস্তাতে কি আধারে যে দ্রব্য না থাকে তাহাতে সেই দ্রব্য আছে এমত বিশ্বাস জন্মাইবার নিমিত্তে প্রতারণা করিয়া তাহাতে মিথ্যা চিহ্ন দেওন।	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	৩ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কিম্বা অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড	সেশন আদালত কি প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কিম্বা প্রথম কি দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট।
৪৮৮	ঐরূপ কোন মিথ্যা চিহ্ন ব্যবহার করণ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৪৮৯	হানি করিবার অভিপ্রায়ে কোন স্বামিত্বের চিহ্ন লোপ, কি নষ্ট কি বিকৃত করণ।	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	১ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড	প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কি প্রথম কি দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট।

১৯ ঊনবিংশ অধ্যায় :—অন্যায়ভাবে চাকরীর চুক্তিভঙ্গের কথা।

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
৪৯০	জলপথে কি স্থলপথে গমন সময়ে কি কোন ব্যক্তির কি দ্রব্যের রক্ষণাবেক্ষণ করিতে কি কোন ব্যক্তিকে লইয়া যাইতে চুক্তিক্রমে বদ্ধ হইয়া তাহা করিতে ইচ্ছাপূর্ব্বক ত্রুটি করণ।	ওয়ারেণ্ট বিনা ধৃত করিবে না	সমন	হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারে	রফা করা যাইতে পারে	১ মাস পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি ১০০ টাকা অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড	প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কি প্রথম কি দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট।
৪৯১	অল্পবয়স্ক কি বিকৃতমনা কি রোগগ্রস্ত অক্ষম ব্যক্তির সেবা করিতে বা প্রয়োজনীয় দ্রব্য দিতে বদ্ধ হইয়া তাহা করিতে কি দিতে ইচ্ছাপূর্ব্বক ত্রুটি করণ।	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	৩ মাস পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি ২০০ টাকা অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড	ঐ

১ ধারা	২ অপরাধ।	৩ পোলীস ওয়ারণ্ট বিনা ধৃত করিতে পারে কি না।	৪ সামান্যতঃ প্রথমে ওয়ারণ্ট বা সমন দিতে হয়	৫ হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারে কি না।	৬ রফা করা যাইতে পারে কি না।	৭ ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইন মত দণ্ড।	৮ যে আদালতের বিচার্য্য।
৪৯২	চুক্তিক্রমে নিযুক্ত কোন ব্যক্তি কতক কালের নিমিত্তে চাকরী করণার্থে নিয়োগকর্ত্তার ব্যয়ে দূর দেশে নীত হইয়া তথায় ইচ্ছাপূর্ব্বক চাকরী পরিত্যাগ করণ কিম্বা কর্ত্তব্য কর্ম্ম করিতে স্বীকার না করণ	ওয়ারণ্ট বিনা ধৃত করিবে না।	সমন	হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারে	রফা করা যাইতে পারে	১ মাস পর্যান্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কিম্বা যত টাকা ব্যয় হইল তাহার দ্বিগুণ অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড।	প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট কি প্রথম কি দ্বিতীয় শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেট।
	২০ বিংশ অধ্যায়।—বিবাহ সম্পর্কীয় অপরাধের বিধি।						
৪৯৩	বৈধ বিবাহ না হইলেও কোন পুরুষ বঞ্চনা দ্বারা বৈধ বিবাহ হইয়াছে স্ত্রীর এমত বিশ্বাস জন্মাইয়া তাহাকে সহবাস করাওন।	ওয়ারণ্ট বিনা ধৃত করিবে না।	ওয়ারণ্ট	হাজির জামিন লওয়া যাইবে না	রফা করা যাইতে পারে না।	১০ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড অর্থদণ্ড	সেসন আদালত।
৪৯৪	স্বামীর কি ভার্য্যার জীবদ্দশায় পুনশ্চ বিবাহ করণ।	ঐ	ঐ	হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারে	ঐ	৭ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড অর্থদণ্ড	ঐ
৪৯৫	যাহার সঙ্গে বিবাহ হইবে তাহার নিকটে পূর্ব্ব-বিবাহের বৃত্তান্ত প্রকাশ না করিয়া ঐ অপরাধ করণ।	ঐ	ঐ	হাজির জামিন লওয়া যাইবে না	ঐ	১০ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড	ঐ
৪৯৬	বিধিপূর্ব্বক বিবাহ হয় নাই জানিয়াও প্রতারণাপূর্ব্বক কোন ব্যক্তির বিবাহের অনুষ্ঠান করণ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	৭ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড	ঐ
৪৯৭	পরস্ত্রী গমন	ঐ	ঐ	হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারে	রফা করা যাইতে পারে	৫ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড	প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট কি প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেট।
৪৯৮	বিবাহিতা স্ত্রীলোককে অপরাধভাবে ভুলাইয়া লওন কি হরণ করণ কি আটক করিয়া রাখন	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	২ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কিম্বা অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড	প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট কি প্রথম কি দ্বিতীয় শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেট।

২১ একবিংশ অধ্যায়।—অপবাদের কথা।

১ ধারা।	২ অপরাধ	৩ পোলিস ওয়ারেন্ট বিনা ধৃত করিতে পারে কি না।	৪ সাধারণতঃ প্রথমে ওয়ারেন্ট বা সমন দিতে হয়।	৫ হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারে কি না।	৬ রফা করা যাইতে পারে কি না	৭ ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইন মত দণ্ড।	৮ যে আদালতের বিচার্য্য।
৫০০	অপবাদ করণ	ওয়ারেন্ট বিনা ধৃত করিবে না	ওয়ারেন্ট	হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারে	রফা করা যাইতে পারে	বিনা পরিশ্রমে ২ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কিম্বা অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড	সেশন আদালত কিম্বা প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কি প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট।
৫০১	কোন বিষয় অপবাদজনক জানিয়া মুদ্রিত কি খোদিত করণ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
	কোন খোদিত কি মুদ্রিত দ্রব্যে অপবাদজনক বিষয় আছে জানিয়া তাহা বিক্রয় করণ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ

২২ দ্বাবিংশ অধ্যায়।—অপরাধ ভাবে ভয় জন্মাইবার ও অপমান করিবার ও ক্লেশ দিবার কথা।

১ ধারা।	২ অপরাধ	৩	৪	৫	৬	৭	৮
৫০৪	শান্তিভঙ্গ করাওনাভিপ্রায়ে অপমান করণ	ওয়ারেন্ট বিনা ধৃত করিবে না	ওয়ারেন্ট	হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারে	রফা করা যাইতে পারে	২ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড	কোন মাজিষ্ট্রেট।
৫০৫	সৈন্যের অবাধ্যতা কি সাধারণের শান্তিভঞ্জন অপরাধ জন্মাইবার অভিপ্রায়ে মিথ্যা বৃত্তান্ত কি জনরব রাষ্ট্র করণ	ঐ	ঐ	হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারে না।	রফা করা যাইতে পারে না।	ঐ	প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কি প্রথম কি দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট।
৫০৬	অপরাধভাবে ভয় দর্শাওন	ঐ	ঐ	হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারে	রফা করা যাইতে পারে	ঐ	ঐ
	বধ মৃত্যু কি গুরুতর পীড়া প্রভৃতি জন্মাইবার ভয় দর্শান যায়	ঐ	ঐ	ঐ	রফা করা যাইতে পারে না।	৭ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড	সেশন আদালত কিম্বা প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কি প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট।
৫০৭	অনামক পত্রাদি দ্বারা কিম্বা যে ব্যক্তি ভয় দর্শায় তাহাকে সতর্কতাপূর্ব্বক অপ্রকাশ রাখিয়া অপরাধভাবে ভয় দর্শাওন	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	পূর্ব্ব ধারার দণ্ডের অতিরিক্ত ২ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড	ঐ

১ ধারা।	২ অপরাধ।	৩ পোলীস ওয়ারেন্ট বিনা ধৃত করিতে পারে কি না।	৪ সামান্যতঃ প্রথমে ওয়ারেন্ট বা সমন দতেব্য।	৫ জামিন লওয়া যাইতে পারে কি না।	৬ রফা করা যাইতে পারে কি না।	৭ ভারতবর্ষের দণ্ডবিধি আইনমত দণ্ড।	৮ যে আদালতের বিচার্য্য।
৫০৮	ঈশ্বরের ক্রোধপাত্র হইবে কোন ব্যক্তির এমত বিশ্বাস জন্মাইয়া কার্য্য করাওন	ওয়ারেন্ট বিনা ধৃত করিবে না।	ওয়ারেন্ট	জামিন লওয়া যাইতে পারে	রফা করা যাইতে পারে না	১ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড	প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কি প্রথম কি দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট।
৫০৯	স্ত্রীলোকের লজ্জাশীলতার ক্ষোভ জন্মাইবার অভিপ্রায়ে কোন কথা কথন কি অঙ্গভঙ্গী করণ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	১ বৎসর পর্য্যন্ত সামান্য কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড	প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কি প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট।
৫১০	মত্ত হইয়া কোন প্রকাশ্য স্থানাদিতে গিয়া কোন ব্যক্তির ক্লেশ জন্মাওন	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	২৪ চব্বিশ ঘণ্টা পর্য্যন্ত সামান্য কারাদণ্ড কি ১০ টাকা অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড	কোন মাজিষ্ট্রেট।

২৩ ত্রয়োবিংশ অধ্যায়।—অপরাধ করিবার উদ্যোগের কথা।

৫১১	দ্বীপান্তর প্রেরণদণ্ডের বা কারাদণ্ডের যোগ্য অপরাধ করিবার উদ্যোগ ও সেই উদ্যোগে সেই অপরাধ হইবার জন্যে কোন ক্রিয়া করণ	ঐ অপরাধের নিমিত্তে ওয়ারেন্ট বিনা ধৃত করিতে কি না করিতে পারিলে তদনুসারে	অপরাধের জন্যে সামান্যতঃ সমন কিম্বা ওয়ারেন্ট যাহা বাহির হইতে পারে তাহা	অপরাধীর কল্পিত অপরাধের জন্যে জামিন লওয়া যাইতে পারিলে কি না পারিলে তদনুসারে	যে অপরাধের উদ্যোগ হয়, তাহার রফা করা যাইতে পারিলে, রফা করা যাইতে পারে।	অপরাধের নিমিত্তে অত্যধিক যত কাল দ্বীপান্তর প্রেরণদণ্ড কিম্বা যে প্রকারের কারাদণ্ড হইতে পারে তাহার অর্দ্ধেকের অনধিক কাল কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড	যে অপরাধের উদ্যোগ হয়, তাহা যে আদালতের বিচার্য্য সেই আদালত।

অন্যান্য আইনবিরুদ্ধ অপরাধ।

	প্রাণদণ্ডের কিম্বা দ্বীপান্তর প্রেরণদণ্ডের কিম্বা সাত বৎসর কি তদধিক কাল কারাদণ্ডের যোগ্য হইলে	ওয়ারেন্ট বিনা ধৃত করিতে পারে	ওয়ারেন্ট	জামিন লওয়া যাইবে না।	রফা করা যাইতে পারে না।		এই আইনের ২৯ ধারার বিধান মতে

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
ধারা।	অপরাধ।	পোলীস ওয়ারেণ্ট বিনা ধৃত করিতে পারে কি না	সাধারণতঃ প্রথমে ওয়ারেণ্ট বা সমন দিতে হয়।	জামিন দেওয়া যাইতে পারে কি না	রফা করা যাইতে পারে কি না।	ভারতবর্ষের ফৌজদারী আইন মত দণ্ড।	যে আদালতের বিচার্য।
	তিন বৎসরের অধিক ও সাত বৎসরের ন্যূন কাল কারাদণ্ডের যোগ্য হইলে	ওয়ারেণ্ট বিনা ধৃত করিতে পারে	ওয়ারেণ্ট	কিন্তু ভারতবর্ষীয় অস্ত্রবিষয়ক ১৮৭৮ সালের আইনের ১৯ ধারামতে অপরাধীর জামিন মঞ্জুর হইতে পারিবে।	রফা করা যাইতে পারে না।		ঐ আইনের ১৬ ধারার বিধানানুসারে
	তিন বৎসরের ন্যূন কাল কারাদণ্ডের যোগ্য হইলে	ওয়ারেণ্ট বিনা ধৃত করিতে পারে না।	সমন	জামিন দেওয়া যাইতে পারে	ঐ		
	কেবল অর্থদণ্ডের যোগ্য হইলে	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ		

তৃতীয় তফসীল।

মফঃসল মাজিষ্ট্রেটের নিয়মিত ক্ষমতার কথা

১। তৃতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের নিয়মিত ক্ষমতা।

(১) কোন ব্যক্তি মাজিষ্ট্রেটের গোচরে অপরাধ করিলে তাহাকে ধৃত করিবার বা ধৃত করিতে আজ্ঞা করিবার ক্ষমতা (৬৫ ধারা)

(২) ওয়ারেণ্টের পৃষ্ঠে লিখিবার কিম্বা ওয়ারেণ্টমতে অভিযুক্ত ব্যক্তি ধৃত হইলে তাহাকে স্থানান্তর করণের আজ্ঞা দিবার ক্ষমতা (৮৩ ও ৮৪ ও ৮৬ ধারা)

(৩) বিচার করণের ক্ষমতাক্রমে আপনার সম্মুখে যে বিষয় উপস্থিত থাকে তৎসম্পর্কে ঘোষণাপত্র দিবার ক্ষমতা (৮[illegible] ধারা)

(৪) বিচার করণের ক্ষমতাক্রমে আপনার সম্মুখে যে বিষয় উপস্থিত থাকে তৎসম্পর্কে সম্পত্তি ক্রোক ও বিক্রয় করিবার ক্ষমতা (৮৮ ধারা)

(৫) ক্রোকী সম্পত্তি ছাড়িয়া দিবার ক্ষমতা (৮৯ ধারা)

(৬) তলাশী পরওয়ানা দিবার ক্ষমতা (৯৬ ধারা)

(৭) তলাশী পরওয়ানার পৃষ্ঠে লিখিবার ও যে দ্রব্য পাওয়া যায় তাহা সমর্পণ করণের আজ্ঞা দিবার ক্ষমতা (৯৯ ধারা)

(৮) পোলীসের অনুসন্ধান কালে যে অপরাধ স্বীকার হয় বা যে উক্তি করা যায় তাহা লিপিবদ্ধ করিবার ক্ষমতা (১৬৪ ধারা)

(৯) পোলীসের অনুসন্ধান কালে কোন ব্যক্তিকে আটক করিয়া রাখিবার অনুমতি দেওনের ক্ষমতা (১৬৭ ধারা)

(১০) অভিযুক্ত ব্যক্তিকে আদালতে পাওয়া গেলে তাহাকে ধৃত করিবার ক্ষমতা (৩৫১ ধারা)

(১১) সন্দিগ্ধভাবের আশুনাশ্য দ্রব্য বিক্রয় করিবার ক্ষমতা (৫২৫ ধারা)

২। দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের নিয়মিত ক্ষমতা।

(১) তৃতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের নিয়মিত ক্ষমতা

(২) মাজিষ্ট্রেটের বিচার করিবার কি বিচারার্থে সমর্পণ করিবার ক্ষমতা থাকিলে, পোলীসকে অপরাধের অনুসন্ধান লইবার আজ্ঞা দিবার ক্ষমতা (১৫৫ ধারা)

৩। প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের নিয়মিত ক্ষমতা।

(১) দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের নিয়মিত ক্ষমতা

(২) তদন্ত লওনের কার্য্যক্রমে না হইয়া স্থানান্তরে তলাশী পরওয়ানা দিবার ক্ষমতা (৯৮ ধারা)

(৩) অন্যায়রূপে যে ব্যক্তিদিগকে আবদ্ধ করিয়া রাখা যায় তাহাদের সন্ধান লওনার্থ তলাশী পরওয়ানা দিবার ক্ষমতা (১০০ ধারা)

(৪) শান্তিরক্ষার জামিন দিবার আজ্ঞা করিবার ক্ষমতা (১০৭ ধারা)

(৫) সদাচরণের জামিন দিতে আজ্ঞা করিবার ক্ষমতা (১০৯ ধারা)

(৬) দখলের মোকদ্দমায় আজ্ঞা প্রভৃতি করিবার ক্ষমতা (১৪৫ ১৪৬ ও ১৪৭ ধারা)

(৭) বিচারার্থে সমর্পণ করিবার ক্ষমতা (২০৭ ধারা)

(৮) বাদী উপস্থিত না থাকিলে কার্য্যানুষ্ঠান বন্ধ করিবার ক্ষমতা (২৫৯ ধারা)

(৯) ভরণপোষণের আজ্ঞা দিবার ক্ষমতা (৪৮৮ ও ৪৮৯ ধারা)

৪। মহকুমার মাজিষ্ট্রেটের নিয়মিত ক্ষমতা

(১) প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের নিয়মিত ক্ষমতা।

(২) ভূম্যধিকারীর নামে ওয়ারেণ্ট দিবার ক্ষমতা (৭৮ ধারা)

(৩) স্থানবিশেষে অনিষ্ট কার্য্য হইলে তন্নিবারণের আজ্ঞা প্রভৃতি করিবার ক্ষমতা (১৩৩ ধারা)

(৪) অনিষ্ট কার্য্য পুনশ্চ না হওনার্থে তন্নিবারণের আজ্ঞা প্রচার করিবার ক্ষমতা (১৪৩ ধারা)

(৫) ১৪৪ ধারামতে আজ্ঞা করিবার ক্ষমতা

(৬) কোন ব্যক্তির মৃত্যুর কারণানুসন্ধান লইবার ক্ষমতা (১৭৪ ধারা)

(৭) কোন ব্যক্তি মাজিষ্ট্রেটের বিচারাধীন স্থানের বহির্ভূত স্থানে অপরাধ করিলে তাঁহার বিচারাধীন স্থানের মধ্যে তাহাকে ধরিবার পরওয়ানা দিবার ক্ষমতা (১৮৬ ধারা)

(৮) নালিশ গ্রাহ্য করিবার ক্ষমতা (১৯১ ধারা)

(৯) পোলীসের রিপোর্ট লইবার ক্ষমতা (১৯১ ধারা)

(১০) নালিশ না হইলেও মোকদ্দমা গ্রাহ্য করিবার ক্ষমতা (১৯১ ধারা)

(১১) অধীন মাজিষ্ট্রেটের প্রতি মোকদ্দমা অর্পণ করিবার ক্ষমতা (১৯১ ধারা)

(১২) অধীন মাজিষ্ট্রেটের দ্বারা যে আনুষ্ঠানিক কার্য্য লিপিবদ্ধ হয় তাহা দেখিয়া দণ্ডের আজ্ঞা করিবার ক্ষমতা (৩৪৯ ধারা)

(১৩) চোরা বলিয়া যৎসম্বন্ধে অভিযোগ কি সন্দেহ হয় এরূপ দ্রব্য বিক্রয় করিবার ক্ষমতা (৫২৪ ধারা)

(১৪) আপীল ভিন্ন মোকদ্দমা উঠাইয়া লইয়া বিচার করিবার কিম্বা বিচারার্থে অর্পণ করিবার ক্ষমতা (৫২৮ ধারা)

৫ জিলার মাজিষ্ট্রেটের নিয়মিত ক্ষমতা।

(১) প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট হইলে মফস্বলের মাজিষ্ট্রেটের নিয়মিত ক্ষমতা

(২) ডাকঘরে বা টেলিগ্রাফ বিভাগে কোন দলীলের নিমিত্ত তল্লাশী পরওয়ানা দিবার ক্ষমতা (৯৬ ধারা)

(৩) যে ব্যক্তি শান্তিরক্ষা বা সদাচরণ করিতে নিবদ্ধ আছে তাহাকে মুক্ত করিবার ক্ষমতা (১২৪ ধারা)

(৪) শান্তিরক্ষার নিবন্ধপত্র রহিত করিবার ক্ষমতা (১২৫ ধারা)

(৫) সরাসরীমতে বিচার করিবার ক্ষমতা (২৬০ ধারা)

(৬) কোনং স্থলে অপরাধ নির্ণয় অসিদ্ধ করিবার ক্ষমতা (৩৫০ ধারা)

(৭) সদাচরণের জামিন দিবার আজ্ঞার উপর আপীল শুনিবার ক্ষমতা (৪০৬ ধারা)

(৮) দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের দ্বারা যে অপরাধ নির্ণয় হয় তাহার উপর আপীল হইলে তাহা শুনিবার কি অন্যের প্রতি অর্পণ করিবার ক্ষমতা (৪০৭ ধারা)

(৯) কাগজপত্র আনাইবার ক্ষমতা (৪৩৫ ধারা)

(১০) ৫১৪ ধারামতে প্রদত্ত আজ্ঞা সংশোধন করিবার ক্ষমতা (৫১৫ ধারা)

চতুর্থ তফসীল

মফঃসলের ম্যাজিষ্ট্রেটদের প্রতি যে অতিরিক্ত ক্ষমতা দেওয়া যাইতে পারে।

প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেটকে যেং ক্ষমতা দেওয়া যাইতে পারিবে	স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট এইং ক্ষমতা প্রদান করিতে পারিবেন	(১) [illegible] করিবার ক্ষমতা (১১০) (২) স্থানবিশেষে অনিষ্ট কার্য্য হইলে আদেশ প্রভৃতি করিবার ক্ষমতা (১৩৩ ধারা) (৩) অনিষ্ট কার্য্য পুনশ্চ না হওনার্থে হুকুম দেওয়া করিবার ক্ষমতা (১৪৩ ধারা) (৪) ১৪৪ ধারামতে আজ্ঞা করিবার ক্ষমতা (৫) মৃত্যুর কারণানুসন্ধান করিবার ক্ষমতা (১৭৪ ধারা) (৬) কোন ব্যক্তি ম্যাজিষ্ট্রেটের বিচারাধীন স্থানের বাহিরে থাকে অপরাধ করিলে তাহার বিচারাধীন স্থানের মধ্যে ঐ ব্যক্তিকে ধরিবার পরওয়ানা দেওনের ক্ষমতা (১৮৬ ধারা) (৭) নালিশ ক্রমে অপরাধ গ্রাহ্য করিবার ক্ষমতা (১৯১ ধারা) (৮) পোলীশের রিপোর্টক্রমে অপরাধ গ্রাহ্য করিবার ক্ষমতা (১৯১ ধারা) (৯) সন্ধানক্রমে অপরাধ গ্রাহ্য করিবার ক্ষমতা (১৯১ ধারা) (১০) সরাসরীমতে বিচার করিবার ক্ষমতা (২৬০ ধারা) (১১) দ্বিতীয় কি তৃতীয় শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেটেরা অপরাধ নির্ণয় করিলে তাহার উপর আপীল শুনিবার ক্ষমতা (৪০৭ ধারা) (১২) চোরা বলিয়া যৎসম্বন্ধে অভিযোগ কি সন্দেহ হয় এরূপ দ্রব্য বিক্রয় করিবার ক্ষমতা (৫২৪ ধারা)

প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটকে যেং ক্ষমতা দেওয়া যাইতে পারিবে	জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেব এইং ক্ষমতা প্রদান করিতে পারিবেন।	(১) অনিষ্ট কার্য্য পুনশ্চ না হওনার্থে ত্রিবারণের আজ্ঞা করিবার ক্ষমতা (১৪৩ ধারা) (২) ১৪৪ ধারামতে আজ্ঞা করিবার ক্ষমতা (৩) মৃত্যুর কারণানুসন্ধান করিবার ক্ষমতা (১৭৪ ধারা) (৪) নালিশ ক্রমে অপরাধ গ্রাহ্য করিবার ক্ষমতা (১৯১ ধারা) (৫) পোলীসের রিপোর্টক্রমে অপরাধ গ্রাহ্য করিবার ক্ষমতা (১৯১ ধারা) (৬) মোকদ্দমা হস্তান্তর করিয়া দিবার ক্ষমতা (১৯২ ধারা)
দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটকে যেং ক্ষমতা দেওয়া যাইতে পারিবে	স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট এইং ক্ষমতা প্রদান করিতে পারিবেন।	(১) কশাঘাত দণ্ডের আজ্ঞা করিবার ক্ষমতা (৩২ ধারা) (২) অনিষ্ট কার্য্য পুনশ্চ না হওনার্থে ত্রিবারণের আজ্ঞা করিবার ক্ষমতা (১৪৩ ধারা) (৩) ১৪৪ ধারামতে আজ্ঞা করিবার ক্ষমতা। (৪) মৃত্যুর কারণানুসন্ধান করিবার ক্ষমতা (১৭৪ ধারা) (৫) নালিশক্রমে অপরাধ গ্রাহ্য করিবার ক্ষমতা (১৯১ ধারা) (৬) পোলীসের রিপোর্টক্রমে অপরাধ গ্রাহ্য করিবার ক্ষমতা (১৯১ ধারা) ( ) সম্বাদক্রমে অপরাধ গ্রাহ্য করিবার ক্ষমতা (১৯১ ধারা) (৮) বিচারার্থে সমর্পণ করিবার ক্ষমতা (২০৬ ধারা)

দ্বিতীয় শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেটকে যেং ক্ষমতা দেওয়া যাইতে পারিবে	জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেব এইং ক্ষমতা প্রদান করিতে পারিবেন।	(১) অনিষ্ট কার্য্য পুনশ্চ না হওনার্থে তন্নিবারণের আজ্ঞা করিবার ক্ষমতা (১৪৩ ধারা) (২) ১৪৪ ধারামতে আজ্ঞা করিবার ক্ষমতা (৩) মৃত্যুর কারণানুসন্ধান করিবার ক্ষমতা (১৭৪ ধারা) (৪) নালিশক্রমে অপরাধ গ্রাহ্য করিবার ক্ষমতা (১৯১ ধারা) (৫) পোলীসের রিপোর্টক্রমে অপরাধ গ্রাহ্য করিবার ক্ষমতা (১৯১ ধারা)
তৃতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটকে যেং ক্ষমতা দেওয়া যাইতে পারিবে	স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট এইং ক্ষমতা প্রদান করিতে পারিবেন	(১) অনিষ্ট কার্য্য পুনশ্চ না হওনার্থে তন্নিবারণের আজ্ঞা করিবার ক্ষমতা (১৪৩ ধারা) (২) ১৪৪ ধারামতে আজ্ঞা দিবার ক্ষমতা (৩) মৃত্যুর কারণানুসন্ধান করিবার ক্ষমতা (১৭৪ ধারা) (৪) নালিশক্রমে অপরাধ গ্রাহ্য করিবার ক্ষমতা (১৯১ ধারা) (৫) পোলীসের রিপোর্টক্রমে অপরাধ গ্রাহ্য করিবার ক্ষমতা (১৯১ ধারা) (৬) বিচারার্থে সমর্পণ করিবার ক্ষমতা (২০৬ ধারা)
তৃতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটকে (contd.) / মহকুমার মাজিষ্ট্রেটকে যেং ক্ষমতা দেওয়া যাইতে পারিবে	জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেব এইং ক্ষমতা প্রদান করিতে পারিবেন / স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট এই ক্ষমতা প্রদান করিবেন	(১) অনিষ্ট কার্য্য পুনশ্চ না হওনার্থে তন্নিবারণের আজ্ঞা করিবার ক্ষমতা (১৪৩ ধারা) (২) ১৪৪ ধারামতে আজ্ঞা করিবার ক্ষমতা (৩) মৃত্যুর কারণানুসন্ধান করিবার ক্ষমতা (১৭৪ ধারা) (৪) নালিশক্রমে অপরাধ গ্রাহ্য করণের ক্ষমতা (১৯১ ধারা) (৫) পোলীসের রিপোর্টক্রমে অপরাধ গ্রাহ্য করিবার ক্ষমতা (১৯১ ধারা) নথী আনাইবার ক্ষমতা (৪৩৫ ধারা)

পঞ্চম তফসীল।

পাঠ বিষয়ক।

১ অভিযুক্ত ব্যক্তিকে সমন দিবার পাঠ।

(৬৮ ধারা দেখ)

অমুক স্থান নিবাসী শ্রী অমুক সমীপেষু।

তোমার নামে অমুক২ (যে অপরাধের অভিযোগ হয় তাহার সংক্ষেপ মর্ম্ম এই স্থলে লিখিতে হইবে) অপরাধের নালিশ হওয়াতে তাহার উত্তর দিবার জন্যে তোমার উপস্থিত হওয়া আবশ্যক। অতএব তোমার প্রতি এই আজ্ঞা হইল তুমি অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে আপনি (কিম্বা স্থল বিশেষে উকীলের দ্বারা) অমুক স্থানের মাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে উপস্থিত হইবে। ইহাতে ত্রুটি না হয়।

১৮ সাল তাং

(মোহর) (স্বাক্ষর)

২। ধৃত করিবার ওয়ারণ্ট লিখিবার পাঠ।

(৭৫ ধারা দেখ।)

শ্রীঅমুক সমীপেষু। (যে ব্যক্তি কি ব্যক্তিরা এই ওয়ারণ্ট জারী করিবে তাহার কি তাহাদের নাম ও পদ প্রভৃতি লিখিতে হইবে)

অমুক স্থাননিবাসী অমুকের নামে অমুক অপরাধের অভিযোগ হইয়াছে, অতএব উক্ত অমুককে ধরিয়া আমার নিকটে উপস্থিত কর তোমার প্রতি এই আদেশ হইতেছে ইহাতে ত্রুটি না হয়

১৮ সাল তাং

(মোহর) (স্বাক্ষর।)

(৭৬ ধারা দেখ।)

এই ওয়ারণ্টের পৃষ্ঠে এইরূপ কথা লেখা যাইতে পারিবে।

উক্ত অমুক যদি অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে আমার সম্মুখে উপস্থিত হইবার এবং আমার প্রকারান্তরে আদেশ না পাওয়া পর্য্যন্ত উপস্থিত থাকিবার জামিন অর্থাৎ আপনি এত টাকার ও এক জন প্রতিভূ এত টাকার (অথবা দুই জন প্রতিভূ প্রত্যেকে এত টাকার) জামিন দেয় তবে তাহাকে ছাড়িয়া দেওয়া যাইতে পারিবে।

১৮ সাল তাং (স্বাক্ষর।)

৩। ওয়ারেন্টক্রমে ধরিবার পর নিরূপণার্থ [redacted] জামিনী—
নিরূপণ লিখিবার পাঠ।
(৮৬ ধারা দেখ।)

অমুক অপরাধের অভিযোগের প্রতিবাদ করিতে আমাকে উপস্থিত করাইবার ওয়ারেন্টে যে অমুক জিলার (কিম্বা স্থল বিশেষে অমুক) ম্যাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে আমাকে আনা গেলে অমুক স্থানবাসী আমি শ্রীঅমুক এতদ্দ্বারা প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে আমি অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে উক্ত অভিযোগের প্রতিবাদ করিতে অমুক স্থানের আদালতে উপস্থিত হইব, এবং আদালতের প্রকারান্তরে আদেশ না পাওয়া পর্য্যন্ত উপস্থিত থাকিব। তাহাতে আমার ত্রুটি হইলে শ্রীশ্রীমতী মহারাণী ভারতেশ্বরীকে এত টাকা দণ্ড দিব এই মর্ম্মের নিরূপণ লিখিয়া দিলাম।

১৮ সাল তাং (স্বাক্ষর)

যে অভিযোগে শ্রীঅমুককে যুক্ত করা গিয়াছে সেই অভিযোগের প্রতিবাদ করিতে সে অমুক মাসের অমুক দিনে বেলা এক ঘণ্টার সময় অমুক স্থানের আদালতে উপস্থিত হইবে এবং আদালতের প্রকারান্তরে আদেশ না পাওয়া পর্য্যন্ত উপস্থিত থাকিবে এতদ্বিষয়ে আমি অমুক স্থানবাসী উক্ত অমুকের প্রতিভূ স্বীকার করিলাম এবং তাহার ত্রুটি হইলে, আমি শ্রীশ্রীমতী মহারাণী ভারতেশ্বরীকে এত টাকা দণ্ড দিব এই মর্ম্মের নিরূপণপত্র লিখিয়া দিলাম

১৮ সাল তাং (স্বাক্ষর।)

৪। অভিযুক্ত ব্যক্তিকে উপস্থিত করাইবার ঘোষণা পত্রের পাঠ।
(৮৭ ধারা দেখ)

আমার নিকটে নালিশ হইয়াছে যে অমুক (নাম, বর্ণনা ও ঠিকানা দিবে) ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধির আইনের এত ধারামতে দণ্ডনীয় অমুক অপরাধ করিয়াছে (কি করিয়াছে বলিয়া সন্দেহ হয়) এবং তাহাকে ধরিবার জন্য যে ওয়ারেন্ট দেওয়া যায় উক্ত অমুককে (নাম দিবে) পাওয়া যায় না বলিয়া সেই ওয়ারেন্ট ফেরত আসিয়াছে, এবং আমার সন্তোষমতে প্রমাণ হইয়াছে যে উক্ত অমুক (নাম দিবে) পলাইয়াছে (অথবা উক্ত ওয়ারেন্ট জারী এড়াইবার নিমিত্ত গোপনে আছে);

এ নিমিত্ত আমি এতদ্দ্বারা ঘোষণা করিতেছি যে অমুক স্থানবাসী অদ্যাবধি এত দিনের মধ্যে উক্ত নালিশের প্রতিবাদ করিতে এই আদালতে (অথবা আমার সম্মুখে) উপস্থিত হয়, এই আদেশ করা গেল।

১৮ সাল তাং

(মোহর) (স্বাক্ষর।)

---

৫ সাক্ষীকে উপস্থিত করাইবার ঘোষণাপত্রের পাঠ

(৮৭ ধারা দেখ।)

আমার নিকট নালিশ হইয়াছে যে অমুক (নাম বর্ণনা ও ঠিকানা লিখিবে) অমুক অপরাধ (সংক্ষেপে অপরাধের উল্লেখ করিবে) করিয়াছে (কি করিয়াছে বলিয়া সন্দেহ হয়) এবং উক্ত নালিশের বিষয় সম্বন্ধে সাক্ষ্য দিবার জন্য অমুকের (সাক্ষীর নাম, বর্ণনা ও ঠিকানা লিখিবে।) এই আদালতে উপস্থিত হইবার ওয়ারেন্ট দেওয়া যায়, এবং উক্ত অমুকের (সাক্ষীর নাম দিবে) উপর জারী করিতে পারা যায় না বলিয়া উক্ত ওয়ারেন্ট ফেরত আসিয়াছে এবং আমার সন্তোষমতে প্রমাণ হইয়াছে যে সে পলাইয়াছে (অথবা উক্ত ওয়ারেন্ট জারী হওয়া এড়াইবার নিমিত্ত গোপনে আছে)।

এ নিমিত্ত এতদ্দ্বারা ঘোষণা করিতেছি যে উক্ত অমুক (নাম দিবে) উক্ত নালিশী অপরাধ সম্বন্ধে সাক্ষ্য দিবার নিমিত্ত আগামী অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে বেলা এত ঘটার সময় অমুক স্থানের আদালতে উপস্থিত হয় এই আদেশ করা গেল

১৮ সাল তাং

(মোহর) (স্বাক্ষর)

---

৬ সাক্ষীকে উপস্থিত করাইবার ক্রোকের আজ্ঞার পাঠ

(৮৮ ধারা দেখ)

অমুক স্থানের পোলীস থানার অধ্যক্ষ শ্রীঅমুক সমীপেষু।

এই আদালতে উপস্থিত নালিশ সম্পর্কে সাক্ষ্য দিবার নিমিত্ত অমুককে (নাম বর্ণনা ও ঠিকানা লিখিবে) উপস্থিত করাইবার ওয়ারেন্ট দেওয়া যায়, এবং সেই ওয়ারেন্ট জারী করিতে পারা যায় না বলিয়া তাহা ফেরত আসি-

য়াছে, এবং আমার অবোধমতে প্রমাণ হইয়াছে যে সে পলাইয়াছে (অথবা ওয়ারণ্ট জারী এড়াইবার নিমিত্ত গোপনে আছে); এবং তজ্জন্য নিয়মমতে ঘোষণাপত্র প্রচার করিবা আদেশ দেওয়া যায় যে উক্ত অমুক তন্নিম্নলিখিত সময় ও স্থানে উপস্থিত হইয়া সাক্ষ্য দেয় এবং সে উপস্থিত হয় নাই

এজন্য তোমার প্রতি অনুমতি দিয়া আদেশ করা যাইতেছে যে অমুক জিলার মধ্যে উক্ত ব্যক্তির যে অস্থাবর সম্পত্তি থাকে এত টাকা মূল্য পরিমিত সেই সম্পত্তি আটক করিয়া ক্রোক করিবে, এবং এই আদালতের অন্যতর আজ্ঞার অপেক্ষায় উক্ত সম্পত্তি ক্রোক করিয়া রাখিবে এবং এই ওয়ারণ্ট যে প্রকারে জারী হয় পৃষ্ঠলিপিক্রমে তাহার সার্টিফিকেট লিখিয়া এই ওয়ারণ্ট ফেরত পাঠাইবে

১৮ সাল তাং

(মোহর) (স্বাক্ষর)

অভিযুক্ত ব্যক্তিকে উপস্থিত করাইবার ক্রোকী আজ্ঞার পাঠ।

(৮৮ ধারা দেখ।)

আমার নিকটে নালিশ হইয়াছে যে (অমুক নাম, বর্ণনা ও ঠিকানা লিখিবে) ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধির আইনের অমুক ধারামতে দণ্ডনীয় অমুক অপরাধ করিয়াছে (কি করিয়াছে বলিয়া সন্দেহ হয়) এবং তদনুসারে যে ওয়ারণ্ট দেওয়া যায় উক্ত অমুককে (নাম দিবে) পাওয়া যায় না বলিয়া সেই ওয়ারণ্ট ফেরত আসিয়াছে, এবং আমার অবোধমতে প্রমাণ হইয়াছে যে উক্ত অমুক (নাম দিবে) পলাইয়াছে (অথবা উক্ত ওয়ারণ্ট জারী এড়াইবার নিমিত্তে গোপনে আছে,) ও তজ্জন্য নিয়মমতে ঘোষণাপত্র প্রচার করিয়া আজ্ঞা দেওয়া যায় যে উক্ত অমুক উক্ত অভিযোগের প্রতিবাদ করিতে এত দিন মধ্যে উপস্থিত হয় এবং অমুক জেলার অমুক গ্রামে (কি নগরে) গবর্ণমেণ্টে রাজস্বপ্রদায়ী ভূমি ভিন্ন উক্ত অমুকের পশ্চাল্লিখিত সম্পত্তি আছে ও তাহা ক্রোক করিবার আজ্ঞা দেওয়া গিয়াছে

এ জন্য তোমার প্রতি আদেশ করা যাইতেছে যে তুমি উক্ত সম্পত্তি আটক করিয়া ক্রোক করিবে এবং এই আদালতের অন্যতর আজ্ঞার অপে-

কার তাহা ক্রোক রাখিবে, ও যে প্রকারে এই ওয়ারণ্ট জারী করা যায় পৃষ্ঠে লিপিক্রমে তাহার সার্টিফিকেট লিখিয়া ইহা ফেরত পাঠাইবে

১৮ সাল তাং

(মোহর) (স্বাক্ষর)

কালেক্টরস্বরূপ ডেপুটী কমিশ্যনরের দ্বারা ক্রোক করিবার অনুমতি সূচক আজ্ঞার পাঠ

(৮৮ ধারা দেখ)

অমুক জিলার ডেপুটী কমিশ্যনর সাহেব সমীপেষু

আমার নিকট প্রকাশ হইয়াছে যে অমুক (নাম, বর্ণনা ও ঠিকানা লিখিবে) ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধির আইনের অমুক ধারামতে দণ্ডনীয় অমুক অপরাধ করিয়াছে (কি করিয়াছে বলিয়া সন্দেহ হয়) ও তদনুসারে যে ওয়ারণ্ট দেওয়া যায় উক্ত অমুককে (নাম দিবে) পাওয়া যায় না বলিয়া সেই ওয়ারণ্ট ফেরত আসিয়াছে, ও আমার সন্তোষমতে প্রমাণ হইয়াছে যে উক্ত অমুক (নাম দিবে) পলাইয়াছে, (অথবা উক্ত ওয়ারণ্ট জারী এড়াইবার নিমিত্ত গোপনে আছে,) ও তজ্জন্য নিয়মমতে ঘোষণা পত্র প্রচার করিয়া আজ্ঞা দেওয়া যায় যে উক্ত অমুক উক্ত অভিযোগের প্রতিবাদ করিতে এত দিনের মধ্যে উপস্থিত হয়, কিন্তু সে উপস্থিত হয় নাই; ও অমুক জিলার অমুক গ্রামে (কি নগরে) উক্ত অমুকের গবর্ণমেণ্টে রাজস্বপ্রদায়ী কিয়ৎপরিমাণ ভূমি আছে ।

এজন্য তোমাকে অনুমতি দিয়া আদেশ করা যাইতেছে যে তুমি উক্ত ভূমি ক্রোক করাইবে ও এই আদালতের পরবর্ত্তী আজ্ঞার অপেক্ষায় তাহা ক্রোক রাখিবে ও এই আজ্ঞানুসারে তুমি যাহা করিবে অবিলম্বে তাহার সার্টিফিকেট পাঠাইবে ।

১৮ সাল তাং

(মোহর) (স্বাক্ষর)

ওয়ারণ্টক্রমে প্রথমেই সাক্ষীকে আনিতে হইলে, ঐ ওয়ারণ্টের পাঠ ।

(৯০ ধারা দেখ)

শ্রীঅমুক সমীপেষু (যে পোলীসের কর্ম্মকারক কি অন্য ব্যক্তি কি ব্যক্তিগণ ওয়ারণ্ট জারী করিবে তাহার কি তাহাদের নাম ও খ্যাতি লিখিবে)

আমার নিকট নালিশ হইয়াছে যে অমুক স্থান বাসী অমুক এই অপরাধ (সংক্ষেপে অপরাধের উল্লেখ করিবে) করিয়াছে (কি করিয়াছে বলিয়া সন্দেহ হয়) ও অমুক (সাক্ষীর নাম ও বর্ণনা লিখিবে) উক্ত নালিশ সম্পর্কে সাক্ষ্য দিতে পারে এরূপ প্রতীতি হয় এবং একথা বিশ্বাস করিবার উত্তম ও বিশিষ্ট কারণ দেখিতে পাই যে বলপূর্বক না আনিলে উক্ত নালিশের শ্রবণ সময় সে সাক্ষীস্বরূপ উপস্থিত হইবে না;

এজন্য তোমার প্রতি অনুমতি দিয়া আদেশ করা যাইতেছে যে অমুককে (নাম দিবে) ধৃত করিবে এবং অমুক মাসের অমুক তারিখে নালিশী অপরাধ সম্বন্ধে সাক্ষ্য দিবার নিমিত্ত তাহাকে এই আদালতে আনিবে।

অদ্য ১৮ সালের অমুক তারিখে আমার স্বাক্ষর ও আদালতের মোহর-যুক্ত হইয়া এই ওয়ারেন্ট প্রদত্ত হইল।

(মোহর) (স্বাক্ষর)

৮। কোন বিশেষ অপরাধের সংবাদ পাওয়া গেলে পর, তল্লাসী পরওয়ানার ফর্ম।

(৯৬ ধারা দেখ)

শ্রীঅমুক সমীপেষু (যে পোলিস কর্মচারী কি অন্য ব্যক্তি কি ব্যক্তিগণ ওয়ারেন্ট জারী করিবে তাহার কি তাহাদের নাম ও খ্যাতি লিখিবে।)

আমার নিকটে সংবাদ আসিয়াছে (কি নালিশ হইয়াছে) যে অমুক অপরাধ (সংক্ষেপে অপরাধের উল্লেখ করিবে) কৃত হইয়াছে (কি কৃত হইয়াছে বলিয়া সন্দেহ হয়) এবং উক্ত অপরাধের (কি উক্ত অপরাধের) যে তদন্ত হওয়া যাইতেছে (কি যাইবে) তৎসম্বন্ধে অমুক দ্রব্য (স্পষ্ট করিয়া ঐ দ্রব্য নির্দেশ করিবে) উপস্থিত করা আবশ্যকীয় ইহা আমাকে দেখান গিয়াছে,

এজন্য তোমার প্রতি অনুমতি দিয়া আদেশ করা যাইতেছে যে উক্ত দ্রব্য (দ্রব্য নির্দেশ করিবে) অমুক স্থানে (যে বাটী কি স্থান কি তাহার অংশ তল্লাস করিতে হইবে, তাহার বর্ণনা করিবে) অন্বেষণ করিবে, ও পাওয়া গেলে তাহা অবিলম্বে এই আদালতে উপস্থিত করিবে। ও এই

ওয়ারন্ট সাধন হইবার অব্যবহিত পরে এতৎক্রমে তুমি কি করিয়াছ পৃষ্ঠ-লিপিক্রমে তাহার সার্টিফিকেট লিখিয়া এই ওয়ারন্ট ফেরত পাঠাইবে।

অদ্য ১৮ সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে আমার স্বাক্ষর ও আদালতের মোহর যুক্ত হইয়া এই ওয়ারন্ট প্রদত্ত হইল

(মোহর) (স্বাক্ষর)

৯। গচ্ছিত রাখিবার সন্দিগ্ধ স্থানের তলাশী পরওয়ানার পাঠ

(৯৮ ধারা দেখ)

শ্রীঅমুক সমীপেষু (কনষ্টবলের উচ্চপদস্থ পোলীসের কর্ম্মকারকের নাম ও খ্যাতি লিখিবে।)

আমার নিকটে সংবাদ আসিয়াছে ও যথাযোগ্য তদন্ত লইয়া আমার বিশ্বাস হইয়াছে যে অমুক বাটী (বাটীর কি অন্য স্থানের বর্ণনা লিখিবে) চোরাদ্রব্য গচ্ছিত রাখিবার (কি তাহা বিক্রয় করিবার) স্থানরূপে (কিম্বা উক্ত ধারানির্দিষ্ট অন্যতর কার্য্য জন্য ব্যবহৃত হইলে, উক্ত ধারার কথায় তাহ লিখিবে) ব্যবহৃত হয় ;

এজন্য তোমার প্রতি অনুমতি দিয়া আদেশ করা যাইতেছে যে প্রয়োজনীয় সাহায্য লইয়া তুমি উক্ত বাটীতে (কি স্থানে) প্রবেশ করিবে ■ আবশ্যক হইলে তদর্থে যুক্তিমত বল প্রয়োগ করিবে ও উক্ত বাটীর (কি অন্য স্থানের কিম্বা অংশ বিশেষ অন্বেষণ করিতে হইলে, তাহার স্পষ্ট নির্দেশ করিবে) সর্ব্বাংশে খানাতলাশী করিবে ও কোন সম্পত্তি (কি দলীল কি স্বর্ণ-বিশেষে ইষ্টাম্প কি মোহর কি মুদ্রা) | এবং আবশ্যক হইলে এই ২ কথাও যোগ করিবে, ■ যে কোন যন্ত্র কি দ্রব্য যুক্তিমতে তোমার বিবেচনায় জাল দলীল কি স্বর্ণবিশেষে কৃত্রিম ইষ্টাম্প কি মোহর কি মুদ্রা প্রস্তুত করিবার নিমিত্ত রাখা যায়, তাহা] আটক করিয়া দখল করিবে —এবং উক্ত যে দ্রব্য তদ্রূপে দখল করা যায় তাহা তৎক্ষণাৎ এই আদালতে আনিবে ও এই ওয়ারন্ট সাধন হইবার অব্যবহিত পরে এতৎক্রমে তুমি কি করিয়াছ পৃষ্ঠ-লিপিক্রমে তাহার সার্টিফিকেট লিখিয়া এই ওয়ারন্ট ফেরত পাঠাইবে।

অদ্য ১৮ সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে আমার স্বাক্ষর ■ আদালতের মোহরযুক্ত হইয়া এই ওয়ারন্ট প্রদত্ত হইল।

(মোহর) (স্বাক্ষর)

১০ শান্তিভঙ্গ না করিবার নিবন্ধপত্র লিখিবার পাঠ

(১০৬ ধারা দেখ)

অমুক স্থানবাসী শ্রীঅমুক আমার প্রতি এতকাল শান্তিভঙ্গ না করিবার নিবন্ধপত্র লিখিয়া দিবার আজ্ঞা হইয়াছে; এই হেতু আমি উক্ত কাল পর্য্যন্ত শান্তিভঙ্গ করিব না, কিম্বা যাহাতে শান্তিভঙ্গ হইবার সম্ভাবনা এমত কোন কার্য্য করিব না এই প্রতিজ্ঞা করিলাম ইহাতে আমার ত্রুটি হইলে আমি শ্রীশ্রীমতী মহারাণী ভারতেশ্বরীকে এত টাকা দণ্ড দিব এই সর্ত্তের নিবন্ধপত্র লিখিয়া দিলাম

১৮ সাল তাং (স্বাক্ষর)

১১। সদাচরণ করিবার নিবন্ধপত্র লিখিবার পাঠ।

(১০৯ ও ১১০ ধারা দেখ।)

অমুক স্থাননিবাসী শ্রীঅমুক আমাকে শ্রীশ্রীমতী মহারাণী ভারতেশ্বরীর প্রতি ও তাঁহার সকল প্রজার প্রতি এত কাল (কাল নির্দ্দেশ করিবে) সদাচরণ করিবার নিবন্ধপত্র লিখিয়া দিতে আজ্ঞা হইয়াছে; অতএব আমি উক্ত কাল পর্য্যন্ত শ্রীশ্রীমতীর প্রতি ও তাঁহার সকল প্রজার প্রতি সদাচরণ করিব; ইহাতে আমার ত্রুটি হইলে শ্রীশ্রীমতীকে এত টাকা দণ্ড দিব এই সর্ত্তে নিবন্ধপত্র লিখিয়া দিলাম

১৮ সাল তাং (স্বাক্ষর)

(নিবন্ধপত্র জামিন সহিত লিখিয়া দিতে হইলে, এই কথাগুলি যোগ করিতে হইবে) আমরা উপরিলিখিত অমুকের জামিন হইয়া জানাইতেছি যে তিনি উক্ত কালপর্য্যন্ত শ্রীশ্রীমতী মহারাণী ভারতেশ্বরীর প্রতি ও তাঁহার সকল প্রজার প্রতি সদাচরণ করিবেন। এবং তাহাতে তাঁহার ত্রুটি হইলে আমরা একত্র ও স্বতন্ত্র শ্রীশ্রীমতীকে এত টাকা দণ্ড দিব।

১৮ সাল তাং (স্বাক্ষর)

---

১২ শান্তিভঙ্গ হইবার সম্ভাবনার সংবাদ পাইলে, সমন লিখিবার পাঠ।

(১১৪ ধারা দেখ।)

অমুক স্থানবাসী শ্রীঅমুক সমীপেষু।

বিশ্বাসযোগ্য সম্বাদ পাইয়া আমার প্রত্যয় জন্মিয়াছে যে (এই স্থানে সম্বাদের মর্ম্ম লিখিবে) এবং তোমার দ্বারা শান্তিভঙ্গ হইবার (কি যদ্দ্বারা শান্তিভঙ্গ হইতে পারে তদ্রূপ কার্য্য হইবার) সম্ভাবনা; এজন্য তোমাকে এতদ্দ্বারা আদেশ করা যাইতেছে যে তুমি স্বয়ং (কিম্বা উপযুক্ত ক্ষমতাপ্রাপ্ত মোক্তার দ্বারা) ১৮ সালের অমুক মাসের অমুক তারিখের পূর্ব্বাহ্ণ বেলা ১০ ঘটিকার সময় অমুক স্থানের মাজিষ্ট্রেটের কাছারীতে উপস্থিত হইয়া কারণ দর্শাইবে যে এত কাল শান্তিভঙ্গ করিবে না এই নিয়মে কেন তোমার প্রতি এত টাকার নিবন্ধপত্র লিখিয়া দিবার, (জামিন আবশ্যক হইলে এই কথাগুলি যোগ করিতে হইবে) ও এক জন (কিম্বা স্থল বিশেষে দুই জন) প্রতিভূর (কিম্বা একাধিক হইলে, প্রত্যেকের, এত টাকার নিবন্ধপত্র দ্বারা জামিন দিবার আদেশ হইবে না।

অদ্য ১৮ সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে আমার স্বাক্ষর ও আদালতের মোহরযুক্ত হইয়া এই সমনপত্র প্রদত্ত হইল

(মোহর) (স্বাক্ষর)

১৩।—শান্তিভঙ্গ না করিবার জামিন দিতে না পারিলে সমর্পণের ওয়ারেন্টের পাঠ।

(১২৩ ধারা দেখ।)

অমুক স্থানের দেওয়ানী জেলের সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট (কি রক্ষক) সমীপেষু,

অমুক স্থানবাসী অমুক এত মাস শান্তিভঙ্গ করিবে না বলিয়া এক জন প্রতিভূসহ (অথবা প্রত্যেকে এত টাকার দুই জন প্রতিভূসহ) এত টাকার নিবন্ধপত্র কেন লিখিয়া দিবে না ইহার কারণ দর্শাইবার নিমিত্ত যে সমন দ্বারা তাহাকে আদেশ করা যায় সেই সমনক্রমে সে অমুক মাসের অমুক তারিখে স্বয়ং কি ক্ষমতাপ্রাপ্ত মোক্তার দ্বারা আমার সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছিল; এবং তৎকালে আজ্ঞা হয় যে উক্ত অমুক (নাম দিবে) এই প্রকার জামিন দেয় (যে জামিনের আজ্ঞা করা যায় সমন লিখিত জামিনের সহিত

তাহার প্রভেদ থাকিলে তাহা এই স্থলে লিখিতে হইবে) ও সে উক্ত আজ্ঞা পালন করে নাই ,

এজন্য তোমার প্রতি অনুমতি, দিয়া আদেশ করা যাইতেছে যে তুমি উক্ত সুপরিন্টেণ্ডেণ্ট (কি রক্ষক) এই ওয়ারণ্টের সহিত উক্ত অমুককে (নাম দিবে) তোমার হেফাজতে গ্রহণ করিবে ও উক্ত জেলে এত কাল (কারাদণ্ডের কাল নির্দেশ করিবে) তাহাকে নির্বিঘ্নে রাখিবে কিন্তু উক্ত কাল মধ্যে সে স্বয়ং ও এক কি অধিক প্রতিভূদ্বারা নিবন্ধপত্র লিখিয়া দিয়া আজ্ঞা পালন করিলে, উক্ত নিবন্ধপত্র গ্রহণ করা যাইবে, ও উক্ত অমুককে (নাম দিবে) মুক্ত করা যাইবে ; ও যেরূপে এই ওয়ারণ্ট সাধন হয় পৃষ্ঠলিপিক্রমে তাহার সার্টিফিকেট লিখিয়া এই ওয়ারণ্ট ফেরত পাঠাইবে

অদ্য ১৮ সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে আমার স্বাক্ষর ও আদালতের মোহরযুক্ত হইয়া এই ওয়ারণ্ট প্রদত্ত হইল ।

(মোহর) (স্বাক্ষর)

---

১৪ সদাচরণের জামিন না দিলে সমর্পণ করিবার ওয়ারণ্টের পাঠ

(১২৩ ধারা দেখ)

অমুক স্থানের দেওয়ানী জেলের সুপরিন্টেণ্ডেণ্ট (কি রক্ষক) সমীপেষু,

আমার নিকটে দর্শান গিয়াছে যে অমুক (নাম ও বর্ণনা দিবে) অমুক জিলার মধ্যে গুপ্ত হইয়া আছে, ও তাহার জীবনধারণের দৃশ্য সঙ্গতি নাই (অথবা সে আপনার কোন সন্তোষজনক বিবরণ দিতে পারে না) ;

কিম্বা

অমুকের (নাম ও বর্ণনা দিবে) সাধারণ চরিত্র সম্বন্ধে আমার সম্মুখে যে প্রমাণ প্রদত্ত হইয়া লিপিবদ্ধ হইয়াছে তাহাতে প্রতীতি হয় যে সে রীতিমত দস্যু (অথবা স্থল বিশেষে গৃহভেদক রা, ইত্যাদি) ;

এবং উহা উল্লেখ করিয়া আজ্ঞা লিপিবদ্ধ হইয়াছে, তাহাতে আদেশ করা গিয়াছে যে উক্ত অমুক (নাম দিবে) একজন (অথবা স্থল বিশেষে দুই কি তদধিক জন) প্রতিভূসহ আপনি এত টাকার ও উক্ত প্রতিভূ (কিম্বা তদ্রূপ প্রত্যেক প্রতিভূ) এত টাকার নিবন্ধপত্র লিখিয়া দিয়া এত কাল (কাল নির্দেশ করিবে) সদাচরণ করিবার জামিন দিবে, ও উক্ত অমুক (নাম দিবে)

উক্ত আজ্ঞা পালন করে নাই, [redacted] না করাতে ইতিমধ্যে জামিন না দিলে তাহার প্রতি এত কাল (কাল নির্দ্দেশ করিবে) কারাদণ্ডের আদেশ হইয়াছে,

এজন্য তোমার প্রতি অনুমতি দিয়া আদেশ করা যাইতেছে যে তুমি, উক্ত সুপরিন্টেণ্ডেণ্ট (কি রক্ষক) এই ওয়ারণ্টের সহিত উক্ত অমুককে (নাম দিবে) তোমার হেফাজতে গ্রহণ করিবে, [redacted] তাহাকে এত কাল (কাল নির্দ্দেশ করিবে) নির্ব্বিঘ্নে উক্ত জেলে রাখিবে, কিন্তু তন্মধ্যে সে স্বয়ং ও এক কি অধিক প্রতিভূদ্বারা নিবন্ধপত্র লিখিয়া দিয়া আজ্ঞা পালন করিলে, উক্ত নিবন্ধপত্র গ্রহণ করা যাইবে ও উক্ত অমুককে (নাম দিবে) মুক্ত করা যাইবে ও যেরূপে এই ওয়ারণ্ট সাধন হয় পৃষ্ঠলিপিক্রমে তাহার সার্টিফিকেট লিখিয়া এই ওয়ারণ্ট ফেরত পাঠাইবে

অদ্য ১৮ সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে আমার স্বাক্ষর [redacted] আদালতের মোহরযুক্ত হইয়া এই ওয়ারণ্ট প্রদত্ত হইল

(মোহর) (স্বাক্ষর)

---

১৫ জামিন না দেওয়াতে যে ব্যক্তি কারাবদ্ধ হইয়াছে, তাহাকে মুক্ত করিবার ওয়ারণ্টের পাঠ।

(১২৩ ও ১২৪ ধারা দেখ)

অমুক স্থানের জেলের সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট (কি রক্ষক কিম্বা অন্য যে কার্য্যকারকের হেফাজতে ঐ ব্যক্তি আছে সেই কার্য্যকারক) সমীপেষু

অমুককে (বন্দির নাম বর্ণনা দিবে) অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখের এই আদালতের ওয়ারণ্টক্রমে তোমার হেফাজতে সমর্পণ করা যায়, ও সে পরে ফৌজদারী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক আইনের অমুক ধারামতে নিয়মিতরূপে জামিন দিয়াছে,

কিম্বা

জন সমাজের শঙ্কা বিনা তাহাকে মুক্ত করা যাইতে পারে এরূপ বিশ্বাস করিবার বিশিষ্ট হেতু দৃষ্ট হইয়াছে।

এজন্য তোমার প্রতি অনুমতি দিয়া আদেশ করা যাইতেছে যে উক্ত অমুক (নাম দিবে) যদি অন্য কোন কারণে আটক থাকিবার যোগ্য না হয়, তবে তাহাকে তোমার হেফাজত হইতে অবিলম্বে মুক্ত করিবে

অদ্য ১৮ সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে আমার স্বাক্ষর ও আদালতের মোহর যুক্ত হইয়া এই ওয়ারণ্ট প্রদত্ত হইল।

(মোহর) (স্বাক্ষর)

---

১৬ অনিষ্টজনক বিষয় উঠাইয়া দিবার আজ্ঞার পাঠ

(১৩৩ ধারা দেখ)

শ্রীঅমুক সমীপেষু (নাম, বর্ণনা, ও ঠিকানা লিখিবে)

আমার নিকটে দর্শান গিয়াছে যে তুমি অমুক (পথ কি অন্য সাধারণের স্থানে) এইরূপে (যে রূপে বাধা কি অনিষ্ট জনককার্য্য হয় তাহার উল্লেখ করিবে) উক্ত রাজপথ (কি অন্য সাধারণের স্থান) ব্যবহারকারী ব্যক্তিদের বাধাজনক (কি অনিষ্টজনক) কার্য্য করিয়াছ, ও উক্ত বাধা (কি অনিষ্ট) অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে,

কিম্বা

আমার নিকটে দর্শান গিয়াছে যে তুমি স্বামী কি কার্য্যাধ্যক্ষস্বরূপ অমুক ব্যবসায় কি কার্য্য (যে বিশেষ ব্যবসায় কি কার্য্য যে স্থানে চালান যায় তাহার উল্লেখ করিবে) চালাইতেছ এবং এই কারণে (যেরূপে তদ্দ্বারা হানি হয় এই স্থানে সংক্ষেপে লিখিবে) তাহা সাধারণের স্বাস্থ্যের [কি স্বাচ্ছন্দ্যের] হানিজনক ও তাহার লোপসাধন করা কি তাহা স্থানান্তরে উঠাইয়া লইয়া যাওয়া উচিত ;

কিম্বা

আমার নিকটে দর্শান গিয়াছে যে তুমি অমুক রাজপথের (পথের বর্ণনা লিখিবে) নিকটবর্ত্তী অমুক পুষ্করিণীর (কি কূপের কি গর্ত্তের) স্বামী (কি তাহা তোমার অধিকারে কি কর্ত্তৃত্বাধীনে আছে) ও উক্ত পুষ্করিণীর (কি কূপের কি গর্ত্তের) বেড়া না থাকাতে (কিম্বা শঙ্কানিবারক বেড়া না থাকাতে) সাধারণের বিপদ ঘটিবার সম্ভাবনা

কিম্বা

(স্থলবিশেষে) আমার নিকটে ইত্যাদি ;

এজন্য আমি এতদ্দ্বারা আজ্ঞা দিয়া তোমার প্রতি আদেশ করিতেছি যে তুমি অমুক সময়ের মধ্যে (সময়ের উল্লেখ করিবে) অমুক কার্য্য করিবে (অনিষ্ট-

জনক বিষয় উঠাইয়া দিবার নিমিত্ত যাহা করিতে হইবে তাহা লিখিবে) কিম্বা আগামী অমুক মাসের অমুক ■ রিখে এত ঘন্টার সময়ে অমুক স্থানের অমুক আদালতে উপস্থিত হইয়া এই আজ্ঞা কেন প্রবল করা যাইবে না তাহার কারণ দর্শাইবে,

কিম্বা

এজন্য আমি এতদ্দারা আজ্ঞা দিয়া তোমার প্রতি আদেশ করিতেছি যে তুমি অমুক সময়ের মধ্যে (সময়ের উল্লেখ করিবে) উক্ত স্থানে উক্ত ব্যবসায় কি কার্য্য চালান বন্ধ করিবে, ও তাহা আর সেই স্থানে চালাইবে না, কিন্ত উক্ত স্থান হইতে উক্ত ব্যবসায় কি কার্য্য উঠ ইয়া লইয়া য ইবে, কিম্বা আগামী অমুক মাসের ইত্যাদি;

কিম্বা

এজন্য আমি এতদ্দারা আজ্ঞা দিয়া তোমার প্রতি আদেশ করিতেছি যে তুমি অমুক সময়ের মধ্যে (সময়ের উল্লেখ করিবে) উপযুক্ত বেড়া দিবে (যে প্রকারের বেড়া দিতে হইবে ■ যে ভাগে দিতে হইবে তাহার উল্লেখ করিবে) কিম্বা আগামী অমুক মাসের ইত্যাদি।

কিম্বা

এজন্য আমি এতদ্দারা আজ্ঞা দিয়া তোমার প্রতি আদেশ করিতেছি যে ইত্যাদি (যথা যেমন)।

অদ্য ১৮• সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে আমার স্বাক্ষর ও আদালতের মোহরযুক্ত হইয়া এই আজ্ঞা প্রদত্ত হইল

(মোহর) (স্বাক্ষর)

১৭। পঞ্চায়ৎ নিয়োগ বিষয়ক মাজিষ্ট্রেটের আজ্ঞার পাঠ।

(৩১৮ ধারা দেখ)

১৮ সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে অমুকের (নাম দিবে) প্রতি এই আদেশ করিয়া (আজ্ঞা কিরূপ ফলাত্মক লিখিবে) আজ্ঞা দেওয়া যায়, এবং উক্ত আজ্ঞা যুক্তিসঙ্গত ও উপযুক্ত কি না ইহার বিচার করণার্থ পঞ্চায়ৎ নিয়োগ করিবার আজ্ঞার নিমিত্ত উক্ত অমুক (নাম দিবে) অমুক মাসের অমুক তারিখের দরখাস্তের দ্বারা প্রার্থনা করিয়াছে, এজন্য উক্ত প্রশ্নের বিচার ■ নিষ্পত্তি করণার্থে আমি অমুক ব্যক্তিদিগকে (পঞ্চায়তের পাঁচ কি

তদধিক ব্যক্তির নাম এই স্থানে দিবে) পঞ্চ যৎ নিযুক্ত করিতেছি ও আদেশ দিতেছি যে উক্ত পঞ্চায়ৎ এই আজ্ঞার তারিখ অবধি এত দিনের মধ্যে অমুক স্থানে আমার আফিসে তাঁহাদের নিষ্পত্তি পাঠাইবেন

অদ্য ১৮ সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে আমার স্বাক্ষর ও আদালতের মোহর যুক্ত হইয়া এই আজ্ঞা প্রদত্ত হইল

(মোহর) (স্বাক্ষর)

১৮। পঞ্চায়তের নিষ্পত্তির পর মাজিষ্ট্রেটের নোটিসের ও চূড়ান্ত আজ্ঞার পাঠ

(১৪০ ধারা দেখ)

শ্রীঅমুক সমীপেষু (নাম বর্ণনা ও বাসস্থান লিখিবে)

আমি এতদ্বারা তোমাকে নোটিস দিতেছি যে অমুক মাসের অমুক তারিখের তোমার প্রদত্ত দরখাস্তক্রমে নিয়মমতে যে পঞ্চায়ৎ নিযুক্ত করা যায় তাঁহারা নির্ণয় করিয়াছেন যে অমুক তারিখে তোমার প্রতি এইরূপ আদেশ করিয়া (আদেশের মর্ম লিখিবে) যে আজ্ঞা দেওয়া যায় তাহা যুক্তিমত ও উপযুক্ত, এজন্য উক্ত আজ্ঞা চূড়ান্ত করা গেল ও আমি তোমার প্রতি আজ্ঞা দিয়া আদেশ করিতেছি যে অমুক সময়ের মধ্যে (সময়ের উল্লেখ করিবে) তুমি উক্ত আজ্ঞা পালন করিবে নতুবা উক্ত আজ্ঞা পালন না করণের নিমিত্ত ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধির আইনের নির্দিষ্ট দণ্ড প্রাপ্ত হইবে।

অদ্য ১৮ সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে আমার স্বাক্ষর ও আদালতের মোহরযুক্ত হইয়া এই নোটিস প্রদত্ত হইল।

(মোহর) (স্বাক্ষর)

---

১৯ পঞ্চায়তের তদন্ত লইবার অপেক্ষায় আসন্ন বিপদ নিবারণার্থে আজ্ঞার পাঠ।

(১৪২ ধারা দেখ)

শ্রীঅমুক সমীপেষু (নাম, বর্ণনা ও ঠিকানা লিখিবে)

১৮ সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে আমি যে আজ্ঞা করি, তাহা যুক্তিমত ও উপযুক্ত কি না ইহার বিচার করিবার নিমিত্ত নিযুক্ত পঞ্চায়তের

তদন্ত কার্য্য অদ্যাপি চলিতেছে, ও আমার নিকটে দর্শান গিয়াছে যে উক্ত আজ্ঞার লিখিত অনিষ্টজনক বিষয় সম্পর্কে সাধারণের এরূপ আসন্ন গুরুতর বিপদের সম্ভাবনা যে উক্ত বিপদ নিবারণার্থে অবিলম্বে উপায় করা আবশ্যক, এজন্য ফৌজদারী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক আইনের ১৪২ ধারার বিধানমতে তোমার প্রতি আজ্ঞা দিয়া এতদ্দারা আদেশ করিতেছি যে উক্ত পঞ্চায়তের স্থানীয় তদন্তের ফলাপেক্ষায় তুমি অবিলম্বে (কিয়ৎ-কালীন সংরক্ষণ নিমিত্ত যে কার্য্যের আদেশ হয় স্পষ্ট করিয়া তাহার উল্লেখ করিবে)।

অদ্য ১৮ সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে আমার স্বাক্ষর ও আদালতের মোহরযুক্ত হইয়া এই আজ্ঞা প্রদত্ত হইল।

(মোহর) (স্বাক্ষর)

২০। অনিষ্টজনক কার্য্য পুনশ্চ না করণ প্রভৃতির নিষেধ সূচক মাজিষ্ট্রেটের আজ্ঞার পাঠ।

(১৪৩ ধারা দেখ)

শ্রীঅমুক সমীপেষু (নাম, বর্ণনা ও ঠিকানা লিখিবে)।

আমার নিকটে দর্শান গিয়াছে যে (১৬ বা স্থলবিশেষে ২১ পাঠ দেখিয়া যথাযোগ্য কথা গুলি লিখিবে), এজন্য আমি এতদ্দারা তোমার প্রতি বিশেষ-রূপ আজ্ঞা দিয়া আদেশ করিতেছি যে আবার উক্ত দ্রব্য রাখিয়া কি (স্থল বিশেষে) রাখিতে দিয়া, ইত্যাদি, তুমি উক্ত অনিষ্টজনক কার্য্য পুনশ্চ করিবে না।

অদ্য ১৮ সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে আমার স্বাক্ষর ও আদালতের মোহর যুক্ত হইয়া এই আজ্ঞা প্রদত্ত হইল।

(মোহর) (স্বাক্ষর)

---

২১ বাধা জন্মাওন, হাঙ্গামা প্রভৃতি নিবারণার্থে মাজিষ্ট্রেটের আজ্ঞার পাঠ।)

(১৪৪ ধারা দেখ)

শ্রীঅমুক সমীপেষু (নাম, বর্ণনা ও ঠিকানা লিখিবে)

আমার নিকটে দর্শান গিয়াছে যে তোমার অধিকারে (কি কর্তৃত্বাধীনে) অমুক (স্পষ্ট করিয়া দ্রব্যাদির বর্ণনা করিবে) আছে, ও তুমি উক্ত ভূমিতে

নর্দ্দমা কাটিয়া তাহার মাটি ও ইট নিকটস্থ রাজপথে ফেলিতে কি রাখিতে উদ্যত আছ, ও তাহাতে উক্ত পথ ব্যবহারকারী ব্যক্তিদের বাধা জন্মিবার সম্ভাবনা,

কিম্বা

আমার নিকটে দর্শান গিয়াছে যে তুমি ও অন্য কতকগুলিলোক (যে শ্রেণীর লোক তাহার উল্লেখ করিবে) অমুক রাজপথ (কি স্থল বিশেষ, অমুক স্থান) দিয়া ধর্ম্ম সংক্রান্ত লোকযাত্রাক্রমে একত্র হইয়া যাইতে উদ্যত আছ ও উক্ত লোকযাত্রায় দাঙ্গা কি হাঙ্গামা হইবার সম্ভাবনা;

কিম্বা

আমার নিকটে ইত্যাদি,

এজন্য তোমার প্রতি এতদ্দারা আজ্ঞা দিতেছি যে তুমি তোমার ভূমি হইতে তোলা মাটি কি ইট উক্ত পথের কোন স্থানে রাখিবে না কি রাখিতে দিবে না, কিম্বা

উক্ত পথ দিয়া যাত্রার লোক জনের গমন এতদ্দারা নিষেধ করিতেছি, ও তোমাকে বিশেষরূপে সাবধান করিয়া দিয়া আজ্ঞা করিতেছি যে তুমি ঐ লোকযাত্রায় মিশিবে না (অথবা অন্য যেরূপ আজ্ঞা আবশ্যক হয় দিবে)

অদ্য ১৮ সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে আমার স্বাক্ষর ও আদালতের মোহরযুক্ত হইয়া এই আজ্ঞা প্রদত্ত হইল।

(মোহর) (স্বাক্ষর)

---

২২ বিবাদীয় ভূমি প্রভৃতি অধিকারে রাখিবার স্বত্বাসংক্ষ নির্দ্দেশ করিয়া মাজিষ্ট্রেটের আজ্ঞার পাঠ।

(১৪৫ ধারা দেখ)

আমার বিচারাধীন স্থানের অন্তর্বর্ত্তী অমুক বিষয় (বিবাদের বিষয় সংক্ষেপ লিখিবে) লইয়া অমুক ব্যক্তিদের মধ্যে (উভয় পক্ষের নাম ও বাস স্থান কিম্বা গ্রাম্যদলের বিবাদ হইলে, কেবল বাসস্থান লিখিবে) যে বিবাদ আছে তাহাতে শান্তিভঙ্গ হইবার সম্ভাবনা যথাযোগ্যরূপে লিপিবদ্ধ হেতুক্রমে আমার এই রূপ প্রতীতি হওয়াতে উক্ত (বিবাদীয় বিষয়) প্রকৃতরূপে দখল থাকিবার সম্বন্ধে আপন আপন দাওয়ার বর্ণনাপত্র দিবার নিমিত্ত

উক্ত সকল পক্ষকে আদেশ করা যায় তৎক্রমে যথাযোগ্য তদন্ত লইয়া আইনমতে উভয় পক্ষের মধ্যে কে দখল করিবার স্বত্ববান্ এই দাওয়ার বিবেচনা না করিয়া, আমার হৃদ্বোধ জন্মিয়াছে যে উক্ত অমুকের (নাম কি নামসমূহ কি বর্ণনা দিবে) প্রকৃত পক্ষে দখল করিবার দাওয়া যথার্থ,

এজন্য আমি নিষ্পত্তি করিয়া নির্দ্দেশ করিতেছি যে উক্ত অমুকের (কি অমুকদের) দখলে উক্ত বিবাদীয় বিষয় আছে ও আইনের নিয়মিত প্রণালীক্রমে যাবৎ এই না হয় উক্ত ব্যক্তি (কি ব্যক্তিরা) তাহা দখল রাখিবার স্বত্ববান, এবং ইতিমধ্যে উহার (কি তাহাদের) দখলের কোনরূপ বিঘ্নকরণ বিশেষরূপে নিষেধ করিতেছি।

অদ্য ১৮   সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে আমার স্বাক্ষর ও আদালতের মোহর যুক্ত হইয়া এই আজ্ঞা প্রদত্ত হইল।

(মোহর)   (স্বাক্ষর)

২৩। ভূমি প্রভৃতির দখল লইয়া বিবাদ হইলে ক্রোক করিবার ওয়ারেন্টের পাঠ।

(১৪৬ ধারা দেখ)

অমুক স্থানের পোলীস থানার অধ্যক্ষ কিম্বা অমুক স্থানের
কালেক্টর সমীপেষু।

আমার নিকটে খবর দিয়াছে যে আমার বিচারাধীন স্থানের অন্তর্বর্ত্তী অমুক বিষয় (সংক্ষেপে বিবাদীয় বিষয়ের উল্লেখ করিবে) লইয়া অমুক ব্যক্তিদের মধ্যে (পক্ষদের নাম ও বাসস্থান, কিম্বা সম্প্রদায়দের মধ্যে বিবাদ হইলে, কেবল বাসস্থান লিখিবে) যে বিবাদ আছে তাহাতে শান্তিভঙ্গ হইবার সম্ভাবনা, ও প্রকৃত পক্ষে উক্ত (বিবাদীয় বিষয়ের) দখল সম্বন্ধে তাহাদের আপন দাওয়ার বর্ণনাপত্র লিখিয়া দিতে উক্ত উভয় পক্ষের প্রতি যথাযোগ্যরূপে আদেশ করা যায়, ও উক্ত দাওয়ার নিয়মিত তদন্ত লইয়া আমি নিষ্পত্তি করিয়াছি যে উক্ত উভয় পক্ষের মধ্যে কাহারও দখলে উক্ত (বিবাদীয় বিষয়) নাই কিম্বা ঐ উভয় পক্ষের মধ্যে কোন্ পক্ষ যে পূর্ব্বোক্তমতে দখলিকার ছিলেন্ এ বিষয়ে আমি কিছুই স্থির করিতে পারি নাই;

নর্দ্দমা কাটিয়া তাহার মাটি ও ইট নিকটস্থ রাজপথে ফেলিতে কি রাখিতে উদ্যত আছ, ও তাহাতে উক্ত পথ ব্যবহারকারী ব্যক্তিদের বাধা জন্মিবার সম্ভাবনা,

কিম্বা

আমার নিকটে দর্শান গিয়াছে যে তুমি ও অন্য কতকগুলি লোক (যে শ্রেণীর লোক তাহার উল্লেখ করিবে) অমুক রাজপথ (কি স্থল বিশেষ, অমুক স্থান) দিয়া ধর্ম্ম সংক্রান্ত লোকযাত্রাক্রমে একত্র হইয়া যাইতে উদ্যত আছ ও উক্ত লোকযাত্রায় দাঙ্গা কি হাঙ্গামা হইবার সম্ভাবনা;

কিম্বা

আমার নিকটে ইত্যাদি;

এজন্য তোমার প্রতি এতদ্দ্বারা আজ্ঞা দিতেছি যে তুমি তোমার ভূমি হইতে তোলা মাটি কি ইট উক্ত পথের কোন স্থানে রাখিবে না কি রাখিতে দিবে না; কিম্বা

উক্ত পথ দিয়া যাত্রার লোক জনের গমন এতদ্দ্বারা নিষেধ করিতেছি, ও তোমাকে বিশেষরূপে সাবধান করিয়া দিয়া আজ্ঞা করিতেছি যে তুমি ঐ লোকযাত্রায় মিশিবে না (অথবা অন্য যেরূপ আজ্ঞা আবশ্যক হয় দিবে)

অদ্য ১৮ সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে আমার স্বাক্ষর ও আদালতের মোহরযুক্ত হইয়া এই আজ্ঞা প্রদত্ত হইল।

(মোহর) (স্বাক্ষর)

---

২২ বিবাদীয় ভূমি প্রভৃতি অধিকারে রাখিবার স্বত্ববানপক্ষ নির্দ্দেশ করিয়া মাজিষ্ট্রেটের আজ্ঞার পাঠ।

(১৪৫ ধারা দেখ)

আমার বিচারাধীন স্থানের অন্তর্বর্ত্তী অমুক বিষয় (বিবাদের বিষয় সংক্ষেপ লিখিবে) লইয়া অমুক ব্যক্তিদের মধ্যে (উভয় পক্ষের নাম ও বাস স্থান কিম্বা গ্রাম্যদলের বিবাদ হইলে, কেবল বাসস্থান লিখিবে) যে বিবাদ আছে তাহাতে শান্তিভঙ্গ হইবার সম্ভাবনা যথাযোগ্যরূপে লিপিবদ্ধ হেতুক্রমে আমার এই রূপ প্রতীতি হওয়াতে উক্ত (বিবাদীয় বিষয়) ও কত-রূপে দখল থাকিবার সম্বন্ধে আপন আপন দাওয়ার বর্ণনাপত্র দিবার নিমিত্ত

উক্ত সকল পক্ষকে আদেশ করা যায় ও তৎক্রমে যথাযোগ্য তদন্ত লইয়া আইনমতে উভয় পক্ষের মধ্যে কে দখল করিবার স্বত্ববান্ এই দাওয়ার বিবেচনা না করিয়া, আমার হৃদ্বোধ জন্মিয়াছে যে উক্ত অমুকের (নাম কি নামসমূহ কি বর্ণনা দিবে) প্রকৃত পক্ষে দখল করিবার দাওয়া যথার্থ,

এজন্য আমি নিষ্পত্তি করিয়া নির্দ্দেশ করিতেছি যে উক্ত অমুকের (কি অমুকদের) দখলে উক্ত বিবাদীয় বিষয় আছে ও আইনের নিয়মিত প্রণালীক্রমে যাবৎ ভ্রষ্ট না হয় উক্ত ব্যক্তি (কি ব্যক্তিরা) তাহা দখল রাখিবার স্বত্ববান, এবং ইতিমধ্যে তাহার (কি তাহাদের) দখলের কোনরূপ বিঘ্নকরণ বিশেষরূপে নিষেধ করিতেছি

অদ্য ১৮ সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে আমার স্বাক্ষর ও আদালতের মোহর যুক্ত হইয়া এই আজ্ঞা প্রদত্ত হইল

(মোহর) (স্বাক্ষর)

২৩। ভূমি প্রভৃতির দখল লইয়া বিবাদ হইলে ক্রোক করিবার ওয়ারেন্টের পাঠ।

(১৪৭ ধারা দেখ)

অমুক স্থানের পোলীস থানার অধ্যক্ষ কিম্বা অমুক স্থানের কালেক্টর সমীপেষু।

আমার নিকটে দর্শান গিয়াছে যে আমার বিচারাধীন স্থানের অন্তর্বর্ত্তী অমুক বিষয় (সংক্ষেপে বিবাদীয় বিষয়ের উল্লেখ করিবে) ও ইনি অমুক ব্যক্তিদের মধ্যে (ঐ অমুকদের নাম ও বাসস্থান, কিম্বা প্রজাদলের মধ্যে বিবাদ হইলে, কেবল বাসস্থান লিখিবে) যে বিবাদ আছে তাহাতে শান্তিভঙ্গ হইবার সম্ভাবনা, ও প্রকৃত পক্ষে উক্ত (বিবাদীয় বিষয়ের) দখল সম্বন্ধে তাহাদের আপনং দাওয়ার বর্ণনাপত্র লিখিয়া দিতে উক্ত উভয় পক্ষের প্রতি যথাযোগ্যরূপে আদেশ করা যায়, ও উক্ত দাওয়ার নিয়মিত তদন্ত লইয়া আমি নিষ্পত্তি করিয়াছি যে উক্ত উভয় পক্ষের মধ্যে কাহারও দখলে উক্ত (বিবাদীয় বিষয়) নাই কিম্বা ঐ উভয় পক্ষের মধ্যে কোন্ পক্ষ যে পূর্ব্বোক্তমতে দখলিকার ছিলেন তদ্বিষয়ে আমি কিছুই স্থির করিতে পারি নাই;

এজন্য তোমার প্রতি অনুমতি দিয়া আদেশ করিতেছি যে তুমি উক্ত (বিবাদীয় বিষয়) দখলে লইয়া রাখিয়া ক্রোক করিবে, যাবৎ পক্ষদের স্বত্ব কিম্বা দখল করিবার দাওয়া, নিষ্পত্তিসূচক উপযুক্ত আদালতের ডিক্রী কি আজ্ঞা না হয় উহা ক্রোক করিয়া রাখিবে; ও যেরূপে এই ওয়ারন্ট সাধন হয় পৃষ্ঠলিপিক্রমে তাহার সার্টিফিকেট লিখিয়া এই ওয়ারন্ট ফেরৎ পাঠাইবে।

অদ্য ১৮ সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে আমার স্বাক্ষর ও আদালতের মোহর যুক্ত হইয়া এই ওয়ারন্ট প্রদত্ত হইল

(মোহর) (স্বাক্ষর)

---

২৪ স্থলে কি জলে কোন কার্য্য করিবার নিষেধ সূচক ম্যাজিষ্ট্রেটের আজ্ঞার পাঠ

(১৪৭ ধারা দেখ)

আমার বিচারাধীন স্থানের অন্তর্বর্ত্তী অমুক ভূমি (কি জল) (সংক্ষেপে বিবাদীয় বিষয়ের উল্লেখ করিবে) কেবল (অমুক ব্যক্তি কি ব্যক্তিগণ) দখলের দাওয়া করেন বলিয়া তাহার ব্যবহার করণের স্বত্ব সম্পর্কে বিবাদ উত্থিত হওয়াতে, তদ্বিষয়ের যথাযোগ্য তদন্ত লইয়া আমার প্রতীতি হইয়াছে যে উক্ত ভূমি (কি জল) সাধারণের তদ্রূপ ব্যবহার যোগ্য (কিম্বা কোন ব্যক্তির কি বিশেষ শ্রেণীর ব্যক্তির হইলে তাহার কি তাহাদের বর্ণনা লিখিবে), ও (যদি বৎসরের সমুদয় সময় ব্যবহার করা যাইতে পারে) উক্ত তদন্তানুষ্ঠান করিবার তিন মাস মধ্যে (কিম্বা যদি বৎসরের কালবিশেষে ব্যবহার করা যাইতে পারে "বৎসরের যে কালবিশেষে ব্যবহার করা যাইতে পারে শেষ বারের সেই কালে") উক্তরূপ ব্যবহার হইয়াছে;

এজন্য আমি আজ্ঞা করিতেছি যে উক্ত (দখলের দাওয়াদার কি দাওয়াদারেরা) কিম্বা তাঁহাদের পক্ষে কেহ, যাবৎ উপযুক্ত আদালতের এই মর্ম্মের ডিক্রী কি আজ্ঞা না পান যে তিনি (কি তাঁহারা) কেবল উক্ত ভূমি (কি জল) দখল করিবার স্বত্ববান্, তাবৎ পূর্ব্বোক্ত ব্যবহার করিবার স্বত্বভোগ বর্জ্জিত উক্ত ভূমি (কি জলের) দখল লইবেন না (কি রাখিবেন না)।

অদ্য ১৮ সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে আমার স্বাক্ষর ও আদালতের মোহর যুক্ত হইয়া এই আজ্ঞা প্রদত্ত হইল।

(মোহর) (স্বাক্ষর)

২৫ —পুলীস কর্ম্মকারকের সম্মুখে প্রথমস্থলীয় তদন্ত সময়ে নিবন্ধপত্রের ও জামিনী নিবন্ধপত্রের পাঠ

(১৬৯ ধারা দেখ)

অমুক স্থানবাসী শ্রীঅমুক (নাম দিবে) আমার নামে অমুক অপরাধের অভিযোগ হওয়াতে ■ তদন্তের পর অমুক স্থানের মাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে উপস্থিত হইবার আদেশ হওয়াতে কিম্বা তদন্তের পর আদেশ হইলেই অমুক স্থানে উপস্থিত হইবার নিমে মুচলকা লিখিয়া দিবার আজ্ঞা হওয়াতে, আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে উক্ত অভিযোগের আরে প্রতিবাদ করিতে আগামী অমুক মাসের অমুক তারিখে (কিম্বা পরে যে দিনে উপস্থিত হইবার আদেশ হয় সেই দিনে) এত ঘন্টার সময়ে অমুক স্থানের অমুক আদালতে উপস্থিত হইবে ইহাতে আমার ত্রুটি হইলে, আমি ভারতেশ্বরী শ্রীশ্রীমতী মহারাণীকে এত টাকা দণ্ড দিব, এই মর্ম্মের নিবন্ধপত্র লিখিয়া দিলাম।

১৮ সাল তাং (স্বাক্ষর)

শ্রীঅমুক অমুক মাসের অমুক তারিখে (কিম্বা পরে যে দিনে উপস্থিত হইবার আদেশ হয় সেই দিনে) এত ঘন্টার সময়ে অমুক স্থানের অমুক আদালতে উপস্থিত হইবে ও তাহার নামে যে অভিযোগ আছে তাহার আরো প্রতিবাদ করিবে, এই বিষয়ে আমি (কিম্বা আমরা সংশ্লিষ্ট ■ স্বতন্ত্রভাবে সকলে ■ প্রত্যেকে) উপরোক্ত অমুকের জামিন স্বীকার করিতেছি; ও ত হাতে তাহার ত্রুটি হইলে আমি ভারতেশ্বরী শ্রীশ্রীমতী মহারাণীকে এত টাকা দণ্ড দিব, এই মর্ম্মের নিবন্ধপত্র লিখিয়া দিলাম

১৮ সাল তাং (স্বাক্ষর)

২৬। মোকদ্দমা করিবার বা সাক্ষ্য দিবার নিবন্ধপত্রের পাঠ

(১৭০ ধারা দেখ।)

অমুকের নামে অপরাধের যে অভিযোগ হইয়াছে তদ্বিষয়ে অমুক স্থাননিবাসী শ্রীঅমুক আমি আগামী অমুক মাসের অমুক তারিখে বেলা এত ঘন্টার সময়ে অমুক স্থানের অমুক আদালতে উপস্থিত হইয়া তৎকালে তাহার বিপক্ষে মোকদ্দমা চালাইব (অথবা স্থল বিশেষে মোকদ্দমা চালাইব ■ সাক্ষ্য

দিব অথবা সাক্ষ্য দিব) এই প্রতিজ্ঞা করিতেছি ; ইহাতে আমার ত্রুটি হইলে আমি ভারতেশ্বরী শ্রীশ্রীমতী মহারাণীকে এত টাকা দণ্ড দিব এই মর্ম্মের নিবন্ধপত্র লিখিয়া দিলাম

১৮ সাল তাং (স্বাক্ষর)

---

২৭ গবর্ণমেণ্টের উকীলকে মাজিষ্ট্রেট কর্ত্তৃক সমর্পণের নোটিস দিবার পাঠ

(২১৮ ধারা দেখ)

অমুক স্থানের মাজিষ্ট্রেট এতদ্দ্বারা নোটিস দিতেছেন যে তিনি অমুককে আগামী সেশনে বিচারার্থে সমর্পণ করিয়াছেন, ও উক্ত মাজিষ্ট্রেট এতদ্দ্বারা আদেশ দিতেছেন যে গবর্ণমেণ্টের উকীল উক্ত মোকদ্দমায় অভিযোগ চালান

অভিযুক্ত ব্যক্তির নামে অভিযোগ হইয়াছে যে (অভিযোগপত্রে অপরাধের যেরূপ উল্লেখ আছে এই স্থলে তদ্রূপ উল্লেখ করিবে)

১৮ সাল তাং (স্বাক্ষর)

২৮। অভিযোগের পাঠ।

(২২১ ও ২২২ ও ২২৩ ধারা দেখ)

(১)—অভিযোগপত্রে একমাত্র দফা থাকিলে।

(ক) অমুক স্থানের মাজিষ্ট্রেট প্রভৃতি শ্রীঅমুক আমি শ্রীঅমুক (অভিযুক্ত ব্যক্তির নাম) তোমার নামে এই অভিযোগ করিলাম

(খ) তুমি অমুক স্থানে অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে কি তাহার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে কি পরে ভারতেশ্বরী শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর বিপক্ষে যুদ্ধ করিয়া ভারতবর্ষের দণ্ডবিধি আইনের ১২১ ধারামতে দণ্ডনীয় ও সেশন আদালতের বিচার্য্য অপরাধ করিয়াছ (প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট অভিযোগপত্র প্রস্তুত করিলে সেশন আদালতের পরিবর্ত্তে হাইকোর্ট লিখিতে হইবে)

দণ্ডবিধি আইনের ১২১ ধারা

(গ) অতএব উক্ত আদালতে উক্ত অভিযোগপত্রে তোমার বিচার হয় এই আদেশ করিলাম

(মাজিষ্ট্রেট সাহেবের স্বাক্ষর ও মোহর।)

(খ) চিহ্নিত কথার পরিবর্ত্তে পশ্চাৎ লিখিত অন্যতর প্রকারের কথা লেখা যাইতে পারিবে

(২) ভারতবর্ষের গবর্ণর জেনরল সাহেবের মন্ত্রিসভার সভ্য মান্যবর অমুক সাহেব উক্ত সভ্য স্বরূপে যে ক্ষমতামতে
১২৪ ধারা ব্যবহার করেন এই নিমিত্তে তুমি অমুক স্থানে
অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে কি তাহার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে কি পরে, ঐ সভ্যের প্রতি আক্রমণ করিয়া ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইনের ১২৪ ধারামতে দণ্ডনীয় ও সেশন আদালতের [কি হাইকোর্টের] বিচার্য্য অপরাধ করিয়াছ

(৩) তুমি অমুক কার্য্যবিভাগের রাজকীয় কার্য্যকারক হইয়া স্বীয় পদ-সম্বন্ধীয় কোন কর্ম্ম না করিবার প্রবৃত্তিস্বরূপে
১৬১ ধারা আপনার আইনমত বেতন ভিন্ন অমুক [নামক]
ব্যক্তির নিমিত্তে অমুক (নামক) ব্যক্তির স্থানে পারিতোষিক গ্রহণ করিয়া ভারতবর্ষের দণ্ডবিধি আইনের ১৬১ ধারামতে দণ্ডনীয় ও সেশন আদালতের [কি হাইকোর্টের] বিচার্য্য অপরাধ করিয়াছ

(৪) তুমি অমুক স্থানে অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে কি তাহার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে কি পরে অমুক কর্ম্ম করিয়া-
১৬৬ ধারা ছিলে (কিম্বা স্থল বিশেষে অমুক কর্ম্ম কর নাই)
ও তাহা অমুক সালের অমুক আইনের অমুক ধারার বিধানের বিপক্ষে অমুকের বিঘ্নজনক ছিল ইহা জানিতে, ইহাতে ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধির আইনের ১৬৬ ধারামতে দণ্ডনীয় ও সেশন আদালতের (কি হাইকোর্টের) বিচার্য্য অপরাধ করিয়াছ

(৫) অমুক স্থানে অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে কি তাহার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে কি পরে শ্রী অমুকের সম্মুখে অমুকের
১৯৩ ধারা। বিচার হওন সময়ে তুমি সাক্ষ্য দেওন কালে এই
কথা কহিয়াছিলে যে"

" আর তুমি সেই কথা মিথ্যা জানিয়া কিম্বা মিথ্যা বলিয়া বিশ্বাস করিয়া কিম্বা সত্য বলিয়া বিশ্বাস না করিয়া কহিয়াছিলে, ইহাতে ভারতবর্ষীয়

দণ্ডবিধির আইনের ১৯৩ ধারামতে দণ্ডনীয় ও সেশন আদালতের (কি হাইকোর্টের) বিচার্য্য অপরাধ করিয়াছ

(৫) তুমি অমুক স্থানে অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে কি তাহার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে কি পরে [redacted] নকৃত বধের তুল্য নয় এমত অপরাধযুক্ত নরহত্যা করিয়া অমুকের মৃত্যুর কারণ হইয়াছ, ইহ তে ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইনের ৩০৪ ধারামতে দণ্ডনীয় ও সেশন আদালতের [কি হাইকোর্টের] বিচার্য্য অপরাধ করিয়াছ

৩০৪ ধারা

(৭) অমুক স্থানে অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে কি তাহার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে কি পরে আনন্দ মত্ত হইয়া আত্মহত্যা করিবার উদ্যোগ করিলে তুমি তাহার আত্মঘাতী হইবার সহায়তা করিয়া ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইনের ৩০৬ ধারামতে দণ্ডনীয় ও সেশন আদালতের (কি হাই কোর্টের) বিচার্য্য অপরাধ করিয়াছ

৩০৬ ধারা।

(৮) তুমি অমুক স্থানে অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে কি তাহার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে কি পরে ইচ্ছাপূর্ব্বক অমুকের গুরুতর পীড়া জন্মাইয়া ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইনের ৩২৫ ধারামতে দণ্ডনীয় ও সেশন আদালতের (কি হাই-কোর্টের) বিচার্য্য অপরাধ করিয়াছ

৩২৫ ধারা

(৯) তুমি অমুক স্থানে অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে কি তাহার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে কি পরে অমুকের উপর (নাম দিবে) দস্যুতা করিয়া ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইনের ৩৯২ ধারামতে দণ্ডনীয় ও সেশন আদালতের (কি হাই কোর্টের) বিচার্য্য অপরাধ করিয়াছ

৩৯২ ধারা

(১০) তুমি অমুক স্থানে অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে কি তাহার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে কি পরে ডাকাইতী করিয়া ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইনের ৩৯৫ ধারামতে দণ্ডনীয় ও সেশন আদালতের [কি হাইকোর্টের] বিচার্য্য অপরাধ করিয়াছ

৩৯৫ ধারা

ম্যাজিষ্ট্রেটের দ্বারা মোকদ্দমার বিচার হইলে "সেশন আদালতের বিচার্য্য" এই কথা ত্যাগ করিয়া "আমার বিচার্য্য" এই কথা প্রয়োগ করিতে হইবে

(গ) প্রকারে "উক্ত আদালতে" এই কথা ত্যাগ করিতে হইবে

(২) অভিযোগে দুই কি তদধিক দফা থাকিলে।

(ক) অমুক স্থানের মাজিষ্ট্রেট প্রভৃতি শ্রীঅমুক আমি শ্রীঅমুক (অভিযুক্ত ব্যক্তির নাম) তোমার নামে এই অভিযোগ করিলাম।

(খ) প্রথম তুমি অমুক স্থানে অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে কি তাহার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে কি পরে কোন মুদ্রা কৃত্রিম জানিয়া অকৃত্রিম বলিয়া অমুক (নামক) ব্যক্তিকে দিয়াছিলে ইহাতে ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইনের ২৪১ ধারামতে দণ্ডনীয় ও সেশন আদালতের (কি হাইকোর্টের) বিচার্য্য অপরাধ করিয়াছ

দণ্ডবিধি আইনের ২৪১ ধারা।

দ্বিতীয়। তুমি অমুক স্থানে অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে কি তাহার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে কি পরে, কোন মুদ্রা কৃত্রিম জানিয়া তাহা অকৃত্রিমরূপে গ্রহণ করিতে অপরকে প্রবৃত্তি জন্মাইবার উদ্যোগ করিয়াছিলে ইহাতে ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইনের ২৪১ ধারামতে দণ্ডনীয় ও সেশন আদালতের (কি হাইকোর্টের) বিচার্য্য অপরাধ করিয়াছ।

(গ) অতএব উক্ত অভিযোগক্রমে উক্ত আদালতে তোমার বিচার হয় আমার এই আদেশ

(মাজিষ্ট্রেট সাহেবের স্বাক্ষর ও মোহর।)

(ঘ) প্রকারের পরিবর্ত্তে এইরূপ কথা লেখা যাইতে পারে

(২) প্রথম। তুমি অমুক স্থানে অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে কি তাহার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে কি পরে, অমুকের মৃত্যুর কারণ হইয়া আনক্রুদ্ধ বধ করিয়াছ। ইহাতে ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইনের ৩০২ ধারামতে দণ্ডনীয় ও সেশন আদালতের (কি হাইকোর্টের) বিচার্য্য অপরাধ করিয়াছ

৩০২ ও ৩০৪ ধারা।

দ্বিতীয় তুমি অমুক স্থানে অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে কি তাহার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে কি পরে অমুকের মৃত্যুর কারণ হইয়া অপরাধযুক্ত নরহত্যা করিয়াছ ইহাতে ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইনের ৩০৪ ধারামতে

দণ্ডনীয় ও সেশন আদালতের (কি হাইকোর্টের) বিচার্য্য অপরাধ করিয়াছ।

(৩) প্রথম তুমি অমুক স্থানে অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে কি তাহার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে কি পরে চুরি করিয়া ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইনের ৩৭৯ ধারামতে দণ্ডনীয় ও সেশন আদালতের (কি হাইকোর্টের) বিচার্য্য অপরাধ করিয়াছ

৩৭৯ ও ৩৮২ ধারা

দ্বিতীয় তুমি অমুক স্থানে অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে কি তাহার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে কি পরে চুরি করিবার অভিপ্রায়ে কোন ব্যক্তির প্রাণনাশ করিবার উদ্যোগ করিয়া চুরি করিয়াছিলে ইহাতে ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইনের ৩৮২ ধারামতে দণ্ডনীয় ও সেশন আদালতের (কি হাইকোর্টের) বিচার্য্য অপরাধ করিয়াছ

তৃতীয় তুমি অমুক স্থানে অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে কি তাহার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে কি পরে চুরি করণের পর পলায়ন করিতে পারিবার নিমিত্তে কোন ব্যক্তিকে অবরুদ্ধ করিবার উদ্যোগ করিয়া চুরি করিয়াছিলে; ইহাতে ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইনের ৩৮২ ধারামতে দণ্ডনীয় ও সেশন আদালতের (কি হাইকোর্টের) বিচার্য্য অপরাধ করিয়াছ।

চতুর্থ তুমি অমুক স্থানে অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে কি তাহার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে কি পরে, চৌর্য্যক্রমে অপহৃত দ্রব্য রাখিতে পার এই নিমিত্তে কোন ব্যক্তির পীড়া দিবার ভয় দেখাইবার উদ্যোগ করিয়া চুরি করিয়াছ ইহাতে ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইনের ৩৮২ ধারামতে দণ্ডনীয় ও সেশন আদালতের (কি হাইকোর্টের) বিচার্য্য অপরাধ করিয়াছ

(৪) অমুক স্থানে অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে কিম্বা তাহার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে কি পরে শ্রীঅমুকের সম্মুখে অমুক ব্যাপারের তদন্ত লওন সময়ে তুমি সাক্ষ্য দেওনকালে এই কথা কহিয়াছিলে যে "

৩৯১ ধারামতে অমুকের অভিযোগ

" এবং অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে কিম্বা তাহার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে কি পরে শ্রীঅমুকের সম্মুখে অমুকের বিচার করণ সময়ে সাক্ষ্য দেওন কালে এই কথা কহিয়াছিলে যে "

ইহার মধ্যে এক কথা তুমি মিথ্যা জানিতে কি মিথ্যা বলিয়া বিশ্বাস করিতে কিম্বা সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিতে না। ইহাতে ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধির আইনের ১৯৩ ধারামতে দণ্ডনীয় সেশন আদালতের (কি হাইকোর্টের) বিচার্য্য অপরাধ করিয়াছ

মাজিষ্ট্রেটদের দ্বারা মোকদ্দমার বিচার হইলে, "সেশন আদালতের বিচার্য্য" এই কথা ত্যাগ করিয়া "আমার বিচার্য্য" এই কথা প্রয়োগ করিতে হইবে এবং "উক্ত আদালতে" এই কথা ত্যাগ করিতে হইবে।

---

(৩) পূর্ব্বে অপরাধ নির্ণয় হইবার পর চুরি করিবার অভিযোগ হইলে;—

অমুক স্থানের মাজিষ্ট্রেট প্রভৃতি শ্রীঅমুক শ্রীঅমুক, (অভিযুক্ত ব্যক্তির নাম) তোমার নামে এই অভিযোগ করিলাম —

তুমি অমুক স্থানে অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে কিম্বা তাহার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে বা পরে চুরি করিয়াছিলে। ইহাতে ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধির আইনের ৩৭৯ ধারামতে দণ্ডনীয় ও সেশন আদালতের (অথবা স্থল বিশেষে হাইকোর্টের বা মাজিষ্ট্রেটের) বিচার্য্য অপরাধ করিয়াছ।

এবং তুমি উক্ত শ্রীঅমুক (অভিযুক্ত ব্যক্তির নাম) উক্ত অপরাধ করিবার পূর্ব্বে, অর্থাৎ, অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে অমুক স্থানে ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধির আইনের ১৭ অধ্যায়মতে তিন বৎসর কারাদণ্ডে দণ্ডনীয় অপরাধে অর্থাৎ রাত্রিযোগে গোপভাবে পরগৃহে প্রবেশ অপরাধে (যে ধারামতে অভিযুক্ত ব্যক্তির অপরাধ নির্ণয় হয় সেই ধারায় যে যে শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে তদ্দ্বারা অপরাধের বর্ণনা করিতে হইবে) অমুক আদালত কর্ত্তৃক (যে আদালত কর্ত্তৃক অপরাধী নির্ণীত হয় সেই আদালতের নাম দিবে) অপরাধী নির্ণীত হইয়াছিলে উক্ত অপরাধ নির্ণয় অদ্যাপি সম্পূর্ণরূপে বলবৎ ও ফলবৎ আছে, এবং তুমি তজ্জন্য ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধির আইনের ৭৫ ধারামতে অধিক দণ্ড পাইবার যোগ্য।

অতএব আমার আদেশ এই যে, উক্ত অভিযোগক্রমে উক্ত আদালতে তোমার বিচার হয়।

---

২৯ কোন মাজিষ্ট্রেট কারাদণ্ডের কি অর্থদণ্ডের আজ্ঞা করিলে তদনু-
সারে কারাবদ্ধ করিবার ওয়ারণ্টের পাঠ
(২৭৫ ও ২৮৮ ধারা দেখ)

অমুক স্থানের জেলের সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট (কি রক্ষক) সমীপেষু

১৮ সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে আমার (নাম ■ পদসূচক খ্যাতি দিবে) সম্মুখে ১৮ সালের কালেণ্ডরের এত নং মোকদ্দমায় (প্রথম কি দ্বিতীয় কি তৃতীয় ইত্যাদি যে হউক) আসামী অমুকের (আসামীর নাম দিবে) ভারতবর্ষীয় দণ্ড বিধির আইনের কি অমুক আইনের এই (কি ৫ই ২) ধারামতে অমুক অপরাধ নির্ণয় হওয়াতে এই দণ্ডের আজ্ঞা হইয়াছে (সম্পূর্ণ ভাবে ■ স্পষ্টরূপে দণ্ডের উল্লেখ করিবে),

এজন্য তোমার প্রতি অনুমতি দিয়া আদেশ করা যাইতেছে যে তুমি উক্ত সুপরিন্টেণ্ডেণ্ট (কি রক্ষক) উক্ত অমুককে (আসামীর নাম দিবে) এই ওয়ারণ্ট সহিত উক্ত জেলে তোমার হেফাজতে গ্রহণ করিবে ■ তথায় আইনমতে পূর্ব্বোক্ত দণ্ডাজ্ঞা সাধন করিবে।

অদ্য ১৮ সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে আমার স্বাক্ষর ও আদালতের মোহর যুক্ত হইয়া এই ওয়ারণ্ট প্রদত্ত হইল

(মোহর) (স্বাক্ষর)

৩০। ক্রোক করিয়া ক্ষতিপূরণের টাকা আদায় না হইলে কারা-
দণ্ডের ওয়ারণ্টের পাঠ।
(২৫০ ধারা দেখ)

অমুক স্থানের দেওয়ানী জেলের সুপরিন্টেণ্ডেণ্ট (কি রক্ষক)
সমীপেষু।

অমুক (নাম ■ বর্ণনা দিবে) অমুকের (অভিযুক্ত ব্যক্তির নাম ■ বর্ণনা লিখিবে) বিরুদ্ধে এই বলিয়া নালিশ করে যে (নালিশের মর্ম্ম সংক্ষেপে লিখিবে) ও অনর্থক ও বিরক্তিকর বলিয়া তাহা ডিসমিস করা গিয়াছে, ও ডিসমিস করিবার আজ্ঞায় উক্ত অমুকের (বাদীর নাম দিবে) প্রতি ক্ষতিপূরণ স্বরূপ এত টাকা দিবার আদেশ হইয়াছে ; ও উক্ত টাকা দেওয়া যায় নাই ■ উক্ত অমুকের (বাদির নাম দিবে) অস্থাবর সম্পত্তি ক্রোক

করিয়া তাহা আদায় করা যাইতে পারে না ও ইতিমধ্যে উক্ত টাকা দেওয়া না গেলে, তাহার এত দিনের কারাদণ্ডের আজ্ঞা হইয়াছে;

এজন্য তোমার প্রতি অনুমতি দিয়া আদেশ করা যাইতেছে যে তুমি উক্ত সুপরিন্টেণ্ডেণ্ট (কি রক্ষক) উক্ত অমুককে (নাম দিবে) এই ওয়ারন্ট সহিত তোমার হেফাজতে গ্রহণ করিবে, ও তাহ কে ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধির আইনের ৬১ ধারার বিধানের নিয়মাধীনে এত কাল উক্ত জেলে নির্ব্বিঘ্নে রাখিবে। কিন্তু ইতিমধ্যে উক্ত টাকা দেওয় গেলে, তাহা পাইয়া তাহাকে মুক্ত করিবে যে রূপে এই ওয়ারন্ট সাধন হয়, পৃষ্ঠলিপি ক্রমে তাহাব সার্টিফিকেট লিখিয়া এই ওয়ারন্ট ফেরত পাঠাইবে

অদ্য ১৮ সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে আমার স্বাক্ষর ও আদালতের মোহরযুক্ত হইয়া এই ওয়ারন্ট প্রদত্ত হইল।

(মোহর) (স্বাক্ষর)

৩১। সাক্ষীর নামে সমনের পাঠ।

(৬৮ ও ২৫২ ধারা দেখ)

অমুক স্থানবাসী শ্রীঅমুক সমীপেষু

আমার নিকটে নালিশ হইয়াছে যে অমুক স্থানবাসী, অমুক অমুক অপরাধ (সময় ও স্থান সহ সংক্ষেপে অপরাধের উল্লেখ করিবে) করিয়াছে (কি করিয়াছে বলিয়া সন্দেহ হয়) ও আমার বোধ হয় যে তুমি অভিযোগের পক্ষে প্রয়োজনীয় সাক্ষ্য দিতে পারিবে।

এজন্য উক্ত নালিশের বিষয় সম্পর্কে তুমি যাহা জান তাহা সাক্ষ্য দিতে আগামী অমুক মাসের অমুক তারিখে পূর্ব্বাহ্ণ ১০ ঘটিকার সময় তুমি এই আদালতে উপস্থিত হইবে, ও আদালতের অনুমতি না লইয়া তথা হইতে চলিয়া যাইবে না এতদ্দারা তোমার প্রতি এই সমন দেওয়া গেল, ও তোমাকে সাবধান করা যাইতেছে যে তুমি ন্যায়ানুগত কারণ বিনা উক্ত তারিখে উপস্থিত হইতে উপেক্ষা কি অস্বীকার করিলে, তোমাকে বলপূর্ব্বক উপস্থিত করাইবার নিমিত্ত ওয়ারন্ট দেওয়া যাইবে।

অদ্য ১৮ সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে আমার স্বাক্ষর ও আদালতের মোহরযুক্ত হইয়া এই সমনপত্র প্রদত্ত হইল।

(মোহর) (স্বাক্ষর)

৩২ জুরর ও আসেসরদিগকে সমন করিবার নিমিত্ত জিলার ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের প্রতি আদেশপত্রের পাঠ

(৩২৬ ধারা দেখ)

অমুক জিলার ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব সমীপেষু

আগামী অমুক মাসের অমুক তারিখে অমুক স্থানের আদালত ঘরে ফৌজদারী সেশন বসিবে, ও এই আদালতে জুরর ও আসেসরদের যে সংশোধিত ফর্দ দেওয়া গিয়াছে তন্মধ্যে নামের মধ্য হইতে নিয়মিতরূপে গুলিবাঁটক্রমে এতন্নিম্নলিখিত ব্যক্তিদের নাম নির্ব্বাচিত হইয়াছে, এজন্য এতদ্দ্বারা তোমার প্রতি আদেশ করা যাইতেছে যে উক্ত তারিখে পূর্ব্বাহ্ণ দশ ঘটিকার সময় উক্ত সেশন আদালতে উপস্থিত হইবার সমন উক্ত ব্যক্তিদিগকে দিবে, ও এই আদেশ অনুসারে তুমি যে ইহা করিলে উক্ত সময়ের মধ্যে তাহার সার্টিফিকেট পাঠাইবে।

(এই স্থলে জুরর ও আসেসরদের নাম দিবে)

অদ্য ১৮ সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে আমার স্বাক্ষর ও আদালতের মোহরযুক্ত হইয়া এই আদেশপত্র প্রদত্ত হইল

(মোহর) (স্বাক্ষর)

---

৩৩ জুরর কি আসেসরকে সমন দিবার পাঠ

(৩২৮ ধারা দেখ)

অমুক স্থানবাসী শ্রীঅমুক সমীপেষু

আগামী ফৌজদারী সেশনে আসেসর (কি জুরর) স্বরূপ তোমার উপস্থিত হইবার আজ্ঞাসূচক অমুক স্থানের সেশন আদালতের ও দেশপত্র আমার নিকটে প্রেরিত হওয়াতে তুমি আগামী অমুক মাসের অমুক তারিখে পূর্ব্বাহ্ণ দশ ঘটিকার সময় উক্ত সেশন আদালতে উপস্থিত হইবে, তেমকে এতদ্দ্বারা এই সমন দেওয়া গেল

অদ্য ১৮ সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে আমার স্বাক্ষর ও আদালতের মোহরযুক্ত হইয়া এই সমনপত্র প্রদত্ত হইল।

(মোহর) (স্বাক্ষর)

৬৪ প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা হইলে কারাবদ্ধ করিবার ওয়ারণ্টের পাঠ।
(৩১৪ ধারা দেখ)

অমুক স্থানের জেলের সুপরিন্টেণ্ডেণ্ট (কি রক্ষক) সমীপেষু।

১৮ সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে আমার সম্মুখে সেশন হয়, উক্ত সেশনে কালেণ্ডরের এত নম্বর মোকদ্দমার (প্রথম কি দ্বিতীয় কি তৃতীয় ইত্যাদি যে হউক) আসামী অমুকের (আসামীর নাম দিবে) দণ্ডবিধির আইনের এত ধারামতে বধদণ্ড অপরাধজনক নরহত্যাপরাধ নিয়মিতরূপে নির্ণীত হইয়া প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা হইয়াছে, ও অমুক স্থানের অমুক কোর্ট কর্তৃক উক্ত দণ্ডাজ্ঞা দৃঢ়করণের অপেক্ষা আছে,

এজন্য তোমার প্রতি অনুমতি দিয়া আদেশ করা যাইতেছে যে তুমি উক্ত সুপরিন্টেণ্ডেণ্ট (কি রক্ষক) এই ওয়ারণ্টসহ উক্ত অমুককে (আসামীর নাম দিবে) উক্ত জেলে তোমার হেফাজতে গ্রহণ করিবে, ও যাবৎ অমুক কোর্টের আজ্ঞা ফলীভূতকরণার্থে এই আদালতের অন্যতর ওয়ারণ্ট কি আজ্ঞা না পাও তাহাকে তথায় নির্ব্বিঘ্নে রাখিবে

অদ্য ১৮ সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে আমার স্বাক্ষর ও আদালতের মোহর যুক্ত হইয়া এই ওয়ারণ্ট প্রদত্ত হইল

(মোহর) (স্বাক্ষর)

৬৫ প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা সাধন করিবার ওয়ারণ্টের পাঠ
(৩৮১ ধারা দেখ)

অমুক স্থানের জেলের সুপরিন্টেণ্ডেণ্ট (কি রক্ষক) সমীপেষু

১৮ সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে আমার সম্মুখে যে সেশন বসে তাহাতে কালেণ্ডরের এত নম্বর মোকদ্দমায় (প্রথম কি দ্বিতীয় কি তৃতীয় ইত্যাদি যাহা হউক) আসামী অমুককে (আসামীর নাম দিবে) অমুক মাসের অমুক তারিখের এই আদালতের ওয়ারণ্ট মতে প্রাণদণ্ডের আজ্ঞাধীনে তোমার হেফাজতে সমর্পণ করা গিয়াছে এবং উক্ত দণ্ডাজ্ঞার দৃঢ়ীকরণার্থক অমুক কোর্টের আজ্ঞা এই আদালতে গৃহীত হইয়াছে

এজন্য তোমার প্রতি অনুমতি দিয়া আদেশ করা যাইতেছে যে উক্ত সুপরিন্টেণ্ডেণ্ট (কি রক্ষক) ঐ দণ্ডাজ্ঞা সাধন করিবার নিয়মিত সময়ে ও স্থানে যাবৎ উক্ত অমুক না মরে তাহার গলায় উদ্বন্ধনদ্বারা উক্ত দণ্ডাজ্ঞা সাধন

করিবে এবং উক্ত দণ্ড সাধন হইয়াছে, পৃষ্ঠলিপিক্রমে ইহার সার্টিফিকেট লিখিয়া এই ওয়ারণ্ট এই আদালতে ফেরত পাঠাইবে

অদ্য ১৮ সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে আমার স্বাক্ষর ও আদালতের মোহরযুক্ত হইয়া এই ওয়ারণ্ট প্রদত্ত হইল।

(মোহর) (স্বাক্ষর)

---

৩৬ দণ্ড পরিবর্তনের পর ওয়ারণ্টের পাঠ
(৩৮১ ও ৩৮২ ধারা দেখ)

অমুকস্থানের জেলের সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট (কি রক্ষক) সমীপেষু।

১৮ সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে যে সেশন কোর্টে তাহাতে ক্যালেণ্ডরের এত নম্বর মোকদ্দমায় (প্রথম কি দ্বিতীয় কি তৃতীয় ইত্যাদি যে হউক) আসামী অমুকের (আসামীর নাম দিবে) ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধির এত ধারামতে দণ্ডনীয় অমুক অপরাধ নির্ণয় হইয়া এই দণ্ডের আজ্ঞা হয় ও তদনুসারে তাহাকে ঐ জেলখানাতে সমর্পণ করা যায়; এবং অমুক আদালতের আজ্ঞাধারা (যে আজ্ঞার নোকল লিপি এতৎ সঙ্গে দেওয়া গেল) উক্ত দণ্ডাজ্ঞার নির্দিষ্ট দণ্ডের পরিবর্তে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর (কি অন্য যেরূপ হয়) দণ্ডের আদেশ হইয়াছে;

এজন্য তোমার প্রতি অনুমতি দিয়া আদেশ করা যাইতেছে যে তুমি উক্ত অমুক সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট (কি রক্ষক) যাবৎ উক্ত আজ্ঞা মতে দ্বীপান্তর দণ্ড ভোগ করণার্থে উপযুক্ত কর্তৃত্বাধীনে ও হেফাজতে উক্ত অমুককে [নাম দিবে] সমর্পণ করিতে না পার, তাবৎ তাহাকে আইনের আদেশমতে নির্বিঘ্নে উক্ত জেলে তোমার হেফাজতে রাখিবে;

কিম্বা

পরিবর্তিত দণ্ডের আজ্ঞা কারাদণ্ডের হইলে "যাবৎ" অবধি "তাবৎ" পর্যন্ত কথা না লিখিয়া "হেফাজতে রাখিবে" এই কথার পরে এই ২ কথা দিবে "ও উক্ত আজ্ঞা মতে আইন অনুসারে তথায় কারাদণ্ড সাধন করিবে"।

অদ্য ১৮ সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে আমার স্বাক্ষর আদালতের মোহরযুক্ত হইয়া এই ওয়ারণ্ট প্রদত্ত হইল।

(মোহর) (স্বাক্ষর)

৩৭। ক্রোক [redacted] বিক্রয় দ্বারা অর্থদণ্ড আদায় করিবার ওয়ারেন্টের পাঠ।

(৩৮৬ ধারা দেখ।)

শ্রীঅমুক সমীপেষু (যে পোলীসের কর্ম্মকারক কি অন্য ব্যক্তি কি ব্যক্তিরা ওয়ারেন্ট সাধন করিবে তাহার কি তাহাদের নাম [redacted] খ্যাতি লিখিবে)

[redacted] সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে আমার সম্মুখে অমুকের (অপরাধীর নাম [redacted] বর্ণনা দিবে) অমুক অপরাধ (সংক্ষেপে অপরাধের উল্লেখ করিবেক) নির্ণয় হইয়া এত টাকা অর্থদণ্ড দিবার আজ্ঞা হয় এবং উক্ত অমুকের (নাম দিবে) প্রতি উক্ত অর্থদণ্ড দিবার আদেশ হইলেও সে উক্ত টাকা কি তাহার কোন অংশ দেয় নাই;

এজন্য তোমার প্রতি অনুমতি দিয়া আদেশ করিতেছি যে অমুক জিলার মধ্যে উক্ত অমুকের (নাম দিবে) যে অস্থাবর সম্পত্তি পাও তাহা আটক করিয়া ক্রোক করিবে, ও তদ্রূপ ক্রোক হইবার পর এত কাল মধ্যে (যত দিন কি ঘণ্টা সময় দেওয়া যায় লিখিবে) (কিম্বা অবিলম্বে) উক্ত টাকা না দেওয়া গেলে উক্ত ক্রোককৃত অস্থাবর সম্পত্তি কিম্বা উক্ত অর্থদণ্ডের টাকা পরিশোধ করিতে তাহার যে অংশের প্রয়োজন হয় সেই অংশ বিক্রয় করিবে এবং এই ওয়ারেন্ট সাধন হইবার অব্যবহিত পরে এতৎক্রমে তুমি যাহা করিয়াছ পৃষ্ঠলিপিক্রমে তাহার সার্টিফিকেট লিখিয়া এই ওয়ারেন্ট ফেরত পাঠাইবে।

অদ্য ১৮ সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে আমার স্বাক্ষর ও আদালতের মোহরযুক্ত হইয়া এই ওয়ারেন্ট প্রদত্ত হইল

(মোহর) (স্বাক্ষর)

৩৮। কোন ২ অবস্থায় মোকদ্দমায় অর্থদণ্ড হইলে, [illegible] বদ্ধ করিবার ওয়ারেন্টের পাঠ।

অমুক স্থানের দেওয়ানী জেলের সুপরিন্টেণ্ডেণ্ট (কি রক্ষক) সমীপেষু।

অদ্য আমার সম্মুখে আদালতের অধিবেশনে অমুক (অপরাধীর নাম [redacted] বর্ণনা দিবে) আদালতের সম্মুখে (কি দৃষ্টিগোচরে) ইচ্ছাপূর্ব্বক অবজ্ঞা-করণাপরাধ করিয়াছে।

এবং এইরূপ অবজ্ঞা নিমিত্ত আদালত অমুকের (অপরাধীর নাম দিবে) এত টাকা অর্থদণ্ডের, যা না দিলে এত টাকা (মাস কি দিনের সংখ্যা লিখিবে) কারাদণ্ড ভোগের আজ্ঞা করিয়াছেন ;

এজন্য তোমার প্রতি অনুমতি দিয়া আদেশ করা যাইতেছে যে তুমি উক্ত দেওয়ানী জেলের সুপরিন্টেণ্ডেণ্ট (কি রক্ষক) এই ওয়ারেণ্টের সহিত উক্ত অমুককে (অপরাধীর নাম দিবে) তে মার হেফাজতে গ্রহণ করিবে ও ইতিমধ্যে উক্ত অর্থদণ্ড প্রদত্ত না হইলে এত কাল (কারাদণ্ডের কাল নির্দ্দেশ করিবে) তাহাকে উক্ত জেলে নির্ব্বিঘ্নে রাখিবে এবং উক্ত টাকা পাইলে তৎক্ষণাৎ তাহাকে মুক্ত করিবে, যে রূপে এই ওয়ারেণ্ট সাধন হইল পৃষ্ঠলিপিক্রমে তাহার সার্টিফিকেট লিখিয়া এই ওয়ারেণ্টের ফেরত পাঠাইবে।

অদ্য ১৮ সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে আমার স্বাক্ষর ও আদালতের মোহর যুক্ত হইয়া এই ওয়ারেণ্ট প্রদত্ত হইল।

(মোহর) (স্বাক্ষর)

---

৩৯ সাক্ষী উত্তর দিতে অস্বীকার করিলে কারাবদ্ধ করিবার ম্যাজিষ্ট্রেটের বা জজের ওয়ারেণ্টের পাঠ

(৪৮৫ ধারা দেখ)

শ্রীঅমুক (আদালতের কর্মকারকের নাম ও খ্যাতি দিবে) সমীপেষু।

অমুক (নাম ও বর্ণনা দিবে) সাক্ষিস্বরূপ সমন প্রাপ্ত হইয়া [কিম্বা এই আদালতের সম্মুখে আনীত হইয়া] ও অপরাধের অভিযোগের তদন্তকালে অদ্য সাক্ষ্য দিবার আদেশ প্রাপ্ত হইয়া উক্ত অপরাধের অভিযোগ সম্বন্ধে যে [কিম্বা যে] প্রশ্ন তাহার প্রতি করা গিয়া নিয়মিতরূপে লেখা যায়, অস্বীকার করিবার ন্যায়সঙ্গত কারণ না দর্শাইয়া সেই প্রশ্নের উত্তর দিতে অস্বীকার করে, এবং উক্ত অবজ্ঞা নিমিত্ত তাহাকে এতকাল [আটক করিয়া রাখিবার কাল নির্দ্দেশ করিবে] হেফাজতে আটক করিয়া রাখিবার আদেশ হইয়াছে

এজন্য তোমার প্রতি অনুমতি দিয়া আদেশ করা যাইতেছে যে তুমি উক্ত অমুককে [নাম দিবে] হেফাজতে গ্রহণ করিবে, এবং ইতিমধ্যে সাক্ষ্য দিতে জিজ্ঞাসিত প্রশ্নের উত্তর করিতে সম্মত না হইলে এত দিন

ত হাকে তোমার হেফাজতে নির্ব্বিঘ্নে রাখিবে, ও তাহার শেষ দিনে কিম্বা তদ্রূপ সম্মতি অন্ত হইবামাত্র আইনমতে কার্য্য হইবার নিমিত্ত হাকে এই আদালতের সম্মুখে আনিবে, যেরূপে এই ওয়ারণ্ট সাধন হয় পৃষ্ঠলিপিক্রমে তাহার সার্টিফিকেট লিখিয়া এই ওয়ারণ্ট ফেরত পাঠাইবে।

অদ্য ১৮ সালের অমুক মাসের,অমুক তারিখে আমার স্বাক্ষর ও আদালতের মোহর যুক্ত হইয়া এই ওয়ারণ্ট প্রদত্ত হইল।

[মোহর] [স্বাক্ষর]

৪০। ভরণপোষণের টাকা না দিলে কার বদ্ধ করিবার ওয়ারণ্টের পাঠ।

(৪৮৮ ধারা দেখ)

অমুক স্থানের জেলের সুপরিন্টেণ্ডেণ্ট [কি রক্ষক] সমীপেষু।

আমার সম্মুখে প্রমাণ হইয়াছে যে অমুকের [নাম, বর্ণনা ঠিকানা লিখিবে] যে সম্পত্তি আছে তাহাতে সে আপন স্ত্রীর [নাম দিবে] কি এই এই কারণ [কারণ উল্লেখ করিবে] বশতঃ আত্মভরণপোষণাক্ষম সন্তানের [নাম দিবে] ভরণপোষণ করিতে পারে ও তৎকার্য্য করিতে সে উপেক্ষা [কি অস্বীকার] করিয়াছে, ও তাহার স্ত্রীর [কি সন্তানের] ভরণপোষণ নিমিত্ত উক্ত অমুকের [নাম দিবে] প্রতি মাসিক এত টাকা দিবার আজ্ঞা নিয়মিতরূপে করা গিয়াছে, এবং ইহাও সপ্রমাণ হইয়াছে যে উক্ত অমুক [নাম দিবে] স্বেচ্ছাপূর্ব্বক উক্ত আজ্ঞা অমান্য করিয়া অমুক [কি অমুক ২] মাসের বৃত্তিস্বরূপ এত টাকা দেয় নাই, এবং তজ্জন্য উক্ত জেলে তাহার এতকাল সাদা [কি কঠোর] কারাদণ্ডের আজ্ঞা করা গিয়াছে।

এজন্য তোমার প্রতি অনুমতি দিয়া আদেশ করা যাইতেছে যে তুমি উক্ত সুং রিণ্টেণ্ডেণ্ট (কি রক্ষক) উক্ত অমুককে (নাম দিবে) এই ওয়ারণ্ট সহিত উক্ত জেলে তোমার হেফাজতে গ্রহণ করিবে, ও তথায় আইনমতে উক্ত আজ্ঞা সাধন করিবে, ও যেরূপে এই ওয়ারণ্ট সাধন হয় পৃষ্ঠলিপিক্রমে তাহার সার্টিফিকেট লিখিয়া এই ওয়ারণ্ট ফেরত পাঠাইবে।

অদ্য ১৮ সালে অমুক মাসের অমুক তারিখে আমার স্বাক্ষর ও আদালতের মোহরযুক্ত হইয়া এই ওয়ারণ্ট প্রদত্ত হইল।

(মোহর) (স্বাক্ষর)

৪১। ক্রোক ও বিক্রয় দ্বারা ভরণপোষণের টাকা আদায় প্রবল করিবার ওয়ারেন্টের পাঠ

[৪৮৮ ধারা দেখ]

শ্রীঅমুক সমীপেষু।

(যে পোলীস কর্ম্মকারক কি অন্য ব্যক্তি ওয়ারেন্ট সাধন করিবে তাহার নাম ও খ্যাতি লিখিবে)

আপন স্ত্রীর (কি সন্তানের) ভরণপোষণ নিমিত্ত উক্ত অমুকের (নাম দিবে) প্রতি মাসিক এত টাকা দিবার আজ্ঞা নিয়মিতরূপে করা গিয়াছে, এবং উক্ত অমুক (নাম দিব) স্বেচ্ছাপূর্ব্বক উক্ত আজ্ঞা অমান্য করিয়া অমুক [কি অমুক অমুক] মাসের বৃত্তিস্বরূপ এত টাকা দেয় নাই।

এজন্য তোমার প্রতি অনুমতি দিয়া আদেশ করা যাইতেছে যে তুমি অমুক জিলার মধ্যে উক্ত অমুকের [নাম দিবে] যে অস্থাবর সম্পত্তি পাও তাহা আটক করিয়া ক্রোক করিবে ও তদ্রূপ ক্রোক হইবার পর এতকাল মধ্যে (যত দিন কি ঘণ্টা সময় দেওয়া যায় তাহা লিখিবে) (কিম্বা অবিলম্বে) উক্ত টাকা দেওয়া না গেলে, উক্ত ক্রোককৃত অস্থাবর সম্পত্তি কিম্বা উক্ত টাকা পরিশোধ করিতে তাহার যে অংশের প্রয়োজন হয় সেই অংশ বিক্রয় করিবে, ও এই ওয়ারেন্ট সাধন হইবার অব্যবহিত পরে এতদ্রূপে তুমি যাহা করিয়াছ পৃষ্ঠলিপিক্রমে তাহার সার্টিফিকেট লিখিয়া এই ওয়ারেন্ট ফেরত পাঠাইবে।

অদ্য ১৮ সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে আমার স্বাক্ষর ও আদালতের মোহরযুক্ত হইয়া এই ওয়ারেন্ট প্রদত্ত হইল।

(মোহর) (স্বাক্ষর)

৪২। মাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে প্রথমস্থলীয় তদন্ত সময়ে নিবন্ধপত্রের ও জামিনী নিবন্ধপত্রের পাঠ।

(৪১৬ ও ৪৯৯ ধারা দেখ।)

অমুক স্থানবাসী আমি অমুক (নাম দিবে) অমুক অপরাধের অভিযোগে অমুক স্থানের মাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে আনীত হইয়াছি, ও তাঁহার আদালতে ও আবশ্যক হইলে, সেশন আদালতে আমার উপস্থিত হইবার জামিনী দিবার

আদেশ পাইয়াছি, অতএব আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে উক্ত অভিযোগের প্রথম স্থলীয় তদন্তের প্রতিদিন উক্ত মাজিষ্ট্রেটের আদালতে উপস্থিত হইব, এবং উক্ত মোকদ্দমা যদি বিচারার্থে সেশন আদালতে প্রেরিত হয়, আমার বিরুদ্ধ উক্ত অভিযোগের প্রতিবাদ করিবার আদেশ পাইলেই উক্ত আদালতে উপস্থিত হইতে থাকিব, ইহাতে আমার ত্রুটি হইলে, শ্রীশ্রীমতী মহারাণী ভারতেশ্বরীকে ৫ত টাকা দণ্ড দিব, এই মর্ম্মের নিবন্ধপত্র লিখিয়া দিলাম।

১৮ সাল তাং (স্বাক্ষর)

উক্ত অমুকের (নাম দিবে) নামে যে অপরাধের অভিযোগ হইয়াছে তাহার প্রথম স্থলীয় তদন্তের প্রতিদিন অমুকের আদালতে সে উপস্থিত হইবে, ও উক্ত মোকদ্দমা যদি বিচারার্থে সেশন আদালতে প্রেরিত হয়, তাহার বিরুদ্ধ অভিযোগের প্রতিবাদ করিবার নিমিত্ত উক্ত আদালতে উপস্থিত হইতে থাকিবে আমি (কিম্বা আমরা সংস্পৃষ্টভাবে কি স্বতন্ত্ররূপে সকলে ■ প্রত্যেকে) এই বিষয়ে অমুকের জামিন স্বীকার করিলাম ইহাতে তাহার ত্রুটি হইলে আমি শ্রীশ্রীমতী মহারাণী ভারতেশ্বরীকে এত টাকা দণ্ড দিব, এই মর্ম্মের নিবন্ধপত্র লিখিয়া দিলাম।

১৮ সাল তাং (স্বাক্ষর)

---

৪৩ জামিন না দেওয়াতে যে ব্যক্তি কারাবদ্ধ হয়, তাহাকে মুক্ত করিবার ওয়ারন্টের পাঠ।

(৫০০ ধারা দেখ।)

অমুক স্থানের জেলের সুপরিন্টেণ্ডেণ্ট (কি রক্ষক) (কিম্বা অন্য যে কার্য্যকারকের হেফাজতে উক্ত ব্যক্তি থাকে সেই কার্য্যকারক) সমীপেষু।

অমুক মাসের অমুক তারিখের এই আদালতের ওয়ারন্টক্রমে অমুককে বন্দীর নাম ■ বর্ণনা দিবে) তোমার হেফাজতে সমর্পণ করা গিয়াছে, ও তদনন্তর সে ফৌজদারী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক আইনের ৪৯৯ ধারামতে জামিনকে জামিনদের সহ নিয়মিতরূপে নিবন্ধপত্র লিখিয়া দিয়াছে;

এমত৺য় তোমার প্রতি অনুমতি দিয়া আদেশ করিতেছি যে তুমি উক্ত

অমুক (নাম দিবে) অন্য কোন বিষয়ের নিমিত্ত আটক থাকিবার যোগ্য না হইলে তাহাকে অবিলম্বে ঐ মার হেফাজত হইতে মুক্ত করিবে।

অদ্য ১৮ সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে আমার স্বাক্ষর ও আদালতের মোহরযুক্ত হইয়া এই ওয়ারেন্ট প্রদত্ত হইল।

(মোহর) (স্বাক্ষর)

---

৪৪ নিবন্ধপত্র প্রবল করণার্থে ক্রোক করিবার ওয়ারেন্টের পাঠ।

(৫১৪ ধারা দেখ)

অমুক স্থানের পোলীস থানার অধ্যক্ষ সমীপেষু

অমুক (নাম, বর্ণনা ও ঠিকানা লিখিবে) স্বীয় মুচলকা অনুসারে অমুক কার্য্যের উপলক্ষে (উপলক্ষের উল্লেখ করিবে) উপস্থিত হয় নাই, ও তদ্রূপ ত্রুটিপ্রযুক্ত শ্রীশ্রীমতী মহারাণী ভারতেশ্বরীর নিকটে এত টাকার (নিবন্ধপত্রের অর্থদণ্ডের টাকার) দায়ী হইয়াছে; এবং উক্ত অমুককে (নাম দিবে) নিয়মিতরূপে নোটিস দেওয়া গেলেও সে উক্ত টাকা দেয় নাই অথবা উক্ত টাকা তাহার নিকট কেন আদায় করা যাইবে না ইহার উপযুক্ত কারণ দেখায় নাই

এজন্য তোমার প্রতি অনুমতি দিয়া আদেশ করা যাইতেছে যে তুমি অমুক জিলার মধ্যে উক্ত অমুকের (নাম দিবে) যে অস্থাবর সম্পত্তি পাও তাহা আটক করিয়া রাখিয়া ক্রোক করিবে, এবং তিন দিনের মধ্যে উক্ত টাকা দেওয়া না গেলে উক্ত ক্রোককৃত সম্পত্তি কিম্বা উক্ত টাকা আদায় করিতে তাহার যে অংশের প্রয়োজন হয় সেই অংশ বিক্রয় করিবে এবং এই ওয়ারেন্ট সাধন হইবার অব্যবহিত পরে এতৎক্রমে তুমি যাহা করিয়াছ তাহার রিটর্ণ পাঠাইবে।

অদ্য ১৮ সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে আমার স্বাক্ষর ও আদালতের মোহরযুক্ত হইয়া এই ওয়ারেন্ট প্রদত্ত হইল।

(মোহর) (স্বাক্ষর)

৪৫ নিবন্ধপত্রের নিয়মভঙ্গ হইলে জামিনকে নোটিস দিবার পাঠ।

(৫১৪ ধারা দেখ)

অমুক স্থানবাসী শ্রীঅমুক সমীপেষু।

অমুক মাসের অমুক তারিখে অমুক স্থানবাসী অমুক (নাম দিবে) এই আদালতের সম্মুখে উপস্থিত হইবে এই বিষয়ে তুমি ১৮ সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে তাহার জামিন হইয়া নিবন্ধপত্র লিখিয়া দিয়াছিলে যে ইহাতে তাহার ত্রুটি হইলে তুমি শ্রীশ্রীমতী মহারাণী ভারতেশ্বরীকে এত টাকা দণ্ড দিবে, এবং উক্ত অমুক (নাম দিবে) এই আদালতের সম্মুখে উপস্থিত হয় নাই, ও উক্ত ত্রুটিপ্রযুক্ত তোমার এত টাকা দণ্ড হইয়াছে ;

এজন্য এতদ্দ্বারা তোমার প্রতি আদেশ দেওয়া যাইতেছে যে তুমি উক্ত অর্থদণ্ডের টাকা দিবে, কিম্বা, তোমার নিকটে কেন উক্ত অর্থদণ্ডের টাকা আদায় করা যাইবে না, এই তারিখ অবধি এত দিন মধ্যে তাহার কারণ দর্শাইবে।

অদ্য ১৮ সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে আমার স্বাক্ষর ও আদালতের মোহরযুক্ত হইয়া এই নোটিস প্রদত্ত হইল

(মোহর) (স্বাক্ষর)

---

৪৬ সদাচরণের নিবন্ধপত্রের অর্থদণ্ডের নোটিস জামিনকে দিবার পাঠ।

(৫১৪ ধারা দেখ)

অমুক স্থানবাসী শ্রীঅমুক সমীপেষু।

অমুক স্থানবাসী অমুক (নাম দিবে) এত কাল শান্তিভঙ্গ করিবে না এই বিষয়ে ১৮ সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে নিবন্ধপত্র লিখিয়া দিয়া তুমি তাহার জামিন হইয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলে যে ইহাতে ত্রুটি হইলে তুমি শ্রীশ্রীমতী মহারাণী ভারতেশ্বরীকে এত টাকা দণ্ড দিবে, এবং তুমি জামিন হইবার পর অপরাধ করিয়াছে বলিয়া উক্ত অমুকের (নাম দিবে) অমুক অপরাধ (সংক্ষেপে অপরাধের উল্লেখ করিবে) নির্ণয় হইয়াছে, তাহাতে তোমার জামিনী নিবন্ধপত্রের টাকা দণ্ড হইয়াছে।

এজন্য তোমার প্রতি এতদ্দ্বারা আদেশ করা যাইতেছে যে তুমি উক্ত

অর্থদণ্ডের টাকা দিবে, কিম্বা উহা কেন দিবে না, একদিন মধ্যে ইহার কারণ দর্শাইবে

অদ্য ১৮ সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে আমার স্বাক্ষর ও আদালতের মোহর যুক্ত হইয়া এই নোটীস প্রদত্ত হইল

(মোহর) (স্বাক্ষর)

---

৪৭ আমিনের বিরুদ্ধে ক্রোক করিবার ওয়ারণ্টের পাঠ।

(৫১৪ ধারা দেখ)

শ্রীঅমুক সমীপেষু

অমুক (নাম, বর্ণনা ও ঠিকানা লিখিবে) অমুকের উপস্থিত হইবার (নিবন্ধপত্রের নিয়মের উল্লেখ করিবে) আমিনস্বরূপ আপনাকে নিবদ্ধ করিয়াছে, ও উক্ত অমুক (নাম দিবে) তাহাতে ত্রুটি করিয়াছে সুতরাং শ্রীশ্রীমতী মহারাণী ভারতেশ্বরীর নিকটে এত টাকার (নিবন্ধপত্রের লিখিত অর্থদণ্ডের টাকার) দায়ী হইয়াছে

এজন্য তোমার প্রতি অনুমতি দিয়া আদেশ করা যাইতেছে যে তুমি অমুক জিলার মধ্যে উক্ত অমুকের (নাম দিবে) যে অস্থাবর সম্পত্তি পাও তাহা আটক করিয়া রাখিয়া ক্রোক করিবে ও তিন দিন মধ্যে উক্ত টাকা দেওয়া না গেলে উক্ত ক্রোককৃত সম্পত্তি কিম্বা উক্ত টাকা আদায় করিতে তাহার যে অংশের প্রয়োজন হয় সেই অংশ বিক্রয় করিবে, ও এই ওয়ারণ্ট সম্পন্ন করিবার অব্যবহিত পরেই এতৎক্রমে তুমি যাহা করিয়াছ তাহার রিটর্ণ পাঠাইবে

অদ্য ১৮ সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে আমার স্বাক্ষর ও আদালতের মোহর যুক্ত হইয়া এই ওয়ারণ্ট প্রদত্ত হইল

(মোহর) (স্বাক্ষর)

---

৪৮ যে অভিযুক্ত ব্যক্তির হাজির জামিন লওয়া গিয়াছে, তাহার আমিনকে কারাবদ্ধ করিবার ওয়ারণ্টের পাঠ।

(৫১৪ ধারা দেখ)

অমুক স্থানের দেওয়ানী জেলের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট (কি রক্ষক) সমীপেষু

অমুক (আমিনের নাম ও বর্ণনা দিবে) অমুকের (নিবন্ধপত্রের নিয়মের উল্লেখ করিবে) উপস্থিত হইবার আমিনস্বরূপ আপনাকে নিবদ্ধ করিয়াছে;

[redacted] উক্ত অমুক (নাম দিবে) তাহাতে ত্রুটি করিয়াছে সুতরাং উক্ত নিবন্ধপত্রের লিখিত অর্থ দণ্ডের টাকা শ্রীশ্রীমতী মহারাণী ভারতেশ্বরীর পাওনা হইয়াছে, এবং উক্ত অমুক (জামিনের নাম দিবে), যথাযোগ্য নোটিস পাইয়া, উক্ত টাকা দেয় নাই কিম্বা তাহার নিকটে উহা কেন আদায় করা যাইবে না ইহার বিশিষ্ট কারণ দর্শায় নাই, ও ঐ টাকা তাহার অস্থাবর সম্পত্তি ক্রোক [redacted] বিক্রয় করিয়া আদায় করা যাইতে পারে না, ও তাহাকে এত কাল (কাল নির্দেশ করিবে) জেলে আবদ্ধ করিয়া রাখিবার আজ্ঞা হইয়াছে

এজন্য তোমার প্রতি অনুমতি দিয়া আদেশ করা যাইতেছে যে তুমি উক্ত সুপরিন্টেণ্ডেণ্ট (কি রক্ষক) এই ওয়ারণ্টের সহিত উক্ত অমুকে (নাম দিবে) তোমার হেফাজতে গ্রহণ করিবে এবং এতকাল (কারাদণ্ডের কাল নির্দেশ করিবে) তাহাকে উক্ত জেলে নির্বিঘ্নে রাখিবে, ও যে রূপে এই ওয়ারণ্ট সাধন হয় পৃষ্ঠলিপিক্রমে তাহার সর্টিফিকেট লিখিয়া এই ওয়ারণ্ট ফেরত পাঠাইবে।

অদ্য ১৮ সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে আমার স্বাক্ষর ও আদালতের মোহর যুক্ত হইয়া এই ওয়ারণ্ট প্রদত্ত হইল।

[মোহর] [স্বাক্ষর]

৫১। শান্তিভঙ্গ না করিবার নিবন্ধপত্রের অর্থদণ্ডের নোটিস মুখ্য ব্যক্তিকে দিবার পাঠ

(৫১৪ ধারা দেখ)।

শ্রীঅমুক সমীপেষু (নাম ও বর্ণনা [redacted] ঠিকানা লিখিবে)।

তুমি শান্তিভঙ্গ করিবে না (নিবন্ধপত্রে যেরূপ থাকে তদ্রূপ লিখিবে) বলিয়া ১৮ সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে নিবন্ধপত্র লিখিয়া দিয়াছিলে, এবং তোমার উক্ত নিবন্ধপত্রের টাকা দণ্ড হইবার প্রমাণ আমার সম্মুখে প্রদত্ত হইয়া নিয়মিতরূপে দেখা গিয়াছে,

অতএব এতদ্দ্বারা তোমার প্রতি আদেশ করা যাইতেছে যে তুমি এত টাকা অর্থদণ্ড দিবে, কিম্বা, উক্ত টাকা কেন তোমার নিকটে আদায় করা যাইবে না, এত দিনের মধ্যে আমার সম্মুখে তাহার কারণ দর্শাইবে।

১৮ সাল তাং

(মোহর) (স্বাক্ষর)

৫০। শান্তিভঙ্গ না করিবার নিবন্ধপত্রের নিয়মভঙ্গ হইলে মুখ্য ব্যক্তির সম্পত্তি ক্রোক করিবার ওয়ারেন্টের পাঠ

(৫১৪ ধারা দেখ)

অমুক স্থানের পোলীস থানার শ্রীঅমুক (পোলীস কর্ম্মকারকের নাম ও খ্যাতি দিবে) সমীপেষু।

অমুক (নাম ও বর্ণনা দিবে) শান্তিভঙ্গ করিবে না (যেরূপ নিবন্ধপত্রে লেখা থাকে) ইত্যাদি নিয়মে ১৮ সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে এত টাকার নিবন্ধপত্র লিখিয়া দেয়, এবং উক্ত নিবন্ধপত্রের টাকা দণ্ড হইবার প্রমাণ আমার সম্মুখে প্রদত্ত হইয়া নিয়মিতরূপে লেখা গিয়াছে এবং উক্ত টাকা কেন দেওয়া যাইবে না, ইহার কারণ দর্শাইবার নিমিত্ত উক্ত অমুকের প্রতি (নাম দিবে) নোটিস দিয়া আদেশ করা গিয়াছিল এবং সে কারণ দর্শায় নাই ও উক্ত টাকাও দেয় নাই,

এজন্য তোমার প্রতি অনুমতি দিয়া আদেশ করা যাইতেছে যে তুমি অমুক জিলার মধ্যে অমুকের (নাম দিবে) যে অস্থাবর সম্পত্তি পাও এত টাকার মূল্য পরিমাণে তাহা আটক করিয়া ক্রোক করিবে এবং এত দিন মধ্যে উক্ত টাকা দেওয়া না গেলে উক্ত ক্রোককৃত সম্পত্তি কিম্বা উক্ত টাকা আদায় করিতে তাহার যে অংশের প্রয়োজন হয় সেই অংশ বিক্রয় করিবে এবং এই ওয়ারেন্ট সাধন হইবার অব্যবহিত পরে এতৎক্রমে তুমি যাহা করিয়াছ তাহার রিটর্ণ পাঠাইবে।

অদ্য ১৮ সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে আমার স্বাক্ষর ও আদালতের মোহর যুক্ত হইয়া এই ওয়ারেন্ট প্রদত্ত হইল।

(মোহর) (স্বাক্ষর)

—:০:—

৫১। শান্তিভঙ্গ না করিবার নিবন্ধপত্রের নিয়ম ভঙ্গ হইলে কারায় বদ্ধ করিবার ওয়ারেন্টের পাঠ।

(৫১৪ ধারা দেখ)

অমুক স্থানের দেওয়ানী জেলের সুপরিন্টেণ্ডেণ্ট (কি রক্ষক) সমীপেষু।

আমার নিকটে প্রমাণ প্রদত্ত হইয়া নিয়মিতরূপে লিপিবদ্ধ করা গিয়াছে

যে অমুক,(নাম বর্ণনা দিবে) শান্তিভঙ্গ না করিবার যে নিবন্ধপত্র লিখিয়া দেয় তাহার নিয়মভঙ্গ করিয়া শ্রীশ্রীমতী মহারাণী ভারতেশ্বরীর নিকটে এত টাকার দায়ী হইয়াছে ; এবং উক্ত অমুক (নাম দিবে) উক্ত টাকা দেয় নাই, কিম্বা উক্ত টাকা কেন দিবে না ইহার কারণ দর্শাইবার নিমিত্ত নিয়মিতরূপ আদেশ হইলেও কারণ দর্শায় নাই, ও তাহার অস্থাবর সম্পত্তি ক্রোক করিয়া টাকা আদায় করা যাইতে পারে না, ও এতকাল (কারাদণ্ডের কাল নির্দ্দেশ করিবে) উক্ত অমুককে (নাম দিবে) দেওয়ানী জেলে কারাবদ্ধ করিবার আজ্ঞা হইয়াছে,

এজন্য তোমার প্রতি অনুমতি দিয়া আদেশ করা যাইতেছে যে তুমি উক্ত সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট (কি রক্ষক) এই ওয়ারণ্ট সহিত উক্ত অমুককে (নাম দিবে) তোমার হেফাজতে গ্রহণ করিবে, ও এত কাল (কারাদণ্ডের কাল নির্দ্দেশ করিবে) তাহাকে উক্ত জেলে নির্ব্বিঘ্নে রাখিবে ; ও যেরূপে এই ওয়ারণ্ট জারি হয় পৃষ্ঠলিপিক্রমে তাহার সার্টিফিকেট লিখিয়া এই ওয়ারণ্ট ফেরত পাঠাইবে।

অদ্য ১৮ সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে আমার স্বাক্ষর ও আদালতের মোহরযুক্ত হইয়া এই ওয়ারণ্ট প্রদত্ত হইল।

(মোহর) (স্বাক্ষর)

৫২। সদাচরণের নিবন্ধপত্রের টাকা দণ্ড হইলে ক্রোক ও বিক্রয় করিবার ওয়ারণ্টের পাঠ।

(৫১৪ ধারা দেখ)

অমুক স্থানের পোলীস থানার অধ্যক্ষ সমীপেষু।

১৮ সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে (নাম, বর্ণনা ঠিকানা লিখিবে) অমুকের (মুখ্য ব্যক্তির নাম প্রভৃতি লিখিবে) সদাচরণের নিমিত্ত এত টাকার নিবন্ধপত্র লিখিয়া জামিন দিয়াছিল, এবং উক্ত অমুক (নাম দিবে) যে অমুক অপরাধ করিয়াছে আমার সম্মুখে ইহার প্রমাণ প্রদত্ত হইয়া নিয়মিতরূপে লিপিবদ্ধ করা গিয়াছে, সুতরাং উক্ত নিবন্ধপত্রের টাকা দণ্ড হইয়াছে, এবং উক্ত টাকা কেন দেওয়া যাইবে না ইহার কারণ দর্শাইবার নিমিত্ত উক্ত অমুকের (নাম দিবে) প্রতি নোটিস দিয়া আদেশ করা গিয়াছে, ও সে তাহা করে নাই কিম্বা উক্ত টাকা দেয় নাই।

এজন্য তোমার প্রতি অনুমতি দিয়া আদেশ করা যাইতেছে যে তুমি অমুক জিলার মধ্যে উক্ত অমুকের (নাম দিবে) যে অস্থাবর সম্পত্তি পাও তাহা আটক করিয়া ক্রোক করিবে, ও এত দিন মধ্যে উক্ত টাকা দেওয়া না গেলে উক্ত ক্রোককৃত সম্পত্তি কিম্বা উক্ত টাকা আদায় করিতে তাহার যে অংশের প্রয়োজন হয় সেই অংশ বিক্রয় করিবে, ও এই ওয়ারণ্ট সাধন হইবার অব্যবহিত পরে এতৎক্রমে তুমি যাহা করিয়াছ তাহার রিটর্ণ পাঠাইবে।

অদ্য ১৮ সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে আমার স্বাক্ষর ও আদালতের মোহরযুক্ত হইয়া এই ওয়ারণ্ট প্রদত্ত হইল

(মোহর) (স্বাক্ষর)

---

৫৩ সদাচরণের নিবন্ধপত্রের টাকা দণ্ড হইলে কারাবদ্ধ করিবার ওয়ারন্টের পাঠ

(৫১৪ ধারা দেখ)

অমুক স্থানের দেওয়ানী জেলের সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট (কি রক্ষক) সমীপেষু

১৮ সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে অমুক (নাম, বর্ণনা ও ঠিকানা লিখিবে) অমুকের (মুখ্য ব্যক্তির নাম প্রভৃতি দিবে) সদাচরণ নিমিত্ত এত টাকার নিবন্ধপত্র লিখিয়া জামিন দিয়াছিল, এবং উক্ত নিবন্ধপত্রের নিয়ম ভঙ্গ হইবার প্রমাণ আমার সম্মুখে প্রদত্ত হইয়া নিয়মিতরূপে লিপিবদ্ধ করা গিয়াছে সুতরাং উক্ত অমুক (নাম দিবে) শ্রীশ্রীমতী মহারাণী ভারতেশ্বরীর নিকটে এত টাকার দায়ী হইয়াছে, এবং সে উক্ত টাকা দেয় নাই ও উক্ত টাকা কেন দেওয়া যাইবে না ইহার কারণ দর্শাইবার নিমিত্ত তাহার প্রতি নিয়মিতরূপে আদেশ করা গেলেও কারণ দর্শায় নাই ও তাহার অস্থাবর সম্পত্তি ক্রোক করিয়া উক্ত টাকা আদায় করা যাইতে পারে না, ও উক্ত অমুককে (নাম দিবে) এতকাল (কারাদণ্ডের কাল নির্দ্দেশ করিবে) দেওয়ানী জেলে কারাবদ্ধ করিবার আজ্ঞা হইয়াছে;

এজন্য তোমার প্রতি অনুমতি দিয়া আদেশ করা যাইতেছে যে তুমি উক্ত সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট (কি রক্ষক) এই ওয়ারন্টের সহিত উক্ত অমুককে (নাম দিবে) তোমার হেফাজতে গ্রহণ করিবে ও এত কাল (কারাদণ্ডের কাল

নির্দ্দেশ করিবে) তাহাকে উক্ত জেলে নির্ব্বিঘ্নে রাখিবে; যেরূপে এই ওয়ারণ্ট সাধন হয় পৃষ্ঠলিপিক্রমে তাহার সার্টিফিকেট লিখিয়া এই ওয়ারণ্ট ফেরত পাঠাইবে।

অদ্য ১৮ সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে আমার স্বাক্ষর ও আদালতের মোহর যুক্ত হইয়া এই ওয়ারণ্ট প্রদত্ত হইল।

(মোহর) (স্বাক্ষর)

নির্ঘণ্ট।

ধ ৯এই আইনের ধারা যথা ধ ৪ অর্থাৎ ৪ ধারা

চার্য্য ।

চেষ্টা

ছাড়িয়া দেওন ।

জামিন ।

পোলিস।

পোলিস।

৭

মৃত্যু।

মৃত্যু।

রফা।

রহিত করণ।

রাজকীয় অভিযোক্তা।

বিচার।

বিচারাধিপত্য।

স্থান

স্বাক্ষর

স্বাক্ষর

হাইকোর্ট।